লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

১

লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

১

লেভ তলস্তয়

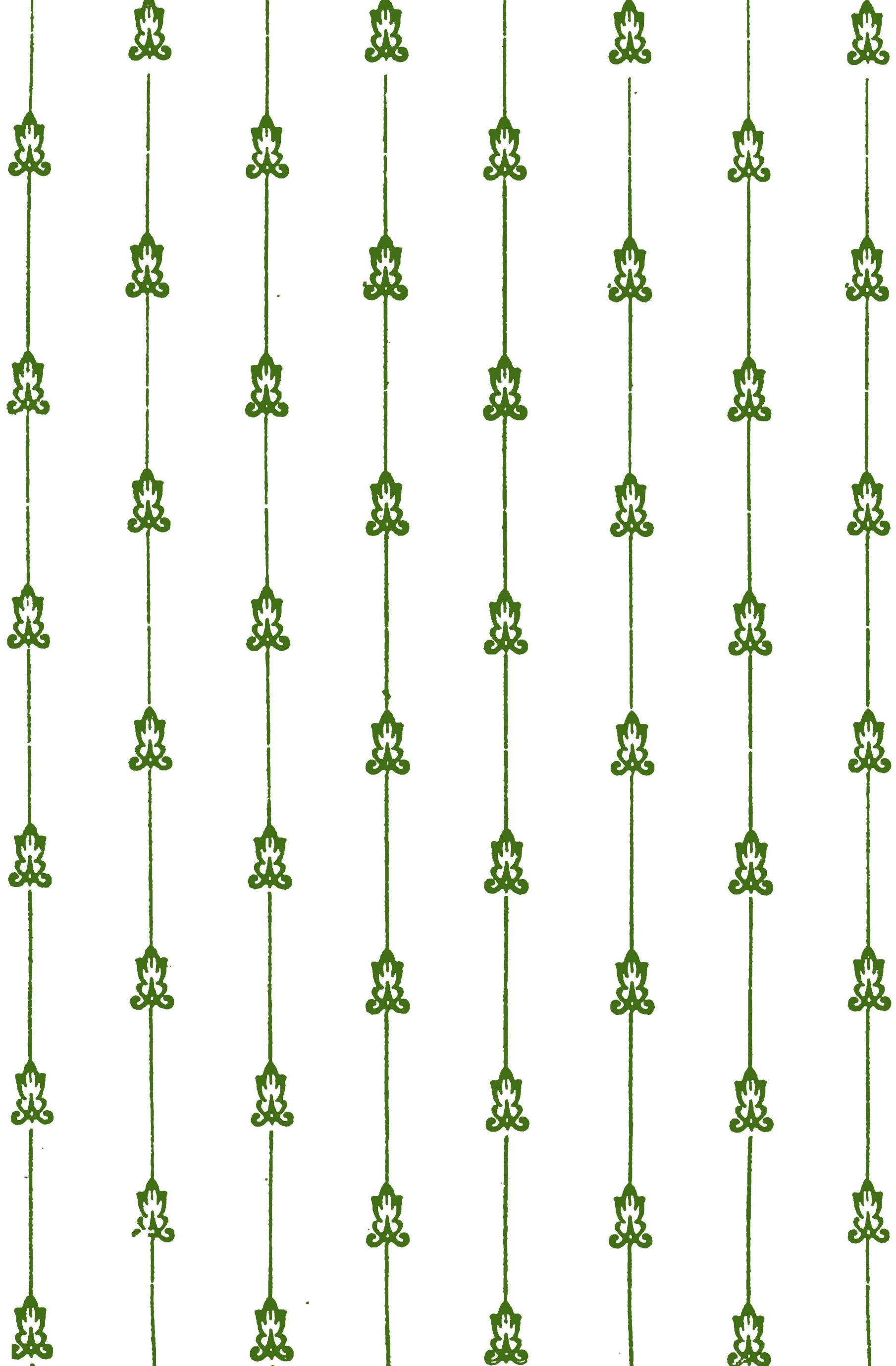
আন্না কারেনিনা

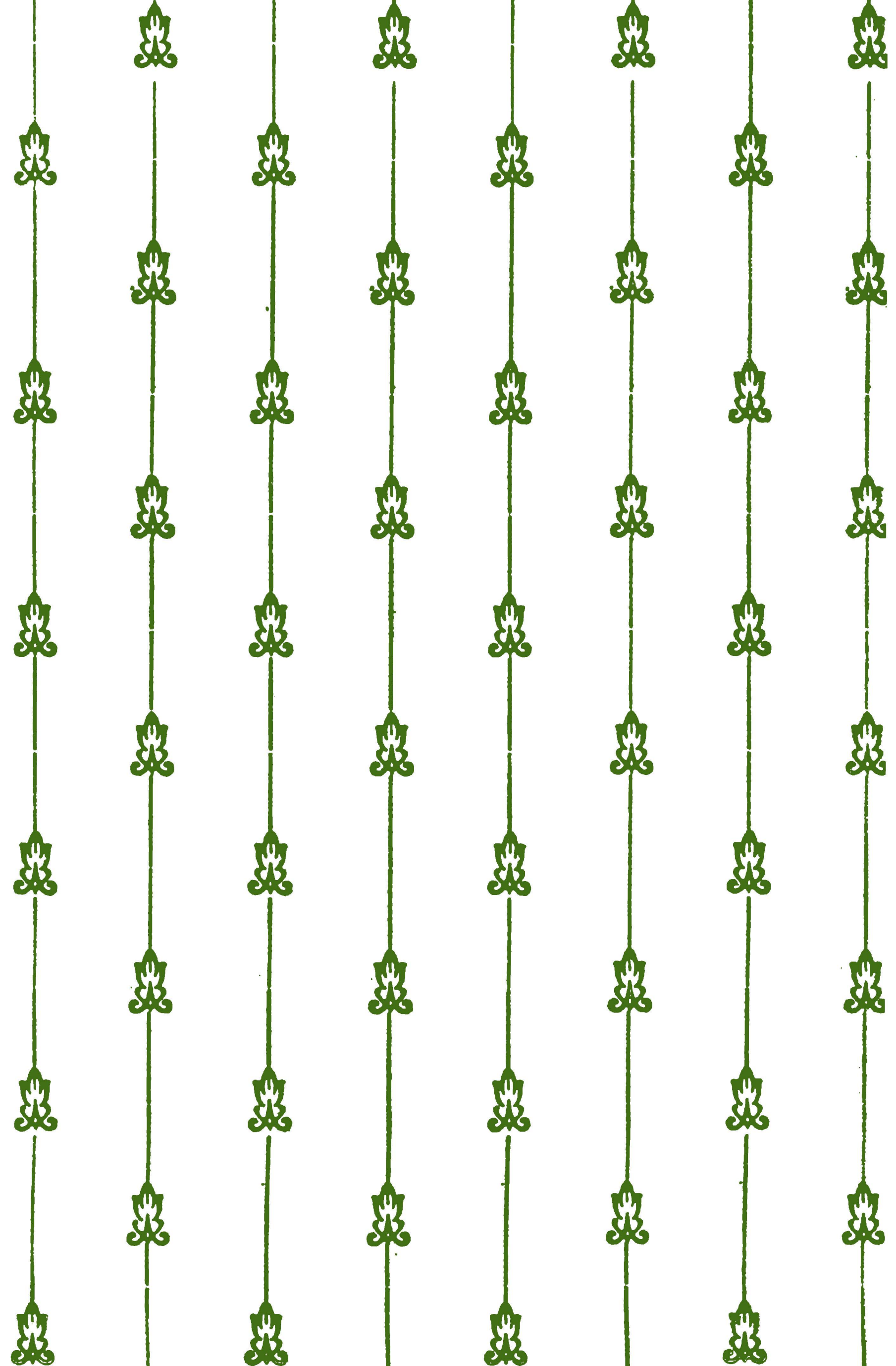
১

'এ উপন্যাস ঠিক উপন্যাসই. আমার জীবনে যা প্রথম, আমার তা খুবই মনে লেগেছে, পুরোপুরি ডুবে গেছি তাতে' — 'আন্না কারেনিনা' উপন্যাস শুরু করে ১৮৭৩ সালের মে মাসে লেভ তলস্তয় লিখেছিলেন এই কথা।

'যুদ্ধ ও শান্তি'র পর তলস্তয়ের এই রচনা সমকালীনদের বিস্মিত করেছিল তার প্রসঙ্গের 'প্রাত্যহিকতায়'। কাহিনীর অবাধ কথন এখানে মিলেছে তাঁর জীবনদৃষ্টির শিল্পীয় সমগ্রতায়।

ফিওদর দস্তয়েভ্স্কি এ উপন্যাসে দেখেছিলেন 'মানবপ্রাণের বিপুল মনস্তাত্ত্বিক চর্চা' এবং শৈল্পিক অভিব্যক্তির অভূতপূর্ব বাস্তবতা।





লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা



পুত্রের কাছে আন্না কারেনিনা।

ম. ভ্রুবেল, ১৮৫৬-১৯১০

লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা

আট অংশে সম্পূর্ণ উপন্যাস

(প্রথম অংশ — চতুর্থ অংশ)

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
অঙ্গসজ্জা: ইউরি কাপলোভ

Лев Толстой

АННА КАРЕНИНА

(части I—IV)

на языке бенгали

Leo Tolstoy 'Anna Karenina' (Parts I—IV)
In Bengali

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

T $\frac{70301-309}{031(01)-83}$ 562—83 4702010100

সূচি

অনুবাদকের কথা

উপন্যাসে তলস্তয় অবস্থাবিশেষে একই ব্যক্তিকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। অনুবাদেও ঠিক তাই অনুসরণ করা হয়েছে। এতে বাঙালি পাঠক কিছু গোলমালে পড়তে পারেন। তাই রুশ নামের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় ভালো। সম্পূর্ণ রুশ নাম — প্রথমে আদি নাম, মধ্যে পিতৃনাম (পুরুষের ক্ষেত্রে সাধারণত 'ইচ্', নারীর ক্ষেত্রে 'ভ্না' প্রত্যয়যোগে) এবং উপাধি (ব্যঞ্জনান্ত হলে স্ত্রীলিঙ্গে 'আ') নিয়ে গঠিত। যেমন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিন অর্থ আলেক্সান্দর পুত্র আলেক্সেই কারেনিন। আন্না আর্কাদিয়েভ্না কারেনিনা অর্থ আর্কাদি কন্যা কারেনিন পত্নী আন্না। সসম্মান সম্বোধনে সাধারণত নাম ও পিতৃনাম উচ্চারিত হয়। অন্তরঙ্গরা নিজেদের ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা অনুসারে সংক্ষিপ্ত প্রথম নাম, অথবা শুধুই উপাধি ধরে ডাকেন: যেমন, কন্স্তান্তিন লেভিনকে 'কস্তিয়া' বা 'লেভিন', আলেক্সেই ভ্রন্স্কিকে প্রধানত 'ভ্রন্স্কি'। নাম ডাকনামে বা আদরের নামে পরিণত হয় নানাভাবে: আগেই বলেছি, কন্স্তান্তিন — কস্তিয়া, তা ছাড়া আলেক্সেই — আলিওশা, স্তেপান — স্তিভা। মেয়েদের ক্ষেত্রে নামের একাংশ নিয়ে শেষে 'চ্কা', 'শ্কা', 'ঙকা' প্রভৃতি প্রত্যয়যোগেও তা সূচিত হয়। যেমন, ভারিয়া — ভারেংকা। তবে রুশি দারিয়া যে 'ডল্লি' আর কাতিয়া যে 'কিটি'তে পরিণত হয়েছে সেটা তখনকার রুশ অভিজাত সমাজের ফ্যাশন অনুসারে। নামেও কিছু ইউরোপিয়ানা এসেছিল তখন। উপন্যাসের অন্যান্য অভিজাত, বিশেষ করে নারী চরিত্রের নামকরণেও তার ছাপ আছে। পাঠকেরা তা সহজেই ধরতে পারবেন।

প্রভু কহিলেন, প্রতিহিংসা
আমার, আমিই তাহা শুধিব

প্রথম অংশ

॥ ১ ॥

সুখী সমস্ত পরিবার একে অন্যের মতন, অসুখী প্রতিটি পরিবার নিজের নিজের ধরনে অসুখী। অব্‌লোন্‌স্কিদের বাড়িতে সবই এলোমেলো হয়ে গেল। স্ত্রী জানতে পারলেন যে বাড়ির ভূতপূর্ব ফরাসী গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল, স্বামীকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তাঁর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে আর পারবেন না। অবস্থাটা এই রকম চলছে তিন দিন ধরে, খোদ দম্পতি এবং পরিবারের অন্যান্য লোক আর চাকরবাকরদের কাছেও তা হয়ে উঠেছে যন্ত্রণাকর। পরিবারের সমস্ত সদস্য এবং চাকরবাকরেরা টের পাচ্ছিল যে একসঙ্গে থাকার আর অর্থ হয় না, সরাইখানায় অকস্মাৎ মিলিত লোকেদের মধ্যেও তাদের চেয়ে, অব্‌লোন্‌স্কি পরিবারের লোক আর চাকরবাকরদের চেয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে বেশি। স্ত্রী নিজের ঘর থেকে আর বেরুচ্ছেন না, স্বামী আজ তিন দিন বাড়িতে নেই। ছেলেমেয়েরা সারা বাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে আশ্রয়হীনের মতো; ইংরেজ মহিলাটি ঝগড়া বাধালেন ভান্ডারিণীর সঙ্গে এবং অন্য কোনো জায়গায় কাজ খুঁজে দেবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে চিরকুট পাঠালেন বান্ধবীর কাছে; বাবুর্চি গত কালই দিবাহারের সময় বাড়ি ছেড়ে গেছে; রান্নাঘরের চাকরানি আর কোচোয়ান বলেছে তাদের হিসেব মিটিয়ে দেওয়া হোক।

ঝগড়ার পর তৃতীয় দিনে প্রিন্স স্তেপান আর্কাদিচ অব্‌লোন্‌স্কি সমাজে যাঁকে বলা হত স্তিভা — যথা সময়ে, অর্থাৎ সকাল আটটায় তাঁর ঘুম ভাঙল

স্ত্রীর শয়নকক্ষে নয়, নিজের কাজের ঘরে, মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো সোফায়। সোফার গদিতে পুরুষ্টু অসার দেহটি ঘুরিয়ে অন্য দিক থেকে সজোরে বালিশ আলিঙ্গন করে গাল ঠেকোলেন তাতে; তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন, চোখ মেললেন সোফায় বসে।

স্বপ্নের কথাটা মনে পড়ায় ভাবলেন, 'তাইতো, কী যেন হয়েছিল? হ্যাঁ, কী হয়েছিল? হ্যাঁ, আলাবিন একটা ভোজের আয়োজন করেছিল ডার্মষ্টাড্‌টে, কিংবা হয়ত আমেরিকান কিছু। হ্যাঁ, ওই ডার্মষ্টাড্‌ট ছিল আমেরিকায়। হুঁ, আলাবিন ভোজ দিচ্ছিল কাচের টেবিলে। আর টেবিল-গুলো গান গাইছিল: 'Il mio tesoro,* আরে না, Il mio tesoro নয়, তার চেয়েও ভালো, আর ছোটো ছোটো কেমন সব পানপাত্র, আর তারা সব নারী' — মনে পড়ল তাঁর।

খুশিতে স্তেপান আর্কাদিচের চোখ চকচক করে উঠল, হাসিমুখে তিনি বিভোর হয়ে রইলেন। 'হ্যাঁ, ভারি ভালো জমেছিল, বেশ ভালো। আরো কত কী যে ছিল চমৎকার, কথায় তা বলা যায় না, জাগা অবস্থায় চিন্তাতেও তা ফোটানো যায় না।' তারপর শার্টিনের পর্দার পাশ দিয়ে এসে পড়া এক ফালি আলো দেখে সোফা থেকে পা বাড়িয়ে খুঁজলেন স্ত্রীর বানানো সোনালী মরক্কোর এম্ব্রয়ডারি করা জুতো (গত বছর জন্মদিনে তাঁর জন্য উপহার) এবং না উঠে ন'বছরের অভ্যাসমতো হাত বাড়ালেন যেখানে শয়নকক্ষে টাঙানো থাকত তাঁর ড্রেসিং গাউন। আর তখন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল কেন তিনি তাঁর স্ত্রীর শয়নকক্ষে নয়, ঘুমচ্ছেন নিজের কাজের ঘরে; মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কপাল কুঁচকোলেন তিনি।

'উহ্, উহ্, উহ্! আহ্!' কী হয়েছিল তা মনে করে কঁকিয়ে উঠলেন তিনি। স্ত্রীর সঙ্গে কলহের সমস্ত খুঁটিনাটি, তাঁর অবস্থার সমস্ত নিরুপায়তা আর সবচেয়ে যন্ত্রণাকর তাঁর নিজ অপরাধের কথা ফের ভেসে উঠল তাঁর কল্পনায়।

'না, ও ক্ষমা করবে না, ক্ষমা করতে পারে না। আর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার, সবকিছুর জন্যে আমার দোষ, আমার দোষ, কিন্তু আমি তো দোষী নই। আর সেইটাই তো ট্রাজেডি' — ভাবলেন তিনি, 'উহ্, উহ্, উহ্!' তাঁর পক্ষে এই কলহের সবচেয়ে কষ্টকর দিকগুলোর কথা ভেবে বলে উঠলেন তিনি।

* আমার গুপ্তধন (ইতালীয়)।

সবচেয়ে বিছছিরি হয়েছিল সেই প্রথম মুহূর্তটা যখন হাসিখুশি হয়ে স্ত্রীর জন্য প্রকাণ্ড এক নাশপাতি হাতে থিয়েটার থেকে ফিরে স্ত্রীকে দেখতে পেলেন না ড্রয়িং-রুমে, আশ্চর্য ব্যাপার, কাজের ঘরেও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। শেষে পেলেন তাঁকে শোবার ঘরে, হাতে সব ফাঁস হয়ে যাওয়া হতভাগা সেই চিরকুটটা।

সর্বদাই শশব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, এবং স্বামী যা ভাবতেন, বোকা-সোকা তাঁর ডল্লি চিরকুট হাতে নিষ্পন্দ হয়ে বসে আছেন, এবং আতঙ্ক, হতাশা আর ক্রোধের দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে।

'কী এটা? এটা?' — চিরকুটটা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন তিনি।

আর এই স্মৃতিচারণায় স্তেপান আর্কাদিচকে কষ্ট দিচ্ছিল, যা প্রায়ই হয়ে থাকে, আসল ঘটনাটা নয়, স্ত্রীর এই প্রশ্নে যেভাবে তিনি জবাব দিয়েছিলেন সেইটে।

সে মুহূর্তে তাঁর তাই ঘটেছিল যা ঘটে থাকে অতর্কিতে বড়ো বেশি লজ্জাকর কিছু একটাতে ধরা পড়ে যাওয়া লোকের ক্ষেত্রে। অপরাধ ফাঁস হয়ে যাবার পর স্ত্রীর সামনে যে অবস্থায় তিনি পড়েছিলেন, তার জন্য নিজেকে তৈরি করে তুলতে তিনি পারলেন না। অপমানিত বোধ করা, অস্বীকার করা, কৈফিয়ত দেওয়া, মার্জনা চাওয়া, এমনকি নির্বিকার থাকার বদলে — তিনি যা করলেন তার তুলনায় এ সবই হত ভালো! — তাঁর মুখে একেবারে অনিচ্ছাকৃতভাবে ('মস্তিষ্কের প্রতিবর্তী ক্রিয়া' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ, যিনি শারীরবৃত্ত ভালোবাসতেন) — একেবারে অনিচ্ছায় হঠাৎ ফুটল তাঁর অভ্যস্ত, সদাশয় এবং সেই কারণেই নির্বোধ হাসি।

এই নির্বোধ হাসিটার জন্য তিনি নিজেকে ক্ষমা করতে অক্ষম; সেই হাসি দেখে ডল্লি যেন শারীরিক যন্ত্রণায় কেঁপে উঠলেন তারপর তাঁর স্বাভাবিক উত্তপ্ততায় কড়া কড়া কথার বন্যা তুলে ছুটে বেরিয়ে যান ঘর থেকে। সেই থেকে স্বামীর মুখদর্শন করতে তিনি চান নি।

'সব দোষ ওই নির্বোধ হাসিটার' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কিন্তু কী করা যায়? কী করি?' হতাশ হয়ে নিজেকে শুধালেন তিনি, জবাব পেলেন না।

॥ ২ ॥

স্তেপান আর্কাদিচ ছিলেন নিজের প্রতি সত্যনিষ্ঠ লোক। তিনি নিজেকে এই বলে ভোলাতে পারেন না যে তিনি তাঁর আচরণের জন্য অনুতপ্ত। এখন তিনি অনুশোচনা করতে পারেন না যে তিনি, চৌত্রিশ বছরের সুদর্শন, প্রেমাকুল পুরুষ পাঁচটি জীবিত ও দুটি মৃত সন্তানের জননী, তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোটো তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন না। শুধু এই জন্য তাঁর অনুশোচনা যে স্ত্রীর কাছ থেকে আরো ভালো করে তিনি লুকিয়ে থাকতে পারেন নি। তবে নিজের অবস্থার গুরুত্ব সবই টের পাচ্ছিলেন তিনি, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, নিজের জন্য মায়া হচ্ছিল তাঁর। খবরটা স্ত্রীর ওপর কেমন রেখাপাত করবে তা জানা থাকলে হয়ত তিনি তাঁর অপরাধ আরো ভালো করে চাপা দিতে পারতেন। প্রশ্নটা নিয়ে তিনি কখনো পরিষ্কার করে ভাবেন নি, কিন্তু ঝাপসাভাবে তাঁর মনে হত যে বহুকাল থেকেই স্ত্রী আন্দাজ করেছেন যে তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত নন এবং সেটায় গুরুত্ব দেন না। তাঁর এমনকি এও মনে হত যে শীর্ণা, বুড়িয়ে আসা, ইতিমধ্যেই অসুন্দরী নারী, কোনো দিক থেকেই যে উল্লেখযোগ্য নয়, সাধারণ, নিতান্ত সংসারের সহৃদয়া জননী; ন্যায়বোধে তাঁর উচিত প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু ঘটল বিপরীত।

'আহ্ ভয়ানক ব্যাপার! ইস্, ইস্, ইস্! ভয়ানক!' বার বার করে নিজেকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না: 'অথচ এর আগে পর্যন্ত সব কী ভালোই না ছিল, কী সুন্দর দিন কাটছিল আমাদের! উনি ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুখী, সন্তুষ্ট, কোন কিছুতে ওঁর অসুবিধা ঘটাই নি আমি, উনি যা চাইতেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে, সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকার সুযোগ ওঁকে দিয়েছি, তবে ঐ মেয়েটি যে আমাদের গৃহশিক্ষিকা ছিল, সেটা ভালো হয় নি। ভালো নয়! গৃহশিক্ষিকার প্রতি প্রেম নিবেদনে কেমন একটা তুচ্ছতা, মামুলিপনা আছে। কিন্তু কেমন গৃহশিক্ষিকা!' (জীবন্ত হয়ে ওঁর মনে ভেসে উঠল মাদমোয়াজেল রোলাঁর কালো, রভস চোখ আর হাসি)। 'কিন্তু যতদিন সে আমাদের বাড়িতে ছিল ততদিন আমি নিজেকে কিছু করতে দিই নি। সবচেয়ে খারাপ এই যে ও এখন... এ সব যেন ইচ্ছে করেই! উহ্, উহ্, উহ্! কিন্তু কী করা যায়?'

সমস্ত জটিল অমীমাংসেয় প্রশ্নের যে সাধারণ উত্তর দেয় জীবন, তা ছাড়া অন্য কোনো উত্তর ছিল না। সেটা এই: দিনের চাহিদা মতো বাঁচতে হবে, অর্থাৎ থাকতে হবে বিভোর হয়ে। স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা চলে না, অন্তত রাত পর্যন্ত পানপাত্র নারীরা যে গান গেয়েছিল ফেরা যায় না তাতে; তাহলে জীবনের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে থাকা দরকার।

'তখন দেখা যাবে' — মনে মনে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, নীল রেশমী আস্তর দেওয়া ধূসর ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, থুপিতে বাঁধন দিয়ে, প্রশস্ত বুক ভরে নিশ্বাস টেনে খুশি হয়ে, তাঁর পুরুষ্টু দেহ অত অনায়াসে বহন করে যে পদদ্বয়, তাতে তাঁর অভ্যস্ত, উৎফুল্ল, পাক দেওয়া কদম বাড়িয়ে গেলেন জানলার কাছে, পর্দাটা সরিয়ে ঘণ্টি দিলেন। ঘণ্টি শুনেই তৎক্ষণাৎ ঘরে ঢুকল পুরনো বন্ধু, খাস চাকর মাতভেই, গাউন জুতো আর টেলিগ্রাম নিয়ে। মাতভেইয়ের পেছু পেছু এল ক্ষৌরকর্মের সাজসরঞ্জাম সমেত নাপিত।

টেলিগ্রামটা নিয়ে আয়নার সামনে বসে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'অফিস থেকে কাগজ আছে?'

'টেবিলে আছে' — জবাব দিলে মাতভেই, তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সহমর্মিতায় মনিবের দিকে চেয়ে ধূর্ত হেসে যোগ করলে, 'ঘোড়া গাড়ির মালিকের কাছ থেকে লোক এসেছিল।'

স্তেপান আর্কাদিচ কোনো জবাব না দিয়ে আয়নায় তাকালেন মাতভেইয়ের দিকে; আয়নায় যে দৃষ্টি বিনিময় হল, তাতে বোঝা যায় পরস্পরকে তারা কতটা বোঝে। স্তেপান আর্কাদিচের দৃষ্টি যেন শুধাচ্ছিল, 'এ কথা কেন বলছিস? তুই কি জানিস না?'

মাতভেই তার জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে নীরবে, ভালো মনে, একটু-বা হেসে তাকিয়ে ছিল তার মনিবের দিকে।

'আমি বলেছিলাম ওই রবিবারে আসতে, এর মাঝখানে যেন আপনাকে আর নিজেকে মিছেমিছি বিরক্ত না করে' — বললে সে, বোঝা যায় কথাটা আগে থেকেই তৈরি করা ছিল।

স্তেপান আর্কাদিচ বুঝলেন যে মাতভেই রসিকতা করতে, নিজের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে। টেলিগ্রামটা ছিঁড়ে বরাবরের মতো ছিন্ন শব্দগুলো অনুমান করে সেটা তিনি পড়লেন, মুখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'মাতভেই, বোন আন্না আর্কাদিয়েভনা কাল আসছে' — মিনিট খানেক নাপিতের চেকনাই মোটা হাতের দিকে চেয়ে বললেন তিনি, কোঁকড়া দুই গালপাট্টার মাঝখানে সে হাত গোলাপী সেতু রচনা করছিল।

'জয় ভগবান' — বললে মাতভেই, জবাবটায় সে বোঝাতে চাইল যে মনিবের মতো সেও বোঝে এই আগমনের গুরুত্ব, অর্থাৎ স্তেপান আর্কাদিচের স্নেহের বোন আন্না আর্কাদিয়েভনা স্বামী-স্ত্রীর মিল করিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারেন।

'একলা, নাকি স্বামীর সঙ্গে?' জিগ্যেস করলে মাতভেই।

স্তেপান আর্কাদিচ কথা বলতে পারলেন না, কেননা নাপিত তখন তাঁর ওপরের ঠোঁট নিয়ে ব্যস্ত। উনি একটা আঙুল তুললেন। আয়নায় মাথা নাড়লে মাতভেই।

'বেশ। ওপর তলায় ব্যবস্থা করব?'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে বল, যেখানে বলবে সেখানে।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে?' কেমন যেন সন্দিহান হয়ে পুনরুক্তি করলে মাতভেই।

'হ্যাঁ, ওঁকে বল। আর এই টেলিগ্রামটা নে, কী উনি বললেন জানাস।'

'পরখ করে দেখতে চাইছেন?' মাতভেই বুঝল ব্যাপারটা কিন্তু বললে শুধু:

'যে আজ্ঞে।'

মাতভেই যখন টেলিগ্রাম হাতে বুট জুতোর ক্যাঁচকেঁচে শব্দ তুলে ধীরে ধীরে পা ফেলে ঘরে ঢুকল, স্তেপান আর্কাদিচ ততক্ষণে ধোয়া-পাকলা হয়ে চুল আঁচড়ে পোশাক পরার উপক্রম করছেন। নাপিত আর নেই।

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা জানাতে বলেছেন যে উনি চলে যাচ্ছেন, ওঁর, তার মানে আপনার যা খুশি তাই করুন' — সে বললে শুধু চোখ দিয়ে হেসে, পকেটে হাত ঢুকিয়ে, ঘাড় কাত করে মনিবের দিকে চেয়ে।

স্তেপান আর্কাদিচ চুপ করে রইলেন। পরে সহৃদয় কিন্তু খানিকটা করুণ হাসি ফুটে উঠল তাঁর সুন্দর মুখে।

'এ্যাঁ? মাতভেই?' মাথা নেড়ে তিনি বললেন।

মাতভেই বললে, 'কিছু না আজ্ঞে, ও ঠিক হয়ে যাবে।'

'ঠিক হয়ে যাবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোর তাই মনে হচ্ছে? কে ওখানে?' দরজার ওপাশে মেয়েলী পোশাকের খশখশ শব্দ শুনে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আজ্ঞে এটা আমি' — সাড়া এল দৃঢ় মোলায়েম নারীকণ্ঠে, দরজার বাইরে থেকে বসন্তের দাগ ধরা কঠোর মুখখানা বাড়ালেন আয়া মাত্রেনা ফিলিমনোভনা।

দরজার কাছে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'কী হল মাত্রেনা?'

স্ত্রীর কাছে স্তেপান আর্কাদিচ পুরোপুরি দোষী হলেও এবং নিজেও সেটা অনুভব করলেও বাড়ির সবাই, এমনকি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার প্রধান বান্ধবী আয়া পর্যন্ত তাঁর পক্ষে।

'তা কী হল?' জিগ্যেস করলেন তিনি ক্লান্তভাবে।

'মিটিয়ে নিন আজ্ঞে, নয় দোষ স্বীকার করুন। ভগবান দেখবেন। খুবই যাতনা পাচ্ছেন, দেখতে কষ্ট লাগে। বাড়ির সব কিছুই একেবারে এলোমেলো। ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে একটু মায়া হওয়া উচিত। দোষ মেনে নিন আজ্ঞে। কী করা যাবে! ভালোবাসার দায় অনেক।'

'আমায় তো নেবে না...'

'আপনার যা যা করবার করুন না, ঈশ্বর দয়ালু, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন।'

'ঠিক আছে, যাও এখন' — হঠাৎ লাল হয়ে উঠে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যাক গে, পোশাক পরা যাক' — মাতভেইয়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, এবং দৃঢ় ভঙ্গিতে ড্রেসিং গাউন ছাড়লেন।

মাতভেই অদৃশ্য কী একটা জিনিসকে ফু দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে আগে থেকেই শার্ট ধরে ছিল, সুস্পষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে তা পরাল মনিবের সযত্নমার্জিত দেহে।

॥ ৩ ॥

পোশাক পরার পর সেণ্ট মেখে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর শার্টের হাতা ঠিক করে নিলেন এবং অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সিগারেট, মানিব্যাগ, দেশলাই, দুটো চেন আর পেণ্ডেণ্ট লাগানো ঘড়ি পকেটে ঢোকালেন, তারপর রুমাল ঝাড়া

দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুরভিত, সুস্থ আর নিজের দুর্ভাগ্যটা সত্ত্বেও শারীরিকভাবে উৎফুল্ল অনুভব করে দুই পা সামান্য নাচিয়ে নাচিয়ে ঢুকলেন ডাইনিং-রুমে, সেখানে তাঁর জন্য ইতিমধ্যেই কফি প্রস্তুত আর কফির পাশে রয়েছে কয়েকখানা চিঠি আর কর্মচারীদের দাখিলা।

চিঠিগুলি তিনি পড়লেন। একটা চিঠি বড়োই অপ্রীতিকর, তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির অন্তর্গত বন কিনছে যে বেনিয়া, সে লিখেছে। বনটা বিক্রি করা ছিল অত্যাবশ্যক; কিন্তু এখন, স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট না হওয়া পর্যন্ত সে কথাই ওঠে না। সবচেয়ে অপ্রীতিকর এই যে এতে স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাটের ব্যাপারে আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে যাচ্ছে। এই স্বার্থে তিনি চালিত হতে পারেন, এই বিক্রির জন্য তিনি স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট চাইবেন, এই ভাবনাটাই তাঁর কাছে অপমানকর।

চিঠি শেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ কর্মচারীদের দাখিলাগুলো টেনে নিলেন। দ্রুত পাতা উলটিয়ে গেলেন দুটো মামলার, বড়ো একটা পেনসিলে কয়েকটা মন্তব্য টুকলেন, তারপর কাগজপত্রগুলো সরিয়ে শুরু করলেন কফি খেতে; কফির পর তিনি তখনো সোঁদা সোঁদা প্রভাতী কাগজ খুলে পড়তে লাগলেন।

যে সাহিত্যিক উদারনৈতিক সংবাদপত্রটি চরমপন্থী নয়, কিন্তু অধিকাংশই ছিল যার মতামতের পেছনে, স্তেপান আর্কাদিচ তা পেতেন এবং পড়তেন। বিজ্ঞান বা শিল্প বা রাজনীতি, কিছুতেই আসলে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও এই সব ব্যাপারে অধিকাংশ লোকের এবং তাঁর পত্রিকার যা মতামত তিনিও তাই পোষণ করতেন এবং সেটা পালটাতেন শুধু যখন অধিকাংশ লোক সেটা পালটাত, অথবা বলা ভালো, পালটাত না, নিজেরাই তাতে অলক্ষ্যে বদলে যেত।

স্তেপান আর্কাদিচ মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গি বাছবিচার করে গ্রহণ করতেন না, এগুলো তাঁর কাছে আসত আপনা থেকেই, ঠিক যেমন টুপির আকৃতি বা ফ্রক-কোট তিনি তাই বেছে নিতেন লোকে যা পরে। আর উঁচু সমাজে যিনি বাস করছেন, যেখানে কিছুটা মস্তিষ্কচালনা যা পরিপক্কতার কালে সাধারণত বিকশিত হয়ে ওঠে, সেখানে তাঁর একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকা একটা টুপি থাকার মতোই সমান প্রয়োজন। তাঁর মহলের অনেকেও রক্ষণশীল মতবাদ পোষণ করত, তার বদলে তিনি কেন উদারনৈতিক ধারা পছন্দ করলেন তার যদি কোনো কারণ থেকে থাকে, তাহলে সেটা এই নয় যে

উদারনৈতিক মতবাদ তাঁর কাছে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে ঠেকেছিল, উদারনৈতিক ধারাটার মিল ছিল তাঁরই জীবনযাত্রার সঙ্গে। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে রাশিয়ায় সবই খারাপ এবং সত্যিই স্তেপান আর্কাদিচের ঋণ ছিল প্রচুর আর টাকায় একেবারে কুলোচ্ছিল না। উদারনৈতিক পার্টি বলত যে বিবাহ একটা অচল প্রথা, ওটাকে ঢেলে সাজা দরকার আর সত্যিই পারিবারিক জীবন স্তেপান আর্কাদিচকে তৃপ্তি দিয়েছে কম, তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে, ভান করতে বাধ্য করেছে যা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। উদারনৈতিক পার্টি বলত, অথবা বলা ভালো ধরে নিত যে ধর্ম হল কেবল অধিবাসীদের বর্বর অংশকে বল্‌গায় টেনে রাখার ব্যাপার, এবং সত্যিই ছোটো একটা প্রার্থনাতে স্তেপান আর্কাদিচের পা ব্যথা করে উঠত এবং তিনি বুঝতে পারতেন না কেন পরলোক নিয়ে ঐ সব ভয়াবহ, বড়ো বড়ো কথা, যখন ইহলোকেই দিন কাটানো এত আনন্দের। সেইসঙ্গে হাসিখুশি রসিকতার ভক্ত স্তেপান আর্কাদিচ নিরীহ কোনো লোককে এই বলে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়াতে আনন্দ পেতেন যে বংশ নিয়ে গর্ব যদি করতেই হয়, তাহলে রিউরিকেই থেমে গিয়ে প্রথম বংশপিতা বানরকে অস্বীকার করা অনুচিত। এইভাবে উদারনৈতিক মতবাদ একটা অভ্যাস হয়ে ওঠে স্তেপান আর্কাদিচের কাছে এবং নিজের কাগজটিকে তিনি ভালোবাসতেন আহারের পর একটা চুরুটের মতো, মাথায় যে একটা হালকা কুয়াশা তাতে দেখা দিত, তার জন্য। সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পড়লেন, তাতে বলা হয়েছে যে আমাদের কালে খামোকাই এই বলে চিৎকার তোলা হচ্ছে যে র‍্যাডিকেলিজম বুঝি সমস্ত রক্ষণশীল উপাদানকে গ্রাস করে ফেলার বিপদস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সরকারের নাকি উচিত বৈপ্লবিক সর্পদানবকে দমন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া, উলটে বরং 'আমাদের মতে বিপদটা সর্পদানবে নয়, সমস্ত প্রগতি রুদ্ধ করা সনাতনতার একগুঁয়েমিতে', ইত্যাদি। অর্থ বিষয়ে আরেকটা প্রবন্ধ তিনি পড়লেন, যাতে বেন্থাম ও মিল-এর উল্লেখ করে খোঁচা দেওয়া হয়েছে মন্ত্রিদপ্তরকে। নিজের প্রকৃতিগত দ্রুত কল্পনাশক্তিতে প্রতিটি খোঁচার অর্থ তিনি বুঝতেন: কার কাছ থেকে, কার উদ্দেশে, কী উপলক্ষে এই সব খোঁচা শাণিত আর বরাবরের মতো এতে তিনি খানিকটা তৃপ্তি পেতেন। কিন্তু আজ এ তৃপ্তি বিষিয়ে গেল মাত্রেনা ফিলিমনোভনার উপদেশে আর বাড়িটা যে কী অশান্তিকর হয়ে উঠেছে সে কথা মনে পড়ে গিয়ে। তিনি আরো পড়লেন যে শোনা যাচ্ছে কাউণ্ট বেইস্ট ভিসবাডেনে গেছেন, শাদা চুল আর নেই, হালকা ঘোড়াগাড়ি

বিক্রি হচ্ছে, তরুণ জনৈক ব্যক্তি কী প্রস্তাব দিয়েছে; কিন্তু এ সব খবরে আগের মতো মৃদু অন্তর্ভেদী আনন্দ আর পেলেন না।

পত্রিকাখানা, দ্বিতীয় পাত্র কফি আর মাখন-লাগানো মিহি রুটি শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ওয়েস্ট-কোট থেকে ঝেড়ে ফেললেন রুটির গুঁড়ো, ঝেড়ে ফেলে চওড়া বুক টান করে আনন্দে হাসলেন, সেটা এই জন্য নয় যে অন্তর তাঁর বিশেষ প্রীতিকর কোনো কিছুতে ভরে উঠেছিল; সানন্দ হাসিটা এসেছিল খাদ্যের উত্তম পরিপাক থেকে।

এই সানন্দ হাসিটা তাঁকে তৎক্ষণাৎ সবকিছু মনে পড়িয়ে দিয়েছিল এবং চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি।

দরজার ওপাশে শোনা গেল দুটি শিশু কণ্ঠ (স্তেপান আর্কাদিচ চিনতে পারলেন ছোটো ছেলে গ্রিশা আর বড়ো মেয়ে তানিয়ার গলা)। কী একটা তারা নিয়ে যাচ্ছিল, পড়ে গেল সেটা।

'আমি যে তোকে বলেছিলাম ছাদে প্যাসেঞ্জার বসাতে নেই' — মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল ইংরেজিতে, 'নে, এখন কুড়ো!'

'সব তালগোল পাকিয়েছে, শিশুরা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে একা একা' — ভাবলেন স্তেপান আর্কাদিচ। দরজার কাছে গিয়ে তিনি ডাকলেন তাদের। যে কাসকেটটা ট্রেন হয়েছিল, সেটাকে ফেলে দিয়ে তারা এল বাপের কাছে।

মেয়েটি বাপের প্রিয়পাত্রী, সোৎসাহে ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, হেসে ঝুলতে লাগল তাঁর গলা ধরে, আর বরাবরের মতোই খুশি হয়ে উঠল সেন্টের পরিচিত গন্ধে, যা ছড়িয়ে পড়ছিল তাঁর জুলপি থেকে। নুয়ে থাকার ফলে আরক্ত আর কমনীয়তায় জ্বলজ্বলে মুখে বাপকে চুমু খেয়ে মেয়েটি ফের ছুটে যেতে চাইল; কিন্তু বাপ ধরে রাখলেন তাকে।

'মায়ের কী হল?' মেয়ের মসৃণ নরম গালে হাত বুলিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন। ছেলেটির দিকে চেয়ে হেসে তিনি তাকে স্বাগত করলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে ছেলেটিকে তিনি কম ভালোবাসেন, সর্বদা চেষ্টা করতেন সমান চোখে দেখতে; কিন্তু ছেলেটা তা টের পেত, বাপের নিষ্প্রাণ হাসির জবাব সে দিল না হাসি দিয়ে।

'মা? বিছানা ছেড়ে উঠেছেন' — জবাব দিল মেয়েটি।

স্তেপান আর্কাদিচ নিশ্বাস ছাড়লেন, ভাবলেন, 'তার মানে ফের ঘুমোয় নি সারা রাত।'

'মেজাজ ভালো?'

মেয়েটি জানত যে বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, মা খুশি থাকতে পারছেন না, বাবার সেটা জানার কথা, কিন্তু বাবা ভান করে সে কথা জিগ্যেস করছেন অমন অনায়াসে। বাপের জন্য লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠল। স্তেপান আর্কাদিচ তক্ষুনি সেটা বুঝে নিজেও লাল হয়ে উঠলেন।

মেয়েটি বললে, 'কী জানি, মা পড়ায় বসতে বললেন না, বললেন মিস গুলের সঙ্গে বেড়াতে যা দিদিমার কাছে।'

'তা যা-না, তানচুরোচকা* আমার, ও হ্যাঁ, দাঁড়া' — মেয়েটিকে তখনো ধরে রেখে তার নরম হাতে হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন।

গত সন্ধ্যায় ফায়ার প্লেসের ওপর এক কৌটো মিষ্টি রেখেছিলেন তিনি। সেটা নিয়ে তা থেকে তার প্রিয় দুটি বনবন দিলেন মেয়েকে, একটায় চকোলেটের অন্যটায় পমেদকার প্রলেপ।

'গ্রিশাকে?' চকোলেটটা দেখিয়ে মেয়েটি জিগ্যেস করলে।

'হ্যাঁ।' তারপর আরেকবার তার কাঁধে হাত বুলিয়ে চুলের গোড়ায় আর গালে চুমু খেয়ে ছেড়ে দিলেন তাকে।

মাতভেই বলল, 'গাড়ি তৈরি' — তারপর যোগ দিল, 'তা ছাড়া উমেদারনিও।'

'অনেকখন?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আধঘণ্টা থেকে।'

'কতবার না তোকে বলা হয়েছে যে তক্ষুনি খবর দিবি!'

'আপনাকে অন্তত কফি খেতেও তো দিতে হয়' — মাতভেই বলল এমন একটা ভালোমানুষি রূঢ় গলায় যাতে রাগ করা চলে না।

'নে, তাড়াতাড়ি ডেকে আন' — বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি।

উমেদারনি স্টাফ-ক্যাপটেন কালিনিনের স্ত্রী, তিনি যা চাইলেন সেটা অসম্ভব ও অর্থহীন; কিন্তু তাঁর যা স্বভাব স্তেপান আর্কাদিচ বাধা না দিয়ে মন দিয়ে তাঁর কথা শুনলেন এবং বিস্তারিত পরামর্শ দিলেন কার কাছে কিভাবে আবেদন করতে হবে, এমনকি নিজের বড়ো বড়ো দীর্ঘায়ত, সুন্দর এবং নিখুঁত হস্তাক্ষরে একটা চিরকুট লিখে দিলেন জনৈক ব্যক্তির

---

* বিশেষ সাদরে বলা 'তানিয়া' নাম।

কাছে যিনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন। স্টাফ-ক্যাপটেনের স্ত্রীকে বিদায় দিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ টুপি তুলে নিলেন, তারপর থেমে গিয়ে মনে করার চেষ্টা করলেন কিছু ভুলে যান নি তো। দেখা গেল যেটা তিনি ভুলতে চাইছিলেন — স্ত্রীকে — সেটা ছাড়া কিছুই তিনি ভোলেন নি।

'হুঁ!' মাথা নিচু করলেন তিনি, তাঁর সুন্দর মুখখানায় ফুটে উঠল কষ্টের ছাপ। মনে মনে তিনি বললেন, 'যাব কি যাব না?' আর ভেতরের একটা কণ্ঠস্বর তাঁকে বলছিল, যাবার দরকার নেই, মিথ্যাচার ছাড়া এক্ষেত্রে আর কিছুই হবার নয়, তাদের সম্পর্ক শোধরানো, ঠিকঠাক করে নেওয়া সম্ভব নয়, কেননা অসম্ভব ফের ওকে আকর্ষক উন্মাদক প্রেম দেওয়া অথবা নিজেকে ভালোবাসতে অক্ষম বৃদ্ধ করে তোলা। এখন অসত্য আর মিথ্যা ছাড়া কিছুই দাঁড়াবে না; কিন্তু অসত্য আর মিথ্যা ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

'কিন্তু একসময় তো ওটা দরকার; এটা যে এইভাবেই থেকে যাবে সেটা তো হতে পারে না' — নিজেকে সাহস দেবার চেষ্টা করে তিনি বললেন। বুক টান করলেন তিনি, সিগারেট ধরিয়ে দুবার টান দিলেন, ছুড়ে ফেললেন ঝিনুকের ছাইদানিতে, দ্রুত পায়ে বিষণ্ণ ড্রয়িং-রুম পেরিয়ে অন্য দরজাটা খুললেন — স্ত্রীর ঘরে।

॥ ৪ ॥

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার পরনে ব্লাউজ, এককালের ঘন সুন্দর চুল এখন পাতলা হয়ে এসেছে, মাথার পেছনে তাঁর বিনুনি কাঁটা দিয়ে গোঁজা, ভয়ানক শুকিয়ে যাওয়া রোগা মুখে আর মুখের শীর্ণতার ফলে সুপ্রকট হয়ে ওঠা ভীত চোখে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঘরময় ছড়ানো-ছিটানো জিনিসপত্রের মধ্যে খোলা শিফোনিয়েরকার সামনে, যা থেকে তিনি কী সব বাছাই করছিলেন। স্বামীর পদশব্দ শুনে তিনি থেমে গেলেন, দরজার দিকে চেয়ে তিনি বৃথাই চেষ্টা করলেন মুখে একটা কঠোর, ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়ে তুলতে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে স্বামীকে তিনি ভয় পাচ্ছেন এবং ভয় পাচ্ছেন আসন্ন সাক্ষাৎ। এই মাত্র তিনি যার চেষ্টা করছিলেন, এই তিন

দিনে সেটা তিনি করেছেন দশবার: ছেলেমেয়েদের এবং নিজের জিনিসপত্র বেছে তা নিয়ে চলে যাবেন মায়ের কাছে — এবং ফের মনস্থির করতে পারলেন না; কিন্তু আগের মতো এখনো তিনি মনে মনে বলছিলেন, এটা এইভাবেই থাকতে পারে না, কিছু একটা তাঁকে করতে হবে, শাস্তি দিতে, কলঙ্কিত করতে হবে ওঁকে। স্বামী তাঁকে যে যাতনা দিয়েছে তার খানিকটার জন্যও অন্তত প্রতিহিংসা নিতে হবে। তিনি তখনো বলছিলেন যে স্বামীকে ছেড়ে যাবেন, কিন্তু টের পাচ্ছিলেন যে সেটা অসম্ভব; ওঁকে স্বামী বলে ভাবায় এবং ভালোবাসায় অনভ্যস্ত হতে তিনি অক্ষম। তা ছাড়া তিনি টের পাচ্ছিলেন, এখানে, নিজের বাড়িতেই যদি তাঁর পাঁচটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করে ওঠা সহজ না হয়, তাহলে ওদের সবাইকে নিয়ে তিনি যেখানে যাবেন সেখানে তো আরো খারাপই দাঁড়াবে। আর এই তিন দিন ছোটোটির জন্য তাঁর কষ্ট হচ্ছিল কারণ ছোটোটিকে খাওয়ানো হয়েছে বিছছিরি বুলিয়ন আর বাকিগুলো তো কাল সন্ধ্যায় না খেয়েই ছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে চলে যাওয়া অসম্ভব; কিন্তু তাহলেও আত্মপ্রতারণা করে তিনি জিনিসপত্র বাছছিলেন, ভান করছিলেন যে চলে যাবেন।

স্বামীকে দেখে তিনি শিফোনিয়েরকার দেরাজে হাত ঢোকালেন যেন কী খুঁজছেন আর তাঁর দিকে চাইলেন শুধু যখন স্বামী এসে পড়লেন একেবারে কাছে। কিন্তু যে মুখখানায় তিনি একটা কঠোর, অনমনীয় ভাব ফোটাতে চেয়েছিলেন, তাতে ফুটল বিহ্বলতা আর যাতনা।

'ডল্লি!' স্বামী বললেন মৃদু, ভীরু ভীরু গলায়। মাথাটা তিনি কাঁধের দিকে গুঁজলেন, চেয়েছিলেন একটা করুণ বশংবদ চেহারা দাঁড় করাবেন, তাহলেও জ্বলজ্বল করছিলেন তাজা আমেজ আর স্বাস্থ্যে।

ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাতে তাঁর জ্বলজ্বলে সতেজ স্বাস্থ্যবান মূর্তিটা ডল্লি আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। 'হ্যাঁ, ও সুখী, সন্তুষ্ট!' ভাবলেন তিনি, 'আর আমি?.. আর ওর এই সদয়তাটাও বিছছিরি যার জন্যে সবাই ভালোবাসে তাকে, প্রশংসা করে, দেখতে পারি না ওর এই সদয়তা' — ভাবলেন তিনি। বিবর্ণ, স্নায়বিক মুখের ডান দিককার পেশী কেঁপে উঠে ঠোঁট ওঁর চেপে বসল।

'কী চাই আপনার?' বললেন তিনি নিজের স্বাভাবিক নয়, দ্রুত, জোরালো গলায়।

‘ডল্লি!’ কাঁপা কাঁপা গলায় পুনরুক্তি করলেন স্বামী, ‘আন্না আজ আসছে।’

‘তাতে আমার কী? আমি ওকে বরণ করতে পারব না!’ চেঁচিয়ে উঠলেন উনি।

‘কিন্তু করতে হয় যে, ডল্লি...’

‘চলে যান, চলে যান, চলে যান!’ চিৎকার করে উঠলেন তিনি, যেন চিৎকারটা এল দৈহিক কোনো যন্ত্রণা থেকে।

স্ত্রীর কথা মনে পড়ে শান্ত থাকতে পারতেন স্তেপান আর্কাদিচ, আশা করতে পারতেন যে মাতভেইয়ের কথামতো সব ঠিক হয়ে যাবে, এবং নিশ্চিন্তে কাগজ পড়তে আর কফি খেতে পারতেন; কিন্তু যখন তিনি দেখলেন স্ত্রীর যন্ত্রণাক্লিষ্ট, আর্ত মুখ, শুনলেন ভাগ্য ও হতাশার কাছে আত্মসমর্পিত এই কণ্ঠধ্বনি তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল তাঁর, কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল গলায়, চোখ চিকচিক করে উঠল অশ্রুতে।

‘ভগবান, এ আমি কী করলাম! ডল্লি! ভগবানের দোহাই!.. এ যে...’ কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না, গলায় দেখা দিল একটা ফোঁপানি।

স্ত্রী শিফোনিয়েরকার পাল্লা বন্ধ করে তাকালেন তাঁর দিকে।

‘ডল্লি, কী আর বলব?.. শুধু একটা কথা: ক্ষমা করো আমায়, ক্ষমা করো... ভেবে দ্যাখো, নয় বছরের জীবনে কি এক মিনিট, এক মিনিটের খন্ডন হয় না...’

চোখ নিচু করে স্ত্রী শুনে গেলেন, যেন অনুনয় করছিলেন স্বামী কোনোরকমে তাঁর সন্দেহ নিরসন করুক।

স্বামী বললেন, ‘এক মিনিটের মোহ...’ এবং আরো বলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এই কথাটাতেই যেন শারীরিক যন্ত্রণায় ফের চেপে বসল স্ত্রীর ঠোঁট, ফের মুখের ডান দিকে কেঁপে উঠল গালের পেশী।

‘চলে যান, চলে যান এখান থেকে!’ আরো তীক্ষ্ন স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, ‘আপনার মোহ আর জঘন্যতার কথা আমায় বলতে আসবেন না!’

চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু শরীর দুলে উঠল, ভর দেবার জন্য চেয়ারের পিঠটা ধরলেন। স্বামীর মুখ স্ফীত হয়ে উঠল, ফুলে উঠল ঠোঁট, অশ্রুতে সজল হয়ে উঠল চোখ।

'ডল্লি!' ফুঁপিয়ে বললেন তিনি, 'ভগবানের দোহাই, ছেলেমেয়েদের কথা ভাবো। ওদের তো দোষ নেই, দোষী আমি, আমায় শাস্তি দাও, সে দোষ স্খালন করতে বলো। আমি যতটা পারি, সবকিছুর জন্যে আমি তৈরি! আমি দোষী, কতটা যে দোষী বলার নয়! কিন্তু ডল্লি, ক্ষমা করো!'

স্ত্রী বসলেন। ওঁর গুরুভার, সজোর নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছিল স্বামীর, স্ত্রীর জন্য অবর্ণনীয় মায়া হল তাঁর। স্ত্রী কয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। স্বামী অপেক্ষা করে রইলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা তুমি ভাবছ ওদের সঙ্গে খেলা করার জন্যে, আর আমি ভাবছি আর জানি যে ওরা এবার মারা পড়ল' — বললেন স্ত্রী, বোঝা যায় এ তিন দিন একাধিক বার যেসব কথা তিনি মনে মনে বলেছেন, এটা তার একটা।

উনি বললেন 'তুমি', এতে স্বামী কৃতার্থের মতো চাইলেন ওঁর দিকে, এগিয়ে গেলেন ওঁর হাতটা ধরতে, কিন্তু উনি ঘৃণাভরে সরে গেলেন।

'ছেলেমেয়েদের কথা আমার মনে হচ্ছে, তাই ওদের বাঁচাবার জন্যে দুনিয়ায় সবকিছু করতে পারতাম; কিন্তু আমি নিজেই জানি না কী করে বাঁচাই; বাপের কাছ থেকে ওদের নিয়ে গিয়ে কি, নাকি ব্যভিচারী বাপের কাছে রেখে যেয়ে — হ্যাঁ, ব্যভিচারী বাপ... বলুন তো, যা... ঘটেছে তার পরে কি আমাদের একসঙ্গে থাকা সম্ভব? সে কি সম্ভব? বলুন-না সে কি সম্ভব?' গলা চড়িয়ে পুনরুক্তি করলেন তিনি, 'আমার স্বামী, আমার ছেলেমেয়েদের বাপ নিজের ছেলেমেয়েদের গাভর্নেসের সঙ্গে প্রেমসম্পর্কে যাবার পর...'

'কিন্তু কী করা যায়? কী করা যায়?' স্বামী বললেন করুণ স্বরে, নিজেই জানতেন না কী বলছেন, ক্রমেই নুয়ে এল তাঁর মাথা।

'আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার লোক, ন্যক্কারজনক!' ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে চেঁচালেন স্ত্রী, 'আপনার কান্না — নেহাৎ জল! কখনো আমায় ভালোবাসেন নি আপনি; আপনার হৃদয়ও নেই, উদারতাও নেই! আমার কাছে আপনি একটা নচ্ছার, নীচ, বাইরের লোক, হ্যাঁ, একেবারে বাইরের লোক!' এই ভয়ংকর 'বাইরের লোক' কথাটা উনি উচ্চারণ করলেন যন্ত্রণায় আর আক্রোশে।

স্তেপান আর্কাদিচ চাইলেন স্ত্রীর দিকে আর তাঁর মুখে ফুটে ওঠা

আক্রোশ তাঁকে ভীত ও বিস্মিত করল। উনি বোঝেন নি যে ওঁর মায়াটায় স্ত্রীর পিত্তি জ্বলে গেছে। এতে তিনি দেখেছেন অনুকম্পা, প্রেম নয়। 'আমায় ও ঘৃণা করে। ক্ষমা করবে না' — ভাবলেন স্বামী।

'কী ভয়ংকর! ভয়ংকর!' বললেন তিনি।

এই সময় অন্য ঘরে, সম্ভবত পড়ে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল শিশু; দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা কান পেতে শুনলেন, মুখখানা তাঁর হঠাৎ নরম হয়ে এল।

বোঝা যায় কয়েক সেকেন্ড লাগল তাঁর চেতনা ফিরতে, যেন বুঝতে পারছিলেন না কোথায় তিনি আছেন, কী তাঁকে করতে হবে, তারপর দ্রুত উঠে গেলেন দরজার দিকে।

'আমার ছেলেটিকে ও যে ভালোবাসে' — শিশুর চিৎকারে ওঁর মুখের ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বামী ভাবলেন, 'আমার ছেলে; কী করে সে ঘৃণা করতে পারে আমায়?'

স্ত্রীর পেছু পেছু গিয়ে তিনি বললেন, 'ডল্লি, আরো একটা কথা।'

'আপনি যদি আমার পেছন পেছন আসেন, তাহলে আমি লোকেদের, ছেলেমেয়েদের ডাকব! সবাই জানুক যে আপনি একটা বদমায়েস! আজ আমি চলে যাব আর আপনি এখানে থাকবেন আপনার প্রণায়িনীর সঙ্গে!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে উনি বেরিয়ে গেলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন স্তেপান আর্কাদিচ, মুখ মুছলেন, মৃদু পায়ে গেলেন ঘর বরাবর। 'মাতভেই বলছে ঠিক হয়ে যাবে; কিন্তু কেমন করে? এমনকি তার লক্ষণও আমি দেখছি না। উহ্, কী ভয়ংকর! আর কী ছেঁদোভাবেই না চেঁচাল' — চিৎকার আর বদমায়েস ও প্রণায়িনী কথা দুটো স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'হয়ত-বা মেয়েগুলোর কানে গেছে! সাংঘাতিক, ছেঁদো, সাংঘাতিক!' কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন স্তেপান আর্কাদিচ, চোখ মুছলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বুক টান করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দিনটা শুক্রবার, ডাইনিং-রুমে জার্মান ঘড়ি-বরদার দম দিচ্ছিল ঘড়িতে। এই টেকো জার্মান ঘড়ি-বরদার সম্পর্কে নিজের রসিকতাটা মনে পড়ল তাঁর: 'ঘড়িতে দম দেওয়ার জন্যে জার্মানটিকেই দম দেওয়া হয়েছে সারা জীবনের জন্যে' — মুখে হাসি ফুটল। ভালো ভালো রসিকতা স্তেপান আর্কাদিচ

ভালোবাসতেন। 'আর হয়ত ঠিক হয়েই যাবে! ঠিক হয়ে যাবে — বেশ কথাটি' — ভাবলেন তিনি, 'তা বলতেই হবে।'

'মাতভেই!' হাঁক দিলেন তিনি। মাতভেই আসতে বললেন, 'তাহলে আন্না আর্কাদিয়েভনার জন্যে সোফার ঘরে সব গোছ-গাছ করে রাখ।'

'যে আজ্ঞে।'

স্তেপান আর্কাদিচ ফার কোট চাপিয়ে গাড়ি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

তাঁকে এগিয়ে দিতে এসে মাতভেই জিগ্যেস করল, 'বাড়িতে খাবেন না?'

'যেমন দাঁড়াবে। হ্যাঁ, এই নে খরচার জন্যে' — মানিব্যাগ থেকে বার করে দশ রুব্‌ল ওকে দিয়ে বললেন তিনি। 'কুলোবে তো?'

'কুলোক না কুলোক, দেখা যাবে, চালিয়ে নিতে হবে' — এই বলে গাড়ির দরজা বন্ধ করে মাতভেই গাড়ি বারান্দায় উঠে এল।

ইতিমধ্যে ছেলেটিকে শান্ত করে গাড়ির শব্দে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা বুঝলেন যে উনি চলে গেলেন। ফের নিজের শোবার ঘরে ফিরলেন তিনি। বেরুতেই যেসব সাংসারিক ঝামেলা হাজির হত, তা থেকে এইটেই ছিল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। এমনকি এখনো, অল্প সময়ের জন্য যখন তিনি শিশুদের ঘরে গিয়েছিলেন, ইংরেজ মহিলাটি আর মাত্রেনা ফিলিমনোভনা তার ভেতর এমন কিছু ব্যাপার তাঁকে জিগ্যেস করে ওঠার ফুরসৎ করে নিলেন যা মুলতবি রাখা যায় না এবং একমাত্র তিনি যার উত্তর দিতে পারেন: বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য বাচ্চাদের কী পোশাক পরানো হবে? দুধ খেতে দেব কি? অন্য একটা বাবুর্চি ডাকলে হয় না?

'আহ্, রেহাই দাও আমায়, রেহাই দাও!' এই বলে তিনি ফিরলেন শোবার ঘরে, স্বামীর সঙ্গে যেখানে বসে কথা কয়েছিলেন ফের বসলেন সেই চেয়ারেই, অস্থিল আঙুল থেকে খসে পড়ো-পড়ো কয়েকটা আংটি সমেত হাত জড়ো করে মনে করতে লাগলেন ভূতপূর্ব কথাবার্তাটা। 'চলে গেল! কিন্তু তার সঙ্গে ওর শেষ কী কথাটা হয়েছিল?' ভাবলেন তিনি, 'সত্যিই কি ও এখনো তার সঙ্গে দেখা করবে? কেন জিগ্যেস করলাম না ওকে? না, না, মিলন চলে না। আমরা যদি এক বাড়িতেও থাকি, তাহলেও আমরা হব বাইরের লোক। বরাবরের মতো বাইরের লোক!' তাঁর কাছে ভয়ংকর এই কথাটায় বিশেষ অর্থ দিয়ে তিনি ফের পুনরাবৃত্তি করলেন, 'আর কী ভালোই না তাকে বেসেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম... ভগবান, কী ভালোই না বেসেছিলাম! আর এখনকি ওকে ভালোবাসি না? আগের

চেয়ে বেশি ভালোবাসি না কি? কিন্তু সবচেয়ে যেটা ভয়ংকর...' নিজের চিন্তা শুরু করলেও সেটা শেষ হল না, কেননা মাত্রেনা ফিলিমনোভনা ঢুকল দরজা দিয়ে।

বলল, 'আমার ভাইকে ডেকে আনার হুকুম দিন। সে খাবার রান্না করে দেবে। নইলে গতকালের মতো ছেলেপুলেরা থাকবে না খেয়ে।'

'ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি বেরিয়ে সব দেখছি। হ্যাঁ, টাটকা দুধের জন্যে লোক পাঠানো হয়েছে?'

দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা সংসারের কাজে ডুবে গিয়ে তাতে নিজের দুঃখ সাময়িকভাবে ভুলে গেলেন।

॥ ৫ ॥

ভালো মেধা থাকার দরুন স্তেপান আর্কাদিচ স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন ভালোই, কিন্তু আলসে আর দুরন্ত হওয়ায় পাশ করে বেরন শেষ সারিতে; কিন্তু সর্বদা আড্ডা মেরে বেড়ানো জীবন, অনুচ্চ র‍্যাংক আর অপ্রবীণ বয়স সত্ত্বেও মস্কোর একটি সরকারি অফিসে চাকরি পেয়েছিলেন ভালো বেতনের। চাকরিটা পেয়েছিলেন তাঁর বোন আন্নার স্বামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কারেনিনের সাহায্যে, তিনি মন্ত্রিদপ্তরে একজন পদস্থ ব্যক্তি, অফিসটি এই দপ্তরেরই অধীনে। কারেনিন তাঁর শ্যালককে এই চাকরিটি না দিলেও শত শত অন্য লোক, ভাই, বোন, নিকটসম্পর্কীয় খুড়ো, খুড়ি মারফত এই চাকরিটাই অথবা হাজার ছয়েক বেতনের অমনি একটা চাকরিই তিনি পেতেন, যা তাঁর দরকার ছিল, কেননা স্ত্রীর যথেষ্ট সম্পত্তি সত্ত্বেও তাঁর হাল দাঁড়িয়েছিল খারাপ।

মস্কো আর পিটার্সবুর্গের অর্ধেকই ছিল স্তেপান আর্কাদিচের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব। যেসব লোকের পরিবেশে তাঁর জন্ম, তাঁরা ছিলেন এবং হয়ে ওঠেন ইহজগতে প্রতিপত্তিশালী। সরকারী লোকেদের একতৃতীয়াংশ যাঁরা বৃদ্ধ, তাঁরা ছিলেন তাঁর পিতার সুহৃদ, ওঁরা তাঁকে জানতেন তাঁর বাল্যাবস্থা থেকে; দ্বিতীয় তৃতীয়াংশের সঙ্গে তাঁর তুমি বলে ডাকার সম্পর্ক, আর তৃতীয়দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল ভালো; সুতরাং চাকরি, পারমিট ইত্যাদির বিতরণকারীরা স্বজনকে এড়িয়ে যেতে পারত না; একটা মোটা চাকরি পাবার জন্য অব্লোন্স্কিরও চেষ্টা করার প্রয়োজন

ছিল না; তেমন প্রয়োজন ছিল শুধু আপত্তি না করা, ঈর্ষা না করা, ঝগড়া না বাধানো, আহত বোধ না করা, তাঁর প্রকৃতিগত সদয়তায় এটা তিনি কখনোই করেন নি। কেউ যদি ওঁকে বলত যে ওঁর দরকারমতো বেতনের কোনো চাকরি তিনি পাবেন না, আরো এই জন্য যে বেশি বছরের দাবি তিনি করেন নি, তাহলে সেটা তাঁর কাছে হাস্যকরই মনে হত; তাঁর সমবয়সীরা যা পায় তিনি শুধু তাই পেতে চাইতেন, আর একই ধরনের কাজ তিনি করতেন অন্য কারো চেয়ে খারাপ নয়।

পরিচিতরা স্তেপান আর্কাদিচকে ভালোবাসত কেবল তাঁর সদাশয়, হাসিখুশি স্বভাব আর সন্দেহাতীত সততার জন্যই নয়, তাঁর ভেতরে, তাঁর সুদর্শন, সমুজ্জ্বল চেহারা, জ্বলজ্বলে চোখ, কালো ভুরু, চুল, মুখের শ্বেতাভা আর রক্তিমাভায় এমন কিছু ছিল যা লোকের ওপর আনন্দ প্রীতির একটা শারীরিক প্রভাব ফেলত। ওঁর সঙ্গে দেখা হলে লোকে প্রায় সর্বদাই খুশির হাসিতে বলে উঠত, 'আরে স্তিভা যে! অব্‌লোন্‌স্কি! সেই লোক!' কখনো কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপের পর দেখা গেল তেমন আনন্দের কিছু ঘটল না, তাহলেও তার পরের দিন, তৃতীয় দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় একইরকম খুশি হয়ে উঠত সবাই। তিন বছর মস্কোর একটি অফিসে অধিকর্তার পদে থেকে স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সহকর্মী, অধীনস্থ, ওপরওয়ালা, এবং তাঁর সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিল তাদের সবার কাছ থেকে শুধু ভালোবাসাই নয়, শ্রদ্ধাও অর্জন করেছিলেন। চাকুরি ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন শ্রদ্ধা স্তেপান আর্কাদিচ পেয়েছিলেন যে প্রধান গুণাবলির সুবাদে, তা হল প্রথমত, নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকায় অন্য লোকেদের প্রতি প্রশ্রয়দান; দ্বিতীয়ত, একান্ত উদারনৈতিকতা, যা তিনি খবরের কাগজে পড়েছেন তা নয়, যা মিশে আছে তাঁর রক্তে, যার দরুন অবস্থা ও পদ নির্বিশেষে সমস্ত লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার একেবারে একইরকম, আর তৃতীয়ত, যেটা প্রধান কথা, যে কাজ তিনি করছেন তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, ফলে কখনো তিনি তাতে মেতে ওঠেন নি এবং ভুল করেন নি।

চাকুরিস্থলে এলে সম্ভ্রান্ত চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিল, পোর্টফোলিও নিয়ে তিনি গেলেন তাঁর ছোটো কেবিনেটে, উর্দি চাপিয়ে এলেন অফিসে। কেরানি কর্মচারীরা সবাই উঠে দাঁড়াল, মাথা নোয়াল সানন্দে, সসম্মানে। স্তেপান আর্কাদিচ বরাবরের মতো তাড়াতাড়ি করে গেলেন তাঁর জায়গায়, সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন করে আসন নিলেন। কিছু রসিকতা করলেন, কথা

কইলেন ঠিক যতটা ভদ্রতাসম্মত হয় ততটা, তারপর কাজে মন দিলেন। স্বাধীনতা, সহজতা আর সানন্দে কাজ চালাবার জন্য যে আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন তাদের ভেতরকার সীমারেখাটা স্তেপান আর্কাদিচের চেয়ে সঠিকভাবে আর কেউ খুঁজে পেত না। স্তেপান আর্কাদিচের অফিসের সবার মতোই স্মিত সসম্মানে কাগজপত্র নিয়ে এগিয়ে এল সেক্রেটারি এবং কথা কইল সেই অন্তরঙ্গ-উদারনৈতিক সুরে যার প্রবর্তন করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ:

'শেষ পর্যন্ত আমরা পেনজা গুবের্নিয়ার কর্তাদের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। এই যে, চলবে...'

'পেয়েছেন তাহলে?' কাগজটায় আঙুল দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে মশাইরা...' শুরু হল অফিসের কাজ।

রিপোর্ট শোনার সময় অর্থময় ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে তিনি ভাবলেন, 'যদি ওদের জানা থাকত আধ ঘণ্টা আগে কী দোষী বালকই না হতে হয়েছিল সভাপতিকে!' চোখ ওঁর হাসছিল। না থেমে কাজ চলার কথা বেলা দুটো অবধি। বেলা দুটোয় বিরতি আর আহার।

দুটো তখনো হয় নি, এমন সময় অফিস-কক্ষের কাচের বড়ো দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল এবং কে যেন ভেতরে ঢুকল। মনোযোগ বিক্ষেপে খুশি হয়ে পোর্ট্রেটের নিচে থেকে, আয়নার পেছন থেকে সমস্ত সভ্য চাইল দরজার দিকে; কিন্তু দরজার কাছে দণ্ডায়মান দরোয়ান তক্ষুনি আগন্তুককে বার করে দিল এবং বন্ধ করে দিল কাচের দরজা।

মামলাটা পড়া শেষ হলে স্তেপান আর্কাদিচ টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং একালের উদারনৈতিকতার আদর্শে অঞ্জলি দিয়ে সিগারেট বার করে চললেন তাঁর কেবিনেটে। তাঁর দুজন বন্ধু পুরনো কর্মচারী নিকিতিন আর দরবারে পদস্থ গ্রিনেভিচও বেরুলেন তাঁর সঙ্গে।

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'খাবারের পর শেষ করে ওঠা যাবে।'

'খুব পারা যাবে!' বললেন নিকিতিন।

'আর এই ফোমিনটি একটি তোফা হারামজাদা নিশ্চয়' — যে মামলাটা ওরা দেখছেন তাতে জড়িত জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করলেন গ্রিনেভিচ।

গ্রিনেভিচের কথায় মুখ কোঁচকালেন স্তেপান আর্কাদিচ, তাতে করে বুঝিয়ে দিলেন যে আগেভাগেই রায় দিয়ে দেওয়া অশোভন, তবে ওঁকে কিছু বললেন না।

'কে ঢুকেছিল?' দরোয়ানকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কে একজন লোক হুজুর জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ঢুকে পড়ছিল, শুধু আমি ঘুরে দাঁড়াই। আপনাকে চাইছিল। বললাম: সদস্যরা যখন বেরুবেন তখন...'

'কোথায় সে?'

'হয়ত বারান্দায় বেরিয়েছে, নইলে এখানেই তো কেবলি ঘোরাঘুরি করছিল। এই যে ওই লোকটা' — কোঁকড়া দাড়িওয়ালা বলিষ্ঠগঠন বৃষস্কন্ধ একজনকে দেখিয়ে বললে দরোয়ান। লোকটা তার ভেড়ার লোমের টুপি না খুলেই ক্ষিপ্র এবং লঘু পায়ে পাথুরে সিঁড়ির ক্ষয়ে যাওয়া ধাপগুলো বেয়ে ছুটে উঠল ওপরে। একজন রোগাটে রাজপুরুষ পোর্টফোলিও হাতে নিচে নামছিলেন, অননুমোদনের ভাব করে তিনি ছুটন্ত লোকটার পায়ের দিকে চেয়ে রইলেন তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন অব্‌লোন্‌স্কির দিকে।

স্তেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন সিঁড়ির ওপরে। ধেয়ে আসা লোকটাকে চিনতে পেরে নক্সা-তোলা কলারের ওপর তাঁর ভালোমানুষি জ্বলজ্বলে মুখখানা আরো জ্বলজ্বল করে উঠল।

তাঁর দিকে এগিয়ে আসা লেভিনের দিকে তাকিয়ে বন্ধুসুলভ ঠাট্টামিশ্রিত হাসি হেসে তিনি বলে উঠলেন, 'তাই তো বটে! শেষ পর্যন্ত দেখা দিল লেভিন!' বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন বিনিময়ে যেন আশ মিটছিল না তাঁর, লেভিনকে চুম্বন করে বললেন, 'এই চোরের আড্ডায় আমায় খুঁজতে আসতে তোমার গা ঘিনঘিন করল না যে বড়ো?'

'আমি এইমাত্র এসেছি, তোমার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল' — লেভিন বললেন সসংকোচে, সেইসঙ্গে রাগত আর অস্বস্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন চারিদিক।

বন্ধুর আত্মাভিমানী রুষ্ট সংকোচের কথা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ 'নাও, চলো যাই কেবিনেটে' বলে তাঁকে নিয়ে গেলেন যেন বিপদ-আপদের মাঝখান দিয়ে।

পরিচিত প্রায় সকলের সঙ্গেই স্তেপান আর্কাদিচের 'তুমি' সম্পর্ক: ষাট বছরের বুড়ো, বিশ বছরের ছোকরা, অভিনেতা, মন্ত্রী, বেনিয়া-কারবারী, জেনারেল-অ্যাডজুট্যাণ্ট — সকলের সঙ্গেই, তাঁর 'তুমি' সম্পর্কিত অনেকেই ছিল সামাজিক সোপানের দুই চরম প্রান্তে এবং অব্‌লোন্‌স্কির সঙ্গে তাদের

সাধারণ কিছু একটা আছে জেনে খুবই অবাক হত। যার সঙ্গেই তিনি শ্যাম্পেন খেতেন তার সঙ্গেই তাঁর 'তুমি' সম্পর্ক, আর শ্যাম্পেন তিনি খেতেন সকলের সঙ্গেই, তাই অফিসে নিজের অধীনস্থদের সামনে সংকুচিত 'তুমি'র — ঠাট্টা করে তিনি তাঁর অনেক বন্ধুদের যা বলতেন — সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁর প্রকৃতিগত উপস্থিত বুদ্ধিতে অধীনস্থদের এই প্রসঙ্গে অপ্রীতিকর অনুভূতিটা হ্রাস করে আনতে পারতেন। লেভিন সংকুচিত 'তুমি'র দলে ছিলেন না, কিন্তু অব্‌লোন্‌স্কি তাঁর সহজাত লোকচরিত্রবোধে অনুভব করছিলেন যে তাঁর অধীনস্থদের সমক্ষে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে না চাইতেও পারেন বলে লেভিন ভাবছেন, তাই তাড়াতাড়ি করে তাঁকে নিয়ে গেলেন কেবিনেটে।

লেভিন অব্‌লোন্‌স্কির প্রায় সমবয়সী, তাই তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্পর্কটা শুধু শ্যাম্পেনের সুবাদে নয়। প্রথম যৌবন থেকেই লেভিন তাঁর সাথী ও বন্ধু। চরিত্র ও রুচিতে পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা ভালোবাসতেন পরস্পরকে, যেমন প্রথম যৌবনে মিলিত বন্ধুরা পরস্পরকে ভালোবাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপের পথ নেওয়া লোকেদের ক্ষেত্রে প্রায়ই যা হয়ে থাকে, অপরের কাজ বিচার করে তাকে সঙ্গত প্রতিপন্ন করলেও মনে মনে সেটাকে তারা ঘৃণা করে। প্রত্যেকেরই মনে হত যে জীবন সে নিজে অতিবাহিত করছে সেটাই আসল জীবন, আর বন্ধুর জীবনটা কেবল ছায়ামূর্তি। লেভিনকে দেখে অব্‌লোন্‌স্কি ঈষৎ ঠাট্টা-মেশা হাসি চাপতে পারলেন না। গ্রাম থেকে মস্কোয় এলে কতবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, গ্রামে লেভিন কী একটা করছিলেন, কিন্তু ঠিক কী সেটা স্তেপান আর্কাদিচ কখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারেন নি, তা ছাড়া তাতে তাঁর আগ্রহও ছিল না। লেভিন মস্কো আসতেন সর্বদাই উত্তেজিত, ব্যস্তসমস্ত হয়ে, কিছুটা সংকোচবোধ নিয়ে আর সে সংকোচবোধে বিরক্ত হয়ে উঠে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সবকিছু দেখতেন একটা নতুন অপ্রত্যাশিত দৃষ্টিতে। এ সবে হাসতেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং ভালোবাসতেন এ সব। ঠিক তেমনি লেভিনও মনে মনে বন্ধুর নাগরিক জীবনযাত্রা আর তাঁর কাজ — দুইই ঘৃণা করতেন, ও কাজটাকে তিনি মনে করতেন বাজে, হাসতেন তা নিয়ে। কিন্তু তফাৎটা এই যে লোকে যা করে তা সবকিছু করে অব্‌লোন্‌স্কি হাসতেন আত্মবিশ্বাস নিয়ে এবং ভালো মনে আর লেভিনের আত্মবিশ্বাস ছিল না, মাঝে মাঝে রেগেও উঠতেন।

কেবিনেটে ঢুকে লেভিনের হাত ছেড়ে দিয়ে এবং তাতে করে এখানে আর বিপদ নেই এইটে যেন বুঝিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'আমরা অনেকদিন তোমার অপেক্ষায় আছি। ভারি, ভারি আনন্দ হল তোমায় দেখে। কিন্তু কী ব্যাপার? কেমন আছো? এলে কবে?'

লেভিন চুপ করে তাকিয়ে রইলেন তাঁর কাছে অপরিচিত অব্‌লোন্‌স্কির দুই বন্ধুর মুখের দিকে, বিশেষ করে ভারি লম্বা লম্বা শাদা আঙুল, ডগার দিকে বেঁকে যাওয়া হলদে হলদে নখ আর কামিজের বিরাট ঝকঝকে কফ-বোতাম সমেত মার্জিত গ্রিনেভিচের হাতের দিকে, যে হাত দুখানা তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করেছে, চিন্তার ফুরসৎ দিচ্ছে না। অব্‌লোন্‌স্কি তৎক্ষণাৎ সেটা লক্ষ্য করে হাসলেন। বললেন:

'ও হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সাথি: ফিলিপ ইভানিচ নিকিতিন, মিখাইল স্তানিস্লাভিচ গ্রিনেভিচ, — আর লেভিনের দিকে ফিরে — জেমস্ত্‌ভো'র কর্মকর্তা, জেমস্ত্‌ভো'র নতুন আমলের লোক, ব্যায়ামবীর — এক হাতে পাঁচ পুদ ওজন তোলেন, পশুপালক, শিকারী এবং আমার বন্ধু কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ লেভিন, সের্গেই ইভানিচ কজ্‌নিশেভের ভাই।'

'ভারি আনন্দ হল' — বললেন বৃদ্ধ।

'আপনার ভাই, সের্গেই ইভানিচকে জানার সৌভাগ্য হয়েছে আমার' — লম্বা লম্বা নখ সমেত সরু হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন গ্রিনেভিচ।

লেভিন ভুরু কোঁচকালেন, নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে করমর্দন করেই তৎক্ষণাৎ ফিরলেন অব্‌লোন্‌স্কির দিকে। সারা রাশিয়ায় নামকরা সাহিত্যিক তাঁর সৎভাইয়ের প্রতি তাঁর প্রচুর শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁকে কনস্তান্তিন লেভিন না বলে বিখ্যাত কজ্‌নিশেভের ভাই বলা হলে তিনি সইতে পারতেন না।

'না, আমি আর জেমস্ত্‌ভো'র কর্মকর্তা নই। সবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করেছি, সভায় আর যাই না' — অব্‌লোন্‌স্কির দিকে চেয়ে তিনি বললেন।

'এত তাড়াতাড়ি!' হেসে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'কিন্তু কী করে? কেন?'

'সে এক লম্বা ইতিহাস। বলব পরে এক সময়' — লেভিন এ কথা বললেও সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাসটা জানাতে শুরু করলেন: 'মানে সংক্ষেপে বললে, জেমস্ত্‌ভো'র কর্মকর্তা বলে কেউ নেই, থাকতেও পারে না।' এমনভাবে উনি বললেন যেন এই মাত্র কেউ তাঁকে আঘাত দিয়েছে, 'একদিক থেকে ওটা খেলনা, পার্লামেণ্ট-পার্লামেণ্ট খেলা হচ্ছে, আর আমি তেমন তরুণও নই, তেমন বুড়োও নই যে খেলনা নিয়ে মাতব; অন্য (একটু

তোতলালেন তিনি) দিকে এটা উয়েজ্‌দের coterie'র* পক্ষে টাকা করার একটা উপায়। আগে ছিল তত্ত্বাবধান, বিচারালয়, আর এখন জেমস্ত্‌ভো, উৎকোচের চেহারায় নয়, বিনা যোগ্যতায় বেতন হিসেবে' — বললেন উনি এত উত্তেজিত হয়ে যেন উপস্থিতদের কেউ আপত্তি করেছে তাঁর মতামতে।

'বটে! তুমি দেখছি ফের নতুন পর্যায়ে, রক্ষণশীল পর্যায়ে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তবে সে কথা হবে পরে।'

'হ্যাঁ, পরে। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার দরকার ছিল' — বিদ্বেষের দৃষ্টিতে গ্রিনেভিচের হাতের দিকে তাকিয়ে লেভিন বললেন।

স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় অলক্ষ্যে হাসলেন একটু।

'তুমি যে বড়ো বলেছিলে আর কখনো ইউরোপীয় পোশাক পরবে না?' তাঁর নতুন, স্পষ্টতই ফরাসি কাটের পোশাকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'বটে! দেখছি নতুন পর্যায়!'

হঠাৎ লাল হয়ে উঠলেন লেভিন, বয়স্ক লোকেরা যেভাবে লাল হয়ে হয়ে ওঠে নিজেরাই তা লক্ষ না করে, তেমন নয়, যেভাবে লাল হয়ে ওঠে বালকেরা, যখন তারা টের পায় যে তাদের সংকোচপরায়ণতায় তারা হাস্যকর, তার ফলে লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে ওঠে আরো বেশি, প্রায় কান্না এসে যায়। আর এই বুদ্ধিমান পুরুষালী মুখখানাকে শিশুদের দশায় দেখতে পাওয়া এত বিচিত্র যে তাঁর দিকে অব্‌লোন্‌স্কি আর তাকালেন না।

লেভিন বললেন, 'তা কোথায় দেখা হবে? তোমার সঙ্গে কথা বলা আমার কাছে খুবই জরুরি।'

অব্‌লোন্‌স্কি যেন চিন্তায় ডুবে গেলেন।

'শোনো, চলো গুরিনের ওখানে প্রাতরাশ সারতে, সেখানে কথা হবে। তিনটে পর্যন্ত আমি ফাঁকা।'

একটু ভেবে লেভিন বললেন, 'না, আমাকে তো আবার যেতে হবে।'

'তা বেশ, তাহলে একসঙ্গে লাঞ্চ করা যাক।'

'লাঞ্চ? আমার যে দরকার শুধু দুটো কথা বলা, আর আলোচনা করা যাবে পরে।'

'তাহলে এখুনি কথা দুটো বলে ফ্যালো, লাঞ্চে আবার আলাপ কী।'

'কথা দুটো এই' — বললেন লেভিন, 'তবে বিশেষ কিছু নয়।'

---

* এক্ষেত্রে দুর্বৃত্ত দল (ফরাসি)।

মুখখানায় ওঁর হঠাৎ আক্রোশ ফুটে উঠল, যেটা দেখা দিয়েছে নিজের সংকোচশীলতা দমনের প্রয়াসে।

উনি বললেন, 'শ্যেরবাৎস্কিরা কী করছে? সব আগের মতোই?'

বহুদিন থেকে লেভিন তাঁর শ্যালিকা কিটির প্রেমাসক্ত, সেটা জানা থাকায় স্তেপান আর্কাদিচ সামান্য হাসলেন, চোখ তাঁর আমোদে চকচক করে উঠল।

'তুমি বললে দুটো কথা, কিন্তু দুটো কথায় আমি জবাব দিতে পারব না, কেননা... মাপ করো, এক মিনিট...'

অন্তরঙ্গতা মেশা সম্মান দেখিয়ে ঘরে ঢুকল সেক্রেটারি, সমস্ত সেক্রেটারির পক্ষেই যা সাধারণ, কর্তার চেয়ে সে যে কাজটা ভালো বোঝে তেমন একটা বিনীত চেতনা সহ, কাগজপত্র নিয়ে সে গেল অব্‌লোন্‌স্কির কাছে এবং প্রশ্নের আড়ালে কী একটা মুশকিলের কথা বোঝাতে শুরু করল। স্তেপান আর্কাদিচ সেটা পুরো না শুনে সস্নেহে তাঁর হাত রাখলেন সেক্রেটারির আস্তিনে।

'না, আমি যা বলেছিলাম তাই করুন' — হাসিতে তাঁর মন্তব্যটাকে নরম করে তিনি বললেন, এবং ব্যাপারটা তিনি কিভাবে বুঝছেন সেটা ব্যাখ্যা করে কাগজগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই করুন অনুগ্রহ করে, এই ধারায়, জাখার নিকিতিচ।'

অপ্রস্তুত হয়ে সেক্রেটারি চলে গেল। তার সঙ্গে যখন কথাবার্তা হচ্ছিল, লেভিন তার মধ্যে তাঁর সংকোচ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠে চেয়ারে দুই হাতের কনুই ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, মুখে তাঁর দেখা দিয়েছিল বিদ্রূপাত্মক মনোযোগ।

বললেন, 'বুঝি না, একেবারে বুঝি না।'

'কী বুঝতে পারছ না?' তেমনি আমুদে হাসি হেসে, সিগারেট বার করে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি। লেভিনের কাছ থেকে কোনো একটা বিদঘুটে কান্ড আশা করছিলেন তিনি।

'কী যে তোমরা করে যাচ্ছ কিছুই বুঝি না' — কাঁধ কুঁচকিয়ে বললেন লেভিন। 'গুরুত্বসহকারে এটা তুমি করতে পারো কী করে?'

'কী জন্যে?'

'এই জন্যে যে করবার কিছু নেই।'

'তুমি তাই ভাবছ, কিন্তু আমরা কাজে আকণ্ঠ ডুবে আছি।'

'কাগজে ডুবে আছ। তা এ ব্যাপারে তোমার গুণ আছে বৈকি' — যোগ করলেন লেভিন।

'তার মানে তুমি ভাবছ আমার কোনো একটা ঘাটতি আছে?'

'হয়ত সত্যিই আছে' — লেভিন বললেন। 'তাহলেও তোমার উদারতায় আমি মুগ্ধ হই এবং গর্ববোধ করি যে এমন উদার মানুষ আমার বন্ধু। কিন্তু তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না' — অব্‌লোন্‌স্কির চোখে চোখে তাকাবার মরিয়া চেষ্টা করে তিনি যোগ দিলেন।

'নাও হয়েছে, হয়েছে। দাঁড়াও না, তুমিও এই পথেই আসবে। তোমার যে কারাজিনস্কি উয়েজ্‌দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা* জমি আছে, এমন পেশী, বারো বছরের কুমারীর মতো এমন তাজা আমেজ, তাহলেও আসবে তুমি আমাদের কাছেই। তা তুমি যা জিগ্যেস করেছিলে অদলবদল কিছু হয় নি, শুধু আফশোসের কথা যে তুমি বহুদিন যাও নি সেখানে।'

'কেন, কী হল?' ভীতভাবে শুধালেন লেভিন।

'ও কিছু না' — জবাব দিলেন অব্‌লোন্‌স্কি। 'কথা হবে। কিন্তু সত্যি, কেন তুমি এলে বলো তো?'

'আহ্, এ নিয়েও কথা হবে পরে' — ফের আকর্ণ রক্তিম হয়ে বললেন লেভিন।

'তা বেশ। বোঝা গেল' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন। 'কী জানো, আমি তোমায় নিজের বাড়িতেই ডাকতাম, কিন্তু স্ত্রী মোটেই সুস্থ নয়। আর শোনো, ওদের সঙ্গে যদি দেখা করতে চাও, তাহলে ওরা নিশ্চয় এখন জু-পার্কে, চারটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে। কিটি স্কেট করে। তুমি চলে যাও সেখানে, আমিও যাব, তারপর একসঙ্গে খেয়ে নেব কোথাও।'

'চমৎকার, ফের দেখা হওয়া পর্যন্ত।'

'দেখো, আমি তো তোমায় জানি, ভুলে যাবে কিংবা হঠাৎ চলে যাবে গাঁয়ে!' হেসে চিৎকার করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'না, সত্যি বলছি।'

এবং অব্‌লোন্‌স্কির বন্ধুদের অভিনন্দন জানাতে যে ভুলে গেছেন সেটা কেবল দরজার কাছে মনে পড়ায় লেভিন বেরিয়ে গেলেন কেবিনেট থেকে।

লেভিন চলে গেলে গ্রিনেভিচ বললেন, 'নিশ্চয় খুব উদ্যোগী পুরুষ।'

---

* এক দেসিয়াতিনা — ১০.০০০ বর্গ মিটারের মতো।

'হ্যাঁ গো' -- মাথা দুলিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সুখী লোক! কারাজিনস্কি উয়েজ্দে তিন হাজার দেসিয়াতিনা জমি, সবই পড়ে আছে ওর সামনে, আর কী তাজা! আমাদের মতো নয় ভায়া।'

'আপনার নালিশ করার কী আছে স্তেপান আর্কাদিচ?'

'আরে যাচ্ছেতাই, বিছছিরি' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

॥ ৬ ॥

অব্‌লোন্‌স্কি যখন লেভিনকে জিগ্যেস করেছিলেন ঠিক কেন সে এসেছে, তখন লেভিন লাল হয়ে ওঠেন, এবং লাল হয়ে উঠেছেন বলে রেগে ওঠেন নিজের ওপরেই, কেননা এ জবাব তিনি দিতে পারতেন না: 'এসেছি তোমার শ্যালিকার পাণিপ্রার্থনা করতে', যদিও তিনি এসেছিলেন শুধু এই জন্যই।

লেভিন আর শ্যেরবাৎস্কিদের বংশ মস্কোর বনেদী অভিজাত বংশ, সর্বদাই তাদের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয় লেভিনের উচ্চশিক্ষার্থী জীবনে। ডল্লি আর কিটির ভাই তরুণ প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কির সঙ্গে একই সাথে তিনি প্রস্তুত হন এবং একসঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় লেভিন প্রায়ই শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়িতে আসতেন, বাড়িটাকে তিনি ভালোবেসে ফেলেন। যতই এটা আশ্চর্য ঠেকুক, লেভিন ভালোবেসেছিলেন ঠিক বাড়িটাই, পরিবারটাকে, বিশেষ করে তার অন্দরমহলকে। নিজের মাকে লেভিনের মনে পড়ে না, আর দিদি ছিল তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, তাই শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়িতেই তিনি প্রথম দেখেন সেই বনেদী, অভিজাত, সুশিক্ষিত ও সততাশীল সংসার, যা তিনি হারিয়েছিলেন পিতা-মাতার মৃত্যুতে। এ পরিবারের সমস্ত সভ্য, বিশেষ করে মেয়েরা ছিল কেমন একটা রহস্যময় কাব্যধর্মী অবগুণ্ঠনে ঢাকা, আর তিনি তাঁদের ভেতর কোনো ত্রুটি দেখেন নি তাই নয়, এই অবগুণ্ঠনের তলে সবচেয়ে সমুন্নত অনুভূতি, সবরকমের পূর্ণতা আছে বলে ধরে নিতেন। একদিন পর পর কেন এই তিন ভদ্র কন্যার প্রয়োজন হত ফরাসি আর ইংরেজিতে কথা বলার; কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে তারা পালা করে বাজাত পিয়ানো যার ধ্বনি পৌঁছত ওপরতলায় ভাইয়ের ঘরে যেখানে

পড়াশুনা করত ছাত্ররা; কেন আসত ফরাসি সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যের এই শিক্ষকেরা; কেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন কন্যাই মাদমোয়াজেল লিনোঁর সঙ্গে গাড়ি করে ত্ভের্স্কয় বুলভারে যেত তাদের বিলিতি কোট পরে — ডল্লিরটা লম্বা, নাটালির আধা-লম্বা, আর কিটিরটা একেবারেই খাটো, ফলে টানটান লাল মোজা পরা তার সুঠাম পা-দুখানা চোখে পড়ত; সোনালী তকমা লাগানো টুপি পরা চাপরাশি সমভিব্যাহারে কেন তাদের প্রয়োজন ত্ভের্স্কয় বুলভারে বেরিয়ে বেড়ানো — এই সব এবং তাদের রহস্যময় জগতে আরো যা যা ঘটত তার অনেককিছুই তিনি বুঝতেন না, কিন্তু জানতেন যে এখানে যাকিছু ঘটছে তা সবই অপরূপ আর প্রেমে পড়ে যান ঠিক এই রহস্যময়তার সঙ্গে।

ছাত্রজীবনে উনি প্রায় বড়ো বোন ডল্লির প্রেমে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শিগগিরই তার বিয়ে হয়ে গেল অব্লোন্স্কির সঙ্গে। পরে তিনি মেজো বোনের প্রণয়াসক্ত হতে থাকেন। উনি কেমন যেন অনুভব করতেন যে বোনেদের একজনের প্রেমে তাঁর পড়া দরকার, শুধু ঠিক কার প্রেমে সেটা স্থির করে উঠতে পারতেন না। কিন্তু নাটালিও সমাজে দেখা দিতে না দিতেই কূটনীতিক ল্ভভের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল তার। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেভিন যখন পাশ করে বেরুলেন, কিটি তখনো ছোটো। তরুণ শ্যেরবাৎস্কি যোগ দিলেন নৌবহরে এবং বল্টিক সাগরে সলিলসমাধি নেন। অব্লোন্স্কির সঙ্গে বন্ধুত্ব সত্ত্বেও শ্যেরবাৎস্কি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এল। কিন্তু এক বছর গ্রামে কাটিয়ে এ বছর শীতের প্রারম্ভে লেভিন যখন মস্কো আসেন এবং দেখা হয় শ্যেরবাৎস্কিদের সঙ্গে, তিনি বুঝলেন এই তিনজনের মধ্যে সত্যসত্যই কাকে ভালোবাসা ছিল তাঁর নির্বন্ধ।

ভালো বংশের লোক, গরিবের চেয়ে বরং বড়োলোক বলাই উচিত, বত্রিশ বছর বয়স, তাঁর মতো এমন একজনের পক্ষে প্রিন্সেস শ্যেরবাৎস্কায়ার পাণিপ্রার্থনা করার চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না বলেই মনে হতে পারত; একান্ত সম্ভব ছিল যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা হত উত্তম পাত্র হিশেবে। কিন্তু লেভিন প্রেমে পড়েছিলেন এবং তাঁর মনে হত যে কিটি সব দিক দিয়ে এতই সুসম্পূর্ণ, পার্থিব সবকিছুর ঊর্ধ্বে এমন এক জীব আর তিনি এতই পার্থিব ও হীন যে অন্যেরা এবং কিটি স্বয়ং তাঁকে তার যোগ্য বলে স্বীকার করবে এমন কথা ভাবাই যায় না।

মস্কোয় যেন ঘোরের মধ্যে দু'মাস কাটিয়ে, প্রতি দিন সমাজে কিটিকে দেখে, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যই সেখানে তিনি যেতেন, লেভিন হঠাৎ ঠিক করলেন, এ হতে পারে না এবং চলে গেলেন গ্রামে।

এ হতে পারে না, লেভিনের এমন প্রত্যয়ের ভিত্তি ছিল এই যে আত্মীয়-স্বজনদের চোখে তিনি ছিলেন মাধুরীময়ী কিটির পক্ষে অলাভজনক অযোগ্য পাত্র আর কিটি নিজে তাঁকে তো ভালোবাসতেই পারে না। আত্মীয়-স্বজনদের চোখে তিনি প্রচলিত সুনির্দিষ্ট কোনো কাজে নিযুক্ত নন, সমাজেও কোনো প্রতিষ্ঠা নেই, যেক্ষেত্রে ওঁর বত্রিশ বছর বয়সে বন্ধুরা ইতিমধ্যেই কেউ কর্নেল, কেউ এইডডেকং, কেউ প্রফেসর, কেউ ব্যাংক আর রেলপথের ডিরেক্টার, কেউ-বা অব্লোন্স্কির মতো সরকারী অফিসের অধিকর্তা; আর উনি ওদিকে (অন্য লোকের কাছ তাঁকে কেমন লাগার কথা সেটা তিনি ভালোই জানতেন) জমিদারি চালাচ্ছেন, গোপালন করছেন, পাখির কোটরে গুলি মারছেন, আর এটা-ওটা ঘর তুলছেন। অর্থাৎ গুণহীন ছোকরা যার কিছুই হল না, এবং সমাজের মতে, যারা কোনো কম্মের নয়, তারা যা করে উনি ঠিক তাই করছেন।

তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অসুন্দর লোক, প্রধান কথা, কোনো দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য নয় এমন একটা মামুলী লোককে রহস্যময়ী মনোরমা কিটি নিজেই ভালোবাসতে পারে না। তা ছাড়া কিটির সঙ্গে তার পূর্বতন সম্পর্ক, ভাইয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলে যেটা ছিল শিশুর প্রতি বয়স্কের সম্পর্কের মতো, সেটা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল ভালোবাসার পথে আরো একটা নতুন অন্তরায়। তিনি নিজেকে যা ভাবতেন তেমন একটা অসুন্দর সদয় লোককে বন্ধুর মতো ভালোবাসা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন, কিন্তু তিনি নিজে কিটিকে যেরকম ভালোবাসতেন, তেমন ভালোবাসা পেতে হলে হওয়া উচিত সুদর্শন, বিশেষ করে অসাধারণ একজন লোক।

তিনি শুনেছেন যে মেয়েরা প্রায়ই অসুন্দর, সাধারণ লোককে ভালোবেসে থাকে, কিন্তু সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন না, কেননা নিজেকে দিয়ে বিচার করে দেখলে, উনি নিজে ভালোবাসতে পারেন কেবল সুন্দরী, রহস্যময়ী, অনন্যসাধারণ নারীকে।

কিন্তু গ্রামে একা একা দু'মাস কাটিয়ে উনি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠলেন যে প্রথম যৌবনে যেসব ভালোবাসা তিনি অনুভব করেছিলেন, এটা তারই একটা নয়; এই আবেগ তাঁকে মুহূর্তের জন্য স্বস্তি দিচ্ছিল না; এই

প্রশ্নের মীমাংসা না করে বাঁচতে পারেন না তিনি: ও আমার বৌ হবে কি হবে না; তাঁর হতাশাটা আসছে শুধু তাঁর এই কল্পনা থেকে যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করাই হবে এমন কোনো প্রমাণ তাঁর কাছে নেই। এবং পাণিপ্রার্থনা করবেন আর গৃহীত হলে বিবাহও করবেন এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তিনি এবার চলে এলেন মস্কোয়। অথবা... প্রত্যাখ্যাত হলে কী তাঁর হবে সে কথা তিনি ভাবতেও পারছিলেন না।

॥ ৭ ॥

সকালের ট্রেনে মস্কো এসে লেভিন ওঠেন তাঁর মায়ের প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, তাঁর সৎ দাদা কজ্‌নিশেভের বাড়িতে; কেন তিনি এসেছেন তক্ষুনি তা বলে তাঁর পরামর্শ নেবেন বলে স্থির করে পোশাক বদলে তিনি ঢুকলেন তাঁর কেবিনেটে; কিন্তু দাদা একলা ছিলেন না। তাঁর কাছে বসে ছিলেন দর্শনের নামকরা এক প্রফেসর। খারকভ থেকে তিনি এসেছেন বিশেষ করে অতি গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক প্রশ্নে তাঁদের মধ্যে মতভেদের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যেই। বস্তুবাদের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত বিতর্ক চালাচ্ছিলেন প্রফেসর আর সের্গেই কজ্‌নিশেভ আগ্রহভরে তা অনুসরণ করে গেছেন; তারপর বিতর্কের শেষ প্রবন্ধটা পড়ে তিনি আপত্তি জানিয়ে প্রফেসরকে চিঠি লেখেন। বস্তুবাদীদের কাছে বড়ো বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে বলে তিনি প্রফেসরকে ভর্ৎসনা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই প্রফেসর চলে আসেন আলোচনার জন্য। প্রসঙ্গটা ছিল একটা চলতি প্রশ্ন নিয়ে: মানুষের ক্রিয়াকলাপে মনস্তাত্ত্বিক আর শারীরবৃত্তীয় ঘটনার মধ্যে সীমারেখা আছে কি, থাকলে সেটা কোথায়?

সের্গেই ইভানোভিচ সকলকেই যে নিরুত্তাপ স্নেহের হাসিতে স্বাগত করতেন, ভাইকেও সেভাবে গ্রহণ করে পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রফেসরের সঙ্গে, তারপর চালিয়ে গেলেন কথোপকথন।

সরু-কপালে ক্ষুদ্রকায় হলুদ-রঙা চশমা-পরা মানুষটি সম্ভাষণ বিনিময়ের জন্য এক মুহূর্ত আলাপ থামিয়ে ফের কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন, লেভিনের দিকে মন দিলেন না। প্রফেসর কখন চলে যাবেন তার অপেক্ষায় বসে রইলেন লেভিন, কিন্তু অচিরেই আলোচনার প্রসঙ্গে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

যেসব প্রবন্ধ নিয়ে কথা হচ্ছিল, পত্রপত্রিকায় লেভিনের তা চোখে পড়েছে, এবং সেগুলি তিনি পড়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিদ্যার ছাত্র হিশেবে প্রকৃতিবিদ্যার যে মূলকথাগুলো তাঁর জানা ছিল তার পরিবিকাশ সম্পর্কে আগ্রহ নিয়ে, কিন্তু জীব হিশেবে মানুষের উদ্ভব, প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ে জীববিদ্যা ও সমাজবিদ্যার যুক্তিকে তিনি কখনো জীবন ও মৃত্যুর যা তাৎপর্য সে প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত করেন নি যা ইদানীং তাঁর মনে উঠছে ঘন ঘন।

প্রফেসরের সঙ্গে দাদার কথাবার্তা শুনতে শুনতে লেভিন লক্ষ্য করলেন যে তাঁরা বৈজ্ঞানিক প্রশ্নকে যুক্ত করছেন প্রাণের প্রশ্নের সঙ্গে, বারকয়েক তাঁরা প্রায় এই সব প্রশ্নেরই কাছে এসে গিয়েছিলেন, কিন্তু যা তাঁর মনে হচ্ছিল, প্রতিবার যেই তাঁরা সবচেয়ে প্রধান ব্যাপারটার কাছে আসছেন অমনি তাঁরা তাড়াতাড়ি সরে যাচ্ছেন এবং সূক্ষ্ম ভেদাভেদ, কুণ্ঠা জ্ঞাপন, উদ্ধৃতি, ইঙ্গিত, প্রামাণ্যের নজিরের জগতে ডুব দিচ্ছেন, তাঁদের কথাবার্তা বোঝা তাঁর পক্ষে কঠিন হচ্ছিল।

'আমি এটা মানতে পারি না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন তাঁর অভ্যস্ত প্রাঞ্জলতা আর প্রকাশের সুনির্দিষ্টতা আর মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, 'কোনোক্রমেই আমি কেইসের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হতে পারি না যে বহির্জগৎ থেকে আমার সমস্ত ধারণা আসছে সংবেদন মারফত। মূল যে বোধ সত্তা, সেটা আমি পেয়েছি সংবেদন মারফত নয়, কেননা এই বোধটা দেবার মতো কোনো বিশেষ প্রত্যঙ্গ নেই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁরা — ভুর্স্ট, ক্নাউস্ট, প্রিপাসভ জবাবে আপনাকে বলবেন যে আপনার সত্তাচেতনা আসছে সমস্ত অনুভূতির যোগফল থেকে, সত্তার এ চেতনা হল অনুভূতির পরিণাম। ভুর্স্ট তো আরো এগিয়ে সোজাসুজি দাবি করেন যে অনুভূতি না থাকলে সত্তার চেতনাও থাকে না।'

'আমি বলব বিপরীত কথা' — শুরু করলেন সের্গেই ইভানোভিচ...

কিন্তু এবারেও লেভিনের মনে হল ওঁরা প্রধান জিনিসটার কাছাকাছি এসে ফের সরে যাচ্ছেন এবং প্রফেসরকে একটা প্রশ্ন করবেন বলে তিনি ঠিক করলেন।

জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আমার অনুভূতি যদি ধ্বংস পায়, দেহ মরে যায়, তাহলে কোনোক্রমেই আর অস্তিত্ব সম্ভব নয়?'

প্রফেসর বিরক্তিতে এবং বাধা পাওয়ায় যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় তাকালেন প্রশ্নকর্তার দিকে, দেখতে যে দার্শনিকের বদলে বরং গুণটানা

খালাসির মতো, তারপর সের্গেই ইভানোভিচের দিকে চোখ ফেরালেন, যেন জিগ্যেস করছেন: কী আর বলার আছে এখানে? কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ যিনি কথা কইছিলেন প্রফেসরের মতো উদগ্রতায় আর একদেশদর্শিতায় নয়, প্রফেসরের জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রশ্নটা করা হয়েছে তা বোঝার মতো মানসিক প্রসারতা যাঁর ছিল, তিনি হেসে বললেন:

'এ প্রশ্ন সমাধানের অধিকার আমাদের এখনো নেই...'

'তথ্য নেই' — সমর্থন করলেন প্রফেসর এবং নিজের যুক্তিবিস্তার চালিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমি উল্লেখ করতে চাই, প্রিপাসভ যা সোজাসুজি বলেন, অনুভবের ভিত্তি যদি হয় সংবেদন, তাহলে এ দুয়ের মধ্যে কঠোরভাবে পার্থক্য করতে হবে।'

লেভিন আর শুনছিলেন না, অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রফেসর চলে যান।

॥ ৮ ॥

প্রফেসর চলে যেতে সের্গেই ইভানোভিচ ভাইকে বললেন:

'তুই এসেছিস বলে ভারি খুশি হলাম। কতদিনের জন্যে? চাষবাস কেমন চলছে?'

লেভিন জানতেন যে চাষবাসে দাদার বিশেষ কৌতূহল নেই, প্রশ্নটা করলেন শুধু তাঁকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে, তাই লেভিনও উত্তরে কেবল গম বিক্রি আর টাকার কথাটা বললেন।

লেভিন ভেবেছিলেন যে তাঁর বিবাহের সংকল্পের কথা দাদাকে জানাবেন, তাঁর উপদেশ চাইবেন, এমনকি এ বিষয়ে একেবারে মনস্থিরও করে ফেলেছিলেন; কিন্তু যখন তিনি ভাইকে দেখলেন, প্রফেসরের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা কানে গেল এবং পরে যে পৃষ্ঠপোষকতার সুরে তিনি জিগ্যেস করলেন চাষবাসের কথা (ওঁদের মায়ের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় নি, লেভিন দুই অংশই দেখতেন) সেটা শুনলেন, তখন টের পেলেন কেন জানি দাদার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়তে তিনি অক্ষম। লেভিন টের পাচ্ছিলেন, উনি যা চান, দাদা সেভাবে জিনিসটা দেখবেন না।

'তা জেমস্ত্‌ভোর খবর কী? কেমন চলছে?' জিগ্যেস করলেন সের্গেই

ইভানোভিচ, জেমস্ত্ভোর ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রচুর এবং তাতে বড়ো একটা তাৎপর্য আরোপ করতেন।

'সত্যিই আমি জানি না...'

'সেকি? তুই যে বোর্ডের সদস্য?'

'না, এখন আর নই, বেরিয়ে এসেছি' — জবাব দিলেন কনস্তানতিন লেভিন, 'সভায় আর যাই না।'

'আপশোসের কথা!' ভুরু কুঁচকে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন।

কৈফিয়ৎ দেবার জন্য লেভিন বলতে শুরু করেছিলেন তাঁর উয়েজ্দে সভায় কী সব হচ্ছে।

সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে বাধা দিলেন, 'সর্বদাই ওই ব্যাপার! আমরা রুশীরা সর্বদাই ওইরকম। হয়ত এটা আমাদের একটা ভালো গুণ — নিজের ত্রুটি দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা, কিন্তু আমরা নুন-পোড়া করে ছাড়ি, আমরা বিদ্রূপ করে তুষ্টি লাভ করি আর সেটা সর্বদাই আসে আমাদের জিবের ডগায়। আমি তোকে শুধু বলব, আমাদের জেমস্ত্ভো প্রতিষ্ঠানগুলির যে অধিকার আছে, তা যদি অন্য ইউরোপীয় জাতি পায়, — জার্মানরা বা ইংরেজরা তা ব্যবহার করে নিজেদের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিত, আর আমরা কেবল হাসাহাসি করি।'

'কিন্তু কী করা যায়?' দোষীর মতো বললেন লেভিন, 'এটা আমার শেষ অভিজ্ঞতা। মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছি। পারি না। আমার সে সামর্থ্য নেই।'

'সামর্থ্য নেই' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'ব্যাপারটা তুই ঠিকভাবে দেখছিস না।'

'হতে পারে' — মনমরা জবাব দিলেন লেভিন।

'আরে জানিস, নিকোলাই ভাই ফের এখানে।'

নিকোলাই ভাই কনস্তান্তিন লেভিনের আপন সহোদর দাদা আর সের্গেই ইভানোভিচের সহোদর সৎভাই। ভুষ্টিনাশা লোক, সম্পত্তির বেশির ভাগটা উড়িয়ে দিয়েছে, বিচিত্র আর বদ লোকেদের সমাজে ঘোরাঘুরি করে ঝগড়া করেছে ভাইদের সঙ্গে।

'বলছ কী?' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'কোত্থেকে তুমি জানলে?'

'প্রকোফিই ওকে রাস্তায় দেখেছে।'

'এখানে, মস্কোয়? কোথায় সে? জানো তুমি?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লেভিন, যেন তক্ষুনি যেতে চান তিনি।

'তোকে কথাটা বললাম বলে অনুতাপ হচ্ছে' — ছোটো ভাইয়ের উত্তেজনায় মাথা নেড়ে বললেন সের্গেই ইভানিচ, 'কোথায় আছে জানবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলাম, ত্রুবিনের কাছে দেওয়া যে হুণ্ডিটার টাকা আমি শোধ করেছি, সেটাও পাঠিয়েছিলাম। এই তার উত্তর।'

কাগজ-চাপার তল থেকে একটা কাগজ সের্গেই ইভানোভিচ দিলেন তাঁর ভাইকে।

বিচিত্র, কিন্তু চেনা হস্তাক্ষরে লেখা চিরকুটটা লেভিন পড়লেন: 'বিনীত প্রার্থনা যে আমায় শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক। আমার অমায়িক ভাইয়েদের কাছে আমার একটা মাত্র দাবি। নিকোলাই লেভিন।'

লেভিন এটা পড়লেন এবং হাতের চিরকুটটা থেকে মাথা না তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন সের্গেই ইভানোভিচের সামনে।

হতভাগ্য ভাইয়ের ভুলে যাবার ইচ্ছা আর সেটা যে খারাপ এই চেতনার মধ্যে লড়াই চলছিল তাঁর অন্তরে।

'বোঝা যাচ্ছে, ও আমায় অপমান করতে চায়' — বলে গেলেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তবে আমায় সে অপমান করতে পারে না আর আমি সর্বান্তঃকরণে ওকে সাহায্য করতে চাই, কিন্তু জানি যে সেটা হবার নয়।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' — পুনরুক্তি করলেন লেভিন, 'আমি বুঝি, ওর প্রতি তোমার মনোভাবের কদর করি আমি; কিন্তু আমি যাব।'

'তোর যদি ইচ্ছে হয়, যা, কিন্তু আমি সে পরামর্শ দেব না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'মানে আমার দিক থেকে এতে আমার ভয় নেই, আমার সঙ্গে তোর একটা ঝগড়া বাধিয়ে দিতে ও পারবে না, কিন্তু তোর জন্যে বলছি, না যাওয়াই বরং ভালো। সাহায্য করা যাবে না। তবে কর তোর যা ইচ্ছে।'

'সাহায্য হয়ত করা যাবে না, কিন্তু আমি অনুভব করছি, বিশেষ করে এই মুহূর্তে, তবে সেটা অন্য ব্যাপার — আমি অনুভব করছি যে নইলে আমি শান্তি পাব না।'

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটা আমি বুঝি না।' তারপর যোগ করলেন, 'আমি শুধু এইটে বুঝি যে এটা হীনতাবোধের একটা পাঠ। অন্য দিকে নিকোলাই এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তারপর যাকে বলা হয় নীচতা সেটাকে আমি প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করেছি। জানিস কী সে করেছে...'

'ওহ্ কী ভয়ানক, ভয়ানক!' দু'বার কথাটা উচ্চারণ করলেন লেভিন।

সের্গেই ইভানোভিচের চাপরাশির কাছ থেকে ভাইয়ের ঠিকানা পেয়ে লেভিন তক্ষুনি তার কাছে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু খানিক ভেবে ঠিক করলেন ওটা সন্ধে পর্যন্ত মুলতবি রাখবেন। সেটা সর্বাগ্রে মনের প্রশান্তি পাবার জন্য, মস্কোয় যে কারণে এসেছেন সে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করা দরকার। ভাইয়ের কাছ থেকে লেভিন আসেন অব্‌লোন্‌স্কির অফিসে এবং শ্যেরবাৎস্কিদের খবর পেয়ে যেখানে কিটিকে ধরা যাবে বলে অব্‌লোন্‌স্কি বললেন, সেখানেই রওনা দিলেন।

॥ ৯ ॥

বেলা চারটেয় দুরুদুরু বুকে জু-পার্কের কাছে ভাড়া গাড়ি থেকে নামলেন লেভিন এবং হাঁটা পথ দিয়ে চললেন ঢিবি আর স্কেটিং রিঙ্কের দিকে, নিশ্চিত ছিলেন যে সেখানে কিটিকে পাওয়া যাবে, কেননা গেটের কাছে শ্যেরবাৎস্কিদের গাড়ি দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

পরিস্কার তুহিন দিন। গেটের কাছে সারি বেঁধে গাড়ি, স্লেজ, কোচোয়ান, সিপাহী জ্বলজ্বলে রোদে টুপি ঝলকিয়ে গেটের কাছে আর খোদাই কাঠের ছোটো ছোটো রুশী কুটিরের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কৃত পথে গিজগিজ করছে পরিপাটী সব লোক। বাগানের ঝাঁকড়া বুড়ো বার্চগাছগুলো সমস্ত ডালপালায় বরফ ঝুলিয়ে যেন সমারোহের নববেশ ধারণ করেছে।

হাঁটা পথ দিয়ে স্কেটিং রিঙ্কের দিকে যেতে যেতে নিজেকে তিনি বলছিলেন, 'ব্যাকুল হওয়া উচিত নয়, শান্ত থাকা দরকার। কী রে তুই? কী হল তোর? চুপ করে থাক, বোকাটা' — নিজের হৃদয়কে বললেন তিনি। আর যত তিনি শান্ত থাকার চেষ্টা করছিলেন, ততই নিশ্বাস তাঁর আরো বন্ধ হয়ে আসছিল। দেখা হল একজন পরিচিতের সঙ্গে, তাঁকে সে ডাকলে, কিন্তু লেভিন চিনতেই পারলেন না লোকটা কে। ঢিবির কাছে এলেন তিনি, সেখানে গড়িয়ে নামা আর টেনে তোলা ছোটো ছোটো খেলার স্লেজগুলোর শেকল ঝনঝন করছে, শব্দ তুলছে ছুটন্ত স্লেজ, শোনা যাচ্ছে খুশির কলরোল। আরো কয়েক পা এগুতে সামনে দেখা দিল স্কেটিং রিঙ্ক, যারা স্কেট করছে তাদের মধ্যে তক্ষুনি তিনি চিনতে পারলেন কিটিকে।

যে আনন্দ আর ভয় তাঁর হৃদয়কে চেপে ধরেছিল, তা দিয়েই তিনি জেনে গেলেন যে সে এখানেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কথা কইছিল রিঙের বিপরীত প্রান্তে একটি মহিলার সঙ্গে। তার পোশাকে আর ভঙ্গিমায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না বলেই মনে হবে; কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে লেভিনের পক্ষে ওকে সনাক্ত করা বিছুটি গাছের ঝোপ থেকে একটা গোলাপ ঠাহর করার মতোই সহজ। সবকিছুই উজ্জ্বল করে তুলেছে সে। ও যেন এক হাসি যার কিরণ পড়ছে পরিপার্শ্বের ওপর। লেভিনের মনে হল, 'বরফের ওপর দিয়ে, ওখানে ওর কাছে আমি সত্যিই যেতে পারি কি?' যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা লেভিনের কাছে মনে হল অনধিগম্য পবিত্র, এক সময় তিনি প্রায় ফিরেই যাচ্ছিলেন: এতই ভয় করছিল তাঁর। নিজের ওপর জোর করে তাঁকে ভাবতে হল যে ওর আশেপাশে আসা-যাওয়া করছে নানান ধরনের লোক, এবং তিনি নিজেও সেখানে যেতে পারেন স্কেটিং করতে। নিচে নামলেন তিনি, সূর্যকে না দেখার মতো করে তার দিকে দৃষ্টিপাত এড়িয়ে, কিন্তু না তাকিয়েও তিনি তাকে দেখতে পাচ্ছিলেন সূর্যের মতো।

সপ্তাহের এই দিনটায়, এই সময়টায় জুটেছিল একই চক্রের লোকেরা, পরস্পর যারা পরিচিত। ছিল স্কেটিঙে যারা ওস্তাদ, নিজেদের ফলিয়ে বেড়াচ্ছিল, ছিল চেয়ার ধরে ভীরু ভীরু আনাড়ি ভঙ্গিতে স্কেটিং শিক্ষার্থী, ছিল শিশু আর স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে স্কেটিং-করা বৃদ্ধ; লেভিনের মনে হল সবাই তারা ভাগ্যের বরপুত্র, কেননা ওরা রয়েছে কিটির কাছাকাছি। যারা স্কেট করছিল, সবাই যেন একেবারে নির্বিকার চিত্তে তার পাল্লা ধরছিল, তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল, এমনকি কথাও কইছিল তার সঙ্গে আর একেবারেই তার অপেক্ষা না রেখেই খুশি হয়ে উঠছিল চমৎকার বরফ আর খাশা আবহাওয়ায়।

খাটো জ্যাকেট আর সরু প্যাণ্টালুন পরা কিটির খুড়তুতো ভাই নিকোলাই শ্যেরবাৎস্কি স্কেট পরা পায়ে বসে ছিলেন বেঞ্চিতে, লেভিনকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন:

'আরে পয়লা নম্বরের রুশ স্কেটার যে! কতদিন এসেছেন? চমৎকার বরফ, নিন, স্কেট পরে নিন।'

'স্কেট আমার নেই' — বললেন লেভিন। কিটির উপস্থিতিতে তাঁর এই অসংকোচ অকুণ্ঠতায় অবাক লাগল লেভিনের। কিটির দিকে না তাকালেও তাকে দৃষ্টিপথচ্যুত করতে এক সেকেন্ডও তিনি অপব্যয়

করছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে সূর্য কাছিয়ে এসেছে। কিটি ছিল কোণে, উঁচু বুট পরা সরু পায়ে ভর দিয়ে স্পষ্টতই একটু ভয়ে ভয়ে সে এগিয়ে এল তাঁর দিকে। জোরে হাত দুলিয়ে রুশী কোর্তা পরা একটি ছেলে প্রায় মাটি পর্যন্ত নুয়ে ছাড়িয়ে গেল তাকে। কিটি স্কেট করছিল খুব নিশ্চিত ভঙ্গিতে নয়; রশিতে ঝোলানো ছোট্ট মাফ থেকে হাত বার করে সে তৈরি হয়ে রইল, তারপর লেভিনের দিকে চেয়ে তাঁকে চিনতে পেরে হাসল তাঁর উদ্দেশে আর হেসে ওড়াল নিজের ভয়ও। বাঁক নেওয়াটা শেষ হলে সে তার স্থিতিস্থাপক পায়ে ঠেলা দিয়ে স্কেট করে এল সোজা শ্যেরবাৎস্কির কাছে। আর তাঁর হাত আঁকড়ে ধরে হেসে মাথা নোয়ালে লেভিনের দিকে। লেভিন যা কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সে অপরূপা।

তার কথা লেভিন যখন ভাবতেন, তখন সবকিছু জীবন্ত হয়ে কিটি ভেসে উঠত তাঁর কল্পনায়, বিশেষ করে এই মাধুরী, শিশুর স্বচ্ছ শুভময়তার ব্যঞ্জনা, সুকুমার কুমারী কাঁধের ওপর ফরসা চুলের অনায়াস মাথাটি। তার মুখের শিশুসুলভ অভিব্যক্তি দেহের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে গড়ে তুলেছিল তার বিশেষ একটা লাবণ্য, যেটা তাঁর বেশ মনে আছে: কিন্তু তার ভেতর অপ্রত্যাশিত যে জিনিসটা তাঁকে সর্বদাই বিস্মিত করেছে সেটা তার নম্র, শান্ত, সত্যনিষ্ঠ চোখের দৃষ্টি, বিশেষ করে তার হাসি, লেভিনকে তা সর্বদাই নিয়ে যেত ইন্দ্রজালের জগতে, সেখানে তিনি নিজেকে অনুভব করতেন কোমল, মরমী, যেমনটি তিনি স্মরণ করতে পারেন তাঁর একান্ত শৈশবের বিরল কয়েকটি দিনের ক্ষেত্রে।

'অনেকদিন এসেছেন?' হাত বাড়িয়ে দিয়ে কিটি বললে। আর লেভিন তার মাফ থেকে খসে পড়া রুমাল কুড়িয়ে দিলে যোগ করলে, 'ধন্যবাদ'।

'আমি? আমি এসেছি সম্প্রতি, গতকাল... মানে আজকেই এসেছি' — উত্তেজনাবশে চট করে তার প্রশ্নটা ধরতে না পেরে জবাব দিলেন লেভিন। 'ভাবছিলাম আপনাদের ওখানে যাব' — বললেন লেভিন এবং তক্ষুনি কী সংকল্প নিয়ে তিনি ওকে খুঁজছিলেন সেটা মনে পড়ায় থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন, 'আমি জানতাম না যে আপনি স্কেট করেন এবং সুন্দর করেন।'

কিটি মন দিয়ে চেয়ে দেখল তাঁর দিকে, যেন অস্বস্তির কারণটা বুঝতে চায়।

'আপনার প্রশংসার কদর করতে হবে বৈকি। এখানে লোকমুখে এখনো

চলে আসছে যে আপনি সেরা স্কেটার' — কালো দস্তানা পরা ছোটো হাত দিয়ে মাফের ওপর জমা হিমের কাঁটাগুলোকে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে কিটি।

'হ্যাঁ, একসময় আমি স্কেট করতাম পাগল হয়ে; ইচ্ছে হত সুসম্পূর্ণতায় পেঁছাই।'

'মনে হয় আপনি সবকিছুই করেন পাগল হয়ে' — একটু হেসে সে বলল, 'আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আপনি কিরকম স্কেট করেন দেখব। স্কেট পরে নিন, চলুন আমরা একসঙ্গে স্কেটিং করব।'

'একসঙ্গে স্কেটিং! সেকি সম্ভব?' লেভিন ভাবলেন কিটির দিকে চেয়ে। বললেন:

'এখুনি পরে আসছি।'

স্কেটিঙের জুতো পরতে চলে গেলেন তিনি।

'অনেকদিন আমাদের এখানে আসেন নি বাবু' — পা ধরে হিলে স্ক্রু পেঁচাতে পেঁচাতে বললে স্কেটিং পরিচারক, 'আপনার পর মহাশয়দের মধ্যে ওস্তাদ আর কেউ নেই। এটা চলবে?' বেল্ট টানতে টানতে সে শুধাল।

'চলবে, চলবে, তাড়াতাড়ি করো বাপু' — সুখের যে হাসিটা আপনা থেকে তাঁর মুখে এসে গিয়েছিল সেটাকে বহু কষ্টে সংযত করে তিনি বললেন। ভাবলেন, 'হ্যাঁ, এই হল জীবন, এই হল সুখ। ও বললে একসঙ্গে, আসুন একসঙ্গে স্কেট করি। এবার ওকে বলব? কিন্তু আমি যে এখন সুখী, অন্তত সুখ পাচ্ছি আশা থেকে, সেই জন্যেই যে বলতে ভয় হচ্ছে... আর যদি বলি?.. কিন্তু বলা যে দরকার, দরকার! দূর হোক ছাই এই দুর্বলতা!'

লেভিন উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কুটিরের সামনেকার খড়খড়ে বরফের ওপর দিয়ে ছুটে গেলেন মসৃণ বরফে, তারপর অনায়াসে, যেন তাঁর ইচ্ছাশক্তিতেই গতিবেগ বাড়িয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করে ছুটলেন। কিটির কাছে তিনি এলেন সসংকোচে, কিন্তু ফের তার হাসি আশ্বস্ত করল তাঁকে।

কিটি তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলে, গতিবেগ বাড়তে থাকল আর যতই তা হল দ্রুত, ততই সজোরে কিটি হাত চেপে ধরল তাঁর।

'আপনার কাছে হলে আমি তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে পারতাম, কেননা আপনার ওপর বিশ্বাস আছে আমার।'

'আর আপনি যখন আমার ওপর ভর দেন তখন আমিও বিশ্বাস রাখি

নিজের ওপর' — আর যা বলে ফেলেছেন তাতে তক্ষুনি ঘাবড়ে গিয়ে লাল হয়ে উঠলেন তিনি। এবং সত্যিই, এই কথাগুলো বলা মাত্র সূর্য যেন মেঘে ঢাকা পড়ল, মুছে গেল মুখের মৃদুলতা, লেভিন লক্ষ্য করলেন মুখের সেই ভাবপরিবর্তন যাতে বোঝায় চিন্তায় নিমগ্নতা: তার মসৃণ কপালে দেখা দিয়েছে কুঞ্চন।

তাড়াতাড়ি করে তিনি বললেন, 'আপনার অপ্রীতিকর কিছু ঘটে নি তো? অবিশ্যি এ কথা জিগ্যেস করার অধিকার আমার নেই।'

'কী কারণে?.. না, অপ্রীতিকর কিছু আমার ঘটে নি' — নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল সে, তারপর সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করল, 'মাদমোয়াজেল লিনোঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'না এখনো নয়।'

'ওঁর কাছে যান। ভারি উনি ভালোবাসেন আপনাকে।'

'কী ব্যাপার? আমি আঘাত দিয়েছি ওকে। ভগবান, আমায় সাহায্য করো!' এই ভাবতে ভাবতে লেভিন ছুটে গেলেন বেঞ্চে বসা পাকা চুলের কুণ্ডলী দোলানো বৃদ্ধা ফরাসিনীর কাছে। বাঁধানো দাঁত বার করে হেসে তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন পুরনো বন্ধুর মতো।

'হ্যাঁ, এই তো আমরা বেড়ে উঠছি' — চোখ দিয়ে কিটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'আর বুড়োচ্ছি। Tiny bear* এখন বড়ো হয়ে উঠেছে!' হেসে বলে চললেন ফরাসিনী, তিন বোনকে ইংরেজি কাহিনী থেকে তিন ভালুক বলে লেভিন যে রসিকতা করতেন, সে কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি। 'মনে আছে, আপনি তাই বলতেন?'

লেভিনের সেটা আদৌ মনে ছিল না, কিন্তু এই দশ বছর উনি এই রসিকতাটায় হেসে আসছেন আর ভালোবাসতেন সেটা।

'নিন যান, স্কেটিং করুন গে। আমাদের কিটি ভালোই স্কেটিং করতে শিখেছে, তাই না?'

লেভিন যখন ফের কিটির কাছে এলেন, মুখ তার তখন আর কঠোর নয়, চোখে চোখে সততাশীল স্নেহময় দৃষ্টি। কিন্তু লেভিনের মনে হল এই স্নেহময়তার ভেতর আছে একটা বিশেষ রকমের, ইচ্ছাকৃত শান্ত ভাব। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। নিজের বৃদ্ধা গাভর্নেস আর তাঁর বিদঘুটেমির গল্প করে কিটি তাঁকে তাঁর জীবনের কথা জিগ্যেস করল।

---

* ছোট্ট ভালুক (ইংরেজি)।

বলল, 'সত্যিই কি শীতকালে গাঁয়ে আপনার একঘেয়ে লাগে না?'

'না, একঘেয়ে লাগে না, কাজ আমার অনেক' — লেভিন বললেন, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিটি তাঁকে তার শান্ত সুরের কবলে ফেলছে, তা থেকে বেরুনো তাঁর পক্ষে অসাধ্য, যেমন হয়েছিল এই শীতের গোড়ায়।

কিটি জিগ্যেস করলে, 'অনেক দিনের জন্যে এসেছেন?'

'জানি না' — কী বলছেন সে কথা না ভেবেই বললেন লেভিন। যদি কিটির এই শান্ত বন্ধুত্বে তিনি ধরা দেন, তাহলে কিছুরই ফয়সালা না করে আবার তিনি ফিরে যাবেন, এই ভাবনাটা মনে এল তাঁর, ঠিক করলেন ক্ষেপে উদ্দাম হয়ে উঠবেন।

'জানেন না মানে?'

'জানি না। সব নির্ভর করছে আপনার ওপর' — এই বলেই তক্ষুনি তাঁর আতঙ্ক হল নিজের কথাগুলোয়।

কিটি তাঁর কথাগুলো হয়ত-বা শুনেছিল, হয়ত শুনতে চায় নি, সে যাই হোক, যেন হোঁচট খেল সে, দু'বার পা ঠুকে তাঁর কাছ থেকে সে দূরে চলে গেল। মাদমোয়াজেল লিনোঁর কাছে গিয়ে কী যেন বললে, তারপর মহিলারা যেখানে স্কেট খোলে, সেই ঘরটায় গেল।

'ভগবান, কী আমি করলাম! ভগবান! সাহায্য করো আমায়, জ্ঞান দাও'— এই বলে প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে সবেগ গতির একটা তাগিদ অনুভব করে ছুটে গেলেন একটা বাইরের, আরেকটা ভেতরকার বৃত্ত এঁকে।

ঠিক এই সময় পায়ে স্কেট, মুখে সিগারেট নিয়ে কফি ঘর থেকে বেরিয়ে এল তরুণ স্কেটারদের সেরা একজন, সশব্দে স্কেট পায়েই লাফাতে লাফাতে সে নামল সিঁড়ি বেয়ে। ধেয়ে সে নামল নিচে, হাতের অবাধ ভঙ্গি না বদলিয়েই সে স্কেট করতে লাগল বরফের ওপর।

'আরে, এ যে দেখি নতুন খেল' — এই বলে লেভিন তক্ষুনি ওপরে উঠলেন এই নতুন খেলটা খেলবার জন্য।

'মারা পড়তে যাবেন না। এর জন্যে অভ্যেস দরকার!' নিকোলাই শ্যেরবাৎস্কি তাঁকে বললেন চেঁচিয়ে।

ওপরে উঠে লেভিন যতটা সম্ভব দৌড়ে এসে ঝাঁপ দিলেন নিচে, অনভ্যস্ত এই গতিতে ভারসাম্য বজায় রাখলেন হাত বাড়িয়ে, শেষ ধাপে তাঁর পা আটকে গিয়েছিল, কিন্তু হাত দিয়ে বরফ সামান্য স্পর্শ করে সজোর একটা দেহভঙ্গিতে সামলে নিয়ে হেসে এগিয়ে গেলেন।

স্কেট খোলার ঘর থেকে এই সময় মাদমোয়াজেল লিনোঁর সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল কিটি। হেসে, যেন তার আদরের দাদা এমনি একটা মৃদু স্নেহে লেভিনের দিকে তাকিয়ে কিটি ভাবলে, 'কী ভালো, কী মিষ্টি! সত্যিই কি আমি দোষী, সত্যিই কি খারাপ কিছু করেছি? লোকে বলে: ছিনালি। আমি জানি যে আমি ভালোবাসি ওকে নয়; তাহলেও ওর সাহচর্যে আমার বেশ লাগে, ভারি সুন্দর লোক। কিন্তু ওই কথাটা ও বললে কেন?'

সিঁড়িতে মেয়ের কাছে আসা মা আর কিটিকে চলে যেতে দেখে দ্রুতবেগে ধাবনের জন্য লাল হয়ে ওঠা লেভিন থেমে গিয়ে ভাবনায় ডুবে গেলেন। তারপর স্কেট খুলে ফটকের কাছে সঙ্গ ধরলেন মা আর মেয়ের।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ভারি আনন্দ হল আপনাকে দেখে। বরাবরের মতোই আমরা লোককে অভ্যর্থনা করি বৃহস্পতিবার।'

'তার মানে আজকে?'

'আপনার দেখা পেলে খুবই খুশি হব' — শুকনো গলায় বললেন প্রিন্স-মহিষী।

মায়ের এই নিরুত্তাপ ভাবটাকে শুধরে নেবার ইচ্ছা থেকে নিবৃত্ত হতে পারল না কিটি।

লেভিনের দিকে ফিরে হেসে সে বললে:

'তাহলে দেখা হবে।'

এই সময় পাশকে করে টুপি মাথায়, চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করে, বিজয়ীর আনন্দে পার্কে এলেন স্তেপান আর্কাদিচ। কিন্তু শাশুড়ির কাছে গিয়ে মনমরা আর দোষী মুখ করে তিনি ডল্লির স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে বুক টান করে লেভিনের হাত ধরলেন। জিগ্যেস করলেন:

'তাহলে কোথায় যাব?' লেভিনের চোখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন, 'আমি কেবলই তোমার কথা ভেবেছি, এসেছ বলে ভারি খুশি।'

'যাব, যাব' — উত্তর দিলেন সুখী লেভিন, 'তাহলে দেখা হবে' এই কণ্ঠস্বর আর যে হাসির সঙ্গে তা উচ্চারিত হয়েছিল তা তখনো তাঁর কানে আর চোখে ভাসছিল।

'ইংরেজি হোটেল, নাকি 'এর্মিতাজ'?'

'আমার কাছে সবই সমান।'

'তাহলে ইংরেজি হোটেলই' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, ইংরেজি

হোটেল তিনি বাছলেন কারণ সেখানে, ইংরেজি হোটেলে তাঁর দেনা 'এর্মিতাজের' চেয়ে বেশি। তাই এ হোটেলটা এড়িয়ে যাওয়া ভালো নয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। 'তোমার ভাড়া গাড়ি আছে? চমৎকার। আমি নিজের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছি।'

সারাটা রাস্তা দুই বন্ধু চুপ করে রইলেন। কিটির মুখের এই ভাবপরিবর্তনের অর্থ কী, সেই কথা ভাবছিলেন লেভিন, কখনো নিজেকে আশ্বস্ত করছিলেন এই বলে যে আশা আছে, কখনো হতাশ হয়ে উঠছিলেন এবং পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে আশা করাটা পাগলামি, তাহলেও কিটির হাসি আর 'তাহলে দেখা হবে' কথাটায় আগে তিনি যা ছিলেন তার চেয়ে নিজেকে ভিন্ন একটা লোক বলে অনুভব করছিলেন তিনি।

পথে যেতে যেতে স্তেপান আর্কাদিচ খাবারের মেনু ঠিক করছিলেন।

লেভিনকে বললেন, 'তুমি তো ত্যুর্বো ভালোবাসো?'

'এ্যাঁ?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, 'ত্যুর্বো? হ্যাঁ, ত্যুর্বো আমি দারুণ ভালোবাসি।'

॥ ১০ ॥

অব্‌লোন্‌স্কির সঙ্গে লেভিন যখন হোটেলে ঢুকলেন তখন স্তেপান আর্কাদিচের মুখভাবের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য, মুখের আর গোটা দেহের জ্যোতির যেন-বা একটা সংযম লক্ষ্য না করে তিনি পারেন নি। অব্‌লোন্‌স্কি তাঁর ওভারকোট খুলে, টুপিটা মাথায় বাঁকা করে বসিয়ে গেলেন ডাইনিং-রুমে ফ্রক-কোট পরা তোয়ালে হাতে যে তাতারগুলো তাঁকে ছেঁকে ধরেছিল, তাদের অর্ডার দিতে লাগলেন। যেমন সর্বত্র তেমনি এখানেও তাঁকে সানন্দে স্বাগত করছিল যে পরিচিতরা, ডাইনে বাঁয়ে তাদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তিনি গেলেন ব্যুফেতে, মৎস্য সহযোগে ভোদকা পান করলেন এবং কাউণ্টারের ওধারে উপবিষ্টা এবং রিবন, লেস, আর কেশকুণ্ডলী শোভিত রঙমাখা ফরাসিনীকে এমনকিছু বললেন যাতে এমনকি সেও অকপটে হেসে উঠল। লেভিন ভোদকা খেলেন না শুধু এই জন্য যে আগাগোড়া পরের চুল আর poudre de riz আর vinaigre de toilette*-এ

* চালের পাউডার আর প্রসাধনী ভিনিগার (ফরাসি)।

বানানো ফরাসিনীটি তাঁর কাছে অপমানকর ঠেকেছিল। একটা নোংরা জায়গা থেকে সরে যাবার মতো করে তিনি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন তার কাছ থেকে। তাঁর সমস্ত বুক ভরে উঠেছিল কিটির স্মৃতিতে, চোখে তাঁর জ্বলজ্বল করছিল জয় আর সুখের হাসি।

'এইখানে হুজুর, এখানে হুজুর কেউ বিরক্ত করবে না আপনাকে' — সবচেয়ে বেশি করে তাঁকে যে ছেঁকে ধরেছিল সেই বুড়োচুলো তাতারটা বললে, পাছাটা তার প্রকাণ্ড, ফ্রক-কোটের টেইল-দুটো তাতে ফাঁক হয়ে গেছে। 'আসুন হুজুর' — লেভিনকে সে ডাকল, স্তেপান আর্কাদিচের অতিথির দিকে মনোযোগ দিয়ে সে সম্মান দেখাতে চাইল স্তেপান আর্কাদিচকে।

ব্রোঞ্জের দেয়াল-বাতির তলে আগে থেকেই টেবিল-ক্লথে ঢাকা গোল টেবিলটার ওপর মুহূর্তে টাটকা আরেকটা টেবিল-ক্লথ বিছিয়ে সে অর্ডারের প্রতীক্ষায় স্তেপান আর্কাদিচের সামনে দাঁড়িয়ে রইল তোয়ালে আর মেনু-কার্ড হাতে নিয়ে।

'আপনি যদি বলেন হুজুর, তাহলে আলাদা একটা কেবিনের ব্যবস্থা হতে পারে, তাঁর মহিলার সঙ্গে প্রিন্স গলিৎসিন এখুনি চলে যাচ্ছেন। ঝিনুকের টাটকা মাংস পেয়েছি আমরা।'

'অ, ঝিনুক।'

স্তেপান আর্কাদিচ একটু ভাবলেন।

মেনু-কার্ডে আঙুল রেখে তিনি বললেন, 'পরিকল্পনাটা বদলাব নাকি, লেভিন?' মুখে তাঁর গুরুতর অনিশ্চিতি ফুটে উঠল, 'ঝিনুক কি ভালো হবে? তুমি ভেবে দ্যাখো!'

'ফ্লেন্সবার্গ ঝিনুক, হুজুর, অস্টেণ্ড নয়।'

'ফ্লেন্সবার্গ নয় হল, কিন্তু টাটকা কি?'

'কাল পেয়েছি আজ্ঞে।'

'তাহলে ঝিনুক দিয়েই শুরু করব নাকি, তারপর গোটা পরিকল্পনাটা বদলানো যাবে? হ্যাঁ?'

'আমার কাছে সবই সমান। আমার পক্ষে সবচেয়ে ভালো বাঁধাকপির সুপ আর শস্যদানার মণ্ড। তবে সে তো আর এখানে পাওয়া যাবে না।'

'আ-লা-রুস মণ্ড?' শিশুর ওপর ধাই-মা যেভাবে ঝুঁকে আসে, সেভাবে লেভিনের ওপর ঝুঁকে জিগ্যেস করলে তাতার।

'না হে ঠাট্টা নয়, তুমি যা পছন্দ করবে, তাই ভালো। স্কেটিং করে ছুটোছুটি করেছি, খিদে পেয়েছে' — তারপর অব্লোন্স্কির মুখে অসন্তোষের ছায়া দেখে যোগ করলেন, 'ভেবো না তোমার রুচির তারিফ আমি করি না। তৃপ্তির সঙ্গে আমি দিব্যি খাব।'

'তা আর বলতে! তবে যাই কও, এইটেই জীবনের একটা পরিতৃপ্তি'— বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তাহলে ওহে ভায়া, আমাদের দাও বিশ, নাকি সেটা কম হবে — আচ্ছা, তিরিশটা ঝিনুক আর মূল দিয়ে সেদ্ধ সুপ...'

'প্রেন্তানিয়ের' — তাতার লুফে নিল কথাটা, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের ইচ্ছে ছিল না খাদ্যের ফরাসি নাম জানিয়ে সে তুষ্টি পাক।

'মূল দেওয়া, বুঝেছ? তারপর গাঢ় সস্ সমেত ত্যুর্বো, তারপর... রোস্টবিফ, কিন্তু দেখো যেন ভালো করে বানানো হয়। তা ছাড়া কাপলুন চলতে পারে, আর বয়াম-জাত শবজি।'

ফরাসি মেনু অনুসারে খাদ্যের নাম না করার যে অভ্যাস ছিল স্তেপান আর্কাদিচের সেটা মনে রেখে তাতার আর নামগুলোর পুনরাবৃত্তি করল না, কিন্তু মেনু-কার্ড অনুসারে সে গোটা অর্ডারটা আওড়ে নিয়ে তৃপ্তি পেল: 'সুপ প্রেন্তানিয়ের, ত্যুর্বো সস্ বামার্শে, পুলার্দ-আ লেস্ত্রাগঁ, মাসেদুয়াঁ দ্য ফ্র্যুই...' এবং তক্ষুনি স্প্রিঙের মতো একটা মলাট-বাঁধানো মেনু-কার্ড রেখে মদের অন্য কার্ডটা নিয়ে এল স্তেপান আর্কাদিচের কাছে।

'কী খাওয়া যায়?'

'তোমার যা ইচ্ছে তাই, তবে অল্প, শ্যাম্পেন' — বললেন লেভিন।

'সেকি? প্রথমেই? তবে ঠিকই বলেছ। শাদা লেবেল ভালো লাগে তোমার?'

'কাশে ব্লাঁ' — খেই ধরল তাতার।

'বেশ, ঝিনুকের সঙ্গে ওই মার্কাটা আনো, পরে দেখা যাবে।'

'যে আজ্ঞে। আর টেবিল-ওয়াইন কিছু?'

'ন্যুই দাও। না, বরং ক্লাসিকাল শাবলিই ভালো।'

'যে আজ্ঞে। আপনার পনিরের অর্ডার দেবেন কি?'

'ও হ্যাঁ, পারমেজান। নাকি তোমার পছন্দ অন্য কিছু?'

'না, আমার কিছু এসে যায় না' — হাসি চাপতে না পেরে বললেন লেভিন।

ফ্রক-কোটের টেইল উড়িয়ে তাতার ছুটে গেল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই

ফিরে এল এক প্লেট খুলে ফেলা ঝিনুকের ঝকঝকে খোলার ভেতর তার শাঁস আর আঙুলের ফাঁকে ধরা একটা বোতল নিয়ে।

মাড় দেওয়া ন্যাপকিনটা দলা-মোচড়া করে স্তেপান আর্কাদিচ সেটা তাঁর ওয়েস্টকোটে গুঁজলেন এবং শান্তভাবে আয়েস করে হাত রেখে লাগলেন শুক্তি মাংসের সদ্‌গতিতে।

'মন্দ নয়' — রুপোর চামচে দিয়ে ঝিনুকের খোলা থেকে মাংস ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি বললেন, 'মন্দ নয়!' চকচকে সজল চোখে কখনো তাতার, কখনো লেভিনের দিকে চেয়ে পুনরুক্তি করলেন তিনি।

ঝিনুকও লেভিন খেলেন যদিও পনিরের সঙ্গে শাদা রুটি তাঁর বেশি ভালো লাগত। কিন্তু অব্‌লোন্‌স্কিকে তিনি চেয়ে দেখছিলেন মুগ্ধ হয়ে। এমনকি তাতারটিও বোতলের ছিপি খুলে পাতলা পানপাত্রে ফেনিল সুরা ঢালতে ঢালতে তার শাদা টাইটা ঠিক করে নিয়ে চাইছিল স্তেপান আর্কাদিচের দিকে।

নিজের পাত্র নিঃশেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ঝিনুক তোমার বিশেষ ভালো লাগে না, তাই না? নাকি কিছু একটা দুশ্চিন্তায় আছ? এ্যাঁ?'

উনি চাইছিলেন লেভিন যেন হাসিখুশি হয়ে ওঠেন। কিন্তু লেভিনের যে শুধু খুশিই লাগছে না তাই নয়, সংকোচই লাগছিল। তাঁর মনে যে ভাবনাটা রয়েছে তাতে এই খানাঘরে, এই কেবিনগুলোর মধ্যে যেখানে মহিলাদের নিয়ে আহার করছে লোকে, এই ছুটোছুটি আর ব্যস্ততার মাঝখানে তাঁর কেমন ভয়-ভয় করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল; ব্রোঞ্জ, আয়না, গ্যাসের আলো আর তাতারদের এই পরিবেশটা অপমানকর ঠেকছিল তাঁর কাছে। ভয় হচ্ছিল, তাঁর হৃদয় যাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাতে বুঝি মালিন্য লাগবে।

বললেন, 'আমি? হ্যাঁ, আমি একটু চিন্তায় আছি; কিন্তু তা ছাড়াও এই সবকিছু আমায় ঠেসে ধরছে। আমি একটা গ্রাম্য লোক, তুমি ভাবতেই পারবে না আমার কাছে এ সবই বিকট, তোমার কাছে যে ভদ্রলোককে দেখেছিলাম, তার নখের মতো...'

হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি বেচারা গ্রিনেভিচের নখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলে তা দেখেছিলাম।'

লেভিন বললেন, 'আমি পারি না। তুমি আমার জায়গায় নিজেকে কল্পনা

করে দেখার চেষ্টা করো, গ্রাম্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গি নাও। গ্রামে আমরা হাত-দুখানা এমন অবস্থায় রাখার চেষ্টা করি যাতে কাজের সুবিধা হয়। তার জন্যে নখ কেটে ফেলি, মাঝে মাঝে আস্তিন গুটিয়ে রাখি। আর এখানে লোকে ইচ্ছে করে যতটা পারা যায় নখ রাখে, আর কফে লাগায় পিরিচের মতো চওড়া বোতাম যাতে হাত দিয়ে কিছু করতে না হয়।'

স্তেপান আর্কাদিচ খুশিতে হেসে উঠলেন।

'হ্যাঁ, ওর যে স্থূল পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই, এটা তার লক্ষণ। কাজ করে ওর মাথা...'

'হয়ত তাই। তাহলেও আমার কাছে এটা বিকট লাগে যে আমরা গাঁয়ের লোকেরা কাজে লাগার জন্যে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিই, আর তুমি আমি চেষ্টা করছি খাওয়াটা যত পারা যায় লম্বা করতে, আর তাই ঝিনুকের মাংস খাচ্ছি...'

'সে তো বলাই বাহুল্য' — কথাটা লুফে নিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'শিক্ষাদীক্ষার লক্ষ্যই তো এই: সবকিছু থেকে তৃপ্তি ছেঁকে নেওয়া।'

'তাই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে আমি বরং বুনো হয়েই থাকতে চাই।'

'এমনিতেই তো তুমি বুনো। বুনো লেভিনরা সবাই।'

দীর্ঘ শ্বাস নিলেন লেভিন। মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা, লজ্জা আর কষ্ট হল তাঁর, ভুরু কুঁচকে গেল। কিন্তু অব্লোন্স্কি এমন বিষয় নিয়ে কথা শুরু করলেন যে সঙ্গে সঙ্গেই তাতে আকৃষ্ট হলেন তিনি।

ঝিনুকের শূন্য খড়খড়ে খোলাগুলোকে সরিয়ে দিয়ে তিনি পনির টেনে এনে রীতিমতো চোখ চকচক করে শুধালেন, 'কী, ওঁদের ওখানে, মানে শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে যাবে?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই যাব' — বললেন লেভিন, 'যদিও আমার মনে হয়েছিল যে প্রিন্স-মহিষী আমায় ডেকেছেন অনিচ্ছায়।'

'কী বলছ? একেবারে বাজে কথা! এই ওঁর ধরন... ওহে ভায়া, সুপ দাও হে!.. এটা ওঁর grande dame* স্বভাব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমিও যাব, কিন্তু — কাউণ্টেস বানিনার ওখানে রিহার্সালে থাকতে হবে আমায়। কিন্তু তুমি বুনো নও কী বলে? হঠাৎ তুমি মস্কো থেকে উধাও হলে, কী তার ব্যাখ্যা? তোমার সম্পর্কে শ্যেরবাৎস্কিরা আমায় জিগ্যেস

---

* মহীয়সী মহিলা (ফরাসি)।

করেছেন অবিরাম, যেন আমারই জানার কথা। আর আমি জানি শুধু একটা জিনিস: তুমি সর্বদাই তাই করো যা কেউ করে না।'

'হ্যাঁ' — লেভিন বললেন ধীরে ধীরে, বিচলিত হয়ে, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, আমি বুনো। তবে আমি যে চলে গিয়েছিলাম তাতে নয়, ফিরে যে এলাম, এতেই আমার বন্যত্ব প্রকাশ পাচ্ছে...'

'ওহ্, কী সুখী তুমি!' লেভিনের চোখে চোখে তাকিয়ে তাঁর কথার খেই ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ!

'কেন?'

'দৌড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক যুবককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — বড়ো গলায় বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'সবকিছুই তোমার সামনে।'

'আর তোমার কি সবই পেছনে?'

'না, পেছনে না হলেও ভবিষ্যৎ তোমার, আর আমার আছে বর্তমান — এমনি, গিঁঠে গিঁঠে বাঁধা।'

'কেন, কী ব্যাপার?'

'ভালো নয়। মানে, নিজের কথা আমি বলতে চাই না, তার ওপর সব বুঝিয়ে বলা অসম্ভব' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা তুমি মস্কো এলে কেন?.. ওহে প্লেটগুলো সরিয়ে নাও!' তাতারের উদ্দেশে হাঁক দিলেন তিনি।

'আন্দাজ করতে পেরেছ?' স্তেপান আর্কাদিচের ওপর থেকে তাঁর গভীরে প্রোজ্জ্বল দৃষ্টি না সরিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'আন্দাজ করেছি, কিন্তু এ নিয়ে কথা পাড়তে পারছি না। এ থেকেই তুমি বুঝবে আমি ঠিক ধরেছি কি না' — স্তেপান আর্কাদিচ লেভিনের দিকে তাকিয়ে বললেন সূক্ষ্ম হাসিতে।

'কিন্তু তুমি কী বলো?' কম্পিত কণ্ঠে লেভিন শুধালেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর মুখের পেশী কেঁপে কেঁপে উঠছে। 'তোমার কী মনে হচ্ছে?'

লেভিনের চোখ থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে ধীরে ধীরে শাবলির গেলাশ নিঃশেষ করে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন:

'আমি? এর চেয়ে ভালো আর কিছু আমার চাইবার নেই। যা হওয়া সম্ভব তার ভেতর এইটেই শ্রেয়।'

'কিন্তু তোমার ভুল হচ্ছে না তো? কী নিয়ে আমরা কথা কইছি তা জানো তুমি?' স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে লেভিন বলে উঠলেন, 'তুমি কি ভাবো এটা সম্ভব?'

'ভাবি যে সম্ভব। অসম্ভব হবে কেন?'

'আরে না, না, সত্যিই তুমি ভাবছ যে এটা সম্ভব? না, না, তুমি যা ভাবছ সবটা খুলে বলো। কিন্তু যদি, যদি প্রত্যাখ্যান আমার কপালে থাকে?.. আমি এমনকি নিশ্চিতই যে...'

তাঁর আকুলতায় হেসে ফেলে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কেন ও কথা ভাবছ তুমি?'

'মাঝে মাঝে আমার এইরকমই মনে হয়। তাহলে সেটা যে একটা ভয়াবহ ব্যাপার হবে ওর কাছেও, আমার কাছেও।'

'মানে, মেয়েদের কাছে অন্তত এক্ষেত্রে ভয়াবহ কিছু নেই, পাণি-প্রার্থনায় প্রত্যেক মেয়েই গর্বিত বোধ করে।'

'হ্যাঁ প্রত্যেকে, কিন্তু সে নয়।'

স্তেপান আর্কাদিচ হাসলেন। লেভিনের এই আবেগপ্রবণতা তিনি বেশ বোঝেন, জানেন যে ওঁর কাছে বিশ্বের সমস্ত মেয়ে দুই ভাগে বিভক্ত: এক দলে পড়ে কিটি ছাড়া আর সব মেয়ে, সবকিছু মানবিক দুর্বলতা আছে তাদের, অতি মামুলী মেয়ে সব; দ্বিতীয় দলে পড়ে শুধু সে, কোনোরকম দুর্বলতা যার নেই, সমস্ত মানবজাতির সে অনেক ঊর্ধ্বে।

'আরে দাঁড়াও' — লেভিনের হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, সসের পাত্রটা লেভিন ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন, 'সস্ নাও।'

বাধ্যের মতো লেভিন সস্ নিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচকে খাওয়ার ফুরসত দিলেন না। বললেন:

'আরে না, না, একটু রোসো তো তুমি। বুঝতে তো পারছ এটা আমার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্ন। কারো সঙ্গে কখনো এ নিয়ে কথা কই নি। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে যেমন তেমন ভাবে আর কারো সঙ্গেই কথা কইতে পারি না আমি। দ্যাখো, তুমি আর আমি একেবারে ভিন্ন লোক, রুচিতে, দৃষ্টিভঙ্গিতে, সবকিছুতেই; কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমায় ভালোবাসো, আমায় বোঝো আর এই জন্যেই দারুণ ভালোবাসি তোমায়। কিন্তু ভগবানের দোহাই, একেবারে খোলাখুলি সব বলো।'

'যা ভাবছি তাই তো তোমায় বলছি' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ,

'কিন্তু তোমায় আরো বেশিকিছু বলব: আমার স্ত্রী আশ্চর্য মহিলা' — স্ত্রীর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা মনে পড়ায় দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর এক মিনিট চুপ করে বলে গেলেন: 'ওর দিব্যদৃষ্টি আছে, লোকের অন্তর ভেদ করে সে দেখতে পায় তাই নয়। কী ঘটবে তাও তার জানা থাকে, বিশেষ করে বিবাহাদি ব্যাপারে। যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে শাখোভস্কায়া ব্রেনতেল্‌ন্‌কে বিয়ে করবে। কারুর বিশ্বাস হতে চাইছিল না, কিন্তু ঘটল ঠিক তাই-ই। আর সে তোমার পক্ষে।'

'তার মানে!'

'মানে এই যে তোমায় সে ভালোবাসে তাই নয়, বলছে যে কিটি অবশ্য-অবশ্যই হবে তোমার বউ।'

এ কথায় লেভিনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল যে হাসিতে সেটা চরিতার্থতার অশ্রুকণার সামিল।

'এই কথা সে বলছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'আমি সর্বদাই বলে এসেছি যে অতি চমৎকার লোক তোমার বউটি, কিন্তু যথেষ্ট হল এ সব কথা' — উঠে দাঁড়িয়ে লেভিন বললেন।

'বেশ, কিন্তু বসো তো।'

দৃঢ় পদক্ষেপে লেভিন পিঞ্জরাকৃতি ঘরখানায় দু'বার পায়চারি করলেন, চোখ পিটপিট করলেন যাতে অশ্রু দেখা না যায় এবং কেবল তারপরেই ফিরে এলেন নিজের আসনে।

বললেন, 'বুঝতে পারছ, প্রেম নয় এটা। প্রেমে আমি পড়েছি, কিন্তু এটা সে জিনিস নয়। আমার নিজের অনুভূতি এটা নয়, বাইরেকার কী-একটা শক্তি আচ্ছন্ন করেছিল আমায়। আমি তো চলেই গেলাম, কেননা ঠিক করলাম ও সব হবে না, বুঝেছ, ওটা পৃথিবীতে যা হয় না তেমন একটা সুখ; নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছি আমি, এখন দেখতে পাচ্ছি ওটা ছাড়া জীবন অর্থহীন। ফয়সালা করা দরকার...'

'কিন্তু তুমি চলে গিয়েছিলে কেন?'

'আহ্‌ দাঁড়াও! ইস, কত যে ভাবনা ঘুরছে মাথায়! কত কী জিগ্যেস করার আছে! শোনো বলি, এই-যে বললে, এতে যে কী করে দিলে আমায় তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এতই আমি সুখী যে জানোয়ারই বনে গেছি: সব ভুলে গিয়েছিলাম। আজকে আমি শুনলাম যে নিকোলাই ভাই... জানো তো, সে এখানে... অথচ তার কথা ভুলে গেছি। আমার মনে

হয় সেও যেন সুখী। ওটা একটা পাগলামি গোছের। কিন্তু একটা জিনিস সাংঘাতিক... এই যেমন তুমি বিয়ে করেছ, এই অনুভূতিটা তোমার জানা আছে... এইটে সাংঘাতিক যে আমরা বয়স্ক, প্রেমের পথ নয়, পাপের পথ অতিক্রম করে এসেছি, হঠাৎ মিলিত হতে যাচ্ছি নিষ্পাপ, নিষ্কলংক একটি প্রাণীর সঙ্গে; এটা বীভৎসতা, তাই নিজেকে অযোগ্য বলে না ভেবে পারা যায় না।'

'তোমার পাপ তো তেমন বেশি নয়।'

'আহ্, তাহলেও' — লেভিন বললেন, 'তাহলে, 'নিজের জীবনের পাতাগুলো পড়তে গিয়ে আমি কেঁপে উঠি, অভিশাপ দিই, তিক্ত বিলাপ করি...' হ্যাঁ!'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'তা কী আর করা যাবে, দুনিয়াটাই যে অমনি ধারায় গড়া।'

'শুধু একটা সান্ত্বনা ওই প্রার্থনাটা যা সবসময় আমার ভালো লাগত — আমায় ক্ষমা করো আমার পুণ্যকর্মের জন্যে নয়, তোমার অনুকম্পাভরে। শুধু এইভাবেই সে ক্ষমা করতে পারে।'

॥ ১১ ॥

লেভিন তাঁর পানপাত্র নিঃশেষ করলেন, দু'জনে বসে রইলেন নীরবে।

লেভিনকে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন, 'একটা কথা তোমায় আমার বলা দরকার। ভ্রন্স্কিকে চেনো তুমি?'

'না, চিনি না! কিন্তু কেন?'

'আরেকটা আনো' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন তাতারকে, পানপাত্র ভরে দিচ্ছিল সে, আর ওঁদের কাছে ঘুরঘুর করছিল ঠিক যে সময়টিতে তার দরকার থাকত না।

'ভ্রন্স্কিকে আমার জানতে হবে কেন?'

'জানতে হবে, কেননা সে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের একজন।'

'কে এই ভ্রন্স্কি?' জিগ্যেস করলেন লেভিন, এই কিছুক্ষণ আগেও তাঁর যে শিশুসুলভ উল্লসিত মুখভাব অব্লোন্স্কিকে মুগ্ধ করেছিল হঠাৎ তা হয়ে উঠল রাগত আর অপ্রীতিকর।

'ভ্রন্‌স্কি হলেন কাউণ্ট কিরিল ইভানোভিচ ভ্রন্‌স্কির এক ছেলে এবং পিটার্সবুর্গের গিল্টি-করা যুবসমাজের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একটি। ত্‌ভেরে যখন কাজ করতাম, তখন চিনতাম তাঁকে। সৈন্য রিক্রুটিঙের ব্যাপারে তিনি এসেছিলেন সেখানে। সাংঘাতিক ধনী, সুপুরুষ, বিস্তৃত যোগাযোগ, এইডডেকং, সেইসঙ্গে ভারি মোলায়েম, খাশা লোক। না, নেহাৎ একজন খাশা লোকের চেয়েও বেশি। এখানে যখন আমি ওঁকে দেখলাম, তখন তিনি যেমন সুশিক্ষিত, তেমনি বুদ্ধিমান; এ লোক অনেক দূর যাবে।'

লেভিন ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইলেন।

'তা উনি এখানে দেখা দিয়েছেন তুমি চলে যাবার কিছু পরেই, আর আমি যতদূর বুঝছি, কিটির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন আর বুঝতেই তো পারো, মা...'

'মাপ করো, কিছুই আমি বুঝছি না' — লেভিন বললেন মুখ হাঁড়ি করে কপাল কুঁচকিয়ে, সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল নিকোলাই ভাইয়ের কথা এবং কী জানোয়ার তিনি যে তাকে ভুলতে পারলেন।

'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও' — হেসে তাঁর হাত ধরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আমি যা জানি শুধু তাই তোমায় বলেছি, তবে ফের জানাই, এই সূক্ষ্ম, সুকোমল ব্যাপারে যতটা অনুমান করা সম্ভব তাতে আমার মনে হয় চান্স তোমার দিকেই বেশি।'

লেভিন চেয়ারে ফের ধপাস করে বসে পড়লেন, মুখ তাঁর বিবর্ণ হয়ে উঠল।

তাঁর পানপাত্র পূর্ণ করে দিতে দিতে অব্‌লোন্‌স্কি বলে চললেন, 'আমি পরামর্শ দেব যথাসত্বর ব্যাপারটার হেস্ত-নেস্ত করে ফেলতে।'

'না, ধন্যবাদ, কিন্তু পান করতে আমি আর পারছি না' — গেলাস ঠেলে দিয়ে লেভিন বললেন, 'মাতাল হয়ে পড়ব... কিন্তু তুমি আছ কেমন?' স্পষ্টতই কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললেন লেভিন।

'আরেকটা কথা, সমস্যাটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেলো, এই আমার পরামর্শ। আজই কথা কইতে বলছি না' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'চলে যাও কাল সকালে, চিরায়ত রীতিতে প্রস্তাব দিও, তারপর ভগবানের আশীর্বাদ...'

'কই, তুমি যে কেবলি বলো শিকারের জন্যে আমার ওখানে আসবে? এসো-না বসন্ত কালে' — লেভিন বললেন।

স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে এই আলাপটা শুরু করেছিলেন বলে এখন তিনি সর্বান্তঃকরণে অনুতপ্ত। কোন এক পিটার্সবুর্গ অফিসারের প্রতিযোগিতা নিয়ে কথাবার্তাটায়, স্তেপান আর্কাদিচের প্রস্তাব আর পরামর্শে তাঁর বিশেষ অনুভূতিতে মালিন্য লেগেছে।

স্তেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তিনি বুঝেছিলেন কী চলছে লেভিনের ভেতরটায়।

বললেন, 'যাব কোনো এক সময়। আহ্ ভায়া, নারী — এই ইস্ক্রুপটা দিয়েই সবকিছু ঘুরছে। এই যেমন আমার অবস্থাটা খারাপ, অতি খারাপ। আর সবই ঐ নারীদের জন্যে। তুমি আমায় খোলাখুলি বলো তো' — চুরুট বার করে অন্য হাতে পানপাত্র নিয়ে তিনি বলে চললেন, 'তুমি উপদেশ দাও আমায়।'

'কিন্তু কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার এই। ধরা যাক তুমি বিবাহিত, স্ত্রীকে ভালোবাসো, কিন্তু অন্য নারীর প্রেমে মেতে উঠেছ...'

'মাপ করো, এটা আমি একেবারেই বুঝি না, এ যেন... যতই বলো, যেমন বুঝি না কেন আমি ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পরই রুটিখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় চুরি করব কিনা একটা বন রুটি।'

স্তেপান আর্কাদিচের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল সচরাচরের চেয়েও বেশি।

'কেন নয়? মাঝে মাঝে বন রুটি এমন গন্ধ ছাড়ে যে লোভ সামলানো দায়।

Himmlisch ist's, wenn ich bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen,
Hatt' ich auch recht hübsch Plaisir!*'

এই বলে স্তেপান আর্কাদিচ সূক্ষ্ম হাসলেন কেবল। লেভিনও না হেসে পারলেন না।

---

* নিজের পার্থিব কামনাকে
যদি পরাভূত করে থাকি, সে তো চমৎকার;
আর যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলেও
আনন্দ তো পাওয়া গেল! (জার্মান)।

অব্লোন্স্কি বলে চললেন, 'না, ঠাট্টার কথা নয়। ভেবে দ্যাখো, এ নারী মিষ্টি, নম্র, প্রেমময়ী একটি প্রাণী, বেচারা, নিঃসঙ্গিনী, সব বিসর্জন দিয়েছে আমার জন্যে। এখন, কান্ডটা যখন হয়েই গেছে — ভেবে দ্যাখো — সত্যিই কি ওকে ত্যাগ করতে পারি? ধরা যাক, পরিবার টিকিয়ে রাখার জন্যে ছাড়াছাড়ি হল, কিন্তু ওর জন্যে কি করুণা হবে না, ওর একটা ব্যবস্থা করব না, সহনীয় করে তুলব না ওর জীবন?'

'কিন্তু মাপ করো ভাই, তুমি তো জানো, আমার কাছে সমস্ত নারী দুই ভাগে বিভক্ত... মানে, না... সঠিক বললে: নারী আছে এবং আছে... মনোরমা পতিতা আমি দেখি নি, দেখবও না, আর কাউন্টারের ওই চাঁচর চিকুর দোলানো রঙ-করা ফরাসিনীর মতো যারা, তারা আমার কাছে জঘন্য জীব, সব পতিতাই তাই।'

'আর বাইবেলোক্ত পতিতা?'

'আহ্, চুপ করো তো! খিস্ট যদি জানতেন কথাগুলোর কী অপব্যবহার হবে, তাহলে কখনোই তিনি তা বলতেন না। কেননা সারা খিস্ট উপদেশামৃত থেকে লোকে মনে রেখেছে কেবল ঐটুকুই। তবে আমি বলছি যা ভাবি তা নয়, যা অনুভব করি। পতিতা নারীদের প্রতি আমার একটা বিতৃষ্ণা আছে। তুমি ভয় পাও মাকড়শায়, আমি এই কদর্য জীবগুলোকে। মাকড়শাদের নিয়ে তুমি নিশ্চয় অনুসন্ধান চালাও নি, তাদের ধরন-ধারন জানো না: আমিও সেইরকম।'

'তোমার পক্ষে এ সব কথা বলতে আর কী; এ ঠিক ডিকেন্সের ওই ভদ্রলোকটির মতো, যিনি বাঁ হাতে সমস্ত মুশকিলে প্রশ্নগুলোকে নিয়ে ছুড়ে ফেলতেন ডান কাঁধের ওপর দিয়ে। কিন্তু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা তার জবাব নয়। কী করা যাবে, তুমি বলো আমায়, কী করি? বৌ বুড়িয়ে যাচ্ছে, অথচ আমি জীবনে ভরপুর। দেখতে না দেখতে টের পেতে হয়, বৌকে যতই শ্রদ্ধা করি, সপ্রেম ভালোবাসা আর সম্ভব নয়। তারপর হঠাৎ দেখা দিল প্রেম, তুমিও ডুবলে, একেবারে ডুবলে!' বিষণ্ণ হতাশায় বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

লেভিন ঠোঁট কুঁচকিয়ে হাসলেন।

'হ্যাঁ, ডুবেছি' — অব্লোন্স্কি বলে চললেন, 'কিন্তু কী করা যায়?'

'বন রুটি চুরি করতে যেও না।'

হেসে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আহা আমার নীতিবাগীশ! কিন্তু ভেবে দ্যাখো। রয়েছে দুটি নারী। একজন দাবি করছে শুধু নিজের অধিকার, আর সে অধিকার হল ভালোবাসা যা তুমি দিতে অক্ষম; অন্যজন তোমার জন্যে সবকিছু ত্যাগ করেছে, অথচ কিছুই দাবি করছে না। কী করা যাবে তখন, কী কর্তব্য? এ এক ভয়ংকর ট্রাজেডি।'

'এ ব্যাপারে আমার উপদেশ যদি শুনতে চাও, তাহলে আমি বলব যে এক্ষেত্রে কোনো ট্রাজেডি ঘটেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। কেন, তা বলি। আমার মতে প্রেম... দু'ধরনের প্রেমই, মনে আছে তো? প্লেটো যার সংজ্ঞা দিয়েছেন তাঁর 'সিম্পোসিয়ামে' — দুই ধরনের প্রেমই লোককে পরখ করার কষ্টিপাথর। একদল লোক শুধু এক ধরনের প্রেম বোঝে, অন্য দল অন্যটা। যারা অনিষ্কাম প্রেমই বোঝে, খামোকাই তারা ট্রাজেডির কথা বলছে। এরকম প্রেমে কোনো ট্রাজেডিই হতে পারে না। 'সুখদানের জন্যে বিনীত ধন্যবাদ' — বাস্, ফুরিয়ে গেল ট্রাজেডি। আর নিষ্কাম প্রেমে ট্রাজেডির কথাই ওঠে না, কেননা এরূপ প্রেমে সবই উজ্জ্বল আর নির্মল, কেননা...'

এই সময় লেভিনের মনে পড়ল তাঁর নিজের পাপ আর তা নিয়ে আত্মগ্লানির কথা। তাই হঠাৎ তিনি যোগ করলেন:

'তবে তুমিও হয়ত ঠিক, খুবই তা সম্ভব... কিন্তু আমি জানি না, সত্যিই জানি না।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'কী জানো, তুমি খুবই লক্ষ্যনিষ্ঠ লোক। এটা তোমার গুণও বটে, দোষও বটে। তোমার নিজের চরিত্র লক্ষ্যনিষ্ঠ আর চাও যেন গোটা জীবন অন্বিত হয়ে ওঠে লক্ষ্যনিষ্ঠ ঘটনায়, অথচ এটা হয় না। এই যে তুমি প্রশাসনিক রাজপুরুষদের কার্যকলাপ ঘেন্না করো, কারণ তোমার ইচ্ছে যেন ব্যাপারটা চলে একটা লক্ষ্য মেনে, এটা হয় না। তুমি এও চাও, একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের যেন সর্বদাই একটা লক্ষ্য থাকে, প্রেম আর পারিবারিক জীবন যেন সর্বদা একসঙ্গে মিলে যায়। অথচ সেটা হয় না। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত মাধুরী, সমস্ত সৌন্দর্য গড়ে ওঠে ছায়া আর আলো দিয়ে।'

লেভিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কোনো জবাব দিলেন না তিনি। মগ্ন ছিলেন নিজের চিন্তায়, অব্‌লোন্‌স্কির কথা কানে যাচ্ছিল না।

হঠাৎ দুজনেই টের পেলেন যে তাঁরা যদিও বন্ধু এবং একসঙ্গে খানা-

পিনা করেছেন, যাতে তাঁদের আরো কাছাকাছি আসার কথা, তাহলেও প্রত্যেকে ভাবছেন শুধু নিজের ব্যাপার নিয়ে, অপরের জন্য কারুর মাথাব্যথা নেই। আহারের পর নৈকট্যের পরিবর্তে এই চূড়ান্ত বিযুক্তির অভিজ্ঞতা অব্‌লোন্‌স্কির হয়েছে একাধিক বার এবং জানতেন এ সব ক্ষেত্রে কী করা উচিত।

'বিল!' বলে চিৎকার করে তিনি গেলেন পাশের কক্ষে এবং তৎক্ষণাৎ পরিচিত একজন অ্যাডজুট্যান্টের দেখা পেলেন, তাঁর সঙ্গে শুরু করে দিলেন জনৈকা অভিনেত্রী আর তার পৃষ্ঠপোষককে নিয়ে আলাপ। অ্যাডজুট্যান্টের সঙ্গে কথা কয়ে অব্‌লোন্‌স্কি তৎক্ষণাৎ লেভিনের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে হাঁপ ছেড়ে হালকা হবার আমেজ পেলেন। লেভিন সর্বদাই তাঁকে আহ্বান করতেন বড়ো বেশি মানসিক ও আত্মিক প্রয়াসে।

তাতার যখন ছাব্বিশ রুব্‌ল আর কিছু কোপেক, সেইসঙ্গে ভোদকার জন্য বখশিসের বিল নিয়ে এল, গ্রামবাসী যে লেভিন অন্য সময়ে তাঁর ভাগের এই চোদ্দ রুব্‌ল বিল দেখে আঁতকে উঠতেন, এবার তিনি ভ্রূক্ষেপও করলেন না, হিসাব মিটিয়ে দিলেন এবং বাড়ি ফিরলেন পোশাক বদলিয়ে শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে রওনা দেবার জন্য, যেখানে স্থির হয়ে যাবে তাঁর ভাগ্য।

॥ ১২ ॥

প্রিন্সেস কিটি শ্যেরবাৎস্কায়ার বয়স আঠারো বছর। সমাজে সে বেরুচ্ছে এই প্রথম শীত। এখানে তার সাফল্য তার দুই দিদির চেয়ে বেশি, এমনকি প্রিন্স-মহিষীর প্রত্যাশাকেও তা ছাড়িয়ে গেছে। মস্কোর বলনাচগুলিতে যেসব তরুণ যোগ দিত, তাদের প্রায় সবাই যে কিটির প্রেমে পড়েছিল শুধু তাই নয়, সেই প্রথম শীতেই দেখা দিল গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার যোগ্য দুজন পাত্র: লেভিন, এবং তিনি চলে যাওয়ার পরেই আবির্ভূত হন কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি।

শীতের গোড়ায় লেভিনের আগমন, তাঁর ঘন ঘন যাতায়াত, কিটির প্রতি তাঁর সুস্পষ্ট অনুরাগ প্রিন্স ও প্রিন্স-মহিষীর মধ্যে কিটির ভবিষ্যৎ নিয়ে গুরুতর আলোচনা ও তাঁদের মধ্যে কলহের উপলক্ষ হয়ে উঠেছিল। প্রিন্স

ছিলেন লেভিনের পক্ষে, বলতেন যে কিটির জন্য এর চেয়ে ভালো কিছু তিনি কামনা করেন না। আর নারীদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে তাঁর স্ত্রী বলতেন যে কিটির বয়স বড়ো কম, লেভিনের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প আছে, সেটা কোনো কিছুতেই তিনি প্রকাশ করেন নি, ওঁর জন্য কিটির টান নেই ইত্যাদি নানা যুক্তি দিতেন; কিন্তু প্রধান কথাটা তিনি বলেন নি যে মেয়ের জন্য তিনি যোগ্যতর পাত্রের অপেক্ষায় আছেন, লেভিনকে তাঁর ভালো লাগে না, তাঁকে বোঝেন না তিনি। লেভিন যখন অকস্মাৎ চলে গেলেন, প্রিন্স-মহিষী খুশিই হলেন, সগৌরবে স্বামীকে বললেন, 'দেখছো তো, আমার কথাই ঠিক।' আর যখন উদয় হল ভ্রন্‌স্কির, তখন তিনি আরো খুশি হলেন তাঁর এই অভিমতে নিশ্চিত হয়ে যে কিটির হওয়া উচিত নেহাৎ ভালোরকম নয়, চমৎকার একটা বিয়ে।

মায়ের কাছে ভ্রন্‌স্কি আর লেভিনের মধ্যে কোনো তুলনাই হতে পারে না। মায়ের ভালো লাগত না যেমন লেভিনের উদ্ভট, উৎকট সব মতামত, সমাজে তাঁর আনাড়িপনা (যেটা তাঁর গর্বপ্রসূত বলে তিনি ধরে নিয়েছিলেন), তেমনি, মহিলাটির ধারণায়, গরু-বাছুর চাষী-বাসী নিয়ে গাঁয়ের কী-একটা বুনো জীবন; এটাও তাঁর পছন্দ হয় নি যে লেভিন তাঁর মেয়ের প্রেমে পড়ে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছেন দেড় মাস, যেন কিসের আশা করছিলেন, চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, যেন ভয় পাচ্ছিলেন, পাণিপীড়নের প্রস্তাব দিলে কি ওঁদের বড়ো বেশি সম্মান দেখানো হবে, আর ভেবেই দেখেন নি, যে-বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে, সেখানে যাতায়াত করলে নিজেকে ব্যক্ত করে বলা দরকার। আর হঠাৎ কিছুই না বলে কয়ে তিনি চলে গেলেন। 'এতই ও অনাকর্ষণীয় যে কিটি তার প্রেমে পড়ে নি, এটা ভালোই হয়েছে' — ভেবেছিলেন মা।

সব দিক দিয়েই ভ্রন্‌স্কি তৃপ্ত করেছিলেন মায়ের আকাঙ্ক্ষা। অতি ধনী, বুদ্ধিমান, অভিজাত, দরবারে যে চমৎকার একটা সামরিক কেরিয়ার গড়ে তুলতে চলেছেন, মনোহর একটি লোক। এর চেয়ে ভালো কিছুর আশা করা যায় না।

বলনাচগুলোয় ভ্রন্‌স্কি স্পষ্টতই কিটির দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতেন, নাচতেন তার সঙ্গে, তাঁদের বাড়ি যেতেন, ফলে তাঁর সংকল্পের গুরুত্বে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তাহলেও মা এই সারাটা শীত ছিলেন একটা অদ্ভুত অস্থিরতা আর উত্তেজনার মধ্যে।

পিসির ঘটকালিতে প্রিন্স-মহিষীর নিজের বিয়ে হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। পাত্র সম্পর্কে আগে থেকেই জানা ছিল সবকিছু, এল সে কনে দেখতে, তাকেও দেখা হল; কার কেমন লেগেছে সেটা জেনে ঘটকী পিসি জানালেন পরস্পরকে; ভালোই লেগেছিল দু'পক্ষের; তারপর নির্ধারিত দিনে পিতামাতার কাছে এল পাণিপীড়নের প্রত্যাশিত প্রস্তাব এবং তা গৃহীত হল। সবই চলেছিল অতি সহজে আর নির্বিঘ্নে। অন্তত প্রিন্স-মহিষীর তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু নিজের মেয়েদের বেলায় তাঁকে টের পেতে হয়েছিল যে এই বিয়ে দেওয়াটা মোটেই তেমন সহজ, সরল, আপাত-সাধারণ ব্যাপার নয়। তাঁর বড়ো দুই মেয়ে ডল্লি আর নাটালির বিয়েতে কতরকম ভয়ই-না তাঁর করেছে, কত ভাবনা ফিরে ভাবতে হয়েছে, খরচ করেছেন কত টাকা, কত খিটিমিটি বেধেছে স্বামীর সঙ্গে। এখন ছোটো মেয়ের বেলায় তাঁকে সইতে হচ্ছে সেই একইরকম ভয়, একইরকম সন্দেহ, আর আগের চেয়ে স্বামীর সঙ্গে আরো বেশি কলহ। বৃদ্ধ প্রিন্স সমস্ত পিতার মতোই ছিলেন নিজের মেয়েদের সম্মান ও নিষ্পাপতা নিয়ে অতিশয় খুঁতখুঁতে আর কড়া। তাঁর মেয়েদের, বিশেষ করে তাঁর আদরিণী কিটি সম্পর্কে তিনি ছিলেন অবিবেচকের মতো স্নেহের ঈর্ষায় পীড়িত, মা মেয়ের নাম ডোবাচ্ছে বলে প্রতি পদে তিনি একটা তুল-কালাম কাণ্ড বাধাতেন। প্রথম মেয়েদের সময় থেকেই স্ত্রী এতে অভ্যস্ত, কিন্তু এবার তিনি অনুভব করছিলেন যে প্রিন্সের খুঁতখুঁতানির ভিত্তি এখন আছে বেশি। তিনি দেখছিলেন যে সাময়িক কালে সমাজের রীতিনীতি অনেক বদলে গেছে, এতে মায়ের দায়িত্ব হয়ে উঠেছে অনেক কঠিন, তিনি দেখছেন যে কিটির সমবয়সীরা নানান সব সমিতি গড়ে তুলছে, কীসব কোর্সে যোগ দিচ্ছে, অবাধে আলাপ করছে পুরুষের সঙ্গে, একা একা রাস্তায় বেরুচ্ছে গাড়ি করে, অনেকে উপবেশনের ভঙ্গিতে অভিবাদনও করছে না আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস, স্বামী নির্বাচন তাদেরই ব্যাপার, পিতামাতার নয়। এই সব তরুণী, এমনকি বৃদ্ধেরাও ভাবত এবং বলত, 'এখন আর লোকে আগের মতো মেয়ের বিয়ে দেয় না।' কিন্তু কী করে এখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, সেটা প্রিন্স-মহিষী জানতে পারেন নি কারো কাছ থেকে। সন্তানের ভাগ্য স্থির করে দেবে মা-বাপে — এই ফরাসি রেওয়াজ এখন অগ্রহণীয়, ধিক্কৃত। মেয়েদের অবাধ স্বাধীনতার ইংরেজ কেতাও অগ্রাহ্য এবং রুশ সমাজে অসম্ভাব্য। ঘটকালির রুশী রীতি বিকট,

এবং সবাই, এমনকি প্রিন্স-মহিষীও হাসাহাসি করেছেন তা নিয়ে। কিন্তু মেয়ে কিভাবে বিয়ে করবে, তার বিয়ে দেওয়া হবে কেমন করে, সেটা কেউ জানে না। এ ব্যাপারে প্রিন্স-মহিষী যাদের সঙ্গে কথা কয়েছেন, তাঁরা শুধু বলেছেন একটা কথাই: 'ও সব ছাড়ুন, একালে ও সব সেকেলে প্রথা ঝেড়ে ফেলাই উচিত। বিয়ে তো করতে যাচ্ছে মা-বাপে নয়, তরুণ-তরুণীরা, তাই যা বোঝে সেইভাবে। ঠিকঠাক করে নিক।' যার মেয়ে নেই, তার পক্ষে এ কথা বলা সহজ, অথচ প্রিন্স-মহিষী বুঝতেন যে মেলামেশায় মেয়ে এমন লোকের প্রেমে পড়তে পারে যে তাকে বিয়ে করতে অনিচ্ছুক অথবা এমন লোক, যে স্বামী হবার অযোগ্য। এবং তাঁকে যতই বোঝানো হোক যে আমাদের কালে নবীনদের উচিত নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য স্থির করে নেওয়া, তিনি সেটা বিশ্বাস করতে পারেন নি, যেমন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না যে কোনো কালেই পাঁচ বছর বয়সী শিশুর সেরা খেলনা হওয়া উচিত গুলিভরা পিস্তল। তাই বড়ো মেয়েদের চেয়ে কিটির জন্য তাঁর দুশ্চিন্তা ছিল বেশি।

এখন তাঁর ভয় হচ্ছিল যে ভ্রন্‌স্কি আবার যেন তাঁর মেয়ের প্রতি ওই সবিশেষ মনোযোগেই সীমিত না থাকেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে মেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েছে, কিন্তু এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে লোকটা সৎ, ও কাজ তিনি করবেন না। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর জানা ছিল যে বর্তমানের অবাধ মেলামেশায় একটা মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া কত সহজ এবং সাধারণভাবে পুরুষেরা এই অন্যায়টাকে কত লঘু চোখে দেখে। গত সপ্তাহে কিটি মাকে বলেছিল মাজুরকা নাচের সময় ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছিল তার। কথাবার্তাটা খানিকটা আশ্বস্ত করে প্রিন্স-মহিষীকে; কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে তিনি পারেন নি। কিটিকে ভ্রন্‌স্কি বলেছিলেন যে তাঁরা, দুই ভাই-ই সবকিছু ব্যাপারেই মায়ের কথামতো চলতে এত অভ্যস্ত যে তাঁর পরামর্শ না নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত কখনো গৃহীত হয় না। 'এখন আমি পিটার্সবুর্গ থেকে মায়ের আগমনের অপেক্ষা করছি একটা বিশেষ সৌভাগ্য হিশেবে' — বলেছিলেন ভ্রন্‌স্কি।

কিটি তার মাকে এটা বলেছিল কথাগুলোয় কোনো গুরুত্ব না দিয়ে। কিন্তু মা জিনিসটাকে নিয়েছিলেন অন্যভাবে। তিনি জানতেন যে বৃদ্ধা যেকোনো দিন এসে পড়বেন বলে অপেক্ষা করা হচ্ছে, ছেলের নির্বাচনে বৃদ্ধা

খুশি হবেন, তাই মাকে আঘাত দেবার ভয়েই নাকি ছেলে এখনো পাণিপ্রার্থনা করছে না এটা তাঁর কাছে অদ্ভুত ঠেকেছিল; তাহলেও বিয়েটা তিনি এত চাইছিলেন, এবং তার চেয়েও বেশি করে চাইছিলেন দুর্ভাবনা থেকে শান্তি যে তাই-ই তিনি বিশ্বাস করলেন। বড়ো মেয়ে ডল্লি যে স্বামীকে ছেড়ে যাবে বলে ঠিক করেছে তা চোখে দেখা তাঁর কাছে এখন যতই কষ্টকর হোক, ছোটো মেয়ের যে ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে তার জন্য অস্থিরতাই তাঁর অন্য সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আজ লেভিনের আবির্ভাবে আরো নতুন দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে তাঁর। তাঁর ধারণা, লেভিনের প্রতি এক সময় টান ছিল মেয়ের, অতিরিক্ত সততাবশে সে আবার ভ্রন্স্কিকে প্রত্যাখ্যান না করে বসে, এবং সাধারণভাবেই লেভিনের আগমনে সমাপ্তির মুখে এসে পড়া ব্যাপারটা আবার গোলমালে না পড়ে, বিলম্বিত না হয়, এই ভয় করছিলেন তিনি।

বাড়ি ফিরে প্রিন্স-মহিষী লেভিন সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন, 'ও কি অনেকদিন হল এসেছে?'

'আজ, মামাঁ।'

'একটা কথা আমি বলতে চাই...' মা শুরু করলেন এবং তাঁর গুরুগম্ভীর উত্তেজিত মুখ দেখে কিটি টের পেল কথাটা হবে কী নিয়ে।

লাল হয়ে উঠে ঝট করে মায়ের দিকে ফিরে সে বললে, 'মা, মিনতি করছি, ব'লো না। আমি জানি, সব জানি।'

মা যা চাইছিলেন, সেও চাইছিল তাই, কিন্তু মায়ের চাওয়ার পেছনকার উদ্দেশ্যগুলো আঘাত দিচ্ছিল তাকে।

'আমি শুধু বলতে চাই যে একজনকে আশা দিয়ে...'

'মা, লক্ষ্মী মা আমার, ভগবানের দোহাই, ব'লো না। ও নিয়ে কথা বলতে ভারি ভয় লাগে।'

'আচ্ছা, বলব না, বলব না' — মেয়ের চোখে জল দেখে মা বললে, 'কিন্তু একটা কথা, সোনা আমার: আমায় কথা দাও যে আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে রাখবে না কিছু। রাখবে না তো?'

'কখনো না, কোনো কিছুই না' — ফের লাল হয়ে উঠে মায়ের চোখে চোখে তাকিয়ে বললে কিটি, 'কিন্তু এখন আমার বলার কিছু নেই। আমি... আমি... যদি আমি বলতে চাইতামও, তাহলেও জানি না কী বলব, কেমন করে বলব... আমি জানি না...'

'এইরকম চোখ নিয়ে তুমি মিথ্যে বলতে পারো না' — মেয়ের ব্যাকুলতায় তার মুখের দিকে চেয়ে মা ভাবলেন হাসিমুখে। হাসিমুখে, কেননা মেয়ের প্রাণের ভেতর যা চলেছে সেটা বেচারির কাছে কী বিপুল আর অর্থময়ই না মনে হচ্ছে।

॥ ১৩ ॥

লড়াইয়ে নামার আগে তরুণের যে অনুভূতি হয়, আহারের পর থেকে সান্ধ্য পার্টি শুরু হওয়া অবধি কিটিরও অনুভূতি হয়েছিল তার মতো। বুক তার ভয়ানক ঢিপঢিপ করছিল, কোনো কিছুতেই মন বসাতে পারছিল না।

সে অনুভব করছিল, ওঁদের দু'জনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হচ্ছে এই যে সন্ধ্যায়, সেটা তার ভাগ্যনির্ধারক হওয়ার কথা। অনবরত তার কল্পনায় ভেসে উঠছিলেন ওঁরা দু'জন, কখনো আলাদা আলাদা, কখনো দু'জন একসঙ্গে। অতীতে লেভিনের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা সে স্মরণ করছিল পুলকে আর দরদে। শৈশবের স্মৃতি, তার প্রয়াত ভাইয়ের সঙ্গে লেভিনের বন্ধুত্বের স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে কিটির সম্পর্কে লাগছিল একটা কাব্যিক মাধুর্যের ছোঁয়া। কিটির প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাতে কিটি সুনিশ্চিত, সেটা ছিল তার কাছে অহংতৃপ্তি আর আনন্দের ব্যাপার। লেভিনের কথা ভাবাটা তার কাছে সহজ। কিন্তু ভ্রন্‌স্কির কথা ভাবতে গেলে কী একটা সংকোচ গোল বাধাত, যদিও তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় মার্জিত আর শান্ত; কেমন একটা মিথ্যাচার এসে পড়ত — ভ্রন্‌স্কির দিক থেকে নয়, তিনি ছিলেন খুবই সহজ আর মিষ্টি — স্বয়ং কিটির দিক থেকেই, যেক্ষেত্রে লেভিনের কাছে সে নিজেকে অনুভব করত একেবারে সহজ আর পরিষ্কার। কিন্তু আবার যেই ভাবত ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে তার ভবিষ্যতের কথা, অমনি তার সামনে ভেসে উঠত একটা জ্বলজ্বলে সুখময় পরিপ্রেক্ষিত; লেভিনের বেলায় ভবিষ্যৎটা দেখাত ঝাপসা।

সন্ধ্যার জন্য সাজগোজ করতে ওপরে উঠে কিটি আয়নায় তাকিয়ে সানন্দে লক্ষ্য করল যে আজকের দিনটা তার একটা ভালো দিন, নিজের সমস্ত শক্তি আছে তার পরিপূর্ণ দখলে আর সেটা দরকার আসন্নের জন্য;

নিজের মধ্যে সে অনুভব করছিল বাইরের একটা প্রশান্তি এবং গতিভঙ্গিমায় অসংকোচ সৌষ্ঠব।

সাড়ে সাতটায় ড্রয়িং-রুমে ঢুকতেই চাপরাসি খবর দিলে: 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ লেভিন।' প্রিন্স-মহিষী তখনো তাঁর ঘরে আর প্রিন্স বেরিয়ে এলেন না। কিটি ভাবল, 'ঠিক যা ভেবেছিলাম' — সমস্ত রক্ত ধেয়ে এল তার হৃৎপিণ্ডে। আয়নায় নিজের পাণ্ডুরতা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠল সে।

এখন সে নিশ্চিত জানে যে আগে আগে তিনি এসেছেন শুধু কিটিকে একা পেয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেবেন বলে। এখন এই প্রথম গোটা ব্যাপারটা তার কাছে প্রতিভাত হল একেবারে অন্য, নতুন একটা দিক থেকে। কেবল এখনই সে বুঝল যে প্রশ্নটা কেবল একা তাকে নিয়ে নয় — কার সঙ্গে সে সুখী হবে, কাকে সে ভালোবাসছে, এই নয় — এই মুহূর্তে তাকে আঘাত দিতে হবে এমন একজনের মনে যাকে সে ভালোবাসে। এবং আঘাত দিতে হবে নিষ্ঠুরভাবে... কিসের জন্য? এইজন্য যে সে ভারি ভালো লোক, ভালোবাসে তাকে, তার প্রণয়াসক্ত। কিন্তু করবার কিছু নেই। এইটেই দরকার, এইটেই উচিত।

'ভগবান, এটা কি আমায় নিজেকেই বলতে হবে ওকে?' কিটি ভাবলে, 'কিন্তু কী বলব? সত্যিই কি ওকে বলব যে আমি ওকে ভালোবাসি না? কিন্তু সে তো মিথ্যে বলা হবে। কী বলি তাকে? বলব কি ভালোবাসি অন্যকে? না, সে অসম্ভব। আমি চলে যাব এখান থেকে, চলে যাব।'

দরজার কাছে ও চলেই গেছে, এমন সময় লেভিনের পদশব্দ কানে এল। 'না, এটা অসাধুতা। আমার ভয় পাবার কী আছে? আমি খারাপ তো কিছু করি নি। যা হবার, হবে! সত্যি কথাই বলব। ওর কাছে আমার অস্বস্তি লাগতে পারে না। ওই এসে গেছে' — তাঁর বলিষ্ঠ আর ভীরু মূর্তি, তার দিকে নিবদ্ধ তাঁর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে মনে মনে বললে সে। সোজাসুজি তাঁর মুখের দিকে চাইল যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছে, হাত এগিয়ে দিল।

ফাঁকা ড্রয়িং-রুমে চোখ বুলিয়ে লেভিন বললেন, 'আমি ঠিক সময়ে নয়, মনে হচ্ছে বড়ো বেশি আগে এসে পড়েছি।' যখন দেখলেন যে তাঁর আশা সফল হয়েছে, মন খুলতে কেউ তাঁকে বাধা দেবে না, মুখখানা তাঁর হয়ে উঠল বিষন্ন-গম্ভীর।

'আরে না' — এই বলে কিটি বসল একটা টেবিলের কাছে।

না বসে, আর মনোবল যাতে না হারায় সে জন্য কিটির দিকে না তাকিয়ে তিনি শুরু করলেন, 'আমি আপনাকে একলা পেতেই চেয়েছিলাম।'

'মা এক্ষুনি বেরুবেন। গতকালের পর খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। গতকাল...'

সে কথা কইছিল যদিও নিজেই জানত না কী বলছে তার ঠোঁট, লেভিনের ওপর থেকে মিনতিভরা কোমল দৃষ্টি সে সরিয়ে নিচ্ছিল না।

লেভিন চাইলেন ওর দিকে; কিটি লাল হয়ে উঠে চুপ করে গেল।

'আমি আপনাকে বলেছি যে অনেকদিনের জন্যে এসেছি কিনা জানি না... সব নির্ভর করছে আপনার ওপর...'

কিটি ক্রমশ মাথা নুইয়ে আনল, ভেবে পাচ্ছিল না আসন্নের কী জবাব দেবে।

লেভিন পুনরুক্তি করলেন, 'সব আপনার ওপর নির্ভর করছে, আমি বলতে চাইছিলাম... আমি বলতে চাইছিলাম... আমি এই জন্যেই এসেছি... যে... বলব, আমায় বিয়ে করুন!' কী বলছেন তা খেয়াল না করেই তিনি বলে যাচ্ছিলেন; কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক জিনিসটা বলা হয়ে গেছে টের পেয়ে থেমে গেলেন এবং চাইলেন কিটির দিকে।

লেভিনের দিকে না চেয়ে সে ঘন ঘন নিশ্বাস নিচ্ছিল। পরমানন্দের অনুভূতি হচ্ছিল তার। সুখাবেশে ভরে উঠেছিল হৃদয়। একেবারেই সে আশা করে নি যে লেভিনের প্রেম-স্বীকৃতি তার ওপর এমন প্রবল রেখাপাত করবে। কিন্তু এ অনুভূতিটা টিকল শুধু এক মুহূর্ত। ভ্রন্স্কির কথা মনে পড়ল তার। লেভিনের দিকে তার উজ্জ্বল সত্যনিষ্ঠ চোখ মেলে এবং তাঁর মরিয়া মুখখানা দেখে তাড়াতাড়ি করে সে জবাব দিলে:

'সে হতে পারে না... মাপ করবেন আমায়...'

এক মুহূর্ত আগেও কিটি ছিল লেভিনের কত আপন, তাঁর জীবনের পক্ষে কত জরুরি! আর এখন সে হয়ে গেল তাঁর কত পর। তাঁর কাছ থেকে কত সুদূর!

কিটির দিকে না চেয়ে তিনি বললেন, 'এ ছাড়া অন্যকিছু হতে পারত না।'

মাথা নুইয়ে চলে যাবার উপক্রম করলেন তিনি।

কিন্তু এইসময় ঘরে ঢুকলেন প্রিন্স-মহিষী। ওদের একলা দেখে এবং মুখভাবে হতাশা লক্ষ্য করে তাঁর আতঙ্ক হয়েছিল। লেভিন তাঁকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কিটি চোখ না তুলে চুপ করে রইল। মা ভাবলেন, 'জয় ভগবান, রাজি হয় নি তাহলে' — এবং প্রতি বৃহস্পতিবার সচরাচর যে হাসি দিয়ে তিনি অভ্যাগতদের বরণ করেন, তাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। আসন নিয়ে তিনি লেভিনের গ্রামের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। ফের বসলেন লেভিন, অতিথিদের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলেন যাতে অলক্ষ্যে চলে যেতে পারেন।

পাঁচ মিনিট বাদে ঢুকলেন কিটির বান্ধবী, গত শীতে বিবাহিতা, কাউণ্টেস নর্ডস্টন।

রোগা, হলদেটে, রুগ্ন, স্নায়বিক চেহারার এক মহিলা ইনি, কালো চোখদুটি জ্বলজ্বলে। কিটিকে ভালোবাসতেন তিনি, আর অনূঢ়াদের প্রতি বিবাহিতাদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে সর্বদা যা ঘটে থাকে, তাঁর এ ভালোবাসা প্রকাশ পেত সুখ সম্পর্কে তাঁর আদর্শ অনুসারে কিটির বিয়ে দেবার বাসনায়, তাই চাইতেন যে ভ্রন্স্কিকে সে বিয়ে করুক। শীতের গোড়ায় লেভিনকে তিনি প্রায়ই এঁদের এখানে দেখেছেন এবং কখনোই তাঁকে পছন্দ হয় নি। লেভিনের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর বরাবরের প্রিয় কাজ হত তাঁকে নিয়ে তামাসা করা।

'উনি যখন তাঁর মহিমার শিখর থেকে আমার দিকে চেয়ে দেখেন: হয় আমার সঙ্গে মননশীল কথাবার্তা বন্ধ করেন কারণ আমি বোকা, নয় কৃপা করে আমার পর্যায়ে নেমে আসেন, — তখন সেটা আমার খুব ভালো লাগে। আমি ভারি ভালোবাসি: এই নেমে আসা! আমায় যে উনি দেখতে পারেন না, তাতে আমি খুব খুশি' — উনি বলতেন।

উনি ঠিকই বলতেন, কেননা সত্যিই লেভিন ওঁকে দেখতে পারতেন না এবং যা নিয়ে তাঁর গর্ব ছিল এবং যা তিনি নিজের গুণ বলে মনে করতেন — তাঁর স্নায়বিকতা, স্থূল ও ঐহিক সবকিছুর প্রতি তাঁর সূক্ষ্ম অবজ্ঞা ও উদাসীনতা — তার জন্য লেভিন ঘৃণা করতেন তাঁকে।

নর্ডস্টন আর লেভিনের মধ্যে এমন একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যা উঁচু সমাজে প্রায়ই দেখা যায়, যথা, দুজন ব্যক্তি বাহ্যত বন্ধুত্বের সম্পর্কে

থেকে পরস্পরকে ঘৃণা করছে এমন মাত্রায় যে পরস্পরকে গুরুত্ব দিয়ে নিতে, এমনকি কেউ কারো দ্বারা আহত হতেও অক্ষম।

কাউণ্টেস নর্ড্স্টন তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন লেভিনের ওপর।

'আরে, কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ যে! ফের এলেন আমাদের ব্যভিচারী ব্যাবিলনে' — ওঁর দিকে তাঁর ছোট্ট হলদেটে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল যে শীতের গোড়ায় লেভিন একবার বলেছিলেন যে মস্কো হল ব্যাবিলন। 'তা ব্যাবিলনেরই চরিত্র শোধরাল নাকি আপনার চরিত্রই নষ্ট হল?' মুচকি হেসে কিটির দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি যোগ দিলেন।

'আমার কথা আপনি এত মনে রাখেন দেখে কৃতার্থ বোধ করছি কাউণ্টেস' — ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে তক্ষুনি অভ্যাসবশত কাউণ্টেস নর্ড্স্টনের সঙ্গে রসিকতা-শত্রুতার সম্পর্ক পাতলেন, 'নিশ্চয় কথাগুলো আপনার মনে খুব ছাপ ফেলেছিল।'

'বাঃ, তা নয়ত কী? আমি সব টুকে রাখি। কী কিটি, ফের স্কেটিং করেছিস বুঝি?..'

কিটির সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলেন তিনি। এখন চলে যাওয়া যতই অস্বস্তিকর হোক, সারা সন্ধে এখানে বসে থেকে কিটিকে দেখার চেয়ে সে অস্বস্তিকরতা মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ। কিটি মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে এবং তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল। উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি চুপ করে আছেন দেখে প্রিন্স-মহিষী তাঁকে জিগ্যেস করলেন:

'মস্কোয় আপনি এসেছেন অনেক দিনের জন্যে? আপনি তো মনে হয় জেমস্ত্ভোর কর্মকর্তা, বেশি দিন থাকা তো আপনার চলে না।'

লেভিন বললেন, 'না প্রিন্সেস, আমি আর জেমস্ত্ভোতে নেই। এসেছি কয়েক দিনের জন্যে।'

লেভিনের কঠোর গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে কাউণ্টেস নর্ড্স্টন ভাবলেন, 'কিছু একটা হয়েছে ওঁর, কেন জানি তর্কে নামছেন না। কিন্তু আমি ওঁকে টেনে বার করব। ভারি মজা লাগে কিটির সামনে ওঁকে অপদস্থ করতে এবং তা করব।'

কাউণ্টেস বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, আমায় একটু বুঝিয়ে দিন তো — আপনি তো এ ব্যাপারগুলো সবই জানেন — আমাদের কালুগা গ্রামে সব চাষী আর সব মাগীগুলো তাদের যা কিছু ছিল মদ খেয়ে

উড়িয়েছে, এখন আমাদের আর খাজনা-পত্তর কিছু দিচ্ছে না। কী এর মানে? আপনি তো সর্বদাই চাষীদের খুব প্রশংসা করেন।'

এই সময় ঘরে এলেন আরেক জন মহিলা, লেভিন উঠে দাঁড়ালেন।

'মাপ করবেন কাউণ্টেস, আমি সত্যিই এ সব ব্যাপার কিছু জানি না, আপনাকে কিছু বলতেও পারব না' — এই বলে তিনি চাইলেন মহিলার পিছু পিছু আসা জনৈক সামরিক অফিসারের দিকে।

'ইনিই নিশ্চয় ভ্রন্‌স্কি' — ভাবলেন লেভিন এবং সেটা যাচাই করার জন্য চাইলেন কিটির দিকে। ইতিমধ্যে কিটি ভ্রন্‌স্কিকে দেখে চকিত দৃষ্টিপাত করল লেভিনের দিকে। অজান্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চোখের সেই একটা দৃষ্টিপাত থেকেই লেভিন বুঝলেন যে কিটি এই লোকটিকে ভালোবাসে, নিজ মুখে কিটি সে কথা বললে যা দাঁড়াত, বুঝলেন তেমনি সুনিশ্চিত হয়ে। কিন্তু কী ধরনের লোক ইনি?

এখন — ভালো হোক, মন্দ হোক — লেভিন থেকে না গিয়ে পারেন না; তাঁকে জানতে হবে, কিটি যাকে ভালোবেসেছে, কেমনধারা লোক সে।

কিছু কিছু লোক আছে যারা কোনো না কোনো দিক থেকে সৌভাগ্যবান প্রতিদ্বন্দ্বীর দেখা পেলে তার ভেতর ভালো যাকিছু সব বরবাদ করে শুধু খারাপটাই দেখতে উদ্‌গ্রীব; উল্টো দিকে আবার কিছু লোক আছে যারা এই সৌভাগ্যবান প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে দেখতে চায় কী কী গুণের জন্য সে তাদের পরাভূত করল, এবং বুক টনটন করলেও তার মধ্যে খোঁজে শুধু ভালোটাই। লেভিন ছিলেন এই ধরনের লোক। কিন্তু ভ্রন্‌স্কির মধ্যে ভালো আর আকর্ষণীয়ের খোঁজ পেতে তাঁর বেগ পেতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই তা চোখে পড়ল। ভ্রন্‌স্কি ছিলেন মধ্যম দৈর্ঘ্যের সুগঠিত দেহের মানুষ, কালো চুল, সহৃদয়, কান্তিমান মুখে অসাধারণ প্রশান্তি আর দৃঢ়তা। তাঁর মুখে এবং মূর্তিতে, ছোটো করে ছাঁটা কালো চুল আর সদ্য কামানো থুতনি থেকে শুরু করে চওড়া আনকোরা উর্দি পর্যন্ত সবকিছুই সাধারণ, অথচ সুচারু। মহিলাকে পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি প্রথমে প্রিন্স-মহিষী, পরে কিটির কাছে গেলেন।

কিটির দিকে যখন তিনি যাচ্ছিলেন তাঁর সুন্দর চোখজোড়া বিশেষ একটা কমনীয়তায় ঝলমল করে উঠল; প্রায় অলক্ষ্য একটা সুখ আর নম্র বিজয়ের হাসি নিয়ে (লেভিনের তাই মনে হল), তিনি সাবধানে সম্মান

দেখিয়ে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন এবং বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ছোটো তবে চওড়া হাত।

সবাইকে সম্ভাষণ জানিয়ে কয়েকটা করে কথা বলে উনি বসলেন লেভিনের দিকে না চেয়ে, ওঁর ওপর থেকে লেভিনের দৃষ্টি সরছিল না।

'আসুন আলাপ করিয়ে দিই' — লেভিনকে দেখিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ লেভিন, কাউণ্ট আলেক্সেই কিরিলোভিচ দ্রন্স্কি।'

ভ্রন্স্কি উঠে দাঁড়ালেন এবং বন্ধুর মতো লেভিনের চোখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁর সহজ খোলামেলা হাসি হেসে বললেন, 'এই শীতে মনে হয় আমার সঙ্গে আপনার আহারের কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আপনি চলে গেলেন।'

'কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ শহর, আর আমাদের শহুরেদের দেখতে পারেন না, ঘেন্না করেন' — বললেন কাউণ্টেস নর্ড্স্টন।

'আমার কথাগুলো যখন আপনি এত মনে রাখেন তখন আপনার ওপর তা নিশ্চয় খুব ছাপ ফেলে' — লেভিন বললেন এবং এই কথাগুলি যে আগেই বলেছেন সেটা মনে পড়ে যাওয়ায় লাল হয়ে উঠলেন।

ভ্রন্স্কি লেভিন আর কাউণ্টেস নর্ড্স্টনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। জিগ্যেস করলেন, 'আপনি সর্বদাই গ্রামে থাকেন? আমার মনে হয়, শীতকালে একঘেয়ে লাগে, তাই না?'

'কোনো কাজ থাকলে একঘেয়ে নয়, তা ছাড়া নিজেকে তো আর একঘেয়ে লাগে না' — তীক্ষ্ণ জবাব দিলেন লেভিন।

'গ্রাম আমি ভালোবাসি' — লেভিনের গলার সুর লক্ষ্য করে এবং লক্ষ্য করেন নি এই ভাব করে ভ্রন্স্কি বললেন।

কাউণ্টেস নর্ড্স্টন বললেন, 'কিন্তু আশা করি কাউণ্ট সর্বদা গ্রামে থাকতে রাজি হবেন না।'

'জানি না, গ্রামে আমি থাকি নি বেশিদিন' — ভ্রন্স্কি বলে চললেন, 'তবে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার। মায়ের সঙ্গে নীস্-এ শীত কাটাবার সময় গাঁয়ের জন্যে, বাকলের জুতো আর চাষীগুলো নিয়ে রুশী গাঁয়ের জন্যে আমার যে মন কেমন করেছিল তেমন আর কোথাও হয় নি। জানেনই তো, নীস্ এমনিতেই একটা একঘেয়ে জায়গা। নেপ্ল্স,

সরেন্তোও তাই, ভালো লাগে শুধু অল্প সময়ের জন্যে। আর ঠিক সেখানেই বড়ো বেশি মনে পড়ে রাশিয়া, ঠিক তার গাঁয়ের কথাই... সেগুলো ঠিক যেন...'

তিনি বলে যাচ্ছিলেন কিটি আর লেভিন, উভয়কেই লক্ষ্য করে: একজনের ওপর থেকে আরেকজনের দিকে তাঁর শান্ত, অমায়িক দৃষ্টি ফিরিয়ে — বলে যাচ্ছিলেন স্পষ্টতই যা তাঁর মাথায় আসছিল।

কাউণ্টেস নর্ডস্টন কিছু একটা বলতে চাইছেন লক্ষ্য করে তিনি কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন, মন দিয়ে শুনতে লাগলেন তাঁকে

আলাপ মুহূর্তের জন্যও থামছিল না, ফলে প্রসঙ্গের ঘাটতি পড়লে বৃদ্ধা প্রিন্স-মহিষীর সর্বদাই মজুদ থাকত যে দুটি ভারি কামান: ক্লাসিক আর আধুনিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি, তা আর ব্যবহার করতে হল না, আর কাউণ্টেস নর্ডস্টনেরও লাগা হল না লেভিনের পেছনে।

সাধারণ আলাপে যোগ দেবার ইচ্ছে হচ্ছিল লেভিনের, কিন্তু পারছিলেন না; প্রতি মুহূর্তে তিনি নিজেকে বলছিলেন: 'এবার যেতে হয়', কিন্তু চলে গেলেন না, কী যেন আশা করছিলেন।

আলাপ চলল প্ল্যানচেট টেবিল আর প্রেতাত্মা নিয়ে। কাউণ্টেস নর্ডস্টন প্রেতবাদে বিশ্বাসী, কী কী অলৌকিক কাণ্ড তিনি দেখেছেন সে কথা বলতে লাগলেন তিনি।

'আহ্ কাউণ্টেস, ভগবানের দোহাই, অবশ্য-অবশ্যই ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিন। অসাধারণ কিছু আমি দেখি নি, যদিও তার খোঁজে থেকেছি সর্বত্র' — হেসে বললেন ভ্রন্স্কি।

'বেশ, আগামী শনিবার' — জবাব দিলেন কাউণ্টেস নর্ডস্টন, 'আর কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ, এসবে বিশ্বাস করেন?' লেভিনকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'কেন জিগ্যেস করছেন? জানেনই তো কী আমি বলব।'

'কিন্তু আপনার মত জানতে চাইছি আমি।'

লেভিন বললেন, 'আমার মত শুধু এই যে এই সব প্ল্যানচেট টেবিলে প্রমাণ হয় যে শিক্ষিত সমাজ চাষীদের চেয়ে উন্নত নয়। তারা চোখ দেওয়ায়, মারণ, উচাটন বশীকরণে বিশ্বাস করে, আর আমরা...'

'সে কী আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি যদি স্বচক্ষে দেখে থাকি?'

'চাষী মেয়েরাও বলে যে তারা বাস্তু ভূতকে দেখেছে।'

'তার মানে আপনি ভাবছেন আমি মিথ্যে বলছি?' নিরানন্দ হাসি হেসে উঠলেন তিনি।

'না, না, মাশা, কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ বলছেন যে উনি বিশ্বাস করতে পারেন না' — লেভিনের পক্ষ নিয়ে লাল হয়ে বললে কিটি, সেটা লেভিন বুঝলেন এবং উত্যক্তি তাঁর আরো বেড়ে গেল, ভেবেছিলেন জবাব দেবেন, কিন্তু কথাবার্তা অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে এমন আশংকা দেখা দিতেই তক্ষুনি তাঁর খোলামেলা প্রসন্ন হাসি নিয়ে সাহায্যে এলেন ভ্রন্‌স্কি।

জিগ্যেস করলেন, 'সম্ভব বলে আপনি একেবারে স্বীকার করেন না? কেন বলুন তো? বিদ্যুতের অস্তিত্ব আমরা মানি যা কেউ দেখি নি; কেন আরো একটা নতুন শক্তি সম্ভব হবে না, যা আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত, যা...'

'বিদ্যুৎ যখন আবিষ্কৃত হয়' — ক্ষিপ্র বাধা দিয়ে বললেন লেভিন, 'তখন দেখা গিয়েছিল শুধু ঘটনাটা, জানা ছিল না কোত্থেকে তা ঘটছে এবং কী তা করতে পারে, তাকে কাজে লাগাবার আগে বহু যুগ কেটে যায়। প্রেতবাদীরা কিন্তু শুরু করেছেন প্ল্যানচেট টেবিলকে দিয়ে লিখিয়ে, প্রেতাত্মারা আসছে তাঁদের কাছে, তারপর বলতে লাগলেন যে অজ্ঞাত শক্তি আছে।'

ভ্রন্‌স্কি মন দিয়ে লেভিনের কথা শুনছিলেন যা তিনি সর্বদা শুনে থাকেন, স্পষ্টতই আকৃষ্ট বোধ করছিলেন তাঁর কথায়।

'তা ঠিক, কিন্তু প্রেতবাদীরা বলেন: এ শক্তিটা কী তা বর্তমানে আমরা জানি না, কিন্তু শক্তি আছেই, আর ঐ পরিস্থিতিতে তা সক্রিয় হচ্ছে। শক্তিটা কী তা বার করুন বিজ্ঞানীরা। কেন এটা নতুন কোনো শক্তি হতে পারবে না, আমি তার কোনো কারণ দেখছি না, যদি তা...'

'কারণ' — বাধা দিলেন লেভিন, 'বিদ্যুতের ক্ষেত্রে যতবারই আপনি উল দিয়ে রজন ঘষবেন, ততবারই, দেখা যাবে নির্দিষ্ট একটা ঘটনা, আর এক্ষেত্রে ঘটছে প্রতিবার নয়, তার মানে প্রাকৃতিক ব্যাপার নয়।'

সম্ভবত, কথাবার্তাটা ড্রয়িং-রুমের পক্ষে বড়ো বেশি ভারী হয়ে উঠছে অনুভব করে ভ্রন্‌স্কি আর আপত্তি করলেন না, প্রসঙ্গ ফেরাবার চেষ্টায় ফুর্তিতে হেসে তিনি ফিরলেন মহিলাদের দিকে।

বললেন, 'আসুন কাউণ্টেস, এক্ষুনি চেষ্টা করে দেখা যাক'; কিন্তু লেভিনের ইচ্ছে, যা ভেবেছেন তা পুরো বলবেন।

তিনি বলে চললেন, 'আমি মনে করি যে কোনো একটা নতুন শক্তি দিয়ে নিজেদের আজব কান্ডগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে প্রেতবাদীদের এই প্রচেষ্টা একেবারে অসার্থক। তাঁরা সরাসরি আত্মিক শক্তির কথা বলছেন আর চাইছেন তার একটা বস্তুগত পরীক্ষা চালাতে।'

সবাই অপেক্ষা করছিলেন কখন উনি শেষ করবেন, লেভিনও টের পাচ্ছিলেন সেটা।

'আর আমি মনে করি, চমৎকার মিডিয়াম হবেন আপনি' — বললেন কাউণ্টেস নর্ডস্টন, 'আপনার মধ্যে ভাবাবেগের মতো কী একটা যেন আছে।'

মুখ খুলতে গিয়েছিলেন লেভিন, ভেবেছিলেন কিছু একটা বলবেন, কিন্তু লাল হয়ে গিয়ে কিছুই আর বললেন না।

ভ্রন্স্কি বললেন, 'আসুন, কাউণ্টেস, এখনই টেবিলের পরীক্ষা হয়ে যাক। আপনার আপত্তি নেই তো প্রিন্সেস?'

উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রন্স্কি এদিক ওদিক চেয়ে টেবিল খুঁজতে লাগলেন।

কিটি টেবিল ছেড়ে উঠে পাশ দিয়ে যাবার সময় চোখাচোখি হয়ে গেল লেভিনের সঙ্গে। তার ভারি কষ্ট হচ্ছিল লেভিনের জন্য, কষ্টটা আরো হচ্ছিল এই কারণে যে ওঁর দুর্ভাগ্যের হেতু সে-ই। তার চাউনি বলছিল, 'পারলে আমায় ক্ষমা করুন, আমি ভারি সুখী।'

আর লেভিনের দৃষ্টি জবাব দিলে, 'ঘৃণা করি সবাইকে, আপনাকেও, নিজেকেও।' টুপি তুলে নিলেন তিনি, কিন্তু চলে যাবার নির্বন্ধ তাঁর ছিল না। ছোটো টেবিলটা ঘিরে সবাই জুটতে চাইছে আর লেভিন চাইছেন যেতে এমন সময় ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, মহিলাদের সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করে ফিরলেন লেভিনের দিকে।

সানন্দে তিনি শুরু করলেন, 'আরে! অনেকদিন হল নাকি? আমি জানতাম না যে তুমি এখানে। ভারি খুশি হলাম আপনাকে দেখে।'

বৃদ্ধ প্রিন্স লেভিনকে কখনো বলছিলেন 'তুমি', কখনো 'আপনি'। লেভিনকে আলিঙ্গন করে তাঁর সঙ্গেই কথা জুড়লেন, খেয়াল করলেন না ভ্রন্স্কিকে। ভ্রন্স্কি উঠে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন কখন প্রিন্স ফিরবেন তাঁর দিকে।

কিটি টের পাচ্ছিল যা ঘটে গেছে তার পর বাপের এই মনোযোগ লেভিনের পক্ষে কত দুঃসহ। এও সে দেখল যে বাপ শেষ পর্যন্ত ভ্রন্‌স্কির অভিবাদনের জবাবে কী নিরুত্তাপ প্রত্যভিবাদন দিলেন এবং কী অমায়িক বিহ্বলতায় ভ্রন্‌স্কি চাইছিলেন তার পিতার দিকে, বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না কেন, কিসের জন্য তাঁর প্রতি বিরূপতা সম্ভব। লাল হয়ে উঠল কিটি।

কাউণ্টেস নর্ড্‌স্টন বললেন, 'প্রিন্স, কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচকে আমাদের ছেড়ে দিন। আমরা একটা পরীক্ষা করতে চাই।'

'কী পরীক্ষা? টেবিল চালনা? কিন্তু ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়ারা, মাপ করবেন আমায়, আমার ধারণা, ''কলেচ্‌কো' খেলায় মজা বেশি' — ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে এবং তিনি-ই যে ব্যাপারটার হোতা তা আন্দাজ করে বৃদ্ধ প্রিন্স বললেন, 'কলেচ্‌কো'র তবু একটা মানে হয়।'

ভ্রন্‌স্কি তাঁর অচঞ্চল চোখে প্রিন্সের দিকে তাকালেন অবাক হয়ে এবং সামান্য হেসে তক্ষুনি কাউণ্টেস নর্ড্‌স্টনের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন আগামী সপ্তাহে বড়ো রকমের একটা বলনাচের ব্যাপার নিয়ে।

কিটির দিকে তিনি ফিরলেন, 'আশা করি আপনি আসবেন, আসবেন তো?'

বৃদ্ধ প্রিন্স তাঁর কাছ থেকে সরে যেতেই লেভিন অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেলেন, এ সন্ধ্যার শেষ যে ছাপটা তাঁর মনে রইল, সেটা বলনাচ নিয়ে ভ্রন্‌স্কির জিজ্ঞাসার জবাবে কিটির হাসিমাখা সুখী মুখচ্ছবি।

॥ ১৫ ॥

সান্ধ্য বাসর শেষ হলে কিটি মাকে বললে লেভিনের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে আর লেভিনের জন্য তার কষ্ট হলেও এই ভেবে তার খুশি লাগছিল যে তার কাছে বিবাহপ্রস্তাব করা হয়েছে। তার সন্দেহ ছিল না যে সে উচিত কাজই করেছে। কিন্তু শয্যায় অনেকখন ঘুম এল না তার। একটা ছবি কিছুতেই ছেড়ে যাচ্ছিল না তাকে। সেটা ভুরু কোঁচকানো লেভিনের মুখ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার পিতার কথা শোনবার সময় সে ভুরুর তল থেকে মনমরার মতো চাইছিল তাঁর সদয় চোখ, যখন তিনি দৃষ্টিপাত

করছিলেন তার আর ভ্রন্‌স্কির দিকে। তাঁর জন্য এত কষ্ট হল যে চোখ ভরে উঠল জলে। কিন্তু ওঁর বদলে যাঁকে সে বেছেছে, তক্ষুনি তাঁর কথা ভাবল সে। তার স্পষ্ট মনে পড়ল সেই পৌরুষব্যঞ্জক দৃঢ় মুখমণ্ডল, সেই উদার স্থৈর্য আর তাঁর সবকিছু থেকে বিকিরিত সবার প্রতি সহায়তা; মনে পড়ল নিজের প্রতি তাঁর ভালোবাসা যাঁকে সে ভালোবেসেছে এবং ফের প্রাণ তার ভরে উঠল আনন্দে, সুখের হাসি নিয়ে সে বালিশে মাথা দিলে। নিজেকে সে বলছিল, 'কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কী করি? আমার তো দোষ নেই'; কিন্তু অন্তরের কণ্ঠস্বর বলছিল ভিন্ন কথা। কিসের জন্য তার অনুতাপ হচ্ছে — লেভিনকে আকৃষ্ট করেছে, নাকি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলে, তা সে জানত না। কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় সুখ ওর বিষিয়ে যাচ্ছিল। 'ভগবান দয়া করো, ভগবান দয়া করো, ভগবান দয়া করো!' ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত নিজের জন্য এই প্রার্থনা করে গেল সে।

এই সময় নিচে, প্রিন্সের ছোটো পাঠকক্ষে চলছিল স্নেহের মেয়েকে নিয়ে মা-বাপের মধ্যে ঘন ঘন কলহের একটা।

'কী বলছি? এই বলছি!' দু'হাত আস্ফালন করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ড্রেসিং-গাউনটা ঠিক করে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স 'বলছি যে আপনার গর্ববোধ নেই, মর্যাদাবোধ নেই, মেয়ের নাম ডোবাচ্ছেন, তাকে ধ্বংস করছেন এই হীন, নির্বোধ ঘটকালি করে!'

'কিন্তু দোহাই, ভগবানের দোহাই প্রিন্স, কী আমি করলাম?' প্রিন্স-মহিষী বললেন কাঁদোকাঁদো হয়ে।

মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার পর তিনি খুশি হয়ে প্রিন্সের কাছে এসেছিলেন সচরাচরের মতো শুভরাত্রি জানাতে এবং যদিও লেভিনের প্রস্তাব ও কিটির প্রত্যাখ্যানের কথা জানাবার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না, তাহলেও স্বামীকে এই ইঙ্গিত দেন যে তাঁর মনে হচ্ছে, ভ্রন্‌স্কির ব্যাপারটা শেষের মুখে এসে পড়েছে, ওঁর মা এলেই স্থির হয়ে যাবে সব। এই কথা শুনেই প্রিন্স খেপে ওঠেন এবং অশালীন গালাগালি দিয়ে চেঁচাতে থাকেন।

'কী আপনি করেছেন? করেছেন এই: প্রথমত আপনি টোপ ফেলে বর ধরেছেন, গোটা মস্কো সে কথা বলাবলি করবে এবং যুক্তিসহকারেই। আপনি যদি সান্ধ্য বাসরের আয়োজন করেন, তাহলে সবাইকে ডাকুন, শুধু বাছাই করা পাত্রদের নয়। ডাকুন সমস্ত এই ন্যাকামণিদের (মস্কোর যুবকদের প্রিন্স এই নাম দিয়েছিলেন), পিয়ানোবাদক ভাড়া করুন, নাচানাচি করুক

সবাই — আজকের মতো কেবল পাত্রদের জোটানো নয়। আমার দেখতেও বিছছিরি লাগে, বিছছিরি, আর আপনি যা চেয়েছিলেন পেয়েছেন, মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন মেয়েটার। লেভিন হাজারগুণ ভালো লোক। আর এই পিটার্সবুর্গী বাবুটি — এদের বানানো হয় যন্ত্রে, সবাই ওরা একই ধাঁচের এবং সবাই ওঁছা। ও যদি বনেদী ঘরের প্রিন্সও হয়, তাহলেও ওকে কোনো দরকার নেই আমার মেয়ের!'

'কিন্তু কী আমি করেছি?'

'করেছেন এইটে...' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স।

বাধা দিয়ে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'তোমার কথা শুনতে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না কখনো। আর তাই যদি হয়, তাহলে গাঁয়েই চলে যাওয়া দরকার।'

'সেই ভালো।'

'শোনো, আমি কি পাত্র ধরার সন্ধানে আছি? কখনো তা করি নি। নেহাৎ একটি যুবক এবং অতি উত্তম যুবক প্রেমে পড়েছে এবং মনে হয় মেয়েটিও...'

'হ্যাঁ, আপনার মনে হচ্ছে! মেয়েটি যদি সত্যিই প্রেমে পড়ে থাকে আর বিয়ে করার কথা উনি ততটাই ভাবছেন যতটা আমি, তাহলে? ওহ্! ওঁকে যদি কখনো চোখে না দেখতে হত!.. 'ও প্রেতবাদ, ও নীস্, ও বলনাচ...'' — আর এই প্রতিটি শব্দের পর প্রিন্স স্ত্রীকে অনুকরণ করে আধবসা হয়ে অভিবাদনের ভঙ্গি করতে লাগলেন, 'এই করেই আমরা দুর্ভাগা করে তুলব কিটিকে, এই করে সত্যিই ওর মাথায় ঢুকবে...'

'কিন্তু তুমি তা ভাবছ কেন?'

'আমি ভাবছি না, জানি; এ ব্যাপারে আমাদের চোখ আছে, মেয়েদের নেই। একজন লোককে আমি দেখতে পাচ্ছি যার গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প আছে, সে লেভিন; তিতির-টিতিরও আমি দেখতে পাই, যেমন এই নাগরটি, শুধু আমোদ-আহ্লাদ হলেই যার হল।'

'মাথায় ঢুকিয়েছ যতসব...'

'এ সব কথা তোমার মনে পড়বে, যখন আর সময় থাকবে না, যেমন ডল্লির বেলায়।'

'নাও হয়েছে, হয়েছে, এ সব কথা আর তুলব না' — ডল্লির কথা মনে পড়ায় ওঁকে থামিয়ে দিলেন প্রিন্স-মহিষী।

'সে তো তোফা, শুভরাত্রি!'

পরস্পরের ওপর ক্রস করে ওঁরা চুম্বন বিনিময় করলেন, কিন্তু দুজনেই টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা নিজের নিজের মত আঁকড়েই রইলেন। যে যাঁর ঘরে গেলেন স্বামী-স্ত্রী।

প্রথমটা প্রিন্স-মহিষীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আজকের সন্ধ্যায় কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, ভ্রন্‌স্কির অভিপ্রায়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না; কিন্তু স্বামীর কথাগুলোয় তিনি গোলমালে পড়লেন। নিজের ঘরে এসে তিনি ঠিক কিটির মতোই ভবিষ্যতের অনিশ্চিতির সামনে কয়েক বার পুনরাবৃত্তি করলেন: 'ভগবান কৃপা করো, ভগবান কৃপা করো, ভগবান কৃপা করো!'

॥ ১৬ ॥

পারিবারিক জীবন কী তা ভ্রন্‌স্কি জানতেন না। যৌবনে তাঁর মা ছিলেন উচ্চ সমাজের মনোহারিণী মহিলা, বিয়ে করার সময় এবং বিশেষ করে তার পরে বহু প্রেমলীলা করেছেন তিনি, গোটা সমাজ তা জানত। পিতাকে ভ্রন্‌স্কির প্রায় মনে পড়ে না, শিক্ষা পান পেজেস কোরে।

স্কুল থেকে চমৎকার তরুণ অফিসার হয়ে বেরিয়ে এসেই তিনি পিটার্সবুর্গের ধনী সামরিক অফিসারদের মহলে গিয়ে পড়েন। কখনো কখনো সমাজে গেলেও তাঁর প্রেমের সমস্ত আকর্ষণগুলো ছিল সমাজের বাইরে।

বিলাসবহুল আর রুক্ষ পিটার্সবুর্গ জীবনের পর ভ্রন্‌স্কি মস্কোতে প্রথম অনুভব করলেন সমাজের একটি মনোরমা নিষ্পাপ বালিকার সঙ্গে সান্নিধ্যের মাধুর্য, যে ভালোবেসেছে তাঁকে। কিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে খারাপ কিছু থাকতে পারে, এটা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি। বলে তিনি নাচতেন প্রধানত তার সঙ্গেই; খেতেন ওঁদের বাড়িতে। তার সঙ্গে তিনি যেসব কথা বলতেন, সাধারণতই তা বলা হয়ে থাকে সমাজে, যত বাজে কথা, কিন্তু সেই বাজে কথাকেই তিনি অজান্তে কিটির কাছে বিশেষ অর্থময় করে তুলতেন। সবার সমক্ষে যা বলতে পারেন না তেমন কোনো কথা কিটিকে না বললেও তিনি অনুভব করছিলেন যে কিটি ক্রমেই তার মুখাপেক্ষী হয়ে উঠছে এবং যত তা অনুভব করছিলেন ততই সেটা তাঁর ভালো লাগছিল,

কিটির প্রতি তাঁর মনোভাব হয়ে উঠছিল কোমল। তিনি জানতেন না যে কিটির কাছে তাঁর এই ধরনের আচরণের একটা নির্দিষ্ট নাম আছে, এটা হল বিবাহের সংকল্প না করে বালিকার মন ভোলানো আর এই ভোলানোটাই হল তাঁর মতো চমৎকার যুবকদের ভেতর প্রচলিত গর্হিত আচরণের একটা। তাঁর মনে হচ্ছিল এই তৃপ্তি আবিষ্কার করেছেন তিনিই প্রথম এবং সে আবিষ্কারে পরম আনন্দ পাচ্ছিলেন তিনি।

সে সন্ধ্যায় কিটির মা-বাবা কী কথা কয়েছেন তা যদি তিনি শুনতে পেতেন, তিনি যদি নিজেকে পরিবারের দৃষ্টিকোণে নিয়ে গিয়ে জানতে পারতেন যে কিটিকে তিনি বিয়ে না করলে সে অসুখী হবে, তাহলে ভয়ানক অবাক লাগত তাঁর এবং সেটা বিশ্বাস করতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাসই করতে পারতেন না যে তাঁকে এবং বড়ো কথা কিটিকে যা এমন তৃপ্তি দিচ্ছে সেটা খারাপ কিছু হতে পারে। তাঁর যে বিয়ে করা উচিত, এটা তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন আরো কম।

বিয়ে তাঁর কাছে সম্ভবপর বলে কদাচ মনে হয় নি। পারিবারিক জীবন তিনি শুধু যে ভালোবাসতেন না তাই নয়, যে অবিবাহিত দুনিয়ায় তাঁর বাস, সেখানকার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে পরিবারে, বিশেষ করে স্বামী হিশেবে নিজেকে কল্পনা করা তাঁর কাছে মনে হত বিজাতীয়, তার চেয়েও বেশি হাস্যকর। কিটির মা-বাবা কী বলাবলি করেছেন তাঁর কোনো সন্দেহ না থাকলেও সে সন্ধ্যায় শ্যেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে যে গোপন আত্মিক সংযোগ ছিল, সেটা সে সন্ধ্যায় এত দৃঢ়ীভূত হয়ে উঠেছে যে কিছু একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিন্তু কী করা সম্ভব এবং উচিত সেটা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

বরাবরের মতো নির্মলতা আর স্নিগ্ধতার একটা প্রীতিকর অনুভূতি নিয়ে — যা এসেছে অংশত সারা সন্ধে তিনি ধূমপান করেন নি বলে এবং সেইসঙ্গে তাঁর প্রতি কিটির ভালোবাসায় তাঁর মন গলে যাবার একটা নতুন অনুভূতি থেকে — শ্যেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে ভ্রন্স্কি ভাবছিলেন, 'সবচেয়ে যেটা অপূর্ব, সেটা আমরা কেউ কিছু বলি নি, কিন্তু দৃষ্টিপাত আর কথার ধ্বনিভঙ্গির এই অদৃশ্য কথোপকথনে আমরা পরস্পরকে এত বুঝতে পেরেছি যে কথাটা সে মুখ ফুটে যদি বলতও, তার চেয়েও আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমায় সে ভালোবাসে। আর কী

মধুর, সহজ, এবং বড়ো কথা, আস্থায় তা ভরা! আমি নিজেই নিজেকে অনুভব করছি আরো ভালো, আরো নির্মল বলে। আমি অনুভব করছি যে আমার একটা হৃদয় আছে, অনেক ভালো কিছু আছে আমার ভেতর। কী মিষ্টি প্রেমাকুল চোখ। যখন সে বললে: খুবই...'

'তা কী হল? কিছুই না। আমারও ভালো লাগছে। ওরও ভালো লাগছে।' তারপর সন্ধেটা কোথায় শেষ করা যায় এই নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন তিনি। 'ক্লাবে? এক হাত বেজিক খেলা, ইগ্নাতভের সঙ্গে শ্যাম্পেন? না, যাব না। Château des fleurs, সেখানে থাকবে অব্লোন্স্কি, গান, ক্যানক্যান নাচ। উঁহু, বিরক্তি ধরে গেল। শ্যেরবাৎস্কিদের আমি এই জন্যেই ভালোবাসি যে নিজেই আমি ভালো হয়ে উঠি। ঘরেই ফেরা যাক।' সোজা তিনি গেলেন দ্যুস্সো হোটেলে নিজের কামরায়, ঘরে নৈশাহার আনতে বললেন, তারপর ধরাচূড়া খুলে বালিশে মাথা ঠেকাতে না ঠেকাতেই বরাবারের মতো ঘুমিয়ে পড়লেন তাঁর গভীর শান্ত ঘুমে।

॥ ১৭ ॥

পরের দিন বেলা এগারোটায় মাকে আনবার জন্য ভ্রন্স্কি গেলেন পিটার্সবুর্গ রেল স্টেশনে আর বড়ো সিঁড়িতে প্রথম যাঁকে দেখলেন তিনি অব্লোন্স্কি, এসেছেন বোনের জন্য, একই ট্রেনে আসছেন তিনি।

'আরে হুজুর যে!' চেঁচিয়ে উঠলেন অব্লোন্স্কি, 'কাকে নিতে এসেছ?'

'মাকে' — অব্লোন্স্কির সঙ্গে দেখা হলে সবারই মুখে হাসি ফোটে, ভ্রন্স্কিও হেসে করমর্দন করে একসঙ্গে উঠতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে, 'পিটার্সবুর্গ থেকে আজ ওঁর আসার কথা।'

'ওদিকে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করেছি রাত দুটো পর্যন্ত। শ্যেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে গিয়েছিলে কোথায়?'

'হোটেলে' — বললেন ভ্রন্স্কি, 'স্বীকারই করছি, কাল শ্যেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে মনটা এত ভালো লাগছিল যে কোথাও যাবার ইচ্ছে হল না।'

'দৌড়বাজ ঘোড়াকে চেনা যায় তার গায়ে দাগা মার্কা দেখে, আর প্রেমিক যুবককে চেনা যায় তার ভাবাকুল চোখ দেখে' — ঘোষণ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, ঠিক আগে যেমন করেছিলেন লেভিনের কাছে।

ভ্রন্‌স্কি এমন ভাব করে হাসলেন যেন এতে তিনি আপত্তি করছেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আলাপের প্রসঙ্গ পালটালেন।

জিগ্যেস করলেন, 'আর তুমি কাকে নিতে এসেছ?'

অব্‌লোন্‌স্কি বললেন, 'আমি? আমি এসেছি একটি সুন্দরী মহিলার জন্যে।'

'বটে!'

'Honni soit qui mal y pense!* বোন আন্নার জন্যে।'

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'ও, কারেনিনা?'

'তুমি নিশ্চয় চেনো?'

'মনে হচ্ছে চিনি। কিন্তু বোধ হয় না... সত্যি ঠিক মনে নেই' — অন্যমনস্কভাবে বললেন ভ্রন্‌স্কি, কারেনিনা নামটার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা যেন কাটখোট্টা আর একঘেয়ে তাঁর কল্পনায় আবছা ভেসে উঠেছিল।

'কিন্তু আমার নামজাদা ভগ্নিপতি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে জানো নিশ্চয়। সারা দুনিয়া তাকে চেনে।'

'মানে ওই নামে চিনি, আর চোখের দেখায়। জানি তিনি বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, এবং কী ধরনের যেন ধর্মপ্রাণ... তবে জানোই তো এটা আমার... not in my line**' — বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কিন্তু উনি অসাধারণ মানুষ: একটু রক্ষণশীল, কিন্তু চমৎকার লোক' — স্তেপান আর্কাদিচ মন্তব্য করলেন, 'চমৎকার লোক।'

'সে তো তাঁর পক্ষে ভালোই' — হেসে ভ্রন্‌স্কি বললেন। 'আরে তুমি এখানে' — দরজার কাছে দাঁড়ানো মায়ের ঢ্যাঙা বৃদ্ধ খানসামাকে দেখে বললেন তিনি, 'এদিকে এসো।'

সকলের কাছেই স্তেপান আর্কাদিচের যা আকর্ষণ তা ছাড়াও ভ্রন্‌স্কি তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ বোধ করছিলেন আরো এই জন্য যে তিনি তাঁকে একত্রে ধরেছেন কিটির সঙ্গে।

হেসে তাঁর হাতটা নিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'তাহলে কী, রবিবারে কিন্নরীপ্রধানার জন্যে নৈশভোজ হচ্ছে?'

'অবশ্যই। আমি চাঁদা তুলছি। ও হ্যাঁ, কাল আমার বন্ধু লেভিনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?' জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

---

* এটা যে খারাপভাবে বোঝে, ধিক তাকে! (ফরাসি)।

** আমার এখতিয়ার নয় (ইংরেজি)।

'হবে না মানে? কিন্তু কেন জানি উনি চলে গেলেন তাড়াতাড়ি।'

'ভারি ভালো লোক' — বলে চললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'তাই না?'

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'জানি না কেন সমস্ত মস্কোওয়ালাদের মধ্যে, অবিশ্যি যাঁর সঙ্গে কথা কইছি তিনি বাদে' — রহস্য করে যোগ দিলেন তিনি, 'রুক্ষ কী একটা যেন আছে। এই একেবারে উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, যেন সবকিছু দিয়ে টের পাওয়াতে চায় কী একটা...'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আছে বটে, সত্যি আছে...' — ফুর্তিতে হেসে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কী, শিগগিরই আসছে কি?' রেল কর্মচারীকে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্‌স্কি।

'ট্রেন আসছে' — জবাব দিল সে।

ট্রেন যত কাছিয়ে আসে ততই তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় স্টেশনে, ছুটোছুটি করে মুটেরা, দেখা দেয় সশস্ত্র পুলিশ আর কর্মচারী, এগিয়ে যায় যারা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের জন্য এসেছিল। হিমেল ভাপের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ভেড়ার চামড়ার খাটো কোট আর ফেল্টের নরম হাই-বুট পরা মজুরেরা বাঁকা রেল লাইন ডিঙিয়ে যাচ্ছে। শোনা গেল দূরের লাইনে ইঞ্জিনের হুইসিল আর ভারী কী একটা চলাচলের আওয়াজ।

'না' — ভ্রন্‌স্কিকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিটি প্রসঙ্গে লেভিনের সংকল্পের কথা জানাবার ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, 'না, তুমি আমার লেভিনকে সম্ভবত ঠিক বোঝো নি। অতি উত্তেজনাপ্রবণ লোক সে, অপ্রীতিকর হয়েও ওঠে তা সত্যি, কিন্তু মাঝে মাঝে সে হয়ে ওঠে ভারি ভালো। অতি সৎ ন্যায়নিষ্ঠ লোক, মনখানা সোনার। কিন্তু কাল ছিল একটা বিশেষ কারণ' — অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলে চললেন স্তেপান আর্কাদিচ, একেবারেই ভুলে গেলেন বন্ধুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ যা তিনি কাল অনুভব করেছিলেন, এবং এখন ঠিক সেইরকম দরদই অনুভব করছেন শুধু ভ্রন্‌স্কির প্রতি, 'হ্যাঁ, কারণ ছিল যাতে তার পক্ষে বিশেষ সুখী অথবা বিশেষ অসুখী হওয়া সম্ভব।'

ভ্রন্‌স্কি থেমে গিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন:

'তার মানে? নাকি সে কাল তোমার belle soeur*-এর কাছে প্রস্তাব দিয়েছে?'

---

* শ্যালিকা (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'হয়ত। কাল আমার এমনি কিছু একটা মনে হয়েছিল। হ্যাঁ, ও যখন আগেই চলে গেছে, আর মন-মেজাজও ভালো ছিল না, তখন এটা তাই... অনেকদিন থেকে ও প্রেমে পড়েছে, ওর জন্যে ভারি কষ্ট হয় আমার।'

'বটে!.. তবে আমি মনে করি কিটি ওর চেয়ে ভালো পাত্রের ভরসা করতে পারে।' এই বলে ভ্রন্‌স্কি বুক টান করে ফের হাঁটা শুরু করলেন, 'তবে আমি তো ওকে চিনি না' — যোগ করলেন তিনি, 'হ্যাঁ, এ এক বিছছিরি অবস্থা! এইজন্যেই বেশির ভাগ লোক পছন্দ করে ক্লারাদের সাহচর্য। সেখানে অসাফল্যে প্রমাণ হয় যে টাকা ততটা নেই। আর এখানে — মর্যাদাটাই বিপন্ন। যাক গে, ট্রেন এসে গেছে।'

সত্যিই দূরে হুইসিল দিল ইঞ্জিন। কয়েক মিনিট বাদে কেঁপে কেঁপে উঠল প্ল্যাটফর্ম, ফোঁস ফোঁস করে ভাপ ছেড়ে ঢুকল ইঞ্জিন, হিমে সে ভাপ নুয়ে পড়ছিল নিচের দিকে, ধীরে ধীরে, মাপা তালে মাঝের চাকার সঙ্গে লাগানো পিস্টন-রড বেঁকে যাচ্ছে আর টান হচ্ছে, আঁটসাঁট পোশাকে হিমানীতে আচ্ছন্ন ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে আছে, টেন্ডারের পেছনে ক্রমেই ধীরে আর প্ল্যাটফর্মকে বেশি করে কাঁপিয়ে এল মালপত্তরের ওয়াগন, তাতে ঘেউ ঘেউ করছে একটা কুকুর, শেষে প্যাসেঞ্জার ওয়াগনগুলো কেঁপে কেঁপে এসে থামল।

চটপটে কনডাক্টর হুইসিল দিতে দিতে লাফিয়ে নামল ট্রেন থেকে, তার পেছনে একের পর এক অধীর যাত্রী: নিজেকে টান টান করে চারিদিকে কড়া চোখে তাকাতে থাকল এক গার্ড অফিসার; খুশির হাসি হেসে থলি হাতে নামল এক শশব্যস্ত বেনিয়া; কাঁধে বস্তা ঝুলিয়ে চাষী।

অব্‌লোন্‌স্কির পাশে দাঁড়িয়ে ভ্রন্‌স্কি দেখছিলেন ওয়াগনগুলো আর তা থেকে নামা যাত্রীদের, মায়ের কথা তিনি একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন তখন। কিটি সম্পর্কে এখন তিনি যা জানলেন সেটা উদ্বুদ্ধ আর উল্লসিত করেছিল তাঁকে। আপনা থেকেই বুক তাঁর টান হয়ে উঠেছিল, জ্বলজ্বল করে উঠেছিল চোখ। নিজেকে তিনি বিজয়ী বলে ভাবছিলেন।

'কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়া এই কম্পার্টমেণ্টে' — ভ্রন্‌স্কির কাছে এসে জানাল চটপটে সেই কনডাক্টর।

কনডাক্টরের কথায় চৈতন্য ফিরল তাঁর, মা আর তাঁর সঙ্গে আসন্ন সাক্ষাতের কথা ভাবতে হল। আসলে মায়ের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল

না এবং সে সম্পর্কে সচেতন না থেকেই ভালোবাসতেন না তাঁকে, যদিও যে মহলে তাঁর জীবনযাত্রা সেখানকার বোধ, নিজের শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে অতিমাত্রায় বাধ্যতা আর শ্রদ্ধা ছাড়া মায়ের সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক তিনি কল্পনা করতে পারতেন না আর বাইরে যতই তিনি হতেন বাধ্য ও সশ্রদ্ধ, মনে মনে ততই তিনি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করতেন, কম ভালোবাসতেন।

॥ ১৮ ॥

কনডাক্টরের পেছন পেছন ভ্রন্‌স্কি উঠলেন ওয়াগনটায়, একজন মহিলা বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে পথ দেবার জন্য থামলেন কম্পার্টমেণ্টে ঢোকার মুখে। উঁচু সমাজের লোকেদের অভ্যস্ত মাত্রাবোধে ভ্রন্‌স্কি মহিলার চেহারার দিকে একবার চেয়েই বুঝলেন ইনি উঁচু সমাজের লোক। ক্ষমা চেয়ে তিনি ভেতরে যাবার উপক্রম করছিলেন, কিন্তু মহিলাটির প্রতি আরেকবার চেয়ে দেখার তাগিদ বোধ করলেন তিনি — সেটা এই জন্য নয় যে মহিলা অতীব সুন্দরী, তাঁর সমস্ত দেহলতা থেকে সুচারুতা আর সংযত ভঙ্গিমালাবণ্য দেখা গিয়েছিল বলে নয়, এই জন্য যে ভ্রন্‌স্কির পাশ দিয়ে উনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তাঁর মিষ্টি মুখখানায় ভারি কমনীয়, স্নেহময় একটা ভাব দেখা গিয়েছিল। ভ্রন্‌স্কি যখন মুখ ফেরালেন, তিনিও মুখ ফিরিয়েছিলেন। ঘন আঁখিপল্লবে তাঁর উজ্জ্বল ধূসর যে চোখ-দুটো কালো বলে মনে হয় তা বন্ধুর মতো নিবদ্ধ হল ভ্রন্‌স্কির মুখে, যেন তাঁকে চিনতে পেরেছেন, পরমুহূর্তেই কাকে যেন খুঁজতে চলে গেলেন এগিয়ে আসা ভিড়ের মধ্যে। এই সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিপাতেই ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়ল তাঁর মুখের সংযত সজীবতা, উজ্জ্বল চোখ আর বঙ্কিম রক্তিম ঠোঁটে ঈষৎ হাসির মাঝখানে তার ঝিলিমিলি। যেন তাঁর সত্তা পূর্ণ হয়ে হয়ে তার উদ্বৃত্তটা তাঁর ইচ্ছার অপেক্ষা না করেই আত্মপ্রকাশ করছে কখনো চোখের ছটায়, কখনো হাসিতে। ইচ্ছে করেই তিনি তাঁর চোখের ছটা চাপা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা দেখা দিয়েছে তাঁর প্রায় অলক্ষ্য হাসিতে।

ভ্রন্‌স্কি ভেতরে গেলেন। মা তাঁর রোগাটে বৃদ্ধা, কালো চোখ, কুণ্ডলী করা চুল। ছেলেকে দেখে চোখ কুঁচকে তিনি পাতলা ঠোঁটে সামান্য হাসলেন।

সোফা থেকে উঠে দাসীকে থলে দিয়ে তিনি ছোট্ট শুকনো হাত বাড়িয়ে দিলেন ছেলের দিকে, তারপর তাঁর মাথা তুলে চুম্বন করলেন মুখে।

'টেলিগ্রাম পেয়েছিলি? ভালো তো? ভগবানের কৃপা।'

'ভালোয় ভালোয় এসেছ তো?' মায়ের পাশে বসে জিগ্যেস করলেন পুত্র, অজান্তে তাঁর কান ছিল দরজার ওপাশে একটি নারী কণ্ঠের দিকে। উনি জানতেন যে ঢোকবার মুখে যে মহিলাকে দেখেছিলেন, এটি তাঁরই গলা।

কণ্ঠস্বর বলছিল, 'তাহলেও আমি আপনার সঙ্গে একমত নই।'

'ওটা পিটার্সবুর্গী দৃষ্টিভঙ্গি মান্যবরা।'

'পিটার্সবুর্গী নয়, নিতান্ত নারীসুলভ' — উত্তর দিলেন তিনি।

'তা আপনার হস্তচুম্বন করতে দিন।'

'আসুন, ফের দেখা হবে ইভান পেত্রভিচ। হ্যাঁ, দেখুন তো, আমার ভাই এখানে আছে কিনা, আমার কাছে পাঠিয়ে দিন' — দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন এবং ফের ঢুকলেন কম্পার্টমেণ্টে।

ভ্রন্স্কায়া তাঁকে শুধালেন, 'কী, ভাইকে পেলেন?'

এবার ভ্রন্স্কির স্মরণ হল, ইনিই কারেনিনা।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনার ভাই এখানেই। মাপ করবেন, আমি আপনাকে চিনতে পারি নি, তা ছাড়া আমাদের পরিচয় এত সামান্য'— ভ্রন্স্কি মাথা নোয়ালেন, 'আমার কথা নিশ্চয় আপনার মনে নেই।'

উনি বললেন, 'আরে না, আমি আপনাকে চিনতে পারতাম, কেননা সারা পথটাই বোধ হয় আপনার মায়ের সঙ্গে আমরা আপনার কথা গল্প করতে করতে এসেছি' — তাঁর যে সজীবতা বহিঃপ্রকাশ চাইছিল, অবশেষে তাকে হাসিতে পথ ছেড়ে দিয়ে বললেন 'কিন্তু আমার ভাই তো এখনো এল না।'

'ওকে ডেকে আন আলিওশা' — বললেন বৃদ্ধা কাউণ্টেস।

ভ্রন্স্কি প্ল্যাটফর্মে নেমে চিৎকার করলেন:

'অব্লোন্স্কি!'

কিন্তু ভাইয়ের জন্য কারেনিনা বসে রইলেন না, তাঁকে দেখা মাত্র দৃঢ় লঘু পায়ে বেরিয়ে এলেন ওয়াগন থেকে। আর ভাই কাছে আসতেই যে দৃঢ়, ললিত ভঙ্গিতে তিনি বাঁ হাতে ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে নিজের কাছে টেনে এনে প্রগাঢ় চুম্বন করলেন, তাতে আশ্চর্য লেগেছিল ভ্রন্স্কির। চোখ না সরিয়ে ভ্রন্স্কি চেয়ে ছিলেন কারেনিনার দিকে, নিজেই জানতেন

না কেন হাসছেন। কিন্তু মা তাঁর অপেক্ষায় আছেন মনে পড়ায় ফের উঠলেন ওয়াগনে।

কারেনিনা সম্পর্কে কাউণ্টেস বললেন, 'সত্যি, ভারি মিষ্টি, তাই না? ওঁর স্বামী ওঁকে উঠিয়ে দেন আমার কামরায়। আমি ভারি খুশি, সারা রাস্তা আমরা গল্প করেছি। কিন্তু তুই... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux.*'

'জানি না কী বলতে চাইছেন' — নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিলেন পুত্র, 'তাহলে মা যাওয়া যাক।'

কাউণ্টেসের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য কারেনিনা আবার এলেন ওয়াগনে।

ফুর্তির সুরে তিনি বললেন, 'তাহলে কাউণ্টেস, আপনি আপনার ছেলেকে পেলেন, আমি আমার ভাইকে। আমার সব কাহিনী শেষ, এর পর আর বলার কিছু নেই।'

'আরে না, না' — ওঁর হাত ধরে বললেন কাউণ্টেস, 'আপনার সঙ্গে আমি সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে পারি, একটুও বেজার লাগবে না। আপনি তেমনি একজন মিষ্টি মেয়ে যার সঙ্গে কথা বলা বা চুপ করে থাকা, দুই-ই সমান আনন্দের। আর আপনার ছেলের কথা কিছু ভাববেন না: কখনো ছেড়ে থাকা যাবে না, এ তো চলে না।'

একেবারে খাড়া শরীরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারেনিনা, চোখ-দুটি তাঁর হাসছিল।

ছেলেকে বুঝিয়ে বললেন কাউণ্টেস, 'আন্না আর্কাদিয়েভনার ছেলে আছে একটি, বোধ হয় আট বছর বয়স। কখনো তাকে ছেড়ে থাকেন নি, এবার রেখে এসেছেন বলে কষ্ট পাচ্ছেন।'

কারেনিনা বললেন, 'হ্যাঁ, সারাটা সময় কাউণ্টেস আর আমি গল্প করেছি, আমি বলেছি আমার ছেলের কথা, উনি ওঁর।' মুখ ওঁর ফের উজ্জ্বল হয়ে উঠল হাসিতে, ভ্রন্স্কির উদ্দেশে স্নিগ্ধ হাসি।

রঙ্গলীলার যে বলটা ছোঁড়া হয়েছিল সেটা তৎক্ষণাৎ লুফে নিয়ে ভ্রন্স্কি বললেন, 'তাতে নিশ্চয় ভারি ক্লান্ত হয়েছেন আপনি।' কিন্তু বোঝা গেল এই সুরে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল না কারেনিনার, উনি বৃদ্ধা কাউণ্টেসের দিকে ফিরলেন:

---

* এখনো তোমায় আদর্শ প্রেম টানছে। সে ভালোই প্রিয়বর, ভালোই (ফরাসি)।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কাল কী করে যে সময় কেটে গেল খেয়ালই করি নি। আসি তাহলে কাউণ্টেস।'

কাউণ্টেস বললেন, 'বিদায় ভাই, দিন আপনার সুন্দর মুখখানায় একটু চুমু দিই। বুড়িদের মতো স্রেফ সোজাসুজিই বলছি, আমি আপনার প্রেমে পড়ে গেছি।'

কথাটা যেভাবেই বলা হোক, বোঝা গেল কারেনিনা মনেপ্রাণে সেটা বিশ্বাস করেছেন এবং তাতে খুশি হয়ে উঠেছেন; লাল হয়ে তিনি সামান্য নুয়ে মুখ পাতলেন কাউণ্টেসের ঠোঁটের কাছে, ফের সিধে হয়ে ঠোঁট আর চোখের মাঝখানে চঞ্চল সেই হাসি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভ্রন্স্কির দিকে। বাড়িয়ে দেওয়া ছোট্ট হাতখানায় চাপ দিলেন তিনি আর কেমন যেন সতেজে কারেনিনা তাঁর হাতটা নিয়ে সজোরে এবং অসংকোচে ঝাঁকুনি দিলেন, তাতে খুশি লাগল তাঁর। কারেনিনা চলে গেলেন তাঁর রীতিমতো পুরুষ্টু দেহের পক্ষে দ্রুত, আশ্চর্য অনায়াস গতিভঙ্গিমায়।

'ভারি মিষ্টি' — বললেন বৃদ্ধা।

পুত্রও তাই ভাবছিলেন। কারেনিনার সৌষ্ঠবমণ্ডিত মূর্তি দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত ভ্রন্স্কি চেয়ে ছিলেন তাঁর দিকে, মুখে তাঁর হাসিটা লেগেই ছিল। জানলা দিয়ে তিনি দেখলেন কারেনিনা ভাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বাহুলগ্ন করে সোৎসাহে কী একটা বলতে শুরু করলেন, অবশ্যই এমন কোনো কথা যার সঙ্গে ভ্রন্স্কির কোনো সম্পর্ক নেই এবং তাতে মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর।

'কী মা, আপনি পুরোপুরি সুস্থ তো?' মায়ের দিকে ফিরে তিনি জিগ্যেস করলেন আবার।

'সব ভালো, দিব্যি সুন্দর। আলেক্সান্দর ভারি ভালো ব্যবহার করেছে। মারিও খুব সুন্দরী হয়ে উঠেছে, ভারি মন টানে।'

এবং ফের শুরু করলেন সেই কথা বলতে যাতে তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ, অর্থাৎ নাতির খিস্টদীক্ষা, যার জন্য তিনি পিটার্সবুর্গ গিয়েছিলেন, এবং বড়ো ছেলের ওপর জারের বিশেষ আনুকূল্যের কথা।

'এই তো, লাভ্রেন্তি এসে গেছে' — জানলার দিকে তাকিয়ে ভ্রন্স্কি বললেন, 'আপনার অসুবিধা না হলে এবার যাওয়া যেতে পারে।'

কাউণ্টেসের যাত্রাসঙ্গী বৃদ্ধ খানসামা গাড়িতে উঠে জানাল যে সব তৈরি। কাউণ্টেসও উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'যাওয়া যাক, এখন লোক কম।'

দাসী নিলে একটা থলে আর কুকুরটাকে। খানসামা আর একজন মুটে নিলে অন্য মালগুলো। কিন্তু মাকে বাহুলগ্ন করে ভ্রন্‌স্কি যখন গাড়ি থেকে নামলেন, হঠাৎ ত্রস্ত মুখে জনকয়েক লোক ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ছুটে গেলেন অসামান্য রঙের টুপি মাথায় স্টেশন-মাস্টারও। স্পষ্টতই অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। ট্রেনের লোকেরা ছুটে গেল পেছন দিকে।

'কী?.. কী ব্যাপার?.. কোথায়?.. ঝাঁপিয়ে পড়েছিল!.. কাটা পড়েছে!..' যারা যাচ্ছিল তাদের মধ্যে থেকে শোনা যাচ্ছিল এই সব কথা।

স্তেপান আর্কাদিচ এবং তাঁর বাহুলগ্না বোনও ভীত মুখে লোকেদের ফেলে রেখে ফিরে এসে দাঁড়ালেন ওয়াগনের সামনে।

মহিলারা গাড়িতে উঠলেন এবং ভ্রন্‌স্কি আর স্তেপান আর্কাদিচ লোকেদের পেছু পেছু গেলেন দুর্ঘটনার বিশদ খবর জানতে।

একজন পাহারাওয়ালা, হয় সে ছিল মাতাল নয় প্রচণ্ড শীতের জন্য এত বেশি জামা-কাপড় জড়ানো যে পেছন দিকে যাওয়া ট্রেনের শব্দ শুনতে পায় নি, এবং চাপা পড়ে।

ভ্রন্‌স্কি আর অব্‌লোন্‌স্কি ফেরার আগেই মহিলারা এখবর জানতে পান খানসামার কাছ থেকে।

অব্‌লোন্‌স্কি আর ভ্রন্‌স্কি দুজনেই দেখেছিলেন বিকৃত লাসটা। স্পষ্টতই অব্‌লোন্‌স্কির কষ্ট হচ্ছিল। চোখ-মুখ কুঁচকে ছিলেন তিনি, মনে হল এই বুঝি কেঁদে ফেলবেন।

'উহ্‌ কী বীভৎস! উহ্‌, আন্না, তুমি যদি দেখতে! উহ্‌ কী বীভৎস!' বলছিলেন তিনি।

ভ্রন্‌স্কি চুপ করেছিলেন, তাঁর সুন্দর মুখ গম্ভীর, তবে প্রশান্ত।

'উহ, আপনি যদি দেখতেন কাউণ্টেস' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'বউ গিয়েছে সেখানে... তার দিকে চেয়ে দেখতেও ভয় হয়... লাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সে। লোকে বলছে, লোকটার একার রোজগারে মস্তো একটা সংসার চলত। কী ভয়ঙ্কর?'

'ওর জন্যে কিছু একটা করা যায় না?' বিচলিত হয়ে কারেনিনা বললেন ফিসফিস করে।

ভ্রন্‌স্কি তাঁর দিকে তাকিয়ে তক্ষুনি নেমে গেলেন গাড়ি থেকে।

দরজার কাছে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি এক্ষুনি আসছি মা।'

কয়েক মিনিট বাদে উনি যখন ফিরলেন, স্তেপান আর্কাদিচ তখন কাউণ্টেসকে নতুন গায়িকার কথা বলছিলেন আর ছেলের প্রতীক্ষায় কাউণ্টেস অধীর হয়ে তাকাচ্ছিলেন দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'এবার চলি।'

সবাই বেরুলেন একসঙ্গে। মাকে নিয়ে ভ্রন্‌স্কি চললেন আগে আগে। পেছনে ভাইয়ের সঙ্গে কারেনিনা। ফটকের মুখে ভ্রন্‌স্কিকে ধরলেন স্টেশন-মাস্টার।

'আমার অ্যাসিস্টেণ্টকে আপনি দু'শ রুব্‌ল দিয়েছেন। দয়া করে বলুন এটা কার জন্যে।'

'বিধবার জন্যে' — কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'এ আবার জিগ্যেস করার কী আছে?'

'আপনি দিয়েছেন?' পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন অব্‌লোন্‌স্কি এবং বোনের হাতে চাপ দিয়ে যোগ করলেন, 'খুব ভালো করেছেন, খুব ভালো করেছেন! ভারি ভালো ছেলে, তাই না? আমার শ্রদ্ধা রইল কাউণ্টেস।'

বোনের সঙ্গে তিনি থেমে গিয়ে খুঁজতে লাগলেন কারেনিনার দাসীকে।

যখন তাঁরা বেরুলেন, ভ্রন্‌স্কির গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে গেছে। যারা বেরিয়ে আসছিল, তারা তখনো বলাবলি করছিল দুর্ঘটনাটা নিয়ে।

'দ্যাখো কেমন বীভৎস মরণ!' পাশ দিয়ে যেতে যেতে কে একজন বললে, 'শুনছি, দুটুকরো হয়ে গেছে।'

আরেকজন বললে, 'আমি উল্টো মনে করি, এই তো সবচেয়ে সহজ, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।'

'ওরা ব্যবস্থা নেবে না কেন?' বললে তৃতীয় জন।

কারেনিনা গাড়িতে বসলেন, স্তেপান আর্কাদিচ অবাক হয়ে দেখলেন তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখের জল চেপে রেখেছেন বহু কষ্টে।

কিছু দূরে যাবার পর তিনি জিগ্যেস করলেন, 'কী হল তোমার, আন্না?'

আন্না বললেন, 'এ একটা অলক্ষণ।'

স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যত বাজে কথা! তুমি এসেছ এইটেই প্রধান ব্যাপার। তোমার ওপর কত যে ভরসা করে আছি ভাবতে পারবে না।'

আন্না জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, এই ভ্রন্‌স্কি তোমার অনেক দিনের চেনা?'

'হ্যাঁ। জানো, আমরা আশা করছি ও কিটিকে বিয়ে করবে।'

'তাই নাকি?' আস্তে করে বললেন আন্না, তারপর যেন অনাবশ্যক, অসুবিধাজনক কিছু একটাকে দেহ থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্য মাথা ঝাঁকিয়ে যোগ দিলেন, 'এবার তোমার কথা শোনা যাক। বলো কী তোমার ব্যাপার। তোমার চিঠি পেয়ে এই চলে এলাম।'

'হ্যাঁ, তোমার ওপরেই সব ভরসা' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'তা, সব আমায় বলো।'

স্তেপান আর্কাদিচ বলতে শুরু করলেন।

বাড়ি এসে অব্‌লোন্‌স্কি বোনকে নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে চলে গেলেন অফিসে।

॥ ১৯ ॥

আন্না যখন ভেতরে ঢুকলেন ডল্লি তখন ছোটো ড্রয়িং-রুমটায় বসেছিলেন শণচুলো গোলগাল একটি খোকার সঙ্গে, শুনছিলেন তার ফরাসি ভাষার পাঠ। ছেলেটা এখন হয়ে উঠেছে তার বাপের মতোই দেখতে। ছেলেটি পড়ছিল আর জামার একটা আলগা বোতাম পাকিয়ে পাকিয়ে চেষ্টা করছিল টেনে ছেঁড়ার। কয়েক বার তার হাত সরিয়ে দিয়েছেন ডল্লি, কিন্তু গোলগাল হাতটা ফের এসে ঠেকেছে সেখানে। মা বোতামটা ছিঁড়ে রেখে দিলেন নিজের পকেটে।

'হাত সামলে রাখ গ্রিশা' — বলে মা ফের তাঁর শাল বোনায় মন দিলেন। এটি তিনি বুনছেন অনেক দিন থেকে, মনঃকষ্টের মুহূর্তে এটি টেনে নিতেন, এখন বুনছিলেন একটা স্নায়বিক উত্তেজনায়, আঙুল দিয়ে দিয়ে ঘর গুনছিলেন। বোন আসছেন কি আসছেন না এটা তাঁর কোনো দায় নয়, কাল স্বামীকে এ কথা বলে পাঠালেও তিনি তাঁর আসার জন্য সব তৈরি করে রেখেছিলেন এবং অধীর হয়ে অপেক্ষা করছিলেন ননদের।

ডল্লি তাঁর নিজের দুঃখে একেবারে মুহ্যমান। তাহলেও তাঁর মনে ছিল যে ননদ আন্না পিটার্সবুর্গের একজন অতি নামজাদা লোকের স্ত্রী, পিটার্সবুর্গ সমাজের একজন grande dame*। এই পরিস্থিতির কারণে

* মহিয়সী মহিলা (ফরাসি)।

স্বামীকে যা বলে পাঠিয়েছিলেন, তা তিনি করলেন না, অর্থাৎ ভুললেন না যে ননদ আসছেন। ডল্লি ভাবলেন, 'হ্যাঁ, যতই হোক, আন্নার তো কোনো দোষ নেই। ওঁর মধ্যে ভালো ছাড়া মন্দ আমি কিছু দেখি নি, আর আমার সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারে আমি কেবল প্রীতি আর বন্ধুত্বই দেখেছি।' অবিশ্যি পিটার্সবুর্গে কারেনিনদের ওখানে তাঁর বসবাসের যে স্মৃতিটুকু তাঁর মনে আছে তাতে ওঁদের বাড়িটাই তাঁর ভালো লাগে নি; তাঁদের গোটা পারিবারিক জীবনযাত্রার মধ্যে কী একটা যেন মিথ্যা ছিল। 'কিন্তু ওঁকে গ্রহণ করব না কেন? শুধু আমায় যেন সান্ত্বনা দিতে না আসেন' — ভাবলেন ডল্লি, 'সমস্ত সান্ত্বনা, আর উপদেশ, আর খ্রিষ্টীয় ক্ষমার কথা আমি হাজার বার ভেবে দেখেছি, ও সব কাজের কিছু নয়।'

এই কয়দিন ডল্লি একা ছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে। নিজের দুঃখের কথা উনি কাউকে বলতে চান নি, আর মনের মধ্যে সে দুঃখ পুষে রেখে তিনি অন্য কিছু বলতেও পারতেন না। তাহলেও তিনি জানতেন যে আন্নাকে যে করেই হোক না কেন সব বলবেন। আর কখনো তিনি বলবেন ভেবে খুশি হচ্ছিলেন, আবার কখনো রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে ওঁর কাছে, স্বামীর বোনের কাছে নিজের অপমানের কথা বলতে হবে, আর তাঁর মুখ থেকে শুনতে হবে উপদেশ আর সান্ত্বনার তৈরি বুলি।

যা প্রায়ই ঘটে থাকে, উনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রতি মুহূর্তে অতিথির জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং ঠিক সেই মুহূর্তটাই খেয়াল করলেন না যখন অতিথি এসে গেছেন, কেননা ঘণ্টি কানে যায় নি তাঁর।

গাউনের খসখস আর ততক্ষণে দরজায় লঘু পদশব্দ শুনে তিনি ফিরে তাকালেন, তাঁর কাতর মুখে আপনা থেকেই ফুটে উঠল আনন্দ নয়, বিস্ময়। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আলিঙ্গন করলেন ননদকে।

চুমু খেয়ে বললেন, 'সেকি, এর মধ্যেই এসে গেছ?'

'তোমায় দেখে কী আনন্দই না হচ্ছে ডল্লি!'

'আমারও আনন্দ হচ্ছে' — ক্ষীণ হেসে এবং আন্নার মুখের ভাব দেখে তিনি জানেন কিনা সেটা অনুমান করার চেষ্টা করে ডল্লি বললেন। আন্নার মুখে সহানুভূতির ছায়া লক্ষ্য করে ভাবলেন, 'নিশ্চয় জানে।' — 'চলো, তোমার ঘরে তোমাকে দিয়ে আসি' — বোঝাবুঝির মুহূর্তটা যথাসম্ভব পেছিয়ে দেবার চেষ্টা করে ডল্লি বললেন।

'এই গ্রিশা? আরে, কী বড়োই না হয়ে উঠেছে!' ওকে চুমু খেয়ে এবং

ডল্লির ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে আন্না থেমে গেলেন এবং লাল হয়ে উঠলেন, 'না, কোথাও এখন আর যেতে চাই নে বাপু।'

রুমাল আর টুপি খুললেন তিনি, সবদিকে তাঁর কালো চুলের কুণ্ডল, একগোছা আটকে গিয়েছিল টুপিতে, মাথা ঝাঁকিয়ে সেটা ছাড়ালেন।

প্রায় ঈর্ষা নিয়ে ডল্লি বললে, 'সুখে স্বাস্থ্যে সর্বদাই জ্বলজ্বল করো তুমি।'

'আমি?.. তা হ্যাঁ' — বললেন তিনি, 'আরে তানিয়া না? ভগবান! আমার সেরিওজার সমবয়সী।' ছুটে আসা একটি মেয়েকে দেখে বলে উঠলেন আন্না, কোলে নিয়ে চুমু খেলেন তাকে। 'কী সুন্দর মেয়ে, কী সুন্দর! দেখাও-না ওদের সবাইকে।'

এক-এক করে ওদের নাম করলেন তিনি, এবং শুধু নাম নয়, কার কোন বছর, কোন মাসে জন্ম, কার কেমন স্বভাব, কী রোগে ভুগেছে এ সবই মনে করে বললেন তিনি এবং ডল্লি তার কদর না করে পারলেন না।

'বেশ, চলুন ওদের কাছে' — ডল্লি বললেন, 'শুধু ভাসিয়া ঘুমচ্ছে, এইটেই যা আফশোস।'

ছেলেদের দেখে এসে ওঁরা একলা ড্রয়িং-রুমে বসলেন কফি নিয়ে। আন্না ট্রে-টা নিয়েছিলেন, পরে তা সরিয়ে রাখলেন।

বললেন, 'ডল্লি, ও আমায় বলেছে।'

শীতল দৃষ্টিতে ডল্লি তাকালেন আন্নার দিকে। এর পর ভান করা সহানুভূতির বুলি আশা করছিলেন তিনি; কিন্তু আন্না তেমন কিছু বললেন না।

বললেন, 'ডল্লি লক্ষ্মীটি, ওর হয়ে তোমায় কিছু বলব না, সান্ত্বনা দিতে যাব না, সে অসম্ভব। কিন্তু, লক্ষ্মী আমার, শুধু কষ্ট হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে তোমার জন্যে।'

তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের ঘন পক্ষ্মতল থেকে হঠাৎ টলমল করে উঠল অশ্রু। তিনি ঘেঁষে বসলেন বৌদির দিকে, নিজের ছোট্ট সজীব হাতে চেপে ধরলেন তাঁর হাত। ডল্লি সরে গেলেন না, কিন্তু বদল হল না মুখের নীরস ভাবটায়। বললেন:

'আমায় সান্ত্বনা দিয়ে লাভ নেই। যা ঘটেছে তারপর সবই গেছে, সবই ডুবেছে।'

আর এই কথাটা বলামাত্র হঠাৎ নরম হয়ে এল তাঁর মুখভাব। ডল্লির শুকনো রোগা হাতখানা তুলে চুমু খেয়ে আন্না বললেন:

'কিন্তু ডল্লি, কী করা যায়, কী করা যায়? এই ভয়ংকর অবস্থায় কী করলে ভালো হবে? সেইটে ভাবা দরকার।'

ডল্লি বললেন, 'সব শেষ, সব চুকে গেছে। আর সবচেয়ে খারাপ কী জানো, আমি ওকে ত্যাগ করতে পারি না; ছেলেপিলেরা রয়েছে, আমি যে বাঁধা। কিন্তু ওর সঙ্গে ঘর করতেও আমি পারব না, ওকে দেখলেই যন্ত্রণা হয় আমার।'

'ডল্লি, বোনটি আমার, ও আমায় বলেছে, কিন্তু আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই, সবকিছু আমায় বলো।'

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ডল্লি তাকালেন তাঁর দিকে।

আন্নার মুখে দেখা গেল অকৃত্রিম সহমর্মিতা আর ভালোবাসা।

হঠাৎ ডল্লি বললেন, 'বেশ তাই হোক। কিন্তু আমি গোড়া থেকে সব বলব। তুমি জানো আমার বিয়ে হয় কিভাবে? মায়ের শিক্ষাগুণে আমি শুধু নিরীহ নয়, হাঁদাই ছিলাম। কিছুই জানতাম না আমি। আমি জানি লোকে বলে, স্বামী তার আগের জীবন সম্পর্কে স্ত্রীকে সবকিছু বলবে। কিন্তু স্তিভা...' নিজেকে সংশোধন করে নিলেন তিনি, 'স্তেপান আর্কাদিচ আমায় কিছুই বলে নি। তোমার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমি ভেবে এসেছি, আমিই একমাত্র নারী যাকে ও জানে। এইভাবেই কাটিয়েছি আট বছর। তুমি বুঝে দ্যাখো, আমি শুধু তাকে অবিশ্বস্ততায় সন্দেহ করি নি তাই নয়, ভাবতাম ওটা অসম্ভব। তারপর এই ধরনের ধারণা নিয়ে হঠাৎ, ভেবে দ্যাখো, এই সব বীভৎসতা, এই কদর্যতা... তুমি আমায় বোঝার চেষ্টা করো। নিজের সুখে একেবারে নিঃসন্দেহ থাকার পর হঠাৎ...' ডল্লি বলে চললেন তাঁর ফোঁপানি চেপে, 'পাওয়া গেল চিঠি, ওর চিঠি ওর প্রণয়িনীর কাছে। আমারই গাভর্নেসের কাছে। না, এটা বড়ো বেশি সাংঘাতিক!' উনি তাড়াতাড়ি করে রুমাল চাপা দিলেন মুখে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে চললেন, 'একটা আসক্তির ব্যাপার হলেও নয় বুঝতাম। কিন্তু ভেবে চিন্তে ধূর্তামি করে আমায় প্রতারণা... কিন্তু কার সঙ্গে? ওকে নিয়ে আবার সেইসঙ্গে আমার স্বামী হয়ে থাকা... এটা সাংঘাতিক! তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না।'

'না, না, আমি বুঝতে পারছি ডল্লি, বুঝতে পারছি' — তাঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন আন্না।

ডল্লি বলে চললেন, 'আমার অবস্থা যে কী সাংঘাতিক সেটা ও বোঝে বলে তুমি ভাবছ? এক বিন্দু না! ও দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে।'

'না, না' — তাড়াতাড়ি করে বাধা দিলেন আন্না, 'ও নেহাৎ কৃপাপাত্র, অনুশোচনায় মরছে...'

'ওর পক্ষে অনুশোচনা কি সম্ভব?' একদৃষ্টে ননদের মুখেশের দিকে তাকিয়ে বাধা দিলেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ওকে জানি। ওকে দেখে কষ্ট হচ্ছিল আমার। দু'জনেই তো আমরা ওকে জানি। ওর মনটা ভালো, কিন্তু গর্ব আছে তো, আর এখন একেবারে হতমান... প্রধান যে জিনিসটা আমায় নাড়া দিয়েছে' — (আন্না অনুমান করে নিলেন প্রধান কোন জিনিসটা ডল্লিকে নাড়া দিতে পারে), 'দুটো ব্যাপার তাকে দগ্ধে মারছে: ছেলেমেয়েদের সামনে লজ্জা, আর তোমায় ভালোবাসা সত্ত্বেও... হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি করে তোমায় ভালোবাসা সত্ত্বেও' — আপত্তি করতে ওঠা ডল্লিকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাকেই কষ্ট দিয়েছে, তোমাকে শেষ করে ফেলেছে। ও কেবলি বলছে, 'না, না, আমায় ও ক্ষমা করবে না।''

চিন্তামগ্নের মতো ডল্লি ননদের দিকে না তাকিয়ে তাঁর কথা শুনে যাচ্ছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বুঝি যে ওর অবস্থাটা দুর্বিষহ; নির্দোষের চেয়ে দোষীর হাল হয় খারাপ, যদি সে বুঝে থাকে যে তার দোষেই এই দুর্ভাগ্য। কিন্তু কী করে ক্ষমা করি, ওই মেয়েটার পর কী করে থাকি তার স্ত্রী হয়ে? ওর সঙ্গে থাকা এখন আমার কাছে যন্ত্রণা, ওর প্রতি আমার অতীত ভালোবাসাটা আমি ভালোবাসি বলেই...'

ফোঁপানিতে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু যতবার তিনি নরম হয়ে আসছিলেন, ততবারই যেটা তাঁকে জ্বালাচ্ছে, ফের সেই কথা বলতে শুরু করছিলেন তিনি।

'ওর যে বয়স কম, ও যে সুন্দরী' — ডল্লি বলে চললেন, 'আমার যৌবন, আমার রূপ কে হরণ করেছে জানো আন্না? ও আর তার ছেলেমেয়েরা। ওর জন্যে খেটে গেছি আমি, সেই খাটুনিতেই আমার সবকিছু

গেছে, আর এখন তাজা, ইতর একটি প্রাণীকে মনোরম লাগবে বৈকি। ওরা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে আমার কথা বলাবলি করেছে, কিংবা যা আরো খারাপ, চুপ করে থেকেছে, বুঝেছ?' ফের চোখে ওঁর ফুটে উঠল আক্রোশ, 'আর এর পর ও আমাকে বলবে... ওকে আমি কি আর বিশ্বাস করব? কখনো না। না, যা ছিল আমার সান্ত্বনা, আমার খাটুনির পুরস্কার, যন্ত্রণা, সব চুকে গেছে... তুমি বিশ্বাস করবে কি? এই তো, গ্রিশাকে পড়াচ্ছিলাম: আগে এটা ছিল আনন্দের ব্যাপার, এখন কষ্ট। কেন আমি খাটছি, চেষ্টা করে যাচ্ছি? ছেলেপিলে নিয়ে কী হবে আমার? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে মন আমার হঠাৎ পালটে গেছে। ভালোবাসা, কোমলতার বদলে ওর প্রতি আমার আছে কেবল আক্রোশ, হ্যাঁ আক্রোশ। আমি ওকে খুন করতে পারি...'

'ডল্লি, বোন আমার, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু নিজেকে কষ্ট দিও না। তুমি এত অপমানিত, এত উত্তেজিত হয়েছ যে অনেক জিনিসকে তুমি দেখছ একটু অন্যভাবে।'

ডল্লি শান্ত হয়ে এলেন, মিনিট দুয়েক চুপ করে রইলেন ওঁরা।

'কী করা যায় আন্না, ভেবে বলো, সাহায্য করো আমায়। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু পথ পাচ্ছি না।'

আন্না কিছুই ভেবে উঠতে পারলেন না, কিন্তু বৌদির প্রতিটি কথা, প্রতিটি মুখভাবে সরাসরি সাড়া দিচ্ছিল তাঁর হৃদয়।

এই বলে শুরু করলেন আন্না, 'শুধু একটা কথা বলি, আমি ওর বোন, ওর চরিত্র আমার জানা, জানি ওর সবকিছু ভুলে যাবার' — (কপালের সামনে হাতের একটা ভঙ্গি করলেন তিনি), 'এই সামর্থ্য, পুরোপুরি আসক্তি তবে আবার পুরোপুরি অনুশোচনার এই প্রবণতা। যা সে করেছে সেটা করতে পারল কিভাবে তা এখন আর তার বিশ্বাস হচ্ছে না, বুঝতে পারছে না।'

ডল্লি বাধা দিলেন, 'না, বোঝে, বুঝেছে! কিন্তু আমার কথা তুমি ভুলে যাচ্ছ... আমার পক্ষে কি এটা সহজ?'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমায় যখন ও ঘটনাটা বলেছিল, তখন তোমার অবস্থাটা কত ভয়ংকর তা আমি বুঝি নি, সেটা তোমার কাছে স্বীকার করছি। আমি শুধু দেখেছিলাম ওকে, দেখেছিলাম যে পরিবার ভেঙে পড়ছে; ওর জন্যে মায়া হয়েছিল আমার, কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলার

পরে আমি নারী হিশেবে অন্য কিছু দেখছি; দেখছি তোমার যন্ত্রণা, বলতে পারব না তোমার জন্যে কী যে কষ্ট হচ্ছে আমার! কিন্তু ডল্লি, বোন আমার, তোমার যন্ত্রণা আমি বেশ বুঝতে পারছি, শুধু একটা জিনিস আমি জানি না... জানি না... জানি না ওর জন্যে তোমার প্রাণের ভেতর কতটা ভালোবাসা এখনো আছে। সেটা তুমি জানো — এতটা কি আছে যাতে ওকে ক্ষমা করা সম্ভব। যদি থাকে, তাহলে ক্ষমা করো।'

'না' — ডল্লি শুরু করেছিলেন, কিন্তু আরেক বার তাঁর হাতে চুমু খেয়ে আন্না থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

বললেন, 'দুনিয়াটা আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। স্তিভার মতো এই সব লোকেদের আমি চিনি, জানি কিভাবে তারা এই ব্যাপারগুলোকে দেখে। তুমি বলছ, মেয়েটার সঙ্গে ও তোমার কথা বলাবলি করেছে। তা সে করে নি। এই সব লোকে বিশ্বাসহানির কাজ করতে পারে, কিন্তু নিজেদের গৃহ আর গৃহিণী তাদের কাছে পবিত্র। এই ধরনের মেয়েরা ওদের কাছে কেমন যেন অবজ্ঞাই পেয়ে থাকে, পরিবারের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে না। ওরা যেন দুর্লঙ্ঘ্য কী একটা রেখা টানে পরিবার আর এদের মধ্যে। আমি ঠিক বুঝি না, কিন্তু ব্যাপারটা এই রকমই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ও তো চুমু খেয়েছে ওকে...'

'শোনো ডল্লি, বোনটি আমার। স্তিভা যখন তোমার প্রেমে পড়েছিল তখন তো আমি ওকে দেখেছি। সে সময়টা আমার বেশ মনে আছে যখন সে আমার কাছে তোমার কথা বলতে গিয়ে কাঁদত, ওর কাছে কী কাব্য আর সমুন্নতির উপলক্ষ ছিলে তুমি। আমি এও জানি যে তোমার সঙ্গে ওর যত দিন কেটেছে ততই ওর চোখে তুমি উঁচু হয়ে উঠেছ। ওকে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম, প্রতিটি কথায় ও যোগ দিত: 'ডল্লি আশ্চর্য মেয়ে।' ওর কাছে তুমি সর্বদাই ছিলে এবং আছ স্বর্গের দেবী। ওর এই আসক্তিটা প্রাণ থেকে নয়...'

'কিন্তু আসক্তির যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে?'

'আমি যতটা বুঝি হওয়া সম্ভব নয়...'

'কিন্তু তুমি ক্ষমা করতে পারতে?'

'জানি না, বিচার করে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়... না, সম্ভব' — খানিকটা ভেবে নিয়ে মনে মনে অবস্থাটা মানদণ্ডে চাপিয়ে আন্না বললেন, 'না, সম্ভব, সম্ভব, সম্ভব। হ্যাঁ, আমি হলে ক্ষমা করতাম। ঠিক একইরকম

থেকে যেতাম না নিশ্চয়, কিন্তু ক্ষমা করতাম, এবং এমনভাবে করতাম যেন কিছু হয় নি, একেবারেই কিছু হয় নি।'

'সে তো বটেই' — তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন ডল্লি। যেন অনেক বার যা ভেবেছিলেন তাই বলছেন, 'নইলে তো ওটা ক্ষমাই নয়। যদি ক্ষমা করতে হয়, তাহলে পুরোপুরি, পুরোপুরি। নাও, চলো তোমায় তোমার ঘরে নিয়ে যাই' — উঠে দাঁড়িয়ে ডল্লি বললেন এবং যেতে যেতে আলিঙ্গন করলেন আন্নাকে, 'তুমি এসেছ বলে ভারি খুশি হয়েছি। মনটা হালকা হল, অনেক হালকা।'

॥ ২০ ॥

সারা দিন আন্না বাড়িতে, অর্থাৎ অব্‌লোন্‌স্কিদের ওখানে কাটালেন। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা করলেন না। আন্নার আসার খবর পেয়ে তাঁরা এসে হাজির হয়েছিলেন সেই দিনই। সকালটা তিনি কাটালেন ডল্লি আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, ভাইকে চিঠি লিখে পাঠালেন তিনি যেন অবশ্য-অবশ্যই বাড়িতে খান। লিখলেন, 'চলে এসো, ঈশ্বর করুণাময়।'

অব্‌লোন্‌স্কি বাড়িতে খেলেন; কথাবার্তা হল সাধারণ, স্ত্রী তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন 'তুমি' বলে, যেটা আগে বলছিলেন না। স্ত্রী-স্বামীর মধ্যে সম্পর্কে একইরকম অনাত্মীয়তা রয়ে গেল, কিন্তু ছাড়াছাড়ির প্রশ্ন আর ছিল না এবং ব্যাখ্যা করে মিটিয়ে নেবার সম্ভাবনা দেখতে পেলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

খাওয়ার ঠিক পরেই এল কিটি। আন্না আর্কাদিয়েভনাকে কিটি চিনত, তবে খুবই সামান্য। দিদির কাছে কিটি এল একটু ভয়-ভয় মনেই, পিটার্সবুর্গের উচ্চ সমাজের এই যে মহিলাকে সবাই এত প্রশংসা করে, তিনি কিভাবে তাকে গ্রহণ করবেন এই নিয়ে তার শংকা ছিল। কিন্তু কিটিকে ভালো লাগল আন্না আর্কাদিয়েভনার — এটা সে তক্ষুনি টের পেল। স্পষ্টতই আন্না মুগ্ধ হয়েছিলেন কিটির রূপ ও তারুণ্যে এবং কিটি সচেতন হতে না হতেই অনুভব করল যে সে শুধু আন্নার প্রভাবে পড়েছে তাই নয়, তাঁকে ভালোবেসেও ফেলেছে, যেভাবে কোনো তরুণী ভালোবাসতে পারে বয়সে বড়ো বিবাহিত কোনো মহিলাকে। আন্নাকে উঁচু সমাজের মহিলা বা আট বছর বয়স্ক ছেলের মা বলেও মনে হল না। বরং গতির নমনীয়তা,

সতেজ ভাব আর মুখের যে সজীবতা কখনো তাঁর হাসিতে, কখনো দৃষ্টিতে ফুটে উঠত তাতে তাঁকে বিশ বছরের তরুণীর মতোই লাগে, অবশ্য যদি তাঁর সে মুখ গম্ভীর, মাঝে মাঝে বিষণ্ণ ভাব ধারণ না করত। সেটায় বিস্মিত ও আকৃষ্ট বোধ করল কিটি। সে অনুভব করছিল যে আন্না একেবারে সহজ মানুষ, কিছুই লুকিয়ে রাখেন না, তবু কিটির কাছে অনধিগম্য জটিল কাব্যিক আগ্রহের একটা উঁচু ধরনের জগৎ যেন তাঁর মধ্যে বিরাজমান।

আহারের পর ডল্লি যখন উঠে গেলেন তাঁর ঘরে, আন্না দ্রুত চলে গেলেন ধূমপানরত ভাইয়ের কাছে।

ফুর্তি করে চোখ মটকে তাঁর ওপর ক্রুশ করে চোখ দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে বললেন, 'যাও স্তিভা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।'

আন্নার কথা ধরতে পেরে তিনি চুরুট ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান করলেন দরজার ওপাশে।

স্তেপান আর্কাদিচ চলে যেতে তিনি ফিরলেন সোফায়, সেখানে রইলেন শিশু পরিবৃত হয়ে। মা যে এই পিসিকে ভালোবাসেন সেটা তাদের চোখে পড়েছিল বলেই কি, অথবা তারা নিজেরাই তাঁর মধ্যে একটা বিশেষ মাধুর্য অনুভব করেছিল বলেই হোক, তবে বড়ো দুটি আর তাদের দেখাদেখি ছোটোরাও, শিশুদের বেলায় যা প্রায়ই ঘটে থাকে, আহারের আগে থেকেই নতুন পিসিকে ছেঁকে ধরেছিল, সঙ্গ ছাড়ছিল না তাঁর। কী করে পিসির যথাসম্ভব কাছ ঘেঁসে বসা যায়, তাঁকে ছোঁয়া যায়, তাঁর ছোট্ট হাতখানা নিয়ে চুমু খাওয়া যায়, খেলা করা যায় তাঁর আংটি নিয়ে, অন্তত তাঁর পোশাকের কুঁচি নিয়ে নাড়াচাড়া করা যায় এই নিয়ে যেন একটা খেলা শুরু হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

নিজের জায়গায় বসে আন্না বললেন, 'নাও, নাও, আগে যে যেমন বসেছিলাম।'

এবং ফের গ্রিশা তাঁর হাতের তল দিয়ে মাথা গলিয়ে পোশাকের ওপর মাথা রাখলে, গর্বে আর সুখে জ্বলজ্বল করে উঠল সে।

'তা বলনাচটা হচ্ছে কখন?' কিটির দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'সামনের সপ্তাহে। খাশা নাচ। যেখানে সর্বদাই ফুর্তি লাগে তেমনি ধরনের একটা।'

'কিন্তু এমন বলনাচ আছে কি যেখানে সর্বদাই ফুর্তি জমে?' স্নিগ্ধ রহস্যের সুরে বললেন তিনি।

'আশ্চর্য লাগলেও আছে। বব্রিশ্যেভদের ওখানে সর্বদা জমে, নিকিতিনদের ওখানেও, কিন্তু মেঝকোভদের ওখানে সর্বদাই একঘেয়ে। আপনি কি লক্ষ্য করেন নি?'

'না, বোন, ফুর্তির বলনাচ আমার আর নেই' — আন্না বললেন আর কিটি তার চোখে দেখল সেই বিশেষ জগৎ যা তার কাছে অনুদ্‌ঘাটিত, 'আমার কাছে শুধু তেমন বলনাচই সম্ভব যা কম দুঃসহ, কম একঘেয়ে...'

'বলনাচে আপনার একঘেয়ে লাগে কেমন করে?'

'কেন একঘেয়ে লাগবে না আমার?' জিগ্যেস করলেন আন্না।

কিটি লক্ষ্য করল যে কী উত্তর আসবে সেটা আন্নার জানা।

'আপনি সর্বদা সবার চেয়ে সেরা বলে।'

লাল হয়ে ওঠার সামর্থ্য আন্নার ছিল। লাল হয়ে তিনি বললেন:

'প্রথমত, কখনোই তা নই। দ্বিতীয়ত, যদি হইও তাতে আমার কী এসে গেল?'

কিটি জিগ্যেস করলে, 'আপনি এই বলনাচে যাবেন?'

'আমার মনে হয় না গিয়ে চলবে না। এই নে' — তিনি বললেন তানিয়াকে, ক্রমশ সরু হয়ে আসা তাঁর শাদা আঙুল থেকে সহজে খসে আসা একটা আংটি টানাটানি করছিল সে।

'আপনি গেলে ভারি খুশি হব আমি। বলনাচে আপনাকে দেখার খুব ইচ্ছে আমার।'

'অন্তত যদি যেতে হয়, তাহলে এই ভেবে প্রবোধ মানব যে এতে আপনি আনন্দ পেয়েছেন... গ্রিশা টানাটানি করিস না রে, এমনিতেই সব আলুথালু হয়ে আছে' — বেরিয়ে আসা যে একগোছা চুল নিয়ে গ্রিশা খেলছিল, সেটা ঠিক করে নিয়ে বললেন তিনি।

'বলনাচে আমি আপনাকে কল্পনা করছি ভাওলেট রঙের পোশাকে।'

'ঠিক ভাওলেট রঙই হতে হবে কেন?' হেসে জিগ্যেস করলেন আন্না, 'নাও ছেলেমেয়েরা, যাও এবার, যাও। শুনছ না, মিস গুল ডাকছেন চা খেতে' — ছেলেদের হাত থেকে নিজেকে খসিয়ে তাদের ডাইনিং-রুমে পাঠাতে পাঠাতে বললেন তিনি।

'আর আমি জানি কেন আপনি আমায় বলনাচে ডাকছেন। এই বলনাচটা থেকে আপনার আশা আছে অনেক, তাই আপনার ইচ্ছে হচ্ছে সবাই যেন সেখানে থাকে, তাতে যোগ দেয়।'

'কী করে জানলেন? হ্যাঁ, তাই।'

'ওহ্ কী চমৎকার আপনাদের এই বয়সটা' — আন্না বলে চললেন, 'বেশ মনে আছে, সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ের ওপরকার নীল কুয়াশার মতো এই কুয়াশাটা যে আমার চেনা। এ কুয়াশা পুলকে ছেয়ে দেয় ওই বয়সটাকে, যখন শৈশব এই শেষ হল বলে, আর এই বিশাল সুখী মহলটা থেকে কেবলি বেরিয়ে আসছে পথ, আর সারি সারি এই কক্ষগুলোয় ঢুকতে যেমন আনন্দ হচ্ছে, তেমনি ভয়ও করছে যদিও মনে হচ্ছে এ হর্ম্য যেন উজ্জ্বল আর অপরূপ... কে না গেছে এর ভেতর দিয়ে?'

নীরবে হাসল কিটি। আন্নার স্বামী আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অকাব্যিক চেহারাটা মনে করে সে ভাবল, 'কিন্তু কেমন করে উনি গেলেন এর ভেতর দিয়ে? ওঁর সমস্ত রোমান্সটা জানতে আমার ভারি ইচ্ছে।'

'আমি কিছু কিছু জানি। স্তিভা আমায় বলেছে, অভিনন্দন জানাই আপনাকে, লোকটিকে আমার ভারি ভালো লেগেছে' — আন্না বলে চললেন, 'ভ্রন্স্কির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে রেল স্টেশনে।'

'আরে, উনি গিয়েছিলেন সেখানে?' লাল হয়ে জিগ্যেস করল কিটি, 'স্তিভা কী বলেছে আপনাকে?'

'বকবক করে স্তিভা আমায় সবই বলে ফেলেছে। আমিও খুব খুশি হয়েছি। কাল আমি ট্রেনে এসেছি ভ্রন্স্কির মায়ের সঙ্গে' — আন্না বলে চললেন, 'মা-র মুখে কেবলি ছেলের কথা; এটি ওঁর আদরের ছেলে; মায়েরা কিরকম পক্ষপাতী হয় তা আমি জানি, কিন্তু...'

'মা আপনাকে কী বললেন?'

'সে অনেক! আমি জানি যে ও মায়ের আদরের ছেলে, তাহলেও দেখেই বোঝা যায় সে বীরব্রতী... যেমন, মা বলেছেন সে তার সমস্ত সম্পত্তি ভাইকে দিয়ে দিতে চেয়েছিল, ছেলেবেলাতেই অসাধারণ একটা কান্ড করেছে সে, জলে ডোবা থেকে একটি মেয়েকে বাঁচিয়েছে। মোট কথা বীর...' হেসে বললেন আন্না। স্টেশনে যে দু'শ রুব্ল দিয়েছেন, সেটা স্মরণ করলেন তিনি।

কিন্তু ওই দু'শ রুব্লের কথাটা উনি বললেন না। কেন জানি সেটা মনে করতে তাঁর খারাপ লাগছিল। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘটনাটার সঙ্গে তাঁরও যেন কিছু একটা যোগ আছে যা থাকা উচিত ছিল না।

আন্না বললেন, 'কাউন্টেস আমায় খুব করে তাঁর ওখানে যেতে বলেছেন।

বুড়িকে দেখতে যেতে আমার আনন্দই হবে, কালই যাব। তবে, থাক বাবা, স্তিভা ডল্লির ঘরে রয়েছে অনেকখন' — আলাপের প্রসঙ্গ বদলিয়ে যোগ করলেন আন্না এবং উঠে দাঁড়ালেন, কিটির মনে হল কেন জানি অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি।

'না, না আমি আগে! না আমি!' চা-পর্ব শেষ করে আন্না পিসির কাছে ছুটে আসতে আসতে চেঁচাচ্ছিল ছেলে-মেয়েরা।

'সবাই আমরা একসঙ্গে' — এই বলে আন্না হাসতে হাসতে ছুটে গেলেন তাদের দিকে, সবাইকে জড়িয়ে ধরে ঢিপ করে ফেললেন উল্লাসে চেঁচামেচি করা এই গোটা দলটাকে।

॥ ২১ ॥

বড়োদের চায়ের সময় ডল্লি বেরুলেন তাঁর ঘর থেকে। স্তেপান আর্কাদিচ বেরুলেন না। নিশ্চয় স্ত্রীর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেছেন পিছনের দরজা দিয়ে।

আন্নার দিকে ফিরে ডল্লি বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে ওপরে তোমার শীত করবে। আমার ইচ্ছে তোমায় নিচে নামিয়ে আনি, দু'জনে কাছাকাছিও থাকা যাবে।'

'আরে না, আমার জন্যে ভাবনা নেই' — ডল্লির মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমাট হয়ে গেছে কি না আন্দাজ করার চেষ্টা করে বললেন আন্না।

বৌদি বললেন, 'এখানে আলো হত বেশি।'

'তোমায় বলছি যে সবখানে এবং সর্বদা আমি অঘোরে ঘুমাই।'

'কী নিয়ে কথা হচ্ছে' — স্টাডি থেকে বেরিয়ে বৌকে উদ্দেশ করে শুধালেন স্তেপান আর্কাদিচ।

তাঁর গলার সুরে কিটি এবং আন্না দু'জনেই বুঝলেন যে মিটমাট হয়ে গেছে।

'আমি চাইছি আন্নাকে নিচে নামিয়ে আনতে, তবে পর্দা টাঙাতে হবে নতুন করে। কিন্তু কেউ সেটা পারবে না, করতে হবে আমাকেই' — জবাবে স্বামীকে বললেন ডল্লি।

'পুরো মিটমাট হয়েছে কিনা ভগবানই জানে না' — তাঁর নিরুত্তাপ অচঞ্চল গলা শুনে আন্না ভাবলেন।

স্বামী বললেন, 'আহ ডল্লি, বাড়িয়ে বলো না। বলো তো আমিই করে দিচ্ছি...'

'হ্যাঁ, মিটমাট হয়েছে তাহলে' — ভাবলেন আন্না।

'তুমি যে কী করবে তা বেশ জানা আছে মশায়' — ডল্লি বললেন, 'মাতভেইকে এমন কিছু করার হুকুম দেবে যা করা যায় না, আর নিজে যাবে বেরিয়ে। সেও সব গোলমাল করে বসবে।' আর এ কথা বলার সময় ডল্লির ঠোঁটের কোনা কুঁচকে উঠল তাঁর অভ্যস্ত শ্লেষের হাসিতে।

'একেবারে, একেবারে মিটমাট, এক্কেবারে' — ভাবলেন আন্না, 'জয় ভগবান!' এবং তিনিই যে এর হেতু এতে খুশি হয়ে ডল্লির কাছে গিয়ে চুমু খেলেন তাঁকে।

'মোটেই না। আমায় আর মাতভেইকে এত তাচ্ছিল্য কেন করো বলো তো?' স্ত্রীর দিকে চেয়ে প্রায় অলক্ষ্য একটু হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বরাবরের মতো গোটা সন্ধ্যা ডল্লি স্বামীকে ঠাট্টা করে চললেন আর স্তেপান আর্কাদিচ রইলেন হাসিখুশি তুষ্ট হয়ে, কিন্তু শুধু ততটা যাতে না প্রকাশ পায় যে মার্জনা লাভ করায় তিনি তাঁর অপরাধ ভুলে গেছেন।

সাড়ে ন'টার সময় অব্‌লোন্‌স্কিদের বাড়িতে চায়ের আসরে সবিশেষ আনন্দময় প্রীতিকর পারিবারিক সান্ধ্যালাপটা ক্ষুণ্ণ হল বাহ্যত অতি সাধারণ একটা ঘটনায় কিন্তু সেই সাধারণ ঘটনাটাই কেন জানি সবার কাছে মনে হল অদ্ভুত। পিটার্সবুর্গের সাধারণ পরিচিতদের কথা বলতে বলতে আন্না ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, 'আমার অ্যালবামে ছবি আছে, ভালো কথা, আমার সেরিওজাকেও দেখাব তোমাদের' — গর্বিত মায়ের হাসি নিয়ে যোগ করলেন তিনি।

দশটার সময় যখন সাধারণত তিনি ছেলের কাছ থেকে বিদায় নিতেন এবং বলনাচে যাবার আগে নিজে শুইয়ে দিতেন তাকে, এখন তার কাছ থেকে এত দূরে আছেন ভেবে বিষণ্ণ লাগল তাঁর; এবং যা নিয়েই কথাবার্তা চলুক, থেকেই থেকেই তাঁর মন চলে যাচ্ছিল তাঁর কোঁকড়া-চুলো সেরিওজার পানে। তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল তার ছবিটা চেয়ে দেখে তার গল্প করে শোনায়, প্রথম অজুহাতের সুযোগ নিয়ে তিনি তাঁর লঘু, দৃঢ়চিত্ত চলনে উঠে গেলেন অ্যালবাম আনতে। ওপরে, তাঁর ঘরে যাবার সিঁড়িটা উঠেছিল প্রধান সোপান-শ্রেণীর উষ্ণ চাতাল থেকে।

ড্রয়িং-রুম থেকে বেরতেই সদর হলঘরে ঘণ্টি শোনা গেল।

ডল্লি বললে, 'কে এল আবার?'

কিটি টিপ্পনি কাটলে, 'আমার জন্যে এসে থাকলে আগেই এসেছে, আর কারো কারো পক্ষে দেরি করে।'

'নিশ্চয় কাগজ নিয়ে এসেছে' — যোগ করলেন স্তেপান আর্কাদিচ আর আন্না যখন সিঁড়ির কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, চাকর ওপরে উঠছিল অভ্যাগতের খবর দিতে আর অভ্যাগত নিজে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাতির কাছে। নিচে তাকিয়ে আন্না তক্ষুনি চিনতে পারলেন দ্রন্স্কিকে, এবং হঠাৎ তাঁর বুকের মধ্যে দুলে উঠল আনন্দ আর সেই সঙ্গে ভয়ের একটা বিচিত্র অনুভূতি। ওভারকোট না ছেড়ে দ্রন্স্কি দাঁড়িয়ে ছিলেন, কী যেন বার করছিলেন পকেট থেকে। আন্না যখন সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠেছেন, দ্রন্স্কি চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন তাঁকে, মুখের ভাবে ফুটে উঠল কেমন একটা লজ্জা আর ভয়। আন্না সামান্য মাথা নুইয়ে চলে গেলেন আর তার পরেই শোনা গেল আগতকে ভেতরে আসবার জন্য উচ্চৈস্বরে ডাকছেন স্তেপান আর্কাদিচ আর অনুচ্চ নরম, অচঞ্চল গলায় আপত্তি করছেন দ্রন্স্কি।

অ্যালবাম নিয়ে আন্না যখন ফিরলেন, দ্রন্স্কি তখন আর নেই। স্তেপান আর্কাদিচ বলছিলেন, নামকরা যে ব্যক্তিটি শহরে এসেছেন তাঁর জন্য যে ডিনার দেওয়া হচ্ছে তার কথা জানতে এসেছিলেন তিনি।

যোগ করলেন তিনি, 'কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে চাইল না। আশ্চর্য লোক বটে।'

কিটি রাঙা হয়ে উঠল। তার মনে হল, কেন তিনি এসেছিলেন আর কেনই বা ভেতরে ঢুকলেন না, কেবল সে-ই বুঝেছে একা। সে ভাবছিল, 'আমাদের ওখানে গিয়েছিল ও, আমায় না পেয়ে ভেবেছিল আমি এখানে; আর ভেতরে যে ঢুকল না তার কারণ বড়ো দেরি হয়ে গেছে, তা ছাড়া আন্না রয়েছেন এখানে।'

কিছু না বলে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে আন্নার অ্যালবাম দেখতে লাগলেন।

যে ডিনারের আয়োজন হচ্ছে তার খুঁটিনাটি জানবার জন্য একটা লোক এসেছিলেন বন্ধুর কাছে কিন্তু ভেতরে ঢোকেন নি, এর মধ্যে অসাধারণ বা অদ্ভুত কিছু নেই। কিন্তু সবার কাছেই এটা মনে হল অদ্ভুত। সবচেয়ে বেশি করে অদ্ভুত আর বিশ্রী লাগল আন্নার।

॥ ২২ ॥

মায়ের সঙ্গে কিটি যখন আলোয় ঝলমলে ফুলের টব আর পাউডার মাখা, লাল কাফতান পরা সব চাপরাশি শোভিত প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীতে উঠল, বলনাচ তখন সবে শুরু হয়েছে। হল থেকে আসছে গতিবিধির সমতাল মর্মর, যেন মধুচক্র, আর যখন তাঁরা গাছগুলোর মাঝখানকার চাতালে আয়নার সামনে কবরী আর পোশাক ঠিক করে নিচ্ছিলেন, হলে শোনা গেল অর্কেস্ট্রার বেহালায় প্রথম ওয়াল্‌জ নাচ শুরুর সন্তর্পণ সুস্পষ্ট সুর। অন্য এক আয়নার সামনে চাঁদির পাকা চুল সামলে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে যেতে গিয়ে সিঁড়িতে তাঁদের সঙ্গে ধাক্কা খেলেন বেসামরিক পোশাকের এক বৃদ্ধ, তাঁর কাছে অপরিচিত কিটিকে দেখে স্পষ্টতই মুগ্ধ হয়ে সরে গেলেন তিনি। ভয়ানক নিচু কাটের ওয়েস্ট কোট পরা শমশ্রুহীন এক তরুণ, উঁচু সমাজের যে ছোকরাদের বৃদ্ধ প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কি বলতেন ন্যাকামণি তাদেরই একজন, যেতে যেতেই তার শাদা টাই ঠিক করতে করতে অভিবাদন করল ওঁদের উদ্দেশে এবং পাশ দিয়ে চলে গিয়ে আবার ফিরে এল কিটিকে কোয়াড্রিল নাচে আমন্ত্রণ জানাতে। কিটির প্রথম কোয়াড্রিল আগেই ভ্রন্‌স্কিকে দিয়ে রাখায় তরুণটিকে সে দ্বিতীয় নাচটা দিতে বাধ্য হল। দরজার কাছে দস্তানায় বোতাম আঁটতে আঁটতে ওঁদের পথ করে দিলেন সামরিক এক অফিসার এবং মোচে তা দিতে দিতে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাইল গোলাপী কিটির দিকে।

সাজসজ্জা, কবরী আর বলনাচের সবকিছু প্রস্তুতিতে কিটির প্রচুর মেহনত আর কল্পনাশক্তির প্রয়োজন পড়লেও এখন তার গোলাপী আস্তরের ওপর জটিল 'ত্যুল' গাউনে বলনাচে নামল এমন স্বচ্ছন্দে আর সহজে যেন এই সব রোজেট, লেস, সাজসজ্জায় নানা খুঁটিনাটির জন্য তার বা বাড়ির লোকেদের এক মুহূর্তও মাথা ঘামাতে হয় নি, যেন এই ত্যুল, লেস, ওপরে দুটি পাতা সমেত গোলাপ গোঁজা উঁচু কবরী নিয়েই সে জন্মেছে।

হলে ঢোকার মুখে প্রিন্স-মহিষী যখন তার কটির গুটিয়ে আসা রিবন ঠিক করে দিতে চাইলেন, কিটি আস্তে সরে গেল। তার মনে হচ্ছিল যে তার পোশাকের সবকিছুই আপনা আপনিই সুন্দর আর সৌষ্ঠবমণ্ডিত হওয়ার কথা, কিছুই সংশোধন করার প্রয়োজন নেই।

এটা ছিল কিটির এক সৌভাগ্যের দিন। গাউন আঁট হয়ে বসে নি

কোথাও, বার্থা লেস কোথাও ঝুলে পড়ে নি, দলামোচড়া হয় নি রোজেটগুলো, ছিঁড়েও যায় নি; উঁচু বাঁকা হিলের ওপর গোলাপী জুতোজোড়া খামচে ধরছে না, বরং ফুর্তি পাচ্ছে পা। সোনালী চুলের ঘন গুছি তার ছোট্ট মাথাটিতে খাপ খেয়ে গেছে তার নিজের চুলের মতো। গড়ন না বদলিয়ে যে লম্বা দস্তানা তার হাত জড়িয়ে ছিল তার তিনটে বোতামই আঁটা, খসে আসে নি। ভারি একটা কোমলতায় তার গ্রীবা ঘিরে আছে কণ্ঠালংকারের কালো মখমল বন্ধনী। অপূর্ব সে মখমল, বাড়িতে আয়নায় নিজের গলা দেখে কিটি টের পেয়েছিল কী জানাতে চায় মখমলটি। আর সবকিছুতে খুঁতখুঁতি থাকলেও মখমল অপরূপ। এবং এখানে, এই বলনাচেও আয়নায় ওটা দেখে হাসি ফুটল কিটির মুখে। অনাবৃত কাঁধ আর হাতে মর্মরের শীতলতা অনুভব করল কিটি, এই অনুভূতিটা তার খুবই ভালো লাগে। জ্বলজ্বল করছিল তার চোখ, নিজের আকর্ষণীয়তার চেতনায় না হেসে পারছিল না তার রক্তিম ঠোঁট। হলে ঢুকে নাচের আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষমাণ মহিলাদের ত্যুল-রিবন-লেস-রঙের ভিড়টায় পেঁছিতে না পেঁছিতেই (এরকম ভিড়ে কিটি কখনো দাঁড়িয়ে থাকে নি বেশিক্ষণ), ওয়াল্‌জে নাচার আমন্ত্রণ এল, আর আমন্ত্রণ করলেন কিনা নৃত্যের সেরা নাগর, বলনাচের পদাধিকারে প্রথম পুরুষ, তার খ্যাতনামা পরিচালক, আসরের অধিকারী, সম্ভ্রমমণ্ডিত বিবাহিত সুপুরুষ এগরুশকা কর্সুনস্কি। কাউণ্টেস বানিনার সঙ্গে তিনি প্রথম পালা ওয়াল্‌জ নাচ শেষ করে তাঁর এক্তিয়ার, অর্থাৎ নৃত্যাবতীর্ণ কয়েক জোড়া নাচিয়ের ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পেলেন কিটি আসছে, অমনি ছুটে গেলেন নৃত্যের পরিচালকদের পক্ষেই শুধু যা শোভা পায় তেমন একটা হেলা-ফেলা স্বাচ্ছন্দ্যে এবং মাথা নুইয়ে, সে রাজি আছে কিনা এমনকি সেটুকুও জিগ্যেস না করেই কিটির ক্ষীণ কটিদেশ আলিঙ্গনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিটি তাকিয়ে দেখল কাকে দেওয়া যায় তার হাতের পাখা, গৃহকর্ত্রী হেসে সেটা নিলেন।

'ঠিক সময়ে এসে গিয়ে ভারি ভালো করেছেন' — কর্সুনস্কি তার কোমর জড়িয়ে ধরে বললেন। 'দেরি করে আসা সত্যি কী যে এক বদভ্যাস।'

কিটি তার বাঁ হাত বেঁকিয়ে রাখল তাঁর কাঁধে, গোলাপী জুতো পরা তার ছোটো ছোটো পা মেঝের চিকন পার্কেটের ওপর অনায়াসে তাল মেলাল সঙ্গীতের সঙ্গে।

ওয়াল্‌জের প্রথম ধীরলয় ছন্দ শুরু করে কিটিকে উনি বললেন,

'আপনার সঙ্গে ওয়াল্‌জ নাচা একটা আরাম। কী লঘুতা, কী précision*' — সেই কথাই তিনি ওকে বললেন যা বলতেন তাঁর প্রায় সমস্ত সুপরিচিতাদের।

কিটি হাসল তাঁর প্রশংসায় এবং তাঁর কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল হলঘরে। এমন নবাগতা সে নয়, যার কাছে বলনাচে সমস্ত লোকের মুখ মিলে যায় একক একটি ঐন্দ্রজালিক অনুভূতিতে; আবার বলনাচে ঢুঁ মেরে বেড়ানো তেমন কুমারীও সে নয়, যার কাছে সব মুখই চেনা, যাতে একঘেয়েমি লাগে; সে ছিল এই দুইয়ের মাঝামাঝি, — উত্তেজনা বোধ করছিল সে, কিন্তু সেই সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করার শক্তি রাখার মতো দখলও ছিল তার নিজের ওপর। হলের বাম কোণে সে দেখল সমাজ চূড়ামণিদের জোট। সেখানে ছিল অসম্ভব রকমের অনাবৃত দেহে কর্সুনস্কির স্ত্রী, সুন্দরী লিদা, ছিলেন গৃহকর্ত্রী, নিজের টাক নিয়ে সেখানে জ্বলজ্বল করছেন ক্রিভিন, সমাজশ্রেষ্ঠরা যেখানে, সেখানে তিনি থাকেন সর্বদাই; কাছে যাবার সাহস না পেয়ে ছোকরারা তাকিয়ে দেখছিল সেদিকে; সেখানেই কিটির চোখে পড়ল স্তিভা, পরে দেখতে পেল কালো মখমলের পোশাকে আন্নার অপরূপ মূর্তি। তিনি-ও ছিলেন সেখানে। যে সন্ধ্যায় কিটি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তার পর থেকে সে আর তাঁকে দেখে নি। কিটি তার দূরবীক্ষণ দৃষ্টিতে তক্ষুনি চিনতে পারল তাঁকে, এও লক্ষ্য করল যে ভ্রন্‌স্কি চেয়ে আছেন তার দিকে।

'আরো এক পালা হবে নাকি? হাঁপিয়ে পড়েন নি তো?' সামান্য হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলেন কর্সুনস্কি।

'না, না, ধন্যবাদ আপনাকে।'

'কোথায় পেঁছে দেব আপনাকে?'

'মনে হচ্ছে কারেনিনা রয়েছেন ওখানে... ওঁর কাছে আমায় নিয়ে চলুন।'

'যেখানে বলবেন, সেখানেই।'

কর্সুনস্কিও তাঁর পদক্ষেপ সংযত করে ওয়াল্‌জ নাচতে নাচতে চলে গেলেন হলের বাঁ কোণের সেই ভিড়টার দিকে, ক্রমাগত বলতে থাকলেন, 'Pardon, mesdames, pardon, pardon, mesdames'** — এবং লেস, ত্যুল, রিবনের সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে এদিক-ওদিক করে, কারো একটি

---

* সঠিকতা (ফরাসি)।

** মাপ করবেন মহিলারা, মাপ করবেন, মাপ করবেন মহিলারা (ফরাসি)।

পালক পর্যন্ত না ছুঁয়ে তাঁর নৃত্যসাঙ্গিনীকে এমন সজোরে ঘোরালেন যে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল মিহি মোজা পরা তার তন্বী পা, পোশাকের পিছ-ঝুল গিয়ে জড়িয়ে পড়ল ক্রিভিনের হাঁটুতে। কর্সুনস্কি মাথা নুইয়ে খোলা বুক টান করে তাকে আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে নিয়ে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিটি লাল হয়ে ক্রিভিনের হাঁটু থেকে তার ঝুল খসিয়ে নিল। মাথা তখনো ঘুরছিল কিছুটা, আন্নার সন্ধানে চেয়ে দেখল চারিদিকে। কিটি অবশ্য-অবশ্যই যা চেয়েছিল তেমন ভাওলেট পোশাকে আন্না আসেন নি। পরনে তাঁর নিচু কাটের কালো মখমলী গাউন, উদ্‌ঘাটিত তাঁর সুঠাম কাঁধ, বুক, যেন পুরনো হাতির দাঁতে খোদাই করা ছোট্ট ক্ষীণকায় মণিবন্ধ, সুডৌল বাহু। গোটা গাউন ভেনিসিয়ান লেসে সেলাই করা। নিজের কালো চুলে ভেজাল কিছু নেই, সেখানে প্যান্সি ফুলের ছোটো একটা মালা, শাদা শাদা লেসের মাঝখানে কালো কোমরবন্ধেও তাই। কবরীর ছাঁদ চোখে পড়ার মতো নয়, চোখে পড়ে শুধু তাঁর মাথার ওপরে আর পেছনে অনবরত খসে আসা কোঁকড়া চুলের ছোটো ছোটো স্বেচ্ছাচারী কুন্ডল, যাতে খোঁপার শোভা বেড়েছে। দৃঢ় গ্রীবা যেন খোদাই করা, তাতে মুক্তোর মালা।

আন্নাকে প্রতিদিন দেখেছে কিটি, তাঁর অনুরক্ত হয়ে উঠেছিল, চাইছিল অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে ভাওলেট পোশাকে দেখতে। কিন্তু এখন কালো পোশাকে তাঁকে দেখে সে টের পেল যে তাঁর সমস্ত লাবণ্য সে বুঝতে পারে নি। এখন তাঁকে সে দেখল একেবারে নতুন, নিজের কাছে অপ্রত্যাশিত এক রূপে। এখন সে উপলব্ধি করল যে ভাওলেট পোশাক ওঁর পক্ষে অসম্ভব। ওঁর লালিত্য ঠিক এইখানে যে সর্বদাই উনি তাঁর সাজসজ্জার ঊর্ধ্বে উঠে যান, বেশভূষা ওঁর কখনোই লক্ষণীয় হওয়া সম্ভব নয়। ফলাও লেস সমেত তাঁর গায়ের এই কালো পোশাকটাও চোখে পড়ছে না; ওটা কেবল একটা কাঠামো, চোখে পড়ছে কেবল ওঁকে — সহজ, স্বাভাবিক, সুচারু, সেই সঙ্গে হাসিখুশি. সজীব।

উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন বরাবরের মতো অসাধারণ সিধে হয়ে, কিটি যখন এই দলটার কাছে আসে তখন তিনি গৃহকর্তার সঙ্গে কথা কইছিলেন তাঁর দিকে সামান্য মাথা ফিরিয়ে।

'না, না, আমি ঢিল ছুড়ছি না' — ওঁর কী একটা কথায় তিনি বলছিলেন, 'তবে আমি ঠিক বুঝি না' — কাঁধ কুঁচকে উনি বলে চললেন, এবং তক্ষুনি কিটির দিকে চাইলেন কোমল হাসিমুখে। তার সাজসজ্জায় রমণীর ত্বরিত

দৃষ্টিপাত করে মাথা নাড়লেন অলক্ষ্যে কিন্তু কিটি বুঝল যে ওটা তার সাজ ও রূপ অনুমোদনের ভঙ্গি। — 'আপনি হলে ঢুকছেন নাচতে নাচতে' — যোগ করলেন তিনি।

কর্সুনস্কি আন্না আর্কাদিয়েভনাকে আগে কখনো দেখেন নি। তাঁর উদ্দেশে মাথা নুইয়ে তিনি বললেন, 'ইনি আমার একজন বিশ্বস্ত সহায়। বলনাচের আসরকে প্রিন্সেস হাসিখুশি আর সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করেন। আন্না আর্কাদিয়েভনা, ওয়াল্‌জের পালা' — আবার মাথা নুইয়ে বললেন তিনি।

গৃহকর্তা শুধালেন, 'আপনাদের কি পরিচয় ছিল?'

'কার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই? শাদা রঙের নেকড়ের মতো আমি আর আমার স্ত্রীকে চেনে সবাই' — জবাব দিলেন কর্সুনস্কি, 'ওয়াল্‌জের পালা, আন্না আর্কাদিয়েভনা।'

'পারা গেলে আমি নাচি না' — আন্না বললেন।

কর্সুনস্কি জবাব দিলেন, 'কিন্তু আজকে ওটি চলবে না।'

এই সময় এগিয়ে এলেন ভ্রন্‌স্কি।

'তা আজকে যখন না নাচলে চলবে না, তখন চলুন' — ভ্রন্‌স্কির অভিবাদন খেয়াল না করে আন্না বললেন এবং দ্রুত হাত রাখলেন কর্সুনস্কির কাঁধে।

আন্না ইচ্ছে করে ভ্রন্‌স্কির অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন না, এটা লক্ষ্য করে কিটি ভাবলে, 'কেন ওর ওপর উনি অসন্তুষ্ট?' ভ্রন্‌স্কি কিটির কাছে এসে প্রথম কোয়াড্রিলের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন এবং এই কয়দিন তাকে দেখার আনন্দলাভ ঘটে নি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আন্নার ওয়াল্‌জ নাচ কিটি দেখছিল মুগ্ধ হয়ে আর শুনে যাচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির কথা। ভ্রন্‌স্কি তাকে নাচতে ডাকবেন বলে অপেক্ষা করছিল কিটি, কিন্তু উনি ডাকলেন না, অবাক হয়ে কিটি তাকাল তাঁর দিকে। ভ্রন্‌স্কি লাল হয়ে উঠে তাড়াতাড়ি করে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন কিন্তু তার ক্ষীণ কটি জড়িয়ে ধরে ভ্রন্‌স্কি নাচ শুরু করতেই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গীত। ভ্রন্‌স্কির মুখ ছিল কিটির একেবারে কাছে, সেদিকে চাইল কিটি এবং ভালোবাসায় ভরপুর এই যে দৃষ্টিতে সে ভ্রন্‌স্কির দিকে চেয়ে ছিল এবং ভ্রন্‌স্কি যার প্রতিদান দেন নি, সেটা পরে অনেক দিন, কয়েক বছর পরেও বেদনার্ত লজ্জায় তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত করেছে।

'Pardon, pardon! ওয়াল্‌জ, ওয়াল্‌জ হোক!' হলের অন্য প্রান্ত থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন কর্সুনস্কি এবং সামনে যে ললনাকে প্রথম পেলেন তাকে নিয়ে নাচ শুরু করে দিলেন।

॥ ২৩ ॥

কিটিকে নিয়ে কয়েক পালা ওয়াল্‌জ নাচলেন ভ্রন্‌স্কি। এর পর কিটি মায়ের কাছে এসে নর্ড্‌স্টনের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে না বলতেই ভ্রন্‌স্কি এলেন প্রথম কোয়াড্রিলের জন্য। কোয়াড্রিল নাচের সময় উল্লেখযোগ্য কোনো কথা হল না, ছেঁড়া ছেঁড়া আলাপ চলল কখনো কর্সুনস্কি দম্পতিকে নিয়ে, যাদেরকে তিনি ভারি মজা করে বলেছিলেন চল্লিশ বছুরে মিষ্টি শিশু, কখনো ভবিষ্যৎ সাধারণ রঙ্গালয় নিয়ে; শুধু একবার আলাপটা কিটিকে খুব বিচলিত করেছিল যখন লেভিনের কথা জিগ্যেস করেন ভ্রন্‌স্কি, এইখানে সে আছে কিনা এবং যোগ দেন যে লোকটিকে তাঁর খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু কোয়াড্রিল নাচ থেকে কিটির বেশি কিছু প্রত্যাশা ছিল না। দুরুদুরু বুকে সে অপেক্ষা করছিল মাজুরকা নাচের। তার মনে হয়েছিল মাজুরকাতেই সব সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। কোয়াড্রিল নাচের সময় উনি যে মাজুরকার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন না, তাতে কোনো দুশ্চিন্তা হয় নি তার। আগেকার বলনাচগুলোর মতো সে যে ওঁর সঙ্গেই মাজুরকা নাচবে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না কিটির, নাচছে বলে পাঁচজনের মাজুরকা আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল সে। শেষ কোয়াড্রিল পর্যন্ত কিটির কাছে গোটা আসরটা ছিল আনন্দঘন বর্ণ, ধ্বনি আর গতির এক ঐন্দ্রজালিক স্বপ্ন। যখন বড়ো বেশি সে ক্লান্ত বোধ করে বিশ্রাম চায়, তখনই কেবল সে নাচে নি। কিন্তু নীরস যে তরুণটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না, তার সঙ্গে শেষ কোয়াড্রিল নাচের সময় সে পড়ে গেল ভ্রন্‌স্কি আর আন্নার মুখোমুখি। একেবারে সেই আসার পর থেকে সে আন্নার কাছাকাছি আর থাকে নি, এখন হঠাৎ তাঁকে দেখল ফের একটা নতুন, অপ্রত্যাশিত রূপে। সাফল্যজনিত উত্তেজনার যে চেহারাটা তার নিজের কাছেই অতি পরিচিত, সেটা সে দেখল আন্নার মধ্যে। যে উল্লাস তিনি সঞ্চার করেছেন তার মদিরায় আন্না মাতাল। এই অনুভূতিটা কিটির জানা, চেনে সে তার

লক্ষণগুলিকে, তা সে দেখতে পেল আন্নার মধ্যে, দেখল চোখে ঝলকে ওঠা কাঁপা কাঁপা ছটা, সুখ আর উত্তেজনার হাসিতে আপনা থেকে বেঁকে যাওয়া ঠোঁট, গতির সুপ্রকট সৌষ্ঠব, যাথার্থ্য আর লঘুতা।

মনে মনে সে ভাবল, 'কে সে? সবাই, নাকি একজন?' যে বেচারী ছোকরার সঙ্গে সে নাচছিল কথোপকথনের খেই হারিয়ে ফেলে সে আর তা খুঁজে পাচ্ছিল না। কর্সুনস্কি সবাইকে কখনো grand rond*, কখনো-বা chaine** নাচাচ্ছিল, বাহ্যত তাঁর ফুর্তিবাজ উচ্চকণ্ঠ আদেশ মেনে চলছিল কিটি। কথাবার্তায় ছোকরাকে কোনো সাহায্য না করে কিটি চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ক্রমেই হিম হয়ে আসছিল তার বুক। 'না, জনতার উচ্ছ্বাসে আন্না মাতাল হন নি, এ শুধু একজনের প্রশংসা। এই কি সেই একজন? ভ্রন্স্কিই কি?' প্রতি বার আন্নার সঙ্গে তিনি যখন কথা কইছিলেন, আন্নার চোখে ঝলক দিচ্ছিল আনন্দের ছটা, সুখের হাসিতে বেঁকে যাচ্ছিল তাঁর রক্তিম ঠোঁট। আনন্দের এই লক্ষণগুলো যেন জোর করে চেপে রাখার চেষ্টা করছিলেন তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই তা ফুটে উঠছিল তাঁর মুখে। 'কিন্তু ভ্রন্স্কি?' ভ্রন্স্কির দিকে তাকিয়ে ভয় পেল কিটি। আন্নার মুখের মুকুরে যা পরিষ্কার ধরতে পেরেছিল কিটি, তা সে দেখল ভ্রন্স্কির মধ্যেও। কোথায় গেল তাঁর বরাবরকার ধীর স্থির ভঙ্গি, নিশ্চিন্ত প্রশান্ত মুখভাব? না, এখন উনি আন্নার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতিবার সামান্য মাথা নোয়াচ্ছেন, যেন লুটিয়ে পড়তে চান আন্নার সামনে, তাঁর দৃষ্টিতে শুধুই বশ্যতা আর শংকার ছাপ। 'আমি অপমান করতে চাই না' — প্রতিবার তাঁর দৃষ্টি যেন বলছিল। 'নিজেকে আমি বাঁচাতে চাই, কিন্তু জানি না কেমন করে।' মুখে তাঁর এমন একটা ভাব যা আগে সে কখনো দেখে নি।

দুজনের সাধারণ পরিচিতদের নিয়ে কথা কইছিলেন তাঁরা, একান্ত অকিঞ্চিৎকর আলাপ, কিন্তু কিটির মনে হল তাঁদের প্রতিটি কথাতেই তাঁদের ও কিটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। এবং এইটে আশ্চর্য যে সত্যিই তাঁরা বলাবলি করছিলেন ইভান ইভানোভিচের ফরাসি বুকনি কী হাস্যকর এবং এলেৎস্কায়ার জন্য আরো ভালো বর জোটানো যেত, অথচ এই সব কথাই তাৎপর্যময় হয়ে উঠছে তাঁদের কাছে আর কিটির মতো তাঁরাও

---

* বৃহৎ বৃত্ত (ফরাসি)।

** শেকল (ফরাসি)।

সেটা টের পাচ্ছেন। এখন বলনাচের গোটা আসর, সমস্ত উঁচু সমাজ, সবই কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল কিটির অন্তরে, শুধু শীলতার যে কঠোর বিদ্যালয়ের মধ্যে দিয়ে সে গেছে, সেটাই ধরে রাখছিল তাকে, বাধ্য করছিল তার কাছে যা প্রত্যাশা সেটা করতে, যথা, নাচা, প্রশ্নের জবাব দেওয়া, এমনকি হাসাও। কিন্তু ঠিক মাজুরকা শুরুর আগে যখন চেয়ারগুলো ঠিক করে রাখা হল, কিছু কিছু জুটি সরে গেল ছোটোটা থেকে বড়ো হলঘরে, হতাশা আর আতংকের মুহূর্ত এল কিটির সামনে। পাঁচজনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছে কিটি এবং এখন সে আর মাজুরকা নাচছে না। ওকে নাচতে ডাকা হবে এমন আশাও ছিল না আর, কেননা উঁচু সমাজে তার সাফল্য খুবই বেশি, এখনো পর্যন্ত সে আমন্ত্রণ পায় নি, এমন কথা ভাবতেই পারে নি কেউ। সে অসুস্থ, মাকে এই কথা বলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত ছিল তার, কিন্তু সেটুকু ক্ষমতাও তার ছিল না। একেবারে বিধ্বস্ত বলে তার মনে হচ্ছিল নিজেকে।

ছোটো ড্রয়িং-রুমটার নিভৃতে গিয়ে সে বসে পড়ল একটা আরাম-কেদারায়। তার তন্বী দেহ ঘিরে মেঘের মতো ভেসে উঠল পোশাকের হাওয়াই স্কার্ট; বালিকার মতো শীর্ণ, কমনীয়, অনাবৃত, শক্তিহীন একটা বাহু ডুবে গেল গোলাপী পোশাকের ভাঁজের মধ্যে; অন্য হাতটায় পাখা নিয়ে ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে হাওয়া করতে লাগল তার আতপ্ত মুখমণ্ডলে। কিন্তু সবে ঘাসের ওপর গিয়ে বসেছে, এক্ষুনি রামধনু ডানা মেলে ফরফর করে উঠবে এমন এক প্রজাপতির মতো দেখালেও ভয়ংকর এক হতাশায় ভেঙে যাচ্ছিল তার বুক।

'আর হয়তো ভুল হয়েছে আমার, অমন কিছু ঘটে নি?'

যা দেখেছে সেটা ফের মনে মনে স্মরণ করতে চাইল সে।

'কিটি, এ আবার কী?' গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে তার কাছে এসে বললেন কাউণ্টেস নর্ড্স্টন, 'এ আমি বুঝতে পারছি না।'

কিটির নিচের ঠোঁট কেঁপে উঠল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে।

'কিটি, মাজুরকা নাচছ না তুমি?'

'না' — অশ্রুতে কম্পমান কণ্ঠে কিটি বললে।

'আমার সামনেই ওকে সে মাজুরকা নাচে ডাকলে' — নর্ড্স্টন বললেন, কে 'ও' আর কে 'সে' — এটা কিটি বুঝবে বলে তাঁর জানাই ছিল। 'ও বললে: কেন, প্রিন্সেস শ্যেরবাৎস্কায়ার সঙ্গে নাচবেন না আপনি?'

কিটি বললে, 'আহ্ ওতে আমার কিছু এসে যায় না!'

কিটি নিজে ছাড়া আর কেউ বুঝছিল না তার অবস্থা, কেউ জানত না যে এই সেদিন সে একজনকে প্রত্যাখ্যান করেছে যাকে হয়ত সে ভালোই বাসত এবং প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ বিশ্বাস করেছিল অন্য একজনকে।

কর্সুন্স্কিকে পাকড়াও করে তাঁর সঙ্গে মাজুরকা নেচে কাউন্টেস নর্ড্স্টন তাঁকে বললেন তিনি যেন কিটিকে নাচে ডাকেন।

কিটি নাচল প্রথম জুটিতে। সৌভাগ্যবশত কথা বলার প্রয়োজন তার ছিল না, কেননা কর্সুন্স্কি অনবরত ছোটাছুটি করে তাঁর কর্তৃত্ব ঠিক রাখছিলেন। ভ্রন্স্কি আর আন্না বসেছিলেন একেবারে প্রায় তার সামনেই। তাঁদের সে দেখেছিল তার দূরের দৃষ্টিতে, দেখেছিল কাছ থেকেও যখন জুটিতে জুটিতে তাঁরা মুখোমুখি হন, আর যত বেশি দেখল ততই সে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে তার দুর্ভাগ্য ঘটে গেছে, সে দেখল যে জনাকীর্ণ এই হলে নিজেদের একলা করে নিয়েছেন তাঁরা। ভ্রন্স্কির যে মুখভাবে সর্বদাই থাকত অমন একটা দৃঢ়তা আর স্বাধীনতার ছাপ, সেখানে কিটিকে বিমূঢ় করে দেখা দিয়েছে কেমন একটা অসহায়তা আর বশ্যতা, দোষ করলে বুদ্ধিমান কুকুরের মুখে যা ফুটে ওঠে।

আন্না হাসছিলেন, সে হাসি সঞ্চারিত হচ্ছিল তাঁর মধ্যেও। কিছু একটা ভাবনা পেয়ে বসছিল আন্নাকে, ভ্রন্স্কিও হয়ে উঠছিলেন গুরুগম্ভীর। কী একটা অপ্রাকৃত শক্তি কিটির চোখ টেনে ধরছিল আন্নার মুখের দিকে। নিজের সাধারণ কালো পোশাকে আন্না অপরূপ, অপরূপ তাঁর ব্রেসলেট-শোভিত পুরুষ্টু হাত, অপরূপ তাঁর মুক্তোর মালা পরা দৃঢ় গ্রীবা, অপরূপ তাঁর কবরী এলোমেলো করা কুঞ্চিত কেশদাম, অপরূপ তাঁর ছোটো ছোটো পা আর হাতে ললিত লঘু গতি, সজীবতায় সুন্দর তাঁর মুখখানা অপরূপ; কিন্তু এই অপরূপতার মধ্যে ভয়াবহ, নিষ্ঠুর কিছু একটাও যেন ছিল।

আগের চেয়েও কিটি মুগ্ধ হল তাঁর রূপে, আর ক্রমে কষ্ট পেতে লাগল বেশি করে। নিজেকে দলিত মনে হল তার, সেটা ফুটে উঠল তার মুখভাবে। মাজুরকা নাচে মুখোমুখি হয়ে ভ্রন্স্কি যখন তাকে দেখতে পান, চট করে চিনে উঠতে পারেন নি — এতই বদলে গিয়েছিল কিটি!

'চমৎকার নাচের আসর' — ভ্রন্স্কি বললেন কিছু একটা বলতে হয় বলে।

কিটি বললে, 'হ্যাঁ।'

মাজ়ুরকার মাঝামাঝি কর্সুনস্কি উদ্ভাবিত একটা জটিল নৃত্যভঙ্গিমা অনুসরণ করে আন্না চলে এলেন বৃত্তের মাঝখানে, দু'জন নৃত্য-সহচরকে নিয়ে একজন মহিলা আর কিটিকে ডাকলেন নিজের কাছে। যেতে যেতে কিটি ভীত চোখে চাইল তাঁর দিকে। আন্না চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে আর হেসে চাপ দিলেন তার হাতে। কিন্তু কিটি মুখে শুধু একটা হতাশা আর বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে সে হাসির প্রত্যুত্তর দিল দেখে আন্না তার কাছ থেকে সরে অন্য মহিলার সঙ্গে খুশির আলাপ জুড়লেন।

কিটি মনে মনে ভাবলে, 'হ্যাঁ, বিজাতীয়, দানবিক আর সুমধুর কী একটা আছে ওঁর মধ্যে।'

নৈশাহারের জন্য থেকে যাবার ইচ্ছে ছিল না আন্নার, কিন্তু গৃহকর্তা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

'হয়েছে, হয়েছে আন্না আর্কাদিয়েভনা' — আন্নার অনাবৃত একখানা হাত বগল দাবা করে কর্সুনস্কি বললেন, 'কতিলিওন নিয়ে চমৎকার একটা আইডিয়া আছে আমার! Un bijou!*'

আন্নাকে টেনে আনার চেষ্টা করে খানিকটা এগুলেন তিনি। অনুমোদনের হাসি হাসলেন গৃহকর্তা।

'না, আমি থাকব না' — হেসে আন্না জবাব দিলেন; কিন্তু সে হাসি সত্ত্বেও যেরকম দৃঢ়কণ্ঠে তাঁর জবাবটা হয়েছিল, তাতে গৃহকর্তা আর কর্সুনস্কি দু'জনেই বুঝলেন যে আন্না থাকবেন না।

'না, পিটার্সবুর্গে সারা শীতকালে যত না নেচেছি, মস্কোয় আপনাদের এই একটা আসরেই নাচলাম তার চেয়ে বেশি' — কাছেই দণ্ডায়মান ভ্রন্স্কির দিকে চেয়ে আন্না বললেন, 'রওনা দেবার আগে খানিকটা বিশ্রাম দরকার।'

ভ্রন্স্কি জিগ্যেস করলেন, 'সত্যি করে কালই চলে যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, তাই ভেবেছি' — আন্না জবাব দিলেন, যেন প্রশ্নের এই সাহসিকতায় বিস্মিত হয়েই; কিন্তু এ কথা বলার সময় চোখের দপদপে অদম্য ঝলক আর হাসি ভ্রন্স্কিকে পুড়িয়ে দিয়ে গেল।

নৈশাহারের জন্য রইলেন না আন্না আর্কাদিয়েভনা, চলে গেলেন।

---

* অপূর্ব! (ফরাসি)।

'হ্যাঁ, আমার মধ্যে বিছছিরি, অরুচিকর কিছু একটা আছে' — শ্যেরবাৎস্কিদের ওখান থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে মনে ভাবছিলেন লেভিন, ভাইয়ের কাছে তিনি রওনা দিলেন পায়ে হেঁটেই, 'আমার সঙ্গে অন্য লোকের বনে না। বলে, আমি নাকি অহংকারী। না, আমার অহংকারটুকুও নেই। অহংকার থাকলে নিজেকে অমন অবস্থায় ফেলতাম না আমি।' ভ্রন্‌স্কির কথা মনে হল তাঁর — সুখী, সহৃদয়, বুদ্ধিমান, প্রশান্ত, সে সন্ধ্যায় তিনি যে ভয়াবহ অবস্থায় পড়েছিলেন, ভ্রন্‌স্কি নিশ্চয় কখনো তাতে পড়েন নি। 'হ্যাঁ, কিটির ওঁকেই পছন্দ হওয়ার কথা। সেইটেই উচিত, কারো ওপর, কিছুর বিরুদ্ধে আমার নালিশ নেই। আমার নিজেরই দোষ। আমার জীবনের সঙ্গে সে তার জীবন মেলাতে চাইবে, এ কথা ভাবার কী অধিকার ছিল আমার? কে আমি? কীই-বা আমি? নগণ্য একটা লোক, আমায় কারো প্রয়োজন নেই।' নিকোলাই ভাইয়ের কথা মনে পড়ল তাঁর এবং সানন্দে সেই চিন্তায় ডুবে গেলেন। 'দুনিয়ার সবকিছুই খারাপ আর জঘন্য ওর এই কথা কি সত্যি নয়? নিকোলাই ভাই সম্পর্কে বড়ো একটা ন্যায়বিচার আমরা করছি না এবং করি নি। অবশ্য প্রকোফি, যে ওকে দেখেছিল ছেঁড়া কোটে, মাতাল অবস্থায়, তার চোখে ও একটা ঘৃণার্হ লোক। কিন্তু আমি তো তাকে অন্যরকম জানি। আমি ওর প্রাণটা চিনি, জানি যে আমি ওরই মতো। আর আমি ওর খোঁজে যাওয়ার বদলে গেলাম ডিনার খেতে, তারপর এলাম এখানে।' লেভিন একটা লাইট পোস্টের কাছে গিয়ে ভাইয়ের ঠিকানাটা পড়লেন, সেটা ছিল তাঁর মানি-ব্যাগের মধ্যে। তারপর একটা গাড়ি ডেকে নিকোলাই ভাইয়ের জীবনের যেসব ঘটনা তাঁর জানা ছিল তা স্মরণ করতে লাগলেন ভাইয়ের কাছে যাবার লম্বা রাস্তাটায়। মনে পড়ল, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তার পরের বছরটা বন্ধুবান্ধবদের উপহাস অগ্রাহ্য করে সে দিন কাটিয়েছে সন্ন্যাসীর মতো, কঠোরভাবে মেনে চলেছে ধর্মের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, উপাসনা, উপবাস, পরিহার করেছে সমস্ত ভোগসুখ, বিশেষ করে রমণীদের; তারপর হঠাৎ তার ধৈর্য টুটল, গিয়ে পড়ল অতি ইতর সব লোকেদের সাহচর্যে, শুরু করল অতি বল্গাহীন বেলেল্লাপনা। সেই ছেলেটির কথা স্মরণ হল তাঁর, লালনপালন করবে বলে যাকে সে এনেছিল গ্রাম থেকে আর রাগের মাথায় এমন তাকে পিটিয়েছিল যে

অঙ্গহানির দায়ে ব্যাপারটা গড়ায় আদালতে। তারপর মনে পড়ল ঠগ খেলোয়াড়টার ঘটনা, যার কাছে সে তাসে হারে, একটা হুন্ডিও লিখে দেয়, তারপর নিজেই তার বিরুদ্ধে এই বলে নালিশ করে যে লোকটা তাকে ঠকিয়েছে। (সের্গেই ইভানিচ যা শোধ দেন, এটা সেই টাকা।) মনে পড়ল, হৈ-হাঙ্গামার জন্য তার এক রাত্রি হাজত বাসের কথা। ভাই সের্গেই ইভানিচ নাকি তার মায়ের সম্পত্তির অংশ দেন নি, এই বলে তাঁর বিরুদ্ধে লজ্জাকর মোকদ্দমার কথাটাও মনে এল। আর শেষ ঘটনাটা হল সে যখন পশ্চিম প্রদেশে চাকরিতে যায়, সেখানে গ্রাম্য মাতব্বরকে মারপিট করার জন্য সোপর্দ হয় আদালতে। এ সবই ভয়ানক জঘন্য, কিন্তু নিকোলাই লেভিনকে যারা জানত না, জানত না তার ইতিহাস, তার অন্তঃকরণ, তাদের কাছে যতটা জঘন্য লাগার কথা, লেভিনের কাছে মোটেই সেরকম মনে হল না।

লেভিনের মনে পড়ল, নিকোলাই যখন ছিল ধার্মিকতা, উপবাস, সাধুসন্ন্যাসী, গির্জায় উপাসনার পর্বে, যখন সে সাহায্য, তার উদ্দাম স্বভাবকে বেঁধে রাখার বল্গা খুঁজছিল ধর্মে, তখন কেউ তাকে সমর্থন তো করেই নি, বরং সবাই, সে নিজেও হাসাহাসি করেছে তাকে নিয়ে। লোকে টিটকারি দিয়েছে তাকে, বলেছে 'নোয়া', সন্ন্যাসী, আর যখন তার বাঁধন ছিঁড়ল, কেউ তাকে সাহায্য করে নি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আতঙ্কে, ঘেন্নায়।

লেভিন অনুভব করছিলেন যে জীবনের সবকিছু কদর্যতা সত্ত্বেও নিকোলাই ভাই মনেপ্রাণে, তার অন্তরের গভীরে তাদের চেয়ে বেশি অসৎ নয় যারা তাকে ঘৃণা করে। ও যে একটা উদ্দাম চরিত্র আর কিসে যেন বিড়ম্বিত মানসিকতা নিয়ে জন্মেছে সেটা তো তার দোষ নয়। তবু সর্বদা ও ভালো হতে চেয়েছে। 'সবকিছু বলব তাকে, সবকিছু বলতে বাধ্য করব ওকে, দেখাব যে আমি ওকে ভালোবাসি, তাই ওকে বুঝি' — রাত এগারোটায় ঠিকানায় লেখা হোটেলটার দিকে যেতে যেতে লেভিন এই স্থির করলেন মনে মনে।

লেভিনের জিজ্ঞাসার জবাবে খানসামা বললে, 'ওপরে, বারো আর তেরো নম্বর কামরা।'

'ঘরে আছে?'

'থাকার কথা।'

বারো নম্বরের দরজা আধ-খোলা, সেখান থেকে এক ফালি আলোর মধ্যে আসছিল কদর্য আর দুর্বল তামাকের ধোঁয়া, শোনা যাচ্ছিল লেভিনের কাছে অপরিচিত একটা কণ্ঠস্বর; কিন্তু তক্ষুনি লেভিন টের পেলেন যে ভাই এখানেই; তার কাশি শোনা গেল।

যখন তিনি দরজায় ঢুকলেন, অপরিচিত কণ্ঠস্বর বলছিল:

'কতটা বিচক্ষণতা আর সচেতনতার সঙ্গে ব্যাপারটা চালানো হবে তার ওপরেই সব নির্ভর করছে।'

ঘরে উঁকি দিলেন কনস্তান্তিন লেভিন, দেখলেন কথা কইছেন একটি যুবক, একমাথা তাঁর চুল, গায়ে সাবেকী ধাঁচের রুশী কোট। একটি মেয়ে বসে আছে সোফায়, মুখে বসন্তের দাগ, উলের পোশাকটায় কফ নেই, কলারও সাদামাঠা। ভাইকে দেখা যাচ্ছিল না। কনস্তান্তিনের বুক টনটন করে উঠল এই ভেবে যে ভাই তার দিন কাটাচ্ছে কীসব অনাত্মীয় লোকেদের মধ্যে। কেউ কনস্তান্তিনের আসার শব্দ শুনতে পায় নি, তিনিও তাঁর ওভার-স্যু খুলতে খুলতে শুনতে লাগলেন রুশী কোট পরা ভদ্রলোকটি কী বলছেন। কথা হচ্ছিল কী একটা উদ্যোগ নিয়ে।

'চুলোয় যাক এই সব সুবিধাভোগী শ্রেণী' — কাশির মধ্যে শোনা গেল ভাইয়ের গলা, 'মাশা, রাতের খাবার কিছু জোগাড় করো তো আমাদের জন্যে। আর মদ দাও যদি থেকে থাকে, নইলে লোক পাঠাও।'

মেয়েটি উঠে পার্টিশনের ওপাশে যেতেই দেখতে পেল কনস্তান্তিনকে।

বললে, 'কে একজন ভদ্রলোক, নিকোলাই দ্মিত্রিচ।'

'কাকে চাই?' শোনা গেল নিকোলাই লেভিনের রাগত কণ্ঠ।

আলোয় এসে কনস্তান্তিন লেভিন বললেন, 'আমি এসেছি।'

'আমি-টা কে?' আরো রাগত শোনাল নিকোলাইয়ের গলা। শব্দ শুনে বোঝা গেল কিছু একটাতে ধাক্কা খেয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, দরজায় লেভিন দেখলেন অতি পরিচিত তবু বন্যতায় আর রুগ্নতায় স্তম্ভিত করার মতো তাঁর ভাইয়ের বিশাল, শীর্ণ, কুজো হয়ে আসা মূর্তি, বড়ো বড়ো চোখে ভীতি।

তিন বছর আগে কনস্তান্তিন লেভিন যখন তাকে শেষ বার দেখেন, তার চেয়েও এখন সে রোগা। গায়ে একটা খাটো জ্যাকেট। হাত আর চওড়া হাড়গুলো মনে হচ্ছিল আরো বিরাট। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, সেই একই

সোজা মোচ ঝুলে পড়েছে ঠোঁটের ওপর, সেই একই চোখ বিচিত্র আর সরল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আগন্তুকের দিকে।

'আরে কস্তিয়া যে' — ভাইকে চিনতে পেরে হঠাৎ বলে উঠল সে, চোখ তার জ্বলজ্বল করে উঠল আনন্দে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সে তাকাল যুবকটির দিকে এবং মাথা আর ঘাড়ের এমন একটা ঝটকা-মারা ভঙ্গি করল যেন টাই এঁটে বসেছে, ভঙ্গিটা কনস্তান্তিনের অতি পরিচিত; একেবারেই অন্য একটা রুক্ষ, আর্ত, নিষ্ঠুর ভাব ফুটে রইল তার রোগাটে মুখে।

'আপনাকে আর সের্গেই ইভানিচকে, দুজনকেই লিখেছিলাম যে আপনাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক রাখতেও চাই না। কী তোমার, কী আপনার দরকার পড়ল?'

কনস্তান্তিন যা কল্পনা করেছিলেন, সে মানুষ ভাই একেবারেই নয়। তার কথা ভাবার সময় তার চরিত্রের সবচেয়ে কষ্টকর আর খারাপ দিক, যার জন্য তার সঙ্গে কথা বলা এত কঠিন হয়ে ওঠে, কনস্তান্তিন তা ভুলে গিয়েছিলেন। এখন তার মুখ, বিশেষ করে এই ঝটকা-মারা মাথা ফেরানো দেখে সে সবই মনে পড়ে গেল তাঁর।

ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কোনো দরকারে আসি নি। শুধু তোমায় দেখার ইচ্ছে হয়েছিল।'

ভাইয়ের ভয় দেখে স্পষ্টতই নরম হয়ে এল নিকোলাই। ঠোঁট কেঁপে উঠল তার।

বলল, ওঃ, এমনি এসেছ? ভেতর এসো, বসো। রাতের খাবার খেয়ে যাবে? মাশা, তিন প্লেট খাবার এনো। আচ্ছা থাক, দাঁড়াও। জানো ইনি কে?' রুশ কোট পরা ভদ্রলোককে দেখিয়ে সে শুধাল ভাইকে, ইনি শ্রী ক্রিৎস্কি, কিয়েভে থাকতেই আমার বন্ধু। অতি অসামান্য লোক। বলাই বাহুল্য পুলিস ওঁর পেছনে লেগেছে, কেননা উনি বদমাইস নন।'

এবং নিজের অভ্যাসমতো ঘরের সব লোকদের দিকে তাকাল সে। দরজার কাছে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে যাবার উপক্রম করছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি যে বললাম, দাঁড়াও।' তারপর কনস্তান্তিনের যা ভালোই জানা, কথাবার্তা চালাবার সেই অক্ষমতা, সেই আনাড়ীপনায় সবার দিকে আরেক বার তাকিয়ে ভাইকে বলতে লাগল ক্রিৎস্কির কাহিনী: দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য সমিতি আর রবিবারের স্কুল চালাবার জন্য কেমন করে তিনি

বিতাড়িত হন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, তারপর তিনি হন গ্রাম্য স্কুলের একজন মাস্টার, অবশেষে কী কারণে যেন সোপর্দ হন আদালতে।

'আপনি কিয়েভ ইউনিভার্সিটির ছাত্র?' একটা অস্বস্তিকর নীরবতা দেখা দেওয়ায় সেটা দূর করার জন্য ক্রিৎস্কিকে জিগ্যেস করলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'হ্যাঁ, ছিলাম কিয়েভে' — ভুরু কুঁচকে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন ক্রিৎস্কি।

ভাইকে বাধা দিয়ে মেয়েটিকে দেখিয়ে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আর এই মেয়েটি আমার জীবনসঙ্গিনী, মারিয়া নিকোলায়েভনা। আমি ওকে এনেছি গণিকালয় থেকে' — এ কথা বলার সময় সে ঘাড় ঝাঁকাল, 'কিন্তু ওকে ভালোবাসি, মান্য করি, আর আমার বন্ধুত্ব যারা চায়' — গলা চড়িয়ে ভুরু কুঁচকে সে যোগ করল, 'তাদের সবার কাছে অনুরোধ করি ওকে ভালোবাসতে, মান্য করতে। যাই হোক না কেন, ও আমার স্ত্রী, যে যাই বলুক। তাহলে এবার জানলে তো কাদের নিয়ে ব্যাপার। আর যদি তোমার মনে হয় যে হেয় হয়ে যাচ্ছ, তাহলে পথ দ্যাখো, দরজা খোলা।'

ফের চোখ তার সপ্রশ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিল সবার মুখে।

'কেন হেয় হয়ে যাব, বুঝতে পারছি না।'

'তাহলে মাশা, তিন জনের খাবার আনতে বলো, ভোদ্‌কা আর সুরা... না, না, না, দাঁড়াও... আচ্ছা দরকার নেই... যাও।'

॥ ২৫ ॥

'দেখছ তো তাই' — কপাল কুঁচকে, মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জোর করে বলে চলল নিকোলাই লেভিন। বোঝা যাচ্ছিল কী বলবে বা করবে তা ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না সে। 'ঐ যে দেখছ তো' — ঘরের কোণে বেঁধে রাখা কীসব লোহার রড দেখাল সে, 'দেখছ? আমরা নতুন যে কাজে হাত দিচ্ছি এটা তার শুরু, এটা হল উৎপাদনী কর্মশালা...'

কনস্তান্তিন বড়ো একটা শুনছিলেনই না। ভাইয়ের পীড়িত ক্ষয়রোগগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, উৎপাদনী কর্মশালা নিয়ে ভাই যা বলছে সেটা শুনে যেতে পারছিলেন না তিনি। বোঝা যাচ্ছিল ঐ কর্মশালা হল শুধু তার আত্মগ্লানি থেকে বাঁচার শেষ ভরসা। নিকোলাই লেভিন বলে চলল :

'কী জানো, পংজি দলন করছে মেহনতীদের — আমাদের মেহনতীরা, চাষীরা খাটুনির সব কষ্ট সইছে, আর এমন অবস্থায় আছে যে যতই খাটুক, জান্তব দশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তাদের রোজগারের যেটুকু লাভ থেকে তারা নিজেদের অবস্থা উন্নত করতে, খানিকটা অবকাশ আর তার ফলে শিক্ষা পেতে পারত, বাড়তি এই সমস্ত রোজগারটা তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে পংজিপতিরা। আর সমাজটা এমন ভাবে গড়ে উঠেছে যে যতই তারা খাটবে ততই লাভ হবে বেনিয়াদের, জমিদারদের আর ওরা সর্বদাই থাকবে ভারবাহী পশু। এই ব্যবস্থাটা বদলে দেওয়া দরকার' — এই বলে শেষ করে সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল ভাইয়ের দিকে।

'সে তো বটেই' — ভাইয়ের হাড় বেরিয়ে আসা গালের ওপর রক্তিমাভা ফুটতে দেখে কনস্তান্তিন বললেন।

'তাই আমরা একটা কামারশালা খুলছি, সেখানে তৈরি সমস্ত মাল, আর লাভ, আর প্রধান কথা উৎপাদনের যা হাতিয়ার তার মালিক হবে সকলেই।'

কনস্তান্তিন লেভিন শুধালেন, 'কামারশালাটা হবে কোথায়?'

'কাজান গুবের্নিয়ার ভজ্‌দ্রেমা গ্রামে।'

'কিন্তু গ্রামে কেন? আমার মনে হয় গ্রামে এমনিতেই কাজ প্রচুর। কামারশালা, তা গ্রামে কেন?'

'কারণ চাষীরা এখন আগের মতোই গোলাম, আর এই গোলামি থেকে তাদের উদ্ধার করতে চাওয়া হচ্ছে, এটা তোমার আর সের্গেই ইভানিচের কাছে প্রীতিকর নয়' — আপত্তিতে বিরক্ত হয়ে বলল নিকোলাই লেভিন।

এই সময় নিরানন্দ নোংরা ঘরখানার দিকে চেয়ে কনস্তান্তিন লেভিন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তাতে যেন আরো চটে উঠল নিকোলাই।

'তোমার আর সের্গেই ইভানিচের অভিজাত দৃষ্টিভঙ্গি আমার জানা। জানি যে তার সমস্ত মেধাশক্তি সে কাজে লাগায় বর্তমান অভিশাপটাকে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার জন্যে।'

'আরে না, সের্গেই ইভানিচের কথা তুলছ কেন?' হেসে লেভিন বললেন।

'সের্গেই ইভানিচ? তাহলে শোনো! সের্গেই ইভানোভিচের উল্লেখে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নিকোলাই লেভিন, 'শোনো কেন... যাকগে, বলার কী আছে? শুধু একটা কথা... আমার কাছে তুমি এলে কেন? তুমি এটা ঘেন্না করো তা বেশ, বেরিয়ে ভালোয় ভালোয় যাও!' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচাল সে, 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও!'

'একটুও ঘেন্না করি না আমি' — ভয়ে ভয়ে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন, 'এমনকি আমি তর্কও করছি না।'

এই সময় ফিরল মারিয়া নিকোলায়েভনা। সক্রোধে নিকোলাই লেভিন চাইলে তার দিকে। দ্রুত তার কাছে এসে ফিসফিসিয়ে কী যেন সে বললে।

শান্ত হয়ে ভারি ভারি নিশ্বাস ফেলে নিকোলাই লেভিন বলল, 'আমি অসুস্থ, মেজাজ হয়েছে খিটখিটে। তার ওপর তুমি আবার বলছ সের্গেই ইভানিচ আর তার প্রবন্ধের কথা। এ একেবারে ছাইভস্ম, মিথ্যে কথা, আত্মপ্রতারণা। ন্যায় যে লোক দেখে নি সে কী লিখতে পারে তার কথা? ওর প্রবন্ধ আপনি পড়েছেন?' সে জিগ্যেস করল ক্রিৎস্কিকে, ফের টেবিলের কাছে বসে তার অর্ধেকটায় ছড়িয়ে থাকা সিগারেটের টুকরোগুলো সরিয়ে জায়গা করতে করতে সে বলল।

'না, পড়ি নি' — ব্যাজার মুখে বললেন ক্রিৎস্কি, বোঝা যায় আলোচনায় যোগ দেবার বাসনা তাঁর নেই।

'কেন পড়েন নি?' এবার ক্রিৎস্কির ওপরেই বিরক্ত হয়ে নিকোলাই লেভিন জিগ্যেস করল।

'কারণ ও নিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।'

'মাপ করবেন, সময় নষ্ট হবে জানলেন কোত্থেকে? অনেকের কাছে প্রবন্ধটা দুর্বোধ্য, মানে তাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ভিন্ন, আমি ওর ভাবনার তল পর্যন্ত দেখতে পাই, জানি কোথায় এর দুর্বলতা।'

সবাই চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে উঠে টুপি নিলেন ক্রিৎস্কি।

'খেয়ে যাবেন না? তাহলে আসুন। কাল কামারকে নিয়ে আসবেন কিন্তু।'

ক্রিৎস্কি বেরিয়ে যেতেই নিকোলাই লেভিন হেসে চোখ মটকাল।

বলল, 'ওর অবস্থাও কাহিল, আমি তো দেখতে পাচ্ছি...'

কিন্তু এই সময় দরজার ওপাশ থেকে ক্রিৎস্কি ডাকলেন তাকে।

'আবার কী দরকার পড়ল?' এই বলে নিকোলাই করিডরে গেল তাঁর কাছে। একা রইলেন মারিয়া নিকোলায়েভনা আর লেভিন। কনস্তান্তিন তাকে শুধালেন:

'আমার ভাইয়ের সঙ্গে আপনি আছেন কত দিন?'

মারিয়া বলল, 'এই দ্বিতীয় বছর। স্বাস্থ্য ওঁর ভারি ভেঙে পড়েছে। মদ খান প্রচুর।'

'মানে, কী খায়?'

'ভোদ্‌কা। আর সেটা ওঁর পক্ষে ক্ষতিকর।'

'সত্যিই অনেক খায় কি?' ফিসফিসিয়ে শুধালেন লেভিন।

'হ্যাঁ' — ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে চেয়ে বললে সে, সেখানে দেখা গিয়েছিল নিকোলাই লেভিনকে।

'কী নিয়ে কথা হচ্ছিল তোমাদের?' ভুরু কুঁচকে একজনের পর আরেক জনের ওপর ভীত দৃষ্টিপাত করে শুধাল, 'এ্যাঁ, কী নিয়ে?'

'বিশেষ কিছুই নয়' — বিব্রত হয়ে জবাব দিলেন কনস্তান্তিন।

'বলতে যদি না চাও, সে তোমাদের ইচ্ছে। তবে ওর সঙ্গে আলাপের কিছু নেই। ও একটা ছুকরি মাগী, আর তুমি বাবুলোক' — বলল সে ঘাড় ঝাঁকিয়ে।

তারপর গলা চড়িয়ে ফের সে বলে উঠল, 'আমি যে দেখতে পাচ্ছি তুমি সব বুঝেছ, খতিয়ে দেখেছ, আমার গোল্লায় যাওয়ায় করুণা হচ্ছে তোমার।'

'নিকোলাই দ্‌মিত্রিচ, নিকোলাই দ্‌মিত্রিচ!' ফের তার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললে মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'বেশ, ঠিক আছে, ঠিক আছে!.. কিন্তু খাবার কোথায়! আহ্‌ এই যে' — ট্রে হাতে ওয়েটারকে আসতে দেখে সে বলল, 'এখানে, এইখানে রাখো' — রেগে এই কথা বলে সে তক্ষুনি ভোদ্‌কা নিয়ে পানপাত্রে ঢালল এবং খেল তৃষিতের মতো। সঙ্গে সঙ্গে শরীফ মেজাজে ভাইকে শুধাল, 'খাবে? যাকগে, সের্গেই ইভানিচের কথা থাক। তোমায় দেখে আমি খুশি হয়েছি। যতই বলো না কেন, আমরা তো আর পর নই। নাও, খাও-না। তা কী করছ বলো?' পরিতৃপ্তির সঙ্গে এক টুকরো রুটি চিবতে চিবতে আরেক পাত্র মদ ঢেলে বলল, 'আছো কেমন?'

কী লোলুপতায় ভাই খাবার আর মদ গিলছে, সভয়ে তা দেখে এবং তার মনোযোগ চাপা দেবার চেষ্টা করে কনস্তান্তিন জবাব দিলেন, 'গাঁয়ে থাকি একা যেমন আগে থাকতাম, চাষবাস দেখি।'

'বিয়ে করো নি কেন?'

'ঘটে উঠল না' — লাল হয়ে বললেন কনস্তান্তিন।

'কেন? আমার অবিশ্যি অন্য কথা। নিজের জীবন আমি নষ্ট করেছি।

আমি বলেছিলাম এবং বলছি, যখন আমার দরকার ছিল তখন আমার অংশটা পেলে আমার জীবন হত অন্যরকম।'

তাড়াতাড়ি কথাবার্তাটা অন্য খাতে ঘোরাতে চাইলেন কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ। বললেন, 'আর জানো, তোমার ভানিউশ্‌কা আমার ওখানে পক্রোভস্কয়ে-তে একজন কেরানি।' নিকোলাই ঘাড় ঝাঁকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল।

'হ্যাঁ বটে, বলো তো কী হচ্ছে পক্রোভস্কয়ে-তে? বাড়িটা কি আস্তো আছে, আর বার্চগাছগুলো, আমাদের পাঠশালাটা? আর ঐ মালী ফিলিপ, বেঁচে আছে এখনো? কী যে মনে পড়ে কুঞ্জ ঘর আর সোফাটার কথা। দেখো কিন্তু, বাড়ির কিছুই অদলবদল করবে না। তবে বিয়েটা করে ফেলো তাড়াতাড়ি তারপর ফের যেমন ছিল তেমনি করে রাখো। আমি তখন যাব তোমার কাছে, অবিশ্যি বৌটা যদি ভালো হয়।'

লেভিন বললেন, 'এখনই চলে এসো। কী চমৎকার যে হবে!'

'তোমার কাছেই যেতাম যদি জানা থাকত যে সের্গেই ইভানিচকে দেখতে হবে না।'

'ওর দেখাই পাবে না। আমি থাকি ওর কাছ থেকে একেবারে স্বাধীনভাবে।'

'কিন্তু যতই বলো, ওর আর আমার মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে তোমায়' — ভয়ে ভয়ে ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে সে বলল। এই ভীরুতাটা কনস্তান্তিনের মর্ম স্পর্শ করল।

'এ ব্যাপারে যদি আমার পুরো স্বীকৃতিটা শুনতে চাও, তাহলে বলি শোনো, সের্গেই ইভানিচের সঙ্গে তোমার ঝগড়ায় আমি কোনো পক্ষই নেব না। অন্যায় তোমাদের দু'জনেরই। তোমারটা বাইরের দিক থেকে বেশি, ওরটা ভেতরের দিকে।'

'বটে! এটা তুমি বুঝেছ তাহলে, বুঝেছ?' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল নিকোলাই।

'কিন্তু যদি জানতে চাও, তাহলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বকেই মূল্য দিই কেননা...'

'কেন, কেন?'

কনস্তান্তিন বলতে পারলেন না যে মূল্য দেন কারণ নিকোলাই দুর্ভাগা, বন্ধুত্ব তার প্রয়োজন। কিন্তু নিকোলাই টের পেল যে ঠিক ঐ কথাটাই কনস্তান্তিন বলতে চাইছিলেন। ভুরু কুঁচকে ফের সে ভোদ্‌কা ঢালতে গেল।

'আর না নিকোলাই দ্মিত্রিচ!' পানপাত্রের দিকে মোটা সোটা অনাবৃত হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

'ছাড়ো বলছি! পেছনে লেগো না! মেরে ঢিট করব!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ভীরু ভীরু সহৃদয় একটা হাসি ফুটল মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখে, তাতে সাড়া দিল নিকোলাই, মেয়েটা ভোদ্‌কা নিল।

নিকোলাই বললেন, 'আরে ভেবো না যে ও কিছু বোঝে না। আমাদের সবার চেয়ে ও বোঝে ভালো। সত্যি ওর মধ্যে সুন্দর, মিষ্টি কী একটা যেন আছে, তাই না?'

'আপনি আগে মস্কোয় আসেন নি কখনো?' কনস্তান্তিন বললেন কিছু একটা বলতে হয় বলে।

'আরে ওকে আপনি-আপনি করো না। এতে ও ভয় পায়। বেশ্যাবাড়ি থেকে পালাতে চেয়েছিল বলে যখন ওকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়, তখন সালিশ হাকিম ছাড়া কেউ ওকে আপনি বলে নি কখনো। ভগবান, কী এ সব মাথামুণ্ডু হচ্ছে দুনিয়ায়!' হঠাৎ সে চেঁচিয়ে উঠল, 'যতসব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান, সালিশ হাকিম, জেমস্তভো, কী সব অনাসৃষ্টি ব্যাপার!'

এবং এই সব নতুন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার সংঘাতের কথা বলতে লাগল সে।

কনস্তান্তিন লেভিন শুনে যাচ্ছিলেন। কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মানে হয় না, ভাইয়ের এই মতটায় তাঁরও সায় ছিল এবং সে কথা প্রায়ই বলেছেনও, এখন কিন্তু ভাইয়ের মুখ থেকে সে কথা শুনতে বিছছিরি লাগল তাঁর। ঠাট্টা করে বললেন, 'পরপারে গিয়ে এ সব বোঝা যাবে।'

'পরপারে? এহ্, পরপার আমার ভালো লাগে না!' ভাইয়ের মুখের দিকে ভীত বন্য চোখ মেলে সে বলল, 'মনে হতে পারে, অপরের আর নিজের এই সব নীচতা, গণ্ডোগোল থেকে বেরিয়ে যেতে পারা তো ভালোই, কিন্তু ভয় পাই মরণকে, সাংঘাতিক ভয় পাই' — কেঁপে উঠল সে, 'হ্যাঁ, কিছু একটা পান করো। শ্যাম্পেন খাবে? নাকি চলে যাব কোথাও? চলো যাই জিপসীদের কাছে! জানো, জিপসীদের আর রুশ গান আমি ভারি ভালোবেসে ফেলেছি।'

জিব ওর জড়িয়ে আসছিল, লাফিয়ে লাফিয়ে যাচ্ছিল বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। মাশার সাহায্যে কনস্তান্তিন বোঝালেন যে কোথাও যাবার দরকার নেই, একেবারে মাতাল অবস্থায় শুইয়ে দিলেন তাকে।

মাশা কথা দিলে প্রয়োজন পড়লে কনস্তান্তিনকে চিঠি লিখবে এবং ভাইয়ের কাছে গিয়ে থাকার জন্য বোঝাবে নিকোলাই লেভিনকে।

॥ ২৬ ॥

সকালে কনস্তান্তিন লেভিন মস্কো ছাড়লেন, বাড়ি পেঁছিলেন সন্ধ্যায়। পথে রেলের কামরায় তিনি সহযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন রাজনীতি, নতুন রেল পথ ইত্যাদি নিয়ে এবং মস্কোতে যা হয়েছিল, ঠিক তেমনি অর্থবোধের গোলমাল, নিজের ওপরেই অসন্তোষ, কী নিয়ে যেন একটা লজ্জা পেয়ে বসে তাঁকে; কিন্তু যখন নিজের স্টেশনটিতে নামলেন, চিনতে পারলেন কাফতানের কলার তুলে দেওয়া কানা কোচোয়ান ইগ্‌নাতকে, স্টেশনের জানলা দিয়ে এসে পড়া আবছা আলোয় দেখলেন তাঁর গালিচা পাতা স্লেজখানা, লেজ-বাঁধা, আংটা আর থুপিতে সাজানো তাঁর ঘোড়াগুলোকে, স্লেজে মাল চাপাতে চাপাতেই ইগ্‌নাত যখন জানাচ্ছিল গ্রামের খবর, বলছিল ঠিকাদার এসেছে, বাচ্চা দিয়েছে পাভা, তখন উনি টের পেলেন যে গোলমেলে ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে লজ্জা আর নিজের ওপর অসন্তোষ। এটা তিনি অনুভব করেছিলেন শুধু ইগ্‌নাত আর ঘোড়াগুলোকে দেখেই। কিন্তু যখন তিনি তাঁর জন্য আনা মেষচর্মের কোট পরে ঢাকাঢুকো দিয়ে স্লেজে বসে রওনা দিলেন, ভাবতে লাগলেন গ্রামে আসন্ন ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কথা, দেখতে লাগলেন দন জাতের বাড়তি ঘোড়াটাকে, আগে যা ছিল দৌড়ের ঘোড়া, এখন গতর ভেঙে পড়লেও তেজ বজায় রেখেছে, তখন তিনি বুঝতে শুরু করলেন কী তাঁর হয়েছিল। স্বীয় সত্তা অনুভব করলেন তিনি, অন্য কিছু হবার সাধ তাঁর নেই। এখন তিনি চাইলেন শুধু আগের চেয়েও বেশি ভালো হতে। প্রথমত, উনি ঠিক করলেন, বিবাহ থেকে যে অসামান্য সুখশান্তি তাঁর পাবার কথা, সেদিন থেকে তার আর কোনো ভরসা তিনি করবেন না, ফলে বর্তমানকে এমন তাচ্ছিল্য করবেন না তিনি। দ্বিতীয়ত, জঘন্য হৃদয়াবেগে আর কখনোই নিজেকে ভেসে যেতে তিনি দেবেন না, পাণিপ্রার্থনা করার সময় যার স্মৃতি তাঁকে এত যন্ত্রণা দিয়েছে। তারপর নিকোলাই ভাইয়ের কথা স্মরণ করে নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করলেন যে তাকে কখনো ভোলা চলবে না, তার ওপর নজর রাখবেন, দৃষ্টিচ্যুত করবেন

না তাকে যাতে মুশকিলে পড়লে সাহায্যের জন্য তৈরি থাকতে পারেন। আর সেটা ঘটবে শিগগিরই, এটা টের পাচ্ছিলেন তিনি। তারপর কমিউনিজম নিয়ে ভাইয়ের যে কথাবার্তাকে তিনি তখন হালকা করে দেখেছিলেন সেটা এখন তাঁকে ভাবাতে লাগল। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার ব্যাপারটা তিনি বাজে কথা বলে গণ্য করতেন, কিন্তু লোকেদের দারিদ্র্যের সঙ্গে তুলনায় নিজের উদ্বৃত্তটা তাঁর কাছে সর্বদাই মনে হত অন্যায়। এখন তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে আগে অনেক খাটলেও এবং বিলাসে দিন না কাটালেও নিজেকে পুরোপুরি ন্যায়পরায়ণ বলে অনুভব করার জন্য এখন খাটবেন আরো বেশি করে এবং বিলাসে গা ভাসাবেন আরো কম। আর এ সব করা তাঁর পক্ষে এত সহজ মনে হল যে সারা রাস্তা তিনি নানা প্রীতিকর কল্পনায় ডুবে গেলেন। একটা নতুন, উত্তম জীবন যাপনের আশায় চাঙ্গা হয়ে তিনি বাড়িতে পেঁছিলেন সন্ধ্যা আটটার পর।

বৃদ্ধা আয়া আগাফিয়া মিখাইলোভনা, এখন যিনি তাঁর সংসার দেখাশোনা করেন, তাঁর ঘরের জানলা থেকে আলো এসে পড়ল বাড়ির সামনেকার চাতালের বরফে। এখনো ঘুমান নি তিনি। কুজ্‌মাকে তিনি জাগিয়ে দিলেন। ঘুম-ঘুম অবস্থায় খালি পায়ে সে ছুটে গেল অলিন্দে। কুজ্‌মাকে প্রায় উলটে ফেলে শিকারী কুকুর লাস্‌কাও ছুটে গিয়ে ডাক ছাড়তে লাগল, গা ঘষতে লাগল তাঁর হাঁটুতে, চাইছিল উঠে দাঁড়িয়ে তার সামনের দুই থাবা তাঁর বুকে রাখতে, তবে সাহস পাচ্ছিল না।

'বড়ো তাড়াতাড়ি যে বাপু' — বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

'মন কেমন করছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনা। পরের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া ভালো, তবে নিজের বাড়ি আরো ভালো' — এই বলে তিনি গেলেন নিজের স্টাডিতে।

মোমবাতি নিয়ে আসায় ধীরে ধীরে আলো হয়ে উঠল ঘরখানা। ফুটে উঠল পরিচিত সব খুঁটিনাটি: হরিণের শিঙ, বইয়ের তাক, চুল্লির একটা পাশ, বায়ু চলাচলের পাটা যা বহুকাল মেরামত করা হয় নি, বাপের সোফা, মস্তো টেবিলটা, তাতে পাতা-খোলা বই, ভাঙা ছাইদানি, তাঁর হস্তাক্ষরে লেখা নোটখাতা। এই সব দেখে মুহূর্তের জন্য তাঁর সন্দেহ হল আসবার পথে যে নতুন জীবনের কল্পনা তিনি করছিলেন তা গড়ে তোলা সম্ভব কিনা। তাঁর জীবনের এই সব চিহ্নগুলো যেন তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলছিল: 'না, আমাদের ছেড়ে তুমি যেতে পারবে না, আর কেউ তুমি হবে না, হয়ে থাকবে

তাই যা ছিলে: সন্দেহ, নিজের ওপর চিরকেলে অসন্তোষ, সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা আর হতাশা, সুখের আশা আর নিরন্তর তার প্রতীক্ষা নিয়ে যা পাও নি, তোমার পক্ষে যা পাওয়া অসম্ভব।'

কিন্তু এ কথা বলছিল জিনিসগুলো, অন্তরের ভেতরটা বলছিল যে বিগতের বশবর্তী থাকার প্রয়োজন নেই, সবকিছু করা তোমার পক্ষে সম্ভব। সে কথায় কান দিয়ে তিনি গেলেন ঘরের কোণটায় যেখানে ছিল তাঁর এক-এক পুদ ওজনের দুই ডাম্ব-বেল, নিজেকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টায় সেগুলো তুলে ব্যায়াম করতে লাগলেন। দরজার বাইরে পদশব্দ শোনা গেল। তাড়াতাড়ি ডাম্ব-বেল নামিয়ে রাখলেন তিনি।

গোমস্তা ঘরে ঢুকে বললে যে ভগবানের দয়ায় সবই ভালোয় ভালোয় চলছে, তবে শুকিয়ে তোলার নতুন ব্যবস্থাটায় বাক-হুইট পুড়ে গেছে। এ খবরটায় পিত্তি জ্বলে গেল লেভিনের। শুকাবার নতুন ব্যবস্থাটা লেভিনের বানানো এবং খানিকটা তাঁরই উদ্ভাবন। গোমস্তা সর্বদাই ছিল তার বিরুদ্ধে, এখন চাপা বিজয়োল্লাসে ঘোষণা করছে যে বাক-হুইট পুড়ে গেছে। লেভিন একেবারে নিঃসন্দেহ যে বাক-হুইট যদি ধরে গিয়ে থাকে, তাহলে শত বার যেসব ব্যবস্থা নেবার কথা তিনি বলেছিলেন তা নেওয়া হয় নি। বিরক্ত লাগল তাঁর, গোমস্তাকে বকুনি দিলেন। তবে একটা জরুরি, আনন্দের কথা: পাভা বাচ্চা দিয়েছে, এটি মেলা থেকে কেনা তাঁর সেরা, দামী গরু।

'কুজ্মা, আমার ওভার-কোটটা দে। আর তুমি লণ্ঠন আনতে বলো। গিয়ে দেখে আসি' — গোমস্তাকে হুকুম করলেন।

দামী গরুগুলোর গোয়াল বাড়ির পেছনেই। লাইলাক গাছগুলোর কাছে তুষারস্তূপ পেরিয়ে আঙিনা দিয়ে তিনি গোয়ালে গেলেন। হিমে জমাট দরজা খুলতেই গোবরের উষ্ণ ভাপ নাকে এল, লণ্ঠনের অনভ্যস্ত আলোয় অবাক হয়ে টাটকা খড়ের ওপর খচমচ করে উঠল গরুরা। ঝলক দিল ওলন্দাজ গরুর মসৃণ ছোপ-ছোপ কালো পিঠ। ঠোঁটে আংটা পরানো ষাঁড় বের্কুত শুয়ে ছিল, ভেবেছিল উঠে দাঁড়াবে, কিন্তু মত বদলে শুধু বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস করল যখন তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিল লোকেরা। হিপোপটেমাসের মতো বিপুলকায়, রক্তিম সুন্দরী পাভা পিছন ফিরে বাছুরটাকে আড়াল করে তাকে শুঁকতে শুরু করল।

লেভিন স্টলের ভেতরে ঢুকে পাভার দিকে চেয়ে দেখে লালচে-ছোপ বাছুরটাকে খাড়া করলেন তার লম্বা নড়বড়ে পায়ের ওপর। পাভা হাম্বা

করে উঠতে চাইছিল, কিন্তু লেভিন যখন বাচ্চাটাকে তার দিকে এগিয়ে দিলেন, তখন শান্ত হয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাচ্চাটাকে চাটতে লাগল তার খড়খড়ে জিব দিয়ে। বাচ্চাটা খুঁজে খুঁজে নাক গুঁজল তার মায়ের পেটের নিচে, লেজ দোলাতে লাগল।

'এখানটায় আলো দাও ফিওদর, লণ্ঠন আনো' — বাছুরটাকে দেখতে দেখতে বললেন লেভিন, 'একেবারে মায়ের মতো! যদিও রংটা পেয়েছে বাপের। দিব্যি হয়েছে। লম্বা, চওড়া। ভাসিলি ফিওদরোভিচ, দিব্যি হয়েছে তাই না?' বাছুরটার জন্য আনন্দে তিনি বাক-হুইটের কথা একেবারে ভুলে গিয়ে জিগ্যেস করলেন গোমস্তাকে।

গোমস্তা বললে, 'খারাপ হতে যাবে কেন? আপনি চলে যাবার পরের দিন ঠিকাদার সেমিওন এসেছিল। ওকে ফরমাশ দিতে হবে কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ। আর শুকাবার যন্ত্রটার কথা তো আগেই বলেছি।'

এই একটা কথাতেই লেভিন ডুবে গেলেন তাঁর সম্পত্তির খুঁটিনাটিতে। এ সম্পত্তি যেমন বড়ো, তেমনি জটিল। গোয়াল থেকে উনি সোজা গেলেন দপ্তরে, গোমস্তা আর ঠিকাদার সেমিওনের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে বাড়ি ফিরলেন, গেলেন সোজা ওপরতলার বৈঠকখানায়।

॥ ২৭ ॥

বাড়িখানা বড়ো, সাবেকী। লেভিন তাতে একা থাকলেও সমস্ত বাড়িখানাই গরম রাখার ব্যবস্থা করতেন, ব্যবহার করতেন বাড়িটা। জানতেন যে এটা বোকামি, এমনকি খারাপই এবং তাঁর বর্তমান নতুন পরিকল্পনার বিরোধী। কিন্তু লেভিনের কাছে বাড়িখানা গোটা একটা জগৎ। এই জগতে দিন কাটিয়েছেন এবং প্রয়াত হয়েছেন তাঁর পিতা-মাতা। তেমন একটা জীবন তাঁরা যাপন করে গেছেন যা লেভিনের কাছে মনে হত সবকিছু পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা, নিজের স্ত্রী, নিজের পরিবারকে নিয়ে সেটা পুনরুজ্জীবিত করার স্বপ্ন ছিল তাঁর।

নিজের মাকে তাঁর বড়ো একটা মনে পড়ে না। তাঁর সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা, সেটা তাঁর কাছে পূত-পবিত্র একটা স্মৃতি, তাঁর মা যেমন নারীর অপূর্ব, পবিত্র আদর্শ, তাঁর পত্নীরও হওয়া উচিত তারই পুনরাবৃত্তি।

বিবাহ ছাড়া নারীকে ভালোবাসা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না

শুধু তাই নয়, সর্বাগ্রে তিনি ভাবতেন সংসারের কথা, তার পরে যে নারী তাঁকে সে সংসার দেবে, তাঁকে। তাই বিবাহ সম্পর্কে তাঁর ধারণাটা ছিল তাঁর অধিকাংশ চেনা-পরিচিতদের মতো নয়, যাদের কাছে বিয়েটা হল নানান সামাজিক ব্যাপারের একটা। লেভিনের কাছে এটা জীবনের প্রধান ব্যাপার, যার ওপর নির্ভর করছে জীবনের সমস্ত সুখ। আর এখন সেটা ত্যাগ করতে হবে।

যে ছোটো বৈঠকখানাটায় লেভিন সর্বদা চা খেতেন সেখানে নিজের আরাম-কেদারায় যখন বসলেন বই নিয়ে আর আগাফিয়া মিখাইলোভনা চা এনে তাঁর বরাবরকার 'আমিও বসি বাছা' বলে ঠাঁই নিলেন জানলার কাছে, তখন যত আশ্চর্যই হোক, স্বপ্নগুলো ছেড়ে গেল না তাঁকে, এ ছাড়া তিনি বাঁচতে পারেন না। ওকে নিয়ে হোক বা অন্য কাউকে নিয়েই হোক, এ ঘটবেই। বই পড়তে লাগলেন তিনি, যা পড়লেন তা নিয়ে ভাবছিলেন, থেকে থেকে ভাবনা থামিয়ে শুনছিলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার অনর্গল বকবকানি; সেই সঙ্গে মহালের আর ভবিষ্যৎ পারিবারিক জীবনের অসংলগ্ন নানান ছবি ভেসে উঠতে লাগল তাঁর কল্পনায়। তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর অন্তরের গভীরে কী একটা যেন এসে পড়েছে, দৃঢ় হচ্ছে, বাসা পেতে বসছে।

প্রখরের ধর্মভয় নেই, ঘোড়া কেনার জন্য লেভিন তাকে যে টাকা দিয়েছিলেন তা দিয়ে সে বেদম মদ খাচ্ছে, পিটিয়ে আধমরা করেছে বৌকে — আগাফিয়া মিখাইলোভনার এই সব কথা শুনছিলেন লেভিন; শুনছিলেন আর বই পড়ে যাচ্ছিলেন, পাঠ থেকে মনে যেসব ভাবনার উদয় হচ্ছিল লক্ষ করছিলেন তার গতি। এটা ছিল তাপ নিয়ে টিন্ডালের বই। তাঁর মনে পড়ল পরীক্ষা চালানোর নৈপুণ্যের জন্য টিন্ডালের আত্মতুষ্টি আর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ঘাটতির জন্য তাঁর সমালোচনার কথা। হঠাৎ একটা সুখচিন্তা ভেসে উঠল মনে: 'দুই বছর পরে আমার পালে থাকবে দুটি ওলন্দাজ গরু, পাভা নিজেও হয়ত বেঁচে রইবে তখনো, তাছাড়া বারোটি বের্‌কুত-এর বকনা, এর সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জন্যে যোগ করা যাবে এই তিনটিকে — খাশা!' ফের বইয়ে মন দিলেন তিনি।

'বেশ, বিদ্যুৎ আর তাপ না হয় একই জিনিস, কিন্তু একটা প্রশ্নের সমাধানে একধরনের রাশির জায়গায় আরেকটা বসানো যায় কি সমীকরণে? যায় না। তাহলে দাঁড়াল কী? প্রকৃতির সমস্ত শক্তির মধ্যে সম্পর্ক তো সহজ

বোধেই টের পাওয়া যায়... ভারি সুখের কথা যে পাভা-র বকনাটি হবে লালের ছোপ দেওয়া গরু আর সমস্ত পালটা যাতে যোগ দেবে এই তিনটে... চমৎকার! বৌ আর নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে যাব গরু দেখতে... বৌ বলবে, কনস্তান্তিন আর আমি এই বাছুরটাকে পেলেছি সন্তানের মতো। অতিথিরা শুধাবে, এতে আপনার এত আগ্রহ কেন বলুন তো? ওর যাতে আগ্রহ তার সবেতেই আমি সাগ্রহী। কিন্তু কে সে?' মস্কোয় যা ঘটেছে তা মনে পড়ল তাঁর... 'কিন্তু করা যায় কী?.. আমার তো দোষ নেই। কিন্তু এখন সবই চলবে নতুন খাতে। জীবন সেটা হতে দেবে না, অতীত হতে দেবে না, এটা বাজে কথা। ভালোভাবে, অনেক ভালোভাবে বাঁচার জন্যে লড়তে হবে...' মাথা তুলে তিনি ডুবে গেলেন চিন্তায়। লেভিনের আগমনে বুড়ি লাস্কার আনন্দ তখনো যায় নি, আঙিনায় ছুটে গিয়ে ডাক ছেড়ে সে ফিরল লেজ নাড়তে নাড়তে, সঙ্গে নিয়ে এল বাতাসের গন্ধ, লেভিনের কাছে গিয়ে সে মাথা গুঁজল তাঁর হাতে, লেভিনের আদর কেড়ে করুণ সুরে গুঁইগুঁই করতে লাগল।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'শুধু কথা বলে না এই যা। কুকুর তো... তবে বোঝে যে মনিব ফিরেছে, কিন্তু মন খারাপ।'

'মন খারাপ হবে কেন?'

'আমার কি চোখ নেই বাছা? এতদিনেও বাবুদের কি বুঝি নি? সেই ছোটো থেকে আছি বাবুদের সংসারে। ও কিছু নয় বাপু। স্বাস্থ্য ভালো আর বিবেক পরিষ্কার থাকলেই হল।'

একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন লেভিন, কেমন করে তাঁর ভাবনা ধরতে পেরেছে ভেবে অবাক লাগল তাঁর।

'কী, আরো চা আনব?' এই বলে পেয়ালা নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

লাস্কা ক্রমাগত মুখ গুঁজছিল তাঁর হাতে। লেভিন তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই লাস্কা তাঁর পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে-আসা পেছনের থাবাটায় মাথা রাখল। এখন সব ভালো, সব ঠিক আছে এইটে জানাবার জন্য সামান্য হাঁ করলে সে, ঠোঁট চাটল আর বুড়ো দাঁতের কাছে চ্যাটচেটে জিবটা গুছিয়ে রেখে চুপ করে গেল পরমানন্দের প্রশান্তিতে। লেভিন তার এই শেষ কাণ্ডটা মন দিয়ে লক্ষ করলেন।

মনে মনে ভাবলেন, 'তাহলে আমিও তাই! আমিও তাই করব! ভাবনা নেই... সব ঠিক আছে!'

বলনাচের পর আন্না আর্কাদিয়েভনা সেই দিনই ভোরে তাঁর মস্কো ছাড়ার খবর দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন স্বামীর কাছে।

'না, না, যেতে হবে, যেতেই হবে' — তাঁর সংকল্প পরিবর্তনটা তিনি বৌদিকে বোঝালেন এমন সুরে যেন এত কাজের কথা তাঁর মনে পড়েছে যে গুনে শেষ করা যায় না, 'না, বরং এখন যাওয়াই ভালো!'

স্তেপান আর্কাদিচ বাড়িতে খেলেন না, কথা দিলেন বোনকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য আসবেন সাতটার সময়।

কিটিও এল না, চিরকুট লিখে পাঠাল যে তার মাথা ধরেছে। ছেলেমেয়ে আর ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে খাওয়া সারলেন শুধু ডল্লি আর আন্না। শিশুরা একনিষ্ঠ নয় অথবা খুবই সজাগ বলেই কিনা কে জানে, তারা অনুভব করছিল, যেদিন তারা আন্নার অত ভক্ত হয়ে পড়েছিল, আজ তিনি মোটেই সেদিনের মতো নন, তিনি আর ব্যস্ত নন ওদের নিয়ে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল পিসির সঙ্গে তাদের খেলা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, তিনি যে আজ চলে যাচ্ছেন এতে মোটেই তাদের মনোযোগ দেখা গেল না। আন্না সারা সকাল ব্যস্ত ছিলেন যাত্রার তোড়জোড় নিয়ে। মস্কোর পরিচিতদের কাছে চিরকুট লিখলেন আন্না, হিসাবপত্র টুকে রাখলেন, মালপত্র গোছালেন। ডল্লির মনে হল উনি সুস্থির মেজাজে নেই, আর এই যে উদ্বেগের মেজাজ নিজেকে দিয়ে ডল্লির ভালোই জানা, তা বিনা কারণে ঘটে না আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চাপা দেয় নিজের ওপর অসন্তোষ। খাওয়ার পর আন্না সাজগোজ করতে গেলেন নিজের ঘরে, ডল্লিও এলেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে।

ডল্লি তাঁকে বললেন, 'আজ কেমন অদ্ভুত লাগছে তোমায়!'

'আমি? তাই মনে হচ্ছে তোমার? অদ্ভুত নই, তবে বিগড়ে আছি। ওটা আমার হয়। কেবলি কান্না পাচ্ছে। খুব বোকামি, কিন্তু কেটে যাবে' — তাড়াতাড়ি এই বলে আন্না তাঁর রক্তিম মুখ নোয়ালেন খেলনার মতো থলেটার দিকে যাতে তিনি রাখছিলেন তাঁর নৈশ টুপি আর বাতিস্ত রুমাল। চোখ তাঁর অসম্ভব চকচক করছিল, অবিরাম জল দেখা দিচ্ছিল তাতে, 'পিটার্সবুর্গ থেকে নড়তে চাইছিলাম না, এখন এখান থেকে যেতেও মন সরছে না।'

তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ডল্লি বললেন, 'তুমি এখানে একটা উপকার করে গেলে।'

আন্না তাঁর দিকে তাকালেন কান্নাভেজা চোখে।

'ও কথা বলো না ডল্লি। কিছুই আমি করি নি, করতে পারতামও না। প্রায়ই আমার অবাক লাগে কেন লোকে ষড়যন্ত্র করে আমায় নষ্ট করার জন্যে। কী আমি করেছি, কীইবা করতে পারতাম। ক্ষমা করার মতো প্রচুর ভালোবাসা ছিল তোমার বুকের ভেতর।'

'তুমি নইলে কী যে ঘটত ভগবানই জানেন। কী সৌভাগ্য তোমার!' ডল্লি বললেন, 'প্রাণটা তোমার পরিষ্কার আর ভালো।'

'ইংরেজরা যা বলে, প্রত্যেকের নিভৃত কক্ষেই কংকাল থাকে।'

'তোমার আবার কংকাল কী? তোমার সবই তো পরিষ্কার।'

'আছে' — হঠাৎ বলে উঠলেন আন্না আর অশ্রুর পর অপ্রত্যাশিত ধূর্ত উপহাসের হাসিতে কুঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর ঠোঁট।

'তা তোমার কংকালগুলো মোটেই গোমড়া নয়, মজাদার।'

'না, গোমড়া। কাল নয়, আজকেই আমি যাচ্ছি কেন জানো? এই যে স্বীকৃতিটা আমায় পিষে মারছে সেটা তোমায় বলতে চাই' — এই বলে আন্না দৃঢ় ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে পড়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ডল্লির দিকে।

আর ডল্লি অবাক হয়ে দেখলেন আন্না আকর্ণ লাল হয়ে উঠেছেন, গ্রীবায় লম্বিত চুলের কালো কুণ্ডলী পর্যন্ত।

আন্না বলে গেলেন, 'হ্যাঁ, কিটি কেন খেতে এল না জানো? আমার ওপর তার ঈর্ষা হয়েছে। আমি নষ্ট করে ফেলেছি... বলনাচটা যে তার কাছে আনন্দের না হয়ে যন্ত্রণাকর হয়েছে আমি তার কারণ। কিন্তু সত্যি বলছি, সত্যি, আমার দোষ নেই, কিংবা দোষ সামান্য' — 'সামান্য' কথাটা টেনে টেনে সরু গলায় তিনি বললেন।

'আহ্, কথাটা হল ঠিক স্তিভার মতো' — হেসে উঠলেন ডল্লি।

আন্না আহত হলেন।

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আরে না, না, আমি স্তিভা নই। আমি এ কথা বলছি কারণ আমি মুহূর্তের জন্যেও নিজের ওপর নিজেকে সন্দিহান হতে দিই না।'

কিন্তু যখন তিনি এ কথা বলছিলেন, তখনই তিনি টের পেলেন যে তিনি ঠিক বলছেন না; নিজেকে তিনি যে সন্দেহ করেছিলেন শুধু তাই নয়,

ভ্রন্‌স্কির কথা ভেবে তিনি দোলায়িত বোধ করেছিলেন, এবং ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আর যাতে দেখা না হয় শুধু এই জন্যই যা ইচ্ছে ছিল তার আগেই তিনি চলে আসেন ওখান থেকে।

'হ্যাঁ, স্তিভা আমায় বলছিল যে তুমি ওর সঙ্গে মাজুরকা নেচেছ আর সে...'

'তুমি ভাবতে পারবে না কী হাস্যকর ব্যাপার দাঁড়াল। আমি শুধু ভেবেছিলাম ঘটকীর কাজ করব আর হঠাৎ কিনা দাঁড়াল একেবারে অন্যরকম। হয়ত আমার অনিচ্ছাতেই আমি...'

লাল হয়ে উঠে থেমে গেলেন তিনি।

ডল্লি বললেন, 'ওহ্‌ ওরা ওটা তক্ষুনি বোঝে!'

তাঁকে বাধা দিলেন আন্না, 'কিন্তু ওর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু থাকলে আমি হতাশ হয়ে পড়তাম। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সবই ভুলে যাবে ও, কিটিও আর ঘেন্না করবে না আমায়।'

'তবে আন্না, সত্যি বলতে, কিটির এ বিয়ে আমি বিশেষ চাই না। ভ্রন্‌স্কি যদি এক দিনেই তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে, তাহলে এটা ভেঙে যাওয়াই ভালো।'

'মাগো, সে যে হবে ভারি বোকামি!' আন্না বললেন, আর তাঁর মনের ভাবনাটা কথায় ব্যক্ত হতে শুনে পরিতোষের গাঢ় রঙ ফের ফুটে উঠল তাঁর মুখে। 'তাই আমি চলে যাচ্ছি কিটিকে শত্রু করে দিয়ে, যাকে বড়ো ভালোবাসি আমি। ইস, কী মিষ্টি মেয়ে! কিন্তু তুমি ঠিকঠাক করে দিও এটা, ডল্লি? করবে তো?'

ডল্লির হাসি চাপা দায় হয়েছিল। আন্নাকে তিনি ভালোবাসতেন কিন্তু তাঁরও দুর্বলতা আছে দেখে তৃপ্তিও পেলেন তিনি।

'শত্রু? সে অসম্ভব।'

'তোমাদের আমি যেমন ভালোবাসি, তোমরাও সবাই আমায় তেমনি ভালোবাসো, এই তো আমার সাধ। আর এখন আমি আরো বেশি করে তোমাদের ভালোবাসছি' — আন্না বললেন চোখে জল নিয়ে, 'আহ্‌, আজ কী বোকার মতো করছি!'

মুখে রুমাল বুলিয়ে তিনি সাজ-পোশাক করতে লাগলেন।

ঠিক রওনা হবার মুখে এলেন বিলম্বিত স্তেপান আর্কাদিচ, মুখখানা লাল, মদ আর চুরুটের গন্ধ বেরুচ্ছে।

আন্নার ভাবাবেগ সঞ্চারিত হল ডল্লির মধ্যেও। শেষ বারের মতো আলিঙ্গন করার সময় তিনি ফিসফিসিয়ে বললেন ননদকে, 'মনে রেখো আন্না, আমার জন্যে তুমি যা করেছ তা জীবনে ভুলব না। মনে রেখো, আমি তোমায় ভালোবেসেছি আর চিরকাল ভালোবেসে যাব নিজের সেরা বন্ধু বলে।'

'কিসের জন্যে বুঝছি না' — তাঁকে চুমু খেয়ে চোখের জল আড়াল করে আন্না বললেন।

'আমায় তুমি বুঝেছ, বুঝতে পারছ। এসো তাহলে বোন আমার!'

॥ ২৯ ॥

তৃতীয় ঘণ্টি পড়া পর্যন্ত ওয়াগনে ঢোকার পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভাই। তাঁকে শেষ বার বিদায় জানাবার সময় আন্না আর্কাদিয়েভনার মনে প্রথম যে চিন্তাটা এল সেটা এই: 'যাক, ভগবানের দয়ায় সব চুকল তাহলে!' আন্নুশ্‌কার সঙ্গে নিজের গদি-আঁটা বেঞ্চিতে বসে তিনি ঘুম-কামরার আধা-আলোয় তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। 'যাক, কাল সেরিওজা আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে দেখতে পাব, আগের মতোই অভ্যস্ত জীবন চলবে ভালোভাবে।'

গোটা দিনটা তিনি যে দুশ্চিন্তার মেজাজে ছিলেন সেই মেজাজেই তিনি যাত্রার জন্য গুছিয়ে বসতে লাগলেন একটা সন্তুষ্টি আর পারিপাট্য নিয়ে। ছোটো ছোটো নিপুণ হাতে তিনি একটা লাল থলে খুললেন আর বন্ধ করলেন, একটা বালিশ বার করে রাখলেন কোলের ওপর, নিখুঁতভাবে পা কম্বলে জড়িয়ে শান্ত হয়ে আসন নিলেন। অসুস্থা একজন মহিলা শোবার আয়োজন করছিলেন, অন্য দু'জন মহিলা কথা বলতে লাগলেন আন্নার সঙ্গে, স্থূলকায়া এক বৃদ্ধা পা ঢেকে তাপের অব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ জানালেন। কয়েক কথায় মহিলাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন আন্না, কিন্তু কথোপকথন থেকে কোনো আকর্ষণের আশা নেই দেখে তিনি একটা লণ্ঠন আনতে বললেন আন্নুশ্‌কাকে, সীটের হাতলের সঙ্গে সেটাকে বেঁধে নিজের হ্যান্ড ব্যাগ থেকে পাতা কাটার ছুরি আর একটা ইংরেজি নভেল বার করলেন। প্রথমটা তাঁর পড়ায় মন বসছিল না, গোড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছিল

লোকেদের ব্যস্ততা আর হাঁটাহাঁটিতে; তারপর ট্রেন যখন ছাড়ল, শব্দগুলোয় কান না পেতে পারা গেল না। শেষে বাঁ দিকের জানলায় ঝাপট মারা, শার্সিতে লেপটে যাওয়া তুষারকণা, একদিকে তুষারে ছাওয়া পোশাকে যে কনডাক্টর পাশ দিয়ে চলে গেল তার চেহারা, বাইরে কী ভয়াবহ বরফ ঝড় চলছে তা নিয়ে আলাপে মনোযোগ আকৃষ্ট হল তাঁর। তারপর সেই একই ব্যাপার চলতে থাকল: ঝকঝক শব্দে সেই একই ঝাঁকুনি, জানলায় সেই একই তুষার, বাষ্পের উত্তাপ থেকে ঠান্ডা এবং ফের উত্তাপে সেই একই দ্রুত বদল, আধা-অন্ধকারে সেই একই মুখগুলোর ঝলক, সেই একই কণ্ঠস্বর। ফলে আন্না পড়তে শুরু করলেন এবং পঠিত বিষয় বোধগম্যও হতে থাকল। দস্তানা পরা চওড়া হাতে, যার একটা ছেঁড়া, কোলের ওপর লাল থলেটা চেপে আন্নুশ্‌কা ঢুলতে শুরু করলে। আন্না আর্কাদিয়েভনা পড়ছিলেন আর বুঝতে পারছিলেন যে পড়তে অর্থাৎ অন্য লোকের জীবনের প্রতিফলন দেখতে তাঁর ভালো লাগছে না। নিজেই তিনি বড়ো বেশি বাঁচতে চান। যখন পড়ছিলেন উপন্যাসের নায়িকা রোগীর কিরকম সেবাযত্ন করছেন, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল নিঃশব্দে রোগীর ঘরে ঘুরে বেড়াতে; যখন পড়ছিলেন পার্লামেণ্ট সভ্যের বক্তৃতার কথা, তখন তাঁর নিজেরই ইচ্ছে হচ্ছিল সেরকম বক্তৃতা দিতে; যখন পড়ছিলেন লেডি মেরি তাঁর ভ্রাতৃবধূকে চটিয়ে দিয়ে এবং নিজের দুঃসাহসে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে ধাওয়া করেছেন একপাল কুকুরের পেছনে তখন আন্নাও তাই করতে চাইছিলেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না, ছোটো ছোটো হাতে মসৃণ ছুরিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে তিনি জোর করে পড়ে চললেন।

উপন্যাসের নায়ক তখন ব্রিটিশ সুখ, ব্যারন খেতাব আর সম্পত্তি অর্জন করতে চলেছে, আন্নারও ইচ্ছে হল তার সঙ্গে তিনিও সম্পত্তিতে যান কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে হল নায়কের এর জন্য লজ্জা হওয়ার কথা এবং তাঁর নিজেরই লজ্জা হচ্ছে। কিন্তু কেন নায়কের লজ্জা হবে? 'কেন আমার লজ্জা?' আহত বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করলেন নিজেকে। বই বন্ধ করে পাতা কাটার ছুরিটা দুই হাতে শক্ত করে ধরে আন্না সীটে হেলান দিলেন। লজ্জার কিছু নেই। মস্কোর সমস্ত স্মৃতি তিনি বেছে বেছে দেখলেন। সবই ভালো, প্রীতিকর। মনে পড়ল বলনাচ, মনে পড়ল ভ্রন্‌স্কিকে, তাঁর প্রেমে পড়া বশীভূত মুখ। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে নিজের গোটা সম্পর্কটার কথা; এতে লজ্জা পাবার মতো কিছু ছিল না। আর সেই সঙ্গে, স্মৃতিচারণের ঠিক এইখানটাতেই

লজ্জাবোধ বেড়ে উঠল। যখন ভ্রন্‌স্কির কথা মনে করছিলেন ঠিক তখনই ভেতরকার কোন একটা কণ্ঠস্বর যেন তাঁকে বলছিল: দরদ, বড়ো বেশি দরদ, মদিরতা।' 'তাতে কী হয়েছে?' আসনের জায়গা বদলিয়ে দৃঢ়ভাবে তিনি বললেন নিজেকে। 'তাতে কী দাঁড়াল? এটাকে সোজাসুজি দেখতে কি ভয় পাই আমি? কী হল এতে? প্রতিটি চেনাজানা লোকের ক্ষেত্রে যা হয় তা ছাড়া এই বাচ্চা অফিসারটির সঙ্গে আমার অন্য কোনো সম্পর্ক আছে কি, থাকতে পারে কি?' অবজ্ঞাভরে হাসলেন তিনি, বই টেনে নিলেন, কিন্তু যা পড়ছিলেন তার কিছুই আর মাথায় ঢুকছিল না। কাগজ-কাটা ছুরিটা তিনি ঘষলেন শার্সিতে, তারপর তার মসৃণ ঠান্ডা গা-টা চেপে ধরলেন গালে, আর হঠাৎ আসা আনন্দে প্রায় সশব্দেই হেসে উঠছিলেন আর কি। তিনি অনুভব করছিলেন যে তাঁর স্নায়ুগুলো মোচড় দেওয়া বেহালার তারের মতো টান-টান হয়ে উঠছে। টের পাচ্ছিলেন যে ক্রমেই বড়ো বড়ো হয়ে উঠছে তাঁর চোখ, তাঁর হাত-পায়ের আঙুলগুলো স্নায়বিক বিক্ষেপে নড়ছে, ভেতর থেকে কী যেন চাপ দিচ্ছে তাঁর নিশ্বাসে, আর দোলায়মান এই আধা-অন্ধকারের সমস্ত মূর্তি আর ধ্বনি অসাধারণ স্পষ্টতায় অভিভূত করছে তাঁকে। অবিরাম সন্দেহের এক-একটা মুহূর্ত এসে পড়ছিল তাঁর ওপর — গাড়িটা সামনে যাচ্ছে, নাকি পেছনে, নাকি দাঁড়িয়েই আছে। ওঁর কাছে ও কে, আন্নুশ্‌কা নাকি বাইরের কোনো লোক? 'হাতলে ওটা কী, ফার কোট নাকি কোনো জানোয়ার? আর আমি-বা এখানে কেন? এটা আমি নাকি অন্য কেউ?' এই ঘোরের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে ভয় হচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কী যেন তার ভেতর ঠেলে বসছিল, খুশিমতো তিনি তাতে আত্মসমর্পণ করতেও পারেন, নাও পারেন। সম্বিত ফিরে পাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কম্বলটা সরিয়ে ফেললেন, কেপ খসিয়ে নিলেন গরম পোশাকটা থেকে। এক মুহূর্তের জন্য সম্বিত ফিরে পেলেন তিনি, বুঝতে পারলেন লম্বা ওভারকোট পরা যে লোকটা ঢুকল, যাতে একটা বোতাম নেই, বুঝতে পারলেন যে সে থার্মোমিটার দেখছে, দরজা দিয়ে তার পেছনে আসছে হাওয়া আর বরফের ঝাপটা; কিন্তু পরে আবার সব গুলিয়ে গেল... দীর্ঘকটি পুরুষটি কী যেন কামড়াতে লাগল দেয়ালে। বৃদ্ধা তার ঠ্যাং বাড়াতে লাগল গোটা ওয়াগন বরাবর, কামরা ভরে তুলল কালো মেঘে, তারপর কিসের যেন ভয়ংকর ক্যাঁচক্যাঁচ ঠকঠক শব্দ উঠল যেন কাউকে কেটে কুটিকুটি করা হচ্ছে। তারপর চোখ ধাঁধিয়ে গেল লাল আলোয়, শেষে সব ঢাকা পড়ে গেল

একটা দেয়ালে। আন্না টের পেলেন যে তিনি পড়ে যাচ্ছেন কিন্তু তাতে ভয় না পেয়ে তাঁর খুশিই লাগছিল। পোশাকে জড়াজড়ি হয়ে তুষারকণায় ছাওয়া একটা লোক কী যেন চেঁচিয়ে বলল তাঁর কানে। সম্বিত ফিরে আন্না উঠে দাঁড়ালেন; তিনি বুঝতে পারলেন যে কোনো স্টেশনে এসেছেন আর ঐ লোকটা কনডাক্টর। যে কেপটা খুলে ফেলেছিলেন সেটা আর রুমাল দিতে বললেন আন্নুশ্‌কাকে। সেগুলি পরে গেলেন দরজার দিকে।

আন্নুশ্‌কা শুধাল, 'নামছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, একটু নিশ্বাস নিই গে। এখানে ভারি গরম।'

দরজা খুললেন আন্না। হাওয়া আর তুষারকণার ঝাপটা ধেয়ে এল তাঁর দিকে, দরজা নিয়ে হুটোপুটি বাধাল তাঁর সঙ্গে। এতে মজা লাগল আন্নার। দরজা খুলে তিনি নেমে গেলেন। বাতাস যেন ঠিক এরই অপেক্ষায় ছিল, সোল্লাসে শনশনিয়ে জাপটে ধরে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল তাঁকে, কিন্তু পাদানির ঠান্ডা রেলিং আঁকড়ে গাউন চেপে ধরে প্ল্যাটফর্মে নামলেন আন্না, গেলেন ওয়াগন পেরিয়ে। পৈঠায় বাতাসের জোর ছিল প্রচন্ড, কিন্তু প্ল্যাটফর্মে ওয়াগনের আড়ালে তা শান্ত। পরিতৃপ্তিতে বুক ভরে তুষারমথিত হিমেল নিশ্বাস নিয়ে তিনি ওয়াগনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন প্ল্যাটফর্ম আর আলোকিত স্টেশনটাকে।

॥ ৩০ ॥

ওয়াগনের চাকা আর স্টেশনের কোণে ল্যাম্পপোস্টগুলোর মধ্যে ফুঁসছিল, শনশনিয়ে উঠছিল দারুণ ঝড়। ওয়াগন, পোস্টগুলো, লোকজন, যাকিছু দৃশ্যগোচর সবারই একটা পাশ তুষারকণায় ছেয়ে গেছে, ক্রমেই বেশি বেশি আসছে তুষারের ঝাপটা। মুহূর্তের জন্য একটু নরম হচ্ছিল ঝড়, কিন্তু তারপরেই ফের এমন দমকায় ধেয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল যে ঠেকানো অসম্ভব। অথচ এর ভেতর ছুটোছুটি করছিল কীসব লোক, ফুর্তিতে কথা বলাবলি করে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছিল প্ল্যাটফর্মের পাটাতনে, আর অবিরাম খুলছিল আর বন্ধ করছিল বড়ো বড়ো দরজা। মানুষের একটা গুঁড়ি-মারা ছায়া ভেসে গেল তাঁর পায়ের মাঝখান দিয়ে আর শোনা গেল লোহার ওপর হাতুড়ি ঠেকার শব্দ। ঝড়ের আঁধিয়ারায় অন্যদিক থেকে ভেসে এল কুপিত

কণ্ঠস্বর: 'ডিসপ্যাচটা দাও!' '২৮ নম্বর — এইখানে এসো!' চেঁচাচ্ছিল আরো নানারকম গলা, ছুটে যাচ্ছিল তুষারাচ্ছন্ন কর্মচারীরা। জ্বলন্ত সিগারেট মুখে তাঁর পাশ দিয়ে চলে গেলেন দু'জন ভদ্রলোক। বেশ ভালো করে হাওয়া খাওয়ার জন্য আরেক বার নিশ্বাস নিলেন তিনি, তারপর রড ধরে ওয়াগনে ওঠার জন্য মাফ থেকে হাত বার করেছেন এমন সময় ফৌজী গ্রেটকোট পরা একজন লোক একেবারে তাঁর কাছে এসে বাতির দোলায়মান আলোটা আড়াল করে দিল তাঁর কাছ থেকে। আন্না তাকিয়ে তক্ষুনি চিনতে পারলেন ভ্রন্‌স্কির মুখ। টুপিতে হাত ঠেকিয়ে মাথা নুইয়ে ভ্রন্‌স্কি জিগ্যেস করলেন তাঁর কিছু দরকার আছে কিনা, তাঁর কোনো কাজে লাগতে তিনি পারেন কি? কোনো জবাব না দিয়ে আন্না বহুক্ষণ চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে আর ভ্রন্‌স্কি ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও আন্না দেখতে পেলেন, অথবা তাঁর মনে হল যে দেখতে পাচ্ছেন ভ্রন্‌স্কির মুখ-চোখের ভাব। সেটা ফের সেই সশ্রদ্ধ পুলক যা আগের দিন সন্ধ্যায় তাঁকে অত অভিভূত করেছিল। এ দু'দিন তিনি একাধিকবার নিজেকে বলেছেন যে সর্বদা একই রকম শত শত যে নবযুবক সর্বত্র দেখা যায়, ভ্রন্‌স্কি তাঁর কাছে মাত্র তাদেরই একজন, ওঁকে নিয়ে ভাববেন এ তিনি হতে দিতে পারেন না। কিন্তু এখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তেই তিনি আচ্ছন্ন হলেন একটা সানন্দ গর্ববোধে। এখানে তিনি কেন, এ কথা জিগ্যেস করার প্রয়োজন ছিল না তাঁর। ওটা তিনি এত অভ্রান্তরূপে জানেন যেন ভ্রন্‌স্কি বলেছেন যে আন্না যেখানে সেইখানটিতেই থাকার জন্য উনি এখানে।

'আমি জানতাম না যে আপনি যাচ্ছেন। যাচ্ছেন কেন?' যে হাতখানা রড ধরতে যাচ্ছিল তা নামিয়ে এনে জিগ্যেস করলেন আন্না। দুর্নিবার একটা আনন্দ আর সজীবতায় জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর মুখ।

'কেন যাচ্ছি?' সরাসরি আন্নার চোখের দিকে তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আপনি জানেন, যেখানে আপনি সেখানে থাকার জন্যে আমি চলেছি। এ ছাড়া আমি পারি না।'

ঠিক এই সময়েই যেন একটা বাধা জয় করে ওয়াগনের ছাদ থেকে তুষারকণা ঝরিয়ে দিলে হাওয়া, খড়খড়িয়ে উঠল একটা খসে পড়া লোহার পাতে, সামনের দিকে খাদে কান্নার মতো বিমর্ষ হুইসিল দিল ইঞ্জিন। তুষারঝঞ্ঝার সমস্ত ত্রাস এখন আন্নার কাছে মনে হল আরো অপরূপ। ভ্রন্‌স্কি সেই কথা বলেছেন যা চাইছিল তাঁর মন, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলেন তাঁর

বিচারবোধে। কোনো জবাব দিলেন না আন্না, তাঁর মুখে ভ্রন্‌স্কি দেখতে পেলেন সংগ্রামের ছাপ।

'যা বললাম সেটা আপনার ভালো না লেগে থাকলে মাপ করবেন' — ভ্রন্‌স্কি বললেন বিনীতভাবে।

কথাটা উনি বললেন সৌজন্য সহকারে, সম্মান করে, কিন্তু এত দৃঢ় আর একাগ্র স্বরে যে আন্না বহুক্ষণ কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

শেষ পর্যন্ত বললেন, 'ও কথা বলা আপনার উচিত নয়, আর আপনি যদি ভালো লোক হন, তাহলে যা বলেছেন সেটা ভুলে যান, আমিও তা ভুলে যাব।'

'আপনার একটা কথা, একটা ভঙ্গিও আমি ভুলব না কখনো, ভুলতে পারি না...'

'থাক, থাক, খুব হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, বৃথাই একটা কঠোর ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন মুখে যেদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন ভ্রন্‌স্কি। ঠাণ্ডা রডটা ধরে উনি উঠে পড়লেন পৈঠায়, দ্রুত ঢুকে পড়লেন ওয়াগনের প্যাসেজে। কিন্তু এই ছোট্ট প্যাসেজে থেমে গিয়ে তিনি মনে মনে ভেবে দেখতে লাগলেন কী ঘটল। তাঁর নিজের অথবা ভ্রন্‌স্কির কোনো কথা স্মরণে না এনেও তিনি অনুভবে বুঝলেন যে এই ক্ষণিকের বাক্যালাপ তাঁদের সাংঘাতিক কাছাকাছি এনে ফেলেছে, তাতে তিনি বোধ করলেন একাধারে আতঙ্ক আর সুখ। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, বসলেন নিজের জায়গায়। যে উত্তেজিত অবস্থাটা তাঁকে প্রথম দিকে পীড়া দিচ্ছিল, সেটা শুধু ফিরে এল তাই নয়, বেড়ে উঠল এমন মাত্রায় যে তাঁর ভয় হল, ভেতরে টান-টান কিছু একটা বুঝি ছিঁড়ে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। সারা রাত ঘুম হল না তাঁর। কিন্তু যে উত্তেজনা আর দিবাস্বপ্ন তাঁর কল্পনাকে ছেয়ে ফেলছিল তাতে অপ্রীতিকর বা বিষন্ন কিছু ছিল না, বরং সেগুলি ছিল আনন্দময়, চনমনে, উদ্দীপক। সকালের দিকে আন্না তাঁর আসনে বসে বসেই ঢুললেন আর যখন জেগে উঠলেন তখন ফরসা হয়ে গেছে, সব শাদা, ট্রেন পেঁাছচ্ছে পিটার্সবুর্গ স্টেশনে। সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি, স্বামী, ছেলের চিন্তা, আসন্ন ও পরবর্তী দিনগুলোর ভাবনায় ডুবে গেলেন তিনি।

পিটার্সবুর্গে সবে ট্রেন থেমেছে, বেরিয়ে এসে আন্নার দৃষ্টি প্রথম যে মুখখানায় আকৃষ্ট হল সেটি তাঁর স্বামীর। তাঁর নিরুত্তাপ দর্শনধারী মূর্তি, বিশেষ করে এখন তাঁকে যা অবাক করল তাঁর সেই কান যার ডগায়

ভর দিয়েছে তাঁর গোল টুপির কানা তা দেখে তাঁর মনে হল, 'মাগো, অমন কান ওর হল কেমন করে?' আন্নাকে দেখে তিনি তাঁর অভ্যস্ত উপহাসের ভঙ্গিতে ঠোঁট মুচকে, বড়ো বড়ো ক্লান্ত চোখে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ক্লান্ত স্থির দৃষ্টি দেখে কেমন বিশ্রী অনুভূতিতে বুক মুচড়ে উঠল আন্নার, যেন ওঁকে অন্যরকম দেখার আশা করেছিলেন তিনি। তবে ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় বিশেষ করে নিজের ওপর একটা অসন্তোষ আচ্ছন্ন করল আন্নাকে। এটা অনেকদিনকার পরিচিত একটা অনুভূতি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে ভান করে চলার যে অনুভূতিটা হত, তার মতো; কিন্তু আগে তিনি এটা খেয়াল করেন নি, এখন সুস্পষ্ট করে যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে সচেতন হলেন সে বিষয়ে।

'দেখছ তো, তোমার মমতাময় স্বামী, বিয়ের দ্বিতীয় বছরের মতো মমতাময়, তোমায় দেখার জন্যে কিরকম অধীর হয়ে উঠেছিল' — উনি বললেন তাঁর ধীর মিহি গলায়, এবং সেই সুরে স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে যা তিনি সর্বদাই গ্রহণ করতেন — সত্যিই যারা এভাবে কথা বলে থাকে তাদের প্রতি একটা উপহাসের সুর।

'সেরিওজা ভালো আছে তো?' আন্না জিগ্যেস করলেন।

উনি বললেন, 'আমার সমস্ত হৃদয়াবেগের এইটুকু মাত্র পুরস্কার? ভালো আছে গো, ভালো আছে...'

॥ ৩১ ॥

সে রাত ভ্রন্‌স্কি ঘুমোবার চেষ্টাও করলেন না। নিজের কেদারায় বসে তিনি কখনো তাকিয়ে থাকছিলেন সোজা সামনের দিকে, কখনো চেয়ে দেখছিলেন কারা আসছে, যাচ্ছে। তাঁর অপরিচিতদের তিনি আগে যেখানে বিস্মিত ও বিচলিত করতেন তাঁর অটুট অচঞ্চলতায়, এখন সেখানে তাঁকে মনে হল আরো বেশি অহংকারী আর আত্মতৃপ্ত। লোকেদের তিনি দেখছিলেন এমনভাবে যেন তারা এক-একটা জিনিস। তাঁর সামনে উপবিষ্ট একজন স্নায়বিক যুবক, স্থানীয় আদালতের কর্মচারী, তাঁর এই চেহারার জন্য দেখতে পারছিল না তাঁকে। যুবকটি সিগারেট ধরাবার জন্য আগুন চাইল তাঁর কাছে, কথা চালাবার চেষ্টা করল, এমনকি তাঁকে টের পাওয়াতে চাইল

যে জিনিস নয় সে, মানুষ, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি তা সত্ত্বেও তার দিকে তাকিয়ে রইলেন যেন একটা লণ্ঠন দেখছেন এবং যুবকটি তার মানবসত্তার এই অস্বীকৃতির চাপে নিজের আত্মসংযম হারাচ্ছে অনুভব করে মুখবিকৃতি করল।

ভ্রন্‌স্কি কিছুই দেখছিলেন না, কাউকেও দেখছিলেন না। নিজেকে তাঁর লাগছিল যেন রাজার মতো, সেটা এ জন্যে নয় যে আন্নার ওপর ছাপ ফেলেছেন বলে তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল, না, সে বিশ্বাস তাঁর তখনো ছিল না, কিন্তু আন্না তাঁর ওপর যে ছাপ ফেলেছেন তাতে সুখ, গর্ববোধ হচ্ছিল তাঁর।

এ সবের পরিণাম কী দাঁড়াবে সেটা তিনি জানতেন না, সে নিয়ে ভাবনাও করছিলেন না তিনি। টের পাচ্ছিলেন যে এ যাবৎ স্খলিত বিক্ষিপ্ত তাঁর সমস্ত শক্তি একটা জায়গায় এসে মিলেছে এবং সাংঘাতিক উদ্যোগে ধাবিত হয়েছে একটি পরমানন্দময় লক্ষ্যের দিকে। এতেই তিনি সুখী। তিনি জানতেন যে তিনি সত্যি কথাটাই বলেছেন যে আন্না যেখানে, সেখানেই তিনি যাচ্ছেন, তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর কথা শোনার মধ্যেই তিনি এখন খুঁজে পাচ্ছেন জীবনের সমস্ত সুখ, তার একমাত্র অর্থ। সেলজার জল খাবার জন্য বলোগোভো স্টেশনে নেমে যখন তিনি আন্নাকে দেখতে পেলেন, তখন তিনি মনে মনে যা ভাবছিলেন সেই কথাটাই নিজে অজ্ঞাতসারে প্রথম বললেন তাঁকে। সেটা যে তাঁকে বলেছেন, আন্না যে এখন তা জানলেন, তা নিয়ে ভাববেন, এতে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। সারা রাত তিনি ঘুমোলেন না। ওয়াগনে ফিরে এসে কী কী অবস্থায় তিনি আন্নাকে দেখেছেন, কী তিনি বলেছেন তা নিয়ে অবিরাম নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মনে মনে, তাঁর বুক আড়ষ্ট করে কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল সম্ভাব্য ভবিষ্যতের যত ছবি।

পিটার্সবুর্গে যখন গাড়ি থেকে নামলেন, বিনিদ্র রাতের পর নিজেকে মনে হচ্ছিল চাঙ্গা, তরতাজা যেন ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে এলেন। আন্না বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় নিজের ওয়াগনের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। মনে মনে তিনি বলছিলেন, আপনা থেকে মুখে ফুটে উঠেছিল হাসি, 'আরো একবার তাকে দেখব, দেখব তার গতিভঙ্গিমা, তার মুখ, কিছু একটা বলবে, মাথা ফেরাবে, তাকাবে, হাসবে হয়ত-বা।' কিন্তু আন্নাকে দেখবার আগেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর স্বামীকে, ভিড়ের মধ্যে স্টেশন মাস্টার সসম্মানে তাঁর পথ করে দিচ্ছিল। 'ও হ্যাঁ, স্বামী!' শুধু এখনই ভ্রন্‌স্কি পরিষ্কার বুঝলেন যে আন্নার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে তাঁর স্বামী। তিনি জানতেন যে

আন্নার স্বামী আছেন, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না, সে অস্তিত্বে তাঁর পূর্ণ প্রত্যয় জন্মাল শুধু যখন দেখলেন তাঁর মাথা, কাঁধ, কালো পেণ্টালুন পরা পা: বিশেষ করে যখন দেখলেন সে স্বামী মালিকানার ভাব নিয়ে বাহুলগ্না করছেন তাঁকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের তাজা পিটার্সবুর্গী মুখ, সামান্য নুয়ে-পড়া পিঠ, গোল টুপি পরা কঠোর আত্মবিশ্বাসী মূর্তি যখন তিনি দেখলেন, একটা অপ্রীতিকর অনুভূতি হল তাঁর, যেমন হয় তৃষ্ণার্ত মানুষ উৎসের কাছে পৌঁছে যখন দেখে যে কুকুর, ভেড়া, বা শুয়োর সেখানে জল খেয়ে তা ঘোলা করে রেখেছে। গোটা কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভোঁতা ভোঁতা পায়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চলন ভঙ্গিটাই বিশেষ অপমানকর ঠেকল ভ্রন্স্কির কাছে। আন্নাকে ভালোবাসার সন্দেহাতীত অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে বলে ভ্রন্স্কির ধারণা ছিল। কিন্তু আন্না ঠিক সেই একইরকম; তাঁর দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করল, দৈহিকভাবে তাঁকে সেই একই রকম চাঙ্গা আর আন্দোলিত করে তুলে, বুক আনন্দে ভরে দিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে যে জার্মান চাপরাশি তাঁর কাছে ছুটে আসছিল তাকে তিনি মালপত্র নিয়ে যেতে বলে এগিয়ে গেলেন আন্নার দিকে। স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর প্রথম সাক্ষাৎটা তিনি দেখলেন, স্বামীর সঙ্গে আন্নার কথায় সামান্য সংকোচের লক্ষণ তাঁর চোখে পড়ল প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টিতে। নিজেই তিনি স্থির করে নিলেন, 'না, ওকে সে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না।'

যখন তিনি পেছন থেকে আন্না আর্কাদিয়েভনার দিকে আসছিলেন তখন এটা লক্ষ্য করে তাঁর আনন্দ হয়েছিল যে আন্না তাঁর কাছিয়ে আসা টের পাচ্ছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে চিনতে পেরে আন্না আবার স্বামীর দিকে ফিরলেন।

একসঙ্গে আন্না এবং স্বামীর উদ্দেশে মাথা নুইয়ে এবং অভিনন্দনটা স্বামীরই উদ্দেশে, সেটা গ্রহণ করা বা না করা তাঁর খুশি, এটা তাঁকে বুঝতে দিয়ে ভ্রন্স্কি শুধালেন, 'রাতটা ভালো কেটেছে তো?'

'ধন্যবাদ, চমৎকার কেটেছে' — আন্না বললেন।

মুখখানা তাঁর মনে হল ক্লান্ত, কখনো হাসিতে, কখনো চোখে প্রাণোচ্ছ্বাসের যে খেলা দেখা যেত সেটা নেই। কিন্তু ভ্রন্স্কির প্রতি দৃষ্টিপাতে এক মুহূর্তের জন্য কী যেন ঝলক দিল তাঁর চোখে আর তক্ষুনি শিখাটা নিবে গেলেও ভ্রন্স্কি এই মুহূর্তটুকুর জন্যই খুশি হয়ে

উঠলেন। ভ্রন্‌স্কিকে স্বামী চেনে কিনা জানবার জন্য আন্না তাকালেন তাঁর দিকে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ভ্রন্‌স্কির দিকে চাইলেন অসন্তোষের সঙ্গে, ভুলো মনে ভাবতে চেষ্টা করলেন কে এটি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মতো এক্ষেত্রে ঠোকাঠুকি হল ভ্রন্‌স্কির অচঞ্চলতা ও আত্মবিশ্বাস এবং আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের নিরুত্তাপ আত্মবিশ্বাসের মধ্যে।

আন্না বললেন, 'ইনি কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি।'

'ও! মনে হচ্ছে আমরা পরিচিত' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে উদাসীনভাবে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। 'গেলে মাকে সঙ্গে করে, ফিরলে ছেলেকে নিয়ে' — বললেন তিনি সুস্পষ্ট উচ্চারণে, যেন প্রতিটি শব্দে এক-একটা রুব্‌ল দান করছেন। 'আপনি বোধ হয় ছুটিতে?' কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করে তাঁর রহস্যের সুরে স্ত্রীর দিকে ফিরে শুধালেন, 'তা বিচ্ছেদের সময় কত চোখের জল পড়েছিল মস্কোয়?'

স্ত্রীর দিকে ফিরে এই কথা বলে তিনি ভ্রন্‌স্কিকে বুঝতে দিলেন যে তাঁরা একা থাকতে চান, এবং ভ্রন্‌স্কির দিকে ফিরে টুপিতে হাতও ঠেকালেন। ভ্রন্‌স্কি কিন্তু আন্না আর্কাদিয়েভনাকে উদ্দেশ করে বললেন:

'আশা করি আপনাদের ওখানে যাবার সম্মান পাব?'

ক্লান্ত চোখে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চাইলেন ভ্রন্‌স্কির দিকে। বললেন:

'খুব খুশি হব। প্রতি সোমবার আমাদের বাড়ির দরজা খোলা।' তারপর তাঁকে একেবারে উপেক্ষা করে স্ত্রীকে জানালেন, 'কী ভালোই না হল, তোমাকে নিতে আসার, তোমার প্রতি আমার অনুরাগ দেখাবার জন্যে আধ ঘণ্টা সময় পেয়ে গেছি' — বলে চললেন সেই একই রহস্যের সুরে।

'তোমার অনুরাগের কথা তুমি এতই তুলে ধরো যে তার কদর করা আমার পক্ষে মুশকিল' — পেছন পেছন আসা ভ্রন্‌স্কির পদশব্দে অজান্তেই কান পেতে আন্না বললেন সেই একই রহস্যের সুরে। তারপর ভাবলেন, 'ওতে আমার কী এসে যায়?' এবং শুধাতে লাগলেন ওঁর না থাকায় সেরিওজা সময় কাটিয়েছে কেমন।

'ওহ্‌ চমৎকার! মারিয়েট বলছে ভারি লক্ষ্মীর মতো ছিল, আর তোমাকে একটু নিরাশ করতে হচ্ছে... তোমার স্বামীর মতো ওর তেমন মন কেমন করে নি তোমার জন্যে। তবে এ দিনটা যে আমায় দিলে তার জন্যে আরো একবার mersi গো। আমাদের আদরণীয়া সামোভার একেবারে

আনন্দে নেচে উঠবেন।' (খ্যাতনামী কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে তিনি সামোভার বলতেন, কেননা সর্বদা এবং সবকিছু নিয়েই তিনি উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন)। 'তোমার কথা জিগ্যেস করছিলেন তিনি; সাহস করে একটা উপদেশ দিই, আজই ওঁর কাছে গেলে পারো। সবকিছুর জন্যেই তো ওঁর মন টাটায়। এখন তাঁর অন্য সমস্ত দুর্ভাবনা ছাড়াও অব্লোনস্কিদের পুনর্মিলন নিয়ে তিনি ভাবিত।'

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা আন্নার স্বামীর বন্ধু এবং পিটার্সবুর্গ সমাজের একটি চক্রের কেন্দ্র, স্বামী মারফত আন্না তাঁর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

'আমি তো ওঁকে চিঠি দিয়েছি।'

'কিন্তু সমস্ত খুঁটিনাটি যে ওঁর জানা দরকার। ক্লান্ত না হয়ে থাকলে যাও-না গো। তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে কন্দ্রাতি, আমি চললাম কমিটিতে। ফের আর একা-একা খাওয়া সারতে হবে না' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বলে চললেন, কিন্তু তাতে রহস্যের সুর আর ছিল না, 'কী যে অভ্যেস হয়ে গেছে বিশ্বাস করবে না...'

বহুক্ষণ হাতে চাপ দিয়ে তিনি বিশেষ রকমের একটু হাসি হেসে আন্নাকে গাড়িতে তুলে দিলেন।

॥ ৩২ ॥

বাড়িতে ফিরে প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল সে তাঁর ছেলে। গৃহশিক্ষিকার চেঁচামেচি সত্ত্বেও সে সোল্লাসে 'মা, মা!' বলে চিৎকার করতে করতে ধেয়ে নামল সিঁড়ি দিয়ে। গলা জড়িয়ে ধরল তাঁর।

গৃহশিক্ষিকার উদ্দেশে চ্যাঁচাল, 'আমি যে আপনাকে বললাম যে মা! আমি আগেই জানতাম!'

আর স্বামীর মতো ছেলেকে দেখেও আন্নার যে অনুভূতি হল সেটা মোহভঙ্গের মতো। আসলে সে যা, তার চেয়ে ছেলেকে ভালো বলে কল্পনা করেছিলেন তিনি। ছেলেটি যা, সেইভাবেই তাকে নিয়ে তৃপ্তি পেতে হলে তাঁকে বাস্তবতায় নেমে আসতে হয়। কিন্তু ছেলেটি যা, তাতে, তার হালকা রঙের কোঁকড়া চুল, নীল চোখ আর আঁটো মোজায় পুরুষ্টু সুঠাম পায়ে

তাকে সত্যিই মিষ্টি লাগছিল। তার নৈকট্য ও আদর অনুভব করে আন্না প্রায় দৈহিক একটা পরিতৃপ্তিই বোধ করছিলেন। তার সরল, বিশ্বাসভরা স্নেহময় দৃষ্টি দেখে, তার সহজ সব প্রশ্ন শুনে একটা নৈতিক প্রশান্তি লাভ করলেন তিনি। ডল্লির ছেলেমেয়েরা যেসব উপহার পাঠিয়েছিল সেগুলি তিনি বার করলেন, ছেলেকে বললেন মস্কোয় তানিয়া নামে কেমন একটি মেয়ে আছে, সে পড়তে পারে, এমনকি অন্যদেরও শেখায়।

'আমি কি তাহলে খারাপ ওর চেয়ে?' সেরিওজা শুধাল।

'আমার চোখে তুই দুনিয়ায় সবার সেরা।'

'আমি তা জানি' — হেসে সেরিওজা বললে।

আন্না কফি খাওয়া শেষ করে উঠতে না উঠতেই কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার আগমনবার্তা এল। কাউণ্টেস দীর্ঘ স্থূলাঙ্গী মহিলা, মুখের রঙ কেমন অসুস্থ, হলদেটে, চিন্তামগ্ন অপূর্ব কালো চোখ। আন্না তাঁকে ভালোবাসতেন, এখন তাঁকে যেন এই প্রথম দেখলেন তাঁর সমস্ত খুঁত সমেত।

'তা কী ভাই, অলিভ শাখা দিলে?' ঘরে ঢুকেই কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা জিগ্যেস করলেন।

'হ্যাঁ, সব চুকে গেছে, তবে আমরা যা ভেবেছিলাম তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়' — আন্না জবাব দিলেন, 'আমার belle-soeur* বড়ো বেশি গোঁয়ার গোছের।'

কিন্তু যার সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ নেই এমন সবকিছুতে আগ্রহী হলেও যাতে তাঁর আগ্রহ তা না শোনার একটা অভ্যাস ছিল কাউণ্টেসের। আন্নাকে বাধা দিয়ে তিনি বললেন:

'হ্যাঁ দুনিয়ায় দুঃখকষ্ট অনেক, আজ আমি একেবারে জেরবার হয়ে গেছি।'

'কেন, কী হল?' হাসি চাপার চেষ্টা করে জিগ্যেস করলেন আন্না।

'সত্যের জন্যে খামকা লড়তে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠি, একেবারেই জেরবার হয়ে পড়ি মাঝে মাঝে। 'ভগিনীগণের' ব্যাপারটা (এটি হল লোকহিতৈষী ধর্মীয়-দেশপ্রেমিক একটি প্রতিষ্ঠান) বেশ চমৎকার শুরু হয়েছিল, কিন্তু এই ভদ্রলোকদের দিয়ে কিছুই করা সম্ভব নয়' — ভাগ্যের কাছে ব্যঙ্গাত্মক আত্মসমর্পণের সুরে কাউণ্টেস যোগ দিলেন, 'ভাবনাটা

---

* বৌদি (ফরাসি)।

ওঁরা লুফে নিলেন, তাকে বিকৃত করলেন, এখন তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর সব যুক্তি দিচ্ছেন। দু'তিনজন লোক, আপনার স্বামী তাঁদের একজন — ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝেন, অন্যেরা জানেন কেবল পণ্ড করতেই। কাল প্রাভ্‌দিনের চিঠি পেয়েছি।'

প্রাভদিন হলেন বিদেশের একজন নামকরা নিখিল-স্লাভপন্থী, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা বলতে লাগলেন চিঠিতে কী আছে।

তারপর গির্জাগুলিকে সম্মিলিত করার বিরুদ্ধে কীসব বিচ্ছিরি ব্যাপার আর ঘোঁট চলছে তার কথা বললেন এবং তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন, কেননা সেই দিনই তাঁকে একটা সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে এবং স্লাভ কমিটিতে যেতে হবে।

মনে মনে আন্না ভাবলেন, 'এ সবই তো আগেও হয়েছে অথচ তখন লক্ষ্য করি নি কেন? নাকি আজ বড়ো চটে আছেন? আসলে কিন্তু হাস্যকর: ওঁর লক্ষ্য লোকহিত, খিস্টান উনি, অথচ সব সময় উনি রেগে আছেন, সবাই ওঁর শত্রু, আর শত্রু কিনা খিস্টধর্ম আর পরহিতের ব্যাপারেই।'

কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার পর এলেন আন্নার বান্ধবী, ডিরেক্টরের স্ত্রী, শহরের সমস্ত খবর দিলেন। তিনটের সময় তিনিও চলে গেলেন, কথা দিলেন ডিনারের সময় আসবেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ছিলেন মন্ত্রী দপ্তরে। একা থেকে আন্না ডিনার পর্যন্ত সময়টুকু কাটালেন ছেলের খাওয়ার সময় উপস্থিত থাকার জন্য (ছেলে সর্বদাই খায় একা), তা ছাড়া নিজের জিনিসপত্র গোছানো, যেসব চিঠিপত্র টেবিলে জমেছে তা পড়ে জবাব দিতেও সময় গেল।

ট্রেনে আসার সময় যে অকারণ লজ্জাবোধ আর অস্থিরতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল তা একেবারে অন্তর্ধান করল। জীবনের অভ্যস্ত পরিস্থিতিতে ফের নিজেকে সুদৃঢ় ও ভর্ৎসনাতীত বলে মনে হল তাঁর।

গত কালের ঘটনাগুলো মনে করে অবাক লাগল তাঁর। 'হয়েছিলটা কী! কিছুই না। বোকার মতো কথা বলেছিল ভ্রন্‌স্কি, সহজেই তা চুকিয়ে দেওয়া যায়, আমিও যা উচিত ছিল তেমনি জবাব দিয়েছি। এ কথা বলার দরকার নেই স্বামীকে। তা উচিতও নয়। বলা মানে যার গুরুত্ব নেই তাতে গুরুত্ব দেওয়া।' তাঁর মনে পড়ল যে একবার পিটার্সবুর্গে তাঁর স্বামীর অধীনস্থ একটি যুবক যে তাঁর কাছে প্রেমের স্বীকৃতি জানিয়েছিল, সে কথা তিনি স্বামীকে বলেছিলেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জবাব

দিয়েছিলেন যে সমাজে থাকলে যেকোনো নারীর ক্ষেত্রেই এমনটা ঘটতে পারে, তবে আন্নার মাত্রাজ্ঞানে তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস আছে, ঈর্ষিত হয়ে আন্নাকে এবং নিজেকে হীন হতে তিনি কখনো দেবেন না। 'তার মানে বলার কারণ নেই কোনো? সত্যি, যাক ভগবান, বলার আছেই বা কী' — মনে মনে ভাবলেন আন্না।

॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রী দপ্তর থেকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ফিরলেন চারটের সময়, কিন্তু প্রায়ই যা ঘটে থাকে, আন্নার কাছে যাবার ফুরসৎ পেলেন না। তিনি তাঁর কেবিনেটে ঢুকলেন অপেক্ষমাণ উমেদারদের সঙ্গে কথা কইতে এবং কার্যাধ্যক্ষের পাঠানো কতকগুলো কাগজ সই করতে। ডিনারের জন্য এসেছিলেন (কারেনিনদের বাড়িতে সর্বদাই ডিনারে হাজির থাকে জনা তিনেক করে লোক): আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বৃদ্ধা জেঠতুতো দিদি, ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর সস্ত্রীক এবং একটি যুবক, চাকুরির জন্য তাকে সুপারিশ করা হয়েছে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে। আন্না ড্রয়িং-রুমে এলেন এঁদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতে। ঠিক পাঁচটায় প্রথম পিটারের ব্রোঞ্জ ঘড়িতে পঞ্চম ঘণ্টা বাজতে না বাজতেই আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শাদা টাই বেঁধে দুটো তারা লাগানো ফ্রক-কোটে ভেতরে ঢুকলেন, কেননা খাওয়ার পরেই তাঁকে বেরুতে হবে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই কর্মব্যস্ত, সব গোনাগাঁথা। আর প্রতি দিন তাঁর যা করার কথা সেটা করে উঠতে পারার জন্য তিনি কড়া নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতেন। তাঁর মূলমন্ত্র ছিল, 'তাড়াহুড়াও নয়, বিশ্রামও নয়।' হলে ঢুকে সবার উদ্দেশে মাথা নোয়ালেন তিনি, বৌয়ের দিকে চেয়ে হেসে তাড়াতাড়ি খেতে বসলেন।

'হ্যাঁ, আমার একাকিত্ব ফুরলো। তুমি ভাবতে পারবে না একা-একা খাওয়া কী অস্বস্তিকর' (অস্বস্তিকর কথাটায় জোর দিলেন তিনি)।

খাওয়ার সময় তিনি মস্কোর ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে কথা কইলেন স্ত্রীর সঙ্গে, একটু ঠাট্টার হাসি ফুটিয়ে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের খবর; তবে কথাবার্তা হল প্রধানত সাধারণ প্রসঙ্গ, পিটার্সবুর্গের চাকরি-বাকরি আর সামাজিক ব্যাপার নিয়ে। খাবারের পর তিনি অতিথিদের সঙ্গে

কাটালেন আধ ঘণ্টা, তারপর হাসিমুখে বৌয়ের হাতে চাপ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন পরিষদ সভায় যাবার জন্য। আন্না এবার প্রিন্সেস বেট্‌সি ত্‌ভেস্কায়ার কাছেও গেলেন না, আন্না ফিরেছেন শুনে তিনি সন্ধ্যায় ডেকেছিলেন তাঁকে, গেলেন না থিয়েটারেও, আজ সেখানে তাঁর জন্য একটা বক্স রাখা হয়েছিল। গেলেন না প্রধানত এই জন্য যে পরবেন বলে যা ভেবেছিলেন সে গাউনটা তখনো তৈরি হয় নি। অতিথিরা চলে যাবার পর নিজের বেশভূষা দেখতে গিয়ে খুবই বিরক্তি ধরেছিল আন্নার। খুব দামী সাজপোশাক না করায় আন্না পারদর্শিনী। মস্কো যাবার আগে তিনি তিনটে গাউন দর্জি মেয়েকে দিয়েছিলেন ঢেলে সাজার জন্য। এমনভাবে তাদের খোল-নলচে পালটাবার কথা যাতে পুরনো বলে চেনা না যায়, আর তা তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তিন দিন আগেই। দেখা গেল দুটি গাউন একেবারেই তৈরি হয় নি, আর যেটা তৈরি হয়েছে সেটাও আন্না যা চেয়েছিলেন তেমনভাবে নয়। দর্জি মেয়ে এসেছিল কৈফিয়ত দিতে, বোঝালে যে এইটেই বেশি ভালো হবে, আন্না এমন ক্ষেপে উঠলেন যে পরে সে কথা মনে করতেও লজ্জা হচ্ছিল তাঁর। একেবারে শান্ত হবার জন্য তিনি গেলেন শিশুকক্ষে, সারা সন্ধে কাটালেন ছেলের সঙ্গে, নিজেই তাকে শোয়ালেন, ক্রুশ করে ঢেকে দিলেন লেপ দিয়ে। কোথাও যান নি বলে আনন্দ হল তাঁর, সন্ধেটা তাঁর কাটল চমৎকার। নিজেকে ভারি হালকা আর নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছিল তাঁর, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে রেলগাড়িতে তাঁর কাছে যা খুবই তাৎপর্যময় মনে হয়েছিল তা কেবল সমাজ-জীবনের একটা মামুলি অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মাত্র, কারো কাছে, নিজের কাছেও লজ্জায় মাথা হেঁট করার মতো কিছু নেই। একটা ইংরেজি উপন্যাস নিয়ে ফায়ারপ্লেসের কাছে বসে তিনি স্বামীর অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক সাড়ে নটায় তাঁর ঘণ্টি শোনা গেল। ঘরে ঢুকলেন তিনি।

তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আন্না বললেন 'অবশেষে এলে যা হোক।'

হাতে চুমু দিয়ে উনি বসলেন তাঁর কাছে। বললেন:

'দেখতে পাচ্ছি তোমার যাত্রাটা বেশ ভালোই উৎরেছে।'

'খুবই ভালো' — জবাব দিয়ে আন্না সবকিছু বলতে লাগলেন গোড়া থেকে: শ্রীমতী ভ্রন্‌স্কায়ার সঙ্গে তাঁর যাওয়া, পেঁছিনো, রেললাইনে দুর্ঘটনা। পরে বললেন প্রথমে ভাইয়ের জন্য, পরে ডল্লির জন্য তাঁর যে কষ্ট হয়েছিল সে কথা।

'তোমার ভাই হলেও অমন লোককে ক্ষমা করা চলে বলে আমি মনে করি না' — কড়া করে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

আন্না হাসলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে কথাটা তিনি বললেন এইটে দেখাবার জন্য যে আত্মীয়তার কথা ভেবে নিজের অকপট অভিমত জানানো থেকে তিনি বিরত থাকতে পারেন না। স্বামীর চরিত্রের এই দিকটা আন্না জানতেন এবং সেটা তাঁর ভালো লাগত।

উনি বলে চললেন, 'যাক, সব ভালোয় ভালোয় চুকল, তুমিও এসে গেলে, এতে আমি খুশি। তা পরিষদে আমি যে ব্যবস্থাটা পাশ করিয়ে নিয়েছি, সে সম্পর্কে ওখানে কী বলছে লোকে?'

ওই ব্যবস্থাটার কথা আন্না কিছুই শোনেন নি। ওঁর কাছে যা অত গুরুত্বপূর্ণ সেটা তিনি অমন অনায়াসে ভুলে যেতে পেরেছিলেন ভেবে তাঁর লজ্জা হল।

'এখানে কিন্তু ওটা প্রচুর সোরগোল তুলেছে' — স্বামী বললেন আত্মতৃপ্ত হাসিমুখে।

আন্না বুঝতে পারছিলেন যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর নিজের কাছে প্রীতিকর কিছু একটা জানাতে চান, আন্নাও প্রশ্ন করে করে তাঁকে সেই প্রসঙ্গে টেনে আনলেন। উনিও সেই একই আত্মতৃপ্ত হাসি নিয়ে বললেন ব্যবস্থাটা পাশ হবার পরে কী জয়ধ্বনি লাভ করেছিলেন তিনি।

'অত্যন্ত, অত্যন্ত আনন্দ হয়েছিল আমার। এতে প্রমাণ হয় যে ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের একটা বুদ্ধিমন্ত দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি দানা বাঁধছে।'

ক্রিম আর রুটি সহযোগে দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করে তিনি কেবিনেটে গেলেন। বললেন:

'কিন্তু, তুমি কোথাও গেলে না যে; নিশ্চয় একঘেয়ে লেগেছে।'

'না, না!' উঠে দাঁড়িয়ে হল দিয়ে ওঁকে কেবিনেটে এগিয়ে দিতে দিতে আন্না বললেন। জিগ্যেস করলেন, 'তুমি এখন কী পড়ছ?'

'এখন পড়ছি Duc de Lille, 'Poésie des enfers'* চমৎকার বই।

আন্না হাসলেন যেভাবে লোকে হাসে প্রিয়জনের দুর্বলতায়। বাহুলগ্ন করে তিনি ওঁকে পেশছে দিলেন কেবিনেটের দরজা পর্যন্ত। আন্না জানতেন

---

* ডিউক দ্য লিল, 'নরকের কবিতা' (ফরাসি)।

ওঁর অভ্যাস সন্ধ্যায় পড়া, যা একটা আবশ্যিকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানতেন যে চাকরির কাজে তাঁর প্রায় সমস্তটা সময় খেয়ে গেলেও মনীষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সমস্ত ঘটনা অনুসরণ করা তাঁর কর্তব্য বলে তিনি গণ্য করতেন। আন্না এও জানতেন যে তাঁর সত্যকার আকর্ষণ ছিল রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক বইয়ে, কান্তিকলা একেবারেই তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও, কিংবা বলা ভালো সেই কারণেই এক্ষেত্রে যা কোলাহল তুলেছে তার কিছুই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বাদ দিতেন না, সবকিছু পড়া তাঁর কর্তব্য বলে তিনি ভাবতেন। আন্না জানতেন যে রাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মনে প্রশ্ন উঠত অথবা কিছু একটার সন্ধান করতেন, কিন্তু শিল্প বা কবিতা, বিশেষ করে সঙ্গীতের বোধ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কিছুই ছিল না, এগুলি সম্পর্কে খুবই সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ় মতামত পোষণ করতেন তিনি। শেক্সপিয়র, রাফায়েল, বেটোফেনকে নিয়ে, কবিতা ও সঙ্গীতের নতুন ধারা নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসতেন তিনি এবং খুব সুস্পষ্ট সঙ্গতিতে এগুলি তিনি ভাগ করে রাখতেন।

কেবিনেটে ইতিমধ্যে তাঁর জন্য বাতির ওপর শেড আর কেদারার কাছে একপাত্র জল রাখা হয়েছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আন্না বললেন, 'তা যাও, পড়ো গে। আমি চিঠি লিখব মস্কোয়।'

উনি আন্নার হাতে চাপ দিয়ে ফের চুমু খেলেন।

নিজের ঘরে এসে আন্না মনে মনে ভাবলেন, 'যতই বলো, উনি ভালো মানুষ, সত্যনিষ্ঠ, সহৃদয়, নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট' — যেন কেউ ওঁর দোষ ধরে বলেছে যে ওঁকে ভালোবাসা চলে না, তার বিরুদ্ধে আন্না সমর্থন করছেন ওঁকে। 'কিন্তু কানটা অমন অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে আছে কেন? নাকি চুল কেটেছে বলে?'

ঠিক বারোটার সময় আন্না যখন তখনো লেখার টেবিলে ডল্লির কাছে চিঠি শেষ করছেন, শোনা গেল ঘরোয়া পাদুকার মাপা তালে শব্দ, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে — হাত-মুখ ধোয়া, চুল আঁচড়ানো, বগলে একখানা বই।

'শেষ করো গো, রাত হল' — বিশেষ ধরনের একটা হাসি হেসে এই কথা বলে তিনি শোবার ঘরে গেলেন।

'কিন্তু ওঁর দিকে অমন করে চাইবার কী অধিকার আছে ওর?'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে ভ্রন্‌স্কির চাউনিটা মনে পড়ায় আন্না ভাবলেন।

পোশাক ছেড়ে আন্না ঢুকলেন শোবার ঘরে, কিন্তু মস্কো থাকার সময় যে সজীবতা তাঁর চোখে আর হাসিতে ছলকে উঠছিল তা আর ছিল না শুধু তাই নয়; বরং মনে হল আগুন তাঁর মধ্যে এখন নিবে গেছে অথবা লুকিয়ে পড়েছে দূরে কোথাও যেন।

॥ ৩৪ ॥

পিটার্সবুর্গ ছেড়ে যাবার সময় ভ্রন্‌স্কি তাঁর মর্স্কায়া রাস্তার বড়ো ফ্ল্যাটখানা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু ও প্রিয়পাত্র পেত্রিৎস্কির হেফাজতে।

পেত্রিৎস্কি হলেন এক নবীন লেফটেন্যাণ্ট, বংশমর্যাদা বিশেষ নেই, ধনী তো ননই, দেনায় আকণ্ঠ ডোবা, সন্ধ্যায় সর্বদা মাতাল, প্রায়ই নানা হাস্যকর এবং নোংরা ঘটনাদির জন্য হাজতে যেতে হয়, তবে বন্ধুবান্ধব আর ওপরওয়ালার প্রিয়পাত্র। রেল স্টেশন থেকে বারোটার সময় নিজের ফ্ল্যাটের কাছে এসে ভ্রন্‌স্কি দেখলেন গেটের কাছে তাঁর পরিচিত একটা ভাড়াটে গাড়ি। ঘণ্টি দিতে তিনি শুনলেন ভেতর থেকে পুরুষের হোহো হাসি, মেয়েলী গলায় বকবকানি, আর পেত্রিৎস্কির চিৎকার, 'বদমাইসদের কেউ হলে ঢুকতে দিও না!' চাপরাশিকে তাঁর আসার কথা জানাতে না বলে ভ্রন্‌স্কি ঢুকলেন প্রথম ঘরখানায়। পেত্রিৎস্কির বান্ধবী ব্যারনেস শিলতন তাঁর বেগুনী রেশমী গাউন আর কোঁকড়া চুলের লালচে মুখখানা ঝলমলিয়ে তাঁর প্যারিসী বুলিতে ক্যানারি পাখির মতো গোটা ঘরখানা মুখরিত করে গোল টেবিলের সামনে বসে কফি বানাচ্ছিলেন। ওভারকোট পরা পেত্রিৎস্কি আর পুরো উর্দি পরা ক্যাপটেন কামেরোভস্কি, নিশ্চয় সোজা ডিউটি-ফেরত, বসে আছেন ব্যারনেসকে ঘিরে।

'ব্রেভো! ভ্রন্‌স্কি!' সশব্দে চেয়ার ঠেলে লাফিয়ে উঠে চেঁচালেন পেত্রিৎস্কি, 'খোদ গৃহকর্তা! ব্যারনেস, ওর জন্যে নতুন কফিপট থেকে কফি। আশাই করি নি! আশা করি তোর কেবিনেটের নতুন শোভাটিতে তুই খুশি' — ব্যারনেসকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের পরিচয় আছে?'

'থাকবে না মানে!' ফুর্তিতে হেসে ব্যারনেসের ছোট্ট হাতখানায় চাপ দিয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমরা যে পুরনো বন্ধু!'

ব্যারনেস বললেন, 'আপনি পথ পাড়ি দিয়ে বাড়ি এলেন, তাহলে আমি উঠি। যদি ব্যাঘাত হয় তবে এক্ষুনি আমি যাচ্ছি।'

'আপনি যেখানে ব্যারনেস, সেখানেই আপনি বাড়ির লোকের মতো' — ভ্রন্‌স্কি বললেন। নিরুত্তাপভাবে কামেরোভস্কির করমর্দন করে যোগ দিলেন, 'নমস্কার কামেরোভস্কি।'

ব্যারনেস পেত্রিৎস্কির উদ্দেশে বললেন, 'আপনি কিন্তু কখনো অমন চমৎকার করে কথা কইতে পারেন না।'

'কে বললে? ডিনারের পর আমিও কথা কইব তেমন খারাপ নয়।'

'ডিনারের পর হলে সেটা গুণপনা নয়! নিন, আমি আপনাকে কফি দিচ্ছি, হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিন।' এই বলে ফের বসে পড়ে সযত্নে কফিপটের স্ক্রু ঘোরাতে লাগলেন ব্যারনেস। পেত্রিৎস্কিকে বললেন, 'পিয়ের, আরেকটু কফি দিন তো।' পেত্রিৎস্কিকে তাঁর উপাধি অনুসরণে তিনি ডাকতেন পিয়ের বলে, ওঁর সঙ্গে নিজের সম্পর্ক তিনি লুকোতেন না। 'আরেকটু কফি মেশাই।'

'নষ্ট করে ফেলবেন।'

'না, নষ্ট হবে না। কিন্তু আপনার বউ কোথায়?' বন্ধুর সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির কথাবার্তায় বাধা দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ব্যারনেস, 'আমরা তো এদিকে আপনার বিয়ে দিয়ে রেখেছি। বউকে এনেছেন?'

'না ব্যারনেস, আমি বেদে হয়েই জন্মেছি, বেদে হয়েই মরব।'

'সে তো আরও ভালো। আপনার হাতখানা দিন।'

এবং ভ্রন্‌স্কিকে না ছেড়ে দিয়ে রগড়ের ফোড়ন মিশিয়ে তিনি বলতে লাগলেন তাঁর জীবনযাত্রার সর্বশেষ পরিকল্পনার কথা, ভ্রন্‌স্কির পরামর্শ চাইলেন।

'বিবাহবিচ্ছেদে সে রাজি নয়! কিন্তু কী যে আমি করি?' (সে মানে তাঁর স্বামী) 'এখন আমি মামলা আনতে চাইছি। আপনি কী বলেন? কামেরোভস্কি, কফিটা দেখবেন — উথলে উঠল। আপনি দেখছেন যে আমি ব্যস্ত! আমি ভাবছি মামলা আনব, কেননা আমার সম্পত্তি আমি পেতে চাই। জানেন কী বোকার মতো কথা, আমি নাকি বিশ্বাসঘাতিনী' — বললেন শ্লেষভরে, 'আর সেই কারণে সে আমার সম্পত্তি ভোগ করতে চায়।'

ভ্রন্‌স্কি সন্তোষের সঙ্গে সুন্দরী নারীর এই আমুদে বকবকানি শুনে যাচ্ছিলেন, সায় দিচ্ছিলেন তাঁর কথায়, আধারহস্যে উপদেশও বিতরণ

করছিলেন এবং মোটের ওপর এই ধরনের নারীর সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বলেন, সেই অভ্যস্ত সুরটায় তক্ষুনি ফিরে গেলেন। তাঁর পিটার্সবুর্গী দুনিয়ায় সমস্ত লোক ছিল একেবারে দুই বিপরীত ভাগে বিভক্ত। একদল নিচু জাতের লোক, মামুলি, হাঁদা এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, হাস্যকর; এরা বিশ্বাস করে যে একজন স্বামীকে সেই একজন স্ত্রীর সঙ্গেই থাকতে হবে, যার সাথে তার বিয়ে হয়েছে। কুমারীকে হতে হবে অপাপবিদ্ধ, নারীকে ব্রীড়াময়ী, পুরুষকে পুরুষোচিত, সংযত, দৃঢ়, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে তুলতে, রুজি রোজগার করতে, দেনা শুধতে এবং এই ধরনের নানান হাঁদামি করে যেতে হবে। এরা হল সেকেলে ও হাস্যকর ধরনের লোক। কিন্তু আরেক ধরনের লোক আছে, আসল লোক, তাঁরা যে দলে পড়েন। এদের সর্বোপরি হওয়া চাই সুমার্জিত, রূপবান, মহানুভব, সাহসী, ফুর্তিবাজ, লজ্জায় এতটুকু লাল না হয়ে যারা যত রকম ব্যসনে আসক্ত হয় আর বাকি সবকিছু ওড়ায় হেসে।

মস্কোর একেবারে ভিন্ন জগতের অভিজ্ঞতার পর ভ্রন্স্কি বিমূঢ় হয়েছিলেন শুধু প্রথম মুহূর্তটাতেই। কিন্তু তক্ষুনি যেন পুরনো জুতোয় পা ঢোকালেন, চলে গেলেন নিজের পূর্বতন, আমুদে, প্রীতিকর জগতে।

কফি কিন্তু আর তৈরি হল না। উথলে উঠে তা ছিটকে পড়ল সবার গায়ে এবং তাই ঘটাল যার প্রয়োজন ছিল, যথা হাসি ও হুল্লোড়ের উপলক্ষ, দামী গালিচা ও ব্যারনেসের গাউন ভিজিয়ে দিল তা।

'তাহলে এবার বিদায়, নইলে কখনোই আপনি গা ধোবেন না আর আমার বিবেকে বিঁধে থাকবে সজ্জন লোকের যা প্রধান অপরাধ — অপরিচ্ছন্নতা। তাহলে আপনি বলছেন গলার কাছে ছোরা ধরে রাখতে?'

'অবশ্যই এবং এমনভাবে যাতে আপনার হাতখানা থাকে তার ঠোঁটের কাছে। ও আপনার হাতে চুমু খাবে এবং সব ভালোয় ভালোয় মিটে যাবে' — জবাব দিলেন ভ্রন্স্কি।

'তাহলে আজ ফরাসি থিয়েটারে!' গাউন খসখস করে ব্যারনেস উধাও হলেন।

কামেরোভস্কিও উঠে দাঁড়ালেন। ভ্রন্স্কি তাঁর হাতে চাপ দিয়ে তাঁর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই স্নানাগারে ঢুকলেন। তিনি যখন হাতমুখ ধুচ্ছিলেন, পেত্রিৎস্কি সংক্ষেপে তাঁকে বললেন তাঁর অবস্থার কথা, ভ্রন্স্কি চলে যাওয়ার পর কতটা তা বদলেছে। টাকা একেবারে নেই। বাপ

বলে দিয়েছে টাকা দেবে না, তাঁর ধারও শুধবে না। দর্জি তাঁর নামে মামলা করতে চায়, অন্যেরাও সোজাসুজি ভয় দেখাচ্ছে মামলার। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার জানিয়ে দিয়েছেন, কেলেঙ্কারিগুলো না থামালে ইস্তফা দিতে হবে কাজে। ব্যারনেস তাঁকে তিতিবিরক্ত করে তুলেছে, বিশেষ করে এই জন্য যে অনবরত তাঁকে টাকা দিতে চান। আরেকটি আছে, ভ্রন্স্কিকে দেখাবেন, অপরূপ, অনিন্দ্য, নিখুঁত পুরবিয়া ছাঁদ, 'ক্রীতদাসী রেবেকার জাত, বুঝেছিস।' বেরকশেভের সঙ্গেও কাল একচোট গালাগালি হয়ে গেছে। ও ডুয়েলের জন্য দোসর পাঠাতে চেয়েছিল, তবে বুঝতেই পারছিস, কিছুই ও সব হবে না। মোটের ওপর সবই চমৎকার, ফুর্তিতে চলছে। এবং বন্ধুকে নিজের অবস্থার খুঁটিনাটিতে ঢুকতে না দিয়ে পেত্রিৎস্কি তাঁকে জানাতে লাগলেন আকর্ষণীয় সমস্ত খবর। নিজের তিন বছরের পুরনো অতি পরিচিত ফ্ল্যাটে পেত্রিৎস্কির অতি পরিচিত কাহিনীগুলি শুনতে শুনতে অভ্যস্ত ও নিশ্চিন্ত পিটার্সবুর্গী জীবনে ফিরে আসার একটা মনোরম অনুভূতি হল ভ্রন্স্কির।

'বলিস কী!' যে ওয়াশ-বেসিনে তিনি তাঁর লালচে সবল ঘাড়ে জল ঢালছিলেন, তার পাদানি ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বলিস কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন এই খবর শুনে যে লোরা ফের্টিঙ্গফকে ছেড়ে দিয়ে মিলেয়েভের সঙ্গে জুটেছে। 'ও সেই তেমনি বোকা আর খুশি হয়েই আছে? আর বুজুলুকভের খবর কী?'

'আর বুজুলুকভের যা কাণ্ড, তোফা!' চিৎকার করলেন পেত্রিৎস্কি, 'ওর নেশা তো বলনাচ, দরবারের একটা আসরও সে বাদ দেয় না। এলাহি এক বলনাচে সে যায় নতুন হেলমেট পরে। নতুন হেলমেটগুলো দেখেছিস? অতি চমৎকার, হালকা। ও তো দাঁড়িয়েই আছে... আরে শোন, শোন!'

'শুনছিই তো' — ফুঁয়ো-ফুঁয়ো তোয়ালেতে গা মুছতে মুছতে ভ্রন্স্কি বললেন।

'কোন এক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গ্র্যাণ্ড ডাচেস এলেন, বেচারার কপাল খারাপ, ওঁদের কথাবার্তা চলছিল নতুন হেলমেট নিয়ে। গ্র্যাণ্ড ডাচেস ওঁকে নতুন হেলমেট দেখাতে চাইলেন... দেখেন, আমাদের শ্রীমানটি দাঁড়িয়ে আছে' (পেত্রিৎস্কি দেখালেন কেমনভাবে সে দাঁড়িয়ে ছিল), 'গ্র্যাণ্ড ডাচেস ওকে বললেন হেলমেটটা দিতে, ও কিন্তু দেয় না। ব্যাপার কী? সবাই ওর দিকে চোখ টেপে, মাথা নাড়ে, ভুরু কোঁচকায়। দাও হে! দেয় না। একেবারে

নট নড়নচড়ন। ব্যাপার বোঝ। শুধু ঐ লোকটা রে... কী যেন নাম... হেলমেটটা নিতে চায়। দেয় না!.. তখন হেলমেট ছিনিয়ে নিয়ে সে দিল গ্র্যান্ড ডাচেসকে। উনি বললেন, 'এই যে, এই হল গে নতুন।' হেলমেট উলটিয়ে ধরলেন, আর ভাবতে পারিস, সেখান থেকে ঝুপ! পড়ল একটা নাশপাতি, বনবন, দু'পাউন্ড বনবন! শ্রীমান এগুলি মেরে দিয়েছিলেন!'

ভ্রন্‌স্কি হেসে কুটিপাটি। এবং তার অনেক পরেও বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় হেলমেটের ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে তিনি তাঁর শক্ত শ্রেণীবদ্ধ দাঁত বার করে হেসে উঠেছিলেন হোহো করে।

সমস্ত খবর শোনার পর চাকরের সাহায্যে উর্দি পরে গেলেন দপ্তরে রিপোর্ট করতে। রিপোর্ট করে উনি ঠিক করলেন যাবেন ভাইয়ের কাছে, বেট্‌সির কাছে, এবং আরো কয়েকটা জায়গায় যাতে সেই সমাজে যাতায়াত শুরু করতে পারেন যেখানে কারেনিনার দেখা পাওয়া সম্ভব। পিটার্সবুর্গে থাকাকালে বরাবরের মতোই তিনি বেরুলেন বেশ রাত না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না বলে।

দ্বিতীয় অংশ

॥ ১ ॥

কিটির স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন এবং তার শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা স্থির করার জন্য শীতের শেষে ডাক্তারদের একটি পরামর্শ সভা হল শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়িতে। অসুখ হয় কিটির, বসন্ত কাছিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য আরো খারাপ হতে থাকে। গৃহচিকিৎসক তাকে দিলেন কডলিভার অয়েল, তারপর লোহা, তারপর লাপিস, কিন্তু তার কোনোটাতেই যেহেতু কোনো ফল দিল না এবং যেহেতু তিনি বসন্তে কিটিকে বিদেশে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন, তাই নামকরা ডাক্তারকে ডাকা হল। নামকরা ডাক্তার তখনো বৃদ্ধ নন, দেখতে খুবই সুপুরুষ, রোগীকে পরীক্ষা করে দেখার দাবি করলেন তিনি। এই জেদ ধরে মনে হল তিনি বিশেষ তুষ্টি লাভ করছেন যে কুমারীর লজ্জাটা মাত্র বর্বরতার জের এবং যে পুরুষ এখনো বৃদ্ধ নয়, সে যে একজন নগ্ন তরুণীকে টিপেটুপে দেখবে, এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কিছু হয় না। এটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক লেগেছে, কারণ এই কাজই তিনি করছেন প্রতি দিন এবং তাতে তাঁর কিছুই মনে হত না, জিনিসটা খারাপ বলে তিনি ভাবতেন না, তাই বালিকার লজ্জাকে তিনি শুধু বর্বরতার জের নয়, নিজের প্রতি অপমানকর বলেও গণ্য করতেন।

মেনে নিতে হল, কেননা সমস্ত ডাক্তার একই স্কুলে একই বই পড়লেও এবং একই বিদ্যা জানলেও, আর এই নামকরা ডাক্তারটি পাজি ডাক্তার এমন কথা কেউ কেউ বললেও প্রিন্স-মহিষীর বাড়িতে এবং তাঁর মহলে

কেন জানি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে একমাত্র এই নামকরা ডাক্তারটিই বিশেষ কী একটা জিনিস জানেন এবং একমাত্র তিনিই বাঁচাতে পারেন কিটিকে। হতবুদ্ধি এবং লজ্জায় আড়ষ্ট রোগীকে মন দিয়ে গা ঠুকে ঠুকে দেখে নামকরা ডাক্তার সযত্নে হাত ধুয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন ড্রয়িং-রুমে, কথা কইতে লাগলেন প্রিন্সের সঙ্গে। প্রিন্স ভুরু কুঁচকে কাশতে কাশতে তাঁর কথা শুনছিলেন। প্রিন্স জীবনাভিজ্ঞ লোক, বোকাও নন, রুগ্নও নন, ওষুধপত্রে তাঁর বিশ্বাস ছিল না, গোটা এই প্রহসনটায় তিনি মনে মনে খেপছিলেন, এবং সেটা আরও এই জন্য যে একমাত্র তিনিই বোধ হয় কিটির রোগের কারণ পুরো বুঝতে পারছিলেন। 'ঘেউঘেউয়ে কুকুর' — শিকারীদের ঝুলি থেকে নেওয়া এই শব্দটা মনে মনে নামকরা ডাক্তারের উদ্দেশে প্রয়োগ করে তিনি শুনে যাচ্ছিলেন কন্যার রোগলক্ষণ নিয়ে তাঁর বকবকানি। ডাক্তারও ওদিকে বৃদ্ধ এই নবাবপুত্রের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কষ্টে চেপে রেখে তাঁর বোধগম্যতার মানে নেমে আসছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই, এ বাড়ির প্রধান হলেন গিন্নি। তাঁর কাছেই তিনি তাঁর মুক্তো ছড়াবেন বলে ঠিক করলেন। এই সময় প্রিন্স-মহিষী ড্রয়িং-রুমে এলেন গৃহচিকিৎসককে নিয়ে। গোটা এই প্রহসনটা তাঁর কাছে কত হাস্যকর সেটা কারো চোখে পড়তে না দেবার জন্য প্রিন্স সরে গেলেন। প্রিন্স-মহিষী হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন, বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। কিটির কাছে নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল তাঁর। বললেন:

'আমাদের ভাগ্য গুণে দিন ডাক্তার। সবকিছু আমায় বলুন।' বলতে চাইছিলেন 'আশা আছে কি?' কিন্তু ঠোঁট তাঁর কেঁপে উঠল, প্রশ্নটা আর করতে পারলেন না, 'তাহলে ডাক্তার?..'

'এখন প্রিন্সেস, আমার সহকর্মীর সঙ্গে একটু কথা কয়ে নিই তারপর আপনাকে আমার মত জানাবার সম্মান পেতে পারব।'

'তাহলে আপনাদের এখানে একলা রেখে যাব?'

'আপনার যা অভিরুচি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিন্স-মহিষী বেরিয়ে গেলেন।

ওঁরা একলা হতে গৃহচিকিৎসক ভয়ে ভয়ে তাঁর এই অভিমত দিতে শুরু করলেন যে ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়ার শুরুটা দেখা যাচ্ছে, তবে... ইত্যাদি, ইত্যাদি। নামকরা ডাক্তার তাঁর কথা শুনতে শুনতে কথার মাঝখানেই তাকিয়ে দেখলেন তাঁর প্রকাণ্ড সোনার ঘড়িটায়।

বললেন, 'হুঁ, তবে...'

কথার মাঝখানে সসম্ভ্রমে চুপ করে গেলেন গৃহচিকিৎসক।

'আপনি তো জানেন, গহ্বর দেখা না দেওয়া পর্যন্ত ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়ার শুরুটা আমরা স্থির করে বলতে পারি না। তবে সন্দেহ করতে পারি। তার লক্ষণও আছে: খাওয়ায় বেনিয়ম, স্নায়বিক উত্তেজনা, ইত্যাদি। প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে এই: ক্ষয়রোগের সন্দেহ হলে পুষ্টি বজায় রাখার জন্যে কী করা যায়?'

'কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে সর্বদাই একটা নৈতিক, মানসিক কারণ লুকিয়ে থাকে, আপনি তো জানেন' — মৃদু হেসে গৃহচিকিৎসক কথাটা পাড়লেন।

ফের ঘড়িতে দৃষ্টিপাত করে নামকরা ডাক্তার জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, সে তো বলাই বাহুল্য।' জিগ্যেস করলেন, 'মাপ করবেন, ইয়াউজা সেতু কি বসানো হয়েছে, নাকি ফের ঘুরে যেতে হবে? বটে, বসানো হয়েছে? তবে তো আমি বিশ মিনিটে পেঁৗছে যেতে পরি। তাহলে যা বলছিলাম, প্রশ্নটা এই: পুষ্টি বজায় রাখা আর স্নায়ু সুস্থ করা। একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত। এগুতে হবে দুই দিক থেকেই।'

গৃহচিকিৎসক জিগ্যেস করলেন, 'কিন্তু বিদেশে যাওয়া?'

'আমি বিদেশযাত্রার বিরোধী। দেখুন-না, ক্ষয়রোগ প্রক্রিয়া যদি শুরু হয়ে গিয়ে থাকে, যা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে বিদেশে গিয়েও লাভ হবে না। আমাদের এমনকিছু করতে হবে যাতে পুষ্টি বজায় থাকে আর ক্ষতি না হয়।'

এবং নামকরা ডাক্তার সোডেন জল দিয়ে তাঁর চিকিৎসার পরিকল্পনা পেশ করলেন, এটা বরাদ্দ করার প্রধান উদ্দেশ্য, বোঝাই গেল, ওতে ক্ষতি হতে পারে না।

গৃহচিকিৎসক মন দিয়ে সসম্ভ্রমে সবটা শুনলেন।

বললেন, 'কিন্তু আমি বলব, অভ্যাসের বদল, স্মৃতি জাগিয়ে তোলার মতো পরিবেশ থেকে সরে যাওয়া হল বিদেশে যাবার উপকার। তা ছাড়া মাও তাই চাইছেন।'

'ও! তা সেক্ষেত্রে কী করা যাবে, যাক বিদেশে, শুধু ওই জার্মান হাতুড়েগুলো ক্ষতিই করবে... আমাদের কথা ওঁদের শোনা উচিত... তা যাক।'

ফের ঘড়ি দেখলেন তিনি।

'আহ্, সময় হয়ে গেছে' — বলে গেলেন দরজার দিকে।

নামকরা ডাক্তার প্রিন্স-মহিষীকে জানালেন যে (সৌজন্যবশে) রোগীকে তাঁকে আবার দেখতে হবে।

'সেকি! আবার পরীক্ষা!' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন মা।

'আজ্ঞে না, শুধু কতকগুলো খুঁটিনাটি প্রিন্সেস।'

'চলুন তাহলে।'

ডাক্তারকে সঙ্গে করে মা গেলেন কিটির কাছে। কিটি দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের মাঝখানে, রোগা, মুখ রাঙা, যে লজ্জা তাকে সইতে হয়েছে তার জন্য জ্বলজ্বল করছে চোখ। ডাক্তার ঢুকতেই আবার আরক্ত হয়ে উঠল সে, চোখ ভরে উঠল জলে। তার সমস্ত পীড়া তার কাছে মনে হচ্ছিল নির্বোধ, এমনকি হাস্যকর একটা ব্যাপার। চিকিৎসাটা তার কাছে মনে হচ্ছিল ভাঙা ফলদানির টুকরো জোড়া দেবার মতোই নিরর্থক। বুক তার ভেঙে গেছে। পিল আর পাউডার দিয়ে কী সারাতে চায় ওরা? কিন্তু মায়ের মনে ঘা দেওয়া চলে না, সেটা আরো এই জন্য যে মা নিজেকে দোষী মনে করছেন।

নামকরা ডাক্তার বললেন, 'বসুন, বসুন প্রিন্সেস।'

হাসিমুখে তার সামনে বসে তিনি নাড়ি দেখলেন, ফের সেই একঘেয়ে প্রশ্নগুলো করে যেতে থাকলেন। জবাব দিচ্ছিল কিটি, হঠাৎ রেগে উঠে দাঁড়াল।

'মাপ করবেন ডাক্তার, কিন্তু সত্যি, এতে কোনো ফল হবে না। তিনবার আপনি একই কথা জিগ্যেস করছেন আমায়।'

নামকরা ডাক্তার রাগ করলেন না।

কিটি চলে যাবার পর তিনি প্রিন্স-মহিষীকে বললেন, 'অসুস্থ বিরক্তিপ্রবণতা। তবে আমার কাজ হয়ে গেছে...'

তারপর যেন একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী নারীর সঙ্গে কথা কইছেন এমনভাবে প্রিন্স-মহিষীকে তিনি তাঁর কন্যার অবস্থা সম্পর্কে একটা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিলেন এবং শেষ করলেন যে জল খাবার প্রয়োজন নেই তা কী করে খেতে হবে তার উপদেশ দিয়ে। বিদেশে যাওয়া চলবে কিনা এ জিজ্ঞাসায় ডাক্তার গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে কঠিন একটা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে উত্তর পাওয়া গেল: যান, তবে হাতুড়েদের যেন বিশ্বাস না করেন আর সব ব্যাপারে তাঁর উপদেশ নেবেন।

ডাক্তার চলে যাবার পর যেন খুব একটা আনন্দের ব্যাপার ঘটেছে বলে মনে হল। মা আনন্দ করে এলেন কিটির কাছে, কিটিও ভান করল যেন

তারও আনন্দ হয়েছে। ওকে ঘন ঘন, প্রায় সর্বদাই ভান করতে হচ্ছে এখন।

'সত্যি মা, আমি সুস্থ। কিন্তু আপনি যদি যেতে চান, চলুন যাওয়া যাক!' এবং আসন্ন যাত্রায় তার আগ্রহ দেখাবার জন্য তোড়জোড়ের ব্যাপার নিয়ে কথা কইতে শুরু করল।

॥ ২ ॥

ডাক্তার চলে যাবার পরই এলেন ডল্লি। তিনি জানতেন যে সেদিন একটা ডাক্তারি পরামর্শ হবার কথা, তাই অতি সম্প্রতি প্রসব থেকে উঠলেও (শীতের শেষে মেয়ে হয়েছে তাঁর) এবং নিজেরই তাঁর নানান দুর্ভাবনা আর ঝামেলা থাকলেও কোলের শিশুটি আর রুগ্ন একটি মেয়েকে বাড়িতে রেখে চলে এসেছেন কিটির ভাগ্য আজ কী দাঁড়াল জানতে।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে টুপি না খুলেই তিনি শুধালেন, 'কী, তোমরা সবাই যে বড়ো হাসিখুশি। তাহলে ভালো?'

ডাক্তার কী বলেছেন সেটা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা হল, কিন্তু ডাক্তার বেশ গুছিয়ে অনেকখন ধরে ব্যাপারটা বললেও ঠিক কী যে বলেছেন সেটা বোঝানো গেল না। শুধু এইটুকুই আকর্ষণীয় যে বিদেশে যাওয়া স্থির হয়েছে।

অজ্ঞাতসারে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডল্লি। তাঁর সেরা বন্ধু, তাঁর বোন চলে যাচ্ছে। অথচ তাঁর নিজের জীবন আনন্দের নয়। মিটমাটের পর স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে সম্পর্কটা হয়ে দাঁড়িয়েছে হীনতাসূচক। আন্না যে রাংঝালাই দিয়েছিলেন, দেখা গেল সেটা মজবুত নয়। পারিবারিক বনিবনার জোড় খুলে গেল ফের সেই একই জায়গায়। সুনির্দিষ্ট কিছু ঘটে নি বটে, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ প্রায় কখনোই বাড়িতে থাকতেন না, টাকাও প্রায় কিছু থাকত না, তাঁর অবিশ্বস্ততার সন্দেহ ডল্লিকে অবিরাম পীড়া দিত, সেটা তিনি মন থেকে ঝেড়েও ফেলেছেন ঈর্ষার যে কষ্টে ভুগেছেন তার ভয়ে। ঈর্ষার প্রথম বিস্ফোরণ একবার কেটে গেলে তা আবার ফেরে না, এমনকি অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয় না সেই প্রথম বারের মতো। তা প্রকাশ পেলে এখন শুধু তাঁর সাংসারিক অভ্যাসগুলোই ঘুচে যেত, তাই তিনি আত্মপ্রতারণা করতেন আর এই দুর্বলতার জন্য ঘৃণা করতেন

স্বামীকে এবং তার চেয়েও বেশি নিজেকে। তাঁর ওপর একটা বড়ো সংসারের ঝামেলা অবিরাম তাঁকে জ্বালাত: কখনো কোলেরটিকে খাওয়ানো হয় না, কখনো চলে যায় আয়া, আবার কখনো, যেমন এখন, ছেলেমেয়েদের কেউ না কেউ রোগে পড়ে।

'আর তোমাদের খবর কী?' মা জিগ্যেস করলেন।

'আহ্ মা, আপনাদের নিজেদের দুঃখকষ্টই তো অনেক। লিলি অসুখে পড়েছে, আমার ভয় হচ্ছে স্কার্লেট জ্বর, আমি এলাম শুধু খবরটা জানতে, আর ভগবান না-করুন, যদি স্কার্লেট হয় তাহলে ঘরেই বসে থাকব, বেরুনো হবে না।'

ডাক্তার চলে যাবার পর বৃদ্ধ প্রিন্সও বেরিয়ে এলেন তাঁর কেবিনেট থেকে, ডল্লির দিকে গাল বাড়িয়ে দিয়ে কথা কইলেন তাঁর সঙ্গে। স্ত্রীকে শুধালেন:

'কী ঠিক করলে তাহলে, যাচ্ছ? আর আমার কী করবে ভাবছ?'

স্ত্রী বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার থাকাই ভালো হবে আলেক্সান্দর।'

'যা বলবে।'

কিটি বললে, 'মা, কেনই-বা বাবা যাবেন না আমাদের সঙ্গে? ওঁর ভালো লাগবে, আমাদেরও।'

বৃদ্ধ প্রিন্স উঠে দাঁড়িয়ে হাত বুলোলেন কিটির চুলে। কিটি মুখ তুলল, জোর করে হেসে চাইল তাঁর দিকে। কিটির সর্বদা মনে হত পরিবারের সবার চেয়ে উনিই তাকে ভালো বোঝেন, যদিও তার সঙ্গে কথা বলতেন কম। সবার ছোটো বলে সে ছিল বাপের প্রিয়পাত্রী এবং তার মনে হত যে তার প্রতি ভালোবাসাই ওঁকে অন্তর্দর্শী করে তুলেছে। প্রিন্স একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। তাঁর সহৃদয় নীল চোখে চোখ পড়তেই কিটির মনে হল উনি তার ভেতরটা দেখতে পাচ্ছেন, সবকিছু বুঝতে পারছেন যা খারাপ, কী হচ্ছে তার ভেতরটায়। লাল হয়ে কিটি চুমু পাবার আশায় মুখ বাড়িয়ে দিল, উনি কিন্তু শুধু তার চুল ঘেঁটে বললেন:

'যতসব নির্বোধ পরচুলা! আসল মেয়েটি পর্যন্ত পোঁছনোই মুশকিল, আদর করতে হচ্ছে স্থবিরা মাগীর চুলে। তা ডল্লিন্কা' — বড়ো মেয়ের দিকে ফিরলেন তিনি, 'তোমার তুরুপের তাসটি কী করছে?'

'কিছুই করছে না বাবা' — কথাটা যে তাঁর স্বামীকে নিয়ে সেটা বুঝে

জবাব দিলেন ডল্লি। 'কৌবিল কোথায় বেরিয়ে যায়, দেখা পাওয়াই ভার' — একটু উপহাসের হাসি না হেসে জবাব দেওয়া অসম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

'সেকী, বন বেচবার জন্যে এখনো গাঁয়ে যায় নি সে?'

'না, কেবল তোড়জোড়ই চলছে।'

'বটে!' প্রিন্স বললেন, 'তাহলে আমিই যাব, নাকি?' আসন নিয়ে তিনি স্ত্রীকে বললেন, 'আজ্ঞা হোক। আর তুই কাতিয়া শোন' — ছোটো মেয়ের দিকে ফিরলেন তিনি, 'সুন্দর এক দিনে তুই একবার জেগে উঠে নিজেকে বলবি: আরে আমি যে একেবারে সুস্থ, হাসিখুশি, তুহিন ঠান্ডায় ভোরে ফের বেড়াতে যাওয়া যাক বাপের সঙ্গে, এ্যাঁ, কী বলিস?'

বাবা যা বললেন সেটা খুবই সহজ বলে মনে হওয়া উচিত, কিন্তু কথাগুলো কিটিকে বিব্রত আর অপ্রস্তুত করে তুলল, যেন চোর ধরা পড়েছে। 'হ্যাঁ, উনি সব জানেন, সব বোঝেন, এই কথাগুলোতে উনি আমাকে বলতে চাইছেন লজ্জার কথা বটে, কিন্তু লজ্জা কাটিয়ে ওঠা দরকার।' জবাব দেবার সাহস হল না তার। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ কেঁদে ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'হল তো তোমার রসিকতা!' প্রিন্সের ওপর মুখিয়ে উঠলেন প্রিন্স-মহিষী, 'সবসময় তুমি...' শুরু করলেন তাঁর ভর্ৎসনা-ভাষণ।

বেশ অনেকখন ধরেই প্রিন্স-মহিষীর বকুনি শুনলেন প্রিন্স, চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই ভ্রূকুটি ফুটে উঠছিল মুখে।

'এমনিতেই বেচারা মরমে মরে আছে, আর তুমি বোঝো না যে তার কারণ নিয়ে যেকোনো ইঙ্গিতেই কী কষ্ট হয় ওর। আহ্! মানুষ সম্পর্কে এমন ভুল কেউ করে!' প্রিন্স-মহিষী বললেন এবং তাঁর গলার স্বরপরিবর্তনে ডল্লি ও প্রিন্স বুঝলেন যে উনি ভ্রন্স্কির কথা বলছেন; 'এই ধরনের জঘন্য ইতর লোকদের বিরুদ্ধে আইন নেই কেন বুঝি না।'

'আহ্, শুনতে না হলে বাঁচি!' কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্স যাওয়ার উপক্রম করলেন, কিন্তু থেমে গেলেন দরজার কাছে, 'আইন আছে গো, আর আমায় যখন বলিয়ে ছাড়লে তখন বলি সমস্ত ব্যাপারটায় দোষ কার: তোমার, তোমার, একলা তোমার। এই সব ছোকরাদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিল আর আছে আইন! হ্যাঁ, যা হওয়া উচিত নয় তা যদি না হত, তাহলেও, বুড়ো হলেও আমি ওকে, ওই বাবুটিকে ডুয়েলে ডাকতাম। আর এখন যাও, সারিয়ে তোলো, ডেকে আনো যত হাতুড়েদের।'

মনে হল প্রিন্সের আরো অনেক কিছু বলবার আছে কিন্তু তাঁর কথার সুর ধরতে পারা মাত্র প্রিন্স-মহিষী তক্ষুনি নরম হয়ে অনুতাপ করতে লাগলেন, গুরুতর প্রশ্নে সর্বদাই যা হয়ে থাকে।

কাছে সরে এসে, কেঁদে ফেলে, ফিসফিস করে তিনি বললেন, 'আলেক্‌সান্দর, আলেক্‌সান্দর।'

উনি কাঁদতেই প্রিন্সও চুপ করে গেলেন। গৃহিণীর কাছে গেলেন তিনি।

'নাও, হয়েছে, হয়েছে! তুমিও কষ্ট পাচ্ছ আমি জানি। কিন্তু কী করা যাবে? মহাবিপদ কিছু নয়। ভগবান করুণাময়... ধন্যবাদ জানাও...' উনি বললেন কিন্তু নিজেই জানতেন না কী বলছেন। হাতে গৃহিণীর সিক্ত চুম্বন অনুভব করে তার প্রতিদান দিলেন তিনি। এবং বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সাশ্রুনয়নে কিটি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই ডল্লি তাঁর মাতৃসুলভ পারিবারিক অভ্যাসবশে টের পেয়েছিলেন, এখানে নারীর হস্তক্ষেপ দরকার এবং তার জন্য তৈরি হলেন। টুপি খুলে রেখে নৈতিক দিক থেকে আস্তিন গুটিয়ে তিনি কাজে নামলেন। মা যখন বাবাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন কন্যার পক্ষ থেকে সম্মানের মধ্যে যতটা সম্ভব, মাকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন তিনি। বাপ যখন ফেটে পড়েন তখন তিনি চুপ করে ছিলেন। মায়ের জন্য তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, আর তক্ষুনি সদয় হয়ে ওঠা বাপের জন্য একটা কোমলতা বোধ করেছিলেন ডল্লি। কিন্তু বাবা চলে যাবার পর প্রধান যে জিনিসটা করা উচিত তার জন্য তিনি তৈরি হলেন, অর্থাৎ কিটির কাছে গিয়ে তাকে শান্ত করা।

'আমি আপনাকে অনেকদিন থেকে বলব ভাবছিলাম মা; গতবার লেভিন যখন এখানে এসেছিল, সে কিটির পাণিপ্রার্থনা করতে চেয়েছিল, জানেন? স্তিভাকে সে বলেছে।'

'তাতে কী হল? আমি বুঝতে পারছি না...'

'মানে কিটি হয়ত তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে?.. আপনাকে কিছু বলে নি সে?'

না, ওর সম্পর্কে বা অন্যজন সম্পর্কেও কিছু সে বলে নি; বড়ো বেশি ওর গর্ব কিন্তু আমি জানি এ সবই ওই থেকে...'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখুন, ও যদি লেভিনকে প্রত্যাখ্যান করে থাকে, আর

প্রত্যাখ্যান করত না যদি এটি না থাকত, আমি জানি... অথচ পরে এটি ভয়ংকরভাবে ঠকাল ওকে।'

মেয়ের কাছে প্রিন্স-মহিষী কত দোষী সেটা ভাবতে আতংক হচ্ছিল তাঁর, তিনি রেগে উঠলেন।

'আহ্ কিছুই আমি বুঝতে পারছি না! সবাই আজকাল চলতে চায় নিজের বুদ্ধিতে, মাকে কিছু বলে না, তারপর এই তো...'

'মা, আমি ওর কাছে চললাম।'

'যাও-না। আমি কি বারণ করেছি?'

॥ ৩ ॥

কিটির ছোট্ট সুন্দর, vieux saxe* পুতুলে সাজানো, দু'মাস আগেও কিটি যেমন ছিল তেমনি তারুণ্যে ভরা, গোলাপি, হাসিখুশি ঘরখানায় ঢুকে ডল্লির মনে পড়ল গত বছর দু'জনে মিলে ওরা ঘরখানা কিভাবে গুছিয়েছিল কী আনন্দ করে, ভালোবেসে। গালিচার এক কোণে নিশ্চল দৃষ্টি মেলে দরজার কাছে নিচু একটা চেয়ারে কিটিকে বসে থাকতে দেখে বুক তাঁর হিম হয়ে এল। বোনের দিকে চাইল কিটি, মুখের নিরুত্তাপ, ঈষৎ রুক্ষ ভাবটা কাটল না।

তার কাছে বসে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আমি এখন চলে যাচ্ছি, ঘরে বসে থাকতে হবে, তোরও আমার কাছে আসা চলে না। কিছু কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'কী নিয়ে?' ভীতভাবে মাথা তুলে ক্ষিপ্র প্রশ্ন করল কিটি।

'তোর কষ্টের ব্যাপারটা ছাড়া আর কী নিয়ে?'

'আমার কোনো কষ্ট নেই।'

'খুব হয়েছে কিটি। তুই কি ভাবিস আমি জানতে পারি না? সব জানি। বিশ্বাস কর আমায়, ওটা কিছু না... সবাই আমরা এ জিনিসের মধ্যে দিয়ে গেছি।'

কিটি চুপ করে রইল, কঠোরতা ফুটে উঠল মুখে।

'তুই ওর জন্যে কষ্ট পাবি, ও তার যোগ্য নয়' — সোজাসুজি আসল কথাটা তুললেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।

* পুরনো স্যাক্সন চিনেমাটি (ফরাসি)।

'কারণ ও আমায় অবহেলা করেছে' — কাঁপা কাঁপা গলায় কিটি বললে, 'ব'লো না ও কথা! দয়া করে ব'লো না!'

'কে তোকে বলতে যাচ্ছে? কেউ বলে নি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তোকে ও ভালোবেসেছিল এবং বাসছে, তবে...'

'উঃ, এই সব দরদ আমার কাছে ভয়ংকর লাগে!..' হঠাৎ রেগে মেগে চেঁচিয়ে উঠল কিটি। চেয়ারে ঘুরে বসল সে, লাল হয়ে উঠল, কোমরবন্ধের বকলসটা কখনো এ-হাতে কখনো ও-হাতে চেপে ধরে দ্রুত আঙুল নাড়াতে লাগল। রেগে উঠলে কিছু একটা চেপে ধরার এই যে এক অভ্যাস আছে কিটির, ডল্লির জানা ছিল। এও তিনি জানতেন যে উত্তেজনার মুহূর্তে কিটি অনাবশ্যক ও অপ্রীতিকর অনেককিছুই বলে ফেলতে পারে। তাকে শান্ত করতে চেয়েছিলেন ডল্লি কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছিল।

'কী, কী আমাকে বোঝাতে চাস তুই, কী?' দ্রুত বলে গেল কিটি, 'এই তো যে আমি একজনের প্রেমে পড়েছিলাম, সে আমায় পাত্তাই দিল না, আর তার ভালোবাসার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি? আর সে কথা বলছে কিনা বোন, যে ভাবছে যে... যে... যে আমায় দরদ দেখাচ্ছে!.. এই সব করুণা আর ভানে আমার দরকার নেই!'

'কিটি, ওটা ঠিক নয়।'

'কেন যন্ত্রণা দিচ্ছ আমায়?'

'আরে না, বরং উল্টো... আমি দেখছি তুই কষ্ট পাচ্ছিস...'

কিন্তু উত্তেজনায় কিটি শুনল না ওঁর কথা।

'দুঃখু করার, সান্ত্বনা পাবার কিছু নেই। আমায় যে ভালোবাসে না তাকে যে আমি ভালোবাসতে যাব না, এ গর্ববোধ আমার আছে।'

'আরে না, আমি তা বলছি না... কিন্তু একটা কথা, সত্যি করে বল তো' — কিটির হাত ধরে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা বললেন, 'আচ্ছা, লেভিন তোকে কিছু বলেছিল?..'

লেভিনের উল্লেখে কিটি তার শেষ আত্মসংযমটুকুও হারাল বলে মনে হল; চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বকলসটা মেঝেয় আছড়ে ফেলে ঘন ঘন হাত নেড়ে কিটি বললে:

'এখানে লেভিনের কথা আবার আসে কেন? বুঝি না, আমায় যন্ত্রণা দেবার কী দরকার পড়ল তোমার? আমি বলেছি এবং ফের বলছি, আমার গর্ববোধ আছে, তুমি যা করছ তা আমি কখনো করব না, কখনো না — যে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্য মেয়েকে ভালোবেসেছে, ফিরব না তার কাছে। এ জিনিস আমি বুঝি না, বুঝি না। তুমি পারো, কিন্তু আমি পারি না!'

এই বলে কিটি তাকাল বোনের দিকে আর ডল্লি বিষণ্ণভাবে মাথা নুইয়ে চুপ করে আছে দেখে যা ভেবেছিল তার বদলে ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে দরজার কাছে বসে রুমালে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করলে।

দু'মিনিট কাটল নীরবতায়। ডল্লি ভাবছিলেন নিজের কথা। যে হীনতা তিনি অনুক্ষণ টের পাচ্ছেন, বোন সেটা মনে করিয়ে দেওয়াতে খুবই ব্যথা লাগল তাঁর। বোনের কাছ থেকে এতটা নিষ্ঠুরতা তিনি আশা করেন নি, রাগ হল তাঁর। কিন্তু হঠাৎ পোশাকের খসখস আর চাপা কান্নার শব্দ তাঁর কানে এল, নিচু থেকে কার হাত জড়িয়ে ধরল তাঁর গলা। সামনে তাঁর হাঁটু গেড়ে বসে আছে কিটি।

'ডল্লিন্‌কা, আমি বড়ো বড়ো অসুখী!' দোষীর মতো সে বললে ফিসফিসিয়ে।

চোখের জলে ভেজা তার মিষ্টি মুখখানা সে গুঁজল ডল্লির স্কার্টে।

অশ্রু যেন সেই তৈলপ্রলেপ যা ছাড়া দুই বোনের মধ্যে আদান-প্রদানের শকট ভালোরকম চলতে পারে না। কান্নার পর নিজেদের মনের কথা বলাবলি করল না বোনেরা, কিন্তু অন্য ব্যাপার নিয়ে কথা বললেও পরস্পরকে বুঝতে তাদের অসুবিধা হল না। কিটি বুঝল যে রাগের মাথায় স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা এবং তাঁর হীনতা সম্পর্কে সে যেকথা বলেছে তা বেচারা বোনকে মর্মাহত করেছে, তবে তিনি ক্ষমা করেছেন তাকে। অন্যদিকে ডল্লি যা জানতে চাইছিলেন তা সবই বুঝতে পারলেন; তিনি নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে তাঁর অনুমানটা সঠিক। কষ্ট, কিটির অচিকিৎস্য কষ্টটা হল এই যে লেভিন পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু কিটি তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ওদিকে ভ্রন্‌স্কি প্রতারণা করেছেন তার সঙ্গে, লেভিনকে ভালোবাসতে আর ভ্রন্‌স্কিকে ঘৃণা করতে কিটি রাজি; এ সম্পর্কে একটা কথাও কিটি বললে না: সে বললে শুধু তার মনের অবস্থার কথা।

'আমার কোনো দুঃখ নেই' — শান্ত হয়ে কিটি বললে, 'কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে কি, সবকিছু আমার কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে জঘন্য, বিছছিরি, কর্কশ, সবার আগে আমি নিজে। তুমি ভাবতে পারবে না সবার সম্পর্কে কী জঘন্য চিন্তা আমার মনে আসে।'

'তোর আবার কী জঘন্য চিন্তা মনে আসবে?' হেসে জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'অতি অতি জঘন্য আর কদর্য। তোমায় বলতে পারব না। সেটা একঘেয়েমি বা মন-পোড়ানি নয়, তার চেয়ে অনেক খারাপ। আমার মধ্যে ভালো যাকিছু ছিল সব যেন চাপা পড়েছে, রয়ে গেছে শুধু জঘন্যটা। মানে কী তোমায় বলি?' বোনের চোখে বিহ্বলতা লক্ষ্য করে কিটি বলে চলল, 'বাবা আজ আমায় বলতে শুরু করেছিলেন — আমার মনে হয় যে উনি কেবল ভাবেন যে আমার বিয়ে হওয়া উচিত। মা আমায় নিয়ে যান বলনাচের আসরে, আমার মনে হয় উনি নিয়ে যান কেবল তাড়াতাড়ি আমার বিয়ে দিয়ে রেহাই পাবার জন্যে। আমি জানি যে কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু এই ভাবনাগুলো তাড়াতে পারি না। তথাকথিত পাত্রদের আমি দেখতে পারি না দু'চক্ষে। মনে হয় ওরা যেন আমার মাপ নিয়ে দেখেছে। বলনাচের পোশাক পরে কোথাও যাওয়া আগে আমার কাছে ছিল স্রেফ একটা আনন্দের ব্যাপার, নিজেকে নিয়ে মুগ্ধ হয়ে থাকতাম আমি; এখন লজ্জা হয়, অস্বস্তি লাগে, মানে কী আর বলব! ডাক্তারটি...'

একটু থতোমতো খেল কিটি; এর পরে সে বলতে চেয়েছিল যে তার ভেতর এই সব বদল ঘটার পর থেকে স্তেপান আর্কাদিচকে তার অসহ্য রকমের বিরক্তিকর লাগছে, তাঁকে দেখলেই যত রূঢ় আর বিদিকিচ্ছিরি ভাবনা মনে আসে।

সে বলে চলল, 'হ্যাঁ, সবকিছু আমার চোখে দেখা দিচ্ছে অতি কদর্য, জঘন্য চেহারায়। এই আমার রোগ, হয়ত কেটে যাবে...'

'তুই বরং ও সব নিয়ে ভাবিস না...'

'পারি না যে। শুধু ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, তোমাদের ওখানে ভালো বোধ করি।'

'দুঃখের কথা যে আমাদের ওখানে তোর আসা চলছে না।'

'না, যাব। আমার স্কার্লেট জ্বর হয়েছিল তো, মায়ের অনুমতি চেয়ে নেব।'

কিটি তার জেদ ধরে রইল আর স্কার্লেট জ্বরের যে হিড়িকটা সত্যিই এসেছিল, তার গোটা সময়টা সেবাযত্ন করল ছেলেমেয়েদের। দুই বোনে মিলে সারিয়ে তুলল ছয়টি শিশুকে কিন্তু কিটির স্বাস্থ্য ভালো হল না, লেণ্ট পরবের সময় শ্যেরবাৎস্কিরা গেলেন বিদেশে।

পিটার্সবুর্গের উঁচু মহল আসলে একটাই; সেখানকার সবাই সবাইকে চেনে, সবারই সবার বাড়িতে যাতায়াত। কিন্তু এই বড়ো মহলটার আবার নিজ নিজ উপবিভাগ আছে। আন্না আর্কাদিয়েভনা কারেনিনার বন্ধুবান্ধব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তিনটি বিভিন্ন মহলে। একটা ছিল রাজপুরুষদের সরকারী মহল, তাঁর স্বামীর সহকর্মী ও অধস্তনদের নিয়ে, যাঁরা অতি বৈচিত্র্যে ও খামখেয়ালে সামাজিক প্রতিষ্ঠায় পরস্পর যুক্ত বা বিযুক্ত। প্রথম দিকে এই সব লোকেদের প্রতি প্রায় ভক্তির মতো যে শ্রদ্ধা আন্না পোষণ করতেন, তা এখন তিনি মনে করতে পারেন বহু কষ্টে। এখন এঁদের সকলকেই তিনি চেনেন, যেমন মফস্বল শহরের লোকে চেনে পরস্পরকে। জানেন কার কী অভ্যাস আর দুর্বলতা, কার কোথায় কাঁটা বিঁধছে, পরস্পরের সঙ্গে আর নাটের গুরুর সঙ্গে কার কেমন সম্পর্ক। জানেন কে কার পক্ষে, কিভাবে কেমন করে টিকে থাকছে, কার সঙ্গে কার এবং কিসে মিল বা অমিল, কিন্তু কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার চেষ্টাচরিত্র সত্ত্বেও সরকারী পুরুষালি আগ্রহের এই মহলটা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি এবং এটাকে তিনি এড়িয়ে চলতেন।

দ্বিতীয় আরেকটা যে মহল আন্নার ঘনিষ্ঠ, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠাপন্ন হয়েছেন। এ মহলের কেন্দ্র হলেন কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনা। এটা হল বৃদ্ধ, অসুন্দর, সদাচারী, ধর্মপ্রাণ নারী আর বুদ্ধিমান, বিদগ্ধ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুরুষদের চক্র। এ মহলের একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার নাম দিয়েছিলেন 'পিটার্সবুর্গ সমাজের বিবেক'। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এই মহলটার খুবই কদর করতেন এবং সবার সঙ্গে মিশতে পটু আন্নাও তাঁর পিটার্সবুর্গ জীবনের প্রথম দিকটায় এই মহলেই তাঁর বন্ধুদের পেয়েছিলেন। এখন কিন্তু মস্কো থেকে ফেরার পর মহলটা অসহনীয় লাগল তাঁর কাছে। মনে হল তিনি নিজে এবং ওঁরা সবাই ভান করে চলেছেন এবং মহল তাঁর কাছে এত একঘেয়ে আর অস্বস্তিকর হয়ে উঠল যে কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার ওখানে তিনি যেতে লাগলেন যথাসম্ভব কম।

তৃতীয় যে মহলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, সেটাই হল আসল সমাজ — বলনাচ, ভোজ, চোখঝলসানো বেশভূষার সমাজ, যা রাজদরবার

আঁকড়ে ধরে থাকত যাতে অর্ধসমাজে নেমে যেতে না হয়। এই মহলের লোকেরা অর্ধসমাজকে ঘেন্না করেন বলে ভাবতেন যদিও তাঁদের রুচি ছিল শুধু সদৃশ নয়, একই। এই সমাজের সঙ্গে আন্নার যোগাযোগ ছিল তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের স্ত্রী প্রিন্সেস বেট্সি ত্ভের্স্কায়া মারফত, যাঁর আয় ছিল এক লাখ বিশ হাজার, সমাজে আন্নার আবির্ভাব মাত্র তিনি তাঁর বিশেষ অনুরাগী হয়ে ওঠেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনার মহল নিয়ে হাসাহাসি করে তাঁকে টেনে নিতেন নিজের মহলে।

বেট্সি বললেন, 'আমি যখন বুড়ি আর বিছছিরি হয়ে উঠব, তখন আমিও হয়ে যাব ঐরকম! কিন্তু আপনার পক্ষে, সুন্দরী যুবতী নারীর পক্ষে ঐ দাতব্যালয়ে যাবার সময় এখনো আসে নি।'

প্রথমটায় আন্না যতটা পেরেছেন কাউণ্টেস ত্ভের্স্কায়ার এই সমাজটাকে এড়িয়ে যেতেন, কেননা এ সমাজে ব্যয় করতে হত তাঁর সাধ্যের বাইরে, তা ছাড়া মনে মনেও প্রথম মহলটিই ছিল তাঁর পছন্দ। কিন্তু মস্কো সফরের পর ব্যাপারটা দাঁড়াল উল্টো। তিনি তাঁর সদাচারী বন্ধুদের এড়িয়ে সেরা সমাজে যাতায়াত শুরু করলেন। সেখানে ভ্রন্স্কির সঙ্গে তাঁর দেখা হত আর প্রতিটি সাক্ষাতেই আনন্দের দোলা অনুভব করতেন তিনি। ভ্রন্স্কিকে তিনি ঘন ঘনই দেখতেন বেট্সির ওখানে, বিয়ের আগে উনিও ছিলেন ভ্রন্স্কায়া, ভ্রন্স্কির জেঠতুতো বোন। যেখানে আন্নার দেখা পাওয়া যেতে পারে, তেমন সবখানেই হাজির থাকতেন ভ্রন্স্কি আর সুযোগ পেলেই বলতেন তাঁর ভালোবাসার কথা। কোনো সুযোগ দিতেন না আন্না, কিন্তু দেখা হলেই তাঁর ভেতর সেই প্রাণচাঞ্চল্য জেগে উঠত যা তিনি অনুভব করেছিলেন রেল কামরায় তাঁকে প্রথম দেখে। নিজেই তিনি টের পেতেন যে ওঁকে দেখলেই ওঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠছে আনন্দে, ঠোঁট কুঞ্চিত হচ্ছে হাসিতে, কিন্তু এই আনন্দের প্রকাশটা তিনি চাপা দিতে পারতেন না।

প্রথম প্রথম আন্না সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে ভ্রন্স্কি ওঁর পিছু নিয়েছেন বলে উনি ওঁর ওপর অসন্তুষ্ট। কিন্তু মস্কো থেকে ফেরার কিছু পরে এক সান্ধ্য বাসরে যেখানে ভ্রন্স্কির দেখা পাবেন বলে ভেবেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন না, সেখানে যে নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল, তা থেকে তিনি পরিষ্কার বুঝলেন যে আত্মপ্রতারণা করছেন, ভ্রন্স্কির এই

অনুসরণ তাঁর কাছে শুধু অপ্রীতিকর নয়, তাই নয়, এইটেই তাঁর জীবনের একমাত্র আকর্ষণ।

নামকরা গায়িকার অনুষ্ঠান হচ্ছিল দ্বিতীয় বার, গোটা উচ্চ সমাজ গিয়েছিল থিয়েটারে। প্রথম সারির আসন থেকে জেঠতুতো বোনকে দেখে ভ্রন্‌স্কি বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই গেলেন তাঁর কাছে বক্সে।

বেট্‌সি বললেন, 'খেতে এলেন না যে? প্রেমিকযুগলের আলোকদর্শনক্ষমতায় অবাক মানতে হয়।' তারপর হেসে এমনভাবে যোগ দিলেন যাতে আর কারও কানে না যায়: 'সেও আসে নি। কিন্তু আসুন অপেরার পরে।'

ভ্রন্‌স্কি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন তাঁর দিকে। উনি মুখ নিচু করলেন। হাসি দিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভ্রন্‌স্কি বসলেন তাঁর কাছে।

'আপনার উপহাসগুলো আমার কী যে মনে পড়ে!' এই প্রেমাবেগের সাফল্য দর্শনে বিশেষ একটা পরিতৃপ্তি লাভ করে কাউণ্টেস বেট্‌সি বলে চললেন, 'সে সব গেল কোথায়? আপনি ধরা পড়ে গেছেন বাপু।'

'ধরা পড়তেই শুধু আমি চাই' — নিজের প্রশান্ত সদাশয় হাসিতে ভ্রন্‌স্কি জবাব দিলেন, 'নালিশ করবার কিছু থাকলে সেটা শুধু এই যে সত্যি বলতে আমি ধরা পড়েছি বড়োই কম। আমি নিরাশ হয়ে উঠছি।'

'কিন্তু কী আশা থাকতে পারে আপনার?' বন্ধুর জন্য ক্ষুব্ধ বোধ করে বেট্‌সি বললেন, 'entendons nous...*' কিন্তু তাঁর চোখে যে ঝলক দিচ্ছিল তাতে বোঝা যাচ্ছিল উনি ঠিক ভ্রন্‌স্কির মতোই বোঝেন কী আশা তাঁর আছে।

'কোনো আশাই নেই' — হেসে তাঁর নিটোল দাঁতের সারি উদ্‌ঘাটিত করে ভ্রন্‌স্কি বললেন। তারপর যোগ করলেন, 'মাপ করবেন' — ওঁর হাত থেকে দূরবীনটা নিয়ে তাঁর অনাবৃত কাঁধের ওপর দিয়ে দেখতে লাগলেন সামনের সারির বক্সগুলোকে। 'ভয় হচ্ছে, নিজেকে হাস্যকর করে তুলছি।'

ভ্রন্‌স্কি ভালোই জানতেন যে বেট্‌সি বা গোটা সমাজের চোখে হাস্যকর হবার ভয় তাঁর কিছু ছিল না। তাঁর খুব ভালোই জানা ছিল যে এ সব লোকেদের কাছে কোনো কুমারী বা সাধারণভাবেই কোনো বন্ধনহীন

---

* দু'জন দু'জনকে বুঝব (ফরাসি)।

মহিলার হতভাগ্য প্রণয়ীর ভূমিকাটা হাস্যকর লাগতে পারে, কিন্তু যে একজন বিবাহিতা নারীর পেছু নিয়েছে এবং যে করেই হোক তাকে আত্মদানে টেনে আনাতেই জীবন পণ করেছে, তার ভূমিকায় সুন্দর, অপরূপ কিছু একটা আছে, কখনোই তা হাস্যকর ঠেকতে পারে না, আর তাই সগর্বে, খুশি হয়ে, মোচের তলে লীলাময় হাসি নিয়ে দূরবীন নামিয়ে চাইলেন জেঠতুতো বোনের দিকে।

মুগ্ধ হয়ে বোন বললেন, 'কিন্তু খেতে এলেন না যে?'

'সেটা আপনাকে বলা দরকার। আমি ব্যস্ত ছিলাম। কী নিয়ে জানেন? একশ', হাজার রুবল বাজি — বলতে পারবেন না। স্ত্রীকে অপমান করেছে এমন একটি লোকের সঙ্গে মিটমাট করিয়ে দিচ্ছিলাম স্বামীর। সত্যি বলছি!'

'মিটমাট হল?'

'প্রায়।'

'আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা শোনা দরকার' — উঠে দাঁড়িয়ে উনি বললেন, 'পরের বিরতিটার সময় আসুন।'

'উপায় নেই; আমি যাচ্ছি ফরাসি থিয়েটারে।'

'নিলসনকে ছেড়ে?' আতঙ্কে জিগ্যেস করলেন বেট্‌সি, যিনি কোনো কোরাস-কন্যা থেকে নিলসনকে কিছুতেই আলাদা সনাক্ত করতে পারতেন না।

'কী করা যাবে? দেখা করার কথা আছে। সবই এই মিটমাটের ব্যাপারটা নিয়ে।'

'ধন্য শান্তিঘটকেরা, তারা ত্রাণ পাবে' — কারো কাছ থেকে এই ধরনের কিছু একটা শুনেছিলেন বলে স্মরণ হওয়ায় বেট্‌সি বললেন, 'তাহলে বসুন-না, বলুন ব্যাপারটা কী?'

ফের বসলেন তিনি।

॥ ৫ ॥

হাসি-হাসি চোখে ভ্রন্‌স্কি তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'একটু অশালীন কিন্তু এমন খাশা যে ভয়ানক ইচ্ছে করছে বলতে। কারো নাম করব না কিন্তু।'

'সে তো আরো ভালো, আমি অনুমান করতে থাকব।'

'দুটি ফুর্তিবাজ যুবক যাচ্ছে...'

'নিশ্চয় আপনাদের রেজিমেন্টের অফিসার?'

'অফিসার বলব না, নেহাৎ আহারান্তে দুটি লোক...'

'ঘুরিয়ে বলুন: মাতাল।'

'হয়ত। যাচ্ছে বন্ধুর বাড়ি খেতে, অতি শরীফ মেজাজে। দেখে সুন্দরী এক নারী ঘোড়ার গাড়িতে করে তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়ছে আর হাসছে, অন্তত তাই তাদের মনে হয়েছিল। বলাই বাহুল্য ওরা তার পেছু নিল, ঘোড়া ছুটাল পুরো দমে। তাদের অবাক করে দিয়ে যে বাড়িতে তারা যাচ্ছিল তারই ফটকের সামনে গাড়ি থামল সুন্দরীর। ওপরতলায় সুন্দরী ছুটে উঠল। তারা দেখল শুধু খাটো অবগুণ্ঠনের তলে রক্তিম অধর আর ছোটো ছোটো অনিন্দ্য চরণ।'

'আপনি এমন অনুরাগে ঘটনাটা বলছেন যে মনে হচ্ছে আপনি নিজেই এ দুইয়ের একজন।'

'কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আপনি আমায় কী বলেছেন মনে আছে তো? তা যুবকেরা তো গেল তাদের বন্ধুর কাছে, সেখানে আজ তার বিদায় ভোজ। এখানে ঠিকই তারা মদ্যপান করল, হয়ত একটু বেশিই, বিদায় বাসরে যা সর্বদাই ঘটে থাকে। আহারের সময় ওরা জিগ্যেস করলে এ বাড়ির ওপরতলায় কে থাকে। কারুরই জানা ছিল না। শুধু, ওপরে কি 'মামজেলরা' থাকে, এই প্রশ্নের উত্তরে কর্তার খানসামা জানাল থাকে অনেকগুলিই। খাওয়া-দাওয়ার পর যুবকেরা গেল গৃহকর্তার কেবিনেটে এবং চিঠি লিখলে অপরিচিতার কাছে। লিখলে হৃদয়াবেগে ভরা চিঠি, প্রেমঘোষণা, এবং নিজেরাই তা ওপরে নিয়ে গেল যদি চিঠির কোনো কিছু বিশেষ বোধগম্য না হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে।'

'এ সব বিছছিরি কথা আমায় কেন বলছেন? তারপর?'

'ঘণ্টি দিলে। দাসী বেরিয়ে এল। মেয়েটিকে চিঠি দিয়ে দু'জনেই নিশ্চয় করে বললে তারা এমন প্রেমে পড়েছে যে তক্ষুনি দ্বারদেশেই মারা যাবে। কিছু বুঝতে না পেরে মেয়েটি কথাবার্তা চালাতে লাগল। হঠাৎ বেরিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, চিংড়ির মতো লাল, গালে সসেজ গোছের গালপাট্টা, ঘোষণা করলেন বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকে না এবং ভাগিয়ে দিলেন তাদের।'

'কোত্থেকে জানলেন যে তার গালপাট্টা সসেজ গোছের?'

'আরে শুনুন। আজ আমি গিয়েছিলাম ওদের মিটমাট করিয়ে দিতে।'

'তা কী হল?'

'সেইটেই তো সবচেয়ে মজার। জানা গেল এই সুখী দম্পতি হলেন শ্রীমান টিটুলার কাউন্সিলার এবং শ্রীমতী টিটুলার কাউন্সিলার। টিটুলার কাউন্সিলার নালিশ করলেন, আমি হলাম আপোসকর্তা, আর যেমন-তেমন সালিস নই, তালেরাঁও লাগে না আমার কাছে।'

'মুশকিলটা কী ছিল?'

'শুনুন-না... যথাযোগ্য মাপ চাইলাম আমরা: 'আমরা একেবারে মুষড়ে পড়েছি। দুর্ভাগা ভুল বোঝাবুঝিটার জন্যে মাপ চাইছি আমরা।' সসেজ-মার্কা গালপাট্টার টিটুলার কাউন্সিলার নরম হতে শুরু করলেন, তবে তিনিও তাঁর মনোভাব প্রকাশ করতে চান আর প্রকাশ করতে শুরু করা মাত্র খেপে উঠলেন এবং কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন। ফের আমার সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিভা কাজে লাগাতে হল আমাকে। 'আমি মানছি যে ওদের আচরণটা ভালো হয় নি। কিন্তু অনুরোধ করি, ওদের ভুল বোঝা, ছোকরা বয়স, এ সব ভেবে দেখুন। তা ছাড়া যুবকেরা তখন সবেমাত্র খাওয়া সেরেছে। সেটা বুঝতে পারছেন তো। ওরা সর্বান্তঃকরণে অনুতাপ করছে, অনুরোধ করছে ওদের দোষ মাপ করে দিতে।' টিটুলার কাউন্সিলার ফের নরম হলেন। 'আপনার কথা আমি মানছি, কাউণ্ট, ক্ষমা করতে আমি রাজি, কিন্তু বুঝতে পারছেন, আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী সতীসাধ্বী নারী, কোথাকার কীসব ছেলেছোকরা, নচ্ছাররা কিনা তার পেছু নিচ্ছে, তার অপমান করছে, আস্পর্ধা দেখাচ্ছে...' আর বুঝতে পারছেন তো, ওই ছেলেছোকরারা কিন্তু ওখানেই দাঁড়িয়ে, ওঁদের মিটমাট করিয়ে দিতে হবে আমায়। ফের চালু করলাম আমার কূটনীতি, আর ব্যাপারটা যখন চুকিয়ে দেওয়ার কথা, ফের খেপে উঠলেন টিটুলার কাউন্সিলার, লাল হয়ে উঠলেন, খাড়া হয়ে উঠল তাঁর সসেজ এবং ফের আমাকে উথলে উঠতে হল কূটনৈতিক সূক্ষ্মতায়।'

তাঁর বক্সে ঢুকছিলেন জনৈক মহিলা, তাঁকে উদ্দেশ করে হেসে বেট্‌সি বললেন, 'এটা আপনাকে শোনানো দরকার! উনি ভারি হাসিয়েছেন আমায়।'

'তা bonne chance*' — পাখা ধরে থাকা হাতের মুক্ত আঙুলটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি যোগ দিলেন এবং কাঁধ নাড়িয়ে গাউনের উঠে আসা বডিসটা নিচে নামিয়ে দিলেন যাতে ফুট লাইটের দিকে যাবার সময় যা উচিত, গ্যাসের আলোয় সবার দৃষ্টির সামনে যথাসম্ভব নগ্ন হতে পারেন।

ভ্রন্‌স্কি ফরাসি থিয়েটারে গেলেন। সেখানে সত্যিই তাঁর দেখা করা

* সাফল্য হোক (ফরাসি)।

দরকার ছিল রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের সঙ্গে যিনি এ থিয়েটারের কোনো মঞ্চানুষ্ঠান বাদ দেন না। উদ্দেশ্য ছিল, যে মিলন ব্রতে আজ তিনদিন থেকে তিনি ব্যস্ত এবং তাতে মজা পাচ্ছেন তা নিয়ে কম্যান্ডারের সঙ্গে কথা বলা। ব্যাপারটায় জড়িত ছিলেন পেত্রিৎস্কি যাঁকে তিনি ভালোবাসতেন এবং দ্বিতীয় জন — তরুণ প্রিন্স কেদ্রভ, চমৎকার ছোকরা, ভালো সঙ্গী, রেজিমেণ্টে ঢুকেছেন সম্প্রতি। তবে প্রধান কথা এক্ষেত্রে রেজিমেণ্টের স্বার্থ ছিল জড়িত।

দু'জনেই ছিলেন ভ্রন্স্কির স্কোয়াড্রনে। রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের কাছে এসে রাজকর্মচারী, টিটুলার কাউন্সিলার ভেনডেন নালিশ করেন তাঁর অফিসারদের বিরুদ্ধে যারা তাঁর স্ত্রীকে অপমান করেছে। ভেনডেন বিয়ে করেছেন ছয়মাস হল, বললেন, মায়ের সঙ্গে তাঁর তরুণী ভার্যা গিয়েছিলেন গির্জায়, সেখানে হঠাৎ তাঁর শরীর খারাপ লাগে, সেটা অন্তঃসত্ত্বা থাকার দরুন, আর তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, বেপরোয়া প্রথম যে ছ্যাকড়া গাড়িটা তিনি সামনে পান, তাতে করে বাড়ি চলে আসেন। এখানে তাঁকে তাড়া করে অফিসাররা, ভয় পেয়ে যান তিনি, আরো বেশি অসুস্থ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে ওঠেন ঘরে। এই সময় অফিস থেকে ফিরে ভেনডেন ঘণ্টি এবং কাদের যেন গলা শুনতে পান, বেরিয়ে এসে তিনি চিঠি হাতে মাতাল অফিসারদুটিকে দেখতে পান এবং তাদের খেদিয়ে দেন। কড়া শাস্তি দাবি করেছেন তিনি।

ভ্রন্স্কিকে নিজের কাছে ডেকে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার বললেন, 'না, না, যাই বলুন, পেত্রিৎস্কি অসম্ভব হয়ে উঠছে। কোনো না কোনো কাণ্ড ছাড়া একটা সপ্তাহও যায় না। কর্মচারীটি ছাড়বে না, আরো ওপরে যাবে।'

ব্যাপারটার সমস্ত অশোভনতা ভ্রন্স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন, এখানে ডুয়েলের কোনো কথাই উঠতে পারে না, টিটুলার কাউন্সিলারটিকে নরম করে এনে ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য সবকিছু করা দরকার। রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার ভ্রন্স্কিকে ডেকেছিলেন ঠিক এই জন্যই যে তাঁকে উচ্চবংশীয় বুদ্ধিমান লোক বলে জানতেন। প্রধান কথা রেজিমেণ্টের মানমর্যাদা ওঁর কাছে মূল্যবান। আলোচনা করে তাঁরা ঠিক করেছিলেন যে ভ্রন্স্কির সঙ্গে টিটুলার কাউন্সিলারের কাছে গিয়ে পেত্রিৎস্কি আর কেদ্রভকে ক্ষমা চাইতে হবে। রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার এবং ভ্রন্স্কি দু'জনেই বুঝেছিলেন যে ভ্রন্স্কির নাম এবং পদ টিটুলার কাউন্সিলারকে নরম করে আনায় কাজ দেবে। এবং

সত্যিই এই দুটি উপায়ে খানিকটা কাজও হয়েছিল; কিন্তু ভ্রন্স্কি যা বললেন, মিটমাটের ফল রয়ে গেছে সন্দেহজনক।

ফরাসি থিয়েটারে এসে ভ্রন্স্কি রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের সঙ্গে চলে গেলেন ফয়ে'তে এবং তাঁর সাফল্য-অসাফল্যের কথা বললেন। সবকিছু ভেবেচিন্তে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার ঠিক করলেন কোনো শাস্তি দেবার দরকার নেই, কিন্তু পরে তাঁর নিজের পরিতোষের জন্য ভ্রন্স্কির সাক্ষাৎকারের সমস্ত খুঁটিনাটি জিগ্যেস করতে থাকেন এবং ঘটনার কয়েকটা দিক মনে পড়ে যেতেই শান্ত হয়ে আসা টিটুলার কাউন্সিলার কিভাবে আবার খেপে উঠছিলেন এবং মিটমাটের শেষ অস্ফুট কথাটা শোনা মাত্র কিভাবে ভ্রন্স্কি কায়দা করে পেৎরিৎস্কিকে সামনে ঠেলতে ঠেলতে পিটটান দেন তা শুনে কম্যান্ডার অনেকখন হাসি চাপতে পারেন নি।

'যাচ্ছেতাই কান্ড, তবে দারুণ মজাদার। কেদ্রভের পক্ষে তো আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে লড়া সম্ভব নয়! অমন খেপে উঠেছিল?' হেসে ফের জিগ্যেস করলেন তিনি। 'কিন্তু ক্লেয়ারকে আজ কেমন দেখছেন? অপূর্ব!' নতুন ফরাসি অভিনেত্রী সম্পর্কে বললেন তিনি, 'যতই দেখি না কেন, প্রতিদিনই নতুন। শুধু ফরাসিরাই ওটা পারে।'

॥ ৬ ॥

শেষ অংক সমাপ্ত না হতেই প্রিন্সেস বেট্সি থিয়েটার থেকে চলে গেলেন। ড্রেসিং-রুমে গিয়ে নিজের দীর্ঘ পান্ডুর মুখে পাউডার ছিটিয়ে এবং তা মুছে কবরী ঠিক করে নিয়ে প্রকান্ড ড্রয়িং-রুমটায় চা এনে দেবার হুকুম দিতে না দিতেই বলশায়া মর্স্কায়া রাস্তায় তাঁর বিশাল বাড়িটার গেটের সামনে গাড়ি এসে দাঁড়াতে থাকল একটার পর একটা। অতিথিরা গাড়ি থেকে নেমে যেতে লাগলেন প্রবেশপথের দিকে এবং পথচারীদের জ্ঞানদানার্থে যেসব খবরের কাগজ টাঙানো থাকত কাচের ফ্রেমে, রোজ সকালে তা পড়তে অভ্যস্ত দশাসই চাপরাশি নিঃশব্দে মস্ত দরজাটা খুলে অতিথিদের ভেতরে পথ করে দিতে থাকল।

কালচে দেয়ালের প্রশস্ত ড্রয়িং-রুমে ফুঁয়ো-ফুঁয়ো গালিচা, আলোকোজ্জ্বল টেবিল, মোমবাতির আলোয় ঝকঝকে শাদা টেবিলক্লথ,

রুপোর সামোভার, চীনেমাটির স্বচ্ছ টি-সেট। প্রায় একই সঙ্গে ঘরখানার এক দরজা দিয়ে তাজা কবরী আর তাজা মুখে ঢুকলেন গৃহস্বামিনী, অন্য দরজা দিয়ে অতিথিরা।

গৃহস্বামিনী বসলেন সামোভারের কাছে, দস্তানা খুললেন। অলক্ষ্য পরিচারকদের সাহায্যে চেয়ার সরিয়ে সরিয়ে সমাজ স্থান নিল দুই ভাগে ভাগ হয়ে: একদল সামোভারের কাছে গৃহস্বামিনীর সঙ্গে, অন্য দল ড্রয়িং-রুমের বিপরীত প্রান্তে জনৈক রাষ্ট্রদূতের সুন্দরী পত্নীর কাছে, পরনে তাঁর কালো মখমলের পোশাক, চোখে তীক্ষ্ন কালো ভুরু। প্রথমটায় যা সর্বদাই হয়, অতিথি আগমন, সম্ভাষণ, চায়ের আপ্যায়নে বাধাপ্রাপ্ত আলাপ দুলতে লাগল যেন কোন প্রসঙ্গে নিবদ্ধ হওয়া যায় তার অন্বেষণে।

'অভিনেত্রী হিশেবে উনি অসাধারণ ভালো; বোঝাই যায় কাউলবাখের শিষ্যা' — বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নীর চক্রস্থ একজন কূটনীতিক, 'লক্ষ্য করেছিলেন কিভাবে পড়ে গেলেন...'

'আহ্ নিলসনের কথা থাক। ওঁর সম্পর্কে নতুন কী আর বলার আছে' — বললেন সাবেকী রেশমী গাউন পরা, সোনালী-চুল, ভ্রূহীন, পরচুলা-হীন, রক্তবর্ণা স্থূলাঙ্গী মহিলা। ইনি হলেন বিখ্যাত প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া, স্পষ্টভাষণ আর রূঢ়তার জন্য তাঁর উপনাম জুটেছিল enfant terrible*। প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া বসেছিলেন দুই মহলের মাঝামাঝি, এবং কখনো এ-দল কখনো ও-দলের কথা শুনে যোগ দিচ্ছিলেন দু'পক্ষেরই আলাপে। 'কাউলবাখ সম্পর্কে ঠিক এই কথাই আমায় আজ বলেছে তিনজন, যেন নিজেদের মধ্যে আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল। অথচ কেন যে বুলিটা ওদের মনে ধরে গেল, জানি না।'

এই মন্তব্যে আলাপের তাল কেটে গেল, প্রয়োজন হল নতুন প্রসঙ্গ খোঁজার।

'কিছু একটা মজার কথা আমাদের বলুন, তবে তাতে যেন জ্বলুনি না থাকে' — কূটনীতিক যখন ভেবে পাচ্ছিলেন না কী দিয়ে শুরু করবেন, তখন তাঁকে বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী, ইংরেজিতে যাকে বলে small talk তেমন মার্জিত কথোপকথনে ইনিও অসামান্যা।

কূটনীতিক হেসে বললেন, 'লোকে বলে সেটা বড়ো কঠিন, যা জ্বালায়

---

* ভয়ংকরী শিশু (গেছো খুকি) (ফরাসি)।

শুধু তা-ই হাস্যকর। তবে চেষ্টা করে দেখি। একটা প্রসঙ্গ দিন-না। আসল ব্যাপারটাই হল প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রসঙ্গ পেলে তাতে ফুল তোলা সহজ। আমার প্রায়ই মনে হয়, গত শতকের নামকরা আলাপীদের পক্ষে চাতুর্যের সঙ্গে আলাপ করা আজকাল মুশকিল হত। চতুর সবকিছুতেই লোকের ভারি বিরক্তি ধরে গেছে...'

'সে কথা তো শোনা গেছে অনেক আগেই' — হেসে বাধা দিলেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

আলাপের শুরুটা হল সুন্দর, কিন্তু ঠিক অতটা সুন্দর বলেই তা আবার থেমে গেল। প্রয়োজন হল নির্ভরযোগ্য, সর্বদা অব্যর্থ পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া — যথা, পরচর্চা।

'আপনাদের মনে হয় না যে তুশকেভিচের মধ্যে ১৫শ লুই গোছের কিছু একটা আছে?' চোখ দিয়ে টেবিলের কাছে দণ্ডায়মান পাণ্ডুরকেশ সুপুরুষ একটি যুবককে দেখিয়ে তিনি বললেন।

'আরে হ্যাঁ! এ ড্রয়িং-রুমটার সঙ্গে তাঁর রুচি মেলে, তাই অত ঘন ঘন তিনি দর্শন দেন এখানে।'

এ আলাপটা চলতে থাকল কেননা এ ড্রয়িং-রুমে যা বলা চলে না, তা বলা হতে লাগল আভাষে ইঙ্গিতে — অর্থাৎ গৃহস্বামিনীর সঙ্গে তুশকেভিচের সম্পর্কের কথা।

ওদিকে সামোভার আর গৃহস্বামিনীর ওখানেও হালের সামাজিক খবরাখবর, থিয়েটার আর ঘনিষ্ঠদের সমালোচনা — অনিবার্য এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে দোলায়মান আলাপ শেষ বিষয়টায়, অর্থাৎ পরচর্চায় এসে গিয়ে সুস্থির হল।

'শুনেছেন, মালতিশ্যেভাও — মেয়ে নয়, মা — সেও diable rose* পোশাক বানাচ্ছে।'

'বলেন কী! না, এ যে খাসা ব্যাপার!'

'আমার অবাক লাগে, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলেও — উনি তো বোকা নন — দেখতে পাচ্ছেন না নিজেকে কী হাস্যকর করছেন।'

দুর্ভাগিনী মালতিশ্যেভার নিন্দায় আর ঠাট্টায় প্রত্যেকেরই বলার ছিল কিছু না কিছু, আলাপও ফুর্তিতে মুখর হয়ে উঠল জ্বলে ওঠা শিবিরাগ্নির মতো।

* চটকদার গোলাপি (ফরাসি)।

প্রিন্সেস বেট্‌সির স্বামী, সদাশয় স্থূলকায় মানুষ, এনগ্রেভিং সংগ্রহে পাগল, স্ত্রীর অতিথি এসেছেন শুনে ক্লাবে যাবার আগে ড্রয়িং-রুমে এলেন। নরম গালিচার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে তিনি গেলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার কাছে।

বললেন, 'নিলসনকে কেমন লাগল আপনার?'

'ওঃই, অমন চুপি চুপি কেউ আসে নাকি? আমায় যা ভয় পাইয়ে দিয়েছেন' — জবাব দিলেন উনি। 'আমার কাছে অপেরার কথা বলবেন না বাপু, সঙ্গীত আপনি কিছুই বোঝেন না। আমি বরং আপনার মানে নেমে গিয়ে আপনার মাওলিকা আর এনগ্রেভিং নিয়ে কথা বলব আপনার সঙ্গে। তা পুরানা বাজারে সম্প্রতি কী ধন কিনলেন?'

'দেখতে চান? তবে আপনি ওর মর্ম বুঝবেন না।'

'দেখান। ওই ওদের, কী যেন বলে ওদের... ওই ব্যাংকারদের কাছে আমি শিখেছি... ওদের চমৎকার চমৎকার এনগ্রেভিং আছে। আমাদের ওরা দেখায়।'

'সেকি, আপনারা শিউট্‌সবুর্গদের ওখানে গিয়েছিলেন?' সামোভারের ওখান থেকে জিগ্যেস করলেন কর্ত্রী।

'গিয়েছিলাম ma chère। স্বামীর সঙ্গে আমায় তারা নেমন্তন্ন করেছিল। বললে, ডিনারটার সসের দাম হাজার রুব্‌ল' — সবাই তাঁর কথা শুনছেন টের পেয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া, 'কিন্তু অতি ভারি বিছছিরি সস, কেমন সবজেটে। ওদেরও ডাকতে হয় তো, আমি সস বানালাম পঁচাশি কোপেকে, সবাই ভারি খুশি। হাজার-রুব্‌লী সস বানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

কর্ত্রী বললেন, 'এ শুধু মিয়াগ্‌কায়াই পারেন!'

'আশ্চর্য!' কে যেন মন্তব্য করলেন।

প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়ার উক্তিতে সর্বদাই প্রভাব পড়ত একই রকম, আর সে প্রভাবের গোপন রহস্য এই যে এখনকার মতো বিশেষ প্রাসঙ্গিক না হলেও বলতেন সহজ কথা যার অর্থ আছে। যে সমাজে তাঁর চলাফেরা, সেখানে এমন কথায় ফল হত অতি সুরসিক টিপ্পনির মতো। প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া বুঝতে পারতেন না কেন তাঁর কথা এমন প্রভাব ফেলছে, কিন্তু জানতেন যে ফেলছে এবং সেটা কাজে লাগাতেন।

প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া যখন কথা কইছিলেন তখন সবাই তা শুনছিলেন

এবং রাষ্ট্রদ্তপত্নীর ওখানে আলাপ থেমে গিয়েছিল বলে গৃহস্বামিনী চাইলেন গোটা সমাজকে একজায়গায় জড়ো করতে, রাষ্ট্রদ্তপত্নীকে তিনি বললেন:

'সত্যিই আপনার আর চা লাগবে না? আমাদের এখানে আপনারা উঠে এলে পারেন।'

'না, না আমরা এখানে বেশ আছি' — হেসে জবাব দিলেন রাষ্ট্রদ্তপত্নী এবং যে আলোচনাটা শুরু হয়েছিল তা চালিয়ে গেলেন।

আলোচনাটা খুবই প্রীতিকর। স্বামী-স্ত্রী কারেনিনদের নিন্দে হচ্ছিল।

'মস্কো থেকে ফেরার পর আন্না অনেক বদলে গেছে। কী একটা অদ্ভুত জিনিস ঘটেছে ওর ভেতর' — বলছিলেন আন্নার বান্ধবী।

'প্রধান বদলটা এই যে উনি আলেক্সেই ভ্রন্স্কির ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন' — বললেন রাষ্ট্রদ্তপত্নী।

'তাতে কী? গ্রিমের একটি উপকথায় আছে: একটি লোকের ছায়া নেই, ছায়া সে হারিয়েছে; কিসের জন্যে যেন এটা তার শাস্তি। আমি কখনো বুঝতে পারি নি শাস্তিটা কেন। কিন্তু নারীর পক্ষে ছায়া না থাকাটা ভালো লাগার কথা নয়।'

'তা ঠিক, কিন্তু যে নারীর পেছনে ছায়া থাকে, সাধারণত তার পরিণাম হয় খারাপ' — বললেন আন্নার বান্ধবী।

এ কথা কানে যেতে হঠাৎ বলে উঠলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'জিব আপনার খসে পড়ুক। কারেনিনা চমৎকার লোক। ওঁর স্বামীকে আমার ভালো লাগে না কিন্তু ওঁকে ভারি ভালোবাসি।'

রাষ্ট্রদ্তপত্নী বললেন, 'কেন ভালোবাসেন না স্বামীকে? অতি সজ্জন লোক। আমার স্বামী বলেন, এরকম রাজপুরুষ ইউরোপে কমই আছে।'

'আমার স্বামীও আমায় তাই বলেছেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না' — বললেন প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া, 'আমাদের স্বামীরা ও সব না বললে আমরা দেখতে পেতাম ব্যাপারটা সত্যিই কী। আমার মতে কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্রেফ একটি বোকারাম। আমি এটা চুপি চুপি বলছি... কিন্তু সব পরিষ্কার হয়ে উঠছে তা কি সত্যি নয়? আগে যখন ওঁকে বুদ্ধিমান বলে ভাবতে আমায় বলা হয়, আমি তন্ন তন্ন করে সব দেখেশুনে বুঝলাম আমিই বোকা, কেননা ওঁর মধ্যে বুদ্ধি কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

তারপর যেই আমি চুপি চুপি বললাম, উনি বোকা, অমনি সব পরিষ্কার হয়ে গেল, তাই না?'

'আজ আপনি ভারি খাপ্পা।'

'একটুও না। আমার যে গত্যন্তর নেই। আমাদের দু'জনের মধ্যে কেউ একজন তো বোকা। আর জানেন তো, নিজের সম্পর্কে ও-কথা কখনো বলা চলে না।'

'কেউ নিজের অবস্থায় খুশি নয়, কিন্তু সবাই খুশি নিজের বুদ্ধিতে' — ফরাসি কবিতা উদ্ধৃত করলেন কূটনীতিক।

'যা বলেছেন' — তাড়াতাড়ি তাঁর দিকে ফিরলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া, 'তবে আসল কথা, আন্নাকে আমি আপনাদের কবলে ছেড়ে দিচ্ছি না। ভারি ভালো, মিষ্টি মেয়ে। সবাই যদি তাঁর প্রেমে পড়ে যায়, ছায়ার মতো পিছু নেয় তাঁর, কী তিনি করবেন?'

'আমিও তার দোষ ধরার কথা ভাবছিও না' — আত্মসমর্থন করলেন আন্নার বান্ধবী।

'কেউ যদি ছায়ার মতো আমাদের পেছু না নেয়, তার মানে এই নয় যে অন্যের সমালোচনা করার অধিকার আমাদের আছে।'

আন্নার বান্ধবীকে উচিতমতো দাবড়ি দিয়ে প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া উঠে দাঁড়ালেন এবং যে টেবিলে সাধারণ আলাপ চলছিল প্রাশিয়ার রাজাকে নিয়ে, রাষ্ট্রদূতপত্নীর সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলেন তাতে।

বেট্‌সি শুধালেন, 'ওখানে আপনাদের কী পরচর্চা হচ্ছিল?'

'কারেনিনদের নিয়ে। প্রিন্সেস আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মূল্যায়ন করেছেন' — হেসে আসন নিয়ে বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

'দুঃখের কথা যে শুনতে পেলাম না' — প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে বললেন গৃহস্বামিনী। 'আরে, শেষ পর্যন্ত এলেন তাহলে!' আগন্তুক ভ্রন্‌স্কিকে তিনি হেসে বললেন।

ভ্রন্‌স্কি শুধু সবার সঙ্গে পরিচিত তাই নয়, এখানে যাঁদের তিনি দেখলেন, নিত্য তাঁদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, তাই যাদের এইমাত্র ছেড়ে গিয়েছে তাদের কাছে যে অনায়াস ভঙ্গিতে লোকে ফেরে সেইভাবে ভ্রন্‌স্কি ভেতরে ঢুকলেন।

'কোত্থেকে আসছি?' রাষ্ট্রদূতপত্নীর প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, 'কী করা যাবে, কবুল করতেই হচ্ছে। বুফ অপেরা থেকে। মনে হচ্ছে শতবার

গেছি, কিন্তু প্রতিবারই পেয়েছি নতুন আনন্দ। অপূর্ব! জানি এটা লজ্জার কথা: অপেরায় আমার ঘুম পায়, কিন্তু বুফ অপেরাগুলোয় আমি শেষ মিনিট পর্যন্ত বসে থাকি এবং খুশি হয়ে। যেমন আজকে...'

উনি ফরাসি অভিনেত্রীর নাম করে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রদূতপত্নী সরস সভয়ে বাধা দিলেন:

'ওই ভয়াবহ কান্ডটার কথা বলবেন না দয়া করে।'

'বেশ, বলব না, বিশেষ করে এই ভয়াবহতাটা যখন সকলেরই জানা।'

'কিন্তু অপেরার মতো মনোহর হলে সবাই আমরা সেখানে যেতাম' — খেই ধরলেন প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া।

॥ ৭ ॥

দরজায় পদশব্দ শোনা গেল, সেটা যে কারেনিনার তা জানা থাকায় প্রিন্সেস বেট্‌সি চাইলেন ভ্রন্‌স্কির দিকে। ভ্রন্‌স্কি দরজার দিকে তাকালেন, মুখে তাঁর একটা নতুন বিচিত্র ভাব ফুটে উঠল। যিনি এলেন, তাঁর দিকে তিনি সানন্দে, একদৃষ্টে, সেইসঙ্গে ভয়ে ভয়ে চেয়ে রইলেন, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন আসন থেকে। ড্রয়িং-রুমে ঢুকলেন আন্না। দৃষ্টিপাত না বদলে, বরাবরের মতো খাড়া দাঁড়িয়ে, উঁচু সমাজের অন্যান্য নারীর চলন থেকে আলাদা তাঁর দ্রুত, দৃঢ়, লঘু কয়েকটা পদক্ষেপে গৃহস্বামিনীর কাছ থেকে তাঁর দূরত্বটা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর করমর্দন করলেন তিনি এবং সেই হাসি নিয়েই চাইলেন ভ্রন্‌স্কির দিকে। ভ্রন্‌স্কি অনেকখানি মাথা নুইয়ে তাঁর দিকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

আন্না শুধু মাথা নুইয়ে তার প্রত্যুত্তর দিলেন এবং লাল হয়ে উঠে ভুরু কোঁচকালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পরিচিতদের উদ্দেশে দ্রুত মাথা নেড়ে এবং এগিয়ে দেওয়া হাতে চাপ দিয়ে তিনি কর্ত্রীকে বললেন:

'কাউন্টেস লিদিয়ার কাছে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম আগেই আসব কিন্তু বসে থাকতে হল। ওখানে ছিলেন স্যার জন। ভারি আকর্ষণীয় লোক।'

'ও, সেই মিশনারি?'

'হ্যাঁ, ভারতীয় জীবন সম্পর্কে উনি খুব আগ্রহ জাগাবার মতো গল্প করছিলেন।'

তাঁর আগমনে ছিন্ন আলাপ ফুঁ দিয়ে নেবানো দীপশিখার মতো ফের দপদপিয়ে উঠল।

'স্যার জন! হ্যাঁ, স্যার জন। আমি ওঁকে দেখেছি। কথা বলেন চমৎকার। ভ্লাসিয়েভা একেবারে তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছেন।'

'আচ্ছা, ভ্লাসিয়েভার ছোটো মেয়ে নাকি তপোভকে বিয়ে করছে, সত্যি?'

'হ্যাঁ, শুনেছি এটা একেবারে স্থির হয়ে গেছে।'

'ওর বাপ-মায়ের কথা ভেবে আমার অবাক লাগে। লোকে বলে, এটা নাকি **প্রণয়ঘটিত বিয়ে।'**

'প্রণয়ঘটিত? কী মান্ধাতা আমলের ধারণা আপনার! প্রণয়ের কথা আজকাল কে বলে?' বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

'কী করা যাবে? এই নির্বোধ সাবেকী রীতিটা এখনো অচল হয়ে যাচ্ছে না' — বললেন ভ্রন্স্কি।

'এ রীতিটা যারা আঁকড়ে থাকে তাদের কপাল খারাপ। শুধু কাণ্ডজ্ঞান থেকে বিয়েই আমি দেখেছি সুখী।'

'তা ঠিক, তবে যে প্রণয়কে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না, ঠিক তার আবির্ভাবেই কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায় কত বারবার' — ভ্রন্স্কি বললেন।

'কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের বিয়ে আমরা তাকে বলি যখন উভয় পক্ষই তাদের পাগলামির পালা শেষ করেছে। ওটা স্কার্লেট জ্বরের মতো, কাটিয়ে উঠতে হয়।'

'বসন্তের টীকা দেবার মতো করে কৃত্রিমভাবে প্রণয় জাগাবার টীকা দেওয়াও শিখতে হবে তাহলে।'

প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়া বললেন, 'অল্প বয়সে আমি আমাদের পাদ্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। জানি না এতে আমার লাভ হয়েছে কিনা।'

'না, আমার ধারণা, ঠাট্টা নয়, প্রেম কী জানতে হলে ভুল করা এবং পরে তা শুধরে নেওয়া দরকার' — বললেন প্রিন্সেস বেট্সি।

'এমনকি বিয়ের পরেও?' রসিকতা করে বললেন রাষ্ট্রদূতপত্নী।

ইংরেজি প্রবচন উদ্ধৃত করে কূটনীতিক বললেন, 'অনুতাপের সময় কখনো ফুরিয়ে যায় না।'

বেট্সি খেই ধরলেন, 'ঠিক এই জন্যেই দরকার ভুল করা এবং শোধরানো। আপনি কী মনে করেন?' উনি জিগ্যেস করলেন আন্নাকে,

যিনি ঠোঁটে সামান্য লক্ষণীয় স্থির হাসি নিয়ে এই কথাবার্তাটা শুনছিলেন।

'আমার মনে হয়' — খুলে ফেলা দস্তানা নাড়াচাড়া করতে করতে আন্না বললেন, 'আমার মনে হয়... যতগুলো মাথা, মনও যদি হয় ততগুলো, তাহলে যতগুলো হৃদয়, ভালোবাসাও হবে তত রকমের।'

আন্না কী বলেন তার জন্য উদ্বিগ্ন বুকে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন ভ্রন্‌স্কি। আন্নার এই কথাগুলো শুনে তিনি হাঁপ ছাড়লেন যেন একটা বিপদ কাটিয়ে উঠেছেন।

হঠাৎ তাঁর দিকে চাইলেন আন্না:

'মস্কো থেকে চিঠি পেয়েছি। লিখছে যে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়া খুব অসুস্থ।'

'তাই নাকি?' ভুরু কুঁচকে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

কঠোর দৃষ্টিতে আন্না চাইলেন তাঁর দিকে।

'এতে আপনার কোনো আগ্রহ নেই?'

'বরং উল্টো, অত্যন্ত আগ্রহী, জানতে পারি কি ঠিক কী আপনাকে লিখেছে?'

আন্না উঠে দাঁড়িয়ে বেট্‌সির কাছে গেলেন।

তাঁর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন এক কাপ চা।'

প্রিন্সেস বেট্‌সি যখন চা ঢালছিলেন, ভ্রন্‌স্কি এলেন আন্নার কাছে।

'কী আপনাকে লিখেছে?' ফের জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আমার প্রায়ই মনে হয় যে পুরুষেরা বোঝে না কোনটা অনুদার যদিও প্রায়ই বলে থাকে সে কথা' — ভ্রন্‌স্কির জিজ্ঞাসার জবাব না দিয়ে আন্না বললেন। 'আমি অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — কয়েক পা এগিয়ে কোণের একটা অ্যালবাম টেবিলের কাছে বসে তিনি যোগ করলেন।

ভ্রন্‌স্কি তাঁকে চায়ের কাপ দিয়ে বললেন, 'আপনার কথার অর্থ ঠিক ধরতে পারছি না।'

আন্না সোফায় তাঁর পাশে দৃষ্টিপাত করলেন, ভ্রন্‌স্কিও তৎক্ষণাৎ বসলেন সেখানে।

তাঁর দিকে না চেয়ে আন্না বললেন, 'হ্যাঁ, আপনাকে বলতে চাইছিলাম, আপনি খারাপ কাজ করেছেন, খারাপ, অত্যন্ত খারাপ।'

'আমি কি জানি না যে কাজটা খারাপ হয়েছে? কিন্তু অমন যে হল তার কারণ কে?'

'এ কথা আমায় বলছেন কেন?' কঠোর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আন্না বললেন।

'আপনি জানেন কেন' — অসংকোচে, সানন্দে জবাব দিলেন ভ্রন্স্কি, চোখ না নামিয়ে গ্রহণ করলেন তাঁর দৃষ্টি।

ভ্রন্স্কি নন, আন্নাই থতমতো খেলেন।

'এতে শুধু প্রমাণ হয় যে আপনার হৃদয় বলে কিছু নেই' — আন্না বললেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি বলছিল, ওঁর যে হৃদয় আছে সেটা তিনি জানেন আর সেই জন্য ভয় করেন তাঁকে।

'আপনি এখন যে কথাটা বললেন ওটা ভ্রম, ভালোবাসা নয়।'

'মনে রাখবেন যে ঐ শব্দটা, ঐ অমানুষিক শব্দটা উচ্চারণ করতে আমি আপনাকে বারণ করেছি' — আন্না বললেন কেঁপে উঠে; কিন্তু তৎক্ষণাৎ টের পেলেন যে 'বারণ করেছি' এই একটা কথাতেই ওঁর ওপর নিজের খানিকটা অধিকার তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন এবং তাতে করে ভালোবাসার কথা বলতে উৎসাহিত করছেন ওঁকে। 'অনেকদিন থেকে আপনাকে বলব ভাবছিলাম' — দৃঢ়ভাবে ওঁর চোখের দিকে চেয়ে মুখ দগ্ধানো লালিমায় আরও রাঙা হয়ে তিনি বলে গেলেন, 'আজ ইচ্ছে করেই আমি এখানে এসেছি আপনার দেখা পাব জেনে। এলাম আপনাকে বলতে যে এটা শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। কারো সামনে আমায় কখনো লাল হয়ে উঠতে হয় নি অথচ কিসের জন্যে যেন নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে আপনি আমায় বাধ্য করছেন।'

ভ্রন্স্কি ওঁর দিকে চেয়ে অভিভূত হলেন তাঁর মুখের নতুন একটা আত্মিক লাবণ্যে।

'আমাকে কী করতে বলেন?' সহজভাবে গুরুত্বসহকারে জিগ্যেস করলেন ভ্রন্স্কি।

আন্না বললেন, 'আমি চাই যে আপনি মস্কোয় গিয়ে কিটির কাছে ক্ষমা চাইবেন।'

ভ্রন্স্কি বললেন, 'সেটা আপনি চান না।'

তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে আন্না যা চাইছেন সেটা নয়, জোর করে নিজেকে দিয়ে যা বলাচ্ছেন সেটাই বলছেন।

'আমায় যদি আপনি ভালোবাসেন যা আপনি বলছেন' — আন্না বললেন ফিসফিসিয়ে, 'তাহলে এমন করুন যাতে আমি শান্তিতে থাকি।'

ভ্রন্‌স্কির মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আপনি কি জানেন না যে আমার কাছে আপনিই আমার গোটা জীবন, কিন্তু শান্তি আমার নেই, আপনাকে তা দিতেও পারব না। আমার গোটাটাই, ভালোবাসা — হ্যাঁ। আমি আপনাকে আর নিজেকে পৃথক বলে ভাবতে পারি না। আমার কাছে আপনি আর আমি একই। আর ভবিষ্যতে শান্তির কোনো সম্ভাবনা আমি দেখতে পাচ্ছি না, আপনার জন্যেও নয়, আমার জন্যেও নয়, আমি দেখতে পাচ্ছি কেবল নিরাশার, দুঃখের সম্ভাবনা... অথবা দেখছি সুখের সম্ভাবনা, আহ্ কী সে সুখ!.. সে কি সম্ভব নয়?' এই কথাটা তিনি বললেন শুধু তাঁর ঠোঁট নেড়ে, কিন্তু আন্না শুনতে পেলেন।

যা উচিত সেটা বলার জন্য চিত্তের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন আন্না, কিন্তু তার বদলে প্রেমাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন ভ্রন্‌স্কির ওপর এবং কিছুই বললেন না।

'এইতো!' সোল্লাসে ভ্রন্‌স্কি ভাবলেন, 'যখন আমি একেবারে হতাশ হয়ে উঠেছি, যখন মনে হচ্ছিল এর বুঝি আর শেষ নেই, তখন এইতো! আমায় ও ভালোবাসে। সেটা ও স্বীকার করছে।'

'তাহলে আমার জন্যে এইটে করুন, আর কখনো বলবেন না ঐ সব কথা, ভালো বন্ধু হয়ে থাকব আমরা' — মুখে এই কথা বললেন আন্না, কিন্তু ভিন্ন কথা বলছিল তাঁর চোখ।

'বন্ধু আমরা হব না, আপনি নিজেই তা জানেন। কিন্তু আমরা সবচেয়ে সুখী নাকি সবচেয়ে দুঃখী লোক হব, সেটা আপনার আয়ত্তে।'

কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন আন্না, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি বাধা দিলেন।

'আমি তো শুধু একটা জিনিস চাইছি, আশা করার, এখনকার মতো কষ্ট পাবার অধিকার। কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে আমাকে উধাও হতে বলুন, আমি তাই হব। আমার উপস্থিতি যদি আপনার দুঃসহ লাগে, তাহলে আমাকে আর কখনো দেখতে পাবেন না আপনি।'

'আপনাকে কোথাও তাড়িয়ে দিতে আমি চাই না।'

'শুধু কিছুই যেন বদলাবেন না। যেমন আছে, তেমনিই সব থাক' — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'ঐ যে আপনার স্বামী।'

সত্যিই এইসময় তাঁর শান্ত বিদঘুটে চলনে ড্রয়িং-রুমে ঢুকলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

স্ত্রী আর ভ্রন্‌স্কির দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি গেলেন কর্ত্রীর কাছে, এক কাপ চায়ের সামনে বসে ধীর-স্থির, সর্বদা যা শ্রুতিভেদী, তাঁর সেই গলায় বরাবরকার মতো রহস্যের সুরে কাকে নিয়ে যেন ঠাট্টা করতে লাগলেন।

গোটা সমাজের ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি বললেন, 'আপনার রামবুলিয়ে সালোঁ একেবারে জমজমাট। সমস্ত রূপদেবী আর কলালক্ষ্মীই বিরাজমান।'

কিন্তু প্রিন্সেস বেট্‌সি তাঁর এই সুর, যাকে তিনি ইংরেজিতে বলতেন sneering* তা সইতে পারতেন না, বুদ্ধিমতী গৃহকর্ত্রী হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে টেনে আনলেন বাধ্যতামূলক সৈন্যভুক্তির গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায়। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচও অমনি কথোপকথনে মেতে উঠে গুরুত্বসহকারেই নতুন আদেশটা সমর্থন করতে লাগলেন, যাকে আক্রমণ করছিলেন প্রিন্সেস বেট্‌সি।

ভ্রন্‌স্কি আর আন্না বসেই রইলেন ছোটো টেবিলটার কাছে।

ভ্রন্‌স্কি, আন্না এবং তাঁর স্বামীর দিকে ইঙ্গিত করে জনৈক মহিলা ফিসফিস করলেন, 'এটা অশোভন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'কী বলেছিলাম আমি?' জবাব দিলেন আন্নার বান্ধবী।

কিন্তু শুধু এই মহিলারাই নয়, ড্রয়িং-রুমে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই, এমনকি প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া এবং স্বয়ং বেট্‌সিও বার কয়েক করে চেয়ে দেখছিলেন সাধারণ চক্র থেকে সরে যাওয়া ঐ দু'জনের দিকে, এ চক্রটায় যেন ব্যাঘাত হচ্ছিল তাঁদের। শুধু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ সেদিকে একবারও চাইলেন না, যে আলাপটা শুরু হয়েছিল, বিচ্যুত হলেন না তার আকর্ষণ থেকে।

সবার ওপরেই একটা অপ্রীতিকর ছাপ পড়ছে লক্ষ্য করে প্রিন্সেস বেট্‌সি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বচন শুনে যাবার জন্য তাঁর নিজের জায়গায় আরেকজনকে বসিয়ে গেলেন আন্নার কাছে।

বললেন, 'আপনার স্বামীর কথায় স্পষ্টতা আর যথাযথতা আমায় সর্বদাই অবাক করে দেয়। উনি যখন বলেন, সবচেয়ে তুরীয় ব্যাপারগুলোও তখন বোধগম্য হয়ে ওঠে আমার কাছে।'

* অবজ্ঞাসূচক (ইংরেজি)।

'ও হ্যাঁ!' সুখের হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠে এবং বেট্‌সি যা বলছিলেন তার একটা কথাও না বুঝে আন্না বললেন। বড়ো টেবিলটায় উঠে এলেন তিনি, যোগ দিলেন সাধারণ কথাবার্তায়।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আধঘণ্টাখানেক থেকে স্ত্রীর কাছে এসে তাঁর সঙ্গে বাড়ি যেতে বললেন; তাঁর দিকে না তাকিয়েই আন্না জবাব দিলেন যে নৈশাহারের জন্য তিনি থেকে যাবেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ মাথা নুইয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কারেনিনার কোচোয়ান, স্থূলকায় বৃদ্ধ তাতারের পক্ষে গেটের কাছে ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বাঁয়ের ছাইরঙা ঘোড়াটাকে সামলে রাখা কঠিন হচ্ছিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল চাপরাশি, খানসামা দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দরজাটা ধরে। ছোট্ট ক্ষিপ্র হাতে তাঁর ফারকোটের হুকে আটকে যাওয়া আস্তিনের লেস ছাড়াতে ছাড়াতে মাথা নিচু করে উৎফুল্ল হয়ে আন্না শুনছিলেন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে যা বলছিলেন ভ্রন্‌স্কি।

তিনি বলছিলেন, 'আপনি কিছু বললেন না; ধরা যাক আমিও কিছু দাবি করছি না, কিন্তু আপনি তো জানেন, বন্ধুত্বে আমার কাজ নেই, জীবনের একটা সুখই আমার পক্ষে সম্ভব, এটা সেই শব্দ যা আপনার এত অপছন্দ... হ্যাঁ, ভালোবাসা...'

'ভালোবাসা...' — ধীরে ধীরে, আভ্যন্তরীণ কোনো কণ্ঠস্বরে পুনরুক্তি করলেন আন্না, তারপর হঠাৎ হুকটা ছাড়ানো মাত্র তিনি যোগ দিলেন, 'কথাটা আমি ভালোবাসি না কারণ ওর তাৎপর্য আমার কাছে বড়ো বেশি, আপনার পক্ষে যা বোঝা সম্ভব তার চেয়েও অনেক' — তারপর ওঁর মুখের দিকে চাইলেন তিনি, 'আসি!'

ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন আন্না, তারপর স্থিতিস্থাপক পদক্ষেপে খানসামার পাশ দিয়ে অন্তর্ধান করলেন গাড়ির ভেতরে।

তাঁর দৃষ্টিপাত, হাতের স্পর্শ যেন আগুন ছুঁইয়ে দিল ভ্রন্‌স্কির দেহে। তাঁর হাতের যেখানটা আন্না স্পর্শ করেছিলেন, সেখানে চুমু খেলেন তিনি, তারপর সুখাবেশে এই চেতনা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন যে গত দু'মাসে যা হয়েছে তার চেয়ে তাঁর লক্ষ্যের অনেক কাছাকাছি তিনি এসে গিয়েছেন আজ সন্ধ্যায়।

ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আলাদা একটা টেবিলের কাছে বসে কী নিয়ে যেন সজীব কথাবার্তা কইছিলেন তাঁর স্ত্রী, এতে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ অস্বাভাবিক বা অশোভন কিছু দেখেন নি; কিন্তু তাঁর নজরে পড়েছিল যে ড্রয়িং-রুমের অন্যান্যদের কাছে এটা কেন জানি অস্বাভাবিক এবং অশোভন ঠেকেছিল, সুতরাং তাঁর কাছেও এটা মনে হল অশোভন। ঠিক করলেন, স্ত্রীকে সে কথা বলা দরকার।

বাড়ি ফিরে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁর কেবিনেটে ঢুকলেন, যা তিনি সাধারণত করে থাকেন, আরাম কেদারায় বসে পোপতন্ত্র সম্পর্কে একটা বইয়ের কাগজ-কাটা ছুরি চাপা দেওয়া জায়গাটা খুললেন এবং পড়ে গেলেন রাত একটা পর্যন্ত যা তাঁর অভ্যাস; শুধু মাঝে মধ্যে তাঁর টিপ কপালখানা মুছে, মাথা ঝাঁকিয়ে কী একটা যেন তাড়াতে চাইছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে উঠে তিনি তাঁর নৈশ প্রসাধন সারলেন। আন্না তখনো ফেরেন নি। বই বগলে করে ওপরে উঠলেন তিনি; কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্রের ব্যাপার নিয়ে অভ্যস্ত ভাবনা ও পরিকল্পনাদির বদলে আজ রাত্রে তাঁর মন ভরে ছিল স্ত্রীর ভাবনায়, কী একটা অপ্রীতিকর তাঁর ঘটেছে তাই নিয়ে। নিজের অভ্যাসের যা বিপরীত বিছানায় তিনি শুলেন না, পিঠের পেছনে হাতে হাত দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরগুলোয়। উনি শুতে পারছিলেন না, টের পাচ্ছিলেন, যে-অবস্থাটার উদ্ভব হয়েছে, সবার আগে তা নিয়ে ভাবা দরকার।

যখন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিজেই ঠিক করে নেন যে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলা দরকার, তখন জিনিসটা তাঁর কাছে সহজ এবং সাধারণ মনে হয়েছিল; কিন্তু এখন এই নবোদ্ভূত অবস্থাটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই কঠিন আর জটিল মনে হল।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ঈর্ষাপরায়ণ লোক নন। তাঁর ধারণা ছিল ঈর্ষাতে স্ত্রীকে অপমান করা হয়, অথচ স্ত্রীর প্রতি আস্থা থাকা উচিত। কেন আস্থা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ এই নিশ্চিতি পোষণ করা উচিত যে তাঁর যুবতী বধূ সর্বদা তাঁকে ভালোবেসে যাবে, এ প্রশ্ন তিনি নিজেকে কখনো করেন নি; কিন্তু অনাস্থা তিনি রাখেন নি কখনো, তাই আস্থাই রাখতেন এবং নিজেকে বলতেন তাঁর আস্থা রাখা উচিত। এখন কিন্তু ঈর্ষা যে একটা লজ্জাকর মনোভাব, আর আস্থা রাখা উচিত তাঁর এ প্রত্যয় ভেঙে

না পড়লেও অনুভব করছিলেন কেমন একটা অযৌক্তিক আর অবোধগম্য জিনিসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন এবং ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এসে দাঁড়িয়েছেন জীবনের মুখোমুখি, তাঁকে ছাড়া স্ত্রী অপর কাউকে ভালোবাসতে পারে এই সম্ভাবনার মুখোমুখি, এবং এটা তাঁর কাছে হয়ে দাঁড়াল অতি অর্থহীন আর দুর্বোধ্য, কেননা খোদ জীবনই হল এইটে। সারা জীবন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কাটিয়েছেন এবং কাজ করেছেন কাজকর্মচারীদের মধ্যে জীবনের প্রতিফলন নিয়ে যাদের কারবার। যখনই খোদ জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন, ততবারই তা থেকে সরে এসেছেন। এখন তাঁর সেইরকম একটা বোধ হল যা হয় যখন কোনো লোক অতল গহ্বরের ওপরকার সেতু দিয়ে নিশ্চিন্তে যেতে যেতে হঠাৎ দেখে যে সেতুটা ভেঙে পড়েছে, ঘূর্ণিজল দেখা দিয়েছে সেখানে। ঘূর্ণিজলটাই আসল জীবন, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যে কৃত্রিম জীবন কাটিয়েছেন সেতুটা হল তাই। অন্য কাউকে ভালোবাসতে পারা তাঁর স্ত্রীর পক্ষে সম্ভব, এ প্রশ্ন তাঁর সামনে দেখা দিল এই প্রথম, তাতে আতংক হল তাঁর।

পোশাক না ছেড়ে সমতাল পদক্ষেপে উনি পায়চারি করছিলেন একটিমাত্র বাতিতে আলোকিত খাবার ঘরের শব্দিত পার্কেটে, অন্ধকার ড্রয়িং-রুমের গালিচার ওপর দিয়ে, যেখানে আলো প্রতিফলিত হচ্ছিল কেবল সোফার ওপরে টাঙানো সম্প্রতি আঁকানো তাঁরই বৃহৎ পোর্ট্রেটটায়, গেলেন আন্নার কেবিনেট পেরিয়ে, সেখানে দুটি মোমবাতির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আন্নার বান্ধবী আর আত্মীয়স্বজনের প্রতিকৃতি, লেখার টেবিলে তাঁর বহুপরিচিত সুন্দর সুন্দর আভরণ। সে ঘর পেরিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন শোবার ঘরের দরজা পর্যন্ত, তারপর আবার ফিরছিলেন।

প্রত্যেকটা পাড়ির শেষে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আলোকিত ডাইনিং-রুমের পার্কেটের ওপর তিনি থামছিলেন, মনে মনে বলছিলেন, 'হ্যাঁ, এটার একটা সমাধান করা উচিত, বন্ধ করা দরকার, নিজের অভিমত দিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে।' তারপর ফিরছিলেন। 'কিন্তু কী অভিমত? কিসের সিদ্ধান্ত?' ড্রয়িং-রুমে নিজেকে তিনি শুধালেন কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পেলেন না। 'হ্যাঁ' — কেবিনেটে ঢোকার মুখে ভাবলেন, 'শেষপর্যন্ত ঘটেছে-টা কী? অনেকখন ধরে আন্না কথা বলেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু কী হল তাতে? সমাজে নারীরা তো কতরকম লোকের সঙ্গেই কথা বলে থাকে। তা ছাড়া, ঈর্ষা

করার অর্থ ওকে আমাকে, দু'জনকেই হীন করা' — আন্নার কেবিনেটে ঢুকে তিনি নিজেকে বোঝালেন। কিন্তু এ যুক্তি আগে তাঁর কাছে বেশ ভারিক্কি বোধ হলেও এখন তার আর কোনো ভার ছিল না, অর্থ ছিল না। শোবার ঘরের দরজা থেকে তিনি ফের এলেন হলে; কিন্তু, যেই তিনি পেছন ফিরে ঢুকলেন অন্ধকার ড্রয়িং-রুমে, অমনি কী একটা কণ্ঠস্বর তাঁকে বললে ওটা ঠিক নয়, যখন অন্য লোকেদের নজরে পড়েছে, তখন কিছু একটা আছে। ডাইনিং-রুমে তিনি ফের নিজেকে বললেন, 'হ্যাঁ, এটার একটা সমাধান করে, বন্ধ করে নিজের অভিমত দেওয়া দরকার...' এবং পুনরায় ড্রয়িং-রুমে মোড় ফেরার সময় উনি নিজেকে শুধালেন: কী করে সমাধান করা যায়? পরে নিজেকে প্রশ্ন করলেন, কী ঘটেছে? এবং জবাব দিলেন: কিছুই না, স্মরণ করলেন যে ঈর্ষা হল স্ত্রীর পক্ষে অপমানকর একটা মনোভাব, কিন্তু ড্রয়িং-রুমে ফের নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে ঘটেছে কিছু একটা। তাঁর দেহের মতো ভাবনাও নতুন কিছুতে উপনীত না হয়ে পাক খাচ্ছিল একই বৃত্তে। সেটা তাঁর খেয়াল হল, কপাল রগড়ে তিনি বসলেন আন্নার কেবিনেটে।

এমন সময় তাঁর টেবিলে ম্যালাকাইট লিখন-সরঞ্জাম আর শুরু করা একটা চিরকুটের দিকে চেয়ে হঠাৎ বদলে গেল তাঁর চিন্তা। আন্না সম্পর্কে, কী তিনি ভাবেন, অনুভব করেন, সে নিয়ে ভাবনা হল তাঁর। এই প্রথম স্পষ্ট করে তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল আন্নার ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর ভাবনাচিন্তা, তাঁর আকাঙ্ক্ষা, আর ওঁর যে নিজস্ব একটা জীবন থাকতে পারে, থাকার কথা, এ কথা ভেবে তাঁর এত ভয় হল যে তিনি তাড়াতাড়ি করে সে চিন্তা তাড়াতে চাইলেন। এটা সেই ঘূর্ণিজল যেখানে তাকাতে তাঁর আতঙ্ক হয়। মনে মনে এবং অনুভূতিতে অন্য একজনের স্থলে নিজেকে বসানো, এমন একটা আত্মিক উদ্যোগ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে বিজাতীয়। এরূপ আত্মিক উদ্যোগকে তিনি মনে করতেন ক্ষতিকর, বিপজ্জনক কল্পচারিতা।

তিনি ভাবলেন, 'সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার এই যে এখন, আমার ব্যাপারটা যখন চুকতে চলেছে' (যে প্রকল্পটা তিনি এখন পাশ করিয়ে নিতে যাচ্ছিলেন, তার কথা ভাবছিলেন তিনি) 'যখন আমার দরকার একান্ত শান্তি আর প্রাণের সমস্ত শক্তি, এখনই কিনা আমার ওপর ভেঙে পড়ল এই অর্থহীন উদ্বেগ। কিন্তু কী করি? আমি তেমন লোক নই যে অস্থিরতা আর উদ্বেগে ভোগে অথচ সোজাসুজি তাকাবার শক্তি ধরে না।'

'আমাকে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং চুকিয়ে দিতে হবে' — তিনি বললেন শব্দ করেই।

'ওর হৃদয়াবেগের প্রশ্ন, কী তার অন্তরে ঘটেছে এবং ঘটতে পারে, সেটা আমার নয়, তার বিবেকের ব্যাপার, ধর্মের ব্যাপার' — মনে মনে তিনি ভাবলেন এবং এই উপলব্ধিতে তাঁর হালকা লাগল যে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য বিধিবিধানের ধারাটি তিনি খুঁজে পেয়েছেন।

'তাহলে' — স্থির করলেন তিনি, 'হৃদয়াবেগ ইত্যাদি মূলত ওর বিবেকের প্রশ্ন, ওটা আমার কোনো ব্যাপার হতে পারে না। আমার কর্তব্য পরিষ্কার, পরিবারের কর্তা হিশেবে ওকে চালানো আমার কর্তব্য, সুতরাং অংশত আমার দায়িত্ব থাকছে; যে বিপদটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা দেখাতে হবে ওকে, সাবধান করে দিতে হবে, এমনকি অধিকারও খাটাতে হবে। এ সব ওকে বলতে হবে আমায়।'

স্ত্রীকে তিনি কী বলবেন সেটা পরিষ্কার দানা বেঁধে উঠল তাঁর মাথায়। আর কী বলবেন তা ভেবে তাঁর এই জন্য আফশোস হল যে এমন একটা অলক্ষ্য গার্হস্থ্য ব্যাপারে তাঁর সময় আর চিত্তশক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে; কিন্তু তাহলেও একটা প্রতিবেদনের আকারে তাঁর বক্তব্য এবং পরবর্তী ভাষণ তাঁর মাথায় একটা পরিষ্কার সুস্পষ্ট রূপ নিল। 'আমাকে এই কথা বলতে এবং বোঝাতে হবে: প্রথমত, সামাজিক মতামত ও শোভনতার তাৎপর্যের ব্যাখ্যা; দ্বিতীয়ত, বিবাহের ধর্মীয় ব্যাখ্যা; তৃতীয়ত, যদি প্রয়োজন হয়, ছেলের কী দুর্ভাগ্য হতে পারে তার উল্লেখ; চতুর্থত, তার নিজের দুর্ভাগ্যের কথা।' এবং হাত নিচু করে আঙুলে আঙুলে গিঁট বেঁধে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আঙুল মটকালেন।

হাতে হাত দিয়ে আঙুল মটকানো — এই বিছছিরি অভ্যাসটা সর্বদাই তাঁকে শান্ত করে আনত, পৌঁছে দিত একটা সুনির্দিষ্ট অভিমতে, যা এখন তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন। গেটের কাছে গাড়ি আসার শব্দ শোনা গেল। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

সিঁড়িতে নারীর পদশব্দ। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁর বক্তব্যে প্রস্তুত হয়ে গিঁটে গিঁটে আঙুল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, আশা করছিলেন আরেকটা আঙুল মটকানির শব্দ। মটকাল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনার আগেই তিনি টের পাচ্ছিলেন আন্নার কাছিয়ে আসা, আর নিজের বক্তব্যে তিনি তুষ্ট বোধ করলেও আসন্ন কথোপকথনে তাঁর ভয় হচ্ছিল।

॥ ৯ ॥

হুডের থুপি নাড়তে নাড়তে মাথা নিচু করে আন্না আসছিলেন। মুখ তাঁর জ্বলজ্বল করছিল, কিন্তু তার ঝলকটা আনন্দের নয়, ঘোর অন্ধকার রাতে অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহ ঝলকের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল তা। স্বামীকে দেখে আন্না মাথা তুললেন, হাসলেন যেন ঘুম ভেঙে উঠছেন।

'এখনো তুমি শোও নি? আশ্চর্য ব্যাপার!' বলে, হুড খুলে ফেলে না থেমে গেলেন তাঁর ড্রেসিং-রুমে। দরজার পেছন থেকে বললেন, 'সময় হয়ে গেছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।'

'আন্না, তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলার আছে।'

'আমার সঙ্গে?' অবাক হয়ে আন্না বললেন, দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এসে চাইলেন স্বামীর দিকে। 'কী ব্যাপার? কী নিয়ে?' বসে জিগ্যেস করলেন তিনি, 'বেশ, এত দরকার পড়েছে যখন, কথা বলা যাক। তবে ঘুমনোই ছিল ভালো।'

জিবের ডগায় যা আসছিল তাই বলছিলেন আন্না, আর নিজেই সে কথা শুনে অবাক মানছিলেন তাঁর মিথ্যে বলার সামর্থ্যে। কী সহজ, স্বাভাবিক তাঁর কথা, তাঁকে দেখাচ্ছেও ঠিক যেন তাঁর ঘুম পাচ্ছে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে মিথ্যার দুর্ভেদ্য বর্মে তিনি আবৃত। টের পাচ্ছিলেন কী একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে সাহায্য করছে, সহায়তা করছে।

'আন্না, তোমাকে সাবধান করে দিতে হচ্ছে আমায়' — উনি বললেন।

'সাবধান?' আন্না শুধালেন, 'কিসের জন্যে?'

আন্না এমন সহজে, এত হাসিখুশিতে তাকিয়ে ছিলেন যে তাঁর স্বামী ওঁকে যেমন জানতেন তেমন যাঁরা জানতেন না, তাঁদের কাছে তাঁর কথার ধ্বনিতে বা অর্থে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ত না। কিন্তু ওঁকে যিনি জানেন, যিনি জানেন যে শুতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে আন্না তা লক্ষ্য করেন, তার কারণ শুধান, যিনি জানেন যে সবকিছু আনন্দ, ফুর্তি, দুঃখের কথা তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে জানান, — তাঁর যে এখন চোখে পড়ল যে আন্না তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করতে চাইছেন না, নিজের সম্পর্কে একটা কথাও বলতে চাইছেন না, তার তাৎপর্য অনেক। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর প্রাণের যে গহন আগে সর্বদা ছিল তাঁর কাছে উন্মুক্ত, তা এখন রুদ্ধ। শুধু তাই নয়, তাঁর গলার সুর থেকে তিনি দেখতে পেলেন যে আন্না এতে বিব্রত বোধ

করছেন না, বরং সোজাসুজি যেন বলছেন: হ্যাঁ রুদ্ধ, তাই হওয়া উচিত, ভবিষ্যতেও তা রুদ্ধ থাকবে। এখন তাঁর নিজেকে সেই লোকের মতো মনে হল যে বাড়ি ফিরে এসে দেখে যে বাড়ি তালাবন্ধ। 'কিন্তু হয়ত চাবিটা এখনো পাওয়া যেতে পারে' — ভাবলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

মৃদুস্বরে তিনি বললেন, 'আমি তোমায় সাবধান করে দিতে চাই যে নিজের অপরিণামদর্শিতা ও চিত্তচাপল্যে তুমি সমাজে তোমাকে নিয়ে কথা রটবার উপলক্ষ্য যোগাতে পার। আজ কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে' (নামটা উচ্চারণ করলেন দৃঢ়ভাবে, সুস্থির যতি দিয়ে) 'তোমার বড়ো বেশি উচ্ছল কথোপকথন সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।'

কথা বলার সময় তিনি চেয়ে ছিলেন তাঁর হাস্যময় এবং অধুনা তার দুর্জ্ঞেয়তায় ভয়ংকর চোখের দিকে এবং কথা বলতে বলতেই টের পাচ্ছিলেন তার সমস্ত নিষ্ফলতা ও অকার্যকারিতা।

'চিরকালই তুমি ওইরকম। আমার ব্যাজার লাগছে, কখনো-বা এটা তোমার ভালো লাগে না, আবার আমি হাসিখুশি, কখনো-বা সেটাও ভালো লাগে না তোমার। আজ আমার ব্যাজার লাগে নি। তাতে ঘা লেগেছে মনে?' আন্না বললেন যেন ওঁকে একেবারে বোঝেন নি, আর উনি যা বলেছিলেন তার ভেতরে ইচ্ছে করেই বুঝি বুঝলেন শুধু শেষ কথাটা। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কেঁপে উঠলেন, চেষ্টা করলেন আঙুল মটকাবার।

'আহ্, আঙুল মটকিও না দয়া করে। একেবারে ভালো লাগে না আমার' — আন্না বললেন।

'আন্না, একি তুমি?' জোর করে হাতের চাঞ্চল্য সংযত রেখে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'কিন্তু কী হল?' অতি অকপট এবং কৌতুকমণ্ডিত বিস্ময়ে আন্না শুধালেন, 'কী চাও তুমি আমার কাছ থেকে?'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চুপ করে রইলেন, কপাল আর চোখ রগড়ালেন হাত দিয়ে। দেখতে পাচ্ছিলেন যে তিনি যা চেয়েছিলেন, অর্থাৎ সমাজের চোখে একটা ভুল করা থেকে স্ত্রীকে সাবধান করে দেওয়া — তার বদলে যা আন্নার বিবেকের ব্যাপার, অজ্ঞাতসারেই তাতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, মাথা ঠুকছেন কল্পিত এক দেয়ালে।

ধীর-স্থির নিরুত্তাপ গলায় তিনি বলে চললেন, 'তোমাকে আমি যে কথা বলতে চাই, অনুরোধ করি তার সবটা শোনো। আমি মানি, যা তুমি

জানো, ঈর্ষা হল অপমানকর হীনতাসূচক একটা মনোভাব, এ মনোভাবে নিজেকে আমি কদাচ চালিত হতে দেব না; কিন্তু শোভনতার নির্দিষ্ট কতকগুলি নিয়ম আছে যা লঙ্ঘন করা চলে না বিনা শাস্তিতে। আজ আমি লক্ষ্য করি নি, কিন্তু সাধারণ যে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তা থেকে বলা যায় যে তুমি এমন আচরণ করেছ যা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

'একেবারেই কিছু বুঝতে পারছি না' — কাঁধ কুঁচকে আন্না বললেন। ভাবলেন, 'ওঁর এতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সমাজের চোখে পড়েছে কিনা, তাই বিচলিত হয়ে উঠেছেন।' — 'তোমার শরীর ভালো নেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে গেলেন; কিন্তু স্বামী তাঁর আগে গিয়ে যেন থামাতে চাইলেন তাঁকে।

মুখখানা তাঁর অসুন্দর, বিষণ্ণ, আন্না আগে যা কখনো দেখেন নি। মাথা পেছনে আর পাশে হেলিয়ে ক্ষিপ্র হাতে চুলের কাঁটা খুলতে লাগলেন।

'তা, শুনছি যা বলবেন' — আন্না বললেন ধীরভাবে, কৌতুক করে, 'এমনকি সাগ্রহেই শুনছি, কেননা বুঝতে চাই কী ব্যাপার।'

কথা বলার সময় আন্নার অবাক লাগল তাঁর কথার স্বাভাবিক সুস্থির সুনিশ্চিত সুরে আর শব্দনির্বাচনে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শুরু করলেন, 'তোমার হৃদয়াবেগের সমস্ত খুঁটিনাটিতে যাবার অধিকার আমার নেই, এবং মোটের ওপর সেটাকে নিষ্ফল, এমনকি ক্ষতিকর বলেই আমি মনে করি। নিজের প্রাণের ভেতরটা খুঁড়তে গিয়ে আমরা এমন জিনিস খুঁড়ে বার করি যা অলক্ষ্যে থাকলেই ভালো। তোমার হৃদয়াবেগ, সেটা তোমার বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু তোমার দায়-দায়িত্ব দেখিয়ে দিতে আমি তোমার কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে বাধ্য। আমাদের দু'জনের জীবন বাঁধা আর তা বেঁধে দিয়েছেন লোকে নয়, ঈশ্বর। এ বাঁধন ছেঁড়া সম্ভব কেবল পাপে আর এ ধরনের পাপের শাস্তি গুরুতর।'

'কিছুই বুঝছি না। আহ্ ভগবান, কী যে ঘুম পাচ্ছে!' আটকে থেকে যাওয়া কাঁটার খোঁজে চুলে দ্রুত আঙুল চালাতে চালাতে আন্না বললেন।

'আন্না, দোহাই তোমার, অমন করে বলো না' — নম্রভাবে বললেন স্বামী, 'হয়ত ভুল হচ্ছে আমার, কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি যা বলছি, সেটা বলছি যেমন নিজের জন্যে তেমনি তোমার জন্যেও। আমি তোমার স্বামী এবং তোমাকে ভালোবাসি।'

মুহূর্তের জন্য বিশীর্ণ হয়ে উঠল আন্নার মুখ, দৃষ্টিতে কৌতুকের ফুলকি নিবে গেল। কিন্তু 'ভালোবাসা' কথাটা ফের ক্ষুব্ধ করে তুলল তাঁকে। মনে মনে ভাবলেন, 'ভালোবাসে? ভালোবাসতে ও পারে নাকি? ভালোবাসা নামে কিছু একটা হয়ে থাকে এ কথাটা না শুনলে কখনো সে শব্দটা ব্যবহার করত না। ও যে জানেই না ভালোবাসা কী জিনিস।'

বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। সুনির্দিষ্ট করে বলো কী তোমার মনে হচ্ছে...'

'দয়া করে সবটা বলতে দাও। আমি তোমায় ভালোবাসি। কিন্তু আমি নিজের কথা বলছি না; এক্ষেত্রে প্রধান ব্যক্তি হল আমাদের ছেলে আর তুমি নিজে। খুবই সম্ভব, ফের বলছি, আমার কথাগুলো তোমার কাছে একেবারেই অযথা এবং অপ্রাসঙ্গিক লাগতে পারে; খুবই সম্ভব যে তা আসছে আমার বিভ্রান্তি থেকে। সেক্ষেত্রে অনুরোধ, মাপ করো আমায়। কিন্তু তুমি নিজে যদি অনুভব করো যে অন্তত খানিকটা ভিত্তি এর আছে, তাহলে মিনতি করি, ভেবে দ্যাখো এবং তোমার অন্তর যদি বলে, তাহলে আমাকে ব'লো...'

যা বলবার জন্য আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তৈরি হয়েছিলেন তা যে তিনি বললেন না, সেটা খেয়ালই হল না তাঁর।

'আমার বলবার কিছু নেই, আর সত্যি...' বহু কষ্টে হাসি চেপে তাড়াতাড়ি বললেন আন্না, 'সত্যি ঘুমোবার সময় হয়েছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং আর কিছু না বলে গেলেন শোবার ঘরে।

আন্না যখন শোবার ঘরে এলেন, উনি তখন বিছানায়। শক্ত করে ঠোঁট চাপা, চোখ ফেরালেন না আন্নার দিকে। আন্না শুলেন নিজের বিছানায় এবং প্রতি মিনিট অপেক্ষা করতে লাগলেন যে উনি আরো একবার কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে। যা উনি বলবেন তাতে আন্নার ভয়ও হচ্ছিল, আবার সেটা চাইছিলেনও। কিন্তু উনি চুপ করে রইলেন। নিশ্চল হয়ে আন্না অপেক্ষা করলেন অনেকখন, তারপর ওঁর কথা তিনি ভুলে গেলেন। ভাবছিলেন তিনি অন্য আরেকজনের কথা, তাঁকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে বুক তাঁর ভরে উঠছে আকুলতা আর অপরাধজনক আনন্দে। হঠাৎ তাঁর কানে এল মাপা তালে নাক ডাকার প্রশান্ত শব্দ। প্রথমটায় যেন আলেক্সেই

আলেক্সান্দ্রভিচ নিজের নাক ডাকার শব্দে ভয় পেয়ে থেমে গেলেন, কিন্তু দুটো নিশ্বাসের পর নতুন প্রশান্ত লয়ে নাক ডাকা শুরু হল আবার।

'দেরি হয়ে গেছে, দেরি, দেরি' — মুখে হাসি নিয়ে ফিসফিস করলেন আন্না। বহুক্ষণ চোখ মেলে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইলেন তিনি, তাঁর মনে হল সে চোখের দীপ্তি তিনি নিজেই দেখতে পাচ্ছেন অন্ধকারে।

॥ ১০ ॥

সেই দিন থেকে শুরু হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং তাঁর স্ত্রীর নতুন জীবন। বিশেষ কিছু একটা ঘটল না। বরাবরের মতো আন্না যাতায়াত করতে থাকলেন সমাজে, প্রায়ই যেতেন প্রিন্সেস বেট্সির কাছে, এবং সর্বত্রই দেখা হত ভ্রন্স্কির সঙ্গে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের তা চোখে পড়ত, কিন্তু কিছুই করার সাধ্য তাঁর ছিল না। আন্নার কাছ থেকে কৈফিয়ত পাবার সমস্ত চেষ্টা তাঁর কী-একটা আমুদে ভুল বোঝাবুঝির নীরন্ধ্র দেয়ালের সামনে ঠেকে যেত। বাইরেটা রইল একইরকম, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বদলে গিয়েছিল ওঁদের সম্পর্ক। রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকর্মে অমন শক্তিধর লোক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এক্ষেত্রে নিজেকে শক্তিহীন বলে অনুভব করতে থাকলেন। যে খড়্গ তাঁর ওপর উত্তোলিত বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন, কসাইখানার বাধ্য ষাঁড়ের মতো মাথা নামিয়ে তার অপেক্ষা করছিলেন তিনি। এ নিয়ে যতবার তিনি ভেবেছেন, ততবারই মনে হয়েছে যে আরো একবার চেষ্টা করা দরকার, সহৃদয়তা, কোমলতা, বোঝানোর শক্তিতে তাঁকে বাঁচানোর, তাঁর চৈতন্যোদয়ের আশা এখনো আছে, এবং প্রতিদিন তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কথা বলা শুরু করে প্রতিবারই তিনি টের পেতেন, অকল্যাণ আর প্রতারণার যে প্রেত আন্নাকে অভিভূত করেছে, তা অভিভূত করছে তাঁকেও, এবং তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেই বিষয়ে আর সেই সুরে তিনি কথা কইছেন না। তিনি যা বলছেন তা যারা বলে তাদের নিয়ে আধা-বিদ্রূপের সুরে তিনি অভ্যস্ত সেই সুরে কথা কইতেন তাঁর সঙ্গে নিজের অজ্ঞাতে। অথচ যা আন্নাকে বলা দরকার তা এ সুরে বলা চলে না।

॥ ১১ ॥

আগেকার সমস্ত কামনাকে স্থানচ্যুত করে প্রায় গোটা একবছর ধরে যা ছিল ভ্রন্‌স্কির জীবনের ঐকান্তিক কামনা, আন্নার কাছে যা ছিল অসম্ভব, ভয়ংকর এবং সেইহেতু আরো বেশি মোহনীয় সুখস্বপ্ন, তা তৃপ্ত হল। বিবর্ণ হয়ে, নিচের কম্পমান চোয়াল নিয়ে ভ্রন্‌স্কি দাঁড়িয়ে ছিলেন আন্নার কাছে, মিনতি করছিলেন তাঁকে শান্ত হতে, কেন, কিসের জন্য তা তিনি নিজেও জানতেন না।

কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বলছিলেন, 'আন্না, আন্না, ভগবানের দোহাই, আন্না!..'

কিন্তু যত উচ্চ কণ্ঠে তিনি কথা কইছিলেন, ততই নিচে নেমে আসছিল আন্নার একদা গর্বিত, উৎফুল্ল, কিন্তু এখন লজ্জাবনত মাথা, যে সোফায় তিনি বসে ছিলেন, দেহ নোয়াতে নোয়াতে পড়ে গেলেন সেখান থেকে, মেঝেতে, ভ্রন্‌স্কির পায়ের কাছে; তিনি ধরে না ফেললে আন্না লুটিয়ে পড়তেন গালিচায়।

ভ্রন্‌স্কির হাত বুকে চেপে তিনি ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'ভগবান, ক্ষমা করো আমায়।'

নিজেকে এত অপরাধী আর দোষী বলে তাঁর মনে হচ্ছিল যে দীনহীন হয়ে ক্ষমা চাওয়া ছাড়া তাঁর করার কিছু ছিল না; এবং এখন, জীবনে যখন ভ্রন্‌স্কি ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই, তখন ক্ষমা প্রার্থনা তিনি জানালেন তাঁরই কাছে। তাঁর দিকে চেয়ে আন্না দৈহিকভাবে অনুভব করলেন তাঁর হীনতা, কিছু আর বলতে পারলেন না। যার প্রাণ সে হরণ করেছে তার দেহটা দেখে হত্যাকারী যা অনুভব করে, সেই অনুভূতি হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির। প্রাণ হরণ করা এই দেহটা যে তাঁদের ভালোবাসা, তাঁদের ভালোবাসার প্রথম পর্ব। লজ্জার এই ভয়ংকর মূল্য যার জন্য দিতে হয়েছে, সে কথা স্মরণ করায় বীভৎস, ন্যক্কারজনক কিছু একটা ছিল। নিজের আত্মিক নগ্নতার লজ্জা আন্নাকে পিষ্ট করছিল, সেটা সঞ্চারিত হচ্ছিল ভ্রন্‌স্কির মধ্যেও। কিন্তু নিহতের দেহের সম্মুখে হত্যাকারীর সমস্ত আতঙ্ক সত্ত্বেও প্রয়োজন দেহটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে লুকিয়ে ফেলা, হত্যা করে হত্যাকারী যা পেয়েছে সেটা কাজে লাগানো।

আক্রোশে, যেন রিরংসায় হত্যাকারী সে দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকে টেনে নিয়ে যায়, খণ্ডবিখণ্ড করে; ঠিক সেইভাবেই ভ্রন্‌স্কি আন্নার মুখ আর বুক চুমুতে ভরে দিলেন। আন্না তাঁর হাত ধরে রাখলেন, নড়লেন না। হ্যাঁ, এ সেই চুমু যা কেনা হয়েছে লজ্জায়। হ্যাঁ, শুধু এই হাতটাই থাকবে সর্বদা আমার — সহাপরাধীর হাত। সে হাত তুলে ধরে আন্না চুমু খেলেন। হাঁটু গেড়ে বসে ভ্রন্‌স্কি তাঁর মুখ দেখতে চাইছিলেন; কিন্তু মুখ ঢেকে রাখলেন আন্না, কিছুই বললেন না। অবশেষে, যেন নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, ঠেলে সরিয়ে দিলেন ভ্রন্‌স্কিকে। মুখখানা তাঁর একইরকম সুন্দর, কিন্তু আরো বেশি করুণ লাগছিল তাতে করে।

বললেন, 'সব শেষ। তুমি ছাড়া আমার কেউ আর নেই। সেটা মনে রেখো।'

'আমার যা জীবন সেটা মনে না রেখে আমি পারি কী করে? এক মিনিটের এই সুখের জন্যে...'

'কিসের সুখ!' আতংকে, বিতৃষ্ণায় আন্না বললেন, আর সে আতংক সঞ্চারিত হল ভ্রন্‌স্কির মধ্যেও। 'ভগবানের দোহাই, ও নিয়ে একটা কথাও নয়, একটা কথাও নয়!'

দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে আন্না সরে গেলেন ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে।

'আর একটা কথাও নয়' — পুনরুক্তি করলেন তিনি এবং ভ্রন্‌স্কির কাছে যা অদ্ভুত মনে হয়েছিল, মুখে তেমন একটা নিরুত্তাপ নৈরাশ্যের ভাব নিয়ে আন্না বেরিয়ে গেলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে নবজীবনে প্রবেশের মুখে যে লজ্জা, আনন্দ আর আতংক বোধ করছেন, এই মুহূর্তে তা ভাষায় প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব; তা নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর, অযথার্থ শব্দে অনুভূতিটাকে স্থূল করে তুলতে চাইছিলেন না। এবং পরেও, দ্বিতীয়, তৃতীয় দিনেও এই অনুভূতিগুলির সমস্ত জটিলতা ব্যক্ত করার মতো কথা তিনি খুঁজে পেলেন না তাই নয়, প্রাণের ভেতর যা রয়েছে, নিজে নিজেই তা নিয়ে চিন্তা করে দেখার মতো ভাবনাও তাঁর এল না।

নিজেকে তিনি বললেন, 'না, এখন আমি এ নিয়ে ভাবতে পারছি না; ওটা হবে পরে যখন শান্ত হতে পারব।' কিন্তু ভাবনার জন্য এই প্রশান্তি এল না কখনো। কী তিনি করেছেন, কী তাঁর দশা হবে, কী করা উচিত

সে কথা ভাবতে গেলেই প্রতিবার আতংক হত তাঁর, মন থেকে ভাবনাটা তাড়িয়ে দিতেন।

বলতেন, 'পরে, পরে, যখন সুস্থির হব।'

কিন্তু ঘুমের মধ্যে, নিজের ভাবনার ওপর যখন তাঁর দখল থাকত না, তখন তার সমস্ত কদর্য নগ্নতায় তাঁর অবস্থাটা ভেসে উঠত তাঁর কাছে। প্রায় প্রতি রাতে একই স্বপ্ন হানা দিত তাঁকে। তিনি দেখতেন, দু'জনেই ওঁরা তাঁর স্বামী, দু'জনেই আদরে ছেয়ে ফেলছেন তাঁকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাতে চুমু খেয়ে বলছেন: এখন চমৎকার হল! আলেক্সেই ভ্রন্স্কিও রয়েছেন সেখানে, তিনিও তাঁর স্বামী। আগে এটা অসম্ভব মনে হত বলে অবাক লাগছে আন্নার, হেসে ওঁদের উনি বোঝালেন এটা অনেক সহজ, দু'জনেই ওঁরা এখন সন্তুষ্ট আর সুখী। কিন্তু এ স্বপ্ন বিভীষিকার মতো পিষ্ট করত তাঁকে, আতংকে ঘুম ভেঙে যেত।

॥ ১২ ॥

মস্কো থেকে ফেরার পর প্রথম প্রথম, প্রত্যাখ্যানের যে গ্লানি তার কথা মনে পড়তেই লেভিন প্রতিবার কেঁপে কেঁপে লাল হয়ে উঠলেও নিজেকে বোঝাতেন: 'পদার্থবিদ্যায় ফেল করে দ্বিতীয় কোর্সেই যখন আমায় থেকে যেতে হয়, তখনও তো আমার দফা শেষ হয়ে গেল ভেবে এমনি করেই লাল হয়ে কেঁপে উঠতাম; বোনের যে ব্যাপারটার ভার দেওয়া হয়েছিল আমায়, সেটা পন্ড করে ফেলার পরও ঠিক এমনি, নিজের দফা শেষ হয়ে গেল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কী দাঁড়াল? এখন, সময় যখন কেটে গেছে, তখন মনে করে অবাক লাগে কী করে আমায় তা কষ্ট দিতে পেরেছিল। এই দুঃখটার বেলাতেও তাই হবে। সময় কেটে যাবে, আমিও নির্বিকার হয়ে উঠব ব্যাপারটায়।'

কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও তিনি ব্যাপারটায় নির্বিকার হয়ে উঠতে পারলেন না, ও কথা মনে পড়লেই সেই প্রথম দিনগুলোর মতোই কষ্ট হত তাঁর। শান্ত হতে তিনি পারছিলেন না, কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তিনি পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন দেখে এসেছেন, নিজেকে তার জন্য পরিণত বলে মনে করেন, অথচ বিয়ে তাঁর হয় নি, আগের চেয়েও বিবাহ তাঁর

কাছে সুদূরপরাহত। তাঁর আশেপাশের সবাই যা অনুভব করতেন, তাঁর নিজেরই তেমন একটা পীড়িত অনুভূতি ছিল যে তাঁর বয়সে একা থাকা ভালো নয়। তাঁর মনে পড়ল, মস্কো যাওয়ার আগে তিনি তাঁর গোপালক, সাদাসিধে চাষী নিকোলাই, যার সঙ্গে গল্প করতে তিনি ভালোবাসতেন, তাকে বলেছিলেন, 'তা নিকোলাই, ভাবছি বিয়ে করে ফেলা যাক।' নিকোলাই চট করে জবাব দিয়েছিল যেন ব্যাপারটায় সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই, 'অনেকদিন আগেই করতে হত কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ।' কিন্তু বিয়ে এখন তাঁর কাছে আগের চেয়েও সুদূর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দখল হয়ে গেছে জায়গাটা, আর এখন কল্পনায় সে জায়গায় তাঁর পরিচিত মেয়েদের কাউকে বসাতে গেলে টের পান যে সেটা একেবারেই অসম্ভব। তা ছাড়া প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটা আর তাতে তিনি যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সে কথা মনে হতেই গ্লানির যন্ত্রণা ভোগ করতেন তিনি। নিজেকে তিনি যতই বোঝান যে তাঁর কোনো দোষ নেই, এই ঘটনা এবং এই ধরনের অন্যান্য লজ্জাকর ঘটনার স্মৃতিতে তিনি কেঁপে উঠতেন, লাল হয়ে উঠতেন। সমস্ত লোকের মতো অতীতে তিনিও এমন কাজ করেছেন যা তিনি খারাপ বলে মানেন, যার জন্য তাঁর বিবেকদংশন হতে পারত, কিন্তু কুকীর্তির স্মৃতি মোটেই এই সব তুচ্ছ কিন্তু লজ্জাকর ঘটনাগুলোর মতো যন্ত্রণা দিত না। এই ক্ষতগুলো সারছিল না কখনো। এই সব স্মৃতির সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে কিটির প্রত্যাখ্যান এবং সে সন্ধ্যায় অন্যের চোখে তাঁর অবস্থাটা কী করুণ প্রতিভাত হয়েছে তার কথা। কিন্তু কালস্রোতে আর কাজে ফল হয়েছে। দুঃসহ স্মৃতি ক্রমেই চাপা পড়েছে গ্রাম্য জীবনের ঘটনায়, যা চোখে পড়বার মতো না হলেও গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তাহে সপ্তাহে তিনি কিটির কথা ভাবতে লাগলেন ক্রমেই কম। কিটির বিয়ে হয়েছে বা দিনকয়েকের মধ্যে হতে চলেছে, এই খবরের জন্য তিনি রইলেন অধীর অপেক্ষায়, তাঁর আশা ছিল দাঁত তুলে ফেলার মতো এরকম একটা খবর তাঁকে একেবারে সারিয়ে তুলবে।

ইতিমধ্যে বসন্ত এল, অপরূপ, সামূহিক, বসন্তের প্রতীক্ষা ও প্রতারণা ছাড়াই, এটা তেমনি একটা বিরল বসন্ত যাতে উদ্ভিদ, পশু, মানুষ সবাই খুশি হয়ে ওঠে একসঙ্গে। অপরূপ এই বসন্ত লেভিনকে আরও চাঙ্গা করে তুলল, অতীত সবকিছু বর্জন করে নিজের সবল, স্বাধীন, নিঃসঙ্গ জীবন গড়ে তোলার সংকল্পে দৃঢ় হয়ে উঠলেন তিনি। যত পরিকল্পনা নিয়ে তিনি গাঁয়ে ফিরেছিলেন, তার অনেকগুলিই কার্যকৃত না হলেও প্রধান জিনিসটা,

জীবনের শুচিতা তিনি অনুসরণ করে চললেন। পতনের পর যে লজ্জা সাধারণত পীড়া দিত তাঁকে, সেটা তিনি আর বোধ করছিলেন না, অসংকোচে তাকাতে পারতেন লোকেদের চোখের দিকে। ফেব্রুয়ারি মাসেই তিনি মারিয়া নিকোলায়েভনার কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছিলেন যে নিকোলাই ভাইয়ের স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু উনি চিকিৎসা করাতে চান না। চিঠি পেয়ে লেভিন মস্কো যান ভাইয়ের কাছে, ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং খনিজ জল-চিকিৎসার্থে বিদেশে যাওয়ার জন্য তাকে বোঝান। ভাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এবং তাকে না চটিয়ে টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা এমন চমৎকার উৎরায় যে লেভিন খুশি হয়ে উঠেছিলেন। চাষবাস ছাড়াও, বসন্তে যার জন্য বিশেষ মনোযোগের দরকার হয়, বই পড়া ছাড়াও, লেভিন এ শীতে চাষবাস নিয়ে একটি রচনা লিখতে শুরু করেছিলেন। তার ছকটা হল চাষে জলবায়ু ও মৃত্তিকার মতো মেহনতির চরিত্রকেও একটা অনপেক্ষ বস্তু হিশেবে ধরতে হবে, সুতরাং চাষ সম্পর্কে সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত টানতে হবে কেবল জলবায়ু ও মৃত্তিকা থেকে নয়, জলবায়ু মৃত্তিকা এবং মেহনতির নির্দিষ্ট একটা অপরিবর্তনীয় চরিত্রের তথ্য থেকে। তাই একাকিত্ব সত্ত্বেও, অথবা একাকিত্বের দরুনই তাঁর জীবন ছিল অসাধারণ পরিপূর্ণ এবং কেবল মাঝে মধ্যে তাঁর মাথায় যেসব ভাবনা ঘুরছে তা আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছাড়া অন্য কাউকে জানাবার একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বোধ করতেন। অবিশ্যি তাঁর সঙ্গে পদার্থবিদ্যা, কৃষিতত্ত্ব এবং বিশেষ করে দর্শন নিয়ে আলোচনা কম হত না: দর্শন ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার প্রিয় বিষয়।

বসন্ত অবারিত হয়ে উঠতে দেরি করছিল। লেণ্ট পরবের শেষ সপ্তাহগুলোয় আবহাওয়া ছিল পরিষ্কার, তুহিন। দিনের বেলা রোদে বরফ গলত আর রাতে তাপমাত্রা নামত শূন্যাঙ্কের সাত ডিগ্রি নিচে: বরফের জমাট ত্বক হয়েছিল এমন যে লোকে স্লেজ চালাত পথঘাট ছাড়াই। ইস্টার পরব শুরু হল তুষারপাতের মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ ইস্টার সপ্তাহের দ্বিতীয় দিনে কালো মেঘ উড়িয়ে বইল গরম বাতাস, তারপর তিন দিন, তিন রাত ধরে চলল উদ্দাম আতপ্ত বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার হাওয়ার বেগ কমল, এগিয়ে এল ঘন ধূসর কুয়াশা, প্রকৃতিতে যে অদল-বদল ঘটছে, যেন তার রহস্য চাপা দেবার জন্য। কুয়াশায় জল ঝরত, ফেটে গিয়ে ভেসে যেত বরফের চাঙড়, দ্রুত বইত ফেনিল ঘোলাটে স্রোত, আর সন্ধ্যায় ঠিক রাঙা টিপিতে কুয়াশা কেটে গেল,

কালো মেঘকে হটিয়ে দিল হালকা পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, আকাশ ফরসা হয়ে শুরু হয়ে গেল আসল বসন্ত। সকালে উদীয়মান উজ্জ্বল সূর্য দ্রুত গ্রাস করতে থাকল জলের ওপর জমে ওঠা বরফের পাতলা চটা, আর উষ্ণ বাতাসের সবটাই কাঁপতে লাগল সঞ্জীবিত মাটির ভাপে ভরে উঠে। সবুজ হয়ে উঠল গত বছরের পুরনো, আর সম্প্রতি অংকুরিত ঘাস, কোরক ফুটল গিল্ডার রোজ আর কার‍্যান্ট ঝোপে, বার্চগাছে চ্যাটচেটে মদির পত্রপুট। সোনালি রঙ-ছিটানো উইলো শাখায় গুনগুনিয়ে উঠল উড়ে আসা মৌমাছি। মখমলী শ্যামলিমা আর তুষার লেগে থাকা ন্যাড়া মাঠের ওপর গান ধরল অদৃশ্য ভরত পাখি, নাবাল আর জলা জমি ভাসিয়ে দেওয়া বাদামী জলের ওপর কাঁদুনি জুড়ল টিট্টিভেরা আর আকাশের উঁচু দিয়ে সারস আর হাঁসেরা উড়ে যেতে লাগল তাদের বাসন্তিক ক্রেংকার তুলে। গোষ্ঠভূমিতে হাম্বা হাম্বা ডাকতে লাগল ন্যাড়া ন্যাড়া, শুধু জায়গায় জায়গায় এখনো লোম লেগে থাকা গরুবাছুর, ব্যা-ব্যা ডাক ছাড়া অরোমশ মায়েদের ঘিরে খেলা করতে লাগল ভেড়ার বাঁকা-ঠ্যাং বাচ্চাগুলো, পদচিহ্নে ভরা, শুকিয়ে ওঠা হাঁটা পথে ক্ষিপ্রপদ ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি লাগাল, পুকুরে কাপড়-চোপড় নিয়ে গালগল্প জুড়ল চাষী মেয়েরা, আঙিনায় লাঙল আর মই সারাতে ব্যস্ত চাষীদের কুড়ুল খটখট শব্দ তুলল। এসে গেছে খাঁটি বসন্ত।

॥ ১৩ ॥

লেভিন তাঁর প্রকাণ্ড হাইবুট পরে এবং এই প্রথম মেষচর্ম কোটে নয়, গায়ে সাধারণ একটা গরম জ্যাকেট চাপিয়ে রোদ্দুরে চোখ ধাঁধানো ঝলকানি দেওয়া জলস্রোত ভেঙে, কখনো বরফ কখনো চ্যাটচেটে কাদায় পা ফেলে খামার ঘুরতে গেলেন।

বসন্ত হল পরিকল্পনা আর অনুমানের কাল। বসন্তের যে গাছ তখনো জানে না তার স্ফীত কোরকে ঢাকা অংকুর আর শাখাপ্রশাখা কোন দিকে কিভাবে বেড়ে উঠবে, ঠিক তারই মতো লেভিন বাইরে বেরিয়ে নিজে জানতেন না তাঁর প্রিয় কৃষিকর্মের কোন কোন ব্যবস্থার পেছনে তিনি লাগবেন, কিন্তু অনুভব করছিলেন যে অতি সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা আর অনুমানে তিনি ভরপুর। প্রথমে তিনি গেলেন গরুগুলোর কাছে। তাদের

বার করে আনা হয়েছে খোঁয়াড়ে, সেখানে রোদে গা গরম করে চিকন লোমে ঝিলিক দিয়ে তারা মাঠে চরতে যাবার জন্য ডাকছিল। সমস্ত খ্ঁটিনাটিতে চেনা গর্গ্লোকে ম্গ্ধ নেত্রে লক্ষ্য করে লেভিন তাদের মাঠে নিয়ে যেতে বললেন, আর বাছ্রগ্লোকে বললেন খোঁয়াড়ে ছেড়ে রাখতে। রাখাল আনন্দে ছ্টে গেল চরাবার তোড়জোড় করতে। রাখালিনীরা স্কার্টের খ্ঁট তুলে শাদা শাদা পায়ে যা এখনো রোদপোড়া হয়ে ওঠে নি, কাদায় প্যাচপ্যাচ করে সর্ সর্ ডাল হাতে বসন্তের আনন্দে দ্রন্ত হয়ে ওঠা বাছ্রগ্লোর পেছনে ছোটাছ্টি করে তাদের তাড়িয়ে আনতে লাগল আঙিনায়।

এ বছরের বাছ্রটা হয়েছে অসাধারণ, প্রথম বাছ্রগ্লো হয়েছে চাষাদের গর্র মতো, পাভার বকনাটা তিন মাসেই দেখতে এক বছ্রের মতো বড়ো — লেভিন তাদের দিকে ম্গ্ধ হয়ে চেয়ে দেখে ওদের জন্য খাবার টব বার করে আনতে এবং খোঁয়াড়ের মধ্যে ছানি দিতে বললেন। কিন্তু দেখা গেল শরতে তৈরি করা এবং শীতকালে অব্যবহৃত খোঁয়াড়ের বেড়া ভেঙে পড়েছে। ছ্তোরকে ডেকে পাঠালেন তিনি যার কাজ করার কথা ছিল মাড়াই কলে। কিন্তু দেখা গেল সে মই সারাচ্ছে, যা মেরামত করা উচিত ছিল লেণ্ট পরবের আগেই। এতে লেভিনের ভারি খারাপ লাগল। খারাপ লাগল কারণ যে হেলাফেলার বির্দ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে এত বছর ধরে লড়ে আসছেন তার প্নরাবৃত্তি হল। তিনি জানতে পারলেন, খোঁয়াড়ের বেড়া শীতকালে অপ্রয়োজনীয় বোধে সরিয়ে রাখা হয় গাড়ি-লাঙল টানা ঘোড়াদের আস্তাবলে, সেখানে তা ভেঙে পড়ে, কেননা তা বানানো হয়েছিল পলকা করে, বাছ্রদের জন্য। তা ছাড়া এও জানা গেল যে মই এবং সমস্ত কৃষি হাতিয়ার যা যাচাই করে দেখে শীতকালেই মেরামত করার হ্কুম দেওয়া হয়েছিল এবং ঠিক এই উদ্দেশ্যেই নেওয়া হয়েছিল তিনজন ছ্তোরকে, তা মেরামত হয় নি এবং যখন তাদের মাঠে নামার কথা তখন মেরামত করা হচ্ছে মইগ্লো। লেভিন গোমস্তাকে ডাকতে পাঠিয়ে তক্ষ্নি নিজেই গেলেন তার খোঁজে। ফার লাগানো মেষচর্ম জ্যাকেট পরে এ দিনের সবাইকার মতো জ্বলজ্বলে হয়ে হাতে একটা খড় কাঠি ভাঙতে ভাঙতে গোমস্তা বেরল মাড়াই ঘর থেকে।

'ছ্তোর মাড়াই কল নিয়ে কাজ করছে না কেন?'

'হ্যাঁ, গতকাল আমি জানাব ভেবেছিলাম; মই মেরামত করা দরকার। জমি তো চষতে হয়।'

'কিন্তু শীতকালে হচ্ছিলটা কী?'

'তা ছুতোরকে আপনার দরকার কিসের জন্যে?'

'বাছুর খোঁয়াড়ের বেড়া কোথায়?'

'ঠিক জায়গায় বসাবার হুকুম দিয়েছিলাম। কিন্তু হুকুমে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছু হয়!' হাত দুলিয়ে গোমস্তা একটা হতাশার ভঙ্গি করল।

'এই লোকেদের দিয়ে না, এই গোমস্তাকে দিয়ে!' ফুঁসে উঠলেন লেভিন, 'আপনাকে আমি রেখেছি কিসের জন্যে?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, কিন্তু এতে কোনো কাজ হবে না বুঝে কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। একটু চুপ করে থেকে জিগ্যেস করলেন, 'তা কী বোনা যাবে?'

'তুর্কিনের ওপাশের জমিটায় কাল কি পরশু শুরু করা যেতে পারে।'

'আর ক্লোভার?'

'ভাসিলি আর মিশকাকে পাঠিয়েছি, বুনছে। তবে মাঠে নামতে পারবে কিনা জানি না: প্যাচপেচে তো।'

'কত দেসিয়াতিনা?'

'ছয়।'

'সব জমিটা বোনা হল না কেন?' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

ক্লোভার বোনা হচ্ছে বিশ নয়, মাত্র ছয় দেসিয়াতিনা জমিতে, এটা আরো বিরক্তিকর। তত্ত্ব এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে লেভিন জানেন ক্লোভার ভালো হয় যথাসম্ভব আগে, প্রায় বরফ থাকতে থাকতে বুনতে পারলে। কিন্তু কখনোই সেটা তিনি করিয়ে উঠতে পারেন নি।

'লোক নেই। হুকুম করে কি আর এই সব লোকেদের দিয়ে কিছু হয়? তিনজন আসে নি। যেমন এই সেমিওন...'

'চাল ছাওয়া থামিয়ে রাখতে পারতেন।'

'তা থামিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে লোকগুলো গেল কোথায়?'

'পাঁচজন কম্পোত বানাচ্ছে' (অর্থাৎ কম্পোস্ট সার)। 'চারজন ওট সরিয়ে রাখছে, পচ না ধরে আবার কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ।'

লেভিন খুব ভালোই জানতেন যে 'পচ না ধরে আবার' মানে বিলাতি বীজ ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে — ফের যা হুকুম দিয়েছিলেন, করা হয় নি।

চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'আমি যে লেণ্ট পরবের সময়েই বলেছিলাম, পাইপ লাগাও!'

'ভাবনা করবেন না, সবই হবে সময়মতো।'

লেভিন রেগে হাত ঝাঁকালেন, ওট দেখবার জন্য গেলেন গোলাবাড়িতে, সেখান থেকে আস্তাবলে ফিরলেন। ওট এখনো নষ্ট হয় নি। কিন্তু খেতমজুরেরা তা সরাচ্ছে বেলচা দিয়ে যেখানে স্রেফ নিচের গোলায় ঢেলে দিলেই হত। সেই আদেশ দিয়ে এবং সেখান থেকে দু'জন লোককে ক্লোভার বোনার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে গোমস্তার ওপর লেভিনের রাগ পড়ে এল। সত্যি দিনটা এত চমৎকার যে রেগে থাকা অসম্ভব।

'ইগ্‌নাত!' কোচয়ানের উদ্দেশে হাঁক দিলেন লেভিন, আস্তিন গুটিয়ে সে গাড়ি ধুচ্ছিল কুয়োর কাছে, 'ঘোড়ায় জিন পরাও আমার জন্যে...'

'কোনটাকে?'

'ধরো কলপিককেই।'

'যে-আজ্ঞে।'

ঘোড়ায় যখন জিন পরানো হচ্ছে, তখন তাঁর দৃষ্টিপথে গোমস্তাকে ঘুরঘুর করতে দেখে তিনি তাকে আবার ডাকলেন মিটমাট করে নেবার জন্য, বসন্তের কাজ আর খামারের পরিকল্পনাদি নিয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন।

গোবর সার দিতে হবে তাড়াতাড়ি যাতে প্রথম বিচালি কাটার আগেই সব শেষ হয়ে যায়। দূরের মাঠে হাল দিতে হবে না-থেমে যাতে কালো ভাপে তা ধরে রাখা চলবে। ঘাস কাটাতে হবে ভাগচাষি দিয়ে নয়, খেতমজুর দিয়ে।

গোমস্তা মন দিয়ে সব শুনল, বোঝা যায় জোর করে চেষ্টা করছিল কর্তার প্রস্তাবে সায় দিতে; তাহলেও চেহারায় তার লেভিনের অতি পরিচিত পিত্তি-জ্বালানো নৈরাশ্য আর নিরানন্দের ছাপ। সে চেহারা বলছিল, এ সবই বেশ ভালো, তবে ভগবান যা করেন।

এই মনোভাবে লেভিন যেমন দুঃখ পেতেন তেমন আর কিছুতে নয়। কিন্তু যত গোমস্তা তাঁর এখানে থেকেছে তাদের সবারই মনোভাব ছিল একই। তাঁর প্রস্তাবাদি তারা সবাই নিয়েছে একই ধরনে। তাই এখন আর তিনি চটে ওঠেন না। তবে দুঃখ হয় তাঁর, এবং এই যে কেমন একটা ভৌত শক্তিকে তিনি ভগবান যা করেন ছাড়া অন্য কোনো নাম দিতে পারছেন

না, সর্বদাই যা তাঁর প্রতিবন্ধকতা করছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আরো বেশি উত্তেজনা বোধ করতেন তিনি।

গোমস্তা বললে, 'যতটা পেরে উঠব কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ।'

'পেরে না ওঠার কী আছে?'

'আরো জনা পনের খেতমজুর নিতেই হবে। কিন্তু আসতে চায় না। আজ এসেছিল, সারা গ্রীষ্মের জন্যে চাইছে সত্তর রুব্‌ল করে।'

লেভিন চুপ করে রইলেন। আবার ঐ শক্তিটার প্রতিবন্ধকতা। তিনি জানতেন যে যত চেষ্টাই করা যাক, বর্তমান দরে চল্লিশ, সাঁইত্রিশ, আটত্রিশ জনের বেশি খেতমজুর লাগাতে পারবেন না। চল্লিশ জন লাগিয়েছেন, তবে তার বেশি নয়। কিন্তু তাহলেও লড়াই না করে তিনি পারেন না।

'খেতমজুর নিজেরা না এলে সুরীতে, চেফিরোভকায় লোক পাঠান। খোঁজ করতে হবে।'

'পাঠাতে হয় পাঠাব' — মন-মরার মতো বললে ভাসিলি ফিওদরোভিচ, 'তারপর ঐ ঘোড়াগুলোও আবার হয়েছে দুবলা।'

'কিনব। আরে আমি তো জানি' — হেসে যোগ করলেন তিনি, 'যত কম, আর যত খারাপ আপনি তার পক্ষে। কিন্তু এ বছর আমি আপনাকে আপনার মতে চলতে দেব না। সব করব আমি নিজে।'

'আপনার দেখছি ঘুম হচ্ছে না। কর্তার নজরে থেকে খাটতে তো আমাদের ফুর্তিই লাগবে...'

'বার্চ নাবালের ওপাশে তাহলে ক্লোভার বোনা হচ্ছে? যাই, গিয়ে দেখে আসি' — কোচয়ান যে ঘি-রঙা ছোট্ট কলপিককে নিয়ে এসেছিল, তার ওপর চেপে তিনি বললেন।

কোচয়ান চিৎকার করল, 'স্রোত পেরিয়ে যেতে পারবেন না কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ।'

'বেশ, তাহলে বন দিয়েই যাব।'

বহুক্ষণ আটক থাকা, জমা জলগুলোর ওপর ঘোঁতঘোঁত করে লাগামে টান মারা তেজী ধীরগামী ঘোড়াটাকে লেভিন চালালেন আঙিনার কাদা দিয়ে ফটকের বাইরে মাঠের মধ্যে।

গোয়ালে আর গোলাবাড়িতে ফুর্তি লেগেছিল লেভিনের, মাঠে গিয়ে ফুর্তি লাগল আরো বেশি। বনের মধ্যে যেখানে কোথাও কোথাও ধেবড়ে যাওয়া পায়ের ছাপ নিয়ে বরফ টিকে ছিল তার ওপর দিয়ে সুন্দর ঘোড়াটার

ধীর লয়ে দুলতে দুলতে লেভিন বরফ আর বাতাসের তাজা গন্ধ নিচ্ছিলেন বুক ভরে। তাঁর গাছগুলির প্রত্যেকটির গুঁড়িতে সঞ্জীবিত শ্যাওলা আর ডালে ফুলে ওঠা কোরক দেখে আনন্দ হচ্ছিল তাঁর। বন থেকে যখন বেরুলেন, সামনে তাঁর দেখা দিল বিশাল বিস্তারে সবুজের গালিচা, কোথাও কোথাও গলন্ত তুষারের অবশেষ ছাড়া একটিও খুঁত নেই তাতে। একটা চাষের ঘোড়া আর তার বাচ্চাকে তাঁর মাঠের সবুজ মাড়াতে দেখে (সামনে একজন চাষিকে পেয়ে ওদের তাড়িয়ে দিতে বলেন) কিংবা ইপাত চাষিকে দেখে 'কী ইপাত, শিগগিরই বুনছ তো?' তাঁর এই প্রশ্নে 'আগে হাল দিতে হবে যে কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — ইপাতের বোকার মতো এই হাস্যকর উত্তরে — কিছুতেই তাঁর রাগ হল না। যত তিনি এগুতে থাকলেন, ততই খুশি লাগছিল তাঁর, চাষবাস নিয়ে উত্তরোত্তর ভালো ভালো এক-একটা পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসছিল: দ্বিপ্রাহরিক রেখা বরাবর গোটা মাঠে গাছ পুঁতে ঘিরে ফেলতে হবে যাতে তলে বরফ জমে না থাকে; ছ'টা সার-দেওয়া ক্ষেত আর তিনটে মজুত ঘেসো জমিতে ভাগ করে ফেলতে হবে, মাঠের দূর প্রান্তে বানাতে হবে গোয়াল, একটা পুকুর খুঁড়তে হবে, গোবর সারের জন্য তৈরি করতে হবে গরুদের অপসারণযোগ্য বেড়া। তাহলে বোনা যাবে তিনশ দেসিয়াতিনায় গম, একশ'তে আলু, দেড়শ'তে ক্লোভার, উর্বরতা ফুরিয়ে যাওয়া জমি পড়ে থাকবে না এক দেসিয়াতিনাও।

এই সব কল্পনা নিয়ে তাঁর মাঠের সবুজ না মাড়িয়ে সাবধানে আলের ওপর ঘোড়াকে ঘুরিয়ে তিনি গেলেন খেতমজুরদের কাছে যারা ক্লোভার বুনছিল। বীজ ভরা গাড়িটা ছিল কিনারে নয়, চষা ক্ষেতের মধ্যেই, শীতকালীন গমের জমি চাকায় ছিন্নভিন্ন হয়ে ঘোড়ার খুরে দলে গেছে। দু'জন মজুরই বসে ছিল আলের ওপর, নিশ্চয় একই পাইপ টানছিল ভাগাভাগি করে। বীজ মেশানো যে মাটি ছিল গাড়িতে তা গুঁড়ানো হয় নি, চাপ বেঁধে আছে অথবা হিমে জমে গিয়ে দলা পাকিয়েছে। কর্তাকে দেখে ভাসিলি মুনিষ গেল গাড়িটার কাছে আর মিশকা বুনতে লাগল। জিনিসটা অন্যায়, কিন্তু মুনিষদের ওপর লেভিন চটে উঠেছেন কদাচিৎ। ভাসিলি কাছে আসতে লেভিন তাকে ঘোড়া কিনারে সরিয়ে আনতে বললেন।

ভাসিলি বললে, 'ভাবনা নেই হুজুর, সিধে হয়ে যাবে।'

লেভিন বললেন, 'তর্ক ক'রো না দয়া করে, যা বলা হচ্ছে করো।'

'যে আজ্ঞে' — বলে ভাসিলি ঘোড়ার মাথা ধরে টানতে লাগল। 'আর মাটি কী কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ' — মন ভেজাবার জন্য ভাসিলি বললে, 'একেবারে পয়লা নম্বরের। শুধু হাঁটাটা বড়ো মুশকিল। পুদ খানেক করে কাদা টানতে হচ্ছে।'

লেভিন বললেন, 'তোমরা মাটি ছাঁকো নি কেন?'

'ও আমরা গুঁড়িয়ে নেব' — বলে ভাসিলি একদলা বীজ নিয়ে মাটি গুঁড়ো করল হাতে।

তাকে যে না-ছাঁকা মাটি দেওয়া হয়েছে, সেটা ভাসিলির দোষ নয়, তাহলেও বিরক্ত লাগল লেভিনের।

নিজের বিরক্তি চেপে যা খারাপ মনে হচ্ছে তার মধ্যে ভালো দেখার একটা পরীক্ষিত পদ্ধতি ছিল লেভিনের। এবারও সে পদ্ধতি তিনি কাজে লাগালেন। দু'পায়েই লেপটে যাওয়া বিরাট দু'দলা মাটি টেনে টেনে কিভাবে চলছে মিশ্‌কা সেটা তিনি দেখলেন চেয়ে চেয়ে তারপর ঘোড়া থেকে নেমে ভাসিলির কাছ থেকে বীজের টুকরি নিয়ে বুনতে গেলেন।

'কতদূরে থেমেছ?'

পা দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিল ভাসিলি, লেভিনও যেমন পারেন মাটিতে বীজ ছড়াতে লাগলেন। হাঁটা কঠিন হচ্ছিল, জলা জমিতে যেমন হয়; একটা খাত কেটে লেভিন ঘেমে উঠলেন, দাঁড়িয়ে পড়ে বীজের টুকরিটা দিয়ে দিলেন।

ভাসিলি বললে, 'তা বাবুমশায়, ওই খাতটার জন্যে গ্রীষ্মকালে আমায় যেন না বকেন।'

'কিন্তু কেন বকব?' ফুর্তি করেই লেভিন জিগ্যেস করলেন, টের পাচ্ছিলেন তাঁর পদ্ধতিটায় কাজ হয়েছে।

'গ্রীষ্মকালে দেখবেন। জানানি দেবে। গত বসন্তে আমি যেখানে বুনেছিলাম চেয়ে দেখুন। কেমন রুয়েছি! আমি কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ, নিজের বাপের জন্যে লোকে যেমন খাটে, তেমনি খেটেছি তো। আমি নিজে খারাপ করে কাজ করতে ভালোবাসি না, অন্যকেও বলি না তা করতে। মালিকেরও মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল। ওই তো চেয়ে দেখলেই' — ক্ষেতটা দেখিয়ে ভাসিলি বললে, 'মন খুশি হয়ে ওঠে।'

'বসন্তটা কিন্তু সুন্দর হয়েছে ভাসিলি।'

'আজ্ঞে এমন বসন্তের কথা বুড়োদেরও মনে পড়ে না। এই তো বাড়ি

গিয়েছিলাম। আমাদের বুড়ো কর্তাও গম বুনেছে বেশ খানিক। বলে, রাই থেকে কম যাবে না।'

'তোমরা গম বুনছ কতদিন?'

'ও বছর আপনিই তো আমাদের শিখিয়েছিলেন গো। দুই মাপ বীজ দিয়ে দিলেন, তার সিকি খানেক বেচে দিয়ে বাকিটা বুনলাম।'

'তা দেখো, ঢেলাগুলোকে গুঁড়ো ক'রো যেন' — ঘোড়ার কাছে গিয়ে লেভিন বললেন, 'মিশকার দিকেও চোখ রেখো। ভালো ফলন হলে দেসিয়াতিনা পিছু পঞ্চাশ কোপেক।'

'দণ্ডবৎ করি গো। আমরা তো এমনিতেই আপনার কাছে কতই না পাই।'

ঘোড়ায় চেপে লেভিন গেলেন গত বছর যে মাঠে ক্লোভার বোনা হয়েছিল আর এবছর যে মাঠে বাসন্তিক গম বোনার জন্য হাল পড়েছে সেখানে।

ক্লোভারের অংকুর হয়েছে অপরূপ। গত বছরের গম গাছের নাড়ার তল থেকে তা সর্বত্র মাথা তুলেছে রীতিমতো সবুজ হয়ে। ঘোড়ার গোড়ালি পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল আর প্রতিবার আধগলা হিমেল মাটি থেকে পা তুলবার সময় পচ্‌পচ্‌ শব্দ উঠছিল তাতে। চষা খেত দিয়ে যাওয়া আদপেই আর সম্ভব ছিল না। যেখানে বরফ রয়ে গিয়েছিল, শুধু সেখানেই দাঁড়ানো যাচ্ছিল, কিন্তু লাঙল-দেওয়া খাতগুলোতে কাদায় পা ডুবে যাচ্ছিল গোড়ালির ওপর পর্যন্ত। হাল দেওয়া হয়েছে চমৎকার; দিন দুয়েকের মধ্যেই মই দেওয়া আর বীজ বোনা সম্ভব হবে। সবই চমৎকার, সবই হাসিখুশি। জল নেমে গেছে আশা করে লেভিন ফিরলেন স্রোত দিয়ে। আর সত্যিই স্রোত পেরিয়ে গেলেন তিনি, ভয় পাইয়ে দিলেন দুটো হাঁসকে। মনে মনে ভাবলেন: 'তাহলে স্নাইপও আছে নিশ্চয়' আর বাড়ির দিকে যাওয়ার ঠিক মোড়েই দেখা হল বনরক্ষীর সঙ্গে, স্নাইপ সম্পর্কে তাঁর অনুমান সমর্থন করল সে।

দুলকি চালে ঘোড়া ছোটালেন তিনি যাতে বাড়ি গিয়ে খাওয়ার সময় পান এবং সন্ধ্যা নাগাদ তৈরি করে রাখতে পারেন বন্দুকটা।

॥ ১৪ ॥

অতি খোশ মেজাজে বাড়ির দিকে যেতে যেতে লেভিন প্রধান প্রবেশ পথের দিক থেকে ঘণ্টির শব্দ শুনতে পেলেন।

ভাবলেন, 'হ্যাঁ, ওটা রেল স্টেশনের দিক থেকে, এখনই তো মস্কো ট্রেন আসার কথা... কিন্তু কে হতে পারে? নিকোলাই ভাই নয় তো? ও যে বলেছিল: জল-চিকিৎসাতেও যেতে পারি, তোর কাছেও যেতে পারি।' প্রথমটা তাঁর ভয় হয়েছিল এবং এই ভেবে বিছছিরি লাগছিল যে নিকোলাই ভাইয়ের উপস্থিতি তাঁর এই বাসন্তী সুখানুভূতি পণ্ড করে না দেয় আবার। কিন্তু এ কথা মনে হচ্ছে বলে লজ্জা হল তাঁর এবং তৎক্ষণাৎ তিনি যেন তাঁর প্রাণের আলিঙ্গন মেলে ধরলেন, আর মন ভিজে ওঠা আনন্দে অপেক্ষা করতে লাগলেন, সর্বান্তঃকরণে কামনা করলেন যে ভাই-ই হয় যেন। ঘোড়াকে তাড়া দিলেন তিনি, অ্যাকেসিয়া গাছগুলো পেরিয়ে দেখতে পেলেন স্টেশনের দিক থেকে একটা ভাড়াটে ত্রয়কা আসছে, তাতে ফারকোট পরা এক ভদ্রলোক। না, তাঁর ভাই নয়। ভাবলেন, 'আহ্ ভালো লোক কেউ যদি হয়, যার সঙ্গে গল্প করা যাবে!'

'আরে!' দুই হাত ওপরে তুলে সানন্দে চিৎকার করে উঠলেন লেভিন, 'আনন্দের অতিথি যে! কী যে খুশি হলাম তোমাকে দেখে!' স্তেপান আর্কাদিচকে চিনতে পেরে তিনি চেঁচালেন।

ভাবলেন, 'এবার নির্ঘাৎ জানা যাবে কিটি বিয়ে করেছে কিনা অথবা কবে করবে।'

আর এই চমৎকার বসন্তের দিনে তিনি টের পেলেন যে কিটির কথা স্মরণ করে তাঁর কষ্ট হচ্ছে না।

'কী, আশা করো নি তো?' স্লেজ থেকে নেমে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, নাকে গালে ভুরুতে তাঁর কাদার দলা, কিন্তু ফুর্তিতে আর স্বাস্থ্যে জ্বলজ্বল করছেন। লেভিনকে আলিঙ্গন আর চুম্বন করে বললেন, 'চলে এলাম, এক — তোমাকে দেখতে, দুই — কিছু পাখি শিকার করতে, তিন — এগুশোভোর বনটা বেচে দিতে।'

'চমৎকার! কেমন বসন্ত দেখেছ? তা স্লেজে করে এলে কেমন?'

'গাড়িতে আসা আরও খারাপ হত কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — জবাব দিলে পরিচিত কোচয়ান।

'যাক, তোমাকে দেখে আমি ভারি, ভারি খুশি হলাম' — আন্তরিকভাবেই শিশুর মতো সানন্দে হেসে লেভিন বললেন।

অভ্যাগতরা এলে যে ঘরখানায় ওঠে, সেখানে অতিথিকে নিয়ে গেলেন লেভিন, সেখানেই আনা হল স্তেপান আর্কাদিচের মালপত্র: ব্যাগ, কেসে রাখা

বন্দুক, চুরুটের বটুয়া। হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে নেবার জন্য বন্ধুকে রেখে লেভিন সেরেস্তায় গেলেন হালচাষ আর ক্লোভারের কথা বলতে। গৃহের মানমর্যাদা নিয়ে সদা উদ্বিগ্ন আগাফিয়া মিখাইলোভনা প্রবেশ কক্ষে তাঁকে ধরে খাবার-দাবারের কথা জিগ্যেস করলেন।

'যা ভালো বোঝেন করুন, তবে একটু তাড়াতাড়ি' — এই বলে তিনি চলে গেলেন গোমস্তার কাছে।

যখন ফিরলেন, হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে হাসিতে ঝলমল করে স্তেপান আর্কাদিচ বেরিয়ে আসছিলেন তাঁর ঘর থেকে, দু'জনে তাঁরা ওপরে উঠলেন।

'তোমার কাছে আসতে পারলাম বলে কী ভালোই না লাগছে! এবার বোঝা যাবে কিসব গুহ্য কান্ড তুমি এখানে করে থাকো। না, সত্যি, তোমাকে হিংসে হচ্ছে আমার। কী একখান বাড়ি রে, সবকিছুই কী খাশা! আলো ঢালা' — প্রাণ-মাতানো স্তেপান আর্কাদিচ বললেন এইটে ভুলে গিয়ে যে বসন্ত আর আজকের মতো ঝকঝকে দিন আসে না সর্বদা। 'আর তোমার আয়াটিও কী চমৎকার! অ্যাপ্রন-আঁটা সুন্দরী একটি দাসী থাকলে অবশ্য মন্দ হত না, কিন্তু তোমার যা সন্ন্যেসী স্বভাব আর কড়া ধরনধারন, তাতে এই-ই ভালো।'

নানা আগ্রহোদ্দীপক খবর দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, তার ভেতর লেভিনের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই সংবাদ যে তাঁর ভাই সের্গেই ইভানোভিচ এই গ্রীষ্মে তাঁর কাছে গ্রামে আসার উদ্যোগ করছেন।

কিটি এবং সাধারণভাবে শ্যেরবাৎস্কিদের নিয়ে একটা কথাও স্তেপান আর্কাদিচ বললেন না; শুধু স্ত্রীর পক্ষ থেকে অভিবাদন জানালেন। তাঁর মার্জিত সূক্ষ্মতাবোধে কৃতজ্ঞ লেগেছিল লেভিনের, খুশি হয়েছিলেন এমন অতিথি পেয়ে। বরাবরের মতো একাকিত্বের সময়ে লেভিনের মনে যত ভাবনা আর অনুভূতি জমে উঠেছিল, তা তিনি আশেপাশের কাউকে জানাতে পারতেন না। এখন স্তেপান আর্কাদিচের কাছে তিনি উজাড় করে দিতে থাকলেন তাঁর বসন্তের কাব্যিক পুলক, কৃষিকর্মের অসাফল্য আর পরিকল্পনা, পঠিত পুস্তকাদি নিয়ে তাঁর ভাবনা আর মন্তব্য, বিশেষ করে তাঁর রচনাটির বিবরণ, যার মূলকথাটা হল, তিনি নিজে খেয়াল না করলেও, কৃষিকর্ম নিয়ে সমস্ত পুরনো পুস্তকের সমালোচনা। স্তেপান আর্কাদিচ অতি মনোরম মানুষ, আভাস মাত্রেই সবই বুঝতে পারেন, এবার তাঁকে লাগল আরো

মনোরম, লেভিন তাঁর ভেতরে লক্ষ্য করলেন নিজের আত্মপ্রসাদ লাভের মতো নতুন একটা শ্রদ্ধা আর কমনীয়তা।

খাওয়াটা যাতে চমৎকার হয়, এ নিয়ে আগাফিয়া মিখাইলোভনা আর বাবুর্চির চেষ্টা-চরিত্তিরের ফল হল এই যে ক্ষুধার্ত দুই বন্ধুই জলযোগে বসে পেট ভরালেন রুটি-মাখন, নোনা মাছ, নোনা ব্যাঙের ছাতা দিয়ে, তার ওপর মাংসের যে পুলি পিঠে দিয়ে বাবুর্চি অতিথিকে অবাক করে দিতে চেয়েছিল, তা বাদ দিয়েই সুপ আনতে বললেন লেভিন। কিন্তু অন্য ধরনের ভোজনে অভ্যস্ত হলেও স্তেপান আর্কাদিচের কাছে সবই লাগল চমৎকার আর অপূর্ব — নানারকম ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা, রুটি, মাখন, বিশেষ করে নোনা মাছ আর ব্যাঙের ছাতা, শাদা সস সহযোগে মুরগি, ক্রিমিয়ার শাদা সুরা।

গরম খাবারটার পর একটা মোটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বললেন, 'চমৎকার, চমৎকার, আমি তোমার কাছে এলাম যেন গোলমাল আর ঝাঁকুনির পর জাহাজ থেকে নামলাম একটা শান্ত তীরে। তাহলে তুমি বলছ যে মেহনতির ব্যাপারটাকেই বিচার করে দেখতে হবে আর কৃষিকর্মের প্রণালী নির্বাচনে চলতে হবে সেই অনুসারে। আমি অবিশ্যি এ ব্যাপারে নেহাৎ অজ্ঞ, তবে আমার মনে হয় তত্ত্ব আর তার প্রয়োগ মেহনতিকেও প্রভাবিত করবে।'

'আরে দাঁড়াও: আমি অর্থশাস্ত্রের কথা বলছি না, বলছি কৃষিবিদ্যার কথা। এটা হওয়া উচিত নিসর্গ-বিজ্ঞানের মতো, নির্দিষ্ট ঘটনাটাকে আর মেহনতিকে তার অর্থনৈতিক, নরকৌলিক...'

এই সময় জ্যাম নিয়ে এলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

স্তেপান আর্কাদিচ নিজের ফুলো ফুলো আঙুলের ডগায় চুমু খেয়ে বললেন, 'আহ্ আগাফিয়া মিখাইলোভনা, কী খাশা আপনার নোনা মাছ, কী খাশা আপনার ভোদকা!.. কী কস্তিয়া, সময় হয় নি কি?' যোগ দিলেন তিনি।

জানলা দিয়ে গাছগুলোর ন্যাড়া চুড়োর ওপাশে ডুবন্ত সূর্যের দিকে চাইলেন লেভিন।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সময় হয়ে গেছে! কুজ্মা, গাড়ি ঠিক করো!'

নিচে নেমে স্তেপান আর্কাদিচ নিজে তাঁর বার্নিশ করা বাক্স থেকে ক্যানভাসের ঢাকনি খুলে জুড়ে তুলতে লাগলেন নতুন ফ্যাশনের পেয়ারের

বন্দুকটা। কুজ্মা মোটা একটা বথশিসের গন্ধ পেয়ে স্তেপান আর্কাদিচকে ছাড়ছিল না, মোজা আর হাইবুট দুই-ই পরিয়ে দিল তাঁকে, স্তেপান আর্কাদিচও সেটা তাকে করতে দিলেন।

'কস্তিয়া, বলে দাও তো, রিয়াবিনিন বেনিয়া যদি আসে — আমি ওকে আসতে বলেছি আজ — তাহলে ওকে যেন বসিয়ে অপেক্ষা করতে বলা হয়।'

'তুমি বন বিক্রি করছ রিয়াবিনিনকে?'

'হ্যাঁ, ওকে তুমি চেনো নাকি?'

'চিনব না কেন। ওর সঙ্গে 'উত্তম আর চূড়ান্ত' একটা কাজ ছিল আমার।'

স্তেপান আর্কাদিচ হেসে ফেললেন। 'উত্তম আর চূড়ান্ত' ছিল বেনিয়াটির প্রিয় বুলি।

'হ্যাঁ, কথা ও বলে আশ্চর্য হাস্যকরভাবে। বুঝেছে যে মনিব কোথায় যাচ্ছে!' লাস্কার পিঠ চাপড়ে লেভিন যোগ করলেন, কুকুরটা গোঁগোঁ করে ঘুরঘুর করছিল লেভিনের কাছে, কখনো তাঁর হাত, কখনো বুট, কখনো বন্দুকটা চাটছিল।

ওঁরা যখন বেরুলেন, গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার কাছে।

'গাড়ি জুততে বলেছিলাম যদিও বিশেষ দূর নয়। নাকি পায়ে হেঁটেই যাব?'

গাড়ির দিকে যেতে যেতে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'না, গাড়িতেই যাওয়া যাক।' গাড়িতে উঠে বাঘের চামড়ার কম্বলে পা ঢেকে চুরুট ধরালেন তিনি, 'কেন যে চুরুট খাও না! চুরুট — এ শুধু তৃপ্তিই নয়, এ হল পরিতৃপ্তির পরাকাষ্ঠা আর লক্ষণ। একেই বলে জীবন! কী সুন্দর! ঠিক এইভাবেই আমার বাঁচার সাধ!'

'কিন্তু বাধা দিচ্ছে-টা কে?' হেসে লেভিন বললেন।

'নাঃ, তুমি সুখী লোক। তুমি যা ভালোবাসো, সবই তোমার আছে। ঘোড়া ভালোবাসো, তা আছে, কুকুর — তাও আছে, শিকার — আছে, চাষবাস — তাও রয়েছে।'

'বোধ হয় সেটা এই জন্যে যে আমার যা আছে তাতেই আমার আনন্দ, যা নেই তা নিয়ে গুমরে মরি না' — লেভিন বললেন কিটির কথা মনে করে।

স্তেপান আর্কাদিচ বুঝলেন, চেয়ে দেখলেন তাঁর দিকে, কিন্তু কিছুই বললেন না।

শ্যেরবাৎস্কিদের কথা উঠবে বলে লেভিন ভয় পাচ্ছেন এটা লক্ষ্য করে অব্লোন্স্কি তাঁর বরাবরের মাত্রাবোধে সে নিয়ে কিছুই বললেন না দেখে লেভিন কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলেন তাঁর প্রতি; কিন্তু যা তাঁকে অত কষ্ট দিয়েছিল, সেটা এখন জানবার ইচ্ছে হচ্ছিল তাঁর, তবে তা বলার সাহস হল না।

'তা তোমার ব্যাপার-স্যাপার এখন কেমন?' শুধু নিজের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে কত খারাপ, সে কথা ভেবে লেভিন বললেন।

স্তেপান আর্কাদিচের চোখ আমোদে চকচক করে উঠল।

'তুমি তো মানো না যে পেট ভরা থাকলেও আরো একটা মিষ্টি রুটির লোভ সম্ভব; তোমার মতে এটা অপরাধ; আর ভালোবাসা ছাড়া জীবন আমি স্বীকার করি না' — লেভিনের প্রশ্নটা নিজের ধরনে বুঝে উনি বললেন, 'কী করা যাবে, ওইভাবেই জন্মেছি, তা ছাড়া সত্যি, এতে কারো ক্ষতি হয় কম, অথচ নিজের কত তুষ্টি...'

'তার মানে, নতুন কেউ নাকি?' লেভিন শুধালেন।

'হ্যাঁ ভায়া!.. বিষণ্ণ-মধুর মেয়েদের তো তুমি জানো... যে মেয়েদের তুমি দেখো স্বপ্নে... তা এই মেয়েরা হয়ে ওঠে বাস্তব... ভয়ংকর এই মেয়েরা। কী জানো, নারী হল এমন বস্তু যে যতই তাদের খতিয়ে দেখা যাক, সবই নতুন লাগবে।'

'তাহলে খতিয়ে না দেখাই ভালো।'

'উঁহু। কে একজন গণিতজ্ঞ বলেছিলেন, আনন্দটা সত্য আবিষ্কারে নয়, তার সন্ধানে।'

লেভিন শুনছিলেন চুপ করে আর নিজের ওপর যতই জোর খাটান না কেন বন্ধুর জায়গায় নিজেকে কল্পনা করতে পারছিলেন না, বুঝতে পারছিলেন না কী তাঁর অনুভূতি, এমন মেয়েদের অধ্যয়ন করায় কীই-বা আনন্দ।

॥ ১৫ ॥

পাখি উড়ে আসার জায়গাটা ছোটো নদীটার ওপরে অদূরের একটা ছোটো অ্যাস্পেন কুঞ্জে। বনে এসে লেভিন গাড়ি থেকে নেমে অব্লোন্স্কিকে নিয়ে গেলেন শ্যাওলা-পড়া চ্যাটচেটে মাঠের এক কোণে, এর মধ্যেই বরফ সেখানে গলে গিয়েছে। নিজে তিনি ফিরলেন অন্য প্রান্তে,

যমজ বার্চ গাছের কাছে, নিচু দিককার শুকনো ডালের ফাঁকে বন্দুক রেখে কাফতান* খুলে ফেললেন, বেল্ট টান করে পরখ করলেন হাতের সচলতা।

বুড়ি, ধুসর লাস্‌কা এসেছিল তাঁদের পেছন পেছন, সতর্ক হয়ে সে বসল লেভিনের সামনে, উৎকর্ণ হয়ে। বড়ো বনটার পেছনে সূর্য ঢলে পড়ছে; অ্যাস্পেন গাছগুলোর মধ্যে ছড়ানো ছিটানো গোটাকয়েক বার্চ তাদের স্ফীত, ফাটো-ফাটো কোরক নিয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে গোধূলির আলোয়।

বনের যেখানে এখনো বরফ লেগে আছে, সেখান থেকে কানে আসছিল আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ স্রোতোরেখায় জলের ঝিরঝির। কিচির-মিচির করে ছোটো ছোটো পাখিরা মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছিল গাছ থেকে গাছে।

নিঝুম স্তব্ধতার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল বরফ-গলা মাটি আর বেড়ে-ওঠা ঘাসের চাপে নড়ে-ওঠা গত বছরের ঝরা পাতার খসখস।

'কী কাণ্ড! ঘাস যে বেড়ে উঠছে তা শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে!' কচি একটা ঘাসের ফলার কাছে সীসে রঙের সিক্ত, সঞ্চরমাণ অ্যাস্পেন পাতাটা লক্ষ্য করে মনে মনে ভাবলেন লেভিন। নিচের দিকে, কখনো ভেজা, শৈবালাচ্ছন্ন মাটি, কখনো উৎকর্ণ লাস্‌কা, কখনো টিলার নিচে, তাঁর সামনেকার বনের ন্যাড়া চুড়োগুলো, কখনো শাদা মেঘে ছেঁড়া ছেঁড়া নিবে আসা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। আলস্যে ডানা নেড়ে বনের অনেক ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা বাজপাখি; আরেকটা বাজপাখি ঠিক একইভাবে একই দিকে উড়ে গিয়ে উধাও হয়ে গেল। বনের মধ্যে আরো সজোরে, শশব্যস্তে কাকলী তুলল পাখিরা। অদূরে ডেকে উঠল বন-পেঁচা, চমকে উঠে লাস্‌কা কয়েক পা সাবধানে এগিয়ে মাথা পাশে হেলিয়ে কান পেতে রইল। নদীর ওপার থেকে শোনা গেল কোকিলের ডাক। দু'বার স্বাভাবিকের মতো কুহু ডাকার পর গলা ভেঙে, ব্যতিব্যস্ত হয়ে সব গোলমাল করে ফেলল।

'কী কাণ্ড! এর মধ্যেই কোকিল!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, শুনেছি' — নিজের কানেই যা খারাপ লাগছে, নিজের সে কণ্ঠস্বরে বনের নীরবতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার বিরক্তির সঙ্গে বললেন লেভিন, 'আর দেরি নেই।'

---

* শেরওয়ানির মতো পুরুষের রুশী জাতীয় পোশাক।

স্তেপান আর্কাদিচের মূর্তি ফের অদৃশ্য হল ঝোপের পেছনে। লেভিনের চোখে পড়ল কেবল একটা দেশলাইয়ের কাঠির আগুন, তারপর জ্বলন্ত সিগারেটের লাল ঝলক, নীলাভ ধোঁয়া।

খট! খট! শব্দ করল স্তেপান আর্কাদিচের ট্রিগার।

'কী ওটা ডাকছে?' টানা একটা আওয়াজের দিকে লেভিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অব্‌লোন্‌স্কি শুধালেন। যেন খেলা করতে করতে চিঁহিঁহিঁ করে ডাকছে কোনো ঘোড়ার বাচ্চা।

'জানো না? ও হল গে মর্দা খরগোশ। যাক, আর কথা নয়! শুনছ, উড়ে আসছে!' ট্রিগার ঠিক করে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন।

শোনা গেল দূর থেকে ভেসে আসা মিহি শিস, আর শিকারীদের কাছে যা খুব পরিচিত, তেমনি মাপা তালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, আর তৃতীয় শিসের পর শোনা গেল কোঁকোঁ ডাক।

ডাইনে বাঁয়ে চোখ ফেরালেন লেভিন, তারপর ঠিক সামনে ঝাপসা নীল আকাশের পটে অ্যাস্পেন গাছগুলোর চুড়োয় উদ্‌গত কোমল অংকুরের ওপরে দেখা দিল উড়ন্ত পাখি। উড়ে আসছিল সে সোজা লেভিনের দিকে। নিকটেই খাপী কাপড় ছেঁড়ার মতো সমতাল আওয়াজ শোনা গেল কানের ওপরেই; বেশ দেখা যাচ্ছিল পাখিটার লম্বা ঠোঁট আর গ্রীবা, এদিকে লেভিন যখন তাক করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই যে ঝোপের পেছনে অব্‌লোন্‌স্কি দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে ঝলকাল লাল বিদ্যুৎ; পাখিটা তীরবেগে পড়তে পড়তে ফের উঠে গেল। ফের বিদ্যুৎ ঝলক দিল শোনা গেল গুলির শব্দ; ডানা নেড়ে যেন বাতাসে ভেসে থাকবার চেষ্টায় পাখিটা এক মুহূর্ত থেমে রইল, তারপর ধপ করে পড়ল প্যাচপেচে মাটিতে।

'ফসকে গেল নাকি?' স্তেপান আর্কাদিচ চেঁচিয়ে উঠলেন, ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

'এই যে!' লাস্‌কাকে দেখিয়ে লেভিন বললেন। একটা কান খাড়া করে ফুঁয়ো ফুঁয়ো লেজের ডগাটা উঁচিয়ে নাড়তে নাড়তে লাস্‌কা মৃদু পদক্ষেপে, যেন পরিতৃপ্তিটা দীর্ঘায়ত করার বাসনায় নিহত পাখিটাকে নিয়ে আসছিল মনিবের কাছে যেন হাসি ফুটেছে মুখে। 'যাক, তুমি পারলে বলে আনন্দ হচ্ছে' — লেভিন বললেন, তবে স্নাইপটাকে তিনি শিকার করতে পারলেন না বলে ঈর্ষাও হচ্ছিল তাঁর।

‘ডান নলটার গুলি ফসকে যায় বিছছিরি ভাবে’ — বন্দুকে টোটা ভরে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, ‘শ্‌শ্‌... উড়ে আসছে।’

সত্যিই শোনা গেল কর্ণভেদী, একের পর এক দ্রুতসঞ্চারী শিস। দুটি স্নাইপ কোঁকোঁ না করে শুধু শিস দিয়ে খেলতে খেলতে এ ওর পাল্লা ধরে উড়ে গেল শিকারীদের একেবারে মাথার ওপর দিয়ে। চারটে গুলির শব্দ উঠল, স্নাইপরা ঝট করে সোয়ালোর মতো বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাখি পাওয়া যাচ্ছিল চমৎকার। স্তেপান আর্কাদিচ আরো দুটিকে মারলেন, লেভিনও দুটি, তার একটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। অন্ধকার হয়ে এল। পশ্চিম আকাশের নিচুতে ঝকঝকে রুপোলি শুকতারা বার্চগাছগুলোর পেছন থেকে কোমল জ্যোতিতে আলো দিতে থাকল, আর পুবে বিমর্ষ আর্কতুরাস ঝলমল করে উঠল তার রক্তিম আগুনে। লেভিন তাঁর মাথার ওপর সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলিকে কখনো ঠাহর করতে পারছেন, কখনো আবার তা হারিয়ে যাচ্ছে। স্নাইপগুলো আর উড়ে আসছে না এখন; কিন্তু লেভিন স্থির করলেন, বার্চের ডালগুলোর নিচে যে শুকতারাটা দেখা যাচ্ছে, তা ওপরে না উঠে আসা পর্যন্ত এবং সপ্তর্ষি আরও স্পষ্ট না হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। ডালগুলোর ওপরে উঠে এল শুকতারা, সপ্তর্ষির রথ স্পষ্ট হয়ে উঠল কালচে-নীল আকাশে, কিন্তু লেভিন তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন।

‘এবার ফিরলে হয় না?’ বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

বন ততক্ষণে নিঝুম হয়ে এসেছে, একটা পাখিরও নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

লেভিন বললেন, ‘আরো একটু থেকে যাই।’

‘তোমার যা ইচ্ছে।’

ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন পনেরো পা দূরে।

হঠাৎ লেভিন বললেন, ‘স্তিভা, তোমার শালী বিয়ে করল, নাকি করবে, কিছুই বলছ না যে?’

লেভিন নিজেকে এতটা শক্ত আর সুস্থির বোধ করছিলেন যে কোনো জবাবেই তিনি বিচলিত হবেন না বলে তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ যা বললেন সেটা তিনি আদৌ ভাবতে পারেন নি।

'বিয়ে করার কথা ভাবেও নি, ভাবছেও না। খুবই অসুস্থ, ডাক্তাররা তাকে বিদেশে পাঠিয়েছে। এমনকি প্রাণের আশংকাও করছেন তাঁরা।'

'বলছ কী!' চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'খুবই অসুস্থ? কী হয়েছে? কেমন করে সে?..'

ওঁরা যখন এই কথা বলছিলেন লাস্কা কান খাড়া করে প্রথমে চাইল আকাশে, তারপর ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে ওঁদের দিকে।

লাস্কা ভাবছিল, 'গল্প করার খুব সময় পেলে যা হোক। ওদিকে পাখিটা উড়ছে... হ্যাঁ, ওই তো। ফসকে যাবে...'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই দু'জনেই শুনতে পেল তীক্ষ্ন একটা শিস, যেন কেউ চড় মারল কানে, দু'জনেই হঠাৎ বন্দুক চেপে ধরল, একই সঙ্গে দু'টো ঝলক, দু'টো গুলির শব্দ। উঁচুতে উড়ন্ত স্নাইপ মুহূর্তে ডানা গুটিয়ে সরু সরু কিশলয় পিষ্ট করে পড়ল ঝোপে।

'চমৎকার! দু'জনের মার!' চেঁচিয়ে উঠে লেভিন লাস্কার সঙ্গে ছুটলেন ঝোপের মধ্যে পাখিটাকে খুঁজতে। 'ও হ্যাঁ, খারাপ লাগছিল কেন?' মনে পড়ল তাঁর। 'হ্যাঁ, কিটি অসুস্থ... কী করা যাবে, খুবই দুঃখের কথা' — তিনি ভাবলেন।

'আরে, পেয়ে গেছিস! সাবাস!' লাস্কার মুখ থেকে উষ্ণদেহী পাখিটাকে টেনে বার করে তাঁর প্রায় ভরে ওঠা ঝোলায় পুরতে পুরতে তিনি বললেন। হাঁক দিলেন, 'পাওয়া গেছে, স্তিভা!'

॥ ১৬ ॥

ঘরে ফেরার পথে লেভিন কিটির অসুখ এবং শ্যেরবাৎস্কিদের পরিকল্পনার খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন এবং যদিও ব্যাপারটা স্বীকার করতে তাঁর লজ্জা হচ্ছিল, তাহলেও যা জানলেন তাতে প্রীতি বোধ হল তাঁর। প্রীতি বোধ হল, কারণ এখনো তাহলে আশা আছে এবং আরো বেশি প্রীতিকর লাগল, কারণ তাঁকে যে অত কষ্ট দিয়েছে, নিজেই সে কষ্ট পাচ্ছে এখন। কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ যখন কিটির পীড়ার কারণ বলতে শুরু করে ভ্রন্স্কির নাম উল্লেখ করলেন লেভিন থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'পারিবারিক খুঁটিনাটি জানার কোনো অধিকার নেই আমার, আর সত্যি বলতে কি, আগ্রহই নেই।'

লেভিনের মুখের যে ভাবপরিবর্তন স্তেপান আর্কাদিচের অতি পরিচিত, মুহূর্তের মধ্যে যা তাঁর মুখকে করে তুলেছে ঠিক ততটাই বিমর্ষ যতটা প্রফুল্ল ছিল এক মিনিট আগেও, সেটা চোখে পড়তে প্রায় অলক্ষ্য একটা হাসি ফুটল স্তেপান আর্কাদিচের মুখে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'বনের ব্যাপারটা রিয়াবিনিনের সঙ্গে একেবারে ঠিকঠাক করে ফেলেছ?'

'হ্যাঁ, চুকিয়ে দিলাম। দাম চমৎকার, আটত্রিশ হাজার। আট হাজার অগ্রিম, বাকিটা ছয় বছরের কিস্তিতে। বহু ঝামেলা গেছে, এর চেয়ে বেশি আমায় কেউ দিচ্ছে না।'

'তার মানে, জলের দরে ছেড়ে দিলে' — লেভিন বললেন মুখ ভার করে।

'জলের দরে কেন?' ভালোমানুষী হাসি নিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, জানতেন যে এবার সবই বিছছিরি লাগতে থাকবে লেভিনের।

'কারণ বনটার দাম দেসিয়াতিনা পিছু অন্তত পাঁচশ' রুব্‌ল' — লেভিন বললেন।

'আহ গাঁয়ের যত বাবু!' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন ঠাট্টার সুরে, 'শহুরে ভায়াদের কী যে ঘেন্না তোমাদের!.. অথচ কাজের ব্যাপারে আমরা কিন্তু সর্বদাই ব্যবস্থা করি তোমাদের চেয়ে ভালো। বিশ্বাস করো, সব খতিয়ে দেখেছি' — তিনি বললেন, 'বন বিক্রি হচ্ছে খুবই লাভে, বরং ভয়ই হচ্ছে আবার বেঁকে বসে। এ তো আর সরেস কাঠের বন নয়' — সরেস কাঠ কথাটা দিয়ে লেভিনের সমস্ত সন্দেহের অসারতায় তাঁকে একেবারে নিশ্চিত করে তোলার আশায় তিনি বললেন, 'এতে লকড়ি কাঠের গাছই বেশি। দাঁড়াবে দেসিয়াতিনা পিছু তিরিশ সাজেনের* বেশি নয়। অথচ ও আমাকে দিচ্ছে দুশ' রুব্‌ল করে।'

অবজ্ঞাভরে লেভিন হাসলেন। ভাবলেন, 'জানি, জানি, এ তো শুধু ওর একার চালিয়াতি নয়, সব শহুরেদেরই ও-ই, যারা গাঁয়ে আসে দশ বছরে বার দুয়েক, দুটো-তিনটে গ্রাম্য লব্‌জ নজরে পড়ায় প্রসঙ্গে-অপ্রসঙ্গে তা ব্যবহার করে একেবারে নিশ্চিত হয়ে ওঠে যে তারা সবই জানে। সরেস কাঠ, তিরিশ সাজেন দাঁড়াবে। যেসব শব্দ বলছে নিজেই তার কিছু জানে না।'

---

* সাজেন — রাশিয়ায় প্রচলিত সাবেকী দৈর্ঘ্যের মাপ — ২·১ মিটারের মতো (এখানে — লকড়ি কাঠের ঘন সাজেনের কথা বলা হচ্ছে)।

লেভিন বললেন, 'তোমার দপ্তরে তুমি যা-সব লেখো তা আমি তোমাকে শেখাতে যাব না, দরকার পড়লে পরামর্শ চাইব তোমার কাছেই। অথচ তোমার একেবারে দৃঢ় বিশ্বাস যে বনের বিদ্যা তোমার সবই জানা। এ বিদ্যা সহজ নয়। গাছগুলো তুমি গুণে দেখেছ?'

'গুণব কী করে?' বন্ধুর খারাপ মেজাজ ভালো করে তোলার চেষ্টায় হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'যদিও সাগরের বালি, তারার ছটাও গুণে দেখতে পারে বড়ো দরের মাথা...'

'হ্যাঁ, রিয়াবিনিনের বড়ো দরের মাথা তা পারে। আর তুমি যা দিচ্ছ তেমন জলের দরে না পাওয়া গেলে কোনো বেনিয়াই গুণে না দেখে কিনবে না। তোমার বনটা আমার চেনা। প্রতি বছর শিকারে যাই ওখানে। তোমার বনের দাম নগদে পাঁচশ' রুব্‌ল করে। আর তুমি দু'শ করে নিচ্ছ কিস্তিতে। তার মানে, তুমি ওকে দান করছ তিরিশ হাজার।'

'নাও বাপু, তেতে উঠো না' — করুণ স্বরে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'আর কেউ অত দিল না কেন?'

'কারণ অন্য বেনিয়াদের সঙ্গে ও রফা করে নিয়েছে, ঘুষ দিয়েছে। ওদের সকলের সঙ্গেই আমার কাজকর্ম ছিল রে, চিনি ওদের। এরা তো আর কারবারী নয়, মুনাফাখোর। যাতে শতকরা দশ, পনেরো পাওয়া যাবে তাতে সে হাত দেবে না। ও আছে বিশ কোপেকে এক রুব্‌ল কেনার ফিকিরে।

'নাও হয়েছে, মেজাজ তোমার খারাপ।'

'এতটুকু নয়' — বাড়ির কাছে আসতে আসতে লেভিন বললেন মুখ ভার করে।

গাড়ি বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল লোহা আর চামড়ার বেড়ে আঁট করে বাঁধাই একটা গাড়ি, তাতে চওড়া বেল্টে কষে জোতা হৃষ্টপুষ্ট একটি ঘোড়া। গাড়িতে বসে ছিল টেনে কোমরবন্ধ আঁটা রক্তোচ্ছ্বাসে রাঙা-মুখ গোমস্তা, যে রিয়াবিনিনের কোচয়ানের কাজও করত। রিয়াবিনিন নিজে ছিল বাড়ির ভেতরে, বন্ধুদ্বয়ের সঙ্গে তার দেখা হল প্রবেশকক্ষে। লোকটা মাঝবয়সী, ঢেঙা, রোগাটে, কামানো থুতনিটি সুপ্রকট, ফুলো ফুলো ঘোলাটে চোখ। পরনে তার লম্বা নীল ফ্রক-কোট, বোতাম নেমেছে পাছারও নিচে, পায়ে গোড়ালির কাছে কোঁচকানো, পায়ার ডিমের কাছে সটান হাইবুট, তার ওপর চড়িয়েছেন বড়ো বড়ো গালোশ। রুমাল দিয়ে গোটা মুখখানা মুছে, ফ্রক-কোট ঝাড়া দিয়ে, যা এমনিতেই বেশ সঠিক ছিল, হেসে অভিনন্দন

জানালেন ওঁদের দু'জনকে, স্তেপান আর্কাদিচের দিকে এমনভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন যেন কিছু একটা ধরতে চাইছেন।

'এই যে, আপনি তাহলে এসে গিয়েছেন' — হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'চমৎকার।'

'হুজুরের আজ্ঞা অমান্য করার সাহস হল না যদিও রাস্তাটা ছিল বড়োই খারাপ। সারা রাস্তা উত্তমরূপে হেঁটেই এসেছি, তবে পৌঁছেছি সময়মতো। নমস্কার কনস্তান্তিন দ্মিত্রিচ' — তাঁরও হাত ধরার চেষ্টা করে উনি বললেন লেভিনের উদ্দেশে, কিন্তু লেভিন ভ্রূকুটি করে এমন ভাব দেখালেন যেন ওঁর হাত তাঁর নজরে পড়ে নি, স্নাইপগুলো বার করতে লাগলেন। 'আমোদ করতে গিয়েছিলেন শিকারে। তা এটা কী পাখি বলুন তো' — স্নাইপটার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে রিয়াবিনিন যোগ দিলেন, 'স্বাদ আছে বুঝি' — এবং অননুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি, যেন এতে মজুরি পোষায় না বলে তাঁর ঘোর সন্দেহ আছে।

'কেবিনেটে যাবে?' স্তেপান আর্কাদিচকে লেভিন ভ্রূকুটি করে শুধালেন ফরাসি ভাষায়, 'যাও-না, সেখানে কথা কইবে।'

'যেখানে ইচ্ছে সেখানেই দিব্যি চলে যাবে' — রিয়াবিনিন বললেন একটা নাক-সিঁটকানো মর্যাদার ভাব নিয়ে, যেন বুঝিয়ে দিতে চান যে কাকে কিভাবে এড়িয়ে যেতে হবে এ নিয়ে অন্যে অসুবিধা বোধ করলেও তাঁর কখনোই কিছুতেই অসুবিধা হয় না।

কেবিনেটে ঢুকে রিয়াবিনিন চারিদিকে চেয়ে দেখলেন যেন দেবপটটা খুঁজছিলেন, তবে সেটা চোখে পড়লেও ক্রস করলেন না। বই-ভরা আলমারি আর তাকগুলোর দিকে তাকালেন তিনি, আর স্নাইপগুলোর ব্যাপারে যা করেছিলেন তেমনি অবজ্ঞাভরে হেসে অননুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন, এতে যে মজুরি পোষাতে পারে তা মানতে পারলেন না কিছুতেই।

অব্লোন্স্কি জিগ্যেস করলেন, 'কী, টাকা এনেছেন? বসুন, বসুন!'

'টাকার জন্যে আমরা দাঁড়িয়ে থাকি না। এলাম দেখা করতে, কথা কইতে।'

'কী নিয়ে আবার কথা? বসুন, বসুন।'

'তা বসা যেতে পারে' — বসে, কেদারার পিঠে হেলান দিয়ে, যা তাঁর পক্ষে অতি কষ্টকর, রিয়াবিনিন বললেন, 'কিছু ছাড় দিতে হবে প্রিন্স। নইলে পাপ হবে। আর টাকা চূড়ান্ত রকমে তৈরি, মায় কড়ায় গণ্ডায়। টাকার জন্যে কিছু আটকে থাকবে না।'

ইতিমধ্যে লেভিন আলমারিতে বন্দুক রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন বেনিয়ার কথা শুনে।

বললেন, 'জলের দামে বনটা নিলেন তাহলে। আমার কাছে ও এসেছে দেরি করে, নইলে দাম বেঁধে দিতাম আমিই।'

রিয়াবিনিন উঠে দাঁড়িয়ে নীরব হাসি নিয়ে লেভিনকে লক্ষ্য করলেন আপাদমস্তক।

স্তেপান আর্কাদিচের উদ্দেশে হেসে বললেন, 'কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ বেজায় কৃপণ। ওঁর কাছ থেকে একেবারে চূড়ান্ত কিছুই কেনা যায় না। গম নিয়ে দরাদরি করলাম, দাম দিতে চেয়েছিলাম ভালো।'

'আমার জিনিস মুফতে কেন দেব আপনাকে? কুড়িয়ে তো পাই নি, চুরিও করি নি।'

'তা আজ্ঞে, চুরি করা আজকাল চূড়ান্তরকম অসম্ভব গো। আজকাল সবই উত্তমরূপে চলে প্রকাশ্য আইন মেনে, চুরিচামারি আর নয়, আজকাল সবই দরাজ। আমরা সৎলোকের মতোই কথা কয়েছি। বনের জন্যে বেশি টাকা ঢাললে তা উশুল তো হবে না। তাই অনুরোধ করছি, অন্তত খানিকটা ছাড় দেওয়া হোক।'

'আপনাদের কথাবার্তা সব শেষ হয়ে গেছে নাকি হয় নি? যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে বলার কিছু নেই। আর শেষ না হয়ে থাকলে' — লেভিন বললেন, 'আমিই কিনব বনটা।'

রিয়াবিনিনের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল হঠাৎ। বাজপাখির মতো হিংস্র নিষ্ঠুর একটা ভাব ফুটে উঠল তাতে। দ্রুত হাড়খোঁচা আঙুলে ফ্রক-কোটের বোতাম খুলে ফেললেন তিনি, দেখা গেল ট্রাউজারের ওপরে লম্বিত একটা কামিজ, ওয়েস্ট-কোটে পেতলের বোতাম, পকেট ঘড়ির চেন: দ্রুত তিনি বার করলেন একটা পুরনো পেটমোটা মানি-ব্যাগ।

তাড়াতাড়ি ক্রস করে হাত বাড়িয়ে তিনি বললেন, 'বেশ, বন আমার। টাকা নাও, বন আমার। রিয়াবিনিনের দরাদরি এইরকমই, দু-চার পয়সা নিয়ে তার খাঁই নেই' — ভুরু কুঁচকে মানি-ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন।

লেভিন বললেন, 'আমি হলে তোমার মতো তাড়াহুড়ো করতাম না।'

'বলো কী' — অবাক হয়ে বললেন অব্‌লোন্‌স্কি, 'কথা দিয়েছি যে!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লেভিন। রিয়াবিনিন দরজার দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা নাড়লেন।

'হা রে যৌবন, একেবারে চূড়ান্ত রকমের ছেলেমানুষি। কিনছি যখন, বিশ্বাস করুন, সেটা সম্মান করে, অব্‌লোন্‌স্কির বন কিনল আর কেউ নয়, রিয়াবিনিন, এই নামটুকুর খাতিরে। আর লাভ যে কী দাঁড়াবে ভগবানই জানেন। ভগবানই সাক্ষী। তাহলে দয়া করে সই করে দিন দলিলে...'

একঘণ্টা বাদে পকেটে চুক্তি নিয়ে ফ্রক-কোটের হুক এ'টে পরিপাটী করে আলখাল্লা চাপিয়ে কারবারী তাঁর কষে পেটাই-করা গাড়িতে চেপে বাড়ি রওনা হলেন।

'ওহ্ এই সব জমিদারবাবুর দল!' গোমস্তাকে বললেন তিনি। 'সবাই একই চীজ।'

'তাই বটে' — ওঁকে লাগাম দিয়ে চামড়ার এপ্রনে বোতাম আঁটতে আঁটতে গোমস্তা বললে, 'তা কেনার ব্যাপারটা কী দাঁড়াল মিখাইল ইগ্‌নাতিচ?'

'হুঁ, হুঁ...'

॥ ১৭ ॥

বেনিয়াটি তাঁকে তিন মাসের অগ্রিম যে নোটগুলো দিয়েছিলেন, তাতে পকেট বোঝাই করে স্তেপান আর্কাদিচ ওপরে উঠলেন। বনের ব্যাপারটা চুকেছে, টাকা আছে পকেটে, পাখি শিকার হয়েছে খাশা, তাই স্তেপান আর্কাদিচের মেজাজ এখন অতি শরীফ, সুতরাং যে বদ মেজাজ লেভিনকে পেয়ে বসেছিল সেটা ঘোচাবার খুবই একটা ইচ্ছে হল তাঁর। তিনি চাইছিলেন যেভাবে দিনটার শুরু হয়েছিল, সেভাবেই তার শেষ হোক সন্ধ্যাহারে।

সত্যিই লেভিনের মেজাজ ভালো ছিল না। নিজের প্রিয় অতিথির প্রতি সুশীল ও সুমধুর হবার সমস্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে। কিটির বিয়ে হয় নি, এই খবরটার নেশা তাঁকে পেয়ে বসছিল।

কিটির বিয়ে হয় নি, সে অসুস্থ, অসুস্থ সেই লোকটার জন্য যে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই অপমান যেন লেভিনকেও লাগল। ভ্রন্‌স্কি প্রত্যাখ্যান করেছেন কিটিকে, আর কিটি তাঁকে, লেভিনকে। অতএব লেভিনকে অশ্রদ্ধা করার অধিকার ভ্রন্‌স্কির আছে, সুতরাং তিনি তাঁর শত্রু। কিন্তু এটা লেভিন

সবটা ভেবে ওঠেন নি। ঝাপসাভাবে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে অপমানকর কিছু একটা আছে, এবং যা তাঁকে বিচলিত করছিল তাতে নয়, যা তাঁর সামনে এসে পড়ছিল তাতেই চটে উঠছিলেন তিনি। আহাম্মকের মতো বন বিক্রি, যে প্রতারণায় অব্‌লোন্‌স্কিকে ফেলা হল এবং যা ঘটল তাঁরই বাড়িতে, এতেই পিত্তি জ্বলছিল তাঁর।

'কী, শেষ হল?' ওপরে স্তেপান আর্কাদিচকে দেখে তিনি বললেন, 'নৈশাহার চলবে?'

'একেবারেই আপত্তি নেই। গাঁয়ে ক্ষিদে পায় কী, আশ্চর্য! রিয়াবিনিনকে খেতে বললে না কেন?'

'চুলোয় যাক বেটা!'

'তবে তুমি ওর সঙ্গ এড়িয়ে চলো বটে!' অব্‌লোন্‌স্কি বললেন, 'ওর দিকে হাতটাও বাড়ালে না।'

'কারণ নফরের সঙ্গে আমি করমর্দন করি না, কিন্তু এই লোকের চেয়ে নফরও শতগুণ ভালো।'

অব্‌লোন্‌স্কি বললেন, 'কী তুমি প্রতিক্রিয়াশীল হে! কিন্তু সমস্ত সামাজিক সম্প্রদায়কে মিলিয়ে দেওয়াটা?'

'যার ভালো লাগে, বেশ তো মিলে যাক। আমার বিছছিরি লাগে।'

'তুমি দেখছি একটা ডাহা প্রতিক্রিয়াশীল।'

'আমি কী, সত্যি, তা নিয়ে কখনো ভাবি নি। আমি — কনস্তান্তিন লেভিন, ব্যস।'

'এবং সেই কনস্তান্তিন লেভিন যার মেজাজ আজ মোটেই ভালো নেই' — হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন।

'হ্যাঁ, মেজাজ ভালো নেই, কিন্তু জানো কেন? তোমার এই নির্বোধ বিক্রিটার জন্যে...'

স্তেপান আর্কাদিচ মুখ কোঁচকালেন ভালো মেজাজেই যেন নিরপরাধ কোনো লোকের দোষ ধরা হচ্ছে, কষ্ট দেওয়া হচ্ছে তার মনে।

বললেন, 'নাও হয়েছে! কেউ কিছু একটা বিক্রি করার পরেই তাকে শুনতে হয় নি: 'এটার দাম অনেক বেশি', এমনটা ঘটেছে কখনো? অথচ যখন বিক্রি করছে, তখন সে দাম কেউ দেয় না। উঁহু, দেখছি ওই হতভাগ্য রিয়াবিনিনের ওপর তোমার কোনো রাগ আছে।'

'হয়ত আছে। আর জানো কেন? তুমি হয়ত আবার বলবে যে আমি

প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা আরো ভয়ংকর কিছু একটা; তাহলেও চারিদিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের দরিদ্র হয়ে পড়াটা দেখতে আমার বিরক্তি হয়, ক্ষোভ হয়, আমি নিজে এ সম্প্রদায়ের একজন এবং সম্প্রদায়ভেদ মিলিয়ে যেতে থাকা সত্ত্বেও আমি এ সম্প্রদায়ের একজন বলে আনন্দ হয় আমার। আর দরিদ্র হয়ে পড়ছে বিলাসের জন্যে নয়, তেমন কিছু একটা ব্যাপার নয় ওটা; সাড়ম্বরে দিন কাটানো — এটা অভিজাতদের ব্যাপার, ওরাই তা পারে। এখন আমাদের আশেপাশের চাষিরা জমি কিনে নিচ্ছে — আমার তাতে দুঃখ নেই। বাবুটি কিছুই করেন না, চাষি খাটছে, কোণঠাসা করছে নিষ্কর্মাকে। তাই তো হওয়া উচিত। চাষির জন্যে ভারি আনন্দ হয় আমার। কিন্তু কেমন একটা, জানি না কী বলা যায়, নিরীহতার দরুন এই দরিদ্র হওয়াটা দেখলে আমার রাগ হয়। এখানে এক খাজনা-দায়ী পোলীয় চাষি অর্ধেক দামে খাসা একটা সম্পত্তি কিনে নিল অভিজাত জমিদার-গিন্নির কাছ থেকে, যিনি বসবাস করেন বিদেশে, নীসে। ওখানে বেনিয়াকে জমি ইজারা দেওয়া হল দেসিয়াতিনা পিছু এক রুব্‌ল হারে, যার দর দশ রুব্‌ল। আর তুমি খামোকা ওই চোয়াড়টাকে দান করে দিলে তিরিশ হাজার।'

'তা করবটা কী, গাছ গুনব?'

'অবিশ্যি-অবিশ্যিই গুনতে হবে। তুমি গুনলে না, ওদিকে রিয়াবিনিন গুনল। বেঁচে বর্তে থাকা, লেখাপড়া করার টাকা থাকবে রিয়াবিনিনের ছেলেমেয়েদের, তোমার ছেলেমেয়েদের কিন্তু সেটি থাকবে না রে!'

'কিন্তু মাপ কর আমায়, এই গোনাগুনতির মধ্যে কেমন একটা ছোটোলোকোমি আছে। আমাদের আছে নিজেদের কাজকর্ম, ওদের নিজেদের, তা ছাড়া লাভও ওদের চাই। তবে যাক গে, ব্যাপারটা চুকে গেছে, ব্যস। আর এই যে ডিম-ভাজা, এটি আমার প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া, আগাফিয়া মিখাইলোভনা আমাদের তো দেবেন ওই-যে ঘাস-গাছড়ায় জারানো ভোদকা...'

খাবার টেবিলে বসলেন স্তেপান আর্কাদিচ, রসিকতা শুরু করলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনার সঙ্গে, তাঁকে নিশ্চয় করে বোঝালেন যে এমন ভোজন আর নৈশাহার তাঁর দীর্ঘকাল জোটে নি।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা বললেন, 'আপনি যা-হোক তবু তারিফ করছেন, কিন্তু কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ, যা-ই ওকে দিই-না, পাঁউরুটির চটা হলেও তাই খেয়েই বেরিয়ে যাবে।'

নিজেকে দখলে রাখার শত চেষ্টা সত্ত্বেও লেভিন ছিলেন মনমরা, চুপ করে রইলেন। স্তেপান আর্কাদিচের কাছে একটা প্রশ্ন করার ছিল তাঁর, কিন্তু মন স্থির করে উঠতে পারছিলেন না তিনি, সেটা কখন কিভাবে করা যায় তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর নিজের ঘরে গেলেন নিচু তলায়, পোশাক ছাড়লেন, হাত-মুখ ধুলেন, কুঁচি দেওয়া নৈশ কামিজ পড়ে শুলেন, লেভিন কিন্তু তাঁর ঘরে নানা আজেবাজে কথা বলে ইতস্তত করতে থাকলেন, যা চাইছিলেন সেটা জিগ্যেস করার সাহস হচ্ছিল না তাঁর।

আগাফিয়া মিখাইলোভনা অতিথির জন্য যে সুগন্ধি সাবান দিয়েছিলেন কিন্তু অব্লোন্স্কি যা ব্যবহার করেন নি, তার দিকে তাকিয়ে মোড়ক খুলে বললেন, 'কী আশ্চর্য সাবান বানাচ্ছে এরা। চেয়ে দ্যাখ, এ যে একেবারে শিল্পকর্ম।'

'হ্যাঁ, সবই আজকাল কী নিখুঁতই-না হচ্ছে' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সজল সুপরিতুষ্ট হাই তুলে, 'যেমন ধর এই সব থিয়েটার। প্রমোদভবন... আহ্!' আবার হাই, 'সবখানে বিজলী বাতি... আ-আ-আ!'

'হ্যাঁ, বিজলী বাতি' — বললেন লেভিন, 'তা বটে, কিন্তু ভ্রন্স্কি এখন কোথায়?' সাবানটা রেখে দিয়ে হঠাৎ জিগ্যেস করলেন তিনি।

হাই তোলা থামিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন, 'ভ্রন্স্কি? সে এখন পিটার্সবুর্গে। তোমার ঠিক পরেই চলে যায়, তারপর একবারও মস্কো আসে নি। শোন কস্তিয়া, আমি তোমাকে সত্যি বলছি' — টেবিলে কনুই ভর দিয়ে সুন্দর রাঙা মুখে হাত রেখে তিনি বলে চললেন, ভাবাকুল সদাশয় নিদ্রালু চোখে তাঁর তারার মতো ছটা, 'তোমারই দোষ। প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুমি ভয় পেলে। আর আমি তখন যা বলেছিলাম, আমি জানি না কার চান্স বেশি। এস্পার-ওস্পার করলে না কেন? আমি তোমাকে তখন বলেছিলাম যে...' মুখ পুরো না খুলে একটা চিবুক দিয়ে হাই তুললেন তিনি।

তাঁর দিকে চেয়ে লেভিন ভাবলেন, 'আমি যে পাণিপ্রার্থনা করেছিলাম সে কি ও জানে, নাকি জানে না? কেমন একটা কূটকৌশলী ধূর্ত ভাব দেখা যাচ্ছে ওর মুখে।' এবং লাল হয়ে উঠছেন টের পেয়ে তিনি সরাসরি চাইলেন স্তেপান আর্কাদিচের চোখের দিকে। স্তেপান আর্কাদিচ বলে গেলেন, 'কিটির দিক থেকে তখন কিছু থাকলে সেটা ছিল বাইরের চাকচিক্যের আকর্ষণ। এই নিখুঁত আভিজাত্য আর সমাজে তার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা প্রভাবিত করেছিল কিটিকে নয়, তার মাকে।'

ভুরু কোঁচকালেন লেভিন। প্রত্যাখ্যানের যে হীনতা তাঁকে সইতে হয়েছিল, সেটা যেন তাজা, সদ্যোহানা একটা আঘাত হয়ে দগ্ধ করল তাঁর হৃদয়। তবে তিনি নিজের বাড়িতে, আর বাড়ির দেয়াল সর্বদাই কিছু কাজ দেয়।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও' — অবলোনস্কিকে থামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'বলছ, আভিজাত্য। কিন্তু তোমাকে জিগ্যেস করি, ভ্রন্স্কি বা আর যে কেউ হোক না কেন, তার আভিজাত্যটা কিসে, এমন আভিজাত্য যাতে আমায় হেয় জ্ঞান করবে? ভ্রন্স্কিকে তুমি অভিজাত বলে ভাবো, আমি ভাবি না। এমন একটা লোক, বাপ যার নেহাৎ কেউকেটা থেকে বাগিয়ে টাগিয়ে ওপরে উঠেছে, মায়ের যার ঈশ্বর জানেন সংগম নেই কার সঙ্গে... না ভাই, মাপ করো, অভিজাত বলে আমি মনে করি নিজেকে এবং আমার মতো লোকেদের যারা অতীতের তিন-চার পুরুষ অবধি অতি উচ্চমানে শিক্ষিত সদ্‌বংশের দিকে আঙুল দেখাতে পারে, (প্রতিভা এবং বুদ্ধিমত্তা অন্য ব্যাপার), যারা কখনো কারো তোষামোদ করে নি, কারো মুখাপেক্ষী থাকে নি, যেভাবে দিন কাটিয়ে গেছেন আমার বাবা, আমার দাদু। এ ধরনের লোক অনেক জানা আছে আমার। আমি যে বনের গাছ গুনে দেখি, এটা তোমার কাছে নীচতা বলে হয়, তিরিশ হাজার তুমি দান করে দাও রিয়াবিনিনকে; কিন্তু তুমি তো পাও খাজনা, জানি না আরো কী সব পাও, আমি পাই না, তাই বংশ আর পরিশ্রমটাই আমার কাছে মূল্যবান... আমরাই অভিজাত, ওরা নয় যারা বেঁচে থাকে দুনিয়ার শক্তিধরদের কাছ থেকে পাওয়া মুষ্টিভিক্ষায়, দশ কোপেকেই যাদের কিনে নেওয়া যায়।'

'আরে, কার ওপর তুমি খাপ্পা হচ্ছ? আমি তোমার সঙ্গে একমত' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন আন্তরিকতার সঙ্গেই, খুশি হয়ে, যদিও বুঝতে পারছিলেন যে দশ কোপেক দিয়ে যাদের কেনা যায়, তাদের দলে তাঁকেও ফেলছেন লেভিন। লেভিনের উত্তাপ ভালো লেগেছিল তাঁর। 'কার ওপর খাপ্পা হচ্ছ তুমি? অবিশ্যি ভ্রন্স্কি সম্পর্কে তুমি যা বলছ তার অনেকখানিই সত্যি নয়, কিন্তু সে কথা আমি বলছি না। সোজাসুজি বলছি তোমাকে, আমি হলে একসঙ্গে চলে যেতাম মস্কোয় এবং...'

'উঁহু, আমি জানি না তুমি জানো কি না, তবে তাতে কিছু এসে যায় না আমার। তোমাকে বলেই রাখি, আমি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, কাতেরিনা আলেক্‌সান্দ্রভনা এখন আমার কাছে একটা গুরুভার, লজ্জাকর স্মৃতি।'

'কেন? কী বাজে কথা!'

'কিন্তু ও কথা আর নয়। তোমার ওপর যদি রূঢ়তা হয়ে থাকে, ক্ষমা করো ভাই' — লেভিন বললেন। বলার যা ছিল সবখানি বলে ফেলার পর উনি এখন আবার সেই সকাল বেলাকার মানুষ, 'আমার ওপর রাগ করছ না তো স্তিভা? রাগ করো না ভাই' — এই বলে হেসে তিনি হাত ধরলেন বন্ধুর।

'আরে না, এতটুকু না, কিছুই নেই রাগ করার। আমাদের বোঝাবুঝি হয়ে গেল বলে আনন্দই হচ্ছে আমার। আর জানো, সকালে পাখি আসে ভালো। আমি হয়ত ঘুমোবই না, শিকার থেকে সোজা স্টেশন।'

'সে তো ভালোই।'

॥ ১৮ ॥

দ্রন্স্কির অন্তর্জীবন তাঁর কামাবেগে ভরপুর হয়ে থাকলেও বহির্জীবন অপরিবর্তিত, অব্যাহত ধারায় চলতে থাকল আগের মতোই সামাজিক আর রেজিমেণ্ট-কেন্দ্রিক সম্পর্কাদি ও স্বার্থের অভ্যস্ত পথে। রেজিমেণ্টের স্বার্থ দ্রন্স্কির জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল, সেটা এই জন্যও বটে যে রেজিমেণ্টকে তিনি ভালোবাসতেন, কিন্তু আরো বেশি করে এই জন্য যে রেজিমেণ্টও ভালোবাসত তাঁকে। রেজিমেণ্টের লোকেরা দ্রন্স্কিকে শুধু ভালোই বাসত না, শ্রদ্ধাও করত, গর্ব বোধ করত তাঁকে নিয়ে, গর্বটা এই জন্য যে বিপুল বিত্তশালী সুশিক্ষিত গুণবান এই যে লোকটির সামনে যত কিছু সাফল্য, আত্মাভিমান, উচ্চাভিলাষের পথ খোলা, তিনি কিনা এ সবকিছু তুচ্ছ করে জাগতিক সমস্ত স্বার্থের মধ্যে থেকে মনেপ্রাণে বরণ করে নিয়েছেন রেজিমেণ্ট আর বন্ধুমহলের স্বার্থ। তাঁর সম্পর্কে সাথিদের এই মনোভাব দ্রন্স্কির অজ্ঞাত ছিল না, আর এই জীবনটাকে ভালোবাসা ছাড়াও তাঁর সম্পর্কে যে মনোভাব গড়ে উঠেছে তার পোষকতা করাও নিজের কর্তব্য বলে জ্ঞান করতেন তিনি।

তবে বলাই বাহুল্য, সঙ্গীদের কারো কাছেই নিজের প্রেমের কথা বলতেন না তিনি, প্রচণ্ড পানোৎসবেও (নিজের ওপর দখল হারাবার মতো মাতাল তিনি অবশ্য কখনো হতেন না) তাঁর পেটের কথা কিছু বেরিয়ে পড়ত না,

লঘুচিত্ত তাঁর যে বন্ধুরা তাঁর প্রণয় নিয়ে ইঙ্গিত করার চেষ্টা করত, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারতেন তিনি। কিন্তু তাহলেও তাঁর প্রেমের কথা জানাজানি হয়ে যায় গোটা শহরে — সবাই কম-বেশি অনুমান করতে পারত কারেনিনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক — তাঁর প্রেমের ব্যাপারে সবচেয়ে যেটা কষ্টকর তার জন্যই যুবকদের অধিকাংশ ঈর্ষা করত তাঁকে, যথা — কারেনিনের উচ্চ প্রতিষ্ঠা এবং সেই কারণে সমাজের চোখে এই প্রণয়টার দৃষ্টিকটুতা।

আন্নাকে যে ন্যায়পরায়ণা বলা হয়, এটা শুনে শুনে বহুদিন যাদের বিরক্তি ধরে গেছে, ঈর্ষান্বিত সেই সব যুবতীদের অধিকাংশ খুশি হল তাদের আন্দাজ-অনুমানে, এবং অপেক্ষায় রইল কবে সামাজিক অভিমত পালটায়, যাতে তারা ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের ঘেন্নার জগদ্দল পাথর নিয়ে। সময় হলে যেসব কাদার দলা তারা ছুড়ে মারবে, তা এর মধ্যেই তৈরি হয়ে উঠছিল। এই যে সামাজিক কেলেঙ্কারির আয়োজন হচ্ছিল অধিকাংশ বয়স্ক ও উচ্চপদস্থ লোকে অসন্তুষ্ট হচ্ছিলেন তাতে।

ভ্রন্‌স্কির মা ছেলের এই প্রেমলীলার কথা জেনে প্রথমটা খুশিই হয়েছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা, উঁচু সমাজে একটা কান্ড বাধালে চৌকশ নবযুবকের যতটা শোভা বাড়ে, তেমন আর কিছুতে হয় না, তা ছাড়া যে কারেনিনাকে তাঁর ভারি ভালো লেগেছিল, নিজের ছেলের কথা যিনি অত গল্প করেছিলেন, তিনিও কাউণ্টেস ভ্রন্‌স্কায়ার মতে যা হওয়া উচিত, তেমনি সুন্দরী সুশীলা নারীর মতোই। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারলেন যে ভাগ্যোন্নতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রস্তাব পেয়েও ছেলে তা প্রত্যাখ্যান করেছে শুধু রেজিমেণ্টে থাকবার জন্য, যাতে কারেনিনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, জানতে পান যে উচ্চপদস্থরা এর জন্য তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট, সুতরাং তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন। তা ছাড়া এই যোগাযোগ সম্পর্কে তিনি যাকিছু জেনেছিলেন, তা থেকে এটাও তাঁর ভালো লাগে নি যে ব্যাপারটা তেমন চমৎকার, লালিত্যময় নয় যা তিনি অনুমোদন করতে পারেন, এ যে এক ভের্টের-মার্কা মরিয়া আবেগ যার পরিণতি হতে পারে কোনো একটা আহাম্মকিতে বলে তিনি শুনেছেন। হঠাৎ তাঁর মস্কো ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে তিনি তাঁকে দেখেন নি, বড়ো ছেলের মারফত তিনি দাবি করেন যেন তিনি আসেন তাঁর কাছে।

বড়ো ভাইও ছোটোর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ ভালোবাসাটা কেমন,

সামান্য নাকি প্রবল, উদ্বেল নাকি নিরাবেগ, পাতক নাকি নিষ্পাপ (সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও তিনি এক নর্তকীকে রক্ষিতা রেখেছিলেন, তাই এ ব্যাপারে তাঁর উদারতা ছিল), এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামান নি; কিন্তু তিনি জানতেন যে এই ভালোবাসাটা যাঁদের ভালো লাগার কথা, তাঁদের তা লাগছে না, তাই ভাইয়ের আচরণ অনুমোদন করেন নি তিনি।

সৈন্যদলে কাজ আর সমাজ ছাড়াও ভ্রন্‌স্কির আরো একটা নেশা ছিল— ঘোড়া, এ নিয়ে তিনি পাগল।

এ বছর অফিসারদের হার্ডল-রেস হবার কথা। ভ্রন্‌স্কি তাতে নাম লেখান, কেনেন ভালো জাতের একটি বিলাতী মাদি ঘোড়া, এবং প্রেমের ব্যাপারটা সত্ত্বেও আসন্ন ঘোড়দৌড় নিয়ে মেতে ওঠেন, যদিও সংযম না হারিয়ে...

এই দুই নেশা পরস্পরবিরোধী হয় নি। বরং প্রেম ছাড়াও তাঁর দরকার ছিল কাজ আর ব্যসন, যাতে তাজা হয়ে উঠতে পারেন, বিশ্রাম পায় তাঁর বড়ো বেশি উত্তেজিত অনুভূতি।

॥ ১৯ ॥

ক্রাস্নয়ে সেলো গ্রামে ঘোড়দৌড়ের দিন ভ্রন্‌স্কি রেজিমেণ্টের ক্যাণ্টিনে বিফস্টিক খেতে এলেন তাঁর অভ্যস্ত সময়ের আগেই। কড়া সংযম পালনের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কেননা তাঁর ওজন যা দরকার ঠিক তাই — সাড়ে চার পুদ, তবে মুটিয়ে ওঠাও চলে না, তাই ময়দার খাবার আর মিষ্টি জিনিস তিনি এড়িয়ে চলতেন। টেবিলে দুই কনুই রেখে বরাত দেওয়া বিফস্টিকের অপেক্ষায় বসে ছিলেন তিনি, শাদা ওয়েস্ট-কোটের ওপর জ্যাকেটের বোতাম খোলা, প্লেটের ওপর একটা ফরাসি নভেল ছিল, সেটা দেখছিলেন। বইটা দেখছিলেন কেবল যেসব অফিসার আসছে আর যাচ্ছে তাদের সঙ্গে যাতে কথা কইতে না হয়। আর ভাবছিলেন।

ভাবছিলেন যে ঘোড়দৌড়ের পর তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়েছেন আন্না। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি তিন দিন। স্বামী বিদেশ থেকে ফিরেছেন, ফলে আজকের সাক্ষাৎটা সম্ভব হবে কিনা জানতেন না এবং সেটা কী করে জানা যায় তাও ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষ বার তিনি আন্নাকে দেখেছেন তাঁর জেঠতুত বোন বেট্‌সির পল্লীভবনে। কারেনিনদের পল্লীভবনে

তিনি যেতেন যথাসম্ভব কম। এখন তাঁর ইচ্ছে হচ্ছিল সেখানে যাবার, এবং সেটা কিভাবে সম্ভব করা যায় তাই ভাবছিলেন। 'অবশ্যই বলব যে ঘোড়দৌড়ে আন্না আসবেন কিনা তা জানার জন্যে বেট্‌সি আমায় পাঠিয়েছেন। অবশ্যই যাব' — বইটা থেকে মাথা তুলে মনে মনে স্থির করলেন তিনি। তাঁকে দেখতে পাবার সুখকল্পনায় মুখখানা তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল।

রুপোর তপ্ত ডিশে যে পরিচারক বিফস্টিক এনে দিল, তাকে তিনি বললেন, 'আমার বাড়িতে একজন লোক পাঠিয়ে বলে দাও যেন তাড়াতাড়ি ত্রয়কা নিয়ে আসে।' ডিশটা টেনে নিয়ে খেতে শুরু করলেন তিনি।

পাশের বিলিয়ার্ড কক্ষ থেকে শোনা যাচ্ছিল বল মারার শব্দ, কথাবার্তা, হাসি। প্রবেশদ্বারে দেখা দিলেন দু'জন অফিসার: একজন অল্পবয়সী, দুর্বল পাতলা মুখ, পেজ কোর থেকে রেজিমেণ্টে এসেছে সম্প্রতি; অন্য জন মোটাসোটা বয়স্ক অফিসার, এক হাতে একটা ব্রেসলেট, চর্বি ঢাকা খুদে খুদে চোখ।

ভ্রন্‌স্কি তাকালেন ওঁদের দিকে, তারপর ভুরু কুঁচকে, যেন ওঁদের দেখেন নি এমন ভাব করে আড়চোখে বইটার দিকে চেয়ে একই সঙ্গে খেতে এবং পড়তে থাকলেন।

'কী, কাজে নামার আগে একটু খেঁট মারা হচ্ছে বুঝি?' ভ্রন্‌স্কির কাছে বসে বললেন মুটকো অফিসার।

'দেখতেই পাচ্ছ' — ভুরু কুঁচকে, মুখ মুছে এবং তাঁর দিকে না তাকিয়ে ভ্রন্‌স্কি জবাব দিলেন।

'মুটিয়ে যাবার ভয় হচ্ছে না?' ছোকরা অফিসারটির জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে মুটকো বললেন।

'কী?' ভ্রন্‌স্কি বললেন রাগত স্বরে, বিতৃষ্ণায় মুখ বিকৃত করলেন, দেখা গেল তাঁর সমান মাপের দাঁতের সারি।

'মুটিয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছে না?'

'ওহে, এক বোতল শেরি!' কোনো জবাব না দিয়ে ভ্রন্‌স্কি ডাকলেন পরিচারককে, বইটা অন্য দিকে সরিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন।

মুটকো অফিসার সুরার তালিকাটা নিয়ে ফিরলেন ছোকরা অফিসারের দিকে।

তালিকাটা তাকে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, 'কী খাবে বেছে নাও।'

'রাইন ওয়াইন' — ভ্রন্‌স্কির দিকে ভয়ে ভয়ে কটাক্ষে চেয়ে ছোকরা অফিসারটি বললে, সামান্য দেখা দেওয়া মোচে আঙুল বুলাতে লাগল সে। ভ্রন্‌স্কি মুখ ফেরাচ্ছেন না দেখে সে উঠে দাঁড়াল।

বললে, 'বিলিয়ার্ড ঘরে যাওয়া যাক।'

মুটকো অফিসার বাধ্যের মতো উঠে গেলেন দরজার দিকে।

এই সময় ঘরে ঢুকলেন দীর্ঘকায় রাশভারি ক্যাপ্‌টেন ইয়াশ্‌ভিন, তাচ্ছিল্যভরে অফিসার দু'জনের দিকে ওপর থেকে মাথা নুইয়ে তিনি গেলেন ভ্রন্‌স্কির কাছে।

'আরে, এই যে!' প্রকাণ্ড হাতে ভ্রন্‌স্কির কাঁধপট্টিতে চাপড় মেরে তিনি বললেন। ভ্রন্‌স্কি রেগেমেগে তাকালেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মুখ তাঁর জ্বলজ্বল করে উঠল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত ও সুস্থির প্রীতিতে।

'ভালো বুদ্ধি করেছিস আলিওশা' — জলদগম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ক্যাপ্‌টেন বললেন, 'এবার খা, তারপর একপাত্র মদ্য।'

'নাঃ, ইচ্ছে করছে না।'

'মানিকজোড় বটে!' যে অফিসার দু'জন এই সময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের দিকে উপহাসের দৃষ্টিতে চেয়ে ইয়াশ্‌ভিন বললেন। ভ্রন্‌স্কির পাশে তিনি বসলেন চেয়ারের পক্ষে বড়ো বেশি উঁচু আঁটো ব্রিচেস পরা পা দুখানা তীক্ষ্ম কোণে বেঁকিয়ে। 'কাল ক্রাস্নেনস্কি থিয়েটারে এলি না যে? মন্দ করল না নুমেরভা। কোথায় ছিলি?'

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'ত্‌ভের্স্কয়দের ওখানে।'

'ও!' ইয়াশ্‌ভিন মন্তব্য করলেন।

ইয়াশ্‌ভিন জুয়াড়ী, মদ্যপ, কোনো নীতির বালাই তাঁর ছিল না শুধু তাই নয়, বরং ছিল যত গর্হিত সব নীতি। রেজিমেণ্টে ইনি ভ্রন্‌স্কির সেরা বন্ধু। ভ্রন্‌স্কি তাঁকে ভালোবাসতেন যেমন তাঁর অসাধারণ দৈহিক শক্তির জন্য, যা প্রকাশ পেত গেলাসের পর গেলাস মদ টানা, না ঘুমানো, অথচ একই রকম থেকে যাবার ক্ষমতায়, তেমনি তাঁর বিপুল নৈতিক শক্তির জন্য, যা প্রকাশ পেত তাঁর ওপরওয়ালা ও বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যা তাঁর প্রতি তাদের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধা জাগাত, প্রকাশ পেত জুয়া খেলায়, আর খেলতেন হাজার হাজার টাকা এবং যত মদই টানুন, খেলতেন এমন সূক্ষ্ম অটল চালে যে ব্রিটিশ ক্লাবের পয়লা নম্বরের জুয়াড়ী বলে ধরা হত তাঁকে। ভ্রন্‌স্কি তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন বিশেষ করে

এই কারণে যে ইয়াশ্‌ভিন তাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম বা টাকাকড়ির জন্য নয়, তাঁর নিজের জন্যই, এটা তিনি অনুভব করতেন। সমস্ত লোকেদের মধ্যে একা তাঁর কাছেই কেবল ভ্রন্‌স্কি নিজের প্রেমের ঘটনাটা বলতে পারতেন। ভ্রন্‌স্কি টের পেতেন যে সবকিছু ভাবপ্রবণতার প্রতি ইয়াশ্‌ভিন অবজ্ঞা পোষণ করেন বলে মনে হলেও যে প্রবল হৃদয়াবেগে তাঁর জীবন এখন ভরে উঠেছে সেটা তিনিই বুঝতে পারবেন। তা ছাড়া তাঁর সন্দেহ ছিল না যে ইয়াশ্‌ভিন নিশ্চয় পরচর্চা আর কেলেঙ্কারিতে এখন আর তৃপ্তি পাচ্ছেন না, এই হৃদয়াবেগটা যেভাবে উচিত সেইভাবেই বুঝবেন, অর্থাৎ জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে এই প্রেমটা ঠাট্টা কি মজার ব্যাপার নয়, অতি গুরুত্বপূর্ণ।

নিজের প্রেমের কথা ভ্রন্‌স্কি ওঁকে বলেন নি, কিন্তু জানতেন যে তিনি সবই জানেন, যা উচিত তা সবই বুঝছেন, সেটা ওঁর চোখে লেখা আছে দেখে ভ্রন্‌স্কির আনন্দ হত।

'ও, হ্যাঁ!' ভ্রন্‌স্কি ত্‌ভের্স্কয়দের ওখানে ছিলেন শুনে মন্তব্য করলেন ইয়াশ্‌ভিন এবং তাঁর যা বদভ্যাস, কালো চোখ জ্বলজ্বল করে মোচের বাঁ দিকটা মুখে পুরলেন।

'আর কাল তুই কী করলি? জিতেছিস?' ভ্রন্‌স্কি জিগ্যেস করলেন।

'আট হাজার। তবে তিন হাজারের নিশ্চয়তা নেই, পাব কিনা সন্দেহ।'

'তা আমাকে বাজি ধরে হারতেও পারিস' — হেসে বললেন ভ্রন্‌স্কি। (ভ্রন্‌স্কির ওপর বড়ো একটা বাজি ধরেছিলেন ইয়াশ্‌ভিন)।

'হারব না কিছুতেই। ভয় শুধু মাখোতিনকে।'

আলাপ চলল আজকের ঘোড়দৌড়ের সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে, ভ্রন্‌স্কির চিন্তা শুধু ওইটাই।

'যাওয়া যাক। আমার খাওয়া শেষ' — উঠে দরজার দিকে গেলেন ভ্রন্‌স্কি। ইয়াশ্‌ভিনও তাঁর বিশাল পা আর লম্বা পিঠ টান করে উঠে দাঁড়ালেন।

'খেতে আমার দেরি আছে, কিন্তু পান করা দরকার, এক্ষুনি আসছি। ওহে, মদ!' রেজিমেণ্টে বিখ্যাত তাঁর গমগমে গলায় শার্সি কাঁপিয়ে হাঁক দিলেন ইয়াশ্‌ভিন। 'নাঃ, দরকার নেই' — তৎক্ষণাৎ আবার তিনি চেঁচালেন, 'তুই বাড়ি যাচ্ছিস, আমিও যাই তোর সঙ্গে।'

দু'জনে বেরিয়ে গেলেন।

ভ্রন্‌স্কি থাকতেন পার্টিশান দিয়ে আধাআধি ভাগ করা প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন একটি কৃষক কুটিরে। ক্যাম্পেও পেত্রিৎস্কি থাকতেন তাঁর সঙ্গে। ভ্রন্‌স্কি আর ইয়াশ্‌ভিন যখন এলেন, পেত্রিৎস্কি তখন ঘুমোচ্ছিলেন।

'ওঠ, খুব ঘুমিয়েছিস' — পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে বালিশে নাক গুঁজে থাকা পেত্রিৎস্কির কাঁধে ধাক্কা দিয়ে বললেন ইয়াশ্‌ভিন।

পেত্রিৎস্কি হঠাৎ হাঁটুতে ভর দিয়ে লাফিয়ে উঠে চেয়ে দেখলেন দু'জনকে।

ভ্রন্‌স্কিকে বললেন, 'তোর দাদা এসেছিল, আমাকে জাগিয়ে দিলে হতচ্ছাড়াটা, বললে ফের আসবে।' আবার কম্বল টেনে নিয়ে মাথা রাখলেন বালিশে। 'জ্বালাস নে বাপু ইয়াশ্‌ভিন' — ওঁর কম্বলটা টানছিলেন ইয়াশ্‌ভিন, তাতে চটে উঠে পেত্রিৎস্কি বললেন, 'ছাড় তো!' পাশ ফিরে চোখ মেললেন তিনি, 'তার চেয়ে বরং বল কী পান করা যায়; এমন বিস্বাদ হয়ে আছে মুখটা যে...'

'সবচেয়ে ভালো হবে ভোদকা' — গাঁকগাঁক করে উঠলেন ইয়াশ্‌ভিন, 'তেরেশ্চেঙ্কো! বাবুর জন্যে ভোদকা আর শসা!' চেঁচিয়ে বললেন তিনি, বোঝা যায় নিজের গলা শুনতে তাঁর ভালো লাগছিল।

'বলছিস ভোদকা? এ্যাঁ?' মুখ কুঁচকে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বললেন পেত্রিৎস্কি, 'আর তুই খাবি? তাহলে একসঙ্গেই খাওয়া যাক! খাবি ভ্রন্‌স্কি?' উঠে দাঁড়িয়ে বাঘছালের কম্বলটা হাতের নিচে জড়াতে জড়াতে পেত্রিৎস্কি বললেন।

পার্টিশানের দরজায় এসে হাত তুলে ফরাসি ভাষায় গেয়ে উঠলেন 'এক যে রাজা ছিল গো তু-উ-লায়'। 'ভ্রন্‌স্কি, টানবি?'

'ভাগ তো' — চাকর যে ফ্রক-কোটটা এনে দিয়েছিল সেটা পরতে পরতে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'কোথায় রে?' ইয়াশ্‌ভিন জিগ্যেস করলেন। একটা ত্রয়কা গাড়ি আসতে দেখে যোগ দিলেন, 'ত্রয়কাও এসে গেছে দেখছি।'

'আস্তাবলে, তা ছাড়া ঘোড়ার ব্যাপারে ব্রিয়ান্‌স্কির কাছেও যেতে হবে' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

ভ্রন্‌স্কি সত্যিই ব্রিয়ান্‌স্কিকে কথা দিয়েছিলেন যে পিটার্সহফ থেকে দশ ভার্স্ট দূরে তার কাছে গিয়ে টাকা দিয়ে আসবেন ঘোড়ার জন্য;

চেয়েছিলেন ওখানেও ঢু মেরে আসতে পারবেন। কিন্তু বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন যে শুধু ব্রিয়ান্স্কির কাছেই তিনি যাচ্ছেন না। গান চালিয়ে যেতে যেতেই চোখ মটকালেন পেত্রিৎস্কি, ঠোঁট ফোলালেন যেন বলতে চান: জানি রে তোর ব্রিয়ান্স্কিকে।

'দেখিস, দেরি করিস না যেন!' শুধু এইটুকু বলে ইয়াশ্ভিন প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য যে ঘোড়াটাকে বিক্রি করেছেন জানলা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'তা আমার ফুট-ফুটকি কাজ দিচ্ছে কেমন, ভালো?'

ভ্রন্স্কি ততক্ষণে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, পেত্রিৎস্কি তাঁর উদ্দেশে চেঁচালেন, 'আরে দাঁড়া, দাঁড়া! তোর দাদা তোর জন্যে একটা চিঠি আর চিরকুট রেখে গেছে। দাঁড়া, দাঁড়া, কোথায় সেগুলো?'

ভ্রন্স্কি দাঁড়ালেন।

'কিন্তু কোথায় সেগুলো?'

'কোথায়? আরে সেই তো প্রশ্ন!' নাক থেকে ওপরের দিকে তর্জনী তুলে সগাম্ভীর্যে বললেন পেত্রিৎস্কি।

'আরে বল বাপু, ফক্কুড়ি করিস না' — ভ্রন্স্কি বললেন হেসে।

'ওটা দিয়ে তো আর ফায়ার-প্লেস ধরাই নি, এইখানেই থাকবে কোথাও।'

'নে, বাজে কথা রাখ! কোথায় চিঠি?'

'উঁহু, সত্যি মনে নেই। নাকি স্বপ্নে দেখলাম? দাঁড়া, দাঁড়া, রাগ করিস না। গতকাল যদি আমার মতো চার বোতল শেষ করতিস, তাহলে তুইও ভুলে যেতিস কোথায় আছিস। দাঁড়া ভেবে দেখি।'

পেত্রিৎস্কি পার্টিশানের ওপাশে গিয়ে শুলেন নিজের বিছানায়।

'দাঁড়া, এইভাবে শুয়ে ছিলাম আমি আর ও দাঁড়িয়ে ছিল ওইখানে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ... এই যে!' তোষকের তলে যেখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেখান থেকে পেত্রিৎস্কি টেনে বার করলেন চিঠিটা।

চিঠি নিয়ে দাদার চিরকুট পড়ে দেখলেন ভ্রন্স্কি। যা ভেবেছিলেন, তাই-ই। যান নি বলে মা অনুযোগ করেছেন চিঠিতে, দাদার চিরকুটে লেখা আছে কথা কওয়া দরকার। ভ্রন্স্কি জানতেন সবই ওই ব্যাপারটা নিয়েই। 'ওঁদের এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কী আছে?' এই ভেবে ভ্রন্স্কি চিঠিটা দলা-মোচড়া করে গুঁজলেন ফ্রক-কোটের বোতামের ফাঁকে, পথে যেতে যেতে মন দিয়ে পড়বেন বলে। বেরবার বারান্দায় দেখা হল দু'জন অফিসারের সঙ্গে, একজন তাঁদের, দ্বিতীয় জন অন্য রেজিমেণ্টের লোক।

ভ্রন্‌স্কির বাসা সর্বদাই সমস্ত অফিসারদের আড্ডাস্থল।

'কোথায়?'

'পিটার্সহফে, কাজ আছে।'

'জারস্কোয়ে থেকে ঘোড়া এসেছে?'

'এসেছে, তবে আমি এখনো দেখি নি।'

'শুনছি নাকি মাখোতিনের গ্লাদিয়াতর খোঁড়া হয়েছে।'

'বাজে কথা। কিন্তু এই কাদায় আপনারা দৌড়বেন কেমন করে?' বললে অন্যজন।

'এতেই আমার উদ্ধার!' আগতদের দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন পেত্রিৎস্কি। সামনে তাঁর ভোদকা আর ট্রে-তে নোনা শসা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অর্দালি। 'তরতাজা হয়ে ওঠার জন্যে খেতে হুকুম করছে ইয়াশ্‌ভিন।'

'কাল আমাদের বেশ দেখালেন বটে' — বললে নবাগতদের একজন। 'সারা রাত ঘুমতে দেন নি।'

'কিন্তু শেষটা হল কেমন?' পেত্রিৎস্কি বলতে লাগলেন, 'ভলকোভ ছাদে উঠে বলে ওর নাকি মন খারাপ লাগছে। আমি বললাম, লাগাও গান, অন্ত্যেষ্টি মার্চ! ওই অন্ত্যেষ্টি মার্চ সঙ্গীত শুনতে শুনতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল ছাদের ওপর।'

'খেয়ে নে, ভোদকাটা খেয়ে নিতেই হবে, তারপর সেল্‌ৎসার জল আর প্রচুর লেবু' — পেত্রিৎস্কির ওপর ঝুঁকে ইয়াশ্‌ভিন বলছিলেন মায়ের মতো, যেন জোর করে ওষুধ গেলাচ্ছেন। 'তারপর খানিকটা শ্যাম্পেন, এই বোতলখানেক।'

'হ্যাঁ, এটা বুদ্ধিমানের মতো কথা। দাঁড়া ভ্রন্‌স্কি, মদ খাওয়া যাক।'

'উঁহু, আসি মশাইরা। আজ আমি মদ খাব না।'

'কী, চর্বি জমবে ভাবছিস? তাহলে আমরা নিজেরাই চালাই। দে সেল্‌ৎসার জল আর লেবু।'

ভ্রন্‌স্কি যখন প্রায় বেরিয়ে এসেছেন, কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভ্রন্‌স্কি!'

'কী হল?'

'তুই চুল ছাঁটলে পারিস, নইলে বড্ড ভারি হয়ে উঠছে, বিশেষ করে টাকের জায়গাটায়।'

সত্যিই ভ্রন্‌স্কির চুল পাতলা হয়ে আসছিল অকালে। খুশি হয়ে হেসে

নিজের সমান ছাঁদের দাঁত দেখিয়ে টুপিটা টাকের ওপর টেনে এনে ভ্রন্‌স্কি বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলেন।

'আস্তাবল' — এই বলে পড়বার জন্য চিঠিটা নিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নিলেন না, যাতে ঘোড়া দেখার আগে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত না হয়। 'পরে!..'

॥ ২১ ॥

অস্থায়ী আস্তাবলটা তক্তা দিয়ে বানানো একটা চালা, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছেই, গতকালই সেখানে তাঁর ঘোড়ার এসে পড়ার কথা। এখনো তাকে তিনি দেখেন নি। ইদানীং নিজে তিনি তাতে চাপছিলেন না, ভার দিয়েছিলেন ট্রেনারের ওপর, তখন একেবারেই তিনি জানতেন না ঘোড়াটা কী অবস্থায় এসেছে এবং আছে। গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই তাঁর সহিস, যাকে খোকা বলে ডাকা হয়, দূর থেকে গাড়িটা চিনতে পেরে ট্রেনারকে ডেকে আনে। লম্বা হাইবুট আর খাটো জ্যাকেট পরা শুকনোটে চেহারার ইংরেজ, শুধু থুতনির কাছে ছেড়ে রাখা হয়েছে কিছুটা দাড়ি, জকিদের আনাড়ী চলনে দুই কনুই প্রসারিত করে দুলতে দুলতে এগিয়ে এল তাঁর দিকে।

'তা কেমন আছে ফ্রু-ফ্রু?' ভ্রন্‌স্কি জিগ্যেস করলেন ইংরেজিতে।

'All right, sir — সব ঠিক আছে মশাই' — গলার কোন ভেতর বাগ থেকে ইংরেজটি বললে। 'তবে কাছে না যাওয়াই ভালো' — টুপি তুলে যোগ করলে সে; 'আমি ওকে মুখসাজ পরিয়েছি, কিছু চকে আছে। না যাওয়াই ভালো, তাতে ঘোড়া খেপে উঠবে।'

'না, আমি যাব। দেখতে চাই।'

'তাহলে চলুন' — ইংরেজটি বললে ভ্রূকুটি করে আর সেই একই ভাবে মুখ না খুলে, এবং কনুই নাড়াতে নাড়াতে নড়বড়ে চলনে চলল আগে আগে।

ওঁরা ঢুকলেন ব্যারাকের সামনে আঙিনাটায়। হাতে ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কোর্তা পরা বাহারে সাজে যে তুখোড় ছেলেটি ডিউটিতে ছিল, সে এগিয়ে চলল ওঁদের পেছন পেছন। ব্যারাকের স্টলে স্টলে ছিল পাঁচটি ঘোড়া, ভ্রন্‌স্কি জানতেন যে আজ নিয়ে আসা হয়েছে এবং এখানেই আছে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, মাখোতিনের লালচে আভার উজ্জ্বল-বাদামী দীর্ঘকায়

গ্লাদিয়াতর। নিজের ঘোড়াটার চেয়েও ভ্রন্‌স্কির বেশি ইচ্ছে হচ্ছিল গ্লাদিয়াতরকে দেখার, যাকে তিনি দেখেন নি। কিন্তু ভ্রন্‌স্কি জানতেন যে ঘোড়দৌড়ে শোভনতার নিয়ম অনুসারে তাকে দেখা তো দূরের কথা, তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করাও অনুচিত। যখন তিনি করিডর দিয়ে যাচ্ছিলেন, ছেলেটা বাঁ দিকের দ্বিতীয় স্টলের দরজা খুলল, শাদা পায়ে বড়ো একটা বাদামী ঘোড়া দেখতে পেলেন ভ্রন্‌স্কি। উনি জানতেন যে এটিই গ্লাদিয়াতর, কিন্তু অপরের খোলা একটা চিঠি থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া লোকের মতো তিনি মাথা ঘুরিয়ে চলে গেলেন ফ্রু-ফ্রুর স্টলের দিকে।

'এটি ম্যাক... ম্যাক...' — কাঁধের পেছন দিকে নোংরা নখ-ওয়ালা আঙুল দিয়ে গ্লাদিয়াতরের স্টলটা দেখিয়ে বললে ইংরেজটি। এ নামটা সে কখনোই উচ্চারণ করতে পারত না।

'মাখোতিনের? হ্যাঁ, এ আমার এক গুরুতর প্রতিদ্বন্দ্বী' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

ইংরেজটি মন্তব্য করলে, 'ওকে যদি আপনি চালাতেন, তাহলে আমি বাজি ধরতাম আপনার ওপর।'

'ফ্রু-ফ্রু স্নায়বিক, কিন্তু এটি তাগড়াই' — নিজের অশ্বচালনার তারিফে হেসে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'হার্ডল ঘোড়দৌড়ে সবটাই হল pluck-এর ব্যাপার' — ইংরেজটি জানাল।

নিজের মধ্যে যথেষ্ট pluck, অর্থাৎ উদ্যম ও সাহস ভ্রন্‌স্কি শুধু যে অনুভব করতেন তাই নয়, তার চেয়েও যেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তিনি একেবারে সুনিশ্চিত ছিলেন যে এই pluck জিনিসটা তাঁর চেয়ে বেশি দুনিয়ায় আর কারো নেই।

'আর বেশি ঘামানোর দরকার নেই বলে আপনি মনে করেন?'

'দরকার নেই' — জবাব দিলে ইংরেজটি; তারপর যে বন্ধ স্টলটার পাশে ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন, খড়ের ওপর খুর ফেলার শব্দ আসছিল যেখান থেকে, মাথা হেলিয়ে তার দিকে ইঙ্গিত করে সে যোগ দিলে, 'জোরে কথা বলবেন না দয়া করে। ঘোড়াটা চেগে আছে।'

দরজা খুলল সে, ছোটো একটি গবাক্ষের আলোয় স্বল্পালোকিত স্টলের ভেতরে ঢুকলেন ভ্রন্‌স্কি। টাটকা খড়ের ওপর এ-পা ও-পা করে দাঁড়িয়ে ছিল মুখসাজ পরানো গাঢ় পিংলা রঙের ঘোড়া। আধা-অন্ধকারে

চোখ মেলে নিজের অজ্ঞাতসারে এক দৃষ্টিতেই ভ্রন্‌স্কি ফের তাঁর পেয়ারের ঘোড়াটার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে নিলেন। ফ্রু-ফ্রু ছিল মাঝারি আকারের ঘোড়া, সর্বাঙ্গে নিখুঁতও নয়। হাড়ের দিক থেকে সে সরু গোছের। বুক সামনের দিকে প্রচণ্ড এগিয়ে থাকলেও সে বুক প্রশস্ত নয়। পাছা সামান্য ঝুলে-পড়া, সামনের, বিশেষ করে পেছনের পা তেরছা। সামনের পেছনের কোনো পায়ের পেশীই তেমন জাঁকালো নয়; কিন্তু কাঁধ অসাধারণ চওড়া যা তার ঠাট আর রোগা পেটের দরুন বিশেষ চমৎকৃত করে। সামনে থেকে দেখলে হাঁটুর নিচে তার পায়ের হাড় আঙুলের চেয়ে বেশি মোটা বলে মনে হবে না, কিন্তু পাশ থেকে দেখলে তা অসাধারণ চওড়া। বুকের পাঁজর ছাড়া তার গোটা শরীর যেন পাশ থেকে চাপা আর দৈর্ঘ্যে প্রলম্বিত। কিন্তু উচ্চমাত্রার এমন একটা গুণ তার ছিল যাতে এই সব ত্রুটি ভুলে যেতে হয়; এই গুণটা হল উঁচু জাত, এমন জাত, যা ইংরেজরা বলে, জানানি দেয়। সাটিনের মতো মসৃণ, মিহি, চঞ্চল চামড়ার তলে বিছানো শিরার জালি থেকে প্রকট হয়ে ওঠা পেশী মনে হয় হাড়ের মতো শক্ত। শুকনোটে মুখে ফুলো-ফুলো, জ্বলজ্বলে, হাসিখুশি চোখ, সে মুখ থোবনায় এসে বিস্তৃত হয়ে গেছে প্রকাণ্ড নাসারন্ধ্রে যার ভেতর চোখে পড়ে রক্তোচ্ছ্বসিত কোমলাস্থি। তার সমস্ত অবয়বে, বিশেষ করে মাথায় ছিল সুনির্দিষ্ট, তেজস্বী, সেইসঙ্গে কমনীয় একটা ভাব। এটি তেমনি একটি পশু যা কথা কইছে না মনে হবে শুধু এই জন্য যে তার মুখের গঠন তার অনুকূল নয়।

অন্তত ভ্রন্‌স্কির মনে হত তার দিকে তাকিয়ে কী তিনি ভাবছেন তা সব বুঝতে পারছে ঘোড়াটা।

ভ্রন্‌স্কি তার কাছে যেতেই সে গভীর শ্বাস নিলে, এমনভাবে ফুলো-ফুলো চোখ ঘোরাল যে তার শাদা অংশটায় দেখা দিল রক্তের স্ফীতি, মুখসাজ ঝাঁকিয়ে, স্থিতিস্থাপকতায় এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিয়ে বিপরীত দিক থেকে সে তাকাল আগন্তুকদের দিকে।

'দেখছেন তো কেমন চেগে আছে' — ইংরেজটি বললে।

'ও, ও, সোনা আমার, লক্ষ্মী আমার' — ঘোড়ার কাছে যেতে যেতে তাকে বুঝ মানাতে লাগলেন ভ্রন্‌স্কি।

কিন্তু যতই তিনি এগুতে লাগলেন, ততই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল ঘোড়া। শুধু যখন তিনি ওর মাথার কাছে পেঁছলেন, হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল সে, মিহি নরম লোমের তলে তিরতির করতে লাগল পেশী। তার

শক্ত গ্রীবায় হাত বুলালেন ভ্রন্‌স্কি, তীক্ষ্ন ঘাড় থেকে অন্যদিকে ছিটকে পড়া একগোছা কেশর ঠিক করে দিলেন, মুখ বাড়ালেন তার প্রসারিত, বাদুড়ের মুখের মতো চিকন নাসারন্ধ্রের দিকে। উত্তেজিত নাসারন্ধ্র দিয়ে ঘোড়াটা সশব্দে নিশ্বাস নিচ্ছিল আর ছাড়ছিল, খোঁচা খোঁচা কান চেপে কেঁপে উঠল সে, শক্ত কালো ঠোঁট সে বাড়িয়ে দিল ভ্রন্‌স্কির দিকে, যেন তাঁর আস্তিন ধরতে চায়। কিন্তু মুখসাজের কথা মনে পড়ায় ফের শুরু করল তার সরু সরু এ-পায়ে ও-পায়ে ভর দিতে।

'শান্ত হ' লক্ষ্মীটি, শান্ত হ'' — আরেক বার ওর পাছা চাপড়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন এবং ঘোড়ার হাল যে চমৎকার সেটা জেনে সানন্দে বেরিয়ে গেলেন স্টল থেকে।

ঘোড়ার উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়েছিল ভ্রন্‌স্কির মধ্যেও; তিনি টের পাচ্ছিলেন যে হৃৎপিণ্ডে রক্ত উঠে আসছে, ঘোড়াটার মতোই তিনি চাইছেন ছুটতে, কামড়াতে; যেমন ভয় হচ্ছিল তাঁর, তেমনি আনন্দ।

ইংরেজটিকে তিনি বললেন, 'তাহলে আপনার ওপর ভরসা করে থাকছি। যথাস্থানে সাড়ে ছ'টায়।'

'সব ঠিক আছে' — বললে ইংরেজ, তারপর প্রায় কখনো সে যা বলে না সেই My Lord কথাটা ব্যবহার করে সে শুধাল, 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন হুজুর?'

অবাক হয়ে ভ্রন্‌স্কি মাথা তুললেন এবং প্রশ্নের এই স্পর্ধায় বিস্মিত হয়ে তিনি চাইলেন ইংরেজটির চোখে নয়, কপালের দিকে, যা কেবল তিনিই পারেন। কিন্তু প্রশ্নটা যে করা হয়েছে মনিবকে নয়, যে হতে চলেছে জকি তাকে, এটা বুঝে তিনি জবাব দিলেন:

'ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে যেতে হবে আমাকে, এক ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরব।'

'কতবার আজ আমায় এই প্রশ্নটা শুনতে হচ্ছে' — মনে মনে ভাবলেন তিনি এবং লাল হয়ে উঠলেন, যা তিনি হন কদাচিৎ। ইংরেজটি মন দিয়ে তাঁকে দেখল। এবং ভ্রন্‌স্কি কোথায় যাচ্ছেন, তা যেন সে জানে এমন ভঙ্গিতে যোগ করলে:

'দৌড়ের আগে সুস্থির থাকাটাই প্রথম কথা' — এবং বললে, 'মেজাজ ভালো রাখবেন, কিছুতেই মনমরা হবেন না যেন।'

'অল রাইট' — হেসে জবাব দিলেন ভ্রন্‌স্কি এবং গাড়িতে উঠে হুকুম করলেন পিটার্সহফে যেতে।

কিছু দূর যেতে না যেতেই যে কালো মেঘ সকাল থেকেই বৃষ্টির ভয় দেখাচ্ছিল তা এগিয়ে এসে অঝোরে ঝরে পড়ল বৃষ্টিধারায়।

'গতিক খারাপ' — হুড তুলে দিয়ে মনে মনে ভাবলেন ভ্রন্স্কি। 'এমনিতেই ছিল কাদা, এখন হয়ে দাঁড়াবে একেবারে জলা।' ঢাকা গাড়িতে একলা বসে উনি মায়ের চিঠি আর দাদার চিরকুট বার করে পড়তে লাগলেন।

হ্যাঁ, সেই একই ব্যাপার। সবাই, তাঁর মা, দাদা, সবাই তাঁর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন জ্ঞান করেছে। এই হস্তক্ষেপ তাঁর মধ্যে জাগিয়ে তুলল বিদ্বেষ — যে অনুভূতিটা তিনি বোধ করতেন কদাচিৎ। 'ওঁদের কী মাথাব্যথা? কেন সবাই মনে করে যে আমার তদারকি করা তাদের কর্তব্য? কিন্তু কী জন্যে ওরা পেছু লেগেছে আমার? কারণ ওরা দেখতে পাচ্ছে যে এটা এমন জিনিস যা তাদের বোধের বাইরে। এটা যদি হত একটা মামুলি ইতর সামাজিক কেচ্ছা, তাহলে ওরা আমায় শান্তিতে থাকতে দিত। ওরা টের পাচ্ছে এটা অন্য কিছু, এটা খেলা নয়, এ নারী আমার কাছে আমার জীবনাধিক প্রিয়। আর ঠিক এইটাই ওদের কাছে দুর্বোধ্য, সেইহেতু বিরক্তিকর। আমাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে বা ঘটবে, সেটা আমরাই ঘটিয়েছি, তার জন্যে কোনো আফশোস নেই আমাদের' — বললেন তিনি, আর 'আমরা' কথাটায় নিজেকে যুক্ত করলেন আন্নার সঙ্গে। 'না, কী করে জীবন কাটাতে হবে, সেটা ওদের শেখানোই চাই আমাদের। সুখ কী জিনিস তার ধারণাই নেই ওদের, ওরা জানে না যে এই ভালোবাসা ছাড়া আমাদের কাছে সুখও নেই, অসুখও নেই, — জীবনই নেই' — ভাবলেন ভ্রন্স্কি।

এই হস্তক্ষেপের জন্য সবার ওপরে তিনি রেগে উঠলেন ঠিক এই কারণে যে মনে মনে টের পাচ্ছিলেন, ওরা, এই সবাইরাই সঠিক। তিনি অনুভব করছিলেন যে আন্নার সঙ্গে তিনি যে প্রেমে বাঁধা পড়েছেন সেটা ক্ষণিকের মাতন নয় যা কেটে যাবে, প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর কিছু স্মৃতি ছাড়া জীবনে আর কোনো চিহ্ন না রেখে যেমন কেটে যায় উঁচু সমাজের প্রণয়ঘটিত ব্যাপার। তিনি বুঝতে পারছিলেন তাঁর ও আন্নার অবস্থার সমস্ত যন্ত্রণা, সমাজের দৃষ্টিপথে থাকায় নিজেদের প্রেম লুকিয়ে রাখা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করার দুরূহতা; এবং মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চালাকি খাটানো আর অনবরত অন্যদের কথা ভাবা কিনা তখন, যখন যে আবেগ তাঁদের বেঁধেছে তা এতই প্রবল যে নিজেদের ভালোবাসা ছাড়া আর সবকিছুই ভুলে গেছেন তাঁরা দু'জনেই।

যা তাঁর সাতিশয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ সেই মিথ্যা ও প্রতারণার ঘন ঘন প্রয়োজনীয়তার ঘটনাগুলি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল তাঁর মনে; অতি স্পষ্ট করে তাঁর মনে পড়ল মিথ্যা ও প্রতারণার এই প্রয়োজনীয়তার জন্য আন্নার মধ্যে একাধিকবার যে লজ্জাবোধ তিনি লক্ষ্য করেছেন তার কথা। আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সময় থেকে যে বিচিত্র একটা অনুভূতি তাঁকে মাঝে মাঝে পেয়ে বসত, সেটা বোধ করলেন তিনি। এটা হল কিসের প্রতি যেন বিতৃষ্ণার একটা অনুভূতি: আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি, নিজের প্রতি, নাকি গোটা সমাজের প্রতি — সেটা ঠিক ভালো করে তিনি জানতেন না। কিন্তু সর্বদাই এই বিচিত্র অনুভূতিটা তিনি দূর করে দিতেন। এবারেও তা ঝেড়ে ফেলে চালিয়ে গেলেন তাঁর চিন্তাধারা।

'হ্যাঁ, আন্না আগে ছিল অসুখী, কিন্তু গর্বিত আর সুস্থির; কিন্তু এখন সে আর শান্তি ও মর্যাদা নিয়ে থাকতে পারছে না, যদিও দেখায় না সেটা। না, এটার অবসান ঘটাতে হবে' — মনে মনে ঠিক করলেন তিনি।

এবং এই মিথ্যা যে বন্ধ করা প্রয়োজন আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ততই ভালো, এই পরিষ্কার চিন্তাটা তাঁর মাথায় এল এই প্রথম। 'এ সব ছেড়ে ছুড়ে শুধু নিজেদের ভালোবাসা নিয়ে ওকে আমাকে লুকিয়ে থাকতে হবে কোথাও গিয়ে' — নিজেকে বললেন তিনি।

॥ ২২ ॥

বৃষ্টিটা বেশিক্ষণ চলল না। ঢিলা লাগামে কদমে ছোটা দু'পাশের ঘোড়া-দুটিকে কাদার মধ্যে দিয়ে টেনে মূল ঘোড়াটা যখন প্লুতগতিতে ভ্রন্স্কির গাড়িটাকে গন্তব্যের কাছে নিয়ে এল, তখন ফের সূর্য দেখা দিল, প্রধান রাস্তার দু'পাশে পল্লীভবনগুলির চালা আর বাগানের বুড়ো লাইম গাছ সিক্ত ছটায় ঝকঝক করছে, ডাল থেকে সহর্ষে ঝরছে ফোঁটা ফোঁটা জল, চালে স্রোত। বৃষ্টিটায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ কতটা নষ্ট হবে, সে কথা আর ভাবছিলেন না ভ্রন্স্কি। এখন তাঁর এই জন্য আনন্দ হল যে বৃষ্টির দৌলতে আন্নাকে তিনি বাড়িতে পাবেন একা, কেননা তিনি জানতেন যে সম্প্রতি হাওয়া বদল করে ফেরার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পিটার্সবুর্গ থেকে পল্লীতে আসেন নি এখনো।

আন্নাকে একা পাবার আশায় ছোটো সাঁকোটা না পেরিয়েই ভ্রন্‌স্কি গাড়ি থেকে নামলেন, লোকের দৃষ্টি যথাসম্ভব কম আকর্ষণের জন্য যা তিনি করে থাকেন সর্বদাই, এবং চললেন পায়ে হেঁটে। রাস্তা থেকে তিনি অলিন্দে উঠলেন না; গেলেন আঙিনায়।

মালীকে জিগ্যেস করলেন, 'কর্তা এসেছেন?'

'আজ্ঞে না। তবে গিন্নিমা আছেন। আপনি অলিন্দে যান-না, লোক আছে সেখানে, দরজা খুলে দেবে' — মালী বললে।

'না, আমি বাগান দিয়ে যাব।'

আন্না যে একা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে, এবং যেহেতু আজ তিনি আসবেন বলে কথা দেন নি আর আন্নাও নিশ্চয় ভাবেন নি যে ঘোড়দৌড়ের আগে তিনি আসতে পারেন, তাই তাঁকে চমকে দেওয়া যাবে ভেবে, তরোয়াল ঠিক করে নিয়ে ফুলগাছে ঘেরা হাঁটা পথটার বালির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে এগুলেন বারান্দা লক্ষ করে, যা বাগানের দিকে মুখ করে আছে। গাড়িতে আসতে আসতে নিজের অবস্থার দুঃসহতা ও কাঠিন্যের যে কথা ভ্রন্‌স্কি ভাবছিলেন, তা এখন ভুলে গেলেন তিনি। শুধু এইটাই তিনি ভাবছিলেন যে এবার ওঁকে দেখতে পাবেন শুধু মানসনেত্রে নয়, জীবন্ত, বাস্তবে আন্না যা তার সবটাই। শব্দ না করার জন্য বারান্দার নিচু সিঁড়িতে পা চেপে চেপে তিনি উঠছিলেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যা তিনি সর্বদাই ভুলে যান এবং আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের যেটা সবচেয়ে কষ্টকর দিক — আন্নার ছেলে আর তার সপ্রশ্ন এবং তাঁর যা মনে হত, বিরূপ দৃষ্টির কথাটা।

তাঁদের সম্পর্কের পথে এই ছেলেটিই ছিল সবার চেয়ে বড়ো বাধা। সে উপস্থিত থাকলে ভ্রন্‌স্কি বা আন্না কেউই এমনকিছু বলতেন না যা অপরের সমক্ষে বলা যায় না তাই নয়, এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও এমনকিছু বলতেন না যা ছেলেটি বুঝবে না। এ নিয়ে তাঁরা কোনো বোঝাপড়া করেন নি। এটা স্থির হয়ে গিয়েছিল আপনা থেকেই। ছেলেটিকে প্রতারণা করা ছিল তাঁদের নিজেদের কাছেই অবমাননাকর। তার সামনে ওঁরা আলাপ করতেন নেহাৎ পরিচিতের মতো। কিন্তু এই সাবধানতা সত্ত্বেও ভ্রন্‌স্কি প্রায়ই দেখেছেন ছেলেটির মনোযোগী বিমূঢ় দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ, তাঁর প্রতি মনোভাবে ছেলেটির অদ্ভুত একটা সংকোচ, অস্থিরতা, কখনো প্রীতি, কখনো শীতলতা আর লজ্জা। ছেলেটি যেন অনুভব করত যে এই লোকটা

আর তার মায়ের মধ্যে কিছু একটা গুরুতর সম্পর্ক আছে যার অর্থ সে বোঝে না।

সত্যিই ছেলেটি অনুভব করত যে এই সম্পর্কটা সে বুঝতে পারছে না, এই লোকটার প্রতি তার কী মনোভাব হওয়া উচিত, শত চেষ্টা করেও সেটা পরিষ্কার হত না তার কাছে। মনোভাব সম্পর্কে শিশুর সংবেদনশীলতায় সে পরিষ্কার বুঝতে পারত যে বাবা, গৃহশিক্ষিকা, ধাইমা — সবাই শুধু যে দ্রন্‌স্কিকে পছন্দ করত না তাই নয়, তাঁর সম্পর্কে একটা বিতৃষ্ণা আর ভয়ই বোধ করত, যদিও কিছুই বলত না সে সম্পর্কে, অথচ মা তাঁকে দেখত সেরা বন্ধুর মতো।

'কী এর মানে? কেমন লোক সে? কিভাবে ভালোবাসা যায় ওকে? যদি তা না বুঝি তাহলে দোষ আমার, অথবা আমি বোকা, কিংবা পাজি' — ভাবত ছেলেটা; এই থেকেই আসত তার পরীক্ষকসুলভ, জিজ্ঞাসু, অংশত বিরূপ মুখভাব, আবার সংকোচ আর অস্থিরতাও যা অমন বিড়ম্বিত করত দ্রন্‌স্কিকে। এই ছেলেটি থাকলে দ্রন্‌স্কির মধ্যে সর্বদাই সেই অদ্ভুত অকারণ বিদ্বেষ জেগে উঠত যা ইদানীং তিনি বোধ করছেন। ছেলেটির উপস্থিতিতে দ্রন্‌স্কি এবং আন্না উভয়েরই যে অনুভূতি হত, সেটা সেই ক্যাপ্‌টেনের মতো যে কম্পাসে দেখতে পাচ্ছে যে, তার জাহাজ যেদিকে দ্রুত ভেসে চলেছে সেটা মোটেই নির্ধারিত দিক নয়, অথচ এ গতি থামাতে সে অক্ষম, প্রতি মিনিটেই সে কেবলি দূরে সরে যাচ্ছে নির্দিষ্ট পথ থেকে আর নিজের কাছে এ বিচ্যুতি স্বীকার করার অর্থ ধ্বংস মেনে নেওয়া।

যা তাঁরা জানেন অথচ জানতে চাইছেন না তা থেকে কতটা বিচ্যুতি ঘটল তা জানাবার কম্পাস হল জীবন সম্পর্কে সরল দৃষ্টির এই ছেলেটি।

এবার সেরিওজা বাড়িতে ছিল না। বেড়াতে গিয়ে বৃষ্টিতে আটকা-পড়া ছেলের আগমন প্রতীক্ষায় আন্না বারান্দায় বসে ছিলেন একেবারে একা। ছেলেকে খোঁজার জন্য একটা চাকর আর চাকরানি পাঠিয়ে তার অপেক্ষা করছিলেন। চওড়া এম্ব্রয়ডারির শাদা গাউন পরে তিনি বারান্দার এক কোণে বসে ছিলেন ফুলগাছগুলোর পেছনে, দ্রন্‌স্কির আসা শুনতে পান নি। কোঁকড়া কালো চুলে ভরা মাথা নুইয়ে, রেলিঙে বসানো ঠাণ্ডা ঝারিতে কপাল চেপে ঝারি ধরে ছিলেন তাঁর সুন্দর দুটি হাতে, যাতে পরা ছিল দ্রন্‌স্কির অতি পরিচিত আংটিগুলি। তাঁর দেহের গোটা গড়ন, মাথা, গ্রীবা, হাতের সৌন্দর্য প্রতিবারই দ্রন্‌স্কিকে অভিভূত করত তার অভাবনীয়তায়।

থেমে গিয়ে ভ্রন্‌স্কি মুগ্ধ হয়ে দেখলেন তাঁকে। কিন্তু যেই তাঁর কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতে গেলেন, অমনি আন্না যেন তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে ঝারিটা ঠেলে দিয়ে নিজের আতপ্ত মুখ ফেরালেন তাঁর দিকে।

'কী হয়েছে আপনার? শরীর ভালো নেই?' তাঁর দিকে এগুতে এগুতে তিনি বললেন ফরাসিতে। ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে যাবেন; কিন্তু বাইরের লোক থাকতে পারে ভেবে বারান্দার দরজার দিকে চকিতে তাকিয়ে লাল হয়ে উঠলেন, তাঁকে ভয় পেয়ে চলতে হবে। চারিদিকে চেয়ে দেখতে হবে ভেবে যেমন তিনি লাল হয়ে উঠতেন প্রতিবারই।

উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রসারিত হাতে সজোর চাপ দিয়ে আন্না বললেন, 'না, শরীর ভালোই আছে। তবে... তোমায় আশা করি নি।'

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'ইস্‌, কী ঠান্ডা হাত!'

আন্না বললেন, 'তুমি যে আমায় ভয় পাইয়ে দিয়েছ। আমি একলা, সেরিওজার পথ চেয়ে আছি, গেছে বেড়াতে। ফিরবে এখান দিয়েই।'

কিন্তু শান্ত থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও আন্নার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মাপ করবেন যে এলাম, কিন্তু আপনাকে না দেখে দিনটা কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না' — তিনি বলে গেলেন ফরাসি ভাষাতেই, তাঁদের মধ্যে অসম্ভব প্রাণহীন 'আপনি' আর রুশ ভাষায় বিপজ্জনক 'তুমি' এড়িয়ে যা তিনি সর্বদাই বলতেন।

'রাগ করার কী আছে? আমার তো ভারি আনন্দই হচ্ছে।'

'কিন্তু দেখছি আপনার শরীর কিংবা মন ভালো নেই।' আন্নার হাত না ছেড়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'কী নিয়ে ভাবছিলেন?'

হেসে আন্না বললেন, 'সেই একই জিনিস।'

সত্যি কথাই তিনি বললেন। যখনই, যেকোনো মুহূর্তেই তাঁকে জিগ্যেস করা হোক না কী তিনি ভাবছেন, নির্ভুল জবাব তাঁর হতে পারত: সেই একই, নিজের সুখ আর দুর্ভাগ্যের কথা। ভ্রন্‌স্কির আসার সময় তিনি ভাবছিলেন এই: 'আচ্ছা, অন্যদের কাছে, যেমন বেট্‌সির কাছে' (তুশকেভিচের সঙ্গে তাঁর গোপন প্রণয়সম্পর্ক আন্নার জানা ছিল) 'এ সবই খুব সোজা, আর আমার কাছে কেন এত যন্ত্রণাদায়ক?' কতকগুলি দিক থেকে এ চিন্তাটা এখন যন্ত্রণাকর হয়ে উঠেছে আরো বেশি। ঘোড়দৌড়ের কথা উনি জিজ্ঞাসা করলেন ভ্রন্‌স্কিকে। ভ্রন্‌স্কিও জবাব দিলেন এবং ওঁকে বিচলিত দেখে

চেষ্টা করলেন অতি মামুলি ঢঙে দৌড়ের উদ্যোগপর্বের খুঁটিনাটি জানিয়ে ওঁর মন ফেরাতে।

ভ্রন্‌স্কির সৌম্য সপ্রেম চোখের দিকে তাকিয়ে আন্না ভাবলেন, 'বলব, নাকি বলব না? ও যে এত সুখী, নিজের দৌড় নিয়ে এত ব্যস্ত যে উচিত-মতো ব্যাপারটা বুঝবে না, বুঝতে পারবে না আমাদের কাছে ঘটনাটার সমস্ত গুরুত্ব।'

'আমি যখন এলাম, তখন কী আপনি ভাবছিলেন তা কিন্তু বললেন না' — নিজের বিবরণ থামিয়ে ভ্রন্‌স্কি জিগ্যেস করলেন, 'বলুন-না দয়া করে।'

কোনো জবাব দিলেন না আন্না, মাথা খানিকটা নুইয়ে তাঁর দীর্ঘ আঁখি-পল্লবের তল থেকে জ্বলজ্বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চুপিসাড়ে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছেঁড়া একটা পাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে হাত তাঁর কাঁপছিল। এটা ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়ল, মুখে তাঁর ফুটে উঠল বশ্যতা আর দাসোচিত আনুগত্যের সেই ভাব যা আন্নাকে জয় করেছিল।

'বুঝতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে। আপনার এমন কিছু একটা দুঃখ আছে যাতে আমিও ভাগ নিতে পারি, এমন এক মুহূর্তের স্বস্তি কি আমি পেতে পারি না? দোহাই আপনার, দয়া করে বলুন!' ফের মিনতি করে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'না, ব্যাপারটার সমস্ত গুরুত্ব যদি সে না বোঝে তাহলে ক্ষমা করব না। না বলাই ভালো। কী হবে যাচাই করে?' একইভাবে তাঁর দিকে চেয়ে, পাতা-ধরা হাতটা ক্রমেই বেশি করে কাঁপছে টের পেয়ে ভাবলেন আন্না।

'দোহাই ভগবান!' আন্নার হাত ধরে পুনরুক্তি করলেন ভ্রন্‌স্কি।

'বলব?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়...'

ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে আন্না বললেন, 'আমি অন্তঃসত্ত্বা।'

আরো জোরে কাঁপতে থাকল তাঁর হাতের পাতাটা কিন্তু কিভাবে ভ্রন্‌স্কি জিনিসটা নিচ্ছেন তা দেখবার জন্য ওঁর ওপর থেকে চোখ নামালেন না তিনি। ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন ভ্রন্‌স্কি, কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু থেমে গেলেন, হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলেন। 'হ্যাঁ, ঘটনাটার সমস্ত তাৎপর্য ও বুঝেছে' — আন্না ভাবলেন, কৃতার্থের মতো হাতে চাপ দিলেন ওঁর।

কিন্তু তিনি, নারী, যেভাবে এর তাৎপর্য বুঝছেন, ভ্রন্স্কিও সেভাবে এটা নিচ্ছেন ভেবে ভুল করলেন আন্না। কার প্রতি যেন বিচিত্র যে বিতৃষ্ণাটা তাঁকে পেয়ে বসত, খবরটা শুনে তার দশগুণ প্রবল প্রকোপ অনুভব করলেন ভ্রন্স্কি; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন, যে-সংকটটা তিনি চাইছিলেন সেটা এসে গেছে, স্বামীর কাছ থেকে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, যে-করেই হোক এই অস্বাভাবিক অবস্থাটার অবসান ঘটাতে হবে। তা ছাড়া আন্নার বিচলন দৈহিকভাবে সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যে। আন্নার দিকে মর্মস্পৃষ্ট অনুগত দৃষ্টিপাত করলেন তিনি, উঠে দাঁড়িয়ে নীরবে পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দায়।

দৃঢ়চিত্তে আন্নার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি, আমি, কেউই আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে খেলা বলে নিই নি, আর এখন স্থির হয়ে গেল আমাদের ভাগ্য। যে মিথ্যার মধ্যে আমরা আছি' — আশেপাশে চেয়ে দেখে তিনি বললেন, 'তার ইতি হয়ে যাক।'

'ইতি? কী করে ইতি হবে আলেক্সেই?' আন্না বললেন মৃদুস্বরে। এখন শান্ত হয়ে এসেছেন তিনি, মুখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল কোমল হাসিতে।

'স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের জীবন মেলাতে হবে।'

'সে তো এমনিতেই মিলে আছে' — অস্ফুট স্বরে আন্না বললেন।

'কিন্তু পুরোপুরি, পুরোপুরি।'

'কিন্তু কিভাবে আলেক্সেই, শিখিয়ে দাও আমায়, কিভাবে?' আন্না বললেন তাঁর অবস্থার নিরুপায়তায় বিষণ্ণ উপহাস নিয়ে, 'এই অবস্থা থেকে বেরুবার উপায় আছে কি? আমি কি আমার স্বামীর স্ত্রী নই?'

'বেরুবার উপায় থাকে সব অবস্থাতেই। দরকার মন স্থির করে নেওয়া' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'তুমি যে অবস্থায় আছ তার চেয়ে যে-কোনো অবস্থাই ভালো। আমি তো দেখতে পাচ্ছি কিভাবে তুমি কষ্ট পাচ্ছ সমাজ, ছেলে, স্বামী — সবকিছু থেকে।'

'আহ্, শুধু স্বামী নয়' — স্রেফ ব্যঙ্গভরেই বললেন আন্না, 'আমি ওকে চিনি না, ভাবি না ওর কথা। ও নেই।'

'সত্যি বলছ না তুমি। তোমায় আমি চিনি। ওর জন্যেও তুমি কষ্ট পাচ্ছ।'

'ও তো জানেই না' — আন্না বললেন, এবং হঠাৎ তাঁর মুখে ফুটে উঠল জ্বলজ্বলে রঙ; কপোল ললাট গ্রীবা রাঙা হয়ে উঠল, চোখে দেখা দিল গ্লানিবোধের অশ্রু। 'যাক-গে, ওর কথা থাক।'

॥ ২৩ ॥

এর আগেও ভ্রন্স্কি আন্নাকে তাঁর অবস্থার আলোচনায় টেনে আনার চেষ্টা করেছেন কয়েকবার যদিও এবারের মতো এত দৃঢ়চিত্তে নয়, আর আজ যেভাবে তাঁর চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন আন্না প্রতিবারই তিনি যুক্তির সেই অগভীরতা ও লঘুতার সম্মুখীন হয়েছেন। যেন এর মধ্যে এমন একটা-কিছু আছে যা আন্না নিজের কাছে পরিষ্কার করে তুলতে পারছেন না বা চাইছেন না, যেন এ বিষয়ে কথা কইতে শুরু করলেই তিনি, আসল আন্না নিজের মধ্যে কোথায় যেন ডুবে যান আর দেখা দেয় অদ্ভুত, ভ্রন্স্কির কাছে অনাত্মীয় এক নারী, যাকে তিনি ভালোবাসেন না, ভয় করেন, যে প্রতিহত করছে তাঁকে। কিন্তু আজ তিনি সবকিছু বলবেন বলে স্থির করলেন।

'উনি জানেন কি জানেন না, আমাদের কিছু এসে যায় না' — ভ্রন্স্কি বললেন তাঁর অভ্যস্তদৃঢ় ও প্রশান্ত কণ্ঠে, 'এভাবে থাকতে আমরা পারি না... আপনি পারেন না, বিশেষ করে এখন।'

'আপনার মতে তাহলে কী করা উচিত?' সেই একই লঘু বিদ্রূপে আন্না জিগ্যেস করলেন। তাঁর গর্ভধারণকে ভ্রন্স্কি পাছে হালকাভাবে নেন বলে যাঁর ভয় হয়েছিল, তাঁর এখন বিরক্ত লাগল যে ভ্রন্স্কি এ থেকে কী একটা ব্যবস্থা নেবার প্রয়োজনীয়তা দেখাচ্ছেন।

'সবকিছু বলে দিয়ে ওঁকে ত্যাগ করুন।'

'বেশ, ধরা যাক আমি তাই করলাম' — আন্না বললেন। 'এ থেকে কী দাঁড়াবে জানেন? আমি আগেই বলে দিচ্ছি' — তাঁর মুহূর্তপূর্বের কোমল চোখে ঝিকিয়ে উঠল হিংস্র ছটা, 'বটে, আপনি অন্যকে ভালোবাসেন আর তার সঙ্গে একটা পাতকী সম্পর্ক পাতিয়েছেন?' (স্বামীকে নকল করে আন্না ঠিক একইভাবে পাতকী কথাটার ওপর জোর দিলেন, যেমন দিয়েছিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।) 'ধর্মীয়, নাগরিক, পারিবারিক দিক থেকে এর পরিণাম সম্পর্কে আপনাকে আমি সাবধান করে

দিয়েছিলাম। আপনি আমার কথা শোনেন নি। এখন আমি নিজের নাম কলংকিত হতে দিতে পারি না...' — এবং ছেলের নাম, বলতে চেয়েছিলেন আন্না, কিন্তু ছেলেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তিনি পারেন না — 'নিজের নামের কলংক' এবং এই গোছের আরো কিছু' — যোগ দিলেন আন্না, 'মোটের ওপর তার সরকারী কেতায়, স্পষ্টতায়, যথাযথতায় ও বলবে যে আমাকে ছাড়তে সে পারে না, কেলেঙ্কারি ঠেকাবার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা সে নেবে। আর যা বলবে সেটা সে করবে স্থির মাথায়, পরিপাটী করে। এই হবে ব্যাপার। এ যে মানুষ নয়, যন্ত্র, হিংস্র যন্ত্র যখন চটে ওঠে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের চেহারার সমস্ত খুঁটিনাটি, তাঁর কথা বলার ধরন, তাঁর স্বভাব স্মরণ করে আন্না যোগ দিলেন এবং তাঁর ভেতরে খারাপ যত কিছু খুঁজে পেয়েছেন তার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করলেন তাঁকে, আর যে মহা অপরাধে তিনি নিজে তাঁর কাছে অপরাধী, তার জন্য ক্ষমা করতে পারলেন না তাঁকে।

'কিন্তু আন্না' — বোঝাবার মতো করে নরম গলায় বললেন ভ্রন্স্কি, চেষ্টা করলেন তাঁকে শান্ত করতে, 'তাহলেও ওঁকে বলা প্রয়োজন, তারপর কী ব্যবস্থা উনি নেন তাই দেখে চলা যাবে।'

'তার মানে পালাব?'

'কেনই বা নয়? এইভাবে চালিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখছি না। সেটা নিজের জন্যে নয়। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে হব আপনার রক্ষিতা?' ক্ষেপে বললেন আন্না।

'আন্না!' ভ্রন্স্কি বললেন কোমল ভর্ৎসনায়।

আন্না ফের বললেন, 'হ্যাঁ, পালিয়ে গিয়ে আপনার রক্ষিতা হব আর ডোবাব সবাইকে...'

এবারও বলতে চেয়েছিলেন: ছেলেকে, কিন্তু কথাটা মুখে এল না।

ভ্রন্স্কি বুঝতে পারছিলেন না নিজের সুদৃঢ়, সৎ প্রকৃতি সত্ত্বেও কী করে আন্না প্রবঞ্চনার এই অবস্থাটা সয়ে যেতে পারেন, তা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছেন না কেন; তিনি বুঝতে পারেন নি যে এর প্রধান কারণ হল 'ছেলে' নামক শব্দটা, যা আন্না উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যখন তিনি ছেলে আর বাপকে ছেড়ে যাওয়া মায়ের সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কের কথা ভাবতেন, তখন কৃতকর্মের জন্য তাঁর এমন ভয় হত যে বিচার করে দেখতে

পারতেন না, নারী হিশেবে মিথ্যা যুক্তি ও কথায় নিজেকে প্রবোধ দিতেন যাতে সবকিছু আগের মতোই থাকে, ছেলের কী হবে এই ভয়াবহ প্রশ্নটা যাতে ভুলে যাওয়া যায়।

'আমি তোমায় অনুরোধ করছি, মিনতি করছি' — হঠাৎ ভ্রন্‌স্কির হাত টেনে নিয়ে অন্য সুরে, অকপট নরম গলায় আন্না বললেন, 'এ নিয়ে আর কখনো কিছু আমায় ব'লো না!'

'কিন্তু আন্না...'

'কখনো না। সবকিছু ছেড়ে দাও আমার ওপর। নিজের অবস্থার সমস্ত হীনতা, সমস্ত ভয়াবহতা আমি জানি; কিন্তু তুমি যা ভাবছ অমন সহজে তাতে তার মীমাংসা হয় না। আমার ওপর ছেড়ে দাও এবং আমার কথা শোনো। কখনো কিছু আর বলো না এ নিয়ে। কথা দিচ্ছ তো?.. না, না, কথা দাও!..'

'সবকিছু কথা আমি দিচ্ছি, কিন্তু শান্তি আমি পাব না, বিশেষ করে তুমি যা বললে তার পর। শান্তি আমি পাব না যখন তুমি শান্তিতে থাকতে পারছ না...'

'আমি!' পুনরুক্তি করলেন আন্না, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে কষ্ট হয় আমার; কিন্তু ওটা কেটে যাবে যদি এই কথাটা কখনো না তোলো। ওটা যখন আমায় বলো, যন্ত্রণা হয় কেবল তখনই।'

'আমি বুঝতে পারছি না' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে আন্না বললেন, 'তোমার সৎ প্রকৃতির পক্ষে মিথ্যাচার কত কষ্টকর তা আমি জানি, সে জন্যে মায়া হয় তোমার ওপর। প্রায়ই আমি ভাবি আমার জন্যে কিভাবে নষ্ট করছ তোমার জীবন।'

'আমিও তো এক্ষুনি তাই ভাবছিলাম' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমার জন্যে কী করে তুমি বিসর্জন দিতে পারলে সবকিছু? তুমি যে দুর্ভাগিনী এর জন্যে নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারব না।'

'আমি দুর্ভাগিনী?' ভ্রন্‌স্কির কাছ ঘেঁষে এসে ভালোবাসার হ্লাদিত হাসি নিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন আন্না, 'আমি সেই উপোসী যে খাবার পেয়ে গেছে। হয়ত সে শীতে কাঁপছে, পোশাক তার ছেঁড়া খোঁড়া। লজ্জা হচ্ছে তার, কিন্তু হতভাগ্য সে নয়। আমি দুর্ভাগিনী? না, এই যে আমার সুখ...'

ফিরে আসা ছেলের গলা শুনতে পেয়ে তিনি বারান্দায় ত্বরিত দৃষ্টিক্ষেপ করে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। ভ্রন্‌স্কির পরিচিত ঝলক তাঁর চোখে,

দ্রুতভঙ্গিতে তিনি তাঁর অঙ্গুরীশোভিত সুন্দর হাতে ভ্রন্‌স্কির মাথা ধরে দীর্ঘদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে, স্মিত স্ফুরিত অধরে তাঁর দিকে মুখ নামিয়ে দ্রুত তাঁর ঠোঁটে আর দুই চোখে চুমু খেয়ে তাঁকে ঠেলে দিলেন। চলে যেতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু ভ্রন্‌স্কি তাঁকে ধরে রাখলেন।

আন্নার দিকে উচ্ছ্বসিত চোখে চেয়ে তিনি ফিসফিসিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কখন?'

'আজ রাত একটায়' — দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বললেন আন্না, তারপর দ্রুত লঘু পায়ে গেলেন ছেলের দিকে।

সেরিওজা যখন বড়ো বাগিচায়, তখন বৃষ্টি নেমেছিল, ধাইমা'র সঙ্গে সে বসে ছিল কুঞ্জকুটিরে।

'তাহলে অপেক্ষায় রইলাম' — আন্না বললেন ভ্রন্‌স্কিকে, 'এখন শিগগিরই ঘোড়দৌড়ে। বেট্‌সি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আসবেন বলে কথা দিয়েছেন।'

ঘড়ি দেখে ভ্রন্‌স্কি তাড়াতাড়ি করে চলে গেলেন।

॥ ২৪ ॥

কারেনিনদের বারান্দায় ভ্রন্‌স্কি যখন ঘড়ি দেখেছিলেন, তখন তিনি নিজের চিন্তায় এতই উদ্বিগ্ন আর নিমগ্ন ছিলেন যে ঘড়ির কাঁটাই শুধু তাঁর চোখে পড়েছিল, বুঝতে পারেন নি কটা বেজেছে। সড়কে এসে সাবধানে কাদায় পা ফেলে ফেলে তিনি গেলেন তাঁর গাড়ির কাছে। মনে তাঁর শুধু আন্নার ভাবনা, কটা বেজেছে, ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে যাবার সময় আছে কি না সে খেয়াল তাঁর ছিল না। প্রায়ই যা ঘটে থাকে, শুধু একটা ভাসাভাসা স্মৃতি রয়ে গিয়েছিল কিসের পর কী করতে হবে। ইতিমধ্যেই ঝাঁকড়া লাইম গাছের হেলে পড়া ছায়ায় বক্সে ঘুমন্ত কোচয়ানের কাছে এসে ঘর্মাক্ত ঘোড়াগুলোর ওপর ঘূর্ণ্যমান ডাঁশমাছির ঝিলমিলে কুণ্ডলীর দিকে খানিক চেয়ে থেকে কোচয়ানকে জাগালেন, গাড়িতে উঠে হুকুম করলেন ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে যেতে। ভার্স্ট সাতেক যাবার পরই কেবল ঘড়ি দেখার মতো সজ্ঞান হতে পারলেন ভ্রন্‌স্কি এবং বুঝলেন যে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে, দেরি হয়ে গেছে তাঁর।

সেদিন ঘোড়দৌড় ছিল একাধিক: অশ্বারোহী গার্ড রেস, তারপর অফিসারদের দুই ভার্স্ট আর চার ভার্স্ট দৌড়, তারপর হার্ডল রেস, যাতে ভ্রন্‌স্কি নিজে নামছেন। নিজের দৌড়ে নামার সময় এখনো আছে, কিন্তু যদি ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে যান, তাহলে পেঁাছবেন কোনোক্রমে, যখন সমস্ত দরবার জমায়েত হয়ে গিয়েছে। এটা ভালো দেখায় না। কিন্তু ব্রিয়ান্‌স্কিকে কথা দিয়েছেন যে যাবেন, তাই ঠিক করলেন যাবেনই, কোচয়ানকে বললেন ঘোড়ার মায়া না করতে।

ব্রিয়ান্‌স্কির কাছে গিয়ে মিনিট পাঁচেক সেখানে থেকে আবার ফিরে এলেন। এই দ্রুত সফরটায় শান্তি বোধ করলেন তিনি। আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে যা-কিছু ছিল দুঃসহ, কথোপকথনের পর যা-কিছু অনির্দিষ্টতা, সব দূর হয়ে গেল তাঁর মন থেকে; এখন পরিতোষের সঙ্গে, উত্তেজনায় ভাবছিলেন শুধু দৌড়ের কথা, ভাবছিলেন যে যতই হোক, দেরি হয় নি, আজ রাতে আন্নার সঙ্গে অভিসারের ব্যাপারটা থেকে থেকে ঝলক দিচ্ছিল তাঁর কল্পনায়।

যতই তিনি পল্লীভবন আর পিটার্সবুর্গ থেকে আগত গাড়িগুলোকে অতিক্রম করে ঘোড়দৌড়ের মেজাজে পেঁাছচ্ছিলেন, ততই আসন্ন দৌড় তাঁকে ক্রমেই পেয়ে বসছিল।

তাঁর বাসায় তখন কেউ ছিল না, সবাই গেছে ঘোড়দৌড়ে, খানসামা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল ফটকের কাছে। উনি যখন পোশাক বদলাচ্ছিলেন, খানসামা বললে যে দ্বিতীয় দৌড় শুরু হয়ে গেছে, অনেক বাবু এসেছিলেন তাঁর খবরাখবর করতে, আস্তাবল থেকে ছোকরা এসেছিল দু'বার।

ধীরে-সুস্থে পোশাক বদলিয়ে (কখনো তিনি তাড়াহুড়ো করতেন না, আত্মসংযম হারাতেন না কখনো), ভ্রন্‌স্কি হুকুম করলেন ব্যারাকে যেতে। ব্যারাক থেকে তাঁর চোখে পড়ল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ঘিরে গাড়ি-ঘোড়া, পদচারী, সৈনিকদের ভিড়, মণ্ডপে গিজগিজ করছে লোক। নিশ্চয় দ্বিতীয় দৌড় চলছে, কেননা যখন তিনি ব্যারাকে ঢোকেন, তখন হুইসিল শোনা গিয়েছিল। আস্তাবলে যেতে গিয়ে তিনি দেখলেন মাখোতিনের শাদা-মোজা পাটকিলে গ্লাদিয়াতরকে কমলা-নীল আস্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে, আস্তরের জন্য প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল তার নীলরঙা খাড়া কান।

'কর্ড কোথায়?' সহিসকে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'আস্তাবলে। জিন চাপাচ্ছে।'

স্টল খোলা, ফ্রু-ফ্রু'র ওপর জিন বাঁধা হয়ে গেছে, উপক্রম হচ্ছে তাকে নিয়ে যাবার।

'দেরি হয় নি?'

'অল রাইট, অল রাইট, সব ঠিক আছে, ঠিক আছে' — বললে ইংরেজটি, 'শুধু উত্তেজিত হবেন না।'

ভ্রন্‌স্কি আরেকবার তাঁর প্রিয়পাত্র, সর্বাঙ্গে কম্পমান অপরূপ ঘোড়াটার দিকে চাইলেন, বহু কষ্টে দৃশ্যটা থেকে চোখ ফিরিয়ে বেরিয়ে এলেন ব্যারাক থেকে। নিজের প্রতি কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না করার মতো সবচেয়ে অনুকূল মুহূর্তটিতেই তিনি পেঁছিলেন মণ্ডপের কাছে। সবে শেষ হচ্ছে দুই ভার্স্ট দৌড়, সবার দৃষ্টি সামনের হর্স গার্ড আর পেছনের হুসারের দিকে নিবদ্ধ, প্রাণপণে তারা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে সমাপ্তি পোস্টের দিকে। বৃত্তের মাঝখান আর বাইরেকার সমস্ত লোক ভিড় করেছে পোস্টের কাছে, একদল হর্স গার্ড সৈন্য ও অফিসার নিজেদের সাথী ও অফিসারের প্রত্যাশিত বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করছে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে। ভ্রন্‌স্কি অলক্ষ্যে ভিড়টার মাঝখানে ঢুকলেন ঠিক যখন দৌড় শেষ হবার ঘণ্টা পড়ল। আর অগ্রবর্তী কাদা-মাখা দীর্ঘাঙ্গ হর্স গার্ড জিনে গা ছেড়ে দিয়ে বসে ঢিল দিল তার ধূসর, ঘামে কালচে হয়ে ওঠা প্রচণ্ড হাঁসফাঁস করা ঘোড়াটার লাগামে।

কষ্টে ঠ্যাং চেপে ঘোড়াটা তার বিশাল দেহটার দ্রুতগতি কমিয়ে আনল আর হর্স গার্ড অফিসার গভীর ঘুম থেকে জেগে ওঠা মানুষের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখে জোর করে হাসল। নিজেদের দলের এবং বাইরের জনতা ছেঁকে ধরল তাকে।

উচ্চ সমাজের যে নির্বাচিত দলটা মণ্ডপের সামনে সংযতভাবে এবং অবাধে ঘোরাফেরা করছিল আর আলাপ চালাচ্ছিল নিজেদের মধ্যে, তাদের ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেলেন ভ্রন্‌স্কি। তিনি জানতে পেলেন যে কারেনিনা, বেট্‌সি এবং তাঁর বৌদি আছেন সেখানে, তবে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হতে না দেবার জন্য মতলব করেই সেদিকে গেলেন না। কিন্তু অনবরত তাঁর দেখা হচ্ছিল পরিচিতদের সঙ্গে আর যে দৌড়গুলো হয়ে গেল তার বিশদ বিবরণ দিচ্ছিল তারা, জিগ্যেস করছিল কেন দেরি হল তাঁর।

পুরস্কার নেবার জন্য যখন অশ্বারোহীদের ডাক পড়ল মণ্ডপে এবং সবাই চাইল সেদিকে, ভ্রন্‌স্কির দাদা আলেক্‌সান্দর এলেন তাঁর কাছে। ইনি

কর্নেল, কাঁধপট্টিতে চটকদার গিঁট, মাথায় উঁচু নন, আলেক্‌সেইয়ের মতোই গাঁটাগোঁট্টা, তবে আরো সুপুরুষ, লালচে গাল, রাঙা নাক, খোলামেলা নেশাতুর মুখমণ্ডল।

'আমার চিরকুট পেয়েছিস? তোকে যে ধরাই যায় না কখনো।'

আলেক্‌সান্দর ভ্রন্‌স্কি লম্পট, বিশেষ করে মদ্যপ জীবনযাত্রার জন্য নামকরা, তাহলেও খুবই দরবারী চালের লোক।

এখন ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর পক্ষে খুবই অপ্রীতিকর একটা বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় অনেকের দৃষ্টি তাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকতে পারে জানা থাকায় তিনি হাসি-হাসি মুখ করলেন, যেন তুচ্ছ কোনো ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করছেন ভাইয়ের সঙ্গে।

আলেক্‌সেই বললেন, 'পেয়েছি, কিন্তু সত্যি বুঝতে পারছি না কী নিয়ে তোমার মাথাব্যথা।'

'এই জন্যে যে আমি জানতে পেরেছি যে তুই এখানে নেই, সোমবার তোকে দেখা গেছে পিটার্সহফে।'

'এমন কিছু ব্যাপার আছে যা শুধু তাদের মধ্যেই আলোচ্য যারা তার সঙ্গে সোজাসুজি জড়িত। আর তুমি যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ সেটা এই ধরনেরই ব্যাপার...'

'তাহলে ফৌজে কাজ করা তোর চলে না এবং...'

'আমি তোমায় মিনতি করছি, মাথা গলাতে এসো না, ব্যস।'

আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কির ভ্রূকুঞ্চিত মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, কেঁপে উঠল নিচের প্রকটিত চিবুক যা তাঁর ঘটে কদাচিত। খুবই ভালো মনের লোক হওয়ায় তিনি কমই চটে উঠতেন, কিন্তু একবার যদি চটেন আর থুতনি যদি কেঁপে ওঠে তাহলে তখন খুবই বিপজ্জনক লোক তিনি। আলেক্‌সান্দর ভ্রন্‌স্কি সেটা জানতেন, তাই তিনি ফুর্তির ভাব করে হেসে উঠলেন।

'আমি শুধু মায়ের চিঠি দিতে এসেছিলাম তোকে। জবাব দিস, দৌড়ের আগে মেজাজ বিগড়াস না বাপু। Bonne chance*' — কথাটা যোগ করে হেসে ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি চলে গেলেন।

কিন্তু তাঁর পরে ফের প্রিয় সম্ভাষণ ভ্রন্‌স্কিকে থামাল।

'বন্ধুকে চিনতে চাচ্ছিস না যে। নমস্কার, mon cher!' বললেন স্তেপান

---

* সাফল্য কামনা করি (ফরাসি)।

আর্কাদিচ। এখানে, এই পিটার্সবুর্গী দীপ্তির মধ্যেও তিনি তাঁর রাঙা মুখ আর পরিপাটী করে আঁচড়ানো চেকনাই গালপাট্টায় ঝিলিক দিচ্ছিলেন মস্কোর চেয়ে কম নয়। 'এসেছি কাল, তোমার জয় দেখা যাবে বলে আনন্দ হচ্ছে। কবে দেখা হবে?'

'কাল মেসে এসো' — বলে ভ্রন্স্কি তাঁর ওভারকোটের আস্তিনে চাপ দিয়ে মাপ চেয়ে চলে গেলেন মাঠের মাঝখানে, বড়ো রেসটার জন্য ইতিমধ্যেই ঘোড়া আনা হচ্ছিল সেখানে।

ঘর্মাক্ত, দৌড়ের পর ক্লান্ত ঘোড়াগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সহিসেরা, আসন্ন দৌড়ের জন্য দেখা দিতে থাকল একের পর এক নতুন নতুন তাজা ঘোড়া, বেশির ভাগই বিলাতি, সাজ পরানো, এ'টে বাঁধা পেট, দেখাচ্ছিল বিরাট বিরাট অদ্ভুত কিসব পাখির মতো। ডান দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল টান-টান সুঠাম শরীরের সুন্দর ফ্রু-ফ্রু'কে, রীতিমতো লম্বা স্থিতিস্থাপক টেংরিতে ভর দিয়ে সে পা ফেলছিল স্প্রিঙের মতো। তার অদূরে দীর্ঘকর্ণ গ্লাদিয়াতরের চাদর খোলা হচ্ছিল। অজ্ঞাতসারেই ভ্রন্স্কি চেয়ে রইলেন সুন্দর সুগঠিত ঘোড়াটার দিকে, চমৎকার তার পাছা, খাটো টেংরি একেবারে খুরের ওপর বসানো। ভ্রন্স্কি নিজের ঘোড়ার কাছে যাবেন ভাবছিলেন, কিন্তু ফের তাঁকে আটকালেন একজন পরিচিত।

আলাপ জমিয়ে পরিচিতটি বললে, 'ওই যে কারেনিন! বৌকে খুঁজছে, সে ওদিকে মণ্ডপের মাঝখানে। আপনি দেখেন নি ওকে?'

'না, দেখি নি' — ভ্রন্স্কি বললেন এবং পরিচিতটি মণ্ডপের যেখানে কারেনিনাকে দেখাচ্ছিলেন সেদিকে দৃক্‌পাতও না করে গেলেন নিজের ঘোড়ার কাছে।

ঘোড়ার জিন নিয়ে কিছু নির্দেশ তাঁর দেবার ছিল, কিন্তু সেটা ভালো করে দেখতে না দেখতেই মণ্ডপে সওয়ারীদের ডাক পড়ল নম্বর টেনে নিজের নিজের জায়গায় যেতে। সতেরো জন অফিসার গুরুত্বপূর্ণ, কঠোর, অনেকে বিবর্ণ মুখে মণ্ডপে গিয়ে নম্বর টানলেন। ভ্রন্স্কির ভাগে পড়ল সাত। হুকুম শোনা গেল: 'ওঠো ঘোড়ায়!'

সবার চোখ যেদিকে নিবদ্ধ, তিনি এবং অন্যান্য সওয়ারীরা যে তার কেন্দ্র সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ধীর, শান্ত পদক্ষেপে তিনি গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে, উত্তেজিত হলে সাধারণত তিনি এইরকমই করেন। ঘোড়দৌড়ের সম্মানে তার পোশাকী কস্টিউম পরেছে কর্ড: বোতাম-আঁটা কালো ফ্রক-

কোট, গালে ঠেলে ওঠা কড়া মাড় দেওয়া কলার, গোল কালো টুপি আর জ্যাক বুট। বরাবরের মতোই সে ধীর, গুরুগম্ভীর, ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেই ধরে ছিল তার দুটো লাগামই। ফ্রু-ফ্রু তখনো কেঁপে যাচ্ছিল যেন জ্বর উঠেছে। দীপ্ত চোখে সে কটাক্ষে চাইলে সমাগত দ্রন্স্কির দিকে। জিনের তলে আঙুল ঢোকালেন দ্রন্স্কি, ঘোড়াটা আরো চোখ পাকাল, দাঁত বার করলে, কান এ'টে রইল। তার জিন বাঁধা পরখ করা হল দেখে হাসি ফোটাবার জন্য ঠোঁট কুঞ্চিত করলে ইংরেজটি।

'উঠে বসুন, অস্থিরতা বোধ করবেন কম।'

শেষ বারের মতো দ্রন্স্কি তাকালেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে। উনি জানতেন যে দৌড়ের সময় তিনি ওদের আর দেখবেন না। যেখান থেকে দৌড় শুরু হবার কথা, দু'জন এর মধ্যেই আগে আগে চলতে শুরু করেছে সেদিকে। দ্রন্স্কির একজন বিপজ্জনক প্রতিযোগী ও বন্ধু গাল্ৎসিন ঘুরঘুর করছিলেন তাঁর বাদামী ঘোড়াটার কাছে, জিনে তাঁকে উঠতে দিচ্ছিল না সে। আঁটো ব্রিচেস পরা ছোটোখাটো একজন হুসার জিনের পেছনে ভর দিয়ে ইংরেজ জকিদের কায়দায় বেড়ালের মতো ঝুঁকে পড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল। প্রিন্স কুজোভ্লেভ তাঁর গ্রাবভ প্রজনন কেন্দ্রের জাত ঘুড়ীর পিঠে বসে ছিলেন বিবর্ণ হয়ে, একজন ইংরেজ তাঁর লাগাম ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। দ্রন্স্কি এবং তাঁর সমস্ত সাথীরা কুজোভ্লেভকে এবং তাঁর 'দুর্বল' স্নায়ু আর সাংঘাতিক আত্মাভিমানের কথা জানতেন। তাঁরা জানতেন যে সবকিছুতেই উনি ভীত, ভয় পেতেন এমনকি লড়ুয়ে ঘোড়াতে চাপতে; এখন ব্যাপারটা ভয়াবহ বলেই, লোকের হাড়গোড় ভাঙছে আর প্রতিটি হার্ডলের সামনেই ডাক্তার, নার্স সমেত ক্রস টাঙানো হাসপাতাল মার্কা গাড়ি বরাদ্দ আছে বলেই তিনি দৌড়ে যোগ দেবেন ঠিক করলেন। চোখাচোখি হল ওঁদের, সাদরে, সানুমোদনে চোখ মটকালেন দ্রন্স্কি। শুধু একজনকে তিনি দেখতে পেলেন না, তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, গ্লাদিয়াতরে সওয়ার মাখোতিনকে।

দ্রন্স্কিকে কর্ড বললে, 'তাড়াহুড়ো করবেন না, শুধু একটা কথা মনে রাখবেন: হার্ডলের সামনে থমকাবেন না, তাড়া দেবেন না, ঘোড়াটা যেমন চায় করতে দিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে' — লাগাম নিয়ে দ্রন্স্কি বললেন।

'সম্ভব হলে দৌড়ের আগে আগেই ছ্বটবেন, কিন্তু পেছনে পড়ে গেলেও শেষ ম্বহ্বর্ত পর্যন্ত হতাশ হবেন না।'

ঘোড়াটা এগ্বতে না এগ্বতেই ভ্রন্স্কি লঘ্ব বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ইস্পাতের দাঁতালো রেকাবে পা দিয়ে অনায়াসে তাঁর পেটাই করা দেহ স্থাপন করলেন চামড়ার ক্যাঁচকেঁচে জিনে। ডাইনের রেকাবে পা ঢুকিয়ে তিনি তাঁর অভ্যস্ত চালে আঙ্বলগ্বলোর মধ্যে সমান করে নিলেন লাগাম দ্বটো, কর্ডও হাত নামিয়ে নিল। কোন পা-টা আগে ফেলবে তা যেন স্থির করতে না পেরে ফ্রু-ফ্রু তার ঘাড় লম্বা করে টান দিল লাগামে, তারপর তার স্থিতিস্থাপক পিঠের ওপর আরোহীকে দোলাতে দোলাতে এগিয়ে গেল যেন স্প্রিঙের ওপর দিয়ে। তাড়াতাড়ি পা ফেলে কর্ড চলতে লাগল তাঁর পেছন পেছন। উত্তেজিত ঘোড়াটা কখনো এপাশ কখনো ওপাশ থেকে লাগামে টান দিয়ে আরোহীকে ঠকাবার চেষ্টা করছিল আর ভ্রন্স্কি ম্বখে আওয়াজ করে হাত থাবড়ে ব্থাই শান্ত করার চেষ্টা করলেন তাকে।

বাঁধ দেওয়া নদীটার কাছে গিয়ে যেখান থেকে দৌড় শ্বর্ব হবে সেদিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সওয়ারদের অনেকে আগে, অনেকে পিছনে, হঠাৎ ভ্রন্স্কি শ্বনতে পেলেন রাস্তার কাদায় কদমে ছোটা ঘোড়ার শব্দ, মাখোতিন তার শাদা ঠেঙে দীর্ঘকর্ণ গ্লাদিয়াতরে পেরিয়ে গেল তাঁকে। লম্বা লম্বা দাঁত বার করে মাখোতিন হাসল, কিন্তু ভ্রন্স্কি তার দিকে চাইলেন ক্রুদ্ধ দ্ষ্টিতে। এমনিতেই মাখোতিনকে তিনি দেখতে পারতেন না, আর এখন তো তাকে নিজের সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই গণ্য করছেন। ঘোড়া ছ্বটিয়ে চলে গিয়ে তাঁর ঘোড়াটাকে উত্তেজিত করল বলে রাগ হল তাঁর। কদমে ছোটার জন্য বাঁ পা বাড়িয়ে দিয়েছিল ফ্রু-ফ্রু, দ্ব'বার লাফও দিলে, কিন্তু লাগামের টানে চটে উঠে ছ্বটল দ্বলকি চালে সওয়ারকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে। কর্ডও ভুর্ব কুঁচকে প্রায় ছ্বটতে লাগল ভ্রন্স্কির পেছন পেছন।

॥ ২৫ ॥

দৌড়ে নামল সতেরো জন অফিসার। দৌড় হওয়ার কথা মণ্ডপের সামনে চার ভার্স্ট দীর্ঘ উপব্ত্তে। এতে প্রতিবন্ধক গড়া হয়েছে নয়টি: নদী, ঠিক মণ্ডপের সামনে দ্বই আর্শিন উঁচু নীরেট একটা বড়ো দেয়াল, শ্বকনো

খাল, জলভরা খাল, ঢিপি, আইরিশ ব্যারিকেড (সবচেয়ে কঠিন একটি প্রতিবন্ধক) — খেংরা কাঠি গোঁজা ঢিপি, তার ওপারে ঘোড়ার কাছে অদৃশ্য খাল, ফলে দুই বাধা ঘোড়াকে এক লাফে পেরুতে নয় মারা পড়তে হবে; তারপর আরো দুটি জলভরা এবং একটি শুকনো খাল, দৌড়ের শেষ মণ্ডপের সামনে। তবে শুরুটা বৃত্ত থেকে নয়, সেখান থেকে একশ সাজেন দূরে, আর তার মাঝখানেই প্রথম বাধা — তিন আর্শিন চওড়া জলভরা নদী, আরোহীর ইচ্ছেমতো তা লাফিয়ে অথবা জল ভেঙে যাওয়া চলবে।

বার তিনেক সওয়াররা লাইন দিল, কিন্তু প্রতিবারই কারো না কারো ঘোড়া এগিয়ে যায়, সুতরাং ফের শুরু করতে হয় গোড়া থেকে। দৌড় শুরুর ব্যাপারে সমঝদার কর্নেল সেস্ত্রিন চটে উঠতে যাচ্ছিলেন, তবে শেষ পর্যন্ত চতুর্থ বারের বার হাঁক দিলেন: 'ছুট!' — ছুটল সওয়াররা।

সওয়াররা যখন লাইন দিচ্ছিল, সমস্ত চোখ, সমস্ত দূরবীন ছিল তাদের চিত্রবিচিত্র দলটার দিকে নিবদ্ধ।

প্রতীক্ষার স্তব্ধতার পর এবার চারিদিক থেকে শোনা গেল, 'শুরু হয়েছে! দৌড়চ্ছে!'

ভালো করে দেখার জন্য লোকে একা একা বা জোট বেঁধে ছোটাছুটি লাগাল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। প্রথম মুহূর্ত থেকেই সওয়ারীদের দলটা লম্বা হয়ে যায়, বেশ দেখা যাচ্ছিল দুই বা তিনজন করে তারা একের পর এক এসে যাচ্ছে নদীটার কাছে। দর্শকদের মনে হয়েছিল ওরা দৌড় শুরু করেছে একসঙ্গে, কিন্তু সওয়ারদের কাছে এক সেকেন্ডের পার্থক্যই তাৎপর্য ধরে অনেক।

উত্তেজিত এবং বড়ো বেশি স্নায়ুচঞ্চল ফ্রু-ফ্রু প্রথম মুহূর্তটা ফসকায়, কয়েকটা ঘোড়া স্টার্ট নেয় তার আগে, কিন্তু নদী পর্যন্ত পেঁৗছতে পেঁৗছতে ভ্রন্‌স্কি লাগামে বাঁধা ঘোড়াটাকে প্রাণপণে আয়ত্তে এনে অনায়াসে ছাড়িয়ে গেলেন তিন সওয়ারকে, এখন তাঁর সম্মুখে শুধু মাখোতিনের পাটকিলে গ্লাদিয়াতর, ভ্রন্‌স্কির সামনেই তার পাছাটা নড়ছে সমতালে, অনায়াসে, আর সবার আগে অর্ধমৃত কুজোভ্‌লেভকে নিয়ে ছুটছে অপরূপা দিয়ানা।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভ্রন্‌স্কির কোনো দখল ছিল না, না নিজের ওপর, না ঘোড়ার ওপর। প্রথম প্রতিবন্ধক নদী পর্যন্ত তিনি সামলাতে পারেন নি ঘোড়ার গতিবিধি।

গ্লাদিয়াতর আর দিয়ানা নদী পর্যন্ত পেঁৗছায় একসঙ্গে এবং প্রায় একই

মুহূর্তে: পলকের মধ্যে তারা নদীর ওপর লাফ দিয়ে চলে গেল ওপারে; অলক্ষ্যে ফ্রু-ফ্রু যেন উড়ে গেল তাদের পেছনে। কিন্তু ভ্রন্‌স্কি যখন টের পেলেন যে তিনি শূন্যে, ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন তাঁর ঘোড়ার ঠিক পায়ের তলেই কুজোভ্‌লেভ, নদীর ওপারে দিয়ানার সঙ্গে মাটিতে লুটাচ্ছে (লাফের পর কুজোভ্‌লেভ লাগামে ঢিল দেন, ঘোড়াও ডিগবাজি খায় তাঁকে নিয়ে)। এই সব কথা ভ্রন্‌স্কি বিশদে জানতে পেয়েছিলেন কেবল পরে, তখন কিন্তু তিনি শুধু এইটুকু দেখছিলেন যে যেখানে ফ্রু-ফ্রুর নামার কথা সেখানে ঠিক তার পায়ের নিচেই সে মাড়িয়ে দিতে পারে দিয়ানার পা অথবা মাথা। কিন্তু পড়ন্ত বেড়ালের মতো ফ্রু-ফ্রু তার লাফের মধ্যেই পা আর পিঠ বাঁকিয়ে ঘোড়াটাকে এড়িয়ে চলে গেল আগে।

'ওহ্‌ সোনা আমার!' মনে মনে ভাবলেন ভ্রন্‌স্কি।

নদীর পর ভ্রন্‌স্কি পুরোপুরি দখলে আনলেন ঘোড়াটাকে এবং তাকে সংযত রেখে স্থির করলেন বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরবেন মাখোতিনের পেছন পেছন আর তার পরে যে দু'শ সাজেন দূরত্বে কোনো প্রতিবন্ধক নেই সেখানে ওকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা যাবে।

বড়ো প্রতিবন্ধকটা ছিল জার মণ্ডপের সামনে। সম্রাট, গোটা দরবার, জনতার দৃষ্টি ওঁদের দিকে নিবদ্ধ, ভ্রন্‌স্কি আর এগিয়ে থাকা মাখোতিন যখন শয়তানের (নীরেট দেয়ালটা এই নামেই অভিহিত হত) কাছে আসছিল, তাঁদের দিকে। চারিদিক থেকে তাঁর প্রতি দৃষ্টি ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন, কিন্তু নিজের ঘোড়ার কান আর ঘাড়, তাঁর দিকে ধেয়ে আসা জমি, গ্লাদিয়াতরের পশ্চাদ্দেশ আর শাদা ঠ্যাং ছাড়া কিছুই দেখছিলেন না, দ্রুত তাল ঠুকে গ্লাদিয়াতর ছুটছে সামনে একই ব্যবধান বজায় রেখে। কোথাও কিছু ধাক্কা না খেয়ে ছোট্ট লেজটা নেড়ে গ্লাদিয়াতর লাফিয়ে উঠল এবং অন্তর্ধান করল ভ্রন্‌স্কির দৃষ্টিপথ থেকে।

কে যেন বলে উঠল 'সাবাস!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ভ্রন্‌স্কির চোখের সামনে, তাঁর সামনেই ঝলক দিল প্রতিবন্ধকের তক্তা। গতি একটুও না বদলিয়ে তাঁর ঘোড়া লাফিয়ে উঠল, পেরিয়ে গেল তক্তা, শুধু পেছনে খট করে উঠল কী যেন। সামনে ছুটন্ত গ্লাদিয়াতর দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ঘোড়াটা প্রতিবন্ধকের সামনে লাফিয়ে উঠেছিল একটু আগেই, তাতে পেছনের খুর ঠুকে গিয়েছিল। কিন্তু গতি

তার বদলাল না, মুখে একতাল কাদা মেখে ভ্রন্‌স্কি টের পেলেন যে গ্লাদিয়াতরের কাছ থেকে তিনি সেই একই ব্যবধানে রয়েছেন। ফের তাঁর সামনে দেখতে পেলেন তার পশ্চাদ্দেশ, ছোটো লেজ, ফের সেই দ্রুতগতি শাদা পা, যা দূরত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারছিল না।

ভ্রন্‌স্কি যখন ভাবছিলেন এবার মাখোতিনকে ছাড়িয়ে যেতে হয়, ফ্রু-ফ্রুও তখনি ভ্রন্‌স্কির মনোভাব টের পেয়ে কোনোরকম তাগাদা ছাড়াই গতি অনেকটা বাড়িয়ে সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক, ভেতরকার দিক থেকে কাছিয়ে আসতে লাগল মাখোতিনের। সে দিকটা মাখোতিন ছাড়ছিল না। বাইরের দিক থেকেও ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, ভ্রন্‌স্কি এই কথা ভাবতেই ফ্রু-ফ্রুও অমনি গতি বদলিয়ে সেইভাবেই ছুটতে লাগল। ঘামে কালো হয়ে উঠতে শুরু করা ফ্রু-ফ্রুর ঘাড় সমান হয়ে উঠল গ্লাদিয়াতরের পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে। কিছুক্ষণ তারা দৌড়ল পাশাপাশি। কিন্তু যে প্রতিবন্ধকটার কাছে তারা আসছিল তার আগে বাইরের বৃত্ত দিয়ে যাতে না যেতে হয় তার জন্য ভ্রন্‌স্কি লাগাম চালাতে লাগলেন এবং দ্রুত, একেবারে ঢিপিটাতেই ছাড়িয়ে গেলেন মাখোতিনকে। কাদা ছিটকে লাগা তার মুখটা শুধু এক ঝলক দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর এমনকি এও মনে হল যে মাখোতিন হাসছে। ওকে তিনি ছাড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্তু টের পাচ্ছিলেন ঠিক কাছেই তার উপস্থিতি, অবিরাম শুনতে পাচ্ছিলেন পেছনে সমতাল খুরের শব্দ আর গ্লাদিয়াতরের নাসারন্ধ্র থেকে দমকা-মারা তাজা নিশ্বাস।

পরবর্তী দুটো বাধা, খাল আর ব্যারিয়ার পেরনো গেল সহজেই, কিন্তু ভ্রন্‌স্কির কানে আসতে লাগল ক্রমেই কাছিয়ে আসা খুর আর নিশ্বাসের শব্দ। ঘোড়াকে তাগিদ দিলেন তিনি, এবং এটা টের পেয়ে খুশি হলেন যে ফ্রু-ফ্রু অনায়াসে গতি বাড়িয়ে চলেছে, গ্লাদিয়াতরের খুরের শব্দ শোনা যেতে লাগল ফের সেই আগের দূরত্ব থেকে।

ভ্রন্‌স্কি যেভাবে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং কর্ড যা পরামর্শ দিয়েছিল সেভাবেই এগিয়ে গেছেন তিনি; এখন তিনি সাফল্যে নিশ্চিত। তাঁর উত্তেজনা, আনন্দ, ফ্রু-ফ্রু'র জন্য মমতা সবই বেড়ে উঠল। পেছনে একবার তাকিয়ে দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু সাহস পেলেন না, চেষ্টা করলেন নিজেকে শান্ত রাখতে, ঘোড়াকে তাড়া না দিতে, যাতে গ্লাদিয়াতরের মধ্যে যতটা শক্তির সঞ্চয় আছে বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন ততটা শক্তিই যেন ফ্রু-ফ্রু'রও থাকে। বাকি আছে কেবল একটা, সবচেয়ে

কঠিন বাধা; সেটা যদি তিনি অতিক্রম করতে পারেন অন্যদের চেয়ে আগে, তাহলে তিনিই হবেন প্রথম। ঘোড়া তিনি ছোটালেন আইরিশ ব্যারিকেডের দিকে। ফ্রু-ফ্রু'র সঙ্গে দূর থেকেই ব্যারিকেডটা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি, দেখা দিল তাঁর ও ঘোড়ার মুহূর্তের সন্দেহ। ঘোড়ার কানে অনিশ্চিতি চোখে পড়ল তাঁর, চাবুকও উঠিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলেন যে সন্দেহ ভিত্তিহীন; ঘোড়া জানে কী তার করা উচিত। শরীর টানটান করে সে ভ্রন্‌স্কি যা আশা করেছিলেন ঠিক তেমনি মাত্রা রেখে যথাযথভাবে লাফ দিল আর শূন্যে উঠে গা ছেড়ে দিল জাড্যের শক্তিতে যা তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল খাল ছাড়িয়ে অনেক দূরে: আর ঠিক একই তালে বিনা চেষ্টায় একই পায়ে ফ্রু-ফ্রু চালিয়ে গেল তার দৌড়।

'সাবাস ভ্রন্‌স্কি!' একদল লোকের চিৎকার কানে এল তাঁর — তিনি জানতেন এরা তাঁর রেজিমেন্টের লোক এবং বন্ধুবান্ধব, দাঁড়িয়ে ছিল এই প্রতিবন্ধকটার কাছে; ইয়াশ্‌ভিনের গলা ঠাহর করতে তাঁর ভুল হবার কথা নয়। তবে দেখতে পেলেন না তাঁকে।

'আরে আমার লক্ষ্মীটি!' ফ্রু-ফ্রু'কে বললেন মনে মনে, পেছন থেকে আসা শব্দের দিকে কান পেতে রেখে। 'পেরিয়ে এল দেখছি!' গ্লাদিয়াতরের খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে ভাবলেন তিনি। বাকি রইল কেবল দুই আর্শিন চওড়া জলভরা শেষ খালটা। ভ্রন্‌স্কি সে দিকে তাকালেনও না, অনেক ব্যবধানে প্রথম হবার বাসনায় তিনি লাগাম চালাতে লাগলেন বৃত্তাকারে, খুরের তালে তালে ঘোড়ার মাথা উঠিয়ে আর নামিয়ে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ঘোড়া ছুটছে তার শেষ শক্তিতে; শুধু তার গ্রীবা আর ঘাড় ভিজে উঠেছে তাই নয়, মাথা আর তীক্ষ্ন কানেও বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন, দমকা-মারা। কিন্তু তিনি জানতেন যে এই শেষ শক্তিটা বাকি দু'শ সাজেন দূরত্বের পক্ষে যথেষ্ট। নিজেকে মাটির কাছাকাছি বলে টের পাওয়ায় এবং গতির একটা বিশেষ লঘুতা দেখে ভ্রন্‌স্কি বুঝলেন দ্রুততা কতটা বাড়িয়ে তুলেছে তাঁর ঘোড়া। খালটা সে পেরিয়ে গেল যেন নজর না করেই। পেরিয়ে গেল যেন পাখির মতো উড়ে; কিন্তু ঠিক এই সময়েই ভ্রন্‌স্কি আতংকে অনুভব করলেন যে ঘোড়ার গতির সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে তিনি নিজেই না বুঝে কেমন করে যেন একটা বিছছিরি অমার্জনীয় কাণ্ড করে ফেলেছেন, বসে পড়েছেন জিনে। হঠাৎ অবস্থা ওঁর বদলে গেল, বুঝতে পারলেন ভয়াবহ কিছু একটা

ঘটেছে। কী ঘটেছে সেটা বুঝে উঠতে না উঠতেই পার্টিকেলে ঘোড়ার শাদা পা ঝলক দিল তাঁর কাছে, মাখোতিন দ্রুত ছুটে গেল তাঁর পাশ দিয়ে। ভ্রন্স্কির একটা পা ঠেকল মাটিতে, ঘোড়া লুটিয়ে পড়ল সেই পায়ের ওপর। পা'টা ছাড়িয়ে নিতে না নিতেই ঘোড়া একপাশে কাত হয়ে পড়ল, ঘড়ঘড়ে শব্দ করে উঠে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টায় শীর্ণ ঘর্মাক্ত ঘাড় বাড়িয়ে গুলি-বেঁধা পাখির মতো ধড়ফড় করতে লাগল তাঁর পায়ের কাছে। ভ্রন্স্কির আনাড়ি কাণ্ডটায় ঘোড়ার পিঠ ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। এখন তিনি শুধু দেখলেন মাখোতিন দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে আর কর্দমাক্ত অটল মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তিনি টলছেন, ভয়ানক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর সামনে পড়ে আছে ফ্রু-ফ্রু, তাঁর দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তার অপরূপ চোখে চেয়ে দেখছে সে। কী ঘটেছে সেটা তখনো না বুঝে ভ্রন্স্কি টানাটানি করতে লাগলেন ঘোড়ার লাগাম। ফের ঘোড়া মাছের মতো ছটফট করে, জিন ক্যাঁচকোঁচিয়ে সামনের দু'পা বাড়িয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পাছা তুলতে পারল না, সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ল কাত হয়ে। ভ্রন্স্কির মুখ রিপুবেগে বিকৃত, বিবর্ণ, নিম্ন চিবুক কম্পমান, তাঁর জুতোর হিল দিয়ে তিনি লাথি মারলেন তার পেটে, ফের টানতে লাগলেন লাগাম। কিন্তু ঘোড়া নড়ল না, পশ্চাদ্দেশ মাটিতে গুঁজে সে তার মুখর দৃষ্টিতে চাইল প্রভুর দিকে।

'আ-আ-আ!' মাথা চেপে ধরে গঙিয়ে উঠলেন ভ্রন্স্কি, 'আ-আ-আ! কী আমি করলাম!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'দৌড়েও হেরে গেলাম! সবই আমার দোষ, কলঙ্কজনক, অমার্জনীয়! আর হতভাগ্য সুন্দর ঘোড়াটাও ধ্বংস হল! আ-আ-আ! কী আমি করলাম!'

লোকে — ডাক্তার, তার সহকারী, রেজিমেন্টের অফিসাররা ছুটে গেল তাঁর কাছে। সখেদে তিনি অনুভব করলেন যে তিনি অক্ষত, নিরাপদ। ঘোড়ার পিঠ ভেঙেছে, সিদ্ধান্ত হল তাকে গুলি করে মারা হোক। কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না ভ্রন্স্কি, কথা কইতে পারলেন না কারো সঙ্গে। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে খসে পড়া টুপিটা না তুলেই তিনি ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছেড়ে চললেন নিজেই জানেন না কোথায়। নিজেকে হতভাগ্য বোধ হচ্ছিল তাঁর। জীবনে এই প্রথম বার এত গুরুতর দুর্ভাগ্য তাঁর ঘটল, সে দুর্ভাগ্য অপূরণীয় আর তার জন্য দোষী তিনি নিজে।

টুপিটা তুলে নিয়ে ইয়াশ্‌ভিন তাঁর সঙ্গ ধরলেন, বাড়ি পোঁছে দিলেন তাঁকে। আধ ঘণ্টা বাদে ভ্রন্‌স্কি প্রকৃতিস্থ হলেন, কিন্তু এ দৌড়ের স্মৃতি বহুকাল তাঁর মর্মে জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি হয়ে ছিল।

॥ ২৬ ॥

স্ত্রীর সঙ্গে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বাইরের সম্পর্ক ছিল আগের মতোই। শুধু একমাত্র তফাৎ হল এই যে তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতে লাগলেন পূর্বের চেয়ে বেশি। আগের বছরগুলোর মতোই বসন্ত শুরু হতেই তিনি হাওয়া বদলাতে বিদেশে যান শীতকালের পরিশ্রমে প্রতি বছর ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য এবং বরাবরের মতো জুলাই মাসে ফিরে বর্ধিত কর্মোদ্যোগে কাজে লেগে যান। বরাবরের মতো স্ত্রী উঠে এসেছিলেন পল্লীভবনে আর তিনি থেকে যান পিটার্সবুর্গে।

প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার ওখানে সেই সন্ধ্যার পরে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার পরে তিনি আন্নার কাছে নিজের সন্দেহ আর ঈর্ষার কোনো প্রসঙ্গ তোলেন নি। কারো একটা বর্ণনা দেবার সময় যে সুরে তিনি কথা কইতেন সেটা তাঁর স্ত্রীর প্রতি তাঁর বর্তমান সম্পর্কের সঙ্গে এত খাপ খায় নি আর কখনো। স্ত্রীর প্রতি কিছুটা নিরুত্তাপ হয়ে ওঠেন তিনি। প্রথম যে নৈশ আলাপটা আন্না অগ্রাহ্য করেন তার জন্য আন্নার প্রতি তাঁর যেন সামান্য শুধু একটু অসন্তোষ ছিল মনে হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বিরক্তির আভাস থাকত, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। 'তুমি আমার সঙ্গে বোঝাবুঝি করে নিতে চাও নি' — তিনি যেন মনে মনে বলতেন আন্নাকে, 'সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ। এবার তুমি আমায় অনুরোধ করবে, আর আমি কিছুই বোঝাতে যাব না। সেটা তোমার পক্ষেই খারাপ' — তিনি মনে মনে এই কথা বলতেন সেই মানুষের মতো, যে আগুন নেভাবার বৃথা চেষ্টা করেছে এবং নিজের ব্যর্থতায় রেগে উঠে বলতে পারত 'চুলোয় যা! পুড়ে মর এর জন্যে!'

রাজকর্মের ব্যাপারে বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্মদর্শী এই লোকটি স্ত্রীর প্রতি এরূপ মনোভাবের নির্বুদ্ধিতা বুঝতেন না। বুঝতেন না কারণ নিজের সত্যকার অবস্থা বুঝতে যাওয়া তাঁর পক্ষে ছিল বড়ো বেশি ভয়াবহ, তাই

মনের মধ্যে যে বাক্সটায় পরিবারের প্রতি, অর্থাৎ স্ত্রী ও ছেলের প্রতি তাঁর হৃদয়াবেগগুলো থাকত সেটা তিনি বন্ধ করে তালা এ'টে সীল মেরে রেখেছিলেন। মনোযোগী পিতা তিনি, শীতের শেষে তিনি সবিশেষ নিরুত্তাপ হয়ে ওঠেন ছেলের প্রতি, স্ত্রীর মতো ছেলের ক্ষেত্রেও তিনি একই ঠাট্টার সুর নিতেন। 'আ, যুবাপুরুষ যে!' ছেলেকে সম্বোধন করতেন তিনি।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ মনে করতেন এবং বলতেন যে এ বারের মতো আর কোনো বছরে কাজের এত চাপ তাঁর কখনো হয় নি; কিন্তু সচেতন ছিলেন না যে কাজগুলো তিনি নিজেই ভেবে বার করছেন আর যে বাক্সটায় থাকত স্ত্রীর এবং ছেলের প্রতি হৃদয়ানুভূতি, তাদের নিয়ে ভাবনা, সেটা না খোলার একটা উপায় এটা, আর যতদিন তা বাক্সে বন্ধ থাকছে ততই ভয়াবহ হয়ে উঠছে সেগুলো। স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কে কী তিনি ভাবছেন এ কথা জিজ্ঞাসা করার অধিকার যদি কারো থাকত, তাহলে নিরীহ, নম্র আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কোনো জবাব দিতেন না নিশ্চয়, কিন্তু যে লোক এ কথা জিগ্যেস করেছে তার ওপর তিনি ভয়ানক চটে উঠতেন। এই জন্যই ওঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য কেমন আছে কেউ জিগ্যেস করলে, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মুখে ফুটে উঠত একটা গর্ব আর কঠোরতার ভাব। স্ত্রীর আচরণ ও হৃদয়াবেগ নিয়ে ভাবতে চাইতেন না তিনি এবং সত্যি সত্যিই ভাবতেন না।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের স্থায়ী পল্লীভবন ছিল পিটার্সহফে, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সাধারণত গ্রীষ্মটা কাটাতেন সেখানেই, আন্নার প্রতিবেশী হিশেবে তাঁর সঙ্গে অবিরাম যোগাযোগ রেখে। এ বছর কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সহফে-থাকতে চান নি, একবারও আসেন নি আন্না আর্কাদিয়েভনার কাছে, বেট্‌সি আর ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আন্নার অন্তরঙ্গতা যে অস্বস্তিকর, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে এ ইঙ্গিত তিনি করেছেন একাধিকবার। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁকে রূঢ়ভাবে থামিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে তাঁর স্ত্রী সন্দেহের ঊর্ধ্বে এবং সেই থেকে কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনাকে তিনি এড়িয়ে চলছেন। তিনি দেখতে চাইতেন না এবং দেখতেন না যে অনেক লোকেই তাঁর স্ত্রীর দিকে চাইছে বাঁকা চোখে, বুঝতে চাইতেন না এবং বুঝতেন না কেন তাঁর স্ত্রী জারস্কোয়ে সেলোতে উঠে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন যেখানে থাকতেন বেট্‌সি, ভ্রন্‌স্কির

রেজিমেণ্ট ছাউনি পেতেছে যেখান থেকে দূরে নয়। এ নিয়ে নিজেকে ভাবতে তিনি দিতেন না এবং ভাবতেন না; কিন্তু সেইসঙ্গে নিজেকে এ কথা কখনো না বলে এবং কোনো প্রমাণ শুধু নয়, সন্দেহের কোনো কারণ না পেয়েও তিনি অন্তরের গভীরে গভীরে নিশ্চিত জানতেন যে তিনি প্রতারিত স্বামী, আর সে জন্য গভীর দুর্ভাগ্য বোধ করতেন।

স্ত্রীর সঙ্গে আট বছরের সুখী জীবনে অন্যের বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী আর প্রবঞ্চিত স্বামীর দিকে চেয়ে কতবার না তিনি মনে মনে ভেবেছেন: 'কী করে এটা ওরা হতে দিচ্ছে? এই বিশ্রী অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসছে না কেন?' কিন্তু এখন, বিপদ যখন ভেঙে পড়েছে তাঁরই মাথায়, তখন এই বিশ্রী অবস্থাটা চুকিয়ে দেওয়ার কথা তিনি যে ভাবলেন না শুধু তাই নয়, আদৌ সে অবস্থাটা তিনি জানতেও চাইলেন না, চাইলেন না কারণ সেটা বড়ো বেশি ভয়ংকর, বড়ো বেশি অস্বাভাবিক।

বিদেশ থেকে ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর পল্লীভবনে গেছেন দু'বার। একবার সেখানে দিবাহার সারেন, দ্বিতীয় বার সন্ধ্যা কাটান নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে, কিন্তু কোনো বারই রাত কাটান নি, যা করেছেন আগের বছরগুলোয়।

ঘোড়দৌড়ের দিনটা ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে খুবই কর্মব্যস্ত একটা দিন; কিন্তু সকালেই দিনের কর্মসূচি স্থির করার সময় তিনি ভেবেছিলেন তাড়াতাড়ি দিবাহার সেরে তিনি পল্লীভবনে যাবেন স্ত্রীর কাছে, সেখান থেকে ঘোড়দৌড়ে, যেখানে থাকবে গোটা রাজদরবার, তাঁরও সেখানে থাকা উচিত। স্ত্রীর কাছে তিনি যাচ্ছেন কারণ শোভনতার জন্য সপ্তাহে একবার করে সেখানে যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। তা ছাড়া সেদিন পনেরোই, এই তারিখে খরচার জন্য টাকা দেবার একটা রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল।

স্ত্রীর সম্পর্কে এইটুকু ভাবার পর যেটা স্ত্রীর ব্যাপার নিজের ভাবনার ওপর দখল থাকায় সেখানে নিজের ভাবনা প্রসারিত হতে দিলেন না তিনি।

এই সকালটায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাজ ছিল প্রচুর। আগের দিন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা পিটার্সবুর্গে আগত একজন নামকরা পর্যটকের চীন ভ্রমণ সম্পর্কে পুস্তিকা পাঠিয়ে লিখেছিলেন যে তাঁকে যেন ডাকা হয়, নানা কারণে লোকটি চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যায় বইটি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পড়ে উঠতে পারেন নি, সেটি

শেষ করলেন আজ সকালে। তারপর যাচকেরা আসে, শুরু হল রিপোর্ট লেখা, আপ্যায়ন করা, নিয়োগ, বরখাস্ত, পুরস্কার, পেনশন, মাহিনা দানের হুকুম, পত্রালাপ — অর্থাৎ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যাকে বলতেন দৈনন্দিন কাজ যাতে অনেক সময় যায়। তারপর ছিল তাঁর নিজের কাজ, ডাক্তারের আগমন, সরকার। সরকার বেশি সময় নেয় নি। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে প্রয়োজনীয় টাকাটা দিয়ে সে কেবল সংক্ষেপে বিষয়-আশয়ের হাল জানায় যা বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না, কেননা বর্তমান বছরে ব্যক্তিগত সফরের জন্য অনেক খরচ হওয়ায় টান পড়েছে টাকায়। কিন্তু ডাক্তার, পিটার্সবুর্গের নামকরা ডাক্তারটি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে সৌহার্দ্য থাকায় সময় নিলেন অনেক। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আজ তাঁকে আশা করেন নি, তাঁর আসায় তিনি অবাক হয়েছিলেন আরো এই জন্য যে তিনি খুব মন দিয়ে তাঁর স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন, বুকে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে শোনেন, যকৃৎ টিপে দেখেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জানতেন না যে তাঁর বন্ধু লিদিয়া ইভানোভনা তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে দেখে রোগীকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কাছে যেতে। 'আমার জন্যে এই কাজটুকু করুন' — বলেছিলেন কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা।

'এটা আমি করব রাশিয়ার জন্যে, কাউণ্টেস' — জবাব দিয়েছিলেন ডাক্তার।

কাউণ্টেস বলেছিলেন, 'অমূল্য মানুষ!'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে পরীক্ষা করে ডাক্তার খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। দেখলেন তাঁর যকৃৎ অনেক বেড়েছে, কমে গেছে পুষ্টি, কোনো ফল হয় নি খনিজ জলে। তিনি বরাত করলেন যথাসম্ভব শারীরিক গতিবিধি বাড়িয়ে যথাসম্ভব মানসিক চাপ কমাতে, প্রধান কথা কোনোরকম দুশ্চিন্তা চলবে না, যা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে নিশ্বাস না নেওয়ার মতোই অসম্ভব; চলে গিয়ে ডাক্তার আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মনে এমন একটা ধারণা রেখে গেলেন যে তাঁর শরীরে কিছু একটা গড়বড় হয়েছে যা সারানো যাবে না।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছ থেকে চলে যেতে অলিন্দে ডাক্তারের দেখা হয়ে গেল তাঁর সুপরিচিত, কারেনিনের বাড়ির সরকার স্লিউদিনের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা ছিলেন সহপাঠী, কালেভদ্রে দেখা

হলেও তাঁরা ছিলেন বন্ধু এবং পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ, সেই কারণে স্লিউদিনকে ছাড়া আর কাউকে ডাক্তার জানাতেন না রোগী সম্পর্কে তাঁর অভিমত।

স্লিউদিন বললেন, 'আপনি এসেছেন বলে কী যে খুশি হয়েছি। উনি সুস্থ নন, আর আমার মনে হয়... কিন্তু কী হয়েছে?'

'হয়েছে এই' — স্লিউদিনের মাথার ওপর দিয়ে গাড়ি আনার জন্য কোচোয়ানকে ইঙ্গিত করে ডাক্তার বললেন, তারপর তাঁর শাদা হাতে নরম দস্তানায় আঙুল ঢুকিয়ে যোগ করলেন, 'হয়েছে এই — একটা তন্তুকে টান না করে ছেঁড়বার চেষ্টা করে দেখুন — খুবই কঠিন; কিন্তু যথাসাধ্য টানটান করতে পারলে আঙুলের একটা ভারেই তা ছিঁড়ে পড়বে। আর উনি তাঁর পরিশ্রম আর কর্তব্য-বোধে টানটান হয়ে উঠেছেন একেবারে শেষ মাত্রায়। তা ছাড়া বাইরের চাপ পড়ছে, খুবই বেশি চাপ' — অর্থব্যঞ্জকভাবে ভুরু তুলে সমাপ্তি টানলেন ডাক্তার, এবং নিয়ে আসা গাড়িটায় উঠতে উঠতে যোগ করলেন, 'ঘোড়দৌড়ে যাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেক সময় যাবে বৈকি' — স্লিউদিন কী-একটা বলেছিলেন যা তাঁর কানে যায় নি, তার জবাবে বললেন তিনি।

ডাক্তার অনেক সময় নিয়ে চলে যাবার পর এলেন নামকরা পর্যটক আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁর সদ্যপঠিত পুস্তিকা এবং আগের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে পর্যটককে বিস্মিত করলেন বিষয়টা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সুশিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায়।

পর্যটকের সঙ্গে সঙ্গেই গুবের্নিয়া-প্রধানের আগমন সংবাদ জানানো হল তাঁকে। তিনি পিটার্সবুর্গে এসেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার ছিল। ইনি চলে গেলে সরকারের সঙ্গে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারগুলো সারতে হল, তারপর একটা গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ব্যাপারে যেতে হল জনৈক কেষ্টবিষ্টুর কাছে। ফিরতে পারলেন কেবল তাঁর আহারের সময় বেলা পাঁচটা নাগাদ। সরকারের সঙ্গে আহার সেরে তিনি তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে একত্রে পল্লীভবনে এবং পরে ঘোড়দৌড়ে যেতে।

ব্যাপারটা সম্পর্কে সজ্ঞান না থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এখন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি যাতে উপস্থিত থাকে তার প্রয়োজন বোধ করছিলেন তিনি।

ওপরতলায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আন্নুশ্‌কার সাহায্যে আন্না শেষ ফিতে আঁটছিলেন তাঁর গাউনে, এমন সময় সদরের কাছে শুনতে পেলেন নুড়ি মাড়িয়ে যাওয়া চাকার শব্দ।

ভাবলেন, 'বেট্‌সির তো এত তাড়াতাড়ি আসার কথা নয়।' জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন একটা গাড়ি আর তা থেকে বেরিয়ে আছে একটা কালো টুপি আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের অতি পরিচিত কান। ভাবলেন, 'দ্যাখো কান্ড, কী অসময়ে আসা; রাতে থাকবে নাকি?' এবং তার ফলে যা ঘটতে পারে সেটা তাঁর কাছে এতই সাংঘাতিক আর ভয়ংকর মনে হল যে মুহূর্তের জন্যও কিছু না ভেবে হাসিখুশি উজ্জ্বল মুখে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার যে ঝোঁক তাঁর পরিচিত নিজের মধ্যে তার উপস্থিতি টের পেয়ে আত্মসমর্পণ করলেন সেই ঝোঁকে, কথা কইতে শুরু করলেন কী বলছেন নিজেই তা না জেনে।

'আহ্‌ বেশ ভালো হল!' স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে আর ঘরের লোক স্লিউদিনকে হেসে স্বাগত করে তিনি বললেন। আর প্রথম যে কথাটা তাঁর প্রতারণার ঝোঁক তাঁর মুখে জুগিয়ে দিলে, সেটা হল, 'রাত কাটাচ্ছ তো? এবার আমরা একসঙ্গে রওনা দেব। দুঃখের কথা বেট্‌সিকে কথা দিয়েছি। সে আসবে আমায় নিতে।'

বেট্‌সির নাম শুনে মুখ কোঁচকাল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের।

'আরে না, অবিচ্ছেদ্যকে বিচ্ছিন্ন করতে আমি যাব না' — তিনি বললেন তাঁর বরাবরের রহস্যের সুরে, 'আমি যাব মিখাইল ভাসিলিয়েভিচের সঙ্গে। ডাক্তারও আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে বলেছে। হেঁটে যাব রাস্তা দিয়ে আর কল্পনা করব যে আছি খনিজ জলের এলাকায়।'

'তাড়াহুড়ার কিছু নেই' — আন্না বললেন, 'চা খাবে?' ঘণ্টি দিলেন তিনি।

'চা দিন-না, আর সেরিওজাকে বলুন যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এসেছেন। তা কেমন আছ তুমি? মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ আমাদের এখানে আপনারা আসেন নি, দেখুন কী সুন্দর আমাদের ঝুল-বারান্দা' — বললেন তিনি কখনো একে কখনো ওকে লক্ষ্য করে।

কথা কইছিলেন তিনি সহজ স্বাভাবিক সুরে কিন্তু বড়ো বেশি এবং

বড়ো তাড়াতাড়ি। নিজেই তিনি তা টের পাচ্ছিলেন, বিশেষ করে মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ যে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাইছিলেন তা থেকে তিনি বুঝতে পারছিলেন যে উনি কেমন যেন নজর করে দেখছেন তাঁকে।

মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ তক্ষুনি চলে গেলেন বারান্দায়।

স্বামীর পাশে বসলেন আন্না।

বললেন, 'তোমার চেহারা খারাপ দেখাচ্ছে।'

উনি বললেন, 'হ্যাঁ, আজ ডাক্তার এসেছিল। এক ঘণ্টা সময় নিয়েছে। মনে হয় আমার বন্ধুবান্ধবদের কেউ পাঠিয়েছিল, আমার স্বাস্থ্য এদের কাছে খুবই মূল্যবান...'

'কিন্তু কী সে বললে?'

ওঁর স্বাস্থ্য, কাজকর্মের কথা জিগ্যেস করলেন আন্না, বললেন বিশ্রাম দরকার, চলে আসুন তাঁর কাছে।

এ সবই আন্না বললেন খুশির সুরে, চোখে ঝিলিক তুলে; কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সে সুরে কোনো তাৎপর্য দিলেন না, তিনি শুধু তাঁর কথা শুনলেন এবং শুধু তাদের সোজাসাপটা মানেটাই ধরলেন। তিনি জবাবও দিলেন সাধাসিধে, যদিও রহস্য করে। আলাপটায় বিশেষত্ব কিছু ছিল না, কিন্তু পরে লজ্জার একটা যন্ত্রণা ছাড়া এই ছোটো দৃশ্যটা স্মরণ করতে পারতেন না আন্না।

গৃহশিক্ষিকা সমভিব্যাহারে ঘরে ঢুকল সেরিওজা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যদি পর্যবেক্ষণ করার সাহস রাখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন যে ছেলেটা ভীরু ভীরু বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল প্রথমে বাবা, পরে মায়ের দিকে। কিন্তু কিছুই তিনি দেখতে চাইছিলেন না এবং দেখলেন না।

'আ, নবযুবক যে। বেড়ে উঠেছে... সত্যি, একেবারে মরদ। স্বাগত নবযুবক।'

করমর্দনের জন্য তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন সন্ত্রস্ত সেরিওজার দিকে।

বাপের সঙ্গে সম্পর্কে সেরিওজা আগেও ছিল সংকুচিত। আর এখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাকে নবযুবক বলে ডাকতে শুরু করা এবং ভ্রন্স্কি শত্রু না মিত্র এই প্রহেলিকাটা মাথায় ঘুরতে থাকার পর বাপ তার কাছে একেবারে পর হয়ে উঠেছে। মায়ের দিকে সে চাইল যেন সাহায্য প্রার্থনা করে। শুধু মায়ের কাছে থাকলেই সে ভালো বোধ করত। আলেক্সেই

আলেক্‌সান্দ্রভিচ ওদিকে গৃহশিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কাঁধ ধরে রেখেছেন ছেলের, সেরিওজার এমন যন্ত্রণাকর অস্বস্তি হচ্ছিল যে আন্না দেখতে পেলেন যে ছেলেটার কান্না পাচ্ছে।

ছেলে ঘরে ঢুকতেই আন্না লাল হয়ে উঠেছিলেন, আর এখন সেরিওজার অস্বস্তি হচ্ছে লক্ষ্য করে ছেলের কাঁধ থেকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের হাত সরিয়ে দিয়ে, তাকে চুমু খেয়ে নিয়ে গেলেন বারান্দায় এবং তক্ষুনি ফিরে এলেন।

নিজের ঘড়ি দেখে বললেন, 'সময় কিন্তু হয়ে গেছে। বেট্‌সি আসছে না কেন!..'

'হ্যাঁ' — বলে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল মটকালেন। 'আমি আরো এলাম তোমায় টাকা দেবার জন্যে, কেননা রূপকথা শুনে তো আর নইটিঙ্গেলের পেট ভরে না' — তিনি বললেন, 'মনে হয়, তোমার এটা দরকার।'

'না দরকার নেই... ও হ্যাঁ, দরকার আছে' — স্বামীর দিকে না চেয়ে মাথার চুলের গোড়া অবধি লাল হয়ে আন্না বললেন, 'ঘোড়দৌড়ের পর তুমি এখানে আসবে আশা করি।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন, 'হ্যাঁ' — তারপর জানলা দিয়ে অনেক উঁচুতে বসানো ছোট্ট কোচবক্স আর রবারের টায়ার লাগানো বিলাতি গাড়ি আসতে দেখে যোগ করলেন, 'এই যে পিটার্সহফের সুন্দরী, প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়া। কী জমকালো! আহা মরি! তাহলে আমরাও চলি।'

প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়া গাড়ি থেকে নামলেন না, শুধু বুট, কেপ আর কালো টুপি পরা তাঁর খানসামা নেমে এল দেউড়ির কাছে।

'আমি চললাম, আসি' — বলে ছেলেকে চুমু খেয়ে আন্না স্বামীর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন, 'এসে খুব ভালো করেছ।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চুমু খেলেন তাঁর হাতে।

'তাহলে আসি। তুমি চা খেতে আসবে তো, চমৎকার হবে!' এই বলে আন্না বেরিয়ে গেলেন হাসিখুশিতে ঝলমলিয়ে। কিন্তু স্বামী চোখের আড়াল হতেই হাতের যেখানটায় তাঁর ঠোঁটের ছোঁয়া লেগেছিল সেটা অনুভব করে কেঁপে উঠলেন ঘেন্নায়।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যখন ঘোড়দৌড়ের মাঠে পেঁছিলেন, আন্না তখন বেট্‌সির পাশে সেই মণ্ডপে বসে ছিলেন যেখানে জমা হয়েছিল গোটা উঁচু সমাজের লোকজন। স্বামীকে তাঁর চোখে পড়েছিল দূর থেকেই। দুটি মানুষ, স্বামী আর তাঁর প্রণয়ী ছিল তাঁর জীবনের দুই কেন্দ্র, বাহ্যিক অনুভূতির সাহায্য ছাড়াই তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁদের নৈকট্য। দূর থেকেই তিনি অনুভব করছিলেন স্বামী কাছিয়ে আসছেন, আর যে জনতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে তিনি এগুচ্ছিলেন, তার ভেতর অজ্ঞাতসারেই লক্ষ্য করছিলেন তাঁকে। তিনি দেখলেন, মণ্ডপের দিকে আসতে আসতে তিনি কখনো তোষামোদে অভিবাদনের উত্তর দিচ্ছিলেন কৃপা প্রদর্শনের ভঙ্গিতে, কখনো সমকক্ষদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলেন প্রীতিভরে, অন্যমনস্কের মতো, কখনো সমাজের কেষ্টবিষ্টুদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর কানের ডগা চেপে ধরা মস্তো গোল টুপিটা খুলছিলেন। এই সমস্ত ধরন-ধারন আন্নার জানা আছে, আর সবই তাঁর কাছে জঘন্য লাগছিল। তাঁর মনে হল, 'এ সবই কেবল আত্মাভিমান, শুধুই উন্নতির বাসনা — মাত্র এই আছে তার মনের ভেতর। আর বড়ো বড়ো কথা, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মের জন্যে অনুরাগ — এগুলো কেবল উন্নতি করতে পারার উপায়।'

মেয়েদের মণ্ডপের দিকে তাঁর দৃষ্টিপাত থেকে আন্না বুঝেছিলেন যে উনি ওঁকে খুঁজছেন (তিনি সোজা আন্নার দিকেই তাকিয়েছিলেন, কিন্তু মসলিন, রিবন, পালক, ছাতা আর ফুলের ভিড়ে তাঁকে চিনতে পারেন নি), আন্নাও ইচ্ছে করেই তাঁকে দেখতে না পাওয়ার ভান করলেন।

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ!' তাঁর উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্সেস বেট্‌সি, 'আপনি নিশ্চয় স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছেন না; এই যে এখানে!'

কারেনিন তাঁর নিষ্প্রাণ হাসি হাসলেন।

'এখানে এমন চাকচিক্য যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়' — এই বলে তিনি এলেন মণ্ডপে। স্ত্রীর উদ্দেশে হাসলেন তিনি, সদ্য সাক্ষাতের পর ফের স্ত্রীকে দেখে যেভাবে স্বামীর হাসা উচিত, প্রিন্সেস এবং অন্যান্য পরিচিতদের সম্ভাষণ জানালেন, প্রত্যেককেই দিলেন তাদের উচিতমতো প্রাপ্য, অর্থাৎ রহস্য করলেন মহিলাদের সঙ্গে আর মাথা নোয়ালেন পুরুষদের উদ্দেশে। নিচে মণ্ডপের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে

সম্মানীয়, মনীষা ও শিক্ষাদীক্ষায় সুখ্যাত এক জেনারেল-অ্যাডজুট্যাণ্ট। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কথা কইতে লাগলেন তাঁর সঙ্গে।

দৌড়ের মাঝখানে তখন বিরতি, তাই আলাপে বাধা পড়ার মতো কিছু ছিল না। জেনারেল-অ্যাডজুট্যাণ্ট ঘোড়দৌড়ের নিন্দা করছিলেন, তাতে আপত্তি করে কারেনিন দাঁড়ালেন তার সমর্থনে। আন্না তাঁর একটি কথাও বাদ না দিয়ে শুনছিলেন তাঁর মিহি সমতাল কণ্ঠস্বর আর তাঁর প্রতিটি কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল মিথ্যা, কানে বিঁধছিল যন্ত্রণা দিয়ে।

যখন চার ভার্স্টের হার্ডল রেস শুরু হয়, তখন আন্না সামনে ঝুঁকে পড়ে চোখ না সরিয়ে দেখছিলেন যে ভ্রন্‌স্কি ঘোড়ার কাছে এসে তাতে চাপছেন আর সেইসঙ্গে শুনছিলেন স্বামীর এই অবিশ্রাম বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর। ভ্রন্‌স্কির জন্য আশংকায় কষ্ট হচ্ছিল তাঁর, কিন্তু আরো বেশি কষ্ট হচ্ছিল কথার পরিচিত টান সমেত স্বামীর মিহি গলায়, যা কখনো থামবে না বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।

'আমি একটা খারাপ মেয়ে, নষ্টা মেয়ে' — আন্না ভাবছিলেন, 'কিন্তু মিথ্যে বলতে আমার ভালো লাগে না, সইতে পারি না মিথ্যে, কিন্তু ওর (স্বামীর) খোরাক এই মিথ্যেই। সব ও জানে, সব দেখতে পাচ্ছে; অথচ অমন শান্তভাবে কথা বলতে যখন ও পারছে তখন কী তার অনুভূতির দাম? যদি খুন করত আমায়, খুন করত ভ্রন্‌স্কিকে, তাহলে বরং সম্মান করতাম ওকে। কিন্তু না, ওর দরকার কেবল মিথ্যা আর শোভনতা' — নিজেকে বোঝাচ্ছিলেন আন্না, কিন্তু ভাবছিলেন না ঠিক কী তিনি চান স্বামীর কাছ থেকে, ঠিক কী চেহারায় তাঁকে দেখতে চান। তিনি বুঝতে পারছিলেন না যে স্বামীর এখনকার অতি বিরক্তিকর এই বাগ্‌বাহুল্য তাঁর অন্তরের উদ্বেগ ও অস্থিরতার প্রকাশ মাত্র। চোট খাওয়া শিশু যেভাবে লাফালাফি করে পেশীর সঞ্চালনে বেদনা চাপা দিতে চায়, তেমনি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছেও প্রয়োজন ছিল মানসের সঞ্চালন, যা তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতিতে, ভ্রন্‌স্কির উপস্থিতি, ক্রমাগত তাঁর নামের উল্লেখে স্ত্রীর সম্পর্কে যে ভাবনা জাগত তা চাপা দেবার জন্য। শিশু যেমন স্বাভাবিকভাবেই লাফালাফি করে, ভালো করে বুদ্ধিমানের মতো কথা বলাও ছিল তাঁর পক্ষে তেমনি স্বাভাবিক। তিনি বলছিলেন:

'সৈন্যদের, ঘোড়সওয়ার অফিসারদের দৌড়ের একটা আবশ্যিক শর্তই

হল বিপদের ঝুঁকি। ইংলন্ড যে সামরিক ইতিহাসে অশ্বারোহী বাহিনীর চমৎকার কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে, তার কারণ পশু ও মানুষের এই শক্তিটা সে বাড়িয়ে তুলেছে ঐতিহাসিক দিক দিয়ে। আমার মতে, ক্রীড়ার গুরুত্ব প্রভূত, অথচ বরাবরের মতো, আমরা দেখি কেবল ওপরটুকু।'

'ওপরটুকু নয়' — বললেন প্রিন্সেস ত্ভের্স্কায়া, 'শুনছি একজন অফিসার তার পাঁজরার দুটি হাড়ই ভেঙেছে।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর নিজস্ব হাসি হাসলেন যাতে তাঁর দাঁত ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পেল না।

বললেন, 'মানছি প্রিন্সেস, এটা ওপরকার নয়, ভেতরকার ব্যাপার, কিন্তু সেটা কোনো কথা নয়।' এবং ফের তিনি ফিরলেন জেনারেলের দিকে যার সঙ্গে কথা কইছিলেন গুরুত্ব সহকারে। 'ভুলবেন না যে দৌড়তে নেমেছে সামরিক লোকেরা, যারা এই কাজটা বেছে নিয়েছে এবং নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে প্রত্যেক কাজেরই আছে পদকের উলটো পিঠ। এটা আসে সরাসরি সামরিক কর্তব্যের মধ্যে। ঘুসোঘুসি অথবা স্পেনের তরিয়াদরদের কদর্য খেলাগুলো বর্বরতার লক্ষণ। কিন্তু বিশেষীকৃত ক্রীড়া — সেটা লক্ষণ বিকাশের।'

'না, দ্বিতীয়বার আমি আর আসব না এখানে; বড়ো ব্যাকুল লাগে' — বললেন প্রিন্সেস বেট্সি, 'তাই না আন্না?'

'তা লাগে, তবে চোখ ফেরানো যায় না' — বললেন অন্য এক মহিলা, 'আমি যদি হতাম রোমের মেয়ে, তাহলে কোনো মল্লভূমিতেই হাজির হতে আমি ছাড়তাম না।'

আন্না কিছুই বললেন না, দূরবীন না নামিয়ে চেয়ে ছিলেন কেবল একটা জায়গাতেই।

এই সময় মণ্ডপ দিয়ে যাচ্ছিলেন দীর্ঘকায় এক জেনারেল। আলাপ থামিয়ে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাড়াতাড়ি করে উঠে দাঁড়িয়ে তবে মর্যাদা নিয়েই নিচু হয়ে অভিবাদন করলেন তাঁকে।

'আপনি দৌড়চ্ছেন না?' ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলেন জেনারেল।

'আমার দৌড় আরো কঠিন কাজ' — সসম্ভ্রমে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

এবং যদিও জবাবটার বিশেষ কোনো মানে হয় না, তাহলেও জেনারেল

এমন ভাব করলেন যেন বুদ্ধিমান লোকের কাছ থেকে একটা বুদ্ধিমান উক্তি শোনা গেল এবং পুরোপুরি বুঝছেন la pointe de la sauce*।

'আছে দুই পক্ষ' — পুরনো তর্কটা ফের চালিয়ে গেলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'যারা দৌড়চ্ছে আর যারা দেখছে, আর দৃশ্যটাকে ভালোবাসা যে দর্শকদের নিচু মানের সুনিশ্চিত লক্ষণ তা আমি মানি, কিন্তু...'

'প্রিন্সেস, বাজি!' বেট্‌সির উদ্দেশে নিচু থেকে শোনা গেল স্তেপান আর্কাদিচের গলা, 'আপনি কার পক্ষে?'

'আমি আর আন্না প্রিন্স কুজোভ্‌লেভের পক্ষে' — বেট্‌সি বললেন।

'আমি ভ্রন্‌স্কির পক্ষে। বাজি দস্তানা।'

'রাজি!'

'কিন্তু কী সুন্দর। তাই না?'

তাঁর আশেপাশে যখন এই সব কথা হচ্ছিল, ততক্ষণ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চুপ করে ছিলেন, কিন্তু ফের শুরু করলেন।

'মানছি, কিন্তু পৌরুষের খেলা...' চালিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি।

কিন্তু সেই সময়েই দৌড় শুরু হল, থেমে গেল সমস্ত কথাবার্তা। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচও চুপ করে গেলেন এবং সবাই ওপরে উঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল নদীর দিকে। দৌড়ে আগ্রহ ছিল না আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের তাই সওয়ারদের দিকে না চেয়ে তিনি তাঁর ক্লান্ত চোখ বুলতে লাগলেন দর্শকদের ওপর। দৃষ্টি তাঁর স্থির হল আন্নার কাছে এসে।

মুখখানা তাঁর বিবর্ণ, কঠোর। স্পষ্টতই একজনকে ছাড়া আর কিছুই এবং কাকেও দেখছিলেন না তিনি। খামচে খামচে তিনি চেপে ধরছিলেন পাখা, নিশ্বাস পড়ছিল না। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি, দেখতে লাগলেন অন্যান্য মুখ।

'হ্যাঁ, ঐ মহিলাটি এবং অন্যান্যেরাও অতি উত্তেজিত; তা খুবই স্বাভাবিক' — মনে মনে ভাবছিলেন তিনি। আন্নার দিকে তাকাতে চাইছিলেন না তিনি, কিন্তু আপনা থেকেই চোখ তাঁর চলে যাচ্ছিল সেদিকে। ফের তাঁর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চেষ্টা করলেন সে মুখে যা

---

* কিসে তার মজা (ফরাসি)।

পরিষ্কার লেখা আছে সেটা না পড়তে আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সভয়ে পড়লেন যা তিনি জানতে চাইছিলেন না।

নদীতে কুজোভ্লেভের প্রথম পতনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সবাই, কিন্তু আন্নার বিবর্ণ বিজয়গর্বিত মুখে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ পরিষ্কার দেখতে পেলেন, যার দিকে আন্না চেয়ে ছিলেন, সে পড়ে নি। মাখোতিন আর ভ্রন্স্কি বড়ো প্রতিবন্ধকটা পেরিয়ে যাবার পর পরবর্তী অফিসার যখন সেখানে পড়ে গিয়ে মাথা ভাঙলেন এবং দর্শকদের মধ্যে বয়ে গেল আতংকের একটা গুঞ্জন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আন্না ঘটনাটা লক্ষ্যই করলেন না এবং চারিপাশে লোকে কী কথা বলাবলি করছে সেটা বোঝা শক্ত হচ্ছিল তাঁর পক্ষে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ক্রমেই ঘন ঘন এবং একাগ্র দৃষ্টিতে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ছুটন্ত ভ্রন্স্কির দৃশ্যে একেবারে তন্ময় হলেও আন্না টের পাচ্ছিলেন পাশ থেকে স্বামীর নিরুত্তাপ চোখের দৃষ্টি তাঁর ওপর নিবদ্ধ।

মুহূর্তের জন্য চাইলেন আন্না, তাকিয়ে দেখলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে, একটু ভুরু কুঁচকে ফের মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

যেন বললেন, 'আহ্, আমার বয়ে গেল' — এবং আর একবারও তাকালেন না তাঁর দিকে।

ঘোড়দৌড়টা হল দুর্ভাগ্যজনক, সতেরো জন সওয়ারের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লোক পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভাঙে। দৌড়ের শেষের দিকে সবাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, সে উত্তেজনা আরো বাড়ে কারণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন জার।

॥ ২৯ ॥

সবাই চিৎকার করে তাদের অসন্তোষ জানাচ্ছিল, কার যেন বলা একটা উক্তির পুনরুক্তি করছিল সবাই: 'শুধু সিংহ ছেড়ে দেওয়া সার্কাসটাই বাকি।' সবারই এমন বীভৎস লাগছিল যে ভ্রন্স্কি যখন পড়ে যান আর আন্না সরবে হাহাকার করে ওঠেন, তখন সেটা কারো কাছে অস্বাভাবিক কিছু ঠেকে নি। কিন্তু তার পরেই আন্নার যে ভাবান্তর দেখা গেল সেটা নিশ্চিতই অশোভন। একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, ছটফট করতে

লাগলেন ধরা পড়া পাখির মতো: কখনো উঠে দাঁড়িয়ে কোথায় যেন যাবার উপক্রম করেন, কখনো আবার বেট্‌সিকে বলেন:

'যাওয়া যাক, যাওয়া যাক।'

কিন্তু তাঁর কথা বেট্‌সি শুনছিলেন না, ঝুঁকে পড়ে তিনি কথা কইছিলেন তাঁর দিকে আগত জেনারেলের সঙ্গে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আন্নার কাছে এসে সম্ভ্রমভরে হাত এগিয়ে দিলেন।

'আপনার আপত্তি না থাকলে চলুন যাই' — বললেন ফরাসি ভাষায়; কিন্তু আন্না শুনছিলেন জেনারেলের কথা, স্বামীকে খেয়াল করলেন না।

জেনারেল বললেন, 'শুনলাম ওরও পা ভেঙেছে। এ একেবারে অনাসৃষ্টি কাণ্ড।'

স্বামীর কথার জবাব না দিয়ে আন্না দূরবীন তুলে দেখতে লাগলেন যে জায়গাটায় ভ্রন্‌স্কি পড়েছেন। কিন্তু সেটা এত দূরে আর এত লোকে ভিড় করেছে যে কিছুই ঠাহর করা যায় না। দূরবীন নামিয়ে উনি চলে যাবার উপক্রম করলেন, কিন্তু এই সময় এক অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে কী যেন খবর দিল জারকে। আন্না মুখ বাড়িয়ে সেটা শোনবার চেষ্টা করলেন।

'স্তিভা! স্তিভা!' চেঁচিয়ে ভাইকে ডাকতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু সে ডাক ভাইয়ের কানে গেল না। ফের চলে যেতে চাইছিলেন আন্না।

'আপনি যদি যেতে চান তাহলে আমি আরো একবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি' — আন্নার বাহু ছুঁয়ে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

বিতৃষ্ণায় সরে গেলেন আন্না, তাঁর মুখের দিকে না চেয়েই জবাব দিলেন:

'না, না, আমায় রেহাই দিন, আমি থাকব এখানেই।'

এবার তাঁর চোখে পড়ল, ভ্রন্‌স্কি যেখানে পড়ে গিয়েছিলেন সেখান থেকে বৃত্ত পেরিয়ে একজন অফিসার ছুটে আসছে মণ্ডপের দিকে। বেট্‌সি রুমাল নেড়ে তাকে ডাকলেন।

অফিসার খবর আনল যে সওয়ার জখম হয় নি কিন্তু পিঠ ভেঙে গেছে ঘোড়াটার।

তা শুনে আন্না ধপ করে বসে পড়ে মুখ ঢাকলেন পাখা দিয়ে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে আন্না কাঁদছেন, শুধু

চোখের জল নয়, ফোঁপানিও আটকাতে পারছেন না যাতে স্ফীত হয়ে উঠছে তাঁর বুক। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁকে সামলে ওঠার সময় দিয়ে আড়াল করে দাঁড়ালেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি আন্নার উদ্দেশে বললেন, 'তৃতীয় বার আমি আমার হাত এগিয়ে দিচ্ছি।' আন্না তাকালেন তাঁর দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। প্রিন্সেস বেট্‌সি এলেন তাঁর সাহায্যে।

'না, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, আন্নাকে এনেছি আমি, ওকে আমিই পৌঁছে দেব বলে কথা দিয়েছি।'

'মাপ করবেন প্রিন্সেস' — উনি বললেন সম্ভ্রমভরে হেসে, কিন্তু স্থির দৃষ্টিতে চোখে চোখে চেয়ে, 'কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আন্না মোটেই সুস্থ নন, আমি চাই উনি আমার সঙ্গে চলুন।'

আন্না সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চাইলেন চারিপাশে, বাধ্যের মতো উঠে দাঁড়িয়ে স্বামীর বাহুলগ্না হলেন।

'আমি লোক পাঠাব ওর কাছে, খবর জেনে তোমাকে বলে আসব' — ফিসফিসিয়ে বললেন বেট্‌সি।

মণ্ডপ থেকে বেরুবার পথে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তাদের সঙ্গে বরাবরের মতোই কথা কইছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আর বরাবরের মতোই প্রশ্নের জবাব দিয়ে আলাপ চালাতে হচ্ছিল আন্নাকে; কিন্তু নিজে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, স্বামীর বাহুলগ্না হয়ে যাচ্ছিলেন যেন কোনো এক স্বপ্নের ভেতর দিয়ে।

'জখম হয়েছে কি হয় নি? সত্যি? আসবে কি আসবে না? আজকে কি দেখতে পাব?' ভাবছিলেন তিনি।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের গাড়িতে তিনি উঠলেন নীরবে, নীরবে বেরিয়ে এলেন গাড়িঘোড়ার ভিড় থেকে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ স্বচক্ষে যা দেখেছেন তা সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীর সত্যকার অবস্থা সম্পর্কে ভাবতে চাইছিলেন না। তিনি দেখছিলেন শুধু বাহ্য লক্ষণ। তাঁর চোখে পড়েছিল যে স্ত্রীর ব্যবহারটা শোভন হয় নি, সেটা তাঁকে বলা তাঁর উচিত বলে তিনি মনে করেছিলেন। কিন্তু এর বেশি কিছু না-বলা, শুধু এইটুকু বলা তাঁর পক্ষে খুবই কঠিন হচ্ছিল। আন্নার আচরণ কীরকম অশোভন হয়েছে তা বলবার জন্য মুখ খুললেন তিনি, কিন্তু অনিচ্ছাক্রমেই বললেন একেবারে অন্য কথা।

বললেন, 'কিন্তু এই সব নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখার কী ঝোঁক আমাদের। আমি দেখেছি...'

'কী? বুঝতে পারছি না' — ঘৃণাভরে আন্না বললেন।

তিনি ক্ষুব্ধ হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলতে শুরু করলেন যা বলতে চাইছিলেন।

'আপনাকে আমার বলা উচিত' — উনি বললেন।

'এইবার বোঝাপড়া' — আন্না ভাবলেন এবং ভয় হল তাঁর।

'আপনাকে আমার বলা উচিত যে আজকে আপনার ব্যবহার অশোভন হয়েছে' — উনি বললেন ফরাসি ভাষায়।

স্বামীর দিকে ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে আন্না সরাসরি চাইলেন তাঁর চোখে চোখে, কিন্তু আগের মতো আমোদের অন্তরাল তাতে ছিল না, ছিল একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব, যা দিয়ে বহু কষ্টে তিনি লুকাতে চাইছিলেন তাঁর ত্রাস। উচ্চকণ্ঠে বললেন, 'অশোভন ব্যবহার করলাম কিসে?'

'সাবধান' — কোচোয়ানের সামনে খোলা জানলাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন।

তারপর উঠে শার্সি টেনে দিলেন।

'অশোভন আপনি কী দেখলেন?' ফের জিগ্যেস করলেন আন্না।

'একজন ঘোড়সওয়ার যখন পড়ে যায় তখন যে হতাশা আপনি চাপা দিতে পারেন নি, সেইটে।'

আন্না আপত্তি করবেন ভেবে তিনি কিছুটা অপেক্ষা করলেন; কিন্তু নিজের সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন আন্না।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম যে সমাজে এমনভাবে চলবেন যাতে নিন্দুকেরা আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলতে না পারে। এক সময় আমি আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের কথা তুলেছিলাম; এখন সে কথা বলছি না। বলছি বাহ্য সম্পর্কের কথা। আপনি অশোভন আচরণ করেছেন। আমি চাই যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়।'

আন্না তাঁর কথার আধখানাও শোনেন নি, তিনি ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে আর ভাবছিলেন, 'সত্যিই কি ভ্রন্স্কি ঘায়েল হয় নি। তার সম্পর্কেই কি লোকে বলছিল যে সে অক্ষত, শুধু পিঠ ভেঙেছে ঘোড়ার?' স্বামীর কথা শেষ হতে আন্না শুধু ভান করা একটা উপহাসের হাসি হাসলেন, কোনো জবাব দিলেন না, কেননা স্বামী যা বলছিলেন তা শোনেন নি তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শুরু করেছিলেন বেশ সাহস নিয়েই, কিন্তু যখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কী কথা তিনি বলছেন, তখন আন্না যে ভয় পাচ্ছিলেন সেটা সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যেও। হাসিটা দেখে একটা অদ্ভুত বিভ্রান্তি তাঁকে পেয়ে বসল।

'আমার সন্দেহে ও হাসছে। সেবার যা বলেছিল এখন তাই বলবে: আমার সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই, ওটা হাস্যকর।'

এখন, সবকিছু যখন অবারিত হবার মুখে, তখন তিনি সবচেয়ে বেশি করে চাইছিলেন যে আন্না সেবারের মতো উপহাসের সুরে বলুন যে তাঁর সন্দেহের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি যা জেনেছেন সেটা তাঁর কাছে এত ভয়ংকর যে তিনি এখন সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু আন্নার সন্ত্রস্ত বিমর্ষ মুখের ভাবটা এমন যে প্রতারণারও অবকাশ নেই।

বললেন, 'হয়ত ভুল হচ্ছে আমার। সেক্ষেত্রে ক্ষমা চাইছি।'

'না, ভুল করেন নি' — স্বামীর নিরুত্তাপ মুখের দিকে মরিয়া দৃষ্টিতে আন্না বললেন ধীরে ধীরে, 'না, ভুল হয় নি আপনার। হতাশ হয়ে উঠেছিলাম আমি, না হয়ে পারি না। আপনার কথা আমি শুনছি, কিন্তু ভাবছি তার কথা। আমি ওকে ভালোবাসি, আমি ওর প্রণয়িনী, আপনাকে আমি সইতে পারি না, ভয় করি, ঘেন্না করি আপনাকে... আপনার যা খুশি করুন আমাকে নিয়ে।'

গাড়ির কোণে ঠেস দিয়ে আন্না দুই হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠলেন। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নড়লেন না, সম্মুখপানে স্থির দৃষ্টির বদল হল না তাঁর। কিন্তু মুখের ভাব তাঁর হঠাৎ হয়ে উঠল মৃতের মতো সুগম্ভীর, পল্লীভবনে যাওয়া পর্যন্ত সেটা বজায় রইল। বাড়ির কাছে এসে তিনি একই ভাবে মুখ ফেরালেন আন্নার দিকে।

'বেশ! কিন্তু বাহ্যিক শোভনতা বজায় রাখার দাবি করছি আমি যদ্দিন না' — গলা তাঁর কেঁপে গেল, 'যদ্দিন না নিজের সম্মান রক্ষার ব্যবস্থা করছি এবং সে কথা আপনাকে বলছি।'

তিনি আগে নেমে আন্নাকে নামতে সাহায্য করলেন। চাকরবাকরদের সামনে তিনি নীরবে তাঁর হাতে চাপ দিয়ে ফের গাড়িতে উঠে রওনা দিলেন পিটার্সবুর্গে।

ঠিক তাঁর পরেই বেট্সির চাপরাশি এল আন্নার কাছে চিরকুট নিয়ে:

'আমি আলেক্‌সেই-এর কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম কেমন আছে জানতে। সে লিখেছে যে সুস্থ এবং অক্ষতই আছে, তবে মনমরা।'

আন্না ভাবলেন, 'সে তো আসবেই! ওকে আমি সব বলে ভালোই করেছি।'

ঘড়ি দেখলেন আন্না। এখনও তিন ঘণ্টা বাকি, শেষ সাক্ষাতের স্মৃতি তাঁর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল।

'মাগো, কী জ্বলজ্বলে! ভয়ংকর, তবু ভালোবাসি তার মুখ আর ঐ অলৌকিক আলোটা দেখতে... স্বামী! হ্যাঁ... যাক গে, ভগবান, সব চুকে গেছে।'

॥ ৩০ ॥

লোকেরা এসে যেখানে জোটে তেমন সমস্ত জায়গার মতো শ্যেরবাৎস্কিরা যে ছোটো জার্মান স্বাস্থ্যপল্লীতে এসেছিলেন সেখানেও সমাজের যেন একটা কেলাসন ঘটেছিল, যাতে সে সমাজের প্রতিটি সদস্যের এক-একটা সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় স্থান স্থির হয়ে যায়। জলকণা যেমন ঠাণ্ডায় সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় রূপে হিম-স্ফটিকের বিশেষ একটা আকার নেয়, ঠিক তেমনি স্বাস্থ্যপল্লীতে নবাগতরা প্রত্যেকে তৎক্ষণাৎ তাদের স্বাভাবিক স্থানটিতে স্থিতিলাভ করে।

ফ্যুর্স্ট শ্যেরবাৎস্কি জাম্‌ট্‌ গেমালিন উন্ড টহ্‌টের* যে বাসা নিয়েছিলেন, তাঁর যা নামডাক এবং যেসব পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল তাতে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কেলাসিত হয়ে গেলেন তাঁদের নির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত স্থানে।

সে বছর স্বাস্থ্যপল্লীতে খাঁটি এক নৈকষ্য জার্মান প্রিন্স থাকায় সমাজের কেলাসন ঘটল আরও সোৎসাহে। প্রিন্স-মহিষীর ইচ্ছে হল অবশ্য-অবশ্যই তাঁর মেয়েকে নিয়ে যাবেন জার্মান প্রিন্সেসের কাছে এবং পরের দিনই সে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করলেন তিনি। প্যারিসে ছাপা অতি সাধারণ, অর্থাৎ অতি বাহারে একটি গ্রীষ্মকালীন পোশাকে লাবণ্যভরে কিটি নিচু হয়ে অভিবাদন জানাল। প্রিন্সেস বললেন, 'আশা করি এই সুন্দর মুখখানায়

* স্ত্রী ও কন্যা সহ প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কি (জার্মান)।

গোলাপেরা ফিরে আসবে শিগগিরই' — আর শ্যেরবাৎস্কিদের কাছে তৎক্ষণাৎ নির্ধারিত হয়ে গেল জীবনের নির্দিষ্ট একটা ধারা যা থেকে আর বেরিয়ে আসা চলে না। শ্যেরবাৎস্কিদের পরিচয় হল জনৈক ইংরেজ লেডির পরিবার, জার্মান কাউণ্টেস আর গত যুদ্ধে আহত তাঁর ছেলের সঙ্গে, একজন সুইডিশ পণ্ডিত এবং ম. কানুট ও তাঁর বোনের সঙ্গে। তবে অজ্ঞাতসারেই শ্যেরবাৎস্কিদের প্রধান সমাজ হয়ে দাঁড়াল মস্কোর মহিলা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা রতিশ্যেভা এবং তাঁর কন্যা যাকে কিটির ভালো লাগত না, কেননা কিটির মতোই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভালোবাসার জন্য, আর মস্কোর একজন কর্নেল, কিটি তাকে জানত ছেলেবেলাতে, দেখেছে উর্দি আর কাঁধপট্টি পরা চেহারায়, কিন্তু এখানে ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আর রঙচঙা গলাবন্ধনী পরা খোলা ঘাড়ে লাগত অসম্ভব হাস্যকর আর বিরক্তিজনক, কেননা ওর হাত থেকে রেহাই মিলত না — এদের নিয়ে। এ সব যখন পাকাপোক্ত হয়ে গেল তখন ভারি একঘেয়ে লাগত কিটির এবং সেটা আরও এই জন্য যে প্রিন্স চলে গেলেন কার্লস্‌বাডে আর কিটি একা রইল মায়ের সঙ্গে। যাদের সে জানত তাদের সম্পর্কে তার কোনো আগ্রহ ছিল না, টের পেত যে ওদের কাছ থেকে নতুন কিছু আর মিলবে না। স্বাস্থ্যপল্লীতে তার প্রধান মানসিক ঔৎসুক্য ছিল যাদের সে জানত না তাদের লক্ষ্য করা, তাদের নিয়ে অনুমান। কিটির যা স্বভাব তাতে লোকের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটাই সে দেখতে চাইত বিশেষ করে যাদের সে চিনত না। এবং এখন কে কী, কেমন তাদের সম্পর্ক, কী ধরনের লোক তারা, এই সব অনুমান করতে গিয়ে কিটি কল্পনায় দেখত অতি আশ্চর্য আর চমৎকার সব চরিত্র আর তার সমর্থন পেত নিজের পর্যবেক্ষণে।

এই ধরনের লোকেদের ভেতর কিটি আকৃষ্ট হয়েছিল স্বাস্থ্যপল্লীতে জনৈকা রুগ্ন রুশী মহিলার সঙ্গে আগত একটি রুশী বালিকায়। মহিলাকে সবাই বলত মাদাম শ্‌টাল। ইনি খুবই উঁচু সমাজের লোক, কিন্তু এত অসুস্থ যে হাঁটতে পারতেন না, শুধু ভালো আবহাওয়ার বিরল দিনগুলোতেই দেখা দিতেন ঠেলা চেয়ারে। তবে প্রিন্স-মহিষী বোঝালেন, রোগের জন্য ততটা নয়, অহংকারবশেই মাদাম শ্‌টাল রুশীদের কারো সঙ্গে পরিচয় রাখেন না। রুশী মেয়েটি মাদাম শ্‌টালের সেবাশুশ্রূষা করত। তা ছাড়া স্বাস্থ্যপল্লীতে গুরুতর রুগ্ন ছিল অনেকেই, তাদের সবার সঙ্গে ও মিশত, অতি স্বাভাবিকভাবে দেখাশুনা করত তাদেরও। কিটি যা লক্ষ্য

করেছে, রুশ মেয়েটি মাদাম শ্টালের আত্মীয় নয়, আবার মাইনে করা সাহায্যকারিণীও নয় সে, মাদাম শ্টাল তাকে ডাকতেন ভারেঙ্কা বলে, অন্যেরা বলত মাদমোয়াজেল ভারেঙ্কা। মাদাম শ্টাল এবং তার কাছে অপরিচিত অন্যান্যদের সঙ্গে মেয়েটির সম্পর্ক লক্ষ্য করায় কিটির কৌতূহলের কথা ছেড়ে দিলেও যা প্রায়ই হয়, মাদমোয়াজেল ভারেঙ্কার প্রতি একটা অব্যাখ্যাত অনুরাগ বোধ করত সে, আর চোখাচোখি হলে টের পেত, তাকেও ভালো লাগে মেয়েটির।

মাদমোয়াজেল ভারেঙ্কার প্রথম যৌবন বিগত এমন নয়, কিন্তু সে যেন যৌবনহীন এক সত্তা: তাকে উনিশও বলা যায়, ত্রিশও বলা যায়। তার আকৃতি বিচার করলে মুখের রুগ্ন বিবর্ণতা সত্ত্বেও তাকে কুশ্রীর চেয়ে বরং সুশ্রীই বলতে হয়। শরীরের বড়ো বেশি কৃশ আর মাঝারি দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মাথাটা বেমানান না হলে তার গড়নটা ভালোই: কিন্তু পুরুষের কাছে তার আকর্ষণ থাকার কথা নয়। সে ছিল এখনো পাপড়ি মেলে রাখা সুন্দর একটি ফুল যা বিবর্ণ হয়ে গেছে, গন্ধহীন। তা ছাড়া পুরুষের কাছে আকর্ষণীয় হওয়া তার পক্ষে আরও এই কারণে সম্ভব নয় যে কিটির মধ্যে যা ছিল বড়ো বেশি পরিমাণে সেটায় ঘাটতি ছিল তার, যথা — জীবনের সংযত বহ্নি আর নিজের আকর্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা।

তাকে সর্বদা মনে হত কাজে ব্যস্ত আর তাতে সন্দেহ থাকারও কথা নয়, এবং সেই জন্যই মনে হত বাইরের কোনো কিছুতে তার আগ্রহ থাকতে পারে না। নিজের সঙ্গে এই বৈপরীত্যের দরুনই কিটি আকৃষ্ট হত তার দিকে। কিটি অনুভব করত তার ভেতরে, তার জীবনধারার মধ্যে কিটি এমন কিছুর সন্ধান পাবে যা এখন সে খুঁজে মরছে যন্ত্রণায়: জীবনে আগ্রহ, জীবনের মর্যাদা — এবং সেটা সমাজে পুরুষের সঙ্গে বালিকার যে সম্পর্কটা কিটির কাছে কদর্য লাগে, খরিদ্দারের প্রত্যাশায় পশরার লজ্জাকর প্রদর্শনী বলে মনে হয় তার বাইরে। নিজের অজানা বান্ধবীটিকে কিটি যতই লক্ষ্য করছিল ততই সে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল যে মেয়েটিকে সে যা কল্পনা করেছে ঠিক সেইরকমেরই নিখুঁত প্রাণী সে, ততই তার ইচ্ছে হচ্ছিল তার সঙ্গে ভাব করার।

দিনে বার কয়েক করে দেখা হত মেয়েদুটির আর প্রতি বার কিটির চোখ শুধাত: 'কে আপনি? কীরকম লোক আপনি? আপনি তো সেই অপরূপ মানুষ যা আমি কল্পনা করেছি, তাই না? তবে দোহাই আপনার' —

দৃষ্টি তার যোগ দিত, 'ভাববেন না যে আমি জোর করে আপনার সঙ্গে ভাব করতে চাইব। স্রেফ আপনাকে দেখে মুগ্ধ হই আমি, ভালোবাসি আপনাকে।' — 'আমিও ভালোবাসি আপনাকে, ভারি, ভারি মিষ্টি আপনি। সময় থাকলে আরও বেশি ভালোবাসতাম' — দৃষ্টি দিয়ে জবাব দিত অজানা মেয়েটি। আর সত্যিই কিটি দেখেছে যে মেয়েটি সর্বদাই ব্যস্ত; হয় সে একটি রুশ পরিবারের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসছে প্রস্রবণ থেকে, নয় রোগিণীর জন্য কম্বল এনে তাকে ঢাকা দিচ্ছে, অথবা চেষ্টা করছে তিতিবিরক্ত কোনো রোগীকে খুশি করতে কিংবা কফির সঙ্গে খাবার মতো বিস্কুট কিনে দিচ্ছে কারও জন্য।

শ্যেরবাৎস্কিরা আসার অল্প কিছু বাদেই সকালের প্রস্রবণে দেখা দিতে থাকল আরো দুটি লোক, সকলের বিরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করলে তারা। একজন ভারি লম্বা, খানিকটা কুঁজো একটি পুরুষ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাত, গায়ে মাপসই নয় এমন একটা খাটো পুরনো ওভারকোট, কালো কালো নিরীহ অথচ সেইসঙ্গে ভয়ংকর চোখ, অন্যজন সুশ্রী একটি নারী, মুখে দাগ-ফুটকি, পরনে অতি কদর্য রুচিহীন পোশাক। এরা যে রুশী তা জানতে পেরে কিটি কল্পনায় এক অপূর্ব মর্মস্পর্শী রোমান্স রচনা করতে শুরু করেছিল। কিন্তু প্রিন্স-মহিষী Kurliste* থেকে জেনে এলেন যে এরা নিকোলাই লেভিন আর মারিয়া নিকোলায়েভনা, কিটিকে তিনি বোঝালেন কী বদলোক এই লেভিন, লোকদুটি সম্পর্কে কিটির সব স্বপ্ন উবে গেল। মা তাকে যা বলেছেন তার জন্য ততটা নয়, যতটা লোকটা কনস্তান্তিনের ভাই বলে, এ দুটি লোককে হঠাৎ কিটির মনে হল অতিমাত্রায় অপ্রীতিকর। এই লেভিন এখন তার মাথা ঝাঁকাবার অভ্যাস দ্বারা একটা অদম্য বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলল কিটির মনে।

তার মনে হল, বড়ো বড়ো ভয়ংকর যে চোখ দিয়ে লোকটা একদৃষ্টে তাকে দেখে, তাতে ফুটে উঠছে বিদ্বেষ আর বিদ্রূপ। ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতে লাগল সে।

---

* স্বাস্থ্যাবাসের তালিকা (জার্মান)।

দিনটা বিছছিরি, সারা সকাল বৃষ্টি পড়েছে, ছাতি নিয়ে রোগীরা ভিড় করেছে গ্যালারিতে।

কিটি যাচ্ছিল মা আর মস্কো কর্নেলের সঙ্গে। ফ্রাঙ্কফুর্টে রেডিমেড কেনা তার ইউরোপীয় ফ্রক-কোটটা নিয়ে ফুর্তিতে বাবুয়ানি দেখাচ্ছিল কর্নেলটি। গ্যালারির এক পাশ দিয়ে যাচ্ছিল লেভিন। তাকে এড়াবার জন্য ওরা চলল অন্য পাশ দিয়ে। নিচের দিকে কানা নামানো কালো একটা টুপি আর গাঢ় রঙের একটা পোশাক পরে ভারেঙ্কা অন্ধ একটি ফরাসি মহিলাকে নিয়ে যাচ্ছিল গ্যালারি বরাবর আর কিটির সঙ্গে দেখা হলেই প্রতিবার বন্ধুর মতো তারা দৃষ্টি বিনিময় করছিল।

নিজের অচেনা বন্ধুকে অনুসরণ করে আর সে যে প্রস্রবণের কাছেই এবং তাদের সাক্ষাৎ হতে পারে এটা লক্ষ্য করে কিটি বললে, 'মা, ওর সঙ্গে একটু কথা বলব?'

মা বললেন 'তা তোর যখন অতই ইচ্ছে, তাহলে আমি নিজেই ওর কাছে যাব। ওর মধ্যে কী এমন পেলি তুই? সঙ্গিনী তো। যদি চাস, মাদাম শ্টালের সঙ্গে পরিচয় করে নেব। আমি ওঁর belle-soeur*-কে চিনতাম — গরবে মাথা তুলে যোগ দিলেন প্রিন্স-মহিষী।

কিটি জানত যে মাদাম শ্টাল যেন ইচ্ছে করেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় এড়িয়ে গেছেন বলে প্রিন্স-মহিষী ক্ষুব্ধ। পীড়াপীড়ি করল না কিটি।

ফরাসিনীকে যখন ভারেঙ্কা গেলাস এগিয়ে দিচ্ছিল তখন তাকে দেখে কিটি বললেন, 'আশ্চর্য, কী মিষ্টি! দ্যাখো, দ্যাখো, কত সহজ আর মিষ্টি।'

'তোর engouements**-এ আমার মজা লাগছে' — প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'না, বরং ফিরে যাই।' লেভিন তার সঙ্গিনী আর একজন ডাক্তারের সঙ্গে তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে যোগ করলেন তিনি। উচ্চকণ্ঠে সক্রোধে লেভিন কী যেন বলছিল ডাক্তারকে।

পেছনে ফেরার জন্য ওঁরা ঘুরতেই হঠাৎ আর উচ্চকণ্ঠ নয়, শোনা গেল চিৎকার। লেভিন থেমে গিয়ে চ্যাঁচাচ্ছিল, ডাক্তারও চটে উঠেছে। ভিড়

* বৌমা (ফরাসি)।

** মাতন (ফরাসি)।

জমে গেল তাদের ঘিরে। কিটিকে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী তাড়াতাড়ি সরে গেলেন আর ব্যাপারটা কী জানবার জন্য কর্নেল যোগ দিল ভিড়ে।

কয়েক মিনিট বাদে সে এসে তাঁদের সঙ্গ ধরল।

প্রিন্স-মহিষী জিগ্যেস করলেন, 'কী হল ওখানে?'

'লজ্জার ব্যাপার!' কর্নেল জবাব দিল, 'ভয় শুধু একটা জিনিসে — বিদেশে রুশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই ঢ্যাঙা ভদ্রলোকটি গালাগালি করছিলেন ডাক্তারকে, ঠিকমতো চিকিৎসা করছেন না বলে শাসাচ্ছিলেন, লাঠিও আস্ফালন করেছেন। একেবারে লজ্জার কথা!'

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'ইস, কী বিচ্ছিরি! তা শেষ হল কিসে?'

'হ্যাঁ, ওই যে, ওই ব্যাঙের ছাতা টুপি মাথায় মেয়েটা, রুশী বোধ হয়, ও এসে সামলালে, ধন্যবাদ ওকে' — বললে কর্নেল।

'মাদমোয়াজেল ভারেংকা?' খুশি হয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সবার আগে সে ছুটে আসে, ভদ্রলোকটির হাত ধরে নিয়ে যায় তাঁকে।'

'দেখলেন তো মা' — মাকে বললে কিটি, 'অথচ ওর প্রশংসায় আমি পঞ্চমুখ বলে আপনি অবাক হন।'

পরের দিন থেকে অজানা বান্ধবীটিকে লক্ষ্য করে কিটির চোখে পড়ল যে মাদমোয়াজেল ভারেংকার অন্য সমস্ত protégés*-এর যে সম্পর্ক, লেভিন আর মহিলাটির সঙ্গেও তার সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। তাদের কাছে যেত সে, কথাবার্তা কইত, মহিলাটি বিদেশী ভাষা জানত না বলে তার দোভাষীর কাজ করে দিত।

ভারেংকার সঙ্গে পরিচয় করার জন্য মাকে আরও বেশি করে পীড়াপীড়ি করতে লাগল কিটি। আর যে মাদাম শ্টাল কেমন একটা গুমর দেখিয়ে থাকেন, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের জন্য যেন প্রথম এগিয়ে আসাটা প্রিন্স-মহিষীর পক্ষে যতই অপ্রীতিকর লাগুক, ভারেংকা সম্পর্কে খবরাখবর নিলেন তিনি আর এ পরিচয়ে ভালো বিশেষকিছু না হলেও খারাপ কিছু হবে না জেনে তিনি নিজেই প্রথম গেলেন ভারেংকার কাছে, পরিচয় করলেন তার সঙ্গে।

---

* তত্ত্বাবধানস্থ লোক (ফরাসি)।

মেয়ে যখন প্রস্রবণে গেছে আর ভারেংকা রুটির দোকানের সামনে থেমেছে, সেই সময়টা বেছে নিয়ে প্রিন্স-মহিষী গেলেন তার কাছে।

'আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে দিন' — মর্যাদায় ভরা হাসি হেসে তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে আপনার প্রেমে পড়েছে' — বললেন, 'আমায় হয়ত আপনি চেনেন না, আমি...'

'এটা পারস্পরিকের চেয়েও বেশি' — তাড়াতাড়ি করে জবাব দিলে ভারেংকা।

প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'কাল আমাদের অভাগা দেশবাসীর কী উপকারই-না আপনি করেছেন।'

ভারেংকা লাল হয়ে উঠল।

বললে, 'কই, মনে পড়ছে না তো। কিছুই করি নি মনে হয়।'

'সে কী, ওই লেভিনকে যে একটা বিছছিরি কান্ড থেকে উদ্ধার করলেন।'

'ও হ্যাঁ, sa compagne* আমায় ডাকে, আমি ওকে শান্ত করার চেষ্টা করি। খুবই ও অসুস্থ, ডাক্তারের ওপর খুশি নয়। এই ধরনের রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করার অভ্যাস আছে আমার।'

'শুনেছি যে আপনি থাকেন মেঁতনে, আপনার খুড়ি, বোধ হয় মাদাম শ্টালের সঙ্গে। আমি ওঁর belle-soeur-কে জানতাম।'

'না, উনি আমার খুড়ি নন। আমি ওঁকে মা বলি, তবে ওঁর আপনার আমি নই। আমায় উনি মানুষ করেছেন' — জবাব দিতে গিয়ে ফের লাল হয়ে উঠল ভারেংকা।

কথাগুলো সে বললে এত সহজে, সহজ খোলামেলা মুখখানা ছিল এত মিষ্টি যে প্রিন্স-মহিষী বুঝলেন কেন তাঁর কিটি ভারেংকার এত অনুরাগী।

জিগ্যেস করলেন, 'তা এই লেভিনের কী হল?'

'ও চলে যাচ্ছে' — জবাব দিলে ভারেংকা।

মা তার অজানা বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করেছেন, এই আনন্দে জ্বলজ্বলে হয়ে এই সময় প্রস্রবণ থেকে ফিরল কিটি।

'তাহলে কিটি, তোর ভয়ানক যা ইচ্ছা ছিল আলাপ করার মাদমোয়াজেল...'

'স্রেফ ভারেংকা' — হেসে সে বললে, 'সবাই আমায় তাই বলে ডাকে।'

---

* তার সঙ্গিনী (ফরাসি)।

আনন্দে লাল হয়ে উঠল কিটি, অনেকখন ধরে করমর্দন করলে তার নতুন বান্ধবীর সঙ্গে, সে হাত তার প্রত্যুত্তর দিলে না, স্থির হয়ে রইল তার করবন্ধনে, কিন্তু মাদমোয়াজেল ভারেংকার মুখ জ্বলজ্বল করে উঠল মৃদু, উৎফুল্ল, যদিও কিছুটা বিষণ্ণ হাসিতে, দেখা গেল বড়ো বড়ো কিন্তু সুন্দর, দাঁতগুলো।

বললে, 'আমি নিজেই অনেকদিন থেকে চাইছিলাম।'

'কিন্তু আপনি সবসময় এত ব্যস্ত...'

'আরে মোটেই না, কোনো কাজই নেই আমার' — জবাব দিলে ভারেংকা, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তার নবপরিচিতদের ছেড়ে যেতে হল, কেননা জনৈকা অসুস্থার ছোটো ছোটো দুই রুশ মেয়ে ছুটে এল তার কাছে।

চ্যাঁচাল, 'ভারেংকা, মা তোমায় ডাকছে!'

ভারেংকা চলে গেল তাদের সঙ্গে সঙ্গে।

॥ ৩২ ॥

ভারেংকার অতীত আর মাদাম শ্টালের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং স্বয়ং মাদাম শ্টাল সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী যেসব খুঁটিনাটি জানলেন তা এই:

মাদাম শ্টাল সম্পর্কে একদল বলত যে তিনি স্বামীকে জ্বালিয়ে মেরেছেন, আরেক দল বলত যে স্বামীই তাঁর নীতিহীন আচরণে তাঁকেই জ্বালিয়েছেন। ইনি সর্বদাই ছিলেন এক রুগ্না, উচ্ছ্বাসপ্রবণা মহিলা। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে যখন তাঁর প্রথম সন্তান হয়, সেটি জন্মলগ্নেই মারা যায়। মাদাম শ্টালের সংবেদনাধিক্য জানা থাকায় সংবাদটায় তাঁর মৃত্যু ঘটতে পারে এই আশংকায় তাঁর আত্মীয়রা সেই রাতেই, পিটার্সবুর্গের সেই গৃহেই আর সেই রাতে দরবারী বাবুর্চির যে মেয়েটির জন্ম হয়েছিল তাকে তাঁর সন্তান বলে চালায়। মেয়েটি ভারেংকা। ভারেংকা তাঁর মেয়ে নয়, এটা জানতে পারেন মাদাম শ্টাল, কিন্তু মেয়েটিকে মানুষ করেই যান, সেটা আরো এই জন্য যে এই ঘটনার পর ভারেংকার আত্মীয়স্বজন কেউ ছিল না।

মাদাম শ্টাল দশ বছরের বেশি বিদেশ থেকে নড়েন নি, থাকতেন দক্ষিণে, শয্যাশায়ী। কেউ কেউ বলত যে মাদাম শ্টাল অতি পরোপকারী ধর্মপ্রাণ মহিলার একটা ভড়ং জুটিয়েছেন, কেউ কেউ আবার বলত যে

আসলে তিনি অতি নীতিনিষ্ঠ এক মানুষ, তাঁকে যেমন দেখায় তেমনি অপরের মঙ্গলের জন্যই তিনি দিন কাটান। কেউ জানত না কী তাঁর ধর্ম — ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট নাকি রুশী সনাতনী। কিন্তু একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ, সমস্ত গির্জা আর ধর্মমতের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

ভারেংকা তাঁর সঙ্গে সর্বদাই বিদেশে থেকেছে, এবং মাদাম শ্টালকে যারা জানত, মাদমোয়াজেল ভারেংকাকে তারা যা বলে ডাকত, তাকেও তারা তেমনি জানত আর ভালোবাসত।

এই সব খুঁটিনাটি জেনে প্রিন্স-মহিষী তাঁর কন্যার সঙ্গে ভারেংকার ভাব করায় উদ্বেগের কিছু দেখলেন না, সেটা আরও এই জন্য যে ভারেংকার শিক্ষাদীক্ষা ছিল চমৎকার: দিব্যি বলত ফরাসি, ইংরেজি, আর প্রধান কথা, মাদাম শ্টালের কাছ থেকে ভারেংকা এই বার্তা আনল যে অসুস্থতাবশত প্রিন্স-মহিষীর সঙ্গে পরিচয়স্থাপনে তিনি বঞ্চিত বলে খুব দুঃখিত।

ভারেংকার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কিটি কেবলই তার অনুরক্ত হয়ে উঠতে লাগল, তার ভেতর নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করতে শুরু করল প্রতিদিন।

ভারেংকা ভালো গান গায় শুনে প্রিন্স-মহিষী সন্ধ্যায় তাকে গাইতে ডাকলেন নিজের বাড়িতে।

'কিটি বাজায়, পিয়ানো আছে আমাদের, তেমন ভালো নয় অবিশ্যি, তবে আপনি আমাদের খুবই আনন্দ দেবেন' — প্রিন্স-মহিষী বললেন তাঁর হাসির ভান নিয়ে যা কিটির কাছে এখন ঠেকল খুবই অপ্রীতিকর, কারণ সে দেখতে পাচ্ছিল যে গাইবার ইচ্ছে ভারেংকার নেই। তবে ভারেংকা এল সন্ধ্যায়, এল তার সুরলিপির খাতা নিয়ে। প্রিন্স-মহিষী নিমন্ত্রণ করেছিলেন সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা আর কর্নেলকে।

অপরিচিত লোকেরা এখানে আছে, এতে মনে হল ভারেংকা সম্পূর্ণ নির্বিকার, সঙ্গে সঙ্গেই সে গেল পিয়ানোর কাছে। নিজেই সে নিজের সঙ্গত করতে পারত না, কিন্তু সুরগুলো তুললে চমৎকার। কিটি ভালো বাজালে তার সঙ্গে।

প্রথম গানটা খাশা গাওয়া হলে প্রিন্স-মহিষী বললেন, 'অসাধারণ গুণী আপনি।'

সকন্যা মারিয়া ইয়েভগেনিয়েভনা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন।

জানলার দিকে তাকিয়ে কর্নেল বললে, 'দেখুন কত লোক জুটেছে আপনার গান শুনতে' — সত্যিই জানলার নিচে বেশ একটা ভিড় জমেছিল।

'আপনারা আনন্দ পেয়েছেন বলে আমি ভারি খুশি' — সহজভাবে বললে ভারেংকা।

সগর্বে কিটি চাইল তার বান্ধবীর দিকে। তার নৈপুণ্য, কণ্ঠস্বর, মুখভাবে সে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তার চেয়েও বেশি এই জন্য যে ভারেংকা স্পষ্টতই তার গান সম্পর্কে কিছু ভাবছিল না, প্রশংসায় সে একেবারে নির্বিকার; যেন শুধু জিগ্যেস করছিল: আরও গাইতে হবে, নাকি এই যথেষ্ট?

কিটি মনে মনে ভাবছিল, 'আমি হলে কী গর্বই-না হত! জানলার নিচে ওই ভিড় দেখে কী আনন্দই-না হত আমার! অথচ ওর কিছুই এসে যায় না। ও শুধু চলেছে আপত্তি না ক'রে মাকে খুশি করার ইচ্ছায়। কী আছে ওর ভেতর? সবকিছু তুচ্ছ করে স্বাধীন, নিশ্চিন্ত হবার শক্তি সে পায় কোথা থেকে? কী যে ইচ্ছে করে সেটা জানতে, তার কাছ থেকে সেটা শিখতে!' প্রশান্ত ওই মুখখানার দিকে চেয়ে কিটি ভাবলে। প্রিন্স-মহিষী ভারেংকাকে আরও গাইতে বললেন, সেও আরেকটা গান গাইলে তেমনি শান্ত গলায়, চমৎকার, সুন্দর, পিয়ানোর কাছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, রোগা রোদপোড়া হাতে তাল দিয়ে।

খাতায় পরের গানটা ছিল ইতালীয়। কিটি তার মুখবন্ধ বাজিয়ে তাকাল ভারেংকার দিকে।

'এটা থাক' — লাল হয়ে উঠে বলল ভারেংকা।

সভয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিটি চেয়ে রইল ভারেংকার মুখে।

'মানে, অন্য একটা' — পাতা উলটিয়ে তাড়াতাড়ি সে শুধাল, তক্ষুনি সে বুঝেছিল যে গানটার সঙ্গে কিছু একটার সম্পর্ক আছে।

সুরলিপিতে আঙুল দিয়ে ভারেংকা বললে, 'না, এইটে গাওয়া যাক।' আগের মতোই একই রকম শান্ত নিরুত্তাপ সুন্দর গলায় সে গানটা গাইলে।

গান শেষ হতে সবাই ধন্যবাদ দিলে তাকে, গেল চা খেতে। কিটি আর ভারেংকা গেল বাড়ির লাগোয়া বাগানটায়।

কিটি বললে, 'ওই গানটার সঙ্গে আপনার কোনো স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাই না?' তারপর তাড়াতাড়ি করে যোগ দিলে, 'না, না, কিছু বলতে হবে না। শুধু জানতে চাই, সত্যি কিনা?'

'না, তা কেন? বলব' — সহজভাবে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভারেংকা বলে গেল, 'হ্যাঁ, এটা স্মৃতিই বটে। একসময় তা খুবই কষ্টকর ছিল। একটি লোককে আমি ভালোবাসতাম, গানটা গেয়েছিলাম তার কাছে।'

বড়ো বড়ো চোখ মেলে কিটি নীরবে সহৃদয়ে চাইল ভারেংকার দিকে।

'আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম, সেও আমাকে ভালোবাসত; কিন্তু মা'র আপত্তি ছিল, বিয়ে করে সে অন্যকে। এখন সে থাকে আমাদের কাছ থেকে সামান্য দূরে, মাঝে মাঝে দেখতে পাই তাকে। আপনি ভাবেন নি যে আমারও একটা রোমান্স ছিল?' সে বললে, মুখে তার সামান্য খেলে গেল সেই আগুনটা যা একদিন তাকে গোটাই জ্বালিয়ে তুলেছিল বলে কিটি অনুভব করল।

'ভাবি নি মানে? আমি যদি পুরুষ হতাম, তাহলে আপনাকে জানার পর আর কাউকে ভালোবাসতে আমি পারতাম না। শুধু বুঝি না, মায়ের জন্যে কেমন করে সে ভুলতে পারল আপনাকে, অসুখী করল। হৃদয় বলে কিছু ছিল না ওর।'

'আরে না, খুব ভালো লোক সে, আমিও অসুখী নই; বরং খুবই সুখী। তাহলে, আজ আর গান গাইব না তো?' বাড়ির দিকে যেতে গিয়ে সে বললে।

'কী ভালো আপনি, কী ভালো!' তাকে থামিয়ে, চুমু খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিটি, 'আমি যদি অন্তত খানিকটা আপনার মতো হতে পারতাম!'

'কেন আপনাকে হতে হবে অন্য কারো মতো? আপনি যা, তাতেই তো আপনি ভালো' — তার বিনীত ক্লান্ত হাসি হেসে বললে ভারেংকা।

'না, মোটেই আমি ভালো নই। কিন্তু আমায় বলুন তো... দাঁড়ান, দাঁড়ান, একটু বসা যাক' — ফের তাকে বেঞ্চিতে নিজের পাশে বসিয়ে বললে কিটি, 'আচ্ছা, বলুন তো, একজন আপনার ভালোবাসাকে তাচ্ছিল্য করল, চাইল না, সেটা কি অপমানকর নয়?'

'না, তাচ্ছিল্য সে করে নি। আমার বিশ্বাস, আমায় সে ভালোই বেসেছিল। তবে সে ছিল বাধ্য ছেলে...'

'তা ঠিক, কিন্তু যদি মায়ের ইচ্ছেয় নয়, নিজেই সে?..' কিটি বললে, টের পাচ্ছিল যে নিজের গোপন ব্যথা সে ফাঁস করে ফেলছে, লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠা তার মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে তাকে।

'তাহলে সে খারাপ কাজ করত, তার জন্যে আমার কোনো কষ্ট হত না' — বুঝতে পারছিল সে ব্যাপারটা তাকে নিয়ে নয়, কিটিকে নিয়ে।

'কিন্তু অপমান? অপমান যে ভোলা যায় না, ভোলা যায় না' — কিটি বললে শেষ বলনাচের সময় সঙ্গীত-বিরতিতে তার দৃষ্টির কথা মনে করে।

'অপমান কিসে? আপনি তো খারাপ কিছু করেন নি?'

'খারাপের চেয়েও খারাপ — লজ্জা।'

ভারেংকা মাথা নেড়ে হাত রাখলে কিটির হাতে।

বললে, 'লজ্জা কিসে? যে লোকটা আপনার সম্পর্কে উদাসীন তাকে তো আর আপনি বলতে পারেন না যে তাকে ভালোবাসেন?'

'অবশ্যই না, একটা কথাও আমি বলি নি, কিন্তু সে তো জানত। না, না, চোখের চাউনি, হাবভাব, সে তো আছে। একশ' বছর বাঁচলেও তা ভুলব না।'

'তাতে কী হল? বুঝতে পারছি না আমি। আসল কথা, আপনি তাকে এখন ভালোবাসেন কি না' — ভারেংকা বললে সোজাসাপটা।

'ঘৃণা করি ওকে; নিজেকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।'

'তা কী হল?'

'লজ্জা, অপমান।'

'সবকিছু এমন করে মনে লাগা কি ভালো। এমন কোনো মেয়ে নেই যার এ অভিজ্ঞতা হয় নি' — বললে ভারেংকা, 'এগুলো তেমন গুরুত্বের কিছু নয়।'

'কিন্তু কোনটা গুরুত্বের?' অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে কৌতূহলে জিগ্যেস করলে কিটি।

'অনেককিছুই' — হেসে বললে ভারেংকা।

'কিন্তু কী?'

'আহ্, অনেককিছু' — ভেবে পাচ্ছিল না ভারেংকা কী বলা যায়। তবে এই সময় জানলা থেকে শোনা গেল প্রিন্স-মহিষীর গলা:

'কিটি, ঠাণ্ডা পড়ছে! হয় শাল নিয়ে যা, নয় ঘরের ভেতর আয়।'

'সত্যি, সময় হয়ে গেছে' — উঠে দাঁড়িয়ে ভারেংকা বললে, 'আমায় আবার এখন মাদাম বের্তের কাছে যেতে হবে। ডেকে পাঠিয়েছেন।'

উদগ্র ঔৎসুক্যে কিটি তার হাত ধরে রইল, দৃষ্টিতে সানুনয় জিজ্ঞাসা: 'কী এটা, কী এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যা এমন প্রশান্তি দেবে? আপনি জানেন, বলুন আমায়!' কিন্তু কিটির দৃষ্টি কী জিজ্ঞাসা করছিল তা মোটেই বোঝে নি ভারেংকা, তার শুধু মনে হল যে তাকে আজ আবার মাদাম বের্তের কাছে যেতে হবে আর বারোটায় পেঁছিতে হবে মায়ের সঙ্গে চা-পানের জন্য। ঘরে ঢুকে তার স্বরলিপি গুটিয়ে সে বিদায় নিলে সকলের কাছ থেকে। উদ্যোগ করছিল যাবার।

কর্নেল বললে, 'আপনাকে আমি পৌঁছে দেব, কেমন?'

প্রিন্স-মহিষী সমর্থন করলেন, 'সত্যি, রাত হয়েছে, একলা যাবে কেমন করে। আমি অন্তত পারাশাকে পাঠাই।'

কিটি দেখল যে ওকে পৌঁছে দেবার কথায় ভারেংকাকে হাসি চাপতে হল কষ্ট করে।

'না, না, আমি বরাবর একাই যাই। কখনো কিছুই হয় না আমার' — টুপি নিয়ে সে বললে। আরেকবার চুমু খেলে কিটিকে, তবে কোনটা যে গুরুত্বপূর্ণ তা কিছুই না বলে সতেজ পদক্ষেপে মিলিয়ে গেল গ্রীষ্মের আধো-আঁধারিতে, কী যে গুরুত্বপূর্ণ, কী তাকে দিচ্ছে এই ঈর্ষণীয় প্রশান্তি আর মর্যাদা, সে রহস্য সে নিয়ে গেল সঙ্গে করেই।

॥ ৩৩ ॥

মাদাম শ্টালের সঙ্গে পরিচয় হল কিটির এবং ভারেংকার সঙ্গে বন্ধুত্বের সাথে সাথে সে পরিচয় তার ওপর প্রবল প্রভাব ফেলল তাই নয়, সান্ত্বনাও যোগাত তার দুঃখে। সান্ত্বনাটা এখানে যে এই পরিচয়ের কল্যাণে তার কাছে উদ্ঘাটিত হল এক নতুন জগৎ, অতীতের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই, অপরূপ সমুন্নত এক জগৎ যার উচ্চতা থেকে শান্তভাবে দেখা যায় ওই অতীতকে। সে আবিষ্কার করল যে এতদিন যাবৎ প্রবৃত্তিনির্ভর যে জীবন সে পেয়ে এসেছে, তা ছাড়াও আছে এক আত্মিক জীবন। সে জীবন তার কাছে আবির্ভূত হল ধর্মের মধ্য দিয়ে, ছোটোবেলা থেকে কিটি যে ধর্মের সঙ্গে পরিচিত, গির্জায় প্রভাতী ও সান্ধ্য যে উপাসনায় পরিচিতদের দেখা মিলতে পারত, পুরোহিতের সঙ্গে স্লাভ স্তোত্র মুখস্থ করতে হত, তার সঙ্গে এ ধর্মের কোনো মিল নেই। এ হল সমুন্নত রহস্যময় এক ধর্ম, অপরূপ সব ধ্যানধারণা অনুভূতির সঙ্গে তা জড়িত, যাতে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে বলে শুধু নয়, ভালোবাসা যায় বলে।

কিটি এ সব জানতে পারে কারও কথা শুনে নয়। মাদাম শ্টাল কিটির সঙ্গে কথা কইতেন যেন সে এক মিষ্টি শিশু, যাকে দেখে নিজের তারুণ্যের স্মৃতিতে মুগ্ধ হওয়া চলে, শুধু একবার তিনি বলেছিলেন যে মানুষের সমস্ত দুঃখকষ্টে সান্ত্বনা মেলে শুধু প্রেমে ও বিশ্বাসে, আমাদের যন্ত্রণায় কোনো কষ্টই যিশু খ্রিষ্টের কাছে তুচ্ছ নয়। তবে সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্য

প্রসঙ্গে চলে যান। কিন্তু তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গি, প্রতিটি কথায়, কিটি যাকে স্বর্গীয় বলত, তাঁর তেমন প্রতিটি দৃষ্টিপাতে, ভারেংকার কাছ থেকে তাঁর যে জীবনকাহিনী কিটি শুনেছিল বিশেষ করে তা থেকে, সবকিছু থেকে কিটি জানল 'কী গুরুত্বপূর্ণ', কী সে এতদিন জানত না।

কিন্তু মাদাম শ্টালের চরিত্র যতই সমুন্নত হোক, যতই মর্মস্পর্শী হোক তাঁর জীবনকাহিনী, যতই উঁচুদরের, স্নিগ্ধ হোক-না কেন তাঁর কথা, তাঁর এমন কয়েকটা দিক কিটির চোখে পড়ল যা বিচলিত করল তাকে। কিটি লক্ষ করল যে তার আত্মীয়স্বজনদের কথা জিগ্যেস করে মাদাম শ্টাল হাসতেন তাচ্ছিল্যভরে যেটা খ্রিষ্টীয় করুণার বিপরীত। আরও চোখে পড়ল যে জনৈক ক্যাথলিক যাজকের সঙ্গে কিটি যখন তাঁকে দেখে, মাদাম শ্টাল তখন চেষ্টা করে তাঁর মুখ রাখছিলেন বাতির ছায়ায় এবং বিশেষরকমের কেমন একটা হাসি ছিল তাঁর মুখে। এই দুটি দিক যত তুচ্ছই হোক, কিটি বিচলিত হত তাতে, মাদাম শ্টাল সম্পর্কে সন্দিহান বোধ করত সে। তবে ভারেংকা, একাকিনী, আত্মীয়স্বজনহীনা, বন্ধুবান্ধবহীনা, প্রচণ্ড আশাভঙ্গ; কিছুই যে চায় না, কিছুতে কোনো খেদ নেই, এমন একটা পূর্ণতার প্রতিমূর্তি ছিল সে যা কিটির কাছে কেবল স্বপ্ন। ভারেংকাকে দেখে সে বুঝেছিল যে দরকার কেবল নিজেকে ভুলে যাওয়া, ভালোবাসতে হবে অন্যদের, তাহলেই মিলবে প্রশান্তি, সুখ, অপূর্বতা। কিটি তাই হতে চাইছিল। সবচেয়ে 'গুরুত্বপূর্ণ কী', সেটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরে শুধু তাতেই উল্লসিত না হয়ে কিটি মনপ্রাণ নিবেদন করল এই নবোদ্ঘাটিত জীবনের জন্য। মাদাম শ্টাল এবং অন্যরা যাদের নাম তিনি বলেছিলেন তাঁরা কী করেছেন, ভারেংকার কাছ থেকে সে কাহিনী শুনে কিটি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছক করে ফেলল। মাদাম শ্টালের ভাইঝি আলিনা সম্পর্কে তার কাছে অনেক গল্প করেছিল ভারেংকা। কিটিও যেখানেই থাকুক তার মতো অভাগাদের খুঁজে বার করবে, যথাসাধ্য সাহায্য করবে তাদের, বাইবেল দেবে, পাপী, তাপী, মুমূর্ষুদের কাছে বাইবেল পড়ে শোনাবে। আলিনা যা করত, সেভাবে পাপীদের কাছে বাইবেল পড়ে শোনানোটা কিটির কাছে খুবই প্রীতিকর লেগেছিল। তবে এ সবই আপাতত তার গোপন স্বপ্ন, সে কথা সে তার মা বা ভারেংকা, কাকেও বলে নি।

কিন্তু বড়ো আকারে নিজের পরিকল্পনা হাসিল করার প্রতীক্ষায়

থাকলেও এখনই, এই স্বাস্থ্যপল্লীতেই, যেখানে রুগ্ন আর অভাগা অনেক, সেখানেই ভারেঙকাকে অনুকরণ করে কিটি তার নবনীতি প্রয়োগের সুযোগ পেল সহজেই।

প্রথমে প্রিন্স-মহিষীর নজরে পড়েছিল শুধু এই যে তিনি যাকে বলতেন তার engouement, সেই মাদাম শ্টাল এবং বিশেষ করে ভারেঙকার খুবই প্রভাবে পড়েছে কিটি। তিনি দেখেছিলেন যে কিটি কেবল ভারেঙকার কাজকর্ম অনুকরণ করছে না, অজ্ঞাতসারে তার চলন, বলন, চোখ মিটমিট করার ধরনও নকল করছে। তবে পরে প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে এই মোহটা ছাড়াও মেয়ের মধ্যে ঘটছে কী একটা যেন গুরুতর আত্মিক ওলট-পালট।

প্রিন্স-মহিষী দেখলেন যে রোজ সন্ধ্যায় মাদাম শ্টালের উপহার দেওয়া ফরাসি বাইবেল পড়ছে কিটি যা আগে সে পড়ত না; সমাজের পরিচিতদের সে এড়িয়ে যাচ্ছে, ভারেঙকার তত্ত্বাবধানাধীন রোগীদের, বিশেষ করে পেত্রভ নামে এক রুগ্ন চিত্রকরের দরিদ্র পরিবারের দেখাশোনা করছে। স্পষ্টতই কিটির গর্ব হত এই জন্য যে এই পরিবারে সে করুণাময়ী ভগিনীর ব্রত পালন করছে। এ সবই খুব ভালো, তার বিরুদ্ধে আপত্তির কিছু দেখলেন না প্রিন্স-মহিষী, আর সেটা আরও এই জন্য সে পেত্রভের স্ত্রী ছিলেন অতি সুচরিতা মহিলা আর জার্মান প্রিন্সেস কিটির ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করে তার প্রশংসা করতেন, তাকে বলতেন সান্ত্বনা দাত্রী দেবী। এ সবই খুব ভালো হত যদি বাড়াবাড়ি না থাকত। কিন্তু প্রিন্স-মহিষীর চোখে পড়ল যে মেয়েটি তার চরমে গিয়ে পৌঁছছে, সে কথা তিনি বললেনও তাকে।

বললেন, 'Il ne faut jamais rien outrer.'*

মেয়ে কিন্তু কোনো উত্তর দিলে না; সে শুধু মনে মনে ভাবলে, যে খ্রিস্টশীলে বলা হয়েছে এক গালে চড় খেলে অন্য গাল পেতে দেবে, কাফতান কেড়ে নিলে দিয়ে দেবে কামিজটাও, তা অনুসরণে কোন চূড়ান্তপনার কথা আসে? কিন্তু এই চূড়ান্তপনাটা প্রিন্স-মহিষীর ভালো ঠেকল না এবং আরও বেশি ভালো ঠেকল না যে তিনি টের পাচ্ছিলেন, কিটি তার অন্তরটা পুরো মেলে ধরতে অনিচ্ছুক। সত্যিই কিটি তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুভবগুলো লুকিয়ে রাখছিল মায়ের কাছ থেকে। লুকিয়ে রাখত এই জন্য নয় যে সে তার মাকে শ্রদ্ধা করত না, ভালোবাসত না, কেবল এই জন্য যে উনি তাঁর

* কখনোই কোনো ব্যাপারেই চরমে যেতে নেই (ফরাসি)।

মা। মাকে ছাড়া সে বরং অন্য সকলের কাছেই এগুলি খুলে বলতে পারত।

'কেন যেন আন্না পাভলোভনা অনেকদিন আমাদের এখানে আসে নি'— পেত্রভা সম্পর্কে প্রিন্স-মহিষী বললেন। 'একদিন আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কিসে যেন ওকে অসন্তুষ্ট মনে হল।'

'কই, আমি তো লক্ষ্য করি নি মা' — কিটি বললে লাল হয়ে।

'তুই অনেকদিন ওদের ওখানে যাস নি?'

'কাল আমরা বেড়াতে যাবার তোড়জোড় করছি পাহাড়ে'—কিটি বললে।

'তা বেশ তো, যা' — মেয়ের বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে এবং তার কারণ অনুমানের চেষ্টা করে প্রিন্স-মহিষী জবাব দিলেন।

সেইদিনই খেতে এল ভারেঙ্কা, জানাল যে কাল পাহাড়ে যাবার ব্যাপারে মত পালটেছেন আন্না পাভলোভনা। প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করলেন যে কিটি ফের লাল হয়ে উঠেছে।

'কিটি, পেত্রভদের সঙ্গে তোর কোনো মনোমালিন্য হয় নি তো?' ভারেঙ্কা চলে যাবার পর জিগ্যেস করলেন প্রিন্স-মহিষী। 'আমাদের এখানে ছেলেমেয়েদের পাঠানো, নিজেই বা আসা বন্ধ করল কেন?'

কিটি বললে যে তাদের ভেতর কিছুই হয় নি এবং সে একেবারেই বুঝতে পারছে না কেন আন্না পাভলোভনাকে তার ওপর যেন অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিতান্ত সত্যি কথাই বললে কিটি। তার প্রতি আন্না পাভলোভনার মনোভাব বদলাবার কারণ সে জানত না, তবে অনুমান করতে পারছিল। যে জিনিসটা সে অনুমান করছিল, সেটা সে মাকে বলতে পারত না, নিজেকেও না। এটা এমন একটা জিনিস যা জানা থাকলেও নিজের কাছে পর্যন্ত তা বলা যায় না। ভুল করাটা এতই ভয়ঙ্কর আর লজ্জার ব্যাপার।

এই পরিবারটির সঙ্গে কিটি তার সম্পর্কের স্মৃতিচারণ করতে লাগল বারম্বার। দেখা হলে আন্না পাভলোভনার গোলগাল সহৃদয় মুখে যে সরল আনন্দ ফুটে উঠত, সে কথা মনে পড়ল তার; মনে পড়ল রোগীকে নিয়ে তাদের গোপন কথাবার্তা, কাজ করা তার বারণ, কাজ থেকে তার মন সরিয়ে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য তাদের চক্রান্ত; তাকে 'আমার কিটি' বলে যে ডাকত, কিটিকে ছাড়া যে শুতে চাইত না, যে ছোট ছেলেটা তার ন্যাওটা হয়ে উঠেছিল তার কথা। কী ভালোই-না ছিল সব! তারপর মনে পড়ল লম্বা-ঘাড়, বাদামী কোট গায়ে শীর্ণাধিকশীর্ণ পেত্রভকে; তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল, সপ্রশ্ন নীল চোখ যাতে প্রথম-প্রথম ভয় লাগত কিটির,

কিটির উপস্থিতিতে নিজেকে উৎফুল্ল উৎসাহিত দেখাবার জন্য তাঁর রুগ্ন প্রয়াস। সমস্ত ক্ষয়রোগীকে দেখেই তার যে বিতৃষ্ণা বোধ হত, তাঁর ক্ষেত্রেও যে বিতৃষ্ণা কাটিয়ে ওঠার জন্য কিটির প্রচেষ্টা, তাঁকে কী বলবে তা ভেবে ঠিক করার জন্য তার উদ্যোগ মনে পড়ল কিটির। উনি যে ভীরু-ভীরু মর্মস্পর্শী দৃষ্টিতে তার দিকে চাইত, তাতে সমবেদনা, অস্বস্তির বিচিত্র অনুভূতি এবং পরে দয়াদাক্ষিণ্যের যে চেতনা জাগত, তা মনে পড়ল। কী ভালোই-না ছিল এই সবকিছুই! তবে এ সবই ছিল প্রথম দিকটায়। এখন, কয়েক দিন আগে হঠাৎ মাটি হয়ে গেল সবকিছু। আন্না পাভলোভনা কিটিকে দেখে একটা ভান করা ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন এবং ক্রমাগত লক্ষ্য করতে লাগলেন তাকে আর স্বামীকে।

তার উপস্থিতিতে পেত্রভের এই মর্মস্পর্শী আনন্দই কি আন্না পাভলোভনার শীতলতার কারণ?

'হ্যাঁ' — মনে পড়ল কিটির, 'আন্না পাভলোভনার মধ্যে কী যেন একটা ছিল অস্বাভাবিক, তাঁর সদয়তার সঙ্গে যা মোটেই মেলে না, দু'দিন আগের মতোও নয় যখন সখেদে তিনি বলেছিলেন, 'এই তো, কেবলি আপনার অপেক্ষায় থেকেছে, আপনাকে ছাড়া কফি খেতেও চাইছিল না যদিও দুর্বল হয়ে পড়েছে ভয়ানক।''

'হ্যাঁ, আমি যখন পেত্রভকে কম্বল দিলাম, সেটাও বোধ হয় তার খারাপ লেগেছিল। এ সবই নেহাৎ সহজ ব্যাপার, কিন্তু এমন অপ্রস্তুতের মতো সে জিনিসটা নিলে আর এত বেশিক্ষণ ধরে ধন্যবাদ জানাল আমায় যে আমার নিজেরই অপ্রস্তুত লাগছিল। তারপর আবার আমার ওই পোর্ট্রেটটা; ভারি চমৎকার এঁকেছে। কিন্তু প্রধান কথা তার দৃষ্টিটা — বিব্রত আর কমনীয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বটে!' সভয়ে মনে মনে পুনরুক্তি করলে কিটি, 'না, না, এ হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়! ওকে যে ভারি করুণ লাগে।'

এই সন্দেহটা বিষাক্ত করে দিল তার নবজীবনের মাধুর্য।

॥ ৩৪ ॥

জল-চিকিৎসার কোর্স শেষ হবার আগে প্রিন্স শ্যেরবাৎস্কি যিনি কার্লসবাডের পর বাডেন-বাডেন আর কিসিনগেনে রুশ বন্ধুদের কাছে

গিয়েছিলেন, তাঁর কথায় রুশী প্রাণে ডুব দিতে, তিনি ফিরে এলেন স্ত্রী-কন্যার কাছে।

প্রবাসজীবন সম্পর্কে প্রিন্স ও প্রিন্স-মহিষীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারে বিপরীত। প্রিন্স-মহিষীর কাছে সবই লাগত অপরূপ, রুশ সমাজে তাঁর দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও প্রবাসে তিনি চেষ্টা করতেন ইউরোপীয় মহিলাদের মতো হতে যা তিনি ছিলেন না, — কেননা তিনি হলেন রুশী বাবু-ঘরের মেয়ে, — তাই দেখাবার ভান করতেন এই জন্য যে তাঁর খানিকটা বিব্রত লাগছে। উলটো দিকে প্রবাসের সবকিছু বিছছিরি লাগত প্রিন্সের, পীড়িত বোধ করতেন ইউরোপীয় জীবনে, নিজের রুশী অভ্যাসাদি আঁকড়ে থাকতেন আর ইচ্ছে করে দেখাতে চাইতেন যে উনি আসলে যা তার চেয়েও কম ইউরোপীয়।

প্রিন্স ফিরলেন রোগা হয়ে, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, কিন্তু অত্যন্ত খোশ মেজাজে। মেজাজ আরও শরিফ হয়ে উঠল যখন দেখলেন কিটি একেবারে সেরে উঠেছে। শ্রীমতী শ্টাল ও ভারেঙ্কার সঙ্গে কিটির সৌহার্দ্যের খবরে এবং কিটির মধ্যে কী একটা পরিবর্তন প্রিন্স-মহিষী লক্ষ্য করেছেন সেটা জানায় প্রিন্স বিচলিত হন এবং তাঁকে ছাড়াই কেউ বা কিছু মেয়েকে আকৃষ্ট করলে সাধারণত তিনি যে ঈর্ষা বোধ করতেন সেটা মাথা চাড়া দিলে, ভয় হল মেয়ে আবার তাঁর প্রভাব থেকে সরে তাঁর কাছে অনায়ত্ত কোনো ক্ষেত্রে গিয়ে না পড়ে। কিন্তু তাঁর মধ্যে সর্বদাই যে প্রসন্নতা আর প্রফুল্লতা দেখা যেত, কার্লসবাডের জলে যা বিশেষ বেড়ে উঠেছিল, তার সমুদ্রে তলিয়ে গেল এই সব অপ্রীতিকর সংবাদ।

আসার পরের দিন প্রিন্স তাঁর লম্বা ওভারকোট পরে স্টার্চ দেওয়া কলারে ফুলে ওঠা গাল আর রুশী বলিরেখা নিয়ে অতি খোশ মেজাজে মেয়ের সঙ্গে গেলেন প্রস্রবণে।

সকালটা ছিল চমৎকার; বাগানওয়ালা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হাসিখুশি বাড়ি, ফুর্তিতে কর্মরতা বিয়ার-টানা রক্তিমাননা, রক্তপানি জার্মান পরিচারিকাদের চেহারা, জবলজবলে সূর্য চোখ জুড়াচ্ছিল; কিন্তু যতই তাঁরা প্রস্রবণের কাছে এসে পড়ছিলেন ততই ঘন ঘন দেখা যাচ্ছিল রুগ্নদের, সচ্ছল জার্মান জীবনের পরিস্থিতিতে তাদের চেহারা মনে হচ্ছিল আরও শোচনীয়। এই বৈপরীত্যে কিটি এখন আর অবাক হয় না। এই সব পরিচিত মুখ আর তাদের স্বাস্থ্যের যে অবনতি বা উন্নতি কিটি লক্ষ্য করত, কিটির কাছে

তার স্বাভাবিক ফ্রেম ছিল এই জ্বলজ্বলে রোদ, পল্লবের উৎফুল্ল ঝলক, সঙ্গীতের ধ্বনি, কিন্তু প্রিন্সের কাছে জুন মাসের প্রভাতী আলো আর ঝলক, ফ্যাশন-চল, ফুর্তি-জাগানো ওয়াল্‌জ বাজাচ্ছে যে অর্কেস্ট্রা তার ধ্বনি, বিশেষ করে স্বাস্থ্যবতী পরিচারিকাদের চেহারা ইউরোপের সর্বপ্রান্ত থেকে আগত, ভগ্নমনে চলমান শবগুলির সঙ্গে মেলায় কেমন যেন অশালীন আর কদর্য ঠেকল।

আদরের কন্যা যখন তাঁর বাহুলগ্না হয়েছে তখন একটা গর্ব আর যৌবন ফিরে আসার মতো একটা অনুভূতি হলেও এখন নিজের বলিষ্ঠ চলন, মেদপুষ্ট দীর্ঘ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জন্য যেন অস্বস্তি আর লজ্জা হল। নিজেকে প্রায় জনসমক্ষে নগ্ন কোনো লোকের মতো মনে হল তাঁর।

'তোর নতুন বন্ধুদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দে তো' — কনুই দিয়ে মেয়ের হাতে চাপ দিয়ে তিনি বললেন, 'আমি তোর এই অখাদ্য সোডেনকেও ভালোবেসে ফেলেছি তোকে এমন সারিয়ে তুলেছে বলে। শুধু বড়ডো মন খারাপ লাগে তোদের এখানে। এ লোকটা কে?'

পরিচিত অপরিচিত যাদের দেখা গেল, কিটি বললে তারা কে। বাগানে ঢোকার মুখে দেখা হল অন্ধ মাদাম বের্তে আর তাঁর সহচরীর সঙ্গে। কিটির গলা শুনতে পেয়ে বৃদ্ধা ফরাসিনীর মুখখানা যেরকম মর্মস্পর্শী হয়ে উঠল তাতে আনন্দ হল প্রিন্সের। তক্ষুনি উনি অত্যধিক ফরাসি সৌজন্যে কথা কইতে লাগলেন প্রিন্সের সঙ্গে, তাঁর এমন চমৎকার মেয়ে বলে প্রিন্সকে প্রশংসা করলেন, একেবারে আকাশে তুললেন কিটিকে, বললেন সে একটি রত্ন, মুক্তো, সান্ত্বনাদাত্রী দেবী।

'তাহলে ও দুই নম্বর দেবী' — প্রিন্স বললেন হেসে, 'মাদমোয়াজেল ভারেঙ্কাকে কিটি বলে দেবী পয়লা নম্বরের।'

'ও, মাদমোয়াজেল ভারেঙ্কা, সে সত্যিকারেরই দেবী, allez*' — কথার সূত্র ধরে বললেন মাদাম বের্তে।

গ্যালারিতে দেখা হয়ে গেল স্বয়ং ভারেঙ্কার সঙ্গেই। মনোরম একটা লাল হাত-ব্যাগ নিয়ে সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল তাদের দিকে।

কিটি তাকে বললে, 'এই যে বাবা এসে গেছেন।'

ভারেঙ্কার সবকিছু যেমন সহজ, স্বাভাবিক, তেমনি ভাবে সে একটা

* সে আর বলার কী আছে (ফরাসি)।

ভঙ্গি করলে যা মাথা নোয়ানো আর অর্ধোপবেশন অভিনন্দনের মাঝামাঝি এবং তৎক্ষণাৎ প্রিন্সের সঙ্গে স্বাভাবিক সহজ কথাবার্তা শুরু করলে যা সে করে সবার সঙ্গেই।

'বলাই বাহুল্য আমি আপনার কথা জানি, খুবই জানি' — প্রিন্স তাকে বললেন হেসে; কিটি বুঝল তাকে ভালো লেগেছে প্রিন্সের, তাই আনন্দ হল তার, 'কোথায় যাবার অত তাড়া আপনার?'

'মা এখানে আছেন'—কিটির দিকে ফিরে সে বললে, 'সারা রাত তাঁর ঘুম হয় নি, ডাক্তার বলেছেন বাইরে বেরতে। আমি তাঁর কাজ নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহলে এটিই পয়লা নম্বরের দেবী!' ভারেংকা চলে যেতে বললেন প্রিন্স।

কিটি দেখতে পাচ্ছিল যে প্রিন্স ভারেংকাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে চান কিন্তু তা পারছেন না, কারণ ভারেংকাকে তাঁর ভালো লেগেছে।

'তা এবার তোর সব বন্ধুদের দেখা যাবে' — যোগ দিলেন প্রিন্স, 'মাদাম শ্টালকেও, যদি আমায় চিনতে তাঁর আপত্তি না থাকে।'

'ওঁকে তুমি চিনতে নাকি বাবা?' মাদাম শ্টালের উল্লেখে প্রিন্সের চোখে বিদ্রুপের শিখা জ্বলে উঠতে দেখে সভয়ে জিগ্যেস করলে কিটি।

'ওঁর স্বামীকে চিনতাম, ওঁকেও খানিকটা, পাইয়েটিস্টদের দলে উনি নাম লেখাবার আগে।'

'পাইয়েটিস্ট কী বাবা?' কিটি শুধাল, শ্রীমতী শ্টালের ভেতরকার যে গুণাবলির সে অত কদর করে, তার আবার কোনো নাম থাকতে পারে ভেবে ভয় হয়েছিল তার।

'আমি নিজেই ঠিক জানি না। শুধু এইটুকু জানি যে সবকিছুর জন্যে উনি ধন্যবাদ দেন ভগবানকে, যতকিছু দুর্ভাগ্য ঘটেছে, স্বামী যে মারা গেল, তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। হাস্যকরই দাঁড়াচ্ছে কেননা দু'জনের বনিবনাও ছিল না।'

'এ কে? কী করুণ মুখ!' বেঞ্চিতে উপবিষ্ট একটি অদীর্ঘদেহী রোগীকে দেখে প্রিন্স জিগ্যেস করলেন। লোকটার পরনে বাদামী ওভারকোট, শাদা পেণ্টালুন যা তার মাংসহীন পায়ের হাড়ের ওপর অদ্ভুত সব ভাঁজ ফেলেছে।

ভদ্রলোক তাঁর পাতলা হয়ে আসা কোঁকড়া চুল থেকে স্ট্র হ্যাট খানিকটা তুললেন, দেখা দিল টুপির দরুন অসুস্থ-রক্তিম একটা উঁচু কপাল।

কিটি লাল হয়ে উঠে বললে, 'ইনি পেত্রভ, চিত্রকর। আর উনি তাঁর স্ত্রী' — কিটি যোগ দিলে আন্না পাভলোভনাকে দেখিয়ে। ওঁরা যখন এগিয়ে আসছিলেন ঠিক সেই সময়েই ভদ্রমহিলা যেন ইচ্ছে করেই পথ থেকে ছুটে গেলেন ছেলেকে আনতে।

'কী করুণ আর কী মিষ্টি ওঁর মুখ!' প্রিন্স বললেন, 'তুই ওঁর কাছে গেলি না যে? কী যেন উনি বলতে যাচ্ছিলেন তোকে?'

'বেশ, তাহলে যাই' — নির্দ্বিধায় ঘুরে এল কিটি, 'আজ কেমন আছেন?' পেত্রভকে জিগ্যেস করল সে।

লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পেত্রভ সসংকোচে তাকালেন প্রিন্সের দিকে।

প্রিন্স বললেন, 'এটি আমার মেয়ে। আসুন পরিচয় করা যাক।'

মাথা নুইয়ে হাসলেন চিত্রকর, উদ্‌ঘাটিত হল আশ্চর্য ঝকঝকে শাদা দাঁত।

'কালকে আমরা আপনাকে আশা করেছিলাম, প্রিন্সেস' — কিটিকে তিনি বললেন।

কথাটা বলতে গিয়ে তিনি টলে উঠলেন, আর সেটার পুনরাবৃত্তি করে দেখাতে চাইলেন যে ওটা তাঁর ইচ্ছে করে করা।

'আমি আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু ভারেংকা বললে যে আন্না পাভলোভনা তাকে বলতে পাঠিয়েছেন যে আপনারা যাবেন না।'

'যাব না মানে?' লাল হয়ে উঠে এবং তৎক্ষণাৎ কেশে ফেলে পেত্রভ বললেন, চেয়ে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন স্ত্রীকে, 'আনেতা, আনেতা!' জোরে ডাকলেন তিনি, তাঁর সরু শাদা ঘাড়ে দড়ির মতো ফুটে উঠল মোটা মোটা শিরা।

আন্না পাভলোভনা কাছে এলেন।

'আমরা যাব না, এ কথা তুমি প্রিন্সেসকে বলতে পাঠিয়েছিলে কেন?' গলা ভেঙে গিয়ে উত্ত্যক্ত স্বরে ফিসফিস করলেন তিনি।

'নমস্কার, প্রিন্সেস!' আন্না পাভলোভনা বললেন একটা ভান করা হাসি হেসে, যা মোটেই তাঁর আগেকার হাসির মতো নয়। প্রিন্সকে বললেন, 'পরিচয় করে খুব খুশি হলাম। সবাই অনেকদিন থেকে আপনাকে আশা করছিল।'

'আমরা যাব না, এ কথা বলতে পাঠালে যে বড়ো' — আরো রেগে,

স্পষ্টতই গলার স্বর তাঁকে মানছে না, যেমনটা চেয়েছিলেন কথায় তেমন সুর ফুটছে না বলে আরো উত্ত্যক্ত হয়ে ভাঙা গলায় আরেকবার ফিসফিস করলেন চিত্রকর।

'ওহ্ ভগবান! আমি যে ভেবেছিলাম আমরা যাচ্ছি না' — স্ত্রী জবাব দিলেন বিরক্তিভরে।

'কেন, যখন...' কাশি এল তাঁর, হতাশায় হাত ঝাঁকালেন।

প্রিন্স টুপিটা সামান্য তুলে চলে গেলেন মেয়েকে সঙ্গে করে।

'ওহ্!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিন্স, 'ওহ্, কী অভাগা!'

'হ্যাঁ বাবা' — কিটি বললে, 'আর জানো, ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে, কোনো চাকরবাকর নেই, আয়ও নেই বললেই হয়। কী খানিকটা পান একাদেমি থেকে।' চাঙ্গা হয়ে শোনাতে লাগল কিটি, তার সঙ্গে আন্না পাভলোভনার সম্পর্কের বিচিত্র পরিবর্তনের ফলে তার মধ্যে যে উত্তেজনা জেগেছিল, চেষ্টা করল সেটা চাপা দিতে।

'আরে, ওই তো মাদাম শ্টাল' — কিটি বললে একটা ঠেলা গাড়ি দেখিয়ে, তাতে ছাতার নিচে ধূসর আর নীলে জড়ানো কী একটা পড়ে ছিল বালিশে ঠেস দিয়ে।

তিনিই মাদাম শ্টাল। তাঁর পেছনে মুখ ব্যাজার করে দাঁড়িয়ে ছিল একজন ষণ্ডা গোছের জার্মান মুনিষ, যে তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায়। পাশেই শণচুলো এক সুইডিশ কাউন্ট, কিটি তাকে নামে চেনে। জনকতক রোগী ঠেলাটার কাছে ঘুরঘুর করছে, মহিলাটিকে দেখছে যেন তিনি অদ্ভুত একটা ব্যাপার।

প্রিন্স এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। সঙ্গে সঙ্গেই কিটি তাঁর চোখে দেখতে পেল বিদ্রূপের শিখা যা তাকে বিচলিত করেছিল। প্রিন্স মাদাম শ্টালের কাছে গিয়ে কথা কইলেন চমৎকার ফরাসি ভাষায় যা আজকাল খুব কম লোকেই বলে আর সেটা বললেন অসাধারণ সশ্রদ্ধ ও সুমধুর ভঙ্গিতে।

'জানি না আমায় আপনার মনে আছে কিনা, তবে আমার কন্যার প্রতি আপনার সহৃদয়তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব বলে আমার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে হবে।'

'প্রিন্স আলেক্সান্দর শ্যেরবাৎস্কি' — মাদাম শ্টাল বললেন তাঁর স্বর্গীয় চোখ তুলে আর তাতে অসন্তোষ নজরে পড়ল কিটির, 'খুব খুশি হলাম। আপনার মেয়েকে ভারি ভালোবেসে ফেলেছি আমি।'

'আপনার স্বাস্থ্য এখনও খারাপ যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, ওতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি' — এই বলে মাদাম শ্‌টাল পরিচয় করিয়ে দিলেন সুইডিশ কাউণ্টের সঙ্গে।

প্রিন্স বললেন, 'আপনি কিন্তু বদলেছেন খুবই কম। দশ কি এগারো বছর আপনাকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের ক্রুশ দেন আর বইবার শক্তিও দেন। প্রায়ই অবাক লাগে, এ জীবন লম্বা হয়ে চলেছে কিসের লক্ষ্যে?.. — ওই দিকটায়!' বিরক্তিভরে তিনি বললেন ভারেঙ্কাকে যে ঠিকমতো তাঁর পায়ে কম্বল ঢাকা দিতে পারছিল না।

'নিশ্চয় ভালো কাজ করার জন্যে' — প্রিন্স বললেন হাসি চোখে।

'সে বিচারের ভার আমাদের নয়' — প্রিন্সের মুখভাব লক্ষ্য করে মাদাম শ্‌টাল বললেন, 'তাহলে বইটা আমায় পাঠাচ্ছেন তো প্রিয়বর কাউণ্ট? অনেক ধন্যবাদ আপনাকে' — যুবক সুইডিশটিকে বললেন তিনি।

'এই!' কাছেই দণ্ডায়মান মস্কো কর্নেলকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রিন্স। মস্কো কর্নেল এসে জুটল তাঁদের সঙ্গে। মাদাম শ্‌টালকে অভিবাদন করে মেয়ে আর কর্নেলকে নিয়ে প্রিন্স চলে গেলেন।

'এই আমাদের আভিজাত্য, প্রিন্স!' শ্লেষ করার ইচ্ছায় বললেন মস্কো কর্নেল, তাঁর সঙ্গে মাদাম শ্‌টালের পরিচয় নেই বলে তাঁর ওপর কর্নেলের একটা রাগ ছিল।

'সেই একই রকম রয়ে গেছে' — প্রিন্স জবাব দিলেন।

'ওঁর অসুখের আগে আপনি ওঁকে জানতেন প্রিন্স, মানে শয্যাশায়ী হবার আগে?'

'হ্যাঁ, শয্যাশায়ী হন আমার সঙ্গে পরিচয় থাকার সময়েই' — প্রিন্স বললেন।

'শুনেছি দশ বছর উঠে দাঁড়াতে পারছেন না।'

'উঠে দাঁড়ান না কারণ পা ওঁর খাটো। গড়নটা ওঁর খুবই কুৎসিত...'

'হতে পারে না বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল কিটি।

'কুলোকে তাই বলে গো। তোর ভারেঙ্কাকে জবর সইতে হচ্ছে' — প্রিন্স যোগ করলেন, 'ওহ্, ধন্যি এই সব রোগী মর্যাদাবতী!'

'আহ্, না বাবা!' উত্তেজিত হয়ে আপত্তি করলে কিটি, 'ভারেঙ্কা ওঁকে

দেবতুল্য জ্ঞান করে। তা ছাড়া, কত ভালো কাজ করেন উনি! যাকে খুশি জিগ্যেস করো না। সবাই ওঁকে আর আলিনা শ্‌টালকে জানে।'

'তা হতে পারে' — কনুই দিয়ে কিটির হাতে চাপ দিয়ে প্রিন্স বললেন, 'তবে ভালো কাজটা এমনভাবে করাই ভালো যাতে যাকেই জিগ্যেস করা যাক কেউ জানবে না।'

কিটি চুপ করে গেল কিছুই তার বলার নেই বলে নয়; বাপের কাছেও সে তার গোপন ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করতে চাইছিল না। তবে আশ্চর্য ব্যাপার, পিতার দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেবে না, তার পূতত্বে তাঁকে প্রবেশ করতে দেবে না বলে কিটি যতই তৈরি হোক, মাদাম শ্‌টালের যে দেবোপম মূর্তি সে তার প্রাণের মধ্যে বহন করে এসেছে পুরো এক মাস, সেটা চিরকালের মতো অদৃশ্য হল পোশাক পরানো মনুষ্যরূপী এক মূর্তির মতো, যখন বোঝা যায় যে ওটা পোশাক। রইল শুধু খর্বপদ এক নারী যে শুয়ে থাকে কারণ গড়নটা তার কুৎসিত, আর নিরীহ ভারেঙ্কাকে সে কষ্ট দেয় কারণ কম্বলটা সে ঠিকমতো জড়াতে পারে নি। কল্পনার কোনো প্রয়াসেই আগের মাদাম শ্‌টালকে আর ফেরানো গেল না।

॥ ৩৫ ॥

প্রিন্স তাঁর খোশ মেজাজে সংক্রামিত করলেন তাঁর ঘরের লোকজন, চেনা-পরিচিত, এমনকি যে জার্মান বাড়িওয়ালার ওখানে তাঁরা উঠেছিলেন, তাঁকেও।

কিটির সঙ্গে প্রস্রবণ থেকে ফিরে এবং কর্নেল, মারিয়া ইয়েভ্‌গেনিয়েভনা আর ভারেঙ্কাকে কফি খেতে নিমন্ত্রণ করে প্রিন্স বাগানে বাদাম গাছের তলায় টেবিল আর চেয়ারগুলো এনে সেখানে টেবিল সাজাতে বললেন। প্রিন্সের ফুর্তিতে বাড়িওয়ালা আর চাকরবাকরেরাও চাঙ্গা হয়ে উঠল। তাঁর বদান্যতার কথা তারা জানত। আধঘণ্টা বাদে ওপরতলার বাসিন্দা, হামবুর্গের রুগ্ন ডাক্তারও বাদাম গাছের তলে সমবেত হাসিখুশি সুস্থ রুশীদের এই দলটাকে জানলা দিয়ে দেখতে লাগল ঈর্ষাভরে। পাতাগুলোর কম্পমান ছোপ-ছোপ ছায়ার তলে, শাদা টেবিলক্লথের ওপর কফিপট, রুটি, মাখন, পনির, ঠান্ডা ফাউল সাজানো টেবিলের কাছে বসে বেগুনী রিবন লাগানো টুপি পরে প্রিন্স-

মহিষী কাপ আর মাখন মাখানো রুটি এগিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রিন্স বসেছিলেন অন্যপ্রান্তে, খেতে খেতে উচ্চকণ্ঠে ফুর্তিতে কথা কইছিলেন। নিজের কাছে প্রিন্স রাখলেন তাঁর কেনা জিনিসগুলো — খোদাই করা ছোটো ছোটো বাক্স, হুইসিল, নানা ধরনের কাগজ-কাটা ছুরি, যা তিনি গাদা গাদা কিনেছিলেন প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে। সেগুলি তিনি সবাইকে বিলি করতে লাগলেন, দাসী লিস্‌হেন আর গৃহস্বামীকেও। এঁর সঙ্গে তিনি হাসি-ঠাট্টা করছিলেন তাঁর মজাদার ভুল-ভাল জার্মান ভাষায়, বোঝাচ্ছিলেন যে কিটি সেরে উঠেছে এখানকার জলের গুণে নয়, তাঁর বাড়ির চমৎকার খানা, বিশেষ করে প্রুন সুপের জন্য। স্বামীর রুশী ধরন-ধারনের জন্য তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন প্রিন্স-মহিষী, কিন্তু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে থাকার গোটা সময়টায় তাঁর মধ্যে এত সজীবতা আর ফুর্তি কখনো দেখা যায় নি। বরাবরের মতো কর্নেল হাসছিলেন প্রিন্সের রসিকতায়। কিন্তু ইউরোপের প্রসঙ্গে, যা তিনি মন দিয়ে অধ্যয়ন করেছেন বলে ভাবতেন, তিনি পক্ষ নিলেন প্রিন্স-মহিষীর। রসিক প্রিন্স যা-কিছু বলছিলেন তাতে হেসে কুটিপাটি হচ্ছিলেন দয়াবতী মারিয়া ইয়েভ্‌গেনিয়েভনা আর কিটি যা কখনও দেখে নি, প্রিন্সের রসিকতায় ভারেঙ্কাও ক্ষীণ তবে সংক্রামক হাসিতে নেতিয়ে পড়ছিল।

এ সবেতে আনন্দ হচ্ছিল কিটির, তাহলেও দুশ্চিন্তা সে তাড়াতে পারছিল না। তার বন্ধুদের সম্পর্কে এবং যে জীবনটা সে এত ভালোবেসেছিল সে সম্পর্কে তাঁর হাসিখুশি মতামত দিয়ে বাপ অজ্ঞাতসারে তাকে যে সমস্যায় ফেলেছিল তার সমাধান করতে পারছিল না সে। এই সমস্যার সঙ্গে যোগ হয়েছিল পেত্রভদের সঙ্গে তার সম্পর্কের পরিবর্তন যা আজ এত সুস্পষ্ট আর অপ্রীতিকর রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সবাই হাসিখুশি, কিন্তু কিটি তা হতে পারছে না, এতে আরও বেড়ে উঠছিল তার যন্ত্রণা। ছেলেবেলায় যখন শাস্তিস্বরূপ তাকে তার ঘরে বন্ধ করে রাখা হত আর তার কানে আসত বোনেদের উচ্ছল হাসি, তখন তার যেমন লাগত, তেমনি একটা অনুভূতি হচ্ছিল তার।

'তা রাজ্যের এই জিনিসগুলো কিনলে কেন?' স্বামীকে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে হেসে শুধালেন প্রিন্স-মহিষী।

'মানে বেড়াতে বেরই। দোকানের কাছাকাছি হতেই পীড়াপীড়ি করে:

‘এরলাউখ্‌ট্‌, এক্সসেলেন্স, ডুর্খলাউখ্‌ট্‌’।* কিন্তু যেই ‘ডুর্খলাউখ্‌ট্‌ বলে অমনি আর পারি না, খসে যায় দশ টালার।’

‘এ শুধু একঘেয়ে লাগার ফলে’ — প্রিন্স-মহিষী বললেন।

‘একঘেয়েমির ফলে তো বটেই। এত একঘেয়ে যে ভেবে পেতাম না কী করি।’

‘একঘেয়ে লাগবে কেন প্রিন্স? জার্মানিতে এখন মন লাগার মতো জিনিস কত’ — বললেন মারিয়া ইয়েভ্‌গেনিয়েভনা।

‘হ্যাঁ, মন লাগার সব জিনিসই আমি জানি: প্রুন সুপ জানি, মটরশুটির সসেজ জানি। সবই জানা।’

‘না, যাই বলুন প্রিন্স, তাদের প্রথা-প্রতিষ্ঠান খুবই চিত্তাকর্ষক’ — বললেন কর্নেল।

‘চিত্তাকর্ষক কিসে? সবাই ওরা তামার পয়সার মতো তুষ্ট: সবাইকে হারিয়েছে। কিন্তু আমি তুষ্ট থাকব কিসে? আমি তো কাউকে হারাই নি। শুধু নিজেই নিজের হাইবুট খুলে নিজেই রাখো দরজার বাইরে। সকালে উঠে তক্ষুনি পোশাক পরে সালোঁতে যাও অখাদ্য চা খেতে। এ কি আর বাড়ির মতো! তাড়াহুড়ো না করে ঘুম ভাঙল, রাগ হল কিছু একটায়, গজগজ করলাম, সুস্থ হয়ে উঠলাম ভালোরকম, সবকিছু ভেবে দেখলাম, তাড়াহুড়ো নেই।’

‘কিন্তু সময় যে টাকা — আপনি সেটা ভুলে যাচ্ছেন’ — বললেন কর্নেল।

‘কোন সময়! এমন সময় আছে যখন গোটা মাসের দাম এক পয়সা, আবার এমন সময় আসে যখন কোনো টাকাতেই আধঘণ্টা সময়ও কেনা যাবে না। তাই না কিটি? কী হল তোর, অমন ব্যাজার যে?’

আমি ঠিক আছি।’

‘চললেন কোথায়? বসুন আরও কিছুক্ষণ’ — ভারেঙ্কাকে বললেন প্রিন্স।

‘আমায় বাড়ি যেতে হবে’ — উঠে দাঁড়িয়ে ভারেঙ্কা বললে এবং ফের হেসে লুটিয়ে পড়ল।

পোশাক ঠিক করে নিয়ে সে বাড়ির ভেতর ঢুকল টুপি নেবার জন্য। কিটিও গেল তার পেছু পেছু। ভারেঙ্কাকে পর্যন্ত এখন অন্যরকম লাগছে। আগে তাকে যা বলে কল্পনা করেছিল তার চেয়ে খারাপ নয়, কিন্তু অন্যরকম।

---

* বাবুজি, হুজুর, জাঁহাপনা (জার্মান)।

'ওহ্, অনেকদিন এমন হাসি নি' — ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে ভারেঙ্কা বললে, 'কী সুন্দর লোক আপনার বাবা!'

কিটি চুপ করে রইল।

'আবার কখন দেখা হবে?' জিগ্যেস করলে ভারেঙ্কা।

'মা পেত্রভদের ওখানে যাবে ভাবছিল। আপনি থাকবেন সেখানে?' ভারেঙ্কাকে একটু বাজিয়ে দেখবার জন্য কিটি বললে।

'থাকব' — ভারেঙ্কা বললে, 'ওরা চলে যাবার তোড়জোড় করছে। আমি কথা দিয়েছি যে বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করব।'

'তাহলে আমিও যাব।'

'না, না, আপনি কেন?'

'কেন নয়? কেন নয়? কেন নয়?' চোখ বড়ো বড়ো করে বললে কিটি ভারেঙ্কাকে যেতে না দিয়ে তার ছাতা চেপে ধরল, 'না, না, একটু দাঁড়ান, কেন নয়?'

'এমনি; আপনার বাবা এসেছেন, তা ছাড়া আপনার সামনে ওঁরা সংকোচ বোধ করেন।'

'না, আপনি বলুন, কেন আপনি চান না যে পেত্রভদের ওখানে আমি ঘন ঘন যাই। আপনি সেটা চান না তো? কেন?'

'আমি তো তা বলি নি' — শান্তভাবে বললে ভারেঙ্কা।

'না, বলুন দয়া করে!'

'সব বলব?' ভারেঙ্কা শুধাল।

'সব, সব!'

'বলবার বিশেষ কিছু নেই, শুধু এই যে মিখাইল আলেক্সেয়েভিচ (এটি চিত্রকরের নাম) আগে তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু এখন যেতে চাইছেন না' — হেসে বললে ভারেঙ্কা।

'তারপর! তারপর!' বিষণ্ণভাবে ভারেঙ্কার দিকে চেয়ে কিটি তাড়া দিলে।

'মানে, কেন জানি আন্না পাভলোভনা বলছিলেন যে উনি যেতে চাইছেন না কারণ আপনি এখানে আছেন। অবিশ্যি এটা বলা সঙ্গত হয় নি, কিন্তু এই নিয়ে, আপনাকে নিয়ে ঝগড়া বাধে। আর জানেনই তো, রোগীরা কেমন খিটখিটে হয়।'

কিটি আরও বেশি ভ্রূকুটি করে চুপ করে রইল আর ভারেঙ্কা একাই

কথা কয়ে গেল, চেষ্টা করল তাকে নরম, শান্ত করে আনতে, দেখতে পাচ্ছিল যে কিটি ফেটে পড়তে যাচ্ছে, তবে জানত না সেটা কান্নায় নাকি কথায়।

'তাই আপনার না যাওয়াই বরং ভালো... আপনি বুঝে দেখুন, রাগ করবেন না...'

'আমার ঠিকই হয়েছে, ঠিকই হয়েছে!' ভারেঙকার হাত থেকে ছাতাটা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে বললে কিটি, তাকিয়ে রইল বন্ধুর চোখ এড়িয়ে।

বান্ধবীর ছেলেমানুষী রাগ থেকে হাসি পেয়েছিল ভারেঙকার, কিন্তু ভয় হল ওর মনে ঘা লাগবে।

বললে, 'ঠিক হয়েছে মানে? আমি বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক হয়েছে কারণ এ সবই ছিল ভান, প্রাণ থেকে নয়, ভেবেচিন্তে করা। যে লোকটা আপন নয়, পর, তার জন্যে কী দায় ঠেকেছিল আমার? আর এখন দাঁড়াল যে ঝগড়ার কারণ হলাম আমি, আমাকে যা করতে বলা হয় নি, তাই আমি করেছি। এই জন্যে যে এ সবই ভান! ভান! ভান!..'

'কিন্তু কী বা এমন উদ্দেশ্য থাকতে পারে ভান করার?' আস্তে করে বললে ভারেঙকা।

'ইস, কী বোকামি, কী নোংরামি! আমার তো কোনোই দরকার ছিল না... সব ভান!' ছাতাটা খুলতে খুলতে আর বন্ধ করতে করতে কিটি বললে।

'কিন্তু কী উদ্দেশ্যে?'

'লোকের কাছে, নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে নিজেকে ভালো বলে দেখাবার জন্যে, সবাইকে প্রতারিত করার জন্যে। না, এখন আর আমি ওদিকে যাচ্ছি না! খারাপ হব, কিন্তু অন্তত পক্ষে মিথ্যাচারী হব না, প্রতারক হব না!'

'প্রতারক আবার কে?' ভর্ৎসনার সুরে বললে ভারেঙকা, 'আপনি এমনভাবে কথা কইছেন যেন...'

কিন্তু ক্ষিপ্ততার দমক পেয়ে বসেছিল কিটিকে, ভারেঙকাকে সে কথা শেষ করতে দিলে না।

'আমি আপনার কথা বলছি না, মোটেই আপনার কথা নয়। আপনি নিখুঁত। হ্যাঁ, আমি জানি যে আপনি একেবারে নিখুঁত। কিন্তু কী করা যাবে যদি আমি খারাপ হয়ে থাকি? আমি খারাপ না হলে এটা ঘটত না। বেশ, আমি যা তাই হই, কিন্তু ভান করব না। আন্না পাভলোভনাকে নিয়ে কী আমার দায়! ওরা যেমন চায় তেমনি থাকুক, আমিও থাকব যেমন

চাই। আমি তো আর অন্য লোক হয়ে যেতে পারি না... এ কিছুই তা নয়, তা নয়!..'

'কিন্তু কী তা নয়?' বুঝতে না পেরে জিগ্যেস করলে ভারেঙ্কা।

'সবকিছুই তা নয়। আমি প্রাণের তাগিদে ছাড়া অন্য কোনোভাবে চলতে পারি না, আর আপনি চলেন নীতি মেনে। আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলাম স্রেফ এমনি, আর আপনি আমায় ভালোবেসেছেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে, আমায় শিখিয়ে তোলবার জন্যে!'

'আপনি আমার ওপর অন্যায় করছেন' — ভারেঙ্কা বললে।

'অন্যের সম্পর্কে আমি কিছুই বলছি না, বলছি নিজের সম্পর্কে।'

'কিটি!' শোনা গেল মায়ের গলা, 'বাবাকে তোর প্রবালগুলো দেখা।'

বন্ধুর সঙ্গে মিটমাট না করে গর্বিত ভঙ্গিতে কিটি টেবিলের ওপর প্রবালের বাক্সটা নিয়ে চলে গেল মায়ের কাছে।

'কী হল তোর? এত লাল হয়ে উঠেছিস?' মা-বাবা দু'জনেই বলে উঠলেন একসঙ্গে।

কিটি বললে, 'ও কিছু না। আমি এখুনি আসছি' — এই বলে যেখান থেকে এসেছিল, ছুটে গেল সেদিকেই।

ভাবছিল, 'এখনও ও এখানে! ভগবান, কী বলব ওকে? কী করলাম আমি, কী বললাম! কিসের জন্যে মনে ঘা দিলাম ওর? কী করি আমি? কী বলব ওকে?' এই ভেবে দরজার কাছে থেমে গেল কিটি।

টুপি পরে ছাতা হাতে টেবিলের কাছে বসে ছিল ভারেঙ্কা, কিটি যে স্প্রিঙ্‌টা ভেঙে ফেলেছে, দেখছিল সেটাকে। মাথা তুললে সে।

'ভারেঙ্কা, ক্ষমা করুন আমায়, ক্ষমা করুন!' তার কাছে গিয়ে কিটি বললে ফিসফিসিয়ে, 'কী যে বলেছি কিছু মনে নেই আমার। আমি...'

'সত্যি, আপনার মনে দুঃখ দেবার কোনো ইচ্ছে আমার ছিল না' — হেসে বললে ভারেঙ্কা।

মিটমাট হয়ে গেল। কিন্তু যে জগৎটায় কিটি দিন কাটাচ্ছিল, পিতা আসার পর বদলে গেল তার সবটাই। যা-কিছু সে শিখেছিল, তা সবই যে সে বর্জন করল তা নয়, কিন্তু বুঝতে পারল যে যা সে হতে চায় তা হতে পারবে বলে ভেবে সে আত্মপ্রতারণা করেছে। যেন সম্বিত ফিরল তার; যে

উঁচুতে সে উঠতে চেয়েছিল ভান বা বড়াই না করে তাতে টিকে থাকার সমস্ত দুরূহতা টের পেল সে; তা ছাড়া, দুঃখ, ব্যাধি, মৃত্যুর যে জগৎটায় সে ছিল, অনুভব করছিল তার সমস্ত দুঃসহতা, এটাকে ভালোবাসার জন্য সে যে শক্তি প্রয়োগ করেছিল, সেটা যন্ত্রণাকর লাগল তার কাছে। ইচ্ছে হল, যত তাড়াতাড়ি পারে চলে যায় তাজা হাওয়ায়, রাশিয়ায়, এর্গুশোভোতে, সেখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তার দিদি চলে গেছে বলে সে জেনেছে চিঠিতে।

কিন্তু ভারেঙ্কার জন্য তার ভালোবাসা হ্রাস পেল না। বিদায় নেবার সময় কিটি অনুরোধ করলে সে যেন রাশিয়ায় আসে তাঁদের কাছে।

ভারেঙ্কা বললে, 'যাব যখন আপনি বিয়ে করবেন।'

'বিয়ে আমি করব না কখনো।'

'তাহলে আমিও কখনো যাব না।'

'বেশ, তাহলে এর জন্যেই বিয়ে করব আমি। দেখবেন, যে কথা দিলেন, মনে রাখবেন!' কিটি বললে।

ডাক্তার যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ফলল। কিটি রাশিয়ায় বাড়ি ফিরল আরোগ্যলাভ করে। আগের মতো নিশ্চিন্ত আর হাসিখুশি সে হয়ে উঠল না বটে, তবে মনের শান্তি ফিরল। মস্কোর দুঃখটা শুধু স্মৃতি হয়ে রইল তার কাছে।

তৃতীয় অংশ

॥ ১ ॥

মানসিক শ্রম থেকে বিশ্রাম নিতে চাইলেন সের্গেই ইভানোভিচ কজ্‌নিশেভ, সচরাচরের মতো বিদেশে না গিয়ে মে মাসে গ্রামে এলেন ভাইয়ের কাছে। তাঁর ধারণা, গ্রামীণ জীবনই সবচেয়ে ভালো। তিনি এখন ভাইয়ের কাছে এলেন সে জীবন উপভোগ করার জন্য। খুব খুশি হলেন কনস্তান্তিন লেভিন, সেটা আরও এই কারণে যে সে গ্রীষ্মে তিনি আর নিকোলাই ভাইয়ের আশা করছিলেন না। কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা সত্ত্বেও ভাইকে নিয়ে ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি বোধ করছিলেন কনস্তান্তিন লেভিন। গ্রামের প্রতি ভাইয়ের মনোভাব তাঁর কাছে অস্বস্তিকর, এমনকি অপ্রীতিকরই ঠেকেছিল। কনস্তান্তিন লেভিনের কাছে গ্রাম হল জীবনধারণের জায়গা, অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ, শ্রমের ভূমি; সের্গেই ইভানোভিচের কাছে গ্রাম একদিকে হল খাটুনি থেকে বিশ্রাম, অন্যদিকে বিকৃতির হিতকর বিষনাশক ওষুধ যা তিনি সানন্দে এবং তার উপকারিতার চেতনা নিয়ে সেবন করতে লাগলেন। কনস্তান্তিন লেভিনের কাছে গ্রাম এই জন্য ভালো যে তা হল সন্দেহাতীত উপকারী শ্রমের আশ্রয়; সের্গেই ইভানোভিচের কাছে তা খুবই ভালো কারণ সেখানে কিছুই না করে থাকা যায় ও থাকা উচিত। তা ছাড়া জনগণের প্রতি সের্গেই ইভানোভিচের মনোভাব খানিকটা মোচড় দিচ্ছিল কনস্তান্তিনকে। সের্গেই ইভানোভিচ বলতেন যে তিনি চাষীদের ভালোবাসেন এবং তাদের চেনেন, প্রায়ই আলাপ করতেন তাদের সঙ্গে আর ভান বা ঢং না করে সেটা তিনি করতে

পারতেন ভালোই এবং এইরকম প্রতিটি আলাপ থেকে তিনি চাষীদের প্রশংসা করা এবং তিনি যে তাদের ভালো চেনেন তা প্রমাণের মতো সাধারণ তথ্যাদি আহরণ করতেন। চাষীদের সম্পর্কে এই মনোভাব কনস্তান্তিন লেভিনের ভালো লাগে নি। কনস্তান্তিনের কাছে চাষীরা হল শুধু সাধারণ মেহনতে প্রধান শরিক। চাষীদের প্রতি সমস্ত শ্রদ্ধা এবং একটা রক্তের টান, যা নিশ্চয় তিনি তাঁর ধাই-মা'র দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন বলে তিনি নিজেই বললেন, এ সত্ত্বেও, সাধারণ কর্মকাণ্ডের শরিক হিশেবে এই সব লোকেদের শক্তি, নম্রতা, ন্যায়বোধ দেখে মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হলেও সাধারণ কাজটায় যখন অন্য গুণের প্রয়োজন পড়ত, তখন চাষীদের ওপর তিনি চটে উঠতেন তাদের ঔদাসীন্য, আলসেমি, মাতলামি, মিথ্যাবাদিতার জন্য। কনস্তান্তিন লেভিনকে যদি কেউ জিগ্যেস করত চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা, তাহলে নিশ্চয় তিনি ভেবে পেতেন না কী উত্তর দেবেন। চাষীদের, যেমন সাধারণভাবে সমস্ত লোকেদের তিনি ভালোবাসতেনও বটে, আবার বাসতেনও না। বলাই বাহুল্য, সহৃদয় মানুষ হিশেবে লোকেদের তিনি ভালো না বাসার চেয়ে ভালোই বাসতেন বেশি, চাষীদের বেলাতেও তাই। কিন্তু বিশেষ একটা ব্যাপার হিশেবে চাষীদের ভালোবাসা বা না বাসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ চাষীদের সঙ্গে তিনি শুধু দিনই কাটাতেন না, তাঁর সমস্ত আগ্রহ চাষীদের সঙ্গে জড়িত ছিল শুধু তাই নয়, নিজেকে তিনি চাষীদেরই একাংশ বলে মনে করতেন, নিজের এবং চাষীদের মধ্যে বিশেষ কোনো গুণ বা ত্রুটি তাঁর চোখে পড়ত না, নিজেকে দাঁড় করাতে পারতেন না চাষীদের বিপরীতে। তা ছাড়া মনিব, মধ্যস্থ, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, পরামর্শদাতা হিশেবে (চাষীরা তাঁকে বিশ্বাস করত, তাঁর পরামর্শ নেবার জন্য তাঁর কাছে আসত ভার্স্ট চল্লিশেক পথ ভেঙে) তিনি চাষীদের সঙ্গে অতি নিকট সম্পর্কে দীর্ঘ দিন কাটালেও তাদের সম্পর্কে তাঁর কোনো সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল না এবং চাষীদের তিনি জানেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে চাষীদের তিনি ভালোবাসেন কিনা প্রশ্নটার মতোই সমান মুশকিলে পড়তেন। চাষীদের তিনি চেনেন বলা আর লোকেদের তিনি চেনেন বলা তাঁর কাছে একই কথা। সব ধরনের লোকেদেরই তিনি অনবরত পর্যবেক্ষণ করতেন, আবিষ্কার করতেন, চাষাভুষো লোকেরাও তার অন্তর্গত, এদের তিনি মনে করতেন ভালো লোক, মনোগ্রাহী লোক, অবিরাম তাদের মধ্যে নতুন নতুন দিক লক্ষ্য করতেন, তাদের সম্পর্কে নিজের পুরনো

মত বদলে পেঁছতেন নতুন মতে। সের্গেই ইভানোভিচ ছিলেন উলটো। যে জীবনটা তিনি ভালোবাসতেন না তার বিপরীতে যেমন তিনি ভালোবাসতেন ও তারিফ করতেন গ্রাম্য জীবনের ঠিক তেমনি যে শ্রেণীর লোককে তিনি ভালোবাসতেন না, তাদের বিপরীতেই তিনি ভালোবাসতেন চাষীদের এবং ঠিক তেমনি চাষীদের তিনি জানতেন লোকসাধারণের বিপরীত হিশেবে। তাঁর প্রণালীবদ্ধ মানসে পরিষ্কার দানা বেঁধেছিল কৃষকজীবনের সুনির্দিষ্ট কতকগুলি রূপ যা অংশত খাস কৃষকজীবন থেকেই নেওয়া, কিন্তু প্রধানত তার বিপরীতটা থেকে। চাষীদের সম্পর্কে নিজের মতামত এবং তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিশীল মনোভাব তিনি বদলান নি কখনো।

চাষীদের ব্যাপারে দুই ভাইয়ের মতভেদ ঘটলে সের্গেই ইভানোভিচ সর্বদাই ভাইকে পরাজিত করতেন ঠিক এই জন্য যে চাষীদের, তাদের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, রুচি সম্পর্কে তাঁর ছিল সুনির্দিষ্ট সব ধারণা; কনস্তান্তিন লেভিনের কিন্তু সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তিত কোনো ধারণা ছিল না, ফলে তর্কগুলোয় সর্বদাই তিনি ধরা পড়তেন তাঁর স্ববিরোধে।

সের্গেই ইভানোভিচের কাছে তাঁর ছোটো ভাই খাশা ছেলে, হৃদয়টা বসানো আছে ভালোই (কথাটা বলতেন তিনি ফরাসিতে), কিন্তু বুদ্ধিটা বেশ ক্ষিপ্র হলেও তাৎক্ষণিক ধারণার বশবর্তী, সুতরাং স্ববিরোধে ভরা। বড়ো ভাই মাঝে মাঝে কৃপা করে লেভিনকে ব্যাপার-স্যাপারের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তর্ক করে তৃপ্তি পেতেন না, কেননা লেভিন হেরে যেতেন বড়ো বেশি সহজেই।

কনস্তান্তিন লেভিন তাঁর দাদাকে মনে করতেন অতি মেধাবী ও শিক্ষিত একজন লোক, সর্বাধিক মাত্রায় উচ্চমনা, সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারার কৃতিত্ব আছে। কিন্তু যতই তাঁর বয়স হচ্ছে আর দাদাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানছেন ততই মনের গভীরে কেবলই তাঁর ধারণা হতে লাগল যে সাধারণের কল্যাণে ক্রিয়াকলাপ চালাতে পারার এই যে কৃতিত্বটা লেভিনের মোটেই নেই বলে তিনি টের পান, সেটা হয়ত-বা গুণ নয়, বরং উলটো, শুভ, সাধু, উন্নত বাসনার ঘাটতি সেটা নয়, জীবনশক্তির ঘাটতি, সেইটের ঘাটতি যাকে বলা হয় হৃদয়, সেই আকাঙ্ক্ষার ঘাটতি যা জীবনের অসংখ্য পথের মধ্যে থেকে কেবল একটাকে বেছে নিতে, সেই একটাকেই চাইতে বাধ্য

করে। ভাইকে লেভিন যত বেশি করে জানলেন, ততই লক্ষ্য করলেন যে সের্গেই ইভানোভিচ এবং সাধারণ কল্যাণের অন্যান্য বহু কর্মী সাধারণ কল্যাণের জন্য এই ভালোবাসায় উপনীত হয়েছেন প্রাণের তাগিদে নয়, বুদ্ধি দিয়ে ভেবে দেখেছেন যে এ কাজে লিপ্ত হওয়া ভালো, তাই লিপ্ত হয়েছেন। লেভিনের এই অনুমান আরও দৃঢ় হল এই দেখে যে একদফা দাবা খেলা কিংবা নতুন একটা যন্ত্রের বুদ্ধিমান কারিগরির চেয়ে সাধারণ কল্যাণ আর আত্মার অমরতার প্রশ্নটা তাঁর হৃদয়কে এতটুকু বেশি স্পর্শ করে না।

তা ছাড়া গাঁয়ে ভাইয়ের সঙ্গে থাকতে কনস্তান্তিন লেভিনের অস্বস্তি হচ্ছিল আরও এই জন্য যে গাঁয়ে, বিশেষ করে গ্রীষ্মে, লেভিনকে অনবরত চাষবাস নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হত আর যেমনটা দরকার সবকিছু সেভাবে ঢেলে সাজার পক্ষে গ্রীষ্মের লম্বা দিনগুলোতেও কুলোচ্ছিল না, অথচ সের্গেই ইভানোভিচ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি বিশ্রাম নিলেও, অর্থাৎ নিজের রচনা নিয়ে না খাটলেও মানসিক কর্মে তিনি এত অভ্যস্ত যে মাথায় যে চিন্তাটা এসেছে সেটাকে একটা সুন্দর সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসতেন কেউ তাঁর কথা শুনুক। আর সবচেয়ে সাধারণ স্বাভাবিক শ্রোতা তো হবে তাঁর ভাই। এবং তাই তাঁদের সম্পর্কের সৌহার্দ্যপূর্ণ সহজতা সত্ত্বেও দাদাকে একলা রেখে যেতে কনস্তান্তিনের অস্বস্তি হত। সের্গেই ইভানোভিচ ভালোবাসতেন ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে, শুধুই শুয়ে থেকে রোদ পোয়াতে পোয়াতে অলস বকবকানি চালিয়ে যেতে।

ভাইকে বলতেন, 'তুই ভাবতে পারবি না এই নবাবী আলসেমিতে আমার কী আরাম। মাথায় একটা চিন্তাও নেই। একেবারে ফাঁকা বেলুন।'

কিন্তু বসে বসে তাঁর কথা শুনতে ব্যাজার লাগত কনস্তান্তিন লেভিনের, বিশেষ করে এই জন্য যে তিনি না থাকলে লোকগুলো গোবর-সার নিয়ে যাবে তৈরি না হয়ে ওঠা ক্ষেতে আর নজর না রাখলে যেমন-তেমন করে কোথায় যে ফেলবে, খোদাই জানেন। কালটিভেটারের ব্লেডগুলো স্ক্রু-আঁটা করে আঁটবে না, খুলে ফেলবে, বলবে এগুলো সব বাজে খেয়াল, এ কি আর আমাদের সেই সাবেকী লাঙল?

সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে বলতেন, 'খুব হয়েছে তোর রোদে রোদে ঘোরা।'

'না, আমায় শুধু এক মিনিটের জন্যে সেরেস্তায় যেতে হবে' — বলে লেভিন ছুটে যেতেন ক্ষেতে।

॥ ২ ॥

জুনের প্রথম দিকে লেভিনের ধাই-মা এবং হিসাবরক্ষক আগাফিয়া মিখাইলোভনা এক বয়াম ব্যাঙের ছাতা সদ্য নুনে জারিয়ে মাটির তলাকার কুঠরিতে নিয়ে যেতে গিয়ে পিছলে পড়ে কব্জি ভাঙলেন। এলেন জেমস্ত্‌ভোর ডাক্তার, সবে কোর্স শেষ করা বকবকুনে একটি ছাত্র। হাত দেখে বললেন যে ভাঙে নি, কমপ্রেস দিলেন, রয়ে গেলেন দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য, বোঝা যায় নামকরা সের্গেই ইভানোভিচের সঙ্গে আলাপে তিনি জমে গিয়েছিলেন, এবং নানা ব্যাপারে নিজের আলোকপ্রাপ্ত মতামত তাঁকে জানাবার জন্য সমস্ত স্থানীয় লোকনিন্দাগুলি আওড়ালেন, আর অভিযোগ করলেন যে জেমস্ত্‌ভোর ব্যাপার-স্যাপার খুবই খারাপ। সের্গেই ইভানোভিচ মন দিয়ে শুনলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, নতুন শ্রোতা পেয়ে চাঙ্গা হয়ে কথা কয়ে গেলেন, অব্যর্থ এবং ওজনদার মন্তব্য করলেন কয়েকটা, যার সসম্ভ্রম মূল্য দিলেন তরুণ ডাক্তার, মেজাজ তাঁর হয়ে উঠল তেমনি শরিফ যা লেভিনের পরিচিত, চমৎকার উৎসাহিত কথোপকথনের পর সাধারণত তাঁর এই হয়। ডাক্তার চলে যাবার পর সের্গেই ইভানোভিচ ছিপ নিয়ে নদীতে যাবার বাসনা প্রকাশ করলেন। মাছ ধরতে ভালোবাসতেন তিনি আর এমন একটা নির্বোধ কাজ যে তিনি ভালোবাসতে পারেন, তাতে যেন তাঁর গর্বই হত।

ক্ষেতে এবং ঘেসো মাঠে যাবার দরকার ছিল কনস্তান্তিন লেভিনের, ভাইকে তিনি তাঁর ছোটো গাড়িটায় করে পৌঁছে দেবার জন্য ডাকলেন।

তখন সেইরকম একটা সময়, গ্রীষ্ম-শরতের সন্ধিকাল, যখন বর্তমান বছরের ফসলের ভাগ্য স্থিরীকৃত হয়ে গেছে, যখন শুরু হচ্ছে সামনের বছরের বপনের জন্য যত্ন, এগিয়ে এসেছে ঘাস কাটার সময়, যখন মঞ্জরি ধরেছে রাই গাছে, তখনও হালকা, ধূসর-সবুজ সে মঞ্জরি আন্দোলিত হয় বাতাসে, যখন মাঝে মাঝে হলদেটে ঘাসের ঝোপ নিয়ে দেরিতে চষা মাঠে অসমান হয়ে

ছড়িয়ে পড়ে সবুজ ওট, যখন মাটি ঢেকে ফেলে আগে আগে ফলা বাক-হুইটের কোরকোদ্‌গম হয়ে গেছে, যখন লাঙলের ফাল না বসা পথগুলো ছেড়ে দিয়ে গরু চরে চরে শক্ত হয়ে ওঠা পতিত জমিগুলোর অর্ধেকে হাল পড়েছে; যখন প্রতিদিন ঊষায় মাঠে ডাঁই করে রাখা শুকিয়ে ওঠা গোবর-সারের গন্ধ মেশে মধুগন্ধী ঘাসের সৌরভের সঙ্গে আর নাবালে কাস্তের অপেক্ষায় অটুট সমুদ্রের মতো পড়ে থাকে ঘেসো মাঠ যার এখানে ওখানে কালো হয়ে ওঠা আগাছা নিড়ানো সরেল শাকের স্তূপ।

এটা সেই সময় যখন প্রতি বছরে পুনরাবৃত্ত এবং প্রতি বছরে চাষীদের সমস্ত শক্তি দাবি করা ফসল তোলার আগে গাঁয়ের কাজে সামান্য বিরতি দেখা দেয়। ফসল হয়েছিল চমৎকার, ঝকঝকে গরম গ্রীষ্মের দিন, শিশির ঝরা ছোট রাত।

ঘেসো মাঠটায় পৌঁছবার জন্য দু'ভাইকে যেতে হয় বনের মধ্যে দিয়ে। পল্লবে ছাওয়া বনটার সৌন্দর্যে সর্বক্ষণ মুগ্ধ হয়ে থাকছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ, ভাইকে কখনো দেখাচ্ছিলেন ফুল ফোটার জন্য তৈরি হয়ে ওঠা, হলুদ উপপত্রে চিত্রবিচিত্র, ছায়ার দিকটায় কালো রঙের কোনো একটা বুড়ো লাইম, কখনো গাছের এই বছরে গজানো, পান্নায় ঝলমলে কচি ডাল। প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা বলতে বা শুনতে কনস্তান্তিন লেভিন ভালোবাসতেন না। যা তিনি দেখলেন তার সৌন্দর্য তাঁর কাছে লোপ পায় কথায়। দাদার বক্তব্যে তিনি সায় দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু আপনা থেকে তাঁর মন চলে গিয়েছিল অন্য দিকে। বন পেরিয়ে আসার পর তাঁর সমস্ত মনোযোগ গ্রাস করে নিল ঢিবির ওপর ফেলে রাখা একটা মাঠের দৃশ্য, তার কোনো জায়গা ঘাসে হলুদ, কোনো জায়গা দলিত, চৌখুপি-মারা, কোথাও সারের ডাঁই, কোথাও হাল দেওয়া। সারি দিয়ে গাড়ি যাচ্ছিল মাঠে। গাড়িগুলো গুনলেন লেভিন, যতটা সার দরকার তা সবই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে খুশি হলেন। ঘেসো মাঠ দেখে মন তাঁর চলে গেল বিচালি কাটার প্রশ্নে। বিচালি তোলায় তিনি একটা বিশেষ উত্তেজনা বোধ করতেন সর্বদাই। ঘেসো মাঠটার কাছে গিয়ে লেভিন ঘোড়া থামালেন।

ঘন ঘাসের তলে তলে প্রভাতী শিশির থেকে গিয়েছিল তখনো। পা যাতে না ভেজে তার জন্য সের্গেই ইভানোভিচ ভাইকে বললেন তাঁর গাড়ি করে মাঠ দিয়ে তাঁকে সেই উইলো ঝোপটায় পৌঁছে দিতে যেখানে পার্চ মাছ খায় ভালো। নিজের ঘাসগুলো ধামসাতে কনস্তান্তিন লেভিনের খুবই কষ্ট

হলেও তিনি মাঠে গাড়ি হাঁকালেন। চাকা আর ঘোড়ার পায়ের কাছে জড়িয়ে যেতে লাগল লম্বা লম্বা ঘাস, ভেজা স্পোক আর ধুরায় লেগে থাকছিল তাদের বিচি।

ঝোপের নিচে বসে ছিপ ঠিকঠাক করতে লাগলেন দাদা আর লেভিন ঘোড়াকে খুলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলেন গাছের সঙ্গে, তারপর নামলেন বাতাসে নিশ্চল ঘাসের বিশাল ধূসর-সবুজ সমুদ্রে। জলো জায়গাগুলোয় পাকন্ত বিচি ভরা ঘাস প্রায় কোমর সমান।

মাঠটা আড়াআড়ি পার হয়ে লেভিন রাস্তায় উঠলেন, দেখা হল চোখ-ফুলো একটা লোকের সঙ্গে, মৌমাছির চাক নিয়ে যাচ্ছিল সে।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'কী ফোমিচ? ধরলে নাকি?'

'কোথায় আর ধরি কনস্তান্তিন মিত্রিচ! নিজেরগুলো সামলে রাখতে পারলেই বাঁচি... এই দ্বিতীয়বার পালিয়েছিল। ছোঁড়াগুলোকে বলিহারি, ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। ঐ যে আপনার এখানে লাঙল দেয় যারা। ঘোড়া খুলে গিয়ে পাল্লা ধরে...'

'তা কী বলছ ফোমিচ। ঘাস কাটতে লাগব নাকি সবুর করব?'

'কী আর বলি! আমরা তো সেণ্ট পিটার পরব পর্যন্ত সবুর করি। আপনি কিন্তু বরাবর আগে শুরু করেন। তা দেখুন, ভগবান দেবেন, ঘাস তো খাশা। গরু-ঘোড়া খেয়ে বাঁচবে।'

'কিন্তু আবহাওয়া কেমন হবে বলে ভাবছ?'

'সে ভগবানের হাত। আবহাওয়াও হয়ত ভালো থাকবে।'

ভাইয়ের কাছে এলেন লেভিন। মাছ মেলে নি, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় নি সের্গেই ইভানোভিচের, বেশ ফুর্তির মেজাজেই আছেন বলে মনে হল। লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডাক্তারের সঙ্গে আলাপটা তাঁকে চাগিয়ে তুলেছে, কথা কইবার ঝোঁক এসেছে তাঁর। লেভিন কিন্তু চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে, যাতে পরের দিন ঘেসুড়েদের ডাকার হুকুম দিয়ে ঘাস কাটা নিয়ে যে সন্দেহটা তাঁকে খুবই ভাবাচ্ছিল সেটা চুকিয়ে দেন।

বললেন, 'তাহলে যাওয়া যাক।'

'এত তাড়া কিসের? খানিক বসে থাকি না কেন? তবে জবর ভিজেছিস বটে! মাছ না মিললেও বেশ লাগছে। সমস্ত রকমের শিকারই ভালো, কেননা ব্যাপারটা প্রকৃতি নিয়ে। দ্যাখ কী সুন্দর এই ইস্পাতের মতো জলটা!' উনি বললেন, 'আর ঘাসে ভরা এই তীর' — বলে চললেন উনি, 'সর্বদাই

আমায় মনে করিয়ে দেয় ওই ধাঁধাটার কথা। জানিস তো? ঘাস বলছে জলকে: আর আমরা টলছি, কেবলই টলছি...'

'ও ধাঁধা আমি জানি না' — মনমরার মতো জবাব দিলেন লেভিন।

॥ ৩ ॥

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'শোন, আমি তোর কথা ভাবছিলাম। ডাক্তারটি আমায় যা বললে, তাতে তোদের উয়েজ্‌দে যা ঘটছে সে যে সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার; ছোকরার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আমি তোকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি: তুই যে সভায় যাস না এবং সাধারণভাবেই জেমস্ত্‌ভোর ব্যাপার-স্যাপার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছিস, এটা খারাপ। সৎ লোকেরা যদি সরে যায়, তাহলে তো বলাই বাহুল্য, ভগবানই জানেন কী দাঁড়াবে। আমরা টাকা দিচ্ছি, তা যাচ্ছে মাইনেতে, অথচ ইশকুল নেই, সহকারী ডাক্তার নেই, ধাই নেই, ওষুধের দোকান নেই, কিছুই নেই।'

'আমি তো চেষ্টা করেছিলাম' — মৃদুস্বরে অনিচ্ছাভরে লেভিন বললেন, 'পারি না! কী করা যাবে!'

'পারিস না কেন? সত্যি বলছি আমি বুঝি না। উদাসীনতা, অকর্মণ্যতার কথা আমি মানি না; সত্যিই কি তবে নেহাৎ আলস্য?'

'ওর কোনোটাই নয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম, দেখলাম কিছুই করতে পারি না' — লেভিন বললেন।

দাদা যা বলছিলেন তাতে বিশেষ মন যাচ্ছিল না লেভিনের। নদীর ওপারে খেতের দিকে ভালো করে তাকিয়ে তিনি কালোমতো কী একটা লক্ষ্য করলেন, কিন্তু ধরতে পারছিলেন না সেটা ঘোড়া, নাকি ঘোড়ার পিঠে গোমস্তা।

'কেন তুই কিছু করতে পারিস না? চেষ্টা করে দেখলি, তোর মতে হল না, আর তুইও অমনি হাল ছেড়ে দিলি। আত্মসম্মান নেই তোর?'

'আত্মসম্মান' — দাদার কথায় মর্মাহত লেভিন বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমায় যদি কখনো বলা হত যে সমাকলন অংক অন্যেরা বোঝে আমি বুঝি না, সেটা হত আত্মসম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এক্ষেত্রে এ সব কাজের খানিকটা সামর্থ্য আছে এবং বড়ো কথা, কাজগুলো অতি জরুরি, সর্বাগ্রে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার।'

'কী বলছিস! ওটা কি জরুরি নয়?' তিনি যা নিয়ে ভাবিত সেটা যে ভাইয়ের কাছে গুরুত্বহীন মনে হচ্ছে এবং বিশেষ করে ভাই যে স্পষ্টতই তাঁর কথা প্রায় শুনছেও না, এতে আহত হয়ে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমার কাছে জরুরি বলে মনে হয় না। আমাকে স্পর্শ করে না, কী করা যাবে?..' লেভিন বললেন এবং ধরতে পারলেন যে তিনি যাকে দেখেছিলেন সে তাঁর গোমস্তা এবং নিশ্চয় হাল দেওয়া থেকে চাষীদের সে ছেড়ে দিচ্ছে। লাঙল উলটে ধরছে তারা। 'হাল দেওয়া শেষ হয়ে গেল নাকি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি।

'কিন্তু শোন' — সুকুমার বুদ্ধিমান মুখখানায় ভ্রূকুটি ফুটিয়ে দাদা বললেন, 'সবকিছুরই একটা সীমা আছে। খাপছাড়া, অকপট লোক হওয়া, মিথ্যে ভালো না বাসা খুবই ভালো — এ সবই আমি জানি; কিন্তু তুই যা বলছিস তার হয় কোনো অর্থ নেই নয় অর্থটা খুবই খারাপ। এটাকে তুই কী করে গুরুত্বহীন বলে ভাবতে পারিস যখন যে চাষীদের তুই ভালোবাসিস বলছিস...'

'কখনো আমি তা বলি নি' — মনে মনে ভাবলেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'...তারা মরছে কোনো সাহায্য না পেয়ে। বিটকেলে মাগীদের হাতে মারা যাচ্ছে শিশুরা, চাষীরা অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে থাকছে, তাদের ওপর মাতব্বরি করছে যতরাজ্যের কলমবাজ, অথচ তোর হাতে রয়েছে সাহায্য করার উপায়, কিন্তু করছিস না, কারণ তোর মতে ওটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

সের্গেই ইভানোভিচ এই বিকল্প রাখলেন: 'হয় তুই এতই অপরিণত যে তুই যা করতে পারিস সেটা তোর চোখে পড়ছে না, নয় তা করার জন্যে নিজের শান্তি, গুমোর, জানি না কী, বিসর্জন দিতে চাস না।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পেলেন যে এখন তাঁর পক্ষে খোলা আছে শুধু দুটি পথ: হল দাদার কথায় সায় দেওয়া, নয় মেনে নেওয়া যে সাধারণ কল্যাণের জন্য তার ভালোবাসা কম। এটা তাঁকে অপমানিত ও দুঃখিত করল।

দৃঢ়ভাবে বললেন, 'এটাও বটে, ওটাও বটে। আমি দেখতে পাচ্ছি না কী করে সম্ভব হত...'

'সে কী? টাকার ভালো বিলি-ব্যবস্থা করে চিকিৎসায় সাহায্য দেওয়া যেত না?'

'আমার মনে হয়, যেত না... বসন্তের বান, শীতের বরফ-ঝড়, চাষের মরশুম নিয়ে আমাদের উয়েজ্‌দের চার হাজার বর্গ ভার্স্ট এলাকায় সবখানে চিকিৎসা-সাহায্যের সম্ভাবনা আমি দেখছি না। তা ছাড়া ওষুধপত্রে আমার বিশ্বাসও নেই।'

'নে, খুব হয়েছে, এটা অন্যায়... আমি তোকে হাজারটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি... কিন্তু ইশকুল?'

'ইশকুল কী হবে?'

'কী বলছিস তুই? শিক্ষার উপকারিতা নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? শিক্ষা যদি তোর পক্ষে ভালো হয়, তাহলে সবার পক্ষেই ভালো।'

কনস্তান্তিন লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে নৈতিক দিক থেকে তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাই উত্তেজিত হয়ে সামাজিক কল্যাণের জন্য তাঁর উদাসীনতার প্রধান কারণটা বলে ফেললেন।

'সম্ভবত এ সবই বেশ ভালো, কিন্তু কেন আমি ব্যস্ত হব চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা নিয়ে যখন কখনো আমি তা ব্যবহার করব না, ইশকুল — নিজের ছেলেমেয়েদের আমি পাঠাব না যেখানে, চাষীরাও যেখানে পাঠাতে চায় না তাদের ছেলেমেয়েদের, আর পাঠানো যে দরকার তেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস আমার এখনো নেই' — লেভিন বললেন।

এই অপ্রত্যাশিত আপত্তি মুহূর্তের জন্য বিস্মিত করল সের্গেই ইভানোভিচকে। তবে তক্ষুনি তিনি আক্রমণের নতুন পরিকল্পনা ফাঁদলেন।

চুপ করে রইলেন তিনি, একটা ছিপ তুলে আবার সেটা ফেললেন, হেসে ভাইকে বললেন:

'নে, তবে বলি... প্রথমত চিকিৎসা-কেন্দ্রের দরকার ছিল। এই তো আমরা আগাফিয়া মিখাইলোভনার জন্যে জেমস্ত্‌ভোর ডাক্তারকে ডাকলাম।'

'তবে আমার ধারণা, হাত বাঁকাই থেকে যাবে।'

'সেটা এখনো সুনিশ্চিত নয়... তারপর সাক্ষর চাষী, মুনিষ যে তোর বেশি দরকার, বেশি কাজের।'

'উঁহু, যাকে খুশি জিগ্যেস করো' — দৃঢ়ভাবে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন, 'মুনিষ হিশেবে সাক্ষরেরা অনেক খারাপ। রাস্তা মেরামত করবে না তারা; সাঁকো বানানো মাত্র তার কাঠ চুরি যাবে।'

'তবে' — মুখ হাঁড়ি করে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, বিরোধিতা

সইতে পারতেন না তিনি, বিশেষ করে এমন বিরোধিতা যা ক্রমাগত সরে যাচ্ছে একটা থেকে আরেকটায়, কোনো সম্পর্ক না রেখে হাজির করছে নতুন যুক্তি, ফলে বোঝাই যায় না কোনটার জবাব দিতে হবে, 'তবে ওটা কোনো কথা নয়। শোন বলি। শিক্ষা যে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর সেটা তুই স্বীকার করিস কি?'

'করি' — ঝট করে বলে বসলেন লেভিন এবং তক্ষুনি বুঝলেন যে তিনি যা ভাবেন সেটা বলা হল না। তিনি টের পেলেন যে এটা স্বীকার করলে তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে তিনি বাজে কথা বলছেন যার কোনো অর্থ হয় না। কী করে দেখিয়ে দেওয়া হবে সেটা তিনি জানতেন না, কিন্তু এটা জানতেন যে নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত রূপেই তা দেখানো হবে এবং তার অপেক্ষায় রইলেন তিনি।

যা তিনি আশা করেছিলেন যুক্তিটা এল তার চেয়ে অনেক সহজভাবে।

সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'এটাকে তুই কল্যাণ বলে যদি মানিস, তাহলে সৎ লোক হিশেবে তুই ও কাজটাকে ভালো না বেসে, তার প্রতি সহানুভূতি পোষণ না করে, সুতরাং তার জন্যে খাটতে ইচ্ছুক না হয়ে পারিস না।'

'কিন্তু আমি এখনও মানছি না যে কাজটা ভালো' — লাল হয়ে বললেন কনস্তান্তিন লেভিন।

'সেকি? তুই যে এক্ষুনি বললি...'

'মানে, আমি ওটাকে ভালো বলেও মানি না, সম্ভবও মনে করি না।'

'চেষ্টা না করে দেখলে সেটা তো জানা সম্ভব নয়।'

'তা ধরে নিচ্ছি' — লেভিন বললেন যদিও মোটেই তা ধরে নিচ্ছিলেন না, 'ধরে নিচ্ছি নয় তাই; তাহলেও আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাব।'

'কেন মানে?'

'না, এ নিয়ে যখন কথাই উঠল, তাহলে আমাকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝিয়ে দাও' — লেভিন বললেন।

'এখানে দর্শন আসে কোথা থেকে আমি বুঝি না' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন এমন সুরে যাতে লেভিনের মনে হল যেন দর্শন নিয়ে কথা বলার অধিকার তিনি ভাইকে দিতে চান না। সেটা চটিয়ে দিল লেভিনকে।

উত্তেজিত হয়ে তিনি বললেন, 'এই জন্যে! আমি মনে করি যে যতই বলো আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের চালিকা হল ব্যক্তিগত সুখ। এখন জেমস্তভো প্রতিষ্ঠানটা অভিজাত হিশেবে আমার কোনো কল্যাণে লাগছে তা আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। রাস্তাগুলো ভালো হয় নি এবং হতেও পারে না; খারাপ রাস্তাতেও আমার ঘোড়াগুলো বয়ে নিয়ে যাবে আমায়। ডাক্তার, চিকিৎসা-কেন্দ্রে আমার দরকার নেই, সালিশ আদালত আমার চাই না — কখনো আমি তার দ্বারস্থ হই নি, হবও না। ইশকুল আমার কাছে নিষ্প্রয়োজন শুধু নয়, ক্ষতিকরই, সে তো তোমাকে বলেছি। জেমস্তভো প্রতিষ্ঠান আমার কাছে শুধু দেসিয়াতিনা পিছু আঠারো কোপেক দেওয়া, শহরে যাওয়া, ছারপোকার সঙ্গে রাত কাটানো আর যত রাজ্যের আজেবাজে কথা শুনে যাওয়ার বাধ্যতা, ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ তা মেটায় না আমার।'

'দাঁড়া' — হেসে বাধা দিলেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'চাষীদের মুক্তির জন্যে খাটতে ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ আমাদের প্রবুদ্ধ করে নি, অথচ আমরা খেটেছি।'

'তা নয়!' আরো উত্তেজিত হয়ে বাধা দিলেন লেভিন, 'চাষীদের মুক্তিটা অন্য ব্যাপার। ব্যক্তিগত স্বার্থ তাতে ছিল। যে জোয়ালটা আমাদের, সমস্ত ভালো লোকেদের পিষ্ট করছিল সেটা ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু পৌরসভার সদস্য হওয়া, কত জন মেথর দরকার, যে শহরে আমি থাকি না সেখানে কিভাবে পাইপ বসাতে হবে তা নিয়ে আলোচনা চালানো; জুরি হয়ে বসে হ্যাম চুরি করা কোনো চাষীর বিচার করা, আসামীর উকিল আর অভিশংসক যেসব আজেবাজে কথা ফাঁদছেন ছ'ঘণ্টা ধরে তা এবং বিচারপতি কিভাবে আমার বুড়ো বোকাটা আলিওশাকে জিগ্যেস করবেন, 'অভিযুক্ত মহাশয়, আপনি কি হ্যাম চুরির ঘটনাটা স্বীকার করছেন?' 'এ্যাঁ?' এ সব শোনা...'

মেতে উঠে কনস্তান্তিন নকল করতে লাগলেন বিচারপতি আর বোকা আলিওশাকে; তাঁর মনে হয়েছিল এতে কাজ দেবে।

কিন্তু কাঁধ নাড়ালেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'তা তুই বলতে চাস কী?'

'আমি শুধু বলতে চাই যে আমাকে, আমার স্বার্থকে স্পর্শ করছে যেসব অধিকার তা আমি রক্ষা করব প্রাণপণে; যখন আমাদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের খানাতল্লাসি করা হয়, সশস্ত্র পুলিশেরা আমাদের চিঠিপত্র পড়ে,

তখন সর্বশক্তিতে এই সব অধিকার রক্ষা করতে, আমার শিক্ষার, স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলাম। বাধ্যতামূলক সৈন্যভুক্তির ব্যাপারটা আমি বুঝি যা আমার সন্তানদের, ভাইদের ভাগ্যকে, খোদ আমাকেই স্পর্শ করছে; যা আমাকে নিয়ে তা আলোচনা করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু জেমস্ত্‌ভোর চল্লিশ হাজার টাকাটার কী ব্যবস্থা হবে তা স্থির করা অথবা বোকা আলিওশার বিচার করা — এটা আমি বুঝিও না, পারিও না।'

কনস্তান্তিন এমনভাবে বললেন যেন তাঁর কথা বাঁধ ভেঙে বেরুচ্ছে। সের্গেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'আর কাল যদি তোর বিচার হয়, তোর কি ভালো লাগবে সাবেকী ফৌজদারি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে?'

'বিচার আমার হবে না। কারও গলা আমি কাটব না কখনো, ও সবের প্রয়োজন নেই আমার, তাহলে বলি!' ফের একেবারে অপ্রাসঙ্গিক কথায় লাফিয়ে গিয়ে বলে চললেন লেভিন, 'জেমস্ত্‌ভো প্রতিষ্ঠানগুলো এবং এই সবকিছুই সেই কাটা বার্চ গাছগুলোর মতো যা আমরা ট্রিনিটি দিনে পুঁতি যাতে ইউরোপে আপনা-আপনি গজানো বনের মতো দেখায়। মনে-প্রাণে এই সব বার্চে জল দিতে বা বিশ্বাস করতে আমি পারি না।'

শুধু কাঁধ কোঁচকালেন সের্গেই ইভানোভিচ, বিতর্কের মধ্যে হঠাৎ এখন কোথা থেকে এই সব বার্চ এসে পড়ায় তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করতে চাইলেন ভঙ্গিটায়, যদিও তক্ষুনি বুঝলেন এতে করে কী বলতে চাইছেন তাঁর ভাই।

মন্তব্য করলেন, 'দাঁড়া, এ যে কোনো যুক্তি হল না।'

কিন্তু নিজের যে ত্রুটির কথা কনস্তান্তিন লেভিন জানতেন, সাধারণ কল্যাণের প্রতি উদাসীনতা, সেটাকে সমর্থন করতে চাইছিলেন তিনি, তাই বলে চললেন:

'আমি মনে করি কোনো কাজই পাকাপোক্ত হতে পারে না যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে তার ভিত্তি না থাকে। এটা হল একটা সাধারণ সত্য, দার্শনিক সত্য' — দার্শনিক শব্দটার দৃঢ় পুনরাবৃত্তি করে বললেন তিনি, যেন দেখাতে চাইলেন যে সকলের মতো তাঁরও অধিকার আছে দর্শন নিয়ে কথা বলার।

আরেকবার হাসলেন সের্গেই ইভানোভিচ। ভাবলেন, 'নিজের ঝোঁকগুলোকে সমর্থনের জন্যে ওরও কী একটা দর্শন আছে দেখছি।'

'নে, দর্শনের কথা রাখ তো। সমস্ত যুগের দর্শনের প্রধান কাজটাই হল ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বার্থের মধ্যে যে আবশ্যকীয় যোগাযোগ বর্তমান তা

খুঁজে পাওয়া। কিন্তু সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা এই যে তোর তুলনাটা আমায় শুধু শুধরে দিতে হবে। যে বার্চ গাছ মাটিতে গোঁজা হয় নি, রোপণ করা হয়েছে, বপন করা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। কেবল সেই জাতিরই ভবিষ্যৎ থাকে, তাদেরই ঐতিহাসিক বলা যায় যারা নিজেদের প্রথা-প্রতিষ্ঠানের যা গুরুত্বপূর্ণ আর তাৎপর্যময়, তার সম্পর্কে সজাগ এবং মূল্য দেয় তাতে।'

এবং প্রশ্নটাকে সের্গেই ইভানোভিচ নিয়ে গেলেন কনস্তান্তিন লেভিনের অনায়ত্ত দার্শনিক-ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে এবং দেখিয়ে দিলেন লেভিনের দৃষ্টিভঙ্গির সমস্ত নীতিবিরুদ্ধতা।

'ও কাজগুলো যে তোর ভালো লাগছে না, মাপ করিস আমায়, তার কারণ আমাদের রুশী আলস্য আর নবাবি। আমার দৃঢ় ধারণা এটা তোর একটা সাময়িক বিভ্রান্তি এবং তা কেটে যাবে।'

কনস্তান্তিন চুপ করে রইলেন। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি সব দিক থেকে পরাস্ত, তবে সেই সঙ্গে তিনি এও অনুভব করছিলেন যে তিনি যা বলতে চেয়েছিলেন সেটা দাদার বোধগম্য নয়। শুধু জানতেন না বোধগম্য নয় কেন: সেটা কি এই জন্য যে বলতে যা চেয়েছিলেন সেটা তিনি পরিষ্কার করে বলতে পারেন নি, নাকি দাদা বুঝতে চান নি অথবা বোঝা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলে? কিন্তু এ নিয়ে তিনি তলিয়ে দেখতে গেলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন একেবারে অন্য ভাবনায়, নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে।

নীরবে শেষ ছিপটি গুটালেন সের্গেই ইভানোভিচ, ঘোড়াটা খুলে আনলেন, রওনা দিলেন দু'জনে।

॥ ৪ ॥

দাদার সঙ্গে কথাবার্তার সময় যে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা নিয়ে লেভিন ভাবছিলেন, সেটা এই: গত বছর একবার ঘাস কাটা দেখতে এসে লেভিন চটে ওঠেন গোমস্তার ওপর এবং শান্ত হবার জন্য ব্যবহার করেন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি — একজন চাষীর হাত থেকে কাস্তে টেনে নিয়ে ঘাস কাটতে লেগে যান।

কাজটা তাঁর এত ভালো লেগেছিল যে বার কয়েক নিজে ঘাস কাটায় নামেন; পুরো সাফ করেন বাড়ির সামনেকার ঘেসো মাঠটা আর এ বছর বসন্ত থেকেই পরিকল্পনা ঠিক করে রেখেছিলেন — দিনের পর দিন চাষীদের সঙ্গে ঘাস কাটবেন। দাদা আসার পর ভাবনায় পড়েন তিনি: কাটবেন কি কাটবেন না। গোটাগুটি দিনগুলো দাদাকে একা রেখে যেতে সংকোচ হচ্ছিল তাঁর, ভয়ও হচ্ছিল এর জন্য দাদা আবার তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি না করেন। কিন্তু মাঠ দিয়ে যাবার সময় ঘাস কাটার অভিজ্ঞতাটা মনে পড়ে তাঁর এবং প্রায় ঠিক করে ফেলেন কাটবেন। আর দাদার সঙ্গে বিরক্তিকর আলাপটার পর ফের সংকল্পটার কথা তাঁর মনে হল।

ভাবলেন, 'শারীরিক পরিশ্রম দরকার নইলে আমার স্বভাব একেবারেই বদখৎ হয়ে যাবে' এবং স্থির করলেন এতে দাদা বা চাষীদের সামনে নিজেকে যতই বিব্রত লাগুক, কাটবেনই।

সন্ধ্যায় কনস্তান্তিন লেভিন সেরেস্তায় গিয়ে কাজের হুকুম দিলেন, কাল সবচেয়ে সেরা আর বড়ো কালিনোভ মাঠের ঘাস কাটার জন্য ঘেসুড়েদের ডাকতে লোক পাঠালেন গাঁয়ে গাঁয়ে।

'আমার কাস্তেটা তিতের কাছে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে, ও যেন শান দিয়ে কাল নিয়ে আসে; হয়ত নিজেই আমি নামব ঘাস কাটতে' — বিব্রত না হবার চেষ্টা করে বললেন তিনি।

গোমস্তা হেসে বললে:

'যে আজ্ঞে।'

সন্ধ্যায় চায়ের সময় দাদাকেও সে কথা বললেন লেভিন।

বললেন, 'মনে হচ্ছে আবহাওয়াটা টিকেই গেল। কাল ঘাস কাটা শুরু করব।'

'এ কাজটা আমি খুবই ভালোবাসি' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'ভয়ানক ভালো লাগে আমার। নিজে আমি মাঝে মাঝে ঘাস কেটেছি চাষীদের সঙ্গে, কাল গোটা দিনটা কাটব ভাবছি।'

সের্গেই ইভানোভিচ মাথা তুলে কৌতূহলভরে চাইলেন ভাইয়ের দিকে।

'তার মানে? চাষীদের সঙ্গে সমানে সমানে, সারা দিন?'

লেভিন বললেন, 'হ্যাঁ, কাটতে বেশ লাগে।'

'শারীরিক ব্যায়াম হিশেবে জিনিসটা চমৎকার, তবে সবটা পেরে উঠবি কিনা সন্দেহ' — কোনোরকম ঠাট্টা না করে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'আমি কেটে দেখেছি। প্রথমটা কষ্ট হয় বটে, পরে মেতে ওঠা যায়। পেছিয়ে পড়ব না মনে হয়...'

'আচ্ছা, চাষীরা এটাকে কেমনভাবে নেয় বল তো। মনিবের কাণ্ড দেখে হাসাহাসি করে নিশ্চয়।'

'না, আমি তা ভাবি না; তবে কাজটা এত ফুর্তির আবার সেইসঙ্গে কঠিন যে সময়ই থাকে না ভাবার।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তুই খাবি কী করে? তোর জন্যে লাফিতের বোতল আর ভাজা টার্কি[২] পাঠানো তো আর ভালো দেখায় না।'

'না, আমি শুধু ওদের বিশ্রামের সময়টায় বাড়ি চলে আসব।'

পরের দিন সচরাচরের চেয়ে আগে উঠলেন কনস্তান্তিন লেভিন, কিন্তু কাজের বিলি-বন্দোবস্ত করতে গিয়ে আটকে গেলেন, ঘাস কাটার জায়গায় যখন পেঁছিলেন, ঘেসুড়েরা ততক্ষণে দ্বিতীয় সারি কাটতে শুরু করে দিয়েছে।

টিবির ওপর থেকেই তাঁর চোখে পড়ল মাঠের ঘাস কাটা অংশটা, তাতে ধূসর হয়ে ওঠা সারি, আর যেখান থেকে প্রথম সারি শুরু হয়েছিল, সেখানে ঘেসুড়েরা যে কাফতান খুলে রেখেছিল, তার কালো কালো স্তূপ। যতই তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন, ততই তিনি বেশ দেখতে পাচ্ছিলেন কেউ কাফতান, কেউ-বা শুধুই কামিজ পরা, পরের পর এগিয়ে যাওয়া, নানান ঢঙে কাস্তে হাঁকানো সারিবন্দী চাষীদের। গুণে দেখলেন, বেয়াল্লিশ জন।

মাঠের অসমান নাবালে পুরনো বাঁধটা যেখানে ছিল সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে ওরা। নিজের লোকদের কয়েকজনকে চিনতে পারলেন লেভিন। ছিল সেখানে কাস্তে হাঁকাবার জন্য নুয়ে পড়া, অতি লম্বা একটা শাদা শার্ট গায়ে বুড়ো এরমিল; ছিল সেখানে লেভিনের ভূতপূর্ব কোচোয়ান ছোকরা-বয়সী ভাস্‌কা, প্রতিটি সারিতে ফলাও করে কাস্তে হাঁকাচ্ছিল সে; তিতও ছিল, ঘাস কাটায় তারই কাছে লেভিনের হাতেখড়ি। ছোটোখাটো রোগা এই চাষীটি সামনে না ঝুঁকে, যেন কাস্তে নিয়ে খেলা করতে করতে কেটে ফেলছিল তার চওড়া সারিটা।

ঘোড়া থেকে নেমে লেভিন তাকে বেঁধে রাখলেন রাস্তার কাছে। তিতের কাছে যেতে সে ঝোপ থেকে দ্বিতীয় একটা কাস্তে বার করে এগিয়ে দিল।

হেসে টুপি খুলে কাস্তেটা দিয়ে সে বললে, 'তৈরি গো মনিব, দাড়ি কামানো চলবে, ঘাস কাটবে নিজে নিজেই।'

কাস্তেটা নিয়ে পরখ করে দেখলেন লেভিন। নিজের নিজের সারি শেষ করে হাসিখুশি ঘর্মাক্ত ঘেসুড়েরা একের পর এক রাস্তায় এসে হাসিঠাট্টা করতে করতে অভিবাদন জানাচ্ছিল লেভিনকে। সবাই তারা চেয়ে চেয়ে দেখছিল লেভিনকে, কিন্তু মেষচর্মের কোট পরা, শ্মশ্রুহীন আকুঞ্চিত-মুখ দীর্ঘদেহী বৃদ্ধ রাস্তায় না আসা পর্যন্ত কেউ কিছু তাঁকে বললে না।

সে বললে, 'দেখো গো মনিব, ধরেছ যখন ছেড়ো না!' ঘেসুড়েদের চাপা হাসির শব্দ কানে এল লেভিনের।

'চেষ্টা করব না ছাড়তে' — তিতের পেছনে গিয়ে শুরু করার অপেক্ষা করতে করতে লেভিন বললেন।

'দেখো' — বুড়ো পুনরাবৃত্তি করলে।

তিত জায়গা খালি করে দিলে, লেভিন চললেন তার পেছু পেছু। ঘাস এখানে ছোটো, রাস্তার কাছে যেমন হয়। অনেকদিন ঘাস কাটেন নি লেভিন, লোকেদের দৃষ্টিপাতে অস্বস্তি লাগছিল, প্রথম দিকটা ঘাস কাটলেন খারাপ যদিও কাস্তে চালাচ্ছিলেন সজোরেই। তাঁর পেছনে কাদের গলা শোনা গেল:

'ঠিকমতো বসানো হয় নি, হাতলটা লম্বা, দেখেছ, ওকে নুইতে হচ্ছে কেমন করে' — একজন বললে।

'গোড়ালি লাগাও' — বললে দ্বিতীয় জন।

বুড়ো বলে চলল, 'ও কিছু না, ঠিক হয়ে যাবে। ওই দ্যাখো, চলতে লেগেছে... চওড়া সারি নিচ্ছ গো, জেরবার হয়ে পড়বে, অমন কাটতে নেই মনিব, নিজের জন্যেই তো খাটছ! অথচ দ্যাখো, কত ঘাস বাদ যাচ্ছে! আমরা অমন করলে মজা টের পেতাম যে।'

এবার পাওয়া গেল নরম ঘাস, লেভিন শুনছিলেন, কিন্তু উত্তর দিচ্ছিলেন না, চেষ্টা করছিলেন যথাসম্ভব ভালো করে কাটতে, যাচ্ছিলেন তিতের পেছনে। একশ' পা গেল তাঁরা। না থেমে এতটুকু ক্লান্তি না দেখিয়ে তিত এগুচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না ভেবে ভয় করতে লাগল লেভিনের: ভারি ক্লান্ত তিনি।

লেভিন টের পাচ্ছিলেন যে শক্তি ফুরিয়ে আসছে, ঠিক করলেন যে তিতকে থামতে বলবেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই তিত নিজেই থেমে গেল, নিচু হয়ে কিছু ঘাস ছিঁড়ে কাস্তেটা মুছে শান দিতে লাগল, লেভিন সিধে

হয়ে নিশ্বাস ছাড়লেন, চেয়ে দেখলেন আশেপাশে। তাঁর পেছনে যে চাষীটা আসছিল স্পষ্টতই সে হয়রান হয়ে গেছে, কেননা লেভিন পর্যন্ত না পৌঁছিয়েই থেমে গিয়ে কাস্তেতে শান দিতে শুরু করেছে সে। তিত তার নিজের এবং লেভিনের কাস্তেতে শান দিয়ে আরো এগুতে থাকল।

দ্বিতীয় বারেও একই ব্যাপার। না থেমে, ক্লান্ত না হয়ে তিত চলল কাস্তের পর কাস্তে হাঁকিয়ে। লেভিন যাচ্ছিলেন তার পেছন পেছন, চেষ্টা করছিলেন পিছিয়ে না পড়ার, কিন্তু ক্রমেই কঠিন আর কষ্টকর হয়ে পড়ছিল তাঁর পক্ষে। একটা সময় এল যখন তিনি টের পেলেন যে তাঁর শক্তি আর নেই, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তিত থেমে শান দিতে লাগল।

এইভাবেই তাঁরা শেষ করলেন প্রথম সারিটা। লম্বা এই সারিটা লেভিনের বিশেষ কষ্টকর লেগেছিল; তবে প্রথম সারিটা পাড়ি দেবার পর তিত কাঁধে কাস্তে লাগিয়ে ঘাস-কাটা জায়গায় তার জুতোর হিলে যে ছাপ পড়েছিল তা ধরে ধরে ধীর পদক্ষেপে আসতে থাকল এবং লেভিনও ঠিক সেইভাবে চললেন নিজের ছাঁটা জায়গাটা দিয়ে। তখন মুখ থেকে দরদর করে নাক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম ঝরতে থাকলেও, আর গোটা পিঠটা এমন জলে চুবানোর মতো করে ভিজে উঠলেও লেভিনের খুব ভালো লাগছিল। খুবই তাঁর খুশি লাগছিল এই জন্য যে তিনি এখন জানেন যে পারবেন।

তৃপ্তিটা মাটি হচ্ছিল কেবল এই দেখে যে সারিটা তাঁর ভালো হয় নি। নিজের এবড়ো-খেবড়ো ঝটকা-মারা সারিটার সঙ্গে তিতের সুতোর মতো কাটা সারিটার তুলনা করে তিনি ভাবলেন, 'কাস্তেটা কম করে দেহকান্ডটা বেশি করে চালাতে হবে।'

লেভিন লক্ষ্য করেছিলেন, প্রথম সারিটা কাটার সময় তিত এগুচ্ছিল খুবই দ্রুত, খুব সম্ভব মনিবকে যাচাই করে নেবার জন্য, সারিটাও দাঁড়াল লম্বা। পরের সারিগুলোয় কষ্ট হল না অতটা, তাহলেও চাষীদের কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়ার জন্য সমস্ত শক্তি খাটাতে হল লেভিনকে।

চাষীদের কাছ থেকে পিছিয়ে না পড়া আর যথাসম্ভব ভালোভাবে খাটা ছাড়া অন্য কোনো ভাবনা, কোনো বাসনা ছিল না লেভিনের। তিনি শুনছিলেন কেবল কাস্তের আওয়াজ, দেখছিলেন সামনে সরে যাচ্ছে তিতের খাড়া মূর্তি, ঘাস-কাটা জায়গাটার বাঁকা বৃত্ত, ধীরে ধীরে, ঢেউয়ের মতো লুটিয়ে পড়া ঘাস, তাঁর কাস্তের ধারালো দিকটার কাছে ফুলের চুড়ো আর আগে সারির শেষ, যেখানে শুরু হবে বিশ্রাম।

কাজের মাঝখানে তিনি হঠাৎ টের পেলেন তপ্ত ঘর্মাক্ত কাঁধে ঠান্ডার একটা প্রীতিকর অনুভূতি, ভেবে পাচ্ছিলেন না, কী এটা, আসছে কোথা থেকে। কাস্তেটায় শান দেবার সময় চাইলেন আকাশের দিকে। ভেসে যাচ্ছে একটা নিচু ভারী মেঘ, বৃষ্টি পড়ছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়। একদল চাষী কাফতানগুলোর কাছে ছুটে গিয়ে তা গায়ে চড়াল, অন্যেরা ঠিক লেভিনের মতোই সুখপ্রদ তাজা শীতলতায় কাঁধ কোঁচকাল সানন্দে।

চলল সারির পর সারি। লম্বা সারি, ছোটো সারি, কোনোটায় ভালো ঘাস, কোনোটায় খারাপ। সময়ের সব চেতনা লোপ পেল লেভিনের, মোটেই খেয়াল ছিল না বেলা গড়িয়ে গেছে নাকি গড়ায় নি। তাঁর কাজে এবার একটা বদল ঘটছিল যাতে অসীম সুখানুভব হচ্ছিল তাঁর। এক-একসময় তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন কী করছেন, বেশ সহজ বোধ করছিলেন নিজেকে, তাঁর সারি তখন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল প্রায় তিতের মতোই সমান আর সুন্দর। কিন্তু যেই মনে পড়ত কী করছেন, চেষ্টা করতেন আরো ভালো করে করার, অমনি খাটুনির সমস্ত কষ্টটার বোধ হত তাঁর, সারি হয়ে দাঁড়াত খারাপ।

আরো একটা সারি শেষ করে তিনি ফের আরেকটা ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিত থেমে গেল, বুড়োর কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে কী বললে। দু'জনেই তারা তাকাল সূর্যের দিকে। 'কী বলাবলি করছে ওরা, সারি ও ধরছে না কেন?' ভাবলেন লেভিন, আন্দাজ করতে পারেন নি যে না থেমে চাষীরা ঘাস কেটেছে চার ঘণ্টার কম নয়, সময় হয়েছে প্রাতরাশের।

বুড়ো বললে, 'ছোটো হাজরি গো মনিব।'

'সময় হয়ে গেছে নাকি? তা বেশ, ছোটো হাজরিই হোক।'

তিতকে কাস্তে দিয়ে যে চাষীরা রুটির জন্য কাফতানগুলোর কাছে যাচ্ছিল তাদের সঙ্গে লেভিন লম্বা ঘাস-কাটা জায়গাটার সামান্য জলের ছিটে লাগা সারিগুলো দিয়ে গেলেন তাঁর ঘোড়ার কাছে। কেবল এখনই তিনি টের পেলেন যে আবহাওয়ার মেজাজ তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি, ভিজে গেছে তাঁর বিচালি।

বললেন, 'বিচালি নষ্ট হয়ে যাবে।'

'ও কিছু না মনিব, বাদলায় কাস্তে ধরো, রোদ্দুরে বিচালি জড়ো!' বুড়ো বললে।

ঘোড়ার বাঁধন খুলে লেভিন বাড়ি গেলেন কফি খেতে।

সের্গেই ইভানোভিচ সবে উঠেছিলেন ঘুম থেকে। পোশাক-আশাক পরে তিনি খাবার ঘরে আসতে না আসতেই লেভিন তাঁর কফি শেষ করে ফের গেলেন ঘাস কাটার জায়গায়।

॥ ৫ ॥

প্রাতরাশের পর লেভিন আগের সারিতে নয়, পড়লেন রসিক বুড়ো আর এক ছোকরা চাষীর মাঝখানের সারিতে। বুড়ো তাঁকে ডেকেছিল পড়শী হতে। ছোকরা চাষী সবে বিয়ে করেছে শরতে, গ্রীষ্মে ঘাস কাটতে আসছে এই প্রথম বার।

বুড়ো যাচ্ছিল আগে আগে, পা মুচড়িয়ে লম্বা লম্বা সমতাল পদক্ষেপে, ভঙ্গি তার নিখুঁত, সমান, যেন হাঁটবার সময় হাত দোলানোর বেশি মেহনত লাগছে না তার, এমনি খেলাচ্ছলে একইরকম উ'চু কাটা ঘাসের সারি বে'ধে যাচ্ছিল সে। যেন ও কিছু করছে না, ধারালো কাস্তেটা আপনা-আপনিই রসালো ঘাসে কেটে বসছে।

লেভিনের পেছনে আসছিল ছোকরা মিশ্‌কা। মুখখানা তার মিষ্টি, এক গোছা তাজা ঘাস দিয়ে চুল বাঁধা, পরিশ্রমে সে মুখ ক্রমাগত খি'চড়ে যাচ্ছে; কিন্তু তার দিকে চাইলেই সে হাসে। বোঝা যায় যে তার কষ্ট হচ্ছে সেটা স্বীকার করার চেয়ে সে বরং মরতে রাজী।

লেভিন যাচ্ছিলেন তাদের মাঝখান দিয়ে। ঘাস কাটার ধুম যখন তুঙ্গে উঠল, লেভিনের তখন কষ্ট হয় নি তেমন। দরদর ঘাম শীতল করে তুলছিল তাঁকে, পিঠ, মাথা, আস্তিন গুটানো হাত পুড়িয়ে রোদ তাঁকে দিচ্ছিল জোর আর কাজের গোঁ। ঘন ঘন আসছিল সেই সব অচেতন মুহূর্ত যখন কী করছেন সে নিয়ে চিন্তা না করে থাকা যায়। কাস্তে ঘাস কেটে চলছে আপনা থেকেই। সুখের মুহূর্ত এগুলি। আরো আনন্দ হল যখন সারি যে নদীতে গিয়ে পড়েছে সেখানে এসে বুড়ো ভেজা ঘন ঘাস দিয়ে কাস্তে মুছে, নদীর টাটকা জল দিয়ে ধুয়ে বেরি সিজানো পাত্র থেকে খানিকটা পানীয় দিলে লেভিনকে।

'নাও, আমার সরবৎ। কেমন, ভালো?' বললে সে চোখ মটকে।

আর সত্যিই পাতার কুচি ভাসা, টিনের কৌটোর মরচে ধরা স্বাদ মাখা

এমন পানীয় লেভিন কখনো খান নি। এর পরেই শুরু হল কাস্তেতে হাত রেখে সুখাবিষ্ট মন্থর পাদচারণ যখন কপালের ঘাম মোছা, বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া, ঘেসুড়েদের গোটা সারিটা আর চারপাশে, মাঠে, বনে কী হচ্ছে তা দেখে নেওয়া সম্ভব।

যত বেশি লেভিন ঘাস কাটতে লাগলেন ততই ঘন ঘন আসছিল সেই আত্মভোলা মুহূর্ত যখন তাঁর হাত কাস্তে হাঁকায় না, যখন কাস্তেই তার পেছনে টানে সজ্ঞান, জীবনে ভরপুর দেহকে, আর যেন যাদুবলে, কাজ নিয়ে কোনো ভাবনা ছাড়াই সঠিক, চমৎকার কাজ হয়ে চলে আপনা-আপনি। সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত এগুলি।

কঠিন লাগত যখন এই অচেতন গতি থামিয়ে ভাবতে হত, যখন ছাঁটতে হত ঢিবি অথবা না-নিড়ানো সরেল-ভুঁই। বুড়ো এটা করত অনায়াসে। চাঙড় এলে বুড়োর কাজের ভঙ্গি বদলে যেত, কখনো গোড়ালি দিয়ে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে দুই দিক থেকে ছোটো ছোটো ঘা দিয়ে পরিষ্কার করত চাঙড়। আর তা করতে করতেই নজর করে দেখত আগে কী পড়ছে। কখনো সে কোনো একটা বেরি ছিঁড়ে খেত বা দিত লেভিনকে, কখনো কাস্তের ডগা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলত ডাল, কখনো চেয়ে দেখত তিতির পাখির বাসা, একেবারে কাস্তের মুখে পক্ষিণী উড়ে গেল যেখান থেকে। একবার পথে পড়া একটা সাপ ধরল, কাঁটায় তোলার মতো করে সেটা তার কাস্তেয় তুলে ধরে লেভিনকে দেখিয়ে ফেলে দিলে ছুঁড়ে।

কিন্তু লেভিন এবং তাঁর পেছনকার ছোকরাটির পক্ষে কাজের ভঙ্গি বদলানো কঠিন হচ্ছিল। দু'জনেই তাঁরা শ্রমসাধ্য কোনো একটা ভঙ্গি আয়ত্ত করে কাজে এমন মেতে উঠছিলেন যে তা বদলানো আর সেইসঙ্গে সামনে কী পড়ছে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না।

কীভাবে সময় কাটছে লেভিন লক্ষ্য করেন নি। কতক্ষণ তিনি ঘাস কাটছেন জিগ্যেস করলে তিনি হয়ত বলতেন — আধঘণ্টা, অথচ দিবাহারের সময় কাছিয়ে এসেছিল। সারি দিয়ে ফেরার সময় বুড়ো লেভিনকে দেখাল কতকগুলো ছেলেমেয়ে। সামান্য দেখা যাচ্ছিল তাদের, লম্বা লম্বা ঘাস আর রাস্তা উজিয়ে নানা দিক থেকে তারা আসছিল ঘেসুড়েদের কাছে, রুটির পোঁটলা আর তাদের হাত টেনে ধরা ন্যাকড়া গোঁজা ক্‌ভাসের ভাঁড় নিয়ে।

'দেখছ তো, গুটি গুটি আসছে পোকা-মাকড়েরা' — ওদের দেখিয়ে বুড়ো বললে, হাত আড়াল করে চাইল সূর্যের দিকে।

আরো দু'টো সারি শেষ হতে বুড়ো থামল।

চূড়ান্ত স্বরে সে বললে, 'খেতে হবে গো মনিব!' নদী পর্যন্ত গিয়ে ঘেসুড়েরা সারি পেরিয়ে গেল কাফতানগুলোর কাছে। খাবার নিয়ে এসে ছেলেমেয়েরা সেখানে বসে ছিল তাদের অপেক্ষায়। দূরের লোকেরা জুটল গাড়ির নিচে, কাছেররা উইলো ঝোপের তলে, তার ওপর ঘাস চাপিয়ে।

লেভিন গেলেন তাদের কাছে, বাড়ি যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না তাঁর।

মনিবের সামনে যতকিছু সংকোচ সব অনেক আগেই কেটে গিয়েছিল। খাবার তোড়জোড় করছিল চাষীরা। একদল হাতমুখ ধুল, ছোকরারা স্নান করল নদীতে, অন্যেরা বিশ্রামের জায়গা ঠিকঠাক করল, রুটির পোঁটলা খুললে, বার করলে ক্ভাসের ভাঁড়। বুড়ো একটা পেয়ালায় রুটি ভেঙে ভেঙে ফেললে, তা থেঁতো করলে চামচের বাঁট দিয়ে, বেরি সিজানো পাত্র থেকে জল ঢাললে, তার ওপর আরো খানিক পাঁউরুটি কেটে নুন ছিটিয়ে পূব দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতে শুরু করল।

পেয়ালার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে সে বললে, 'খেয়ে দ্যাখো গো মনিব আমার পান্তা।'

পান্তাটা এমনই সুস্বাদু যে বাড়ি গিয়ে খাবার সংকল্প ত্যাগ করলেন লেভিন। বুড়োর সঙ্গেই তিনি খেলেন, আলাপ করলেন তার ঘর-সংসারের কথা নিয়ে, জীবন্ত আগ্রহ দেখালেন তাতে, তাঁর নিজের যে সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারে বুড়োর আগ্রহ হতে পারে, সেগুলো বললেন। দাদার চেয়ে বুড়োকেই তাঁর বেশি আপন মনে হল, তার প্রতি একটা কোমলতায় অজ্ঞাতসারে হাসলেন তিনি। বুড়ো যখন ফের উঠে প্রার্থনা সেরে মাথার তলে এক তাল ঘাস দিয়ে ওখানেই ঝোপের নিচে শুয়ে পড়ল, লেভিনও তাই করলেন, যদিও রোদ্দুরে নাছোড়বান্দা এঁটেল মাছি আর পোকাগুলো সুড়সুড়ি দিচ্ছিল তাঁর ঘর্মাক্ত মুখ আর দেহে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। জাগলেন কেবল সূর্য যখন ঝোপের অন্য পাশে সরে তাঁর মুখে রোদ ফেলছিল। বুড়ো অনেক আগেই উঠে শান দিচ্ছিল ছোকরাদের কাস্তেতে।

চারপাশে চেয়ে দেখে লেভিন চিনতে পারলেন না জায়গাটা: এতই তা বদলে গিয়েছিল। মাঠটার বিরাট এলাকায় ঘাস কাটা হয়ে গেছে, বৈকালিক

সূর্যের তীর্যক কিরণে ইতিমধ্যেই গন্ধে ভুরভুরে সারিগুলো নিয়ে তা ঝকঝক করছে বিশেষ একটা নতুন ঝলকানিতে। নদীর কাছে কাটা ঝোপ, খোদ নদীটাই যা আগে দেখা যেত না আর এখন তার আঁকাবাঁকা গতিপথে ঝকঝক করছে ইস্পাতের ছটায়, যে লোকগুলো উঠে দাঁড়াচ্ছে, চলাফেরা করছে তারা, না-কাটা জায়গাগুলোয় ঘাসের খাড়া দেয়াল, খোলা মাঠের ওপরে পাক দেওয়া বাজপাখিগুলো — এ সবই একেবারে নতুন। সজাগ হয়ে উঠে লেভিন হিসাব করতে লাগলেন কতটা জায়গায় ঘাস কাটা হয়েছে, কতটায় এখনো কাটা যেতে পারে আজকেই।

বেয়াল্লিশ জন লোকের পক্ষে কাজ হয়েছে অসাধারণ বেশি। বেগার খাটুনির আমলে তিরিশ জনে যা কাটত দু'দিন ধরে তেমন একটা বড়ো মাঠের গোটাটাই কাটা হয়ে গেছে। হয় নি শুধু ছোটো ছোটো সারির কোণগুলো। কিন্তু লেভিনের ইচ্ছে হচ্ছিল সেদিন যত পারা যায় বেশি কাটা, রাগ হচ্ছিল সূর্যের ওপর যা এত দ্রুত ঢলে পড়ছে। কোনোরকম ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল না তাঁর; শুধু চাইছিলেন আরো, আরো তাড়াতাড়ি যত পারা যায় বেশি খাটতে।

বুড়োকে তিনি বললেন, 'কী, মাশ্‌কার উঁচু ভুঁইটাও সেরে ফেলব নাকি?'

'ভগবানের যা ইচ্ছে। সূর্য তো আর উঁচুতে নেই। তা ছোকরাগুলোর জন্যে ভোদকা হবে তো?'

দুপুরে গড়িয়ে নেবার পর লোকগুলো যখন আবার উঠে বসল, ধূমপান শুরু করল তামাকুসেবীরা, বুড়ো ঘোষণা করলে, মাশ্‌কার উঁচু ভুঁইয়ের ঘাস কাটতে পারলে ভোদকা মিলবে।

'এহ্, কাটব না আবার! চল তিত্! এমন হাঁকান হাঁকাব-না? রাতে খাবি পেট পুরে। চল যাই!' শোনা গেল কলরব, রুটিগুলো শেষ করে চলল ঘেসুড়েরা।

'তাহলে, রুখে থাকো হে সবাই!' প্রায় ঘোড়ার মতো দৌড়ে তিত্ চলল সামনে।

'চল, চল!' পেছন পেছন এসে অনায়াসে তার পাল্লা ধরে বুড়ো বললে, 'সামলে! কাটা পড়বি!'

বুড়ো, জোয়ান সবাই যেন পাল্লা দিয়ে ঘাস কাটতে লাগল। কিন্তু যতই ওরা তাড়াহুড়ো করুক, ঘাস পয়মাল করছিল না তারা, একইরকম পরিচ্ছন্ন

আর সুস্পষ্ট সারি পড়ছিল। কোণে কোণে যে জায়গাগুলো ছিল, পাঁচ মিনিটে তা কাটা শেষ। শেষের ঘেসুড়েরা সারি শেষ করতে না করতেই সামনেররা রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল মাশ্‌কার উঁচু ভুঁইয়ে।

সূর্য নেমে এসেছে তখন গাছগুলোর মাথায়, আর পাত্র ঝমঝমিয়ে তারা ঢুকল উঁচু ভুঁইয়ের বনের খাদে। সারা জায়গাটার মাঝখানে ঘাস কোমর সমান উঁচু, সরস, নরম, কোথাও কোথাও কাও-হুইট ফুলে চিত্রবিচিত্র।

যাওয়া হবে লম্বালম্বি নাকি আড়াআড়ি — এই নিয়ে সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনার পর প্রখর এরমিলিন, বিশালকায় কালচে রঙের এক চাষী, সেও নামকরা ঘেসুড়ে, আগে আগে গিয়ে সারিটা পাড়ি দিয়ে ফিরল। সবাই অনুসরণ করল তাকে, পাড়ের নিচে লম্বালম্বি গিয়ে আবার পাড় বেয়ে বনের কিনারা পর্যন্ত। সূর্য নামল বনের পেছনে। শিশির পড়তে শুরু করেছিল, পাড়ের ওপরকার ঘেসুড়েরাই শুধু রোদ্দুর পাচ্ছিল, কিন্তু নিচে ভাপ উঠছিল, উল্টো দিকটায় পড়েছে তাজা শিশিরসিক্ত ছায়া। জোর কাজ চলল।

কাটা ঘাস সরস শব্দে ঝাঁঝালো গন্ধ ছেড়ে ঢিপ হতে লাগল উঁচু সারিতে। ছোটো ছোটো সারিতে চারিদিক থেকে ঘেঁষাঘেঁষি করে পাত্র ঝমঝমিয়ে কখনো কাস্তে কাস্তে ঠোকাঠুকি, কখনো কাস্তেতে শান দেওয়ার শব্দ তুলে ঘেসুড়েরা পাল্লা দিচ্ছিল পরস্পরের সঙ্গে।

লেভিন যাচ্ছিলেন আগের মতোই ছোকরা আর বুড়োর মাঝখান দিয়ে। মেষচর্মের কোট পরা বুড়ো আগের মতোই হাসিখুশি, রগুড়ে, অনায়াস তার ভঙ্গি। বনে অনবরত পাওয়া যাচ্ছিল রসালো ঘাসের মধ্যে ফুলে ওঠা ব্যাঙের ছাতা, কাস্তেয় কাটা পড়ছিল তা। কিন্তু সে ছাতা দেখলেই বুড়ো প্রতিবার নিচু হয়ে তা তুলে ঢোকাচ্ছিল জামার ভেতর। বলছিল, 'বুড়ি ভালোমন্দ খাবে কিছু।'

ভেজা নরম ঘাস কাটা যত সহজই হোক, খাদের খাড়া পাড় বেয়ে ওঠা-নামা ছিল শক্ত। কিন্তু বুড়োর তাতে অসুবিধে হচ্ছিল না। গাছের ছালের বড়ো বড়ো জুতো পরা পায়ের ছোটো ছোটো দৃঢ় পদক্ষেপে সে ধীরে ধীরে উঠছিল পাড় বেয়ে এবং সমস্ত শরীর আর কামিজ থেকে ঝুলে পড়া পায়জামা কাঁপলেও পথের একটা ঘাস, একটা ব্যাঙের ছাতাও ছাড়ছিল না সে, সমানে রসিকতা করছিল লেভিন আর চাষীদের সঙ্গে। লেভিন

যাচ্ছিলেন তার পেছনে আর প্রায়ই তাঁর মনে হচ্ছিল, কাস্তে ছাড়াই যাতে ওঠা কঠিন, কাস্তে নিয়ে তেমন একটা খাড়া ঢিবিতে উঠতে গিয়ে নিশ্চয় তিনি পড়ে যাবেন; তাহলেও উঠলেন তিনি এবং করলেন যা করণীয়, টের পাচ্ছিলেন কী একটা বহিঃশক্তি যেন তাঁকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

॥ ৬ ॥

মাশ্‌কার উঁচু ভুঁইয়ের ঘাস কাটা হল, সারা হল শেষ সারিটা, কাফতান পরে ফুর্তি করে বাড়ি চলল সবাই। সখেদে চাষীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় চেপে লেভিনও রওনা দিলেন। ঢিবির ওপর থেকে চেয়ে দেখলেন তিনি: নিচু থেকে ওঠা কুয়াশায় তাদের আর দেখা যাচ্ছিল না; শোনা যাচ্ছিল শুধু তাদের ফুর্তিবাজ কর্কশ কণ্ঠস্বর, হাসির হুল্লোড়, আর কাস্তে ঠোকাঠুকির আওয়াজ।

বহুক্ষণ আগে ডিনার সেরে সদ্য ডাকে আসা পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলাতে বুলাতে সের্গেই ইভানোভিচ যখন তাঁর ঘরে লেবু-বরফ দেওয়া জল খাচ্ছিলেন, কপালের ওপর ঘামে লেপটে যাওয়া চুল আর কালচে হয়ে যাওয়া ভেজা বুক-পিঠ নিয়ে সোল্লাসে লেভিন তাঁর ঘরে ঢুকলেন হুড়মুড় করে।

গতকালের অপ্রীতিকর কথাবার্তাটা একেবারে ভুলে গিয়ে লেভিন বললেন, 'আমরা ওদিকে গোটা মাঠটার ঘাস কেটে ফেলেছি! আহ্, কী চমৎকার, আশ্চর্য ব্যাপার! আর তোমার কাটল কেমন?'

'মাগো! কী চেহারা হয়েছে তোর!' প্রথম মুহূর্তটায় ভাইয়ের দিকে অসন্তুষ্ট দৃষ্টি হেনে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'আরে দরজাটা, দরজাটা বন্ধ কর!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'নিশ্চয় গোটা দশেক ঢুকিয়ে ফেলেছিস।'

মাছি সইতে পারতেন না সের্গেই ইভানোভিচ, নিজের ঘরে জানলা খুলতেন কেবল রাতে, সযত্নে বন্ধ রাখতেন দরজা।

'ভগবানের দিব্যি, একটাও না। যদি ঢুকিয়ে থাকি, আমি নিজেই ধরব। কী পরিতৃপ্তি তুমি ভাবতে পারবে না! তুমি দিনটা কাটালে কেমন?'

'ভালোই। কিন্তু সত্যি, সারা দিন তুই ঘাস কাটলি নাকি? নিশ্চয় তোর খিদে পেয়েছে রাক্ষুসে। কুজ্‌মা সব তৈরি করে রেখেছে।'

'না, খেতে ইচ্ছে করছে না, খেয়ে নিয়েছি ওখানে। এইবার গিয়ে গা হাত পা ধোব।'

'তা যা, ধুগে যা, আমি এক্ষুনি যাব তোর কাছে।' ভাইয়ের দিকে চেয়ে মাথা নাড়লেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'তাড়াতাড়ি কর' — হেসে যোগ করলেন তিনি, বই-পত্তর নিয়ে তৈরি হলেন যাবার জন্য। হঠাৎ তাঁর নিজেরই ফুর্তি লাগল, ইচ্ছে হচ্ছিল না ভাইকে ছেড়ে থাকতে। 'বৃষ্টিটার সময় কোথায় ছিলি?'

'বৃষ্টি আবার কোথায়! সে শুধু কয়েক ফোঁটা। আমি এক্ষুনি আসছি। তাহলে দিনটা কাটিয়েছ ভালোই? তা বেশ।' লেভিন চলে গেলেন সাজগোজ করতে।

মিনিট পাঁচেক পরে ভাইয়েরা মিললেন খাবার ঘরে। লেভিনের যদিও মনে হয়েছিল তিনি খেতে চান না, খাবার টেবিলে বসলেন শুধু কুজ্‌মাকে ক্ষুণ্ণ না করার জন্য, তাহলেও খেতে শুরু করে তাঁর মনে হল খাবারগুলো অসাধারণ সুস্বাদু। সের্গেই ইভানোভিচ তাঁকে দেখে হাসলেন। বললেন:

'ও হ্যাঁ, তোর একটা চিঠি এসেছে। কুজ্‌মা, নিয়ে এসো-না নিচে থেকে। তবে দেখো, দরজা বন্ধ করে রেখো কিন্তু।'

চিঠি লিখেছেন অব্‌লোন্‌স্কি। লেভিন সেটা শুনিয়ে শুনিয়ে পড়লেন: পিটার্সবুর্গ থেকে অব্‌লোন্‌স্কি লিখেছেন: 'ডল্লির কাছ থেকে আমি চিঠি পেয়েছি, সে আছে এর্গুশোভোতে; বিশেষ ভালো যাচ্ছে না ওর। যাও-না একটু ওর কাছে, পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করো, তুমি তো সবই জানো। তোমাকে দেখে খুশি হবে খুব। বেচারি একেবারে একলা। শাশুড়ী তাঁর স্বামী-কন্যা নিয়ে এখনো বিদেশে।'

'বাঃ, অবশ্য অবশ্যই যাব!' লেভিন বললেন, 'চলো যাই একসঙ্গেই, চমৎকার মেয়ে। তাই না?'

'এখান থেকে বেশি দূর নয়?'

'ভার্স্ট তিরিশেক। বড়ো জোর চল্লিশ হতে পারে। তবে রাস্তা খাশা। চমৎকার গাড়ি চলবে।'

'তা বেশ' — তখনো হাসিমুখেই বললেন সের্গেই ইভানোভিচ।

ছোটো ভাইয়ের চেহারা দেখে স্রেফ শরিফ হয়ে উঠল তাঁর মেজাজ।

'আচ্ছা খিদে বাপু তোর!' প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়া লেভিনের বাদামী-লালচে রোদপোড়া মুখ আর ঘাড়ের দিকে চেয়ে তিনি বললেন।

'খিদে চমৎকার! যত রাজ্যের রোগ-ভোগের পক্ষে এটা যে কী উপকারী তোমার বিশ্বাস হবে না। চিকিৎসাবিদ্যাকে আমি সমৃদ্ধ করতে চাই নতুন একটা পরিভাষা দিয়ে: Arbeitscur*।

'কিন্তু তোর তো এটার প্রয়োজন নেই মনে হয়।'

'হ্যাঁ, কিন্তু নানা ধরনের স্নায়বিক রুগীর পক্ষে দরকার।'

'হ্যাঁ, পরীক্ষা করে দেখতে হয় এটা। ভেবেছিলাম ঘাস কাটার ওখানে গিয়ে তোকে দেখব। কিন্তু এমন অসহ্য গরম যে বনটা ছাড়িয়ে আর যাওয়া হল না। সেখানে খানিক বসলাম, তারপর বন দিয়ে গেলাম গাঁটায়। দেখা হল তোর ধাই-মা'র সঙ্গে। চাষীরা তোকে কী চোখে দেখে তা নিয়ে কিছু বাজিয়ে দেখলাম ওকে। বোঝা গেল, ওরা এ সব ভালো মনে করে না। ধাই-মা আমায় বললে, 'ওটা মনিবী কাজ নয়।' মোটের ওপর আমার মনে হয়, চাষীদের ধারণায়, 'মনিবী কাজকর্ম' সম্পর্কে খুবই সুনির্দিষ্ট একটা দাবি আছে। তারা চায় না যে তাদের ধারণায় দানা-বাঁধা গণ্ডিটা থেকে মনিব বেরিয়ে আসুক।'

'হতে পারে; কিন্তু এটায় এত তৃপ্তি যা আমি জীবনে কখনো পাই নি। এতে খারাপ তো কিছু নেই। তাই না?' জবাব দিলেন লেভিন, 'ওদের ভালো না লাগলে কী আর করা যাবে। তবে আমার মনে হয় ওটা কিছু না। তুমি কী বলো?'

'মোটের ওপর' — সের্গেই ইভানোভিচ বলে গেলেন, 'আমি যা দেখছি, দিনটা তুই যেভাবে কাটালি তাতে তুই খুশি।'

'খুবই খুশি। গোটা মাঠের ঘাস কেটেছি আমরা। আর যে বুড়োর সঙ্গে সেখানে ভাব হল, সে কী বলব! ভাবতে পারবে না কী চমৎকার!'

'তাহলে দিনটা ভালোই কাটিয়েছিস বলে তুই খুশি। আমিও, প্রথমত, দাবার দুটো চাল আমি ঠিক করেছি, একটা খুবই খাশা, সেটা শুরু হবে বোড়ে দিয়ে। তোকে দেখাব। তারপর ভাবলাম কালকের কথাবার্তা নিয়ে।'

'কী? কালকের কথাবার্তা?' লেভিন বললেন তৃপ্তিতে চোখ কুঁচকে, খাওয়া শেষের ঢেকুর ছেড়ে। একেবারেই মনে করতে পারলেন না কী কথাবার্তা হয়েছিল কালকে।

'আমি ভেবে দেখলাম তুই অংশত সঠিক। আমাদের মতভেদটা এইখানে যে তুই চালিকা বলে ধরিস ব্যক্তিগত স্বার্থকে আর আমি মনে করি কিছুটা

* শ্রম দ্বারা আরোগ্য (জার্মান)।

শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি লোকের কাছে সেটা হওয়া উচিত সাধারণ কল্যাণের স্বার্থ। হয়ত তোর এ কথাও ঠিক যে বৈষয়িক স্বার্থপ্রণোদিত ক্রিয়াকলাপ বেশি বাঞ্ছনীয়। মোটের ওপর তোর স্বভাবটাই হল, ফরাসিরা যাকে বলে বড়ো বেশি prime-sautière*; তুই চাস সাবেগ, উদ্যমী ক্রিয়াকলাপ অথবা কিছুই না।'

লেভিন ভাইয়ের কথা শুনলেন বটে কিন্তু একেবারেই কিছু বুঝলেন না, বুঝতে চাইলেনও না। তাঁর শুধু ভয় হচ্ছিল যে দাদা আবার তাঁকে এমন প্রশ্ন করে না বসেন যাতে বোঝা যাবে যে কিছুই শোনেন নি তিনি।

'এই হল গে ব্যাপার' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন লেভিনের কাঁধ চাপড়ে।

'হ্যাঁ, সে তো বটেই। তা, আমি নিজের গোঁ ধরে থাকছি না' — লেভিন বললেন শিশুসুলভ দোষী-দোষী হাসি নিয়ে। মনে মনে ভাবলেন, 'কী আমি তর্ক করেছিলাম? বলাই বাহুল্য আমিও ঠিক, উনিও ঠিক এবং সবই হয়ে গেল চমৎকার। শুধু সেরেস্তায় একবার যেতে হয়, হুকুম-টুকুম দিয়ে আসি।' সিধে হয়ে হেসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

সের্গেই ইভানোভিচও হাসলেন।

ভাইকে ছাড়তে চাইছিলেন না তিনি, ভারি একটা তাজা আমেজ আর সজীবতা বিকিরিত হচ্ছিল তাঁর কাছ থেকে। বললেন, 'যদি বেড়াতে চাস, চল যাই একসঙ্গে। তোর দরকার থাকলে সেরেস্তাতেও যাওয়া যাবে।'

'যাঃ!' লেভিন এত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন যে ভয় পেয়ে গেলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'কী রে, হল কী?'

'আগাফিয়া মিখাইলোভনার কব্জি?' মাথায় করাঘাত করে লেভিন বললেন, 'ওঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।'

'অনেক ভালো।'

'তাহলেও ওঁকে দেখে আসি। তুমি টুপি পরে উঠতে না উঠতেই আমি ফিরব।'

চৌকিদারের খটখটিয়ার মতো সিঁড়িতে হিলের শব্দ তুলে তিনি ছুটলেন।

---

* প্রথম ঝোঁকেই চালিত হবার প্রবণতাসম্পন্ন (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ যখন পিটার্সবুর্গে যান অরাজপুরুষদের কাছে অবোধ্য হলেও সমস্ত রাজপুরুষদের কাছে স্বাভাবিক, বোধগম্য ও প্রয়োজনীয় সেই কর্তব্যটি পালন করতে যা ছাড়া চাকরি করা অসম্ভব, যথা মন্ত্রিদপ্তরে দর্শন দিয়ে নিজের কথা মনে করিয়ে দেওয়া, এবং এই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাড়ির সব টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়দৌড়ে আর পল্লীভবনগুলোয় গিয়ে সময় কাটাচ্ছিলেন হেসে খেলে, ফুর্তি করে, ডল্লি তখন যথাসম্ভব পয়সা বাঁচাবার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে যান গ্রামে। যান যৌতুক হিশেবে পাওয়া এগর্শোভো গ্রামে, বসন্তে যেখানে গাছ বেচে দেওয়া হয়, লেভিনের পক্রোভস্কয়ে থেকে যা পঞ্চাশ ভার্স্ট দূরে।

এগর্শোভোর পুরনো বড়ো বাড়িটা ভেঙে পড়েছিল বহু অতীতে, প্রিন্স তার সংস্কার করে একটা বারবাড়ি জুড়ে তাকে বাড়িয়ে তোলেন। বিশ বছর আগে, ডল্লি যখন শিশু, বারবাড়িটা তখন ছিল প্রশস্ত, সুবিধাজনক, যদিও সমস্ত বারবাড়ির মতো সেটা ছিল বাইরে বেরুবার বীথি আর দক্ষিণের দিকে পাশকে হয়ে। কিন্তু এখন বারবাড়িটা পুরনো আর জীর্ণ। বসন্তে স্তেপান আর্কাদিচ যখন গাছ বেচতে এসেছিলেন, তখনই ডল্লি তাঁকে বলেছিলেন বাড়িটা দেখতে আর যা যা দরকার সারাবার আদেশ দিয়ে আসতে। সমস্ত দোষী স্বামীর মতো স্ত্রীর সুবিধার্থে অতি যত্নপর স্তেপান আর্কাদিচ নিজেই বাড়িটা দেখেন এবং তাঁর ধারণায় যা যা দরকার তা করার হুকুম দিয়ে যান। তাঁর ধারণা, সমস্ত আসবাবে ক্রেটন মারতে হবে, পর্দা টাঙানো দরকার, বাগানটা সাফ করতে হবে, পুকুরের কাছে একটা মাচা করা উচিত, এবং ফুলগাছ পোঁতা চাই, কিন্তু অনেক দরকারী জিনিস যা না থাকায় পরে বেশ কষ্ট হয়েছিল ডল্লির, তিনি ভুলে গেলেন।

যত্নশীল পিতা ও স্বামী হবার জন্য স্তেপান আর্কাদিচ যত চেষ্টাই করুন, তাঁর মোটেই মনে থাকত না যে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। তাঁর রুচি ছিল অবিবাহিতের মতো আর তিনি বুঝতেন শুধু সেইগুলোই। মস্কোয় ফিরে তিনি স্ত্রীর কাছে সগর্বে ঘোষণা করলেন যে বাড়িটা হবে ছবির মতো। সেখানে যেতে তাঁকে খুবই পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি। স্ত্রীর গ্রামে যাওয়াটা স্তেপান আর্কাদিচের মনোরম ঠেকেছিল সবদিক থেকেই: স্বাস্থ্য ফিরবে ছেলেমেয়েদের, খরচাও হবে কম, তিনি মুক্তি পাবেন।

গ্রীষ্মকালটা গ্রামে থাকাটা ছেলেমেয়েদের পক্ষে, বিশেষ করে স্কার্লেট রোগে ভোগা যে খুকিটি সেরে উঠতে যাচ্ছিল তার পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন ডল্লি, তা ছাড়া ছোটোখাটো যেসব হীনতা, ছোটোখাটো যেসব ধার তাঁর ছিল কাঠওয়ালা, মাছওয়ালা, জুতো-বানিয়ের কাছে, যা তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল তা থেকে রেহাইও মিলত। তদুপরি যাত্রাটা তাঁর কাছে ভালো লাগছিল আরো এই জন্য যে লোভ দেখিয়ে গাঁয়ে নিজের কাছে বোন কিটিকে নিয়ে আসার বাসনা ছিল তাঁর। বিদেশ থেকে কিটির ফেরার কথা গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, অবগাহন স্নানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তাকে। বিদেশ থেকে কিটি লিখেছে যে উভয়ের কাছেই ছেলেবেলাকার স্মৃতিতে ভরা এর্গুশোভোতে ডল্লির সঙ্গে গ্রীষ্মটা কাটাতে পারার মতো আনন্দের ব্যাপার তার কাছে আর কিছুই নেই।

প্রথম দিকটা গ্রাম্য জীবন কষ্টকর হয়েছিল ডল্লির পক্ষে। গ্রামে তিনি ছিলেন ছেলেবেলায়। এমন একটা ধারণা তাঁর মনে রয়ে গিয়েছিল যে গ্রাম হল সমস্ত শহুরে বিড়ম্বনা থেকে নিষ্কৃতি, জীবন সেখানে সুন্দর না হলেও (এটার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন সহজেই) শস্তা আর সুবিধাজনক: সবই আছে সেখানে, সবই শস্তা, সবই পাওয়া যেতে পারে, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও ভালো। কিন্তু এখন কর্ত্রী হিশেবে গ্রামে এসে তিনি দেখলেন যে তিনি যা ভেবেছিলেন, কিছুই তেমন নয়।

ওঁদের আসার পরের দিন অঝোরে বৃষ্টি নামল, রাতে জল চুঁইয়ে পড়তে লাগল করিডরে আর শিশুদের ঘরে, তাই খাটগুলো সরিয়ে আনতে হল ড্রয়িং-রুমে। রাঁধুনি ছিল না। নয়টা গরুর মধ্যে, পাল দেখা শোনা করে যে মেয়েটি — সে বললে, কোনোটা গাভিন, কোনোটা বাছুর দিয়েছে, কোনোটা বুড়ো, কোনোটার বাঁট শক্ত; মাখন নেই, এমনকি শিশুদের জন্যও দুধের টানাটানি। ডিম নেই। মুরগি পাওয়া যাচ্ছে না; ভাজা আর সেদ্ধ করা হচ্ছিল বুড়ো বুড়ো, বেগুনি রঙের, ছিবড়ে মাংসের মোরগ। মেঝে ধোওয়ার জন্য লোক মিলছিল না, সবাই আলু চাষে ব্যস্ত। গাড়ি চড়ে বেড়াবার উপায় ছিল না, কেননা একটা ঘোড়া ছিল অস্থির, লাফিয়ে উঠত দণ্ডের মধ্যে। চান করার জো নেই, কেননা নদীর গোটা তীর গরুর খুরে চটকানো, আর রাস্তা থেকে চোখে পড়ে জায়গাটা; এমনকি বেড়িয়ে বেড়ানোও অসম্ভব, কেননা গরুর পাল ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ত বাগানে আর একটা ছিল ভয়াবহ ষাঁড়, গর্জন করত সেটা, সুতরাং সে ঢুঁস

মারতে আসবে। পোশাক রাখার আলমারি ছিল না। যেগুলো ছিল বন্ধ হত না, নয়ত কাছ দিয়ে কেউ গেলে খুলে যেত আপনা থেকেই। উনুনের জন্য লোহার হাঁড়ি বা শিক ছিল না, কাপড় সিদ্ধ করার বড়ো পাত্র ছিল না, এমনকি ইস্ত্রি করার তক্তাও ছিল না ঝিদের ঘরে।

ডল্লির মতে যা ভয়াবহ বিপর্যয়, তাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমটায় শান্তি ও বিশ্রাম পাবার বদলে ডল্লি হতাশ হয়ে পড়লেন: চালাবার চেষ্টা করছিলেন প্রাণপণে, নিরুপায় অবস্থাটা টের পাচ্ছিলেন, প্রতি মুহূর্তে চোখে উথলে ওঠা অশ্রু রোধ করতে হত। বাড়ির গোমস্তা, ভূতপূর্ব যে কোয়ার্টার-মাস্টারকে তার সুন্দর সসম্ভ্রম চেহারার জন্য স্তেপান আর্কাদিচের ভালো লেগেছিল এবং চাপরাশীদের মধ্যে থেকে তাকেই বেছে নেন, ডল্লির বিপদে কোনো অংশ নিত না, সম্মান দেখিয়ে বলত: 'কিছুই করা যাবে না, লোকগুলো ভারি নচ্ছার' এবং কোনো সাহায্যই করে নি।

মনে হল অবস্থাটা থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। কিন্তু সমস্ত বড়ো সংসারের মতো অব্‌লোন্‌স্কিদের বাড়িতেও ছিলেন অলক্ষ্য, তবে গুরুত্বপূর্ণ উপকারী মানুষ — মাত্রেনা ফিলিমনোভনা। কর্ত্রীকে তিনি শান্ত করলেন, আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে (মাতভেই কথাটা তাঁর কাছ থেকেই ধার নিয়েছিল) আর নিজে তাড়াহুড়ো না করে, অস্থির না হয়ে কাজে লেগে গেলেন।

তক্ষুনি তাঁর ভাব হয়ে যায় গোমস্তা-বৌয়ের সঙ্গে এবং প্রথম দিনেই গোমস্তা-বৌ আর গোমস্তার বাড়িতে চা খেলেন অ্যাকেসিয়া গাছের তলে, আলোচনা হল সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে। অচিরেই অ্যাকেসিয়া তলে গড়ে উঠল মাত্রেনা ফিলিমনোভনার ক্লাব গোমস্তা-বৌ, গাঁয়ের মণ্ডল আর মহুরিকে নিয়ে, এবং একটু একটু করে আসান হতে লাগল মুশকিলগুলোর, আর এক সপ্তাহ বাদে সত্যিই ঠিক হয়ে গেল সবকিছু। মেরামত হল ছাদ, রাঁধুনি পাওয়া গেল — গ্রাম-মণ্ডলের ছেলের ধর্ম-মা, কেনা হল মুরগি, দুধ দিতে লাগল গরুগুলো, বাগান ঘেরা হল খোঁটা পুঁতে, ছুতোর কাপড়-চোপড় ইস্ত্রির বেলন করে দিলে, হুক বসালে আলমারিগুলোয়, তা আর ইচ্ছেমতো খুলে যেত না, আর সৈনিকের উর্দি বানাতে ব্যবহৃত মোটা কাপড়-মোড়া একটা ইস্ত্রির পাটাতন রইল কেদারা আর দেরাজে ভর দিয়ে, ইস্ত্রির গন্ধ উঠল ঝিদের ঘরে।

'এই তো, সবই দিব্যি হয়েছে' — পাটাতনটা দেখিয়ে বললেন মাত্রেনা ফিলিমনোভনা।

খড়ের দেয়াল দিয়ে একটা স্নানের ঘর পর্যন্ত বানানো হল, স্নান করতে লাগল লিলি, অংশত হলেও পূরণ হল ডল্লির আশা, গ্রাম্য জীবনের প্রশান্তি না হলেও আরাম মিলল। ছ'টি শিশু সন্তান নিয়ে শান্তিতে থাকা ডল্লির পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারো অসুখ করে, কেউ অসুখে পড়তে পারে, কেউ কিছু একটা পাচ্ছে না, কারো মধ্যে আবার মন্দ স্বভাবের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, লেগেই আছে এই সব। খুব কম, খুব কমই দেখা দিত শান্তিতে থাকার সংক্ষিপ্ত সময়টুকু। কিন্তু এই সব উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ছিল ডল্লির কাছে সম্ভবপর একমাত্র সুখ। এটা না থাকলে যে স্বামী তাঁকে ভালোবাসেন না, তাঁর কথা ভেবে তিনি পড়ে থাকতেন একলা। কিন্তু ছেলেমেয়েদের অসুখের কথা ভেবে মায়ের ভয়টা যতই কষ্টকর হোক, ছেলেমেয়েদের রোগ, ছেলেমেয়েদের মধ্যে বদ স্বভাবের দুর্লক্ষণ তাঁকে যতই দুঃখ দিক, তারাই এখন ছোটো ছোটো আনন্দ দিয়ে সে দুঃখের ক্ষতিপূরণ করতে লাগল। সে আনন্দ এতই ক্ষুদ্র যে তা ছিল বালুর মধ্যে স্বর্ণকণার মতো অলক্ষ্য, মন খারাপের সময় তাঁর চোখে পড়ত কেবল দুঃখ, কেবল বালি, কিন্তু সুমুহূর্তও আসত যখন তিনি দেখতেন কেবল আনন্দ, কেবল সোনা।

এখন, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় এই আনন্দগুলো সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান হতেন ঘন ঘন। ওদের দিকে চেয়ে প্রায়ই তিনি নিজেকে প্রাণপণে বোঝাতে চাইতেন যে বিভ্রান্ত মা হিশেবে তিনি ছেলেমেয়েদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট; তাহলেও মনে মনে তিনি এ কথা না বলে পারতেন না যে তাঁর ছেলেমেয়েরা সবকটিই চমৎকার, ছয়টির সবকটিরই স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এমন ছেলেমেয়ে হয় খুবই কম, — তাদের জন্য সুখ আর গর্ববোধ হত তাঁর।

॥ ৮ ॥

মে মাসের শেষে যখন সবই ন্যূনাধিক ঠিকঠাক হয়ে গেছে, তখন গ্রামের অসুবিধাগুলো নিয়ে তাঁর নালিশের জবাব এল স্বামীর কাছ থেকে। সবকিছু ভেবে দেখেন নি বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন তিনি, প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন যেই সম্ভব হবে অমনি সেখানে যাবেন। তবে সে সম্ভাবনাটা দেখা গেল না, জুনের গোড়া পর্যন্ত ডল্লি গ্রামে রইলেন একা।

পিটার পরবের সপ্তাহে রবিবারে ডল্লি তাঁর সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে গির্জায় গেলেন তাদের ব্রতানুষ্ঠানের জন্য। বোন, মা, বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ, দার্শনিক আলোচনায় তিনি প্রায়ই তাঁদের অবাক করেছেন ধর্মের ব্যাপারে তাঁর স্বাধীনচিত্ততায়। ওঁর ছিল মেতেমসাইকোসিসের এক বিচিত্র ধর্ম, গোঁড়া গির্জার তোয়াক্কা না করে তাতে তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। কিন্তু ঘরে তিনি শুধু লোক দেখানির জন্য নয়, মনে প্রাণে গির্জার সমস্ত দাবি মেনে চলতেন আর ছেলেমেয়েরা যে প্রায় এক বছর ব্রত গ্রহণে যায় নি, এটা তাঁকে খুবই উদ্বিগ্ন করছিল। মাত্রেনা ফিলিমনোভনার পুরো অনুমোদন আর সহানুভূতি পেয়ে তিনি ঠিক করলেন সেটা করা যাক এখন, গ্রীষ্মে।

দিনকয়েক আগে থেকেই ডল্লি ভাবছিলেন ছেলেমেয়েদের কী সাজে সাজাবেন। ফ্রকগুলো বানানো হল, ঢেলে সাজা হল, ধোলাই করা হল, নামিয়ে দেওয়া হল হেম, সেলাই করা হল বোতাম, তৈরি রইল রিবন। তানিয়ার জন্য যে ফ্রকটি বানাবার ভার নিয়েছিলেন ইংরেজ মহিলাটি, তাতে ডল্লির অনেক আশা জলে গেল। নতুন করে সেলাই করতে গিয়ে তিনি ভাঁজগুলো ফেলেন নি জায়গামতো, আস্তিন দুটো কেটেছিলেন এমন যে পোশাকটাই মাটি হয়ে গেছে একেবারে। তানিয়ার গায়ে তা যেভাবে বসল, চেয়ে দেখা যায় না। তবে মাত্রেনা ফিলিমনোভনা একটা পটি গুঁজে কেপ দিয়ে তা ঢাকার কথা বললেন। ব্যাপারটা সামলানো গেল, কিন্তু প্রায় ঝগড়া বাধল ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে। তবে সকালে সব তৈরি হয়ে গেল আর ন'টার সময়, পুরোহিতকে যখন মাস উপাসনার জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, আনন্দে জ্বলজ্বলে হয়ে বেশভূষা করে ছেলেমেয়েরা গাড়ি-বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল মায়ের অপেক্ষায়।

বেয়াড়া 'দাঁড়কাকে'র বদলে মাত্রেনা ফিলিমনোভনার হস্তক্ষেপে গাড়িতে জোতা হয়েছে গোমস্তার 'পাটকিলে'কে। ডল্লির দেরি হচ্ছিল প্রসাধনের ঝামেলায়, শেষ পর্যন্ত শাদা মসলিন গাউন পরে তিনি বেরিয়ে এলেন গাড়িতে উঠতে।

ডল্লি তাঁর কবরী রচনা ও সাজগোজ করেছেন সযত্নে, উতলা হয়ে। আগে তিনি সাজ করতেন নিজের জন্যই যাতে নিজেকে সুন্দর দেখায়, লোকের ভালো লাগে; পরে যত বয়স হতে লাগল ততই তাঁর বিরক্তি ধরত সাজ

করতে; টের পেতেন কত কুশ্রী হয়ে পড়েছেন তিনি। কিন্তু এখন তিনি ফের সাজগোজ করলেন পরিতোষ আর উত্তেজনা নিয়ে। এখন তিনি সাজসজ্জা করলেন নিজের জন্য নয়, নিজের রূপের জন্য নয়, এই জন্য যাতে এই সোনার কণাগুলোর মা হিশেবে তিনি সাধারণ ছাপটা মাটি করে না দেন। এবং শেষ বারের মতো আয়নায় মুখ দেখে তিনি খুশিই হলেন। সুন্দর দেখাচ্ছে তাঁকে। ঠিক অতটা সুন্দর নয় যা হবার তাঁর ইচ্ছে হত বলনাচগুলিতে যাবার সময়। কিন্তু যে লক্ষ্যটা এখন তিনি সামনে রেখেছেন, তার পক্ষে সুন্দর।

গির্জায় চাষী, জমাদার আর তাদের বৌয়েরা ছাড়া আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের এবং তাঁকে দেখে ওদের মুখেচোখে একটা তারিফ আর চাঞ্চল্য তিনি দেখতে পেলেন, অথবা তাঁর মনে হয়েছিল যে দেখতে পাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের এমনিতেই, বাহারে পোশাক-আশাকেই শুধু যে ভালো দেখাচ্ছিল তা নয়, যেভাবে তারা চলছিল, তাতেও মিষ্টি লাগছিল তাদের। আলিওশা অবিশ্যি দাঁড়িয়ে ছিল তেমন শোভন ঢঙে নয়: কেবলই সে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে চাইছিল নিজের কোটের পেছন দিকটা; তাহলেও অসাধারণ মিষ্টি লাগছিল তাকে। তানিয়া বড়োদের মতো ভাব করে তাকিয়ে দেখছিল ছোটোদের। তবে সবচেয়ে যা কিছু ঘটছে তাতে তার সরল বিস্ময়ে ছোটোটি, লিলি ছিল অপরূপ, আর স্যাক্রামেণ্ট নেবার পর সে যখন ইংরেজিতে বলে ওঠে 'আরেকটু দিন দয়া করে', তখন কঠিন হয়েছিল না হেসে থাকা।

বাড়ি ফিরে ছেলেমেয়েরা টের পাচ্ছিল গুরুগম্ভীর কিছু একটা ঘটে গেল; ভারি নম্র হয়ে রইল তারা।

বাড়িতেও ভালোই চলল সব; কিন্তু প্রাতরাশে বসে শিস দিতে লাগল গ্রিশা, আর সবচেয়ে যেটা খারাপ, কথা সে শুনছিল না ইংরেজ মহিলাটির, তাই মিষ্টি পিঠে দেওয়া হয় নি তাকে। সেখানে থাকলে এমন একটা দিনে শাস্তিদান অনুমোদন করতেন না ডল্লি, কিন্তু ইংরেজ মহিলার নির্দেশ মান্য করতে হল, মিষ্টি পিঠে গ্রিশা পাবে না এ সিদ্ধান্ত সমর্থন করলেন তিনি। সাধারণ আনন্দটা খানিকটা মাটি হল এতে।

গ্রিশা এই বলে কাঁদতে লাগল যে নিকোলিন্‌কাও শিস দিয়েছে কিন্তু শাস্তি দেওয়া হয় নি তাকে, কাঁদছে সে পিঠের জন্য নয়, ওতে কিছু এসে যায় না তার, কাঁদছে তার ওপর অবিচার করা হয়েছে বলে। এতে মন

খারাপ হল বড়ো বেশি, ডল্লি ঠিক করলেন, ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গে কথা কয়ে গ্রিশাকে মাপ করতে অনুরোধ করবেন এবং চললেন তাঁর কাছে। কিন্তু হলের ভেতর দিয়ে যাবার সময় যে দৃশ্যটা তিনি দেখলেন তাতে এতই আনন্দে তাঁর বুক ভরে উঠল যে জল এসে পড়ল চোখে, নিজেই তিনি ক্ষমা করে দিলেন অপরাধীকে।

দণ্ডিতটি হলে বসে ছিল কোণের জানলার কাছে; তার কাছে তানিয়া প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। পুতুলগুলোকে খাওয়াবার ছল করে তানিয়া তার নিজের পিঠের ভাগটা শিশুকক্ষে নিয়ে যাবার অনুমতি চেয়ে নেয় ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে কিন্তু তার বদলে সেটা নিয়ে আসে ভাইয়ের কাছে। তার ওপর অবিচার নিয়ে কান্না চালিয়ে যেতে যেতে গ্রিশা খাচ্ছিল নিয়ে আসা পিঠেটা আর ফোঁপানির ভেতর দিয়ে বলে যাচ্ছিল: 'নিজেই তুমি খাও, দু'জনে মিলে খাব... দু'জনে মিলে।'

গ্রিশার জন্য প্রথমে কষ্ট হয়েছিল তানিয়ার, তারপর নিজের মহানুভবতার চেতনা ক্রিয়া করছিল তার মনে, ওরও চোখে জল এসে পড়েছিল; তবে আপত্তি না করে সে খেতে লাগল তার ভাগটা।

মাকে দেখে আঁতকে উঠেছিল ওরা, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে ভালো করে চেয়ে দেখে, তারা ঠিক কাজই করছে বুঝতে পেরে হেসে উঠল, মুখভর্তি পিঠে নিয়ে হাস্যময় ঠোঁট মুছতে লাগল হাত দিয়ে, জ্বলজ্বলে মুখগুলো মাখামাখি হয়ে গেল চোখের জলে আর জ্যামে।

'মাগো! নতুন শাদা পোশাক! তানিয়া, গ্রিশা!' পোশাক বাঁচাবার চেষ্টা করে মা বলছিলেন, তবে চোখে জল নিয়ে, পরমানন্দের দীপ্ত হাসি হেসে।

পোশাক খুলে রেখে মেয়েদের ব্লাউজ আর ছেলেদের পুরনো জ্যাকেট পরতে বলা হল, ব্যাঙের ছাতা তোলা আর স্নানে যাবার জন্য জুততে বলা হল গাড়ি, গোমস্তার মনঃক্ষুণ্ণ করে জোতা হল 'পার্টাকিলে' ঘোড়া। শিশুকক্ষে উঠল উল্লাসের চিল্লানি, স্নানের জন্য রওনা দেবার আগে পর্যন্ত তা থামল না।

ব্যাঙের ছাতা মিলল পুরো এক ঝুড়ি, লিলি পর্যন্ত পেয়ে গেল একটা। আগে মিস গুল নিজে ব্যাঙের ছাতা দেখতে পেলে লিলিকে দেখিয়ে দিতেন আর লিলি তা তুলত, কিন্তু এখন লিলি নিজেই পেয়েছে বড়ো একটা ব্যাঙের ছাতা, উল্লাসের সমবেত চিৎকার উঠল: 'লিলি ব্যাঙের ছাতা পেয়েছে!'

তারপর স্নান করতে যাওয়া হল নদীতে, ঘোড়াগুলোকে রেখে দেওয়া হল বার্চ গাছের তলে। ডাঁশ তাড়াচ্ছিল সেগুলো। কোচোয়ান তেরেন্‌তি তাদের গাছের সঙ্গে বেঁধে ঘাসগুলো দলে শুয়ে পড়ল বার্চের ছায়ায়। ঘাট থেকে ভেসে আসতে লাগল শিশুদের অবিরাম ফুর্তির চিল্লানি।

সমস্ত ছেলেমেয়েগুলোর ওপর নজর রাখা আর তাদের দুষ্টুমি ঠেকানো ঝামেলার ব্যাপার হলেও, এই সব মোজা, প্যাণ্টালুন, জুতোর কোনটা কোন পায়ের তা মনে রাখা, গোলমাল করে না ফেলা, অসংখ্য ফিতে, লেস, বোতাম খোলা, আঁটা, বাঁধাছাঁদা করা কঠিন হলেও ডল্লি নিজেই সর্বদা ছিলেন স্নানের ভক্ত, ছেলেমেয়েদের পক্ষেও তা উপকারী জ্ঞান করতেন, তাদের সবাইকে নিয়ে এই স্নান তিনি যা উপভোগ করলেন আর কিছুই তেমন নয়। হৃষ্টপুষ্ট এই সব পাগুলোয় হাত বুলাতে বুলাতে তাতে মোজা পরানো, কোলে তুলে নিয়ে ন্যাংটা দেহগুলোকে জলে ডুবানো, কখনো ফুর্তির কখনো আতংকের চিল্লানি শোনা, ভীত আর উল্লসিত চোখ মেলা, দম ফুরিয়ে আসা জলসিঞ্চিত এই সব মুখ, তাঁর এই সব দেবশিশুদের দেখা তাঁর কাছে তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা।

ছেলেমেয়েদের অর্ধেকের যখন পোশাক পরা হয়ে গেছে, ওষধি গাছগাছড়া জোগাড় করতে বেরুনো পরবের পোশাক পরা কয়েকজন চাষী মেয়ে ঘাটের কাছে এসে সসংকোচে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিছানার একটা চাদর আর কামিজ জলে পড়ে গিয়েছিল, মাত্রেনা ফিলিমনোভনা মেয়েদের একজনকে ডেকে বললেন সেগুলো তাঁকে শুকোবার জন্য দিতে। ডল্লি চাষী মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। প্রথমে তারা হাতে মুখ ঢেকে মুচকি হাসছিল, ডল্লির প্রশ্ন ধরতে পারছিল না। তবে শিগগিরই তাদের সাহস বাড়ল, কথা কইতে শুরু করলে, এবং ছেলেমেয়েদের যে অকৃত্রিম তারিফ তারা করলে তাতে তৎক্ষণাৎ ডল্লিকে কিনে নিল তারা।

তানিয়াকে দেখে মুগ্ধ হয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে একজন বললে, 'ইস, সুন্দরী বটিস, চিনির মতো শাদা তবে রোগা...'

'হ্যাঁ, অসুখ করেছিল।'

কোলেরটিকে দেখে বললে আরেকজন, 'আরে, তুইও চান করলি নাকি।'

'না, ও শুধু তিন মাসের' — গর্বের সুরে বললেন ডল্লি।

'বটে!'

'তোমার ছেলেমেয়ে আছে?'

'ছিল চারটি। আছে দুটি: বেটা আর বেটী। গত লেণ্টপরবের পর মেয়েটি মাই ছেড়েছে।'

'সেটি ক'বছরের?'

'দুই বছর চলছে।'

'এত দিন ধরে মাই দিলে যে?'

'আমাদের ওই চলে: তিনটে লেণ্ট...'

কথাবার্তাটা হল ডল্লির পক্ষে সবচেয়ে আকর্ষণীয়: প্রসব হয়েছিল কেমন? কী অসুখ? স্বামী কোথায়? প্রায়ই আসে?

ওদের সঙ্গে আলাপটা এতই আকর্ষণীয়, এতই একই রকম ছিল তাদের আগ্রহ যে মেয়েদের ছাড়তে চাইছিলেন না ডল্লি। সবচেয়ে তাঁর ভালো লাগছিল এইটে পরিষ্কার দেখতে পেয়ে যে ওঁর কতগুলা ছেলেমেয়ে আর সবাই কী সুন্দর দেখে ওরা মুগ্ধ হয়েছে। ডল্লিকে হাসাল ওরা আর ক্ষুব্ধ করল ইংরেজ মহিলাটিকে এই জন্য যে তাঁর কাছে দুর্বোধ্য এই হাসির কারণ তিনিই। একটি তরুণী মেয়ে ইংরেজ মহিলাটিকে লক্ষ্য করছিল, তিনি পোশাক পরছিলেন সবার শেষে। আর যখন তিনি তৃতীয় স্কার্টটাও পরলেন, মেয়েটি তখন মন্তব্য না করে পারল না: 'এহ্, স্কার্ট পরছে তো পরছেই, পরা আর শেষ হয় না!' বলতেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই।

॥ ৯ ॥

স্নানশেষে ভেজা চুলে সমস্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে আর নিজে মাথায় রুমাল বেঁধে ডল্লি যখন প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন কোচোয়ান বললে:

'কে একজন বাবু আসছেন, মনে হয় পক্রোভস্কয়ে থেকে।'

ডল্লি সামনে তাকিয়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে আসা ধূসর টুপি আর ধূসর ওভারকোট পরিহিত লেভিনের মূর্তি দেখে খুশি হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখলে তিনি খুশি হতেন সর্বদাই, কিন্তু এখন তিনি আরো খুশি হলেন এই জন্য যে লেভিন তাঁকে দেখবেন তাঁর সমগ্র মহিমায়। লেভিনের মতো আর কেউ তাঁর এ মহিমা বোঝে না।

ডল্লিকে দেখে নিজের কল্পিত ভবিষ্যৎ সংসারের একটা ছবি খুলে গেল লেভিনের সামনে।

'আপনি একেবারে যে ছানাপনোর মুরগি-মা দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা।'

'আহ্, কী যে খুশি হলাম!' হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ডল্লি।

'খুশি হলেন, তবে আমাকে তো জানান নি। দাদা আছেন আমার এখানে। স্তিভার কাছ থেকে চিরকুট পেলাম যে আপনি এখানে এসেছেন।'

'স্তিভার কাছ থেকে?' অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'হ্যাঁ, লিখেছে যে আপনি এসেছেন, এই মনে করে যে কোনোকিছুতে সাহায্য করতে আপনি দেবেন আমায়' — লেভিন বললেন আর বলেই হঠাৎ বিব্রত হয়ে কথা বন্ধ করে নীরবে গাড়ির কাছে ঘুরতে লাগলেন, লাইম গাছের ডাল ছিঁড়ে তা চিবতে চিবতে। তাঁর বিব্রত লাগল এই জন্য যে স্বামীর যা করা উচিত সে ব্যাপারে বাইরের লোকের সাহায্য ডল্লির কাছে খারাপ লাগবে। স্তেপান আর্কাদিচের পক্ষ থেকে নিজের পারিবারিক ব্যাপার অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার এই যে ধরন, সেটা সত্যিই ভালো লাগে নি ডল্লির। লেভিনও যে সেটা বুঝেছেন, তা বুঝতে পারলেন তিনি তৎক্ষণাৎ। বোধের এই সূক্ষ্মতার জন্য, এই মাত্রাবোধের জন্যই তিনি পছন্দ করতেন লেভিনকে।

লেভিন বললেন, 'আমি অবিশ্যি তাতে শুধু এই বুঝেছি যে আপনি আমায় দেখতে চান আর সে জন্যে আমি খুবই খুশি। বলাই বাহুল্য যে আমি কল্পনা করতে পারি যে শহুরে গৃহকর্ত্রী হিশেবে এখানে আপনার খুবই অসুবিধে হবে, তবে কিছু দরকার পড়লে আমি সর্বদাই আছি আপনার সেবায়।'

'আরে না' — ডল্লি বললেন; 'প্রথমটা অসুবিধে হয়েছিল, তবে এখন সব চমৎকার ঠিকঠাক হয়ে গেছে আমার ওই ধাই-মা'র কল্যাণে' — বললেন তিনি মাত্রেনা ফিলিমনোভনাকে দেখিয়ে। তিনিও বুঝেছিলেন কথা হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। লেভিনের দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন ভালো মনে, হাসিখুশিতে। লেভিনকে চিনতেন তিনি, জানতেন ইনি দিদিমণির পাণিপ্রার্থী, চাইতেন যেন সেটা হয়।

বললেন, 'বসুন-না, আমরা খানিক ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকব।'

'না, আমি হেঁটে যাব। এই ছেলেমেয়েরা, কে আমার সঙ্গে ঘোড়দৌড় দেবে?'

ছেলেমেয়েরা লেভিনকে চিনত কম, কবে তাঁকে দেখেছে তা মনে নেই তাদের, তবে বয়স্ক লোকেরা প্রায়ই ভান করে ব'লে ছেলেমেয়েরা যে বিচিত্র

বিরাগ আর সংকোচ বোধ করে এবং সে জন্য বেশ শায়েস্তা হতে হয়, সেটা তাদের মধ্যে দেখা গেল না। যেকোনো ব্যাপারেই ভান অতি বুদ্ধিমান, অন্তর্ভেদী মানুষকে প্রতারিত করতে পারে বটে, কিন্তু ভান যত সযত্নেই ঢাকা দেওয়া হোক, সবচেয়ে ক্ষীণমতি শিশুও তা ধরতে পারে, বিরাগ বোধ করে। লেভিনের আর যে ত্রুটিই থাক, ভানের কোনো লক্ষণই তাঁর মধ্যে নেই, তাই ছেলেমেয়েরা তাঁর সঙ্গে তেমনি ভালোমানুষি করল যা তারা দেখে তাদের মায়ের মুখে। লেভিনের আমন্ত্রণে বড়ো দু'জন তক্ষুনি লাফিয়ে এল তাঁর কাছে আর তেমনি সহজে দৌড়তে লাগল তাঁর সঙ্গে যেমন তারা দৌড়তে পারত ধাই-মা, মিস গুল বা মাকে নিয়ে। লিলিও তাঁর কাছে আসতে চাইছিল, মা তাকে লেভিনের হাতে দিতেই লেভিন তাকে কাঁধে চাপিয়ে ছুট মারলেন।

মায়ের দিকে চেয়ে ফুর্তিতে হেসে বললেন, 'ভয় পাবেন না, ভয় পাবেন না দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা! চোট লাগবে কি পড়ে যাবে, সে অসম্ভব।'

তাঁর ক্ষিপ্র, বলিষ্ঠ, সযত্ন-সতর্ক এবং বড়ো বেশি টান-টান গতিভঙ্গি দেখে মা শান্ত হয়ে ফুর্তিতে অনুমোদনের হাসি হাসলেন তাঁর দিকে চেয়ে।

এখানে এই গ্রামে, ছেলেমেয়ে এবং তাঁর অনুরাগী দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনাকে পেয়ে বেশ একটা ছেলেমানুষী দিল-দরিয়া মেজাজ পেয়ে বসল তাঁকে, যা তাঁর প্রায়ই হয় আর যেটা বিশেষ করে ভালো লাগত ডল্লির। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দৌড়া-দৌড়ি করে তিনি তাদের ব্যায়াম শেখালেন, নিজের অকথ্য ইংরেজি ভাষায় হাসালেন মিস গুলকে, ডল্লিকে বললেন গাঁয়ে তাঁর কাজকর্মের কথা।

খাওয়া-দাওয়ার পর ডল্লি তাঁর সঙ্গে একা ঝুল-বারান্দায় বসে বললেন কিটির কথা।

'জানেন? কিটি এখানে আসবে, গ্রীষ্মকালটা থাকবে আমার সঙ্গে।'

'সত্যি?' লাল হয়ে বললেন তিনি এবং তক্ষুনি কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্য যোগ করলেন, 'তাহলে দুটো গরু পাঠাব আপনাকে? যদি হিসাব মেটাতে চান, মাসে পাঁচ রুব্‌ল করে দেবেন, অবিশ্যি যদি আপনার সংকোচ না হয়।'

'না, না, ধন্যবাদ। আমাদের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে।'

'তাহলেও আপনাদের গরুগুলোকে আমি দেখব, যদি অনুমতি দেন, হুকুম দিয়ে যাব কী করে খাওয়াতে হবে। খাওয়ানোটাই আসল কথা।'

এবং শুধু কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যই লেভিন ডল্লিকে বোঝাতে লাগলেন তাঁর ডেয়ারি তত্ত্ব, যার মোদ্দা কথা, গরু হল খাদ্যকে দুধে পরিণত করার যন্ত্র ইত্যাদি।

এটা তিনি বলছিলেন যদিও ভয়ানক চাইছিলেন কিটি সম্পর্কে খুঁটিনাটি সমস্ত কথা শুনতে, আবার ভয়ও হচ্ছিল তাতে। ভয় হচ্ছিল যে এত কষ্টে যে প্রশান্তি তিনি লাভ করেছেন সেটা চুরমার হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ, তবে এ সবের ওপর তো নজর রাখতে হয়, কিন্তু কে করবে সেটা?' অনিচ্ছায় জবাব দিলেন ডল্লি।

মাত্রেনা ফিলিমনোভনার মাধ্যমে তিনি তাঁর কাজ-কারবার এমন গুছিয়ে তুলেছেন যে তাতে অদল-বদল করার ইচ্ছে ছিল না তাঁর; তা ছাড়া কৃষির ব্যাপারে লেভিনের জ্ঞানেও তাঁর ভরসা ছিল না। গরু হল দুধ বানাবার যন্ত্র এ যুক্তি তাঁর কাছে সন্দেহজনক ঠেকেছিল। তিনি ভাবলেন এ ধরনের চিন্তায় কেবল ক্ষতিই হতে পারে গৃহস্থালির। তাঁর মনে হয়েছিল ব্যাপারটা অনেক সহজ: দরকার শুধু মাত্রেনা ফিলিমনোভনা যা তাঁকে বুঝিয়েছেন, ছোপ-ছোপে আর পাশ-ধবলীকে বেশি করে খাদ্য পানীয় দেওয়া দরকার, আর বাবুর্চি যেন রান্নাঘরের ফেলানি জল ধোপানীর গরুর জন্য না নিয়ে যায়। এটা বেশ স্পষ্ট। ওদিকে আটা আর ঘাস খাওয়াবার যুক্তিটা অনিশ্চিত এবং অস্পষ্ট। তবে প্রধান কথা, ওঁর ইচ্ছে হচ্ছিল কিটির কথা বলেন।

॥ ১০ ॥

'কিটি আমায় লিখেছে যে শান্তি আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কিছু সে চায় না' — যে নীরবতা নেমে এসেছিল সেটা কাটলে বললেন ডল্লি।

'আর স্বাস্থ্যটা, ভালো হয়েছে কি?' লেভিন জিগ্যেস করলেন দুরু দুরু বুকে।

'ভগবানকে ধন্যবাদ, একেবারে সেরে উঠেছে। আমার কখনো বিশ্বাসই হয় নি যে বুকের দোষ আছে তার।'

'আহ্, শুনে বড়ো আনন্দ হল!' লেভিন বললেন আর বলে নীরবে ডল্লির দিকে চেয়ে থাকায় ডল্লি তাঁর মুখে মর্মস্পর্শী অসহায় কী একটা ভাব দেখতে পেলেন যেন।

'শ্ননুন কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ' — ডল্লি বললেন তাঁর সহৃদয়, খানিকটা উপহাসের হাসি হেসে, 'কিটির ওপর আপনার রাগ কেন?'

'আমি? আমি তো রাগি নি।'

'না, রেগেছেন। যখন মস্কোয় গিয়েছিলেন, আমাদের কাছে বা ওদের কাছে কোথাও এলেন না যে?'

'দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা' — চুলের গোড়া পর্যন্ত আরক্ত হয়ে লেভিন বললেন, 'আমার অবাক লাগছে যে আপনি এত সহৃদয় হয়ে ব্নঝছেন না এটা। আমার ওপর নেহাৎ কর্নণাও আপনার কেন হচ্ছে না যখন জানেন যে...'

'কি আমি জানি?'

'জানেন যে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম এবং প্রত্যাখাত হয়েছি' — লেভিন বললেন আর এক ম্নহ্নর্তে আগে কিটির প্রতি যে কোমলতা বোধ করেছিলেন, ব্নকের মধ্যে তার স্থান নিল অপমানের জ্বালা।

'কেন ভাবছেন যে আমি জানি?'

'কেননা সবাই জানে ব্যাপারটা।'

'এখানেই ভুল হচ্ছে আপনার; আমি এটা জানতাম না যদিও অন্নমান করেছিলাম।'

'বটে! তা এখন তো জানলেন।'

'আমি জানতাম কেবল কিছ্ন একটা হয়েছে বোধ হয়, ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল সে, আমায় সে বলে ও নিয়ে আর কখনো যেন কথা না তুলি। আর আমায় যখন বলে নি তখন আর কাউকেও সে বলবে না। কিন্তু হয়েছিল-টা কী? বল্নন আমায়।'

'কী হয়েছিল সে তো বললাম আপনাকে।'

'কখন ওটা ঘটেছিল?'

'যখন শেষবার আপনাদের ওখানে যাই আমি।'

'তবে শ্ননুন, আপনাকে একটা কথা বলি' — ডল্লি বললেন, 'ওর জন্যে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কষ্ট হয়। আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেবল আহত গর্ব থেকে...'

লেভিন বললেন, 'হতে পারে, কিন্তু...'

ডল্লি বাধা দিলেন তাঁর কথায়:

'বেচারির জন্যে আমার ভয়ানক, ভয়ানক কষ্ট হয়। এখন সব ব্নঝতে পারছি আমি।'

'কিন্তু মাপ করবেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা' — লেভিন বললেন উঠে দাঁড়িয়ে, 'আসি দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা। ফের দেখা হবে।'

'আরে না, না, বসুন, বসুন' — তাঁর আস্তিন ধরে ডল্লি বললেন।

'ও নিয়ে কিন্তু আর কথা নয়' — বসে লেভিন বললেন আর সেইসঙ্গে টের পেলেন যে সমাধিস্থ বলে যা মনে হয়েছিল সে আশাটা নড়ে চড়ে মাথা তুলছে তাঁর বুকের মধ্যে।

'আপনাকে যদি আমি ভালো না বাসতাম' — বললেন ডল্লি, চোখে তাঁর জল এসে গিয়েছিল, 'আপনাকে যতটা জানি তা যদি না জানতাম...'

যে হৃদয়াবেগটা মরে গেছে বলে মনে হয়েছিল তা ক্রমেই জীবন্ত হয়ে অধিকার করতে লাগল লেভিনের অন্তর।

ডল্লি বলে চললেন, 'হ্যাঁ, এখন আমি বুঝলাম, আপনি এটা বুঝতে পারবেন না, আপনারা পুরুষেরা স্বাধীন বাছবিচার করতে পারেন, আপনাদের কাছে সর্বদা পরিষ্কার কাকে ভালোবাসেন। কিন্তু নারীসুলভ, কুমারীসুলভ লজ্জা নিয়ে অপেক্ষমাণা এক বালিকা, যে বালিকা আপনাদের, পুরুষদের দেখছে দূর থেকে, সবাইকে গ্রহণ করে তার কথা দিয়ে, এরকম বালিকার এমন অনুভূতি হতে পারে যে সে বুঝতে পারছে না কী বলবে।'

'হ্যাঁ, হৃদয় যদি না বলে...'

'হৃদয় বলে বৈকি, কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন: আপনাদের পুরুষদের নজর পড়ল কোনো একটা মেয়ের ওপর, তার বাড়ি যেতে লাগলেন, ঘনিষ্ঠ হলেন, খুঁটিয়ে দেখলেন সব, অপেক্ষা করে রইলেন আপনি যা ভালোবাসেন তা পাচ্ছেন কিনা, তারপর যখন নিশ্চিত হলেন যে ভালোবাসছেন, তখন প্রস্তাব দিলেন...'

'ঠিক তাই-ই এমন নয়।'

'তা না হোক গে, আপনি প্রস্তাব দিলেন যখন আপনার ভালোবাসা পরিপক্ক হয়ে উঠেছে অথবা নির্বাচনীয় দুইজনের মধ্যে পাল্লা ভারী হল একজনের। অথচ মেয়েটিকে তো জিগ্যেস করা হয় না। লোকে চায় নিজেই সে বেছে নিক, কিন্তু বেছে নিতে সে যে অপারগ, সে কেবল জবাব দিতে পারে হ্যাঁ কিংবা না।'

'হ্যাঁ, আমার আর ভ্রন্‌স্কির মধ্যে বাছাবাছি' — লেভিন ভাবলেন আর প্রাণ পেয়ে ওঠা শব আবার মারা গেল তাঁর অন্তরে, শুধু তা যন্ত্রণা দিয়ে দলিত করতে থাকল তাঁর হৃদয়।

বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, ওভাবে বাছা হয় একটা গাউন কি অন্যকিছু জানি না, ভালোবাসা নয়। বাছা হয়ে গেছে, আর সেটাই ভালো... পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।'

'আহ্, গর্ব আর গর্ব!' ডল্লি বললেন যেন অন্যান্য যেসব অনুভূতি শুধু মেয়েরাই জানে, তার সঙ্গে তুলনায় এ অনুভূতিটার নীচতার জন্য তাঁকে ঘেন্না করে। 'যে সময় আপনি কিটির পাণিপ্রার্থনা করেছিলেন তখন সে ঠিক সেই অবস্থাতেই ছিল যখন জবাব দিতে সে পারে না। দোদুল্যমানতা ছিল তার। আপনি নাকি ভ্রন্স্কি — এই দোদুল্যমানতা। ভ্রন্স্কিকে কিটি দেখছিল রোজই অথচ আপনাকে দেখে নি অনেকদিন। ধরা যাক, ওর যদি আরেকটু বয়স হত — যেমন ওর জায়গায় আমি হলে আমার পক্ষে কোনো দোলায়মানতা থাকা সম্ভব হত না। ভ্রন্স্কিকে আমার বরাবরই খারাপ লেগেছে, শেষও হল তাই।'

লেভিনের মনে পড়ল কিটির জবাব। সে বলেছিল: না, এটা হতে পারে না...

নীরস কণ্ঠে তিনি বললেন, 'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, আমার ওপর আপনার আস্থায় মূল্য দিই আমি; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। তবে আমি ঠিক বলছি কি বলছি না, জানি না, এই যে গর্বটাকে আপনি এত ঘেন্না করেন, তাতে কিটি সম্পর্কে কোনো চিন্তা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, বুঝতে পারছেন, একেবারে অসম্ভব।'

'আমি শুধু আরেকটা কথা বলব। আপনি বুঝতে পারছেন তো আমি বলছি আমার বোন সম্পর্কে, যাকে আমি ভালোবাসি নিজের সন্তানের মতো। আপনাকে সে ভালোবেসেছিল এমন কথা আমি বলছি না, আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে ওই মুহূর্তটার প্রত্যাখ্যানে প্রমাণ হয় না কিছুই।'

'জানি না!' লাফিয়ে উঠে লেভিন বললেন, 'বুঝতে পারছেন না কী কষ্ট দিচ্ছেন আমায়। এ যেন আপনার ছেলে মারা গেছে আর সবাই আপনাকে বলছে: আহা ছেলেটি অমন ছিল, তেমন ছিল, বেঁচে থাকলে কত সুখ হত আপনার। অথচ সে তো মারা গেছে, মারা গেছে, মারা গেছে...'

'কী হাস্যকর লোক আপনি' — লেভিনের উত্তেজনা কেয়ার না করে ডল্লি বললেন বিষণ্ণ উপহাসে; 'হ্যাঁ, এখন আমি আরো বেশি করে বুঝতে

পারছি' — চিন্তিতভাবে তিনি বলে চললেন, 'তাহলে কিটি এলে আপনি আমাদের এখানে আসবেন না?'

'না, আসব না। বলাই বাহুল্য আমি পালিয়ে বেড়াব না তার কাছ থেকে, তবে যেখানে সম্ভব চেষ্টা করব আমার উপস্থিতির অপ্রীতিকরতা থেকে তাকে রেহাই দিতে।'

'ভারি, ভারি হাস্যকর লোক আপনি' — লেভিনের মুখের দিকে কোমল দৃষ্টিতে চেয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন ডল্লি, 'তা বেশ, তবে এ নিয়ে আমরা যেন কোনো কথা বলি নি। কেন এলি রে তানিয়া?' মেয়েটি ঘরে ঢুকতে তাকে ফরাসি ভাষায় জিগ্যেস করলেন ডল্লি।

'আমার কোদালটা কোথায় মা?'

'আমি ফরাসিতে বললাম, তুইও ফরাসি বল।'

মেয়েটিও তাই বলবে ভেবেছিল, কিন্তু কোদালের ফরাসি প্রতিশব্দ কী ভুলে গিয়েছিল সেটা; মা খেই ধরিয়ে দিলেন এবং ফরাসিতেই বললেন কোথায় খুঁজতে হবে কোদালটা। এটা লেভিনের কাছে খারাপ লাগল।

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার বাড়ি আর তাঁর ছেলেমেয়ের কিছুই এখন আর তেমন মিষ্টি মনে হল না।

ভাবলেন, 'ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কেন কথা বলছেন উনি: কী অস্বাভাবিক আর কৃত্রিম! ছেলেমেয়েরাও টের পায় সেটা। ফরাসি শেখা আর স্বাভাবিকতা ভোলা' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, জানতেন না যে ডল্লি নিজেও এ নিয়ে ভেবেছেন বিশ বার, তাহলেও স্বাভাবিকতায় ক্ষতি হলেও এই উপায়েই ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান প্রয়োজনীয় জ্ঞান করেছেন।

'কিন্তু যাবেন আবার কোথায়? বসুন-না।'

লেভিন চা-পান পর্যন্ত রয়ে গেলেন, কিন্তু ফুর্তি তাঁর উবে গিয়েছিল, অস্বস্তি লাগছিল তাঁর।

চায়ের পর লেভিন প্রবেশ-কক্ষে গেলেন ঘোড়া দেবার জন্য বলতে। যখন ফিরলেন, ডল্লিকে দেখলেন অতি বিচলিত অবস্থায়, উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, চোখে জল। লেভিন যখন বেরিয়ে যান, তখন যে ঘটনাটা ঘটে তাতে ডল্লির আজকের সমস্ত সুখ আর ছেলেমেয়েদের জন্য গর্ব সব মাটি হয়ে যায়। গ্রিশা আর তানিয়া মারামারি করেছে একটা বল নিয়ে। শিশুকক্ষে চেঁচামেচি

শুনে ডল্লি ছুটে যান সেখানে, দেখেন ভয়াবহ এক দৃশ্য। তানিয়া গ্রিশার ঝুঁটি টেনে ধরেছে আর রাগে বিকৃত মুখে যেখানে পারছে সে ঘুসি চালাচ্ছে তানিয়ার ওপর। এটা দেখে ডল্লির বুকের মধ্যে কী একটা যেন ছিঁড়ে গেল। যেন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে তাঁর জীবনে, তিনি টের পেলেন যে নিজের যে ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর অত গর্ব হত, তারা নেহাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েই শুধু নয়, রূঢ় পাশবিক প্রবৃত্তির বদ, দুঃশীল ছেলেমেয়ে, দুরাত্মা।

আর কোনো বিষয়ে কথা তিনি বলতে বা ভাবতে পারছিলেন না, নিজের দুঃখের কথা লেভিনকে না বলে পারলেন না তিনি।

লেভিন দেখতে পাচ্ছিলেন যে ডল্লি মুষড়ে পড়েছেন, এতে মন্দ কিছু প্রমাণিত হয় না, সব ছেলেমেয়েই মারামারি করে, এই কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন তিনি; কিন্তু সে কথা বললেও লেভিন মনে মনে ভাবছিলেন, ‘না, আমি ন্যাকামি করব না, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা কইব না ফরাসিতে, তবে ওই ধরনের ছেলেমেয়ে আমার হবে না; দরকার শুধু ছেলেমেয়েদের মাথা না খাওয়া, বিকৃত করে না তোলা, তাহলেই তারা হবে খাশা। উঁহু, আমার ছেলেমেয়ে অমন হবে না।’

বিদায় নিয়ে লেভিন চলে গেলেন, ডল্লি আর আটকালেন না তাঁকে।

॥ ১১ ॥

জুলাইয়ের মাঝামাঝি পক্রোভ্‌স্কয়ে থেকে বিশ ভার্স্ট দূরে তাঁর বোনের মহাল থেকে মণ্ডল এল ঘাস-কাটার হিসাবপত্তর দাখিল করতে। বোনের সম্পত্তির প্রধান আয় ছিল সেচ জমির ঘাস। আগেকার কালে দেসিয়াতিনা পিছু বিশ রুব্‌ল দিলে চাষীরা ঘাস কাটত। লেভিন যখন সম্পত্তিটা দেখাশোনার ভার নেন, ঘাস-কাটা পর্যবেক্ষণ করে তিনি দেখলেন যে ওর দাম বেশি, দর ধার্য করলেন দেসিয়াতিনা পিছু পঁচিশ রুব্‌ল। চাষীরা এ দর দিতে চায় নি এবং লেভিনের যা সন্দেহ ছিল, অন্যান্য খরিদ্দারদেরও তারা ভাগিয়ে দেয়। লেভিন তখন নিজে সেখানে গিয়ে ঘাস-কাটার ব্যবস্থা করেন একাংশে মজুর লাগিয়ে, একাংশে আধিয়ারি মারফত। নিজের চাষীরা সর্বোপায়ে এই নয়া ব্যবস্থার প্রতিবন্ধকতা করে, কিন্তু ব্যাপারটা চালু হয়ে

যায় আর প্রথম বছরেই ঘেসো মাঠ থেকে আয় হয় প্রায় দ্বিগুণ। তৃতীয় এবং গত বছরে চাষীদের প্রতিবন্ধকতা চলতেই থাকে আর ফসল তোলাও চলে একই ধারায়। এ বছর চাষীরা তেভাগায় সমস্ত ঘাস কাটার ভার নিয়েছে, মণ্ডল এসেছে এই কথা জানাতে যে ঘাস কেটে তোলা হয়েছে, পাছে বৃষ্টি নামে এই ভয়ে সে সেরেস্তার মহুরীকে ডেকে তার উপস্থিতিতে সব ভাগাভাগি করেছে, মালিককে দেওয়া হয়েছে এগারো গাদি। প্রধান মাঠটায় কত ঘাস হয়েছিল, জিগ্যেস না করে ঘাস ভাগাভাগি করার জন্য মণ্ডলের এত তাড়াহুড়ো কেন, এ সব প্রশ্নে উত্তরের অনির্দিষ্টতা এবং চাষীটার কথার সমস্ত সুর দেখে লেভিন বুঝলেন যে বিচালির এই ভাগাভাগিতে কিছু একটা কারচুপি আছে, ঠিক করলেন নিজেই গিয়ে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখবেন।

দিবাহারের সময় গ্রামে এসে ভাইয়ের স্তন্যদাত্রীর স্বামী, পরিচিত এক বৃদ্ধের কাছে ঘোড়াটা রেখে তিনি গেলেন তার মৌমাছি খামার দেখতে, ভেবেছিলেন ঘাস কাটার বিশদ খবর তার কাছ থেকে জেনে নেবেন। সুপুরুষ বৃদ্ধ পারমেনিচ কথা বলতে ভালোবাসে, লেভিনকে সে আনন্দ করেই আপ্যায়ন করলে, দেখাল তার সমস্ত জোতজমা, বললে নিজের মৌমাছিগুলোর সমস্ত খুঁটিনাটি, এ বছরের নতুন ঝাঁকের কথা, কিন্তু ঘাস-কাটার ব্যাপারে লেভিনের প্রশ্নের উত্তর সে দিলে অনিচ্ছাসহকারে, সুনির্দিষ্ট কিছু না বলে। এতে লেভিন আরো নিশ্চিত হলেন তাঁর অনুমানে। ঘাস-কাটার জায়গায় গিয়ে তিনি গাদিগুলো দেখলেন। গাদিগুলোয় পঞ্চাশ গাড়ি করে ঘাস হতে পারে না। চাষীদের মুখোশ খোলার জন্য তিনি তক্ষুনি বিচালি বওয়ার গাড়ি ডেকে একটা গাদিকে গোলাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। দেখা গেল গাদিটায় ছিল বত্রিশ গাড়ি বিচালি। ঘাসগুলো ছিল ফুলো-ফুলো, গাদিতে থেকে নেতিয়ে পড়েছে, সবকিছু করা হয়েছে ধর্মমতে, মণ্ডলের এই সব আশ্বাস আর শপথ সত্ত্বেও লেভিন তাঁর এই অভিমতে অটল রইলেন যে বিচালি ভাগাভাগি হয়েছে তাঁর হুকুম ছাড়াই, তাই পঞ্চাশ গাড়ি করে এই গাদি তিনি নিতে পারেন না। দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর স্থির হল যে চাষীরা এই এগারো গাদির প্রত্যেকটাকে পঞ্চাশ গাড়ি হিশেবে নিজেরা নেবে, মালিকের ভাগ বাঁটা হবে নতুন করে। এই সব কথাবার্তা আর বাঁটোয়ারা গড়াল বিকেল অবধি। শেষ বিচালিটুকু ভাগাভাগি হয়ে গেলে লেভিন মহুরীর ওপর বাকিটা দেখবার ভার দিয়ে ঝোপে আলাদা

করা একটা বিচালি গাদার ওপর বসে মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন লোকে গিজগিজ ঘেসো মাঠ।

সামনে তাঁর, জলাটার পর নদীর বাঁকে উচ্চকণ্ঠের ঝংকার তুলে ফুর্তিতে এগিয়ে চলেছে মেয়েদের একটা রঙচঙে সারি, ছড়ানো-ছিটানো ঘাসগুলো দিয়ে তারা চিকন-সবুজ ডাঁটার পটে বানাচ্ছিল কুণ্ডলী পাকানো ধূসর স্তূপ। তাদের পেছনে আঁকশি নিয়ে যাচ্ছে পুরুষেরা, ঘাসগুলো হয়ে উঠছে লম্বা লম্বা উঁচু উঁচু ফুলো ফুলো, গাদি ছেঁটে ফেলা মাঠের বাঁ দিকে ঘর্ঘর করছে গাড়ি। বিপুল সাপটে তুলে দেওয়া গাদিগুলো অদৃশ্য হচ্ছে একে একে, তাদের জায়গায় ঘোড়ার পাছার দিকে ডাঁই হয়ে উঠছে গন্ধ-ছড়ানো ঘাস।

'আবহাওয়া ভালো থাকতে থাকতে তুলে ফেলতে পারলে হয়! বিচালি হবে কেমন!' লেভিনের পাশে বসে বৃদ্ধ বললে, 'ঘাস তো নয়! যেন হাঁসেদের সামনে দানা। টপাটপ গিলছে!' তুলে ফেলা গাদিগুলোকে দেখিয়ে সে যোগ করলে, 'বড়ো হাজরির পর অর্ধেকটাই সাফ।'

'এই শেষ খেপ নাকি?' গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লাগাম হাঁকিয়ে যে যুবকটি যাচ্ছিল তার উদ্দেশে হাঁক দিলে বুড়ো।

'শেষ খেপ বাবা!' ঘোড়াকে একটু থামিয়ে গাড়িতে বসা লালচে গাল একটি মেয়ের দিকে হেসে চিৎকার করে বললে ছেলেটা। গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।

লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'ও কে হে? তোমার ছেলে?'

'আমার ছোটোটা' — বুড়ো বললে স্নেহের হাসি হেসে।

'দিব্যি ছেলে!'

'তা মন্দ নয়।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'খ্রিষ্ট আবির্ভাবের তিথি থেকে আজ তিন বছর চলছে।'

'তা বেশ, ছেলেপুলে আছে তো?'

'কোথায় ছেলেপুলে! এক বছর তো কোনো জ্ঞানগম্যিই ছিল না, লজ্জা পেত' — বুড়ো বললে, 'তা বিচালি বটে বাপু! ধরো, একেবারে ভুরভুরে চা!' প্রসঙ্গটা বদলাবার ইচ্ছায় পুনরাবৃত্তি করলে বুড়ো।

লেভিন মন দিয়ে লক্ষ্য করছিলেন ভান্‌কা পারমেনভ আর তার বৌকে, তাঁর কাছ থেকে সামান্য দূরে তারা ঘাস বোঝাই করছিল গাড়িতে। ভান্‌কা

পারমেনভ দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িতে। তার তরুণী সুন্দরী গিন্নি দুই হাত দিয়ে ঘাস জড়ো করে ফর্ক দিয়ে তার বড়ো বড়ো যে ডাঁইগুলো নিপুণ ভঙ্গিতে তুলে দিচ্ছিল সেগুলো সে নিয়ে সমান করে বিছিয়ে পা দিয়ে মাড়াচ্ছিল। মেয়েটি কাজ করছিল অনায়াসে, ফুর্তি করে, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে। মাটিতে পড়ে থাকা ঘাস চট করে ফর্কে উঠছিল না। প্রথমে সে হাত দিয়ে গাদিটা ঝাঁকাচ্ছিল, তারপর ফর্ক ঢুকিয়ে দ্রুত, নমনীয় ভঙ্গিতে তার ওপর দেহের সমস্ত ভার দিয়ে তক্ষুনি লাল কোমরবন্ধে ঘেরা পিঠ টান করে শাদা ঝালরের তলেকার ভরা বুক এগিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র মুঠোয় ফর্ক চেপে ধরে ঘাস ছুড়ে ফেলছিল। ভান্‌কা, বোঝা যায় প্রতি মুহূর্তের বাড়তি খাটুনি থেকে বৌকে রেহাই দেবার জন্য তাড়াতাড়ি করে দু'হাত বাড়িয়ে তা ধরে ফেলে বিছিয়ে দিচ্ছিল গাড়িতে। আঁকশি দিয়ে শেষ ঘাসগুলো তুলে দিয়ে ঘাড়ে লেগে থাকা কুচিগুলো ঝেড়ে ফেলে শাদা যে কপালখানা রোদপোড়া নয়, তার ওপর খসে পড়া মাথার লাল রুমালটা ঠিক করে নিয়ে গাড়ির তলে ঢুকে পড়ল সে বোঝাটা বাঁধার জন্য। ভান্‌কা ওকে বোঝাচ্ছিল কিভাবে বাঁধতে হবে আর ওর কী একটা মন্তব্যে হেসে উঠল হোহো করে। উভয়েরই মুখভাবে দেখা যাচ্ছিল প্রবল, তরুণ, সম্প্রতি জেগে ওঠা প্রেম।

॥ ১২ ॥

বোঝা বাঁধা হল। ভান্‌কা লাফিয়ে নেমে খাদ্যপরিতৃপ্ত তাগড়াই ঘোড়াটাকে চালাতে লাগল লাগাম ধরে। বৌ তার আঁকশি ছুড়ে দিল বোঝার ওপর, তারপর ফুর্তিতে পা ফেলে হাত দোলাতে দোলাতে চলে গেল মেয়েদের জলসায়। ভান্‌কা রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে যোগ দিলে অন্যান্য গাড়ির সারিতে। কাঁধে আঁকশি নিয়ে জ্বলজ্বলে রঙীন পোশাকে ফুর্তিতে কলরব করে মেয়েরা চলল গাড়িগুলোর পেছন পেছন। গান ধরল কর্কশ উদ্দাম একটি নারীকণ্ঠ এবং ধুয়ায় পৌঁছনো পর্যন্ত তা গেয়ে গেল, তখন গোড়া থেকে তা আবার শুরু করলে গোটা পঞ্চাশেক মিহি-মোটা, সুস্থ নানা গলা।

গান গাইতে গাইতে মেয়েরা এগিয়ে আসছিল লেভিনের দিকে আর তাঁর মনে হল ফুর্তির একটা বজ্রগর্ভ কালো মেঘ আছড়ে পড়ছে তাঁর ওপর। মেঘটা এগিয়ে এসে তাঁকে, ঘাসের যে গাদিটার ওপর তিনি শুয়ে ছিলেন

সেটাকে, অন্যান্য গাদি আর গাড়িগুলোকে আর দূরের জমিটা সমেত গোটা মাঠখানাকে জাপটে ধরল আর চিৎকার করা, সিটি মারা উদ্দাম গানটার তালে তালে সবকিছু দুলতে লাগল, টিপটিপ করতে লাগল। বলিষ্ঠ এই ফুর্তিটায় ঈর্ষা হল লেভিনের। ইচ্ছে হল জীবনের আনন্দের এই উৎসারে যোগ দেন। কিন্তু কিছুই করতে পারেন না তিনি, তাঁকে শুয়ে থেকে, দেখে আর শুনে যেতে হবে। গীতমুখরিত লোকগুলো যখন দর্শন আর শ্রবণের বাইরে চলে গেল, তখন নিজের একাকিত্ব, নিজের দৈহিক আলস্য, এই জগৎটার প্রতি নিজের বিরূপতার জন্য একটা গুরুতর মনঃকষ্ট আচ্ছন্ন করল লেভিনকে।

বিচালি নিয়ে যে চাষীরা তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছিল সবচেয়ে বেশি তাদেরই কেউ কেউ, যাদের লেভিন নিজেই অপমান করেছিলেন তারা, যারা তাঁকে ঠকাতে চাইছিল সেই চাষীরাই এখন আনন্দ করে মাথা নোয়াচ্ছিল তাঁর উদ্দেশে, স্পষ্টতই তাঁর ওপর ওদের কোনো রাগ ছিল না, থাকতেও পারে না, কোনোরকম অনুতাপ তাদের মধ্যে দেখা গেল না শুধু নয়, লেভিনকে তারা যে ঠকাতে চেয়েছিল, সে কথাটা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিল তারা। হাসিখুশি সাধারণ শ্রমের সাগরে তলিয়ে গিয়েছিল সবকিছুই। ভালো দিনটা দিয়েছেন ভগবান, ভগবান দিয়েছেন শক্তি। দিন আর শক্তি উৎসর্গিত শ্রমে আর শ্রমটাই তার পুরস্কার। শ্রমটা কার জন্য? কী হবে তার ফল? এ ভাবনা অপ্রাসঙ্গিক এবং তুচ্ছ।

লেভিন প্রায়ই এই জীবনটাকে লক্ষ্য করতেন মুগ্ধ হয়ে আর সে জীবন যারা যাপন করছে তাদের প্রতি একটা ঈর্ষা বোধ করতেন তিনি, কিন্তু আজই প্রথম বার, বিশেষ করে তরুণী বৌয়ের প্রতি ভান্‌কা পারমেনভের মনোভাবের ভেতর তিনি যা দেখলেন তার প্রভাবে এই প্রথম বার লেভিনের পরিষ্কার ধারণা হল যে কষ্টকর কর্মহীন কৃত্রিম, ব্যক্তিগত যে জীবনটা তিনি যাপন করছেন তাকে এই শ্রমশীল নির্মল, সার্বিক এক অপরূপ জীবনে পরিণত করা নির্ভর করছে তাঁরই ওপর।

যে বুড়ো লেভিনের পাশে বসেছিল, বহু আগেই বাড়ি চলে গেছে সে, চাষীরা ছড়িয়ে পড়ছে। যারা কাছে থাকে, তারা বাড়ি চলে গেল, দূরের লোকেরা নৈশাহার সেরে ওখানেই রাত কাটাবে বলে জড়ো হল মাঠে। লোকগুলোর অলক্ষিতে লেভিন গাদিতে শুয়ে শুয়ে ওদের দেখা, কথা শোনা আর নিজের ভাবনা চালিয়ে যেতে লাগলেন। রাত কাটাবার জন্য

যে লোকেরা মাঠে থেকে গিয়েছিল গ্রীষ্মের ছোট রাতে প্রায় ঘুমালই না তারা। প্রথমে কানে এল খেতে বসে ফুর্তির সাধারণ কথাবার্তা আর হাসি তারপর আবার গান আর হাসি।

ফুর্তি ছাড়া খাটুনির গোটা লম্বা দিনটা তাদের মধ্যে আর কোনো চিহ্ন রেখে যায় নি। ভোরের আগে সব চুপচাপ হয়ে গেল। শোনা যাচ্ছিল শুধু জলায় ভেককুলের অক্লান্ত নৈশ ডাকাডাকি আর ভোরের আগে কুয়াশা নামা মাঠে ঘোড়াগুলোর ফোঁৎফোঁৎ। টনক নড়তে লেভিন গাদি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, তারার দিকে চেয়ে বুঝলেন রাত আর নেই।

'কিন্তু কী করব আমি? কিভাবে সেটা করব?' গ্রীষ্মের এই ছোট রাতে যাকিছু তিনি ভেবেছেন, অনুভব করেছেন, চেষ্টা করলেন সেটা নিজের কাছেই প্রকাশ করার। যাকিছু তিনি ভেবেছেন, অনুভব করেছেন তা ভাগ হয়ে গেল পৃথক তিনটে ধারায়। একটা হল নিজের পুরনো জীবনকে, নিজের অকেজো জ্ঞানকে, সবার কাছে নিষ্প্রয়োজন তাঁর শিক্ষাকে বিসর্জন। এই ত্যাগটা থেকে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এটা সহজ, অনায়াস। অন্য ধারণা ও চিন্তাগুলো হল যে জীবন তিনি এখন কাটাতে চান তাই নিয়ে। সে জীবনের সহজতা, বিশুদ্ধতা আর ঔচিত্য তিনি পরিষ্কার টের পাচ্ছিলেন এবং নিঃসন্দেহ ছিলেন, যে তুষ্টি, প্রশান্তি আর মর্যাদার যে অভাবে তিনি অমন রুগ্নের মতো ভুগছিলেন সেগুলো তিনি ওই জীবনে পাবেন। কিন্তু তাঁর তৃতীয় ধারার চিন্তাগুলো ঘুরে মরছিল এই প্রশ্নে: পুরনো জীবন থেকে নতুনে উত্তরণটা করা যায় কিভাবে। আর এ ব্যাপারে পরিষ্কার কিছুই তাঁর চোখে পড়ছিল না। 'বিয়ে করব? কাজ এবং কাজের প্রয়োজনীয়তা রাখতে হবে? পক্রোভ্স্কয়ে ছেড়ে দেব? জমি কিনব? গ্রামসমাজে নাম লেখাব? বিয়ে করব কৃষাণীকে? কী করে এটা করা যায়?' ফের নিজেকে প্রশ্ন করলেন তিনি এবং জবাব পেলেন না। 'তবে সারা রাত তো আমি ঘুমোই নি, পরিষ্কার করে কিছু স্থির করা সম্ভব নয় এখন। পরে পরিষ্কার করে নেওয়া যাবে। শুধু একটা জিনিসে সন্দেহ নেই যে এ রাতটা স্থির করে দিল আমার ভাগ্য। পারিবারিক জীবন নিয়ে আমার সমস্ত কল্পনাগুলো বাজে, আসল জিনিস নয়' — নিজেকে বললেন তিনি, 'এটা অনেক সহজ-সরল, অনেক ভালো...'

'কী সুন্দর!' আকাশের মাঝখানে ঠিক তাঁর মাথার ওপর অদ্ভুত, ঠিক যেন পেঁজা তুলো দিয়ে গড়া ঝিনুকের একটা খোলা দেখে মনে মনে

ভাবলেন তিনি, 'অপরূপ এই রাতটায় সবই কী অপরূপ! ওই ঝিনুকটা গড়ে উঠতে পারল কখন? এই কিছু আগেই আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম, কিছুই তখন ছিল না সেখানে, শুধু দুটি সাদা পাড়। ঠিক এইভাবেই জীবন সম্পর্কে আমারও দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে অলক্ষ্যে!'

মাঠ থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চলতে লাগলেন গাঁয়ের দিকের বড়ো রাস্তাটা ধরে। জোর হাওয়া দিল, সবকিছু হয়ে উঠল ধূসর বিষণ্ণ। দেখা দিয়েছে সেই নিষ্প্রভ মুহূর্তটা যা ঊষার, তমসার ওপর জ্যোতির পূর্ণ বিজয়ের পূর্বাভাস দেয়।

শীতে কুঁকড়ে মাটির দিকে তাকাতে তাকাতে লেভিন যাচ্ছিলেন ক্ষিপ্র গতিতে। ঘণ্টির ঝুনঝুন শুনে লেভিন মাথা তুললেন, ভাবলেন, 'কী ব্যাপার? কে যেন আসছে।' যে বড়ো রাস্তা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেখানে তাঁর কাছ থেকে চল্লিশ পা দূরে চার ঘোড়ার এক গাড়ি আসছে তাঁর দিকে। শ্যাফটের ঘোড়াগুলো গাড্ডায় ঠেলা মারছিল শ্যাফটে কিন্তু নিপুণ কোচোয়ান বক্সে পাশকে ভাবে বসে শ্যাফট ধরে রাখছিল গাড্ডাতেই যাতে চাকাগুলো যেতে পারে দু'পাশের মসৃণ জায়গা দিয়ে।

শুধু এইটুকু লক্ষ্য করে কে আসতে পারে সে কথা না ভেবে অন্যমনস্কের মতো লেভিন চাইলেন গাড়িটার দিকে।

গাড়ির কোণে ঢুলছিলেন এক বৃদ্ধা আর জানলার কোণে, বোঝা যায় সদ্য নিদ্রোত্থিত একটি তরুণী বসে ছিল দুই হাতে শাদা টুপির রিবন ধরে। লেভিনের কাছে যা এখন বিজাতীয় সেই সুচারু ও জটিল অন্তর্জীবনের প্রতিমূর্তি, ভাস্বর চিন্তামগ্ন একটি মেয়ে লেভিনকে লক্ষ্য না করে দেখছিল সূর্যোদয়।

দৃশ্যটা যখন অন্তর্হিত হচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মেয়েটির সত্যসন্ধ দৃষ্টি পড়ল লেভিনের ওপর। আর তাঁকে চিনতে পেরে মুখ তার উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল বিস্মিত আনন্দে।

লেভিনের ভুল হতে পারে না। এরকম চোখ দুনিয়ায় শুধু এই একজোড়া। দুনিয়ায় শুধু এই একটি মানুষই আছে যে জীবনের সমস্ত আলো আর অর্থ কেন্দ্রীভূত করে তুলতে পারে লেভিনের কাছে। হ্যাঁ, সেই। মেয়েটি কিটি। লেভিন বুঝলেন যে রেলস্টেশন থেকে কিটি যাচ্ছে এগুর্শোভোতে। আর বিনিদ্র এই রাতটায় লেভিনকে যা আলোড়িত করেছিল, যেসব সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, তা সবই হঠাৎ অন্তর্ধান করল।

কৃষাণীকে বিয়ে করার যে কল্পনাটি তাঁর মনে এসেছিল, সেটা স্মরণ করে তাঁর বিতৃষ্ণা হল। শুধু ওইখানে, দ্রুত অপসৃয়মান ওই যে গাড়িটা রাস্তার অন্য দিকে চলে গেছে, শুধু ওখানেই সম্ভব যে প্রহেলিকাগুলো ইদানীং তাঁকে পীড়িত ও পিষ্ট করছিল তার নিরসন।

আর ফিরে তাকায় নি কিটি। গাড়ির স্প্রিঙের আওয়াজ আর শোনা গেল না, সামান্য কানে আসছিল ঘোড়ার ঘণ্টি। কুকুরের ডাক থেকে বোঝা গেল গাড়ি গাঁয়ের মধ্যে — চারদিকে পড়ে রইল শুধু ফাঁকা মাঠগুলো, সামনের গ্রামটা আর তিনি নিজে, একাকী, সবার কাছে পর, পরিত্যক্ত বড়ো রাস্তাটা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন একাকী।

যে ঝিনুকটা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল, তাঁর আজকের রাতের ভাবনাধারাকে যা মূর্ত করে তুলেছিল, সেটা দেখবার আশায় তিনি আকাশের দিকে চাইলেন। ঝিনুকের মতো দেখতে কোনো কিছুই তখন আর ছিল না আকাশে। অনধিগম্য ঐ উঁচুতে একটা রহস্যময় পরিবর্তন ঘটে গেছে। ঝিনুক নেই, তার বদলে আকাশের পুরো অর্ধেকটায় বিছিয়ে গেছে ক্রমেই ছোটো ছোটো হয়ে আসা কোদালে মেঘের টানা গালিচা। আকাশ নীল হয়ে ঝকঝক করছে, লেভিনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তর সে দিল সেই একই কোমলতায়, কিন্তু সেই একই অনধিগম্যতায়।

লেভিন মনে মনে বললেন, 'না, সহজ-সরল শ্রমজীবী এই জীবন যতই সুন্দর হোক, তাতে ফেরা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি ভালোবাসি কিটিকে।'

॥ ১৩ ॥

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ লোকেরা ছাড়া আর কেউ জানত না যে বাইরে থেকে দেখলে এই যে মানুষটাকে অতি নিরুত্তাপ, যুক্তিনির্ভর ব্যক্তি বলে মনে হয় তাঁর একটা দুর্বলতা আছে যা তাঁর চরিত্রের সাধারণ আদলের বিরোধী। অবিচলিত চিত্তে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ শিশু বা নারীর কান্না শুনতে ও চোখের জল দেখতে পারতেন না। চোখের জল দেখলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, চিন্তা করার ক্ষমতা তাঁর একেবারে লোপ পেত। তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক ও সচিব এটা জানতেন, প্রার্থিনীদের তাঁরা সাবধান করে দিতেন যে নিজেদের

কাজ পণ্ড করতে না চাইলে কিছুতেই যেন তারা না কাঁদে। বলতেন, 'উনি রেগে উঠবেন, আপনার কথা শুনবেন না।' আর সত্যিই, চোখের জল দেখে এই সব ক্ষেত্রে তাঁর যে চিত্তবিকার হত তা প্রকাশ পেত দমকা একটা রাগে। 'আমি পারব না, কিছুই করতে পারব না। দয়া করে ভাগুন তো!' সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে চেঁচিয়ে উঠতেন তিনি।

ঘোড়দৌড় থেকে ফেরার সময় আন্না যখন ভ্রন্স্কির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তাঁকে জানান আর তার পরেই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তখন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ বোধ করলেও চোখের জল সর্বদাই তাঁর ভেতর যে চিত্তবিকার জাগায় সেটা তিনি টের পাচ্ছিলেন। এটা জানা থাকায় এবং এই মুহূর্তে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করাটা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাবে না, তাও জানা থাকায় তিনি চেষ্টা করলেন নিজের মধ্যে জীবনের সব প্রকাশ রুদ্ধ করে রাখতে, তাই নড়লেন না, তাকালেন না আন্নার দিকে। এই থেকেই দেখা দেয় তাঁর সেই বিচিত্র, মৃত মুখভাব যা অত স্তম্ভিত করেছিল আন্নাকে।

বাড়িতে আসতে উনি গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলেন আন্নাকে, কষ্ট করে অভ্যস্ত ভদ্রতা বজায় রেখে বিদায় নিলেন এবং যে কথাগুলো বললেন তা বলার কোনো বাধ্যতা ছিল না; বললেন যে কাল তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

তাঁর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সন্দেহ সমর্থিত হল স্ত্রীর যে কথায় তাতে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা হল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের। সে যন্ত্রণা আরো বেড়েছিল তাঁর চোখের জলে যে প্রত্যক্ষ অনুকম্পা বোধ করছিলেন তাতে। কিন্তু গাড়িতে একলা হবার পর আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অবাক হয়ে সানন্দে অনুভব করলেন যে এই অনুকম্পা আর ইদানীংকার সন্দেহ আর ঈর্ষার জ্বালা থেকে তিনি মুক্ত।

বহুদিন থেকে যে দাঁতটা কষ্ট দিচ্ছে তা তুলে ফেললে লোকের যেমন লাগে তেমনি লাগল তাঁর। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর প্রকাণ্ড, নিজের মাথার চেয়েও বড়ো কী একটা যেন চোয়াল থেকে তুলে ফেলা হচ্ছে এই অনুভূতির পর রোগী নিজের সৌভাগ্যে বিশ্বাসও করতে পারে না, হঠাৎ টের পায় যা এতদিন তার জীবনকে বিষিয়ে দিচ্ছিল, সমস্ত মনোযোগ টেনে রাখছিল নিজের দিকে তা আর নেই, এখন সে ফের দিন কাটাতে, ভাবতে, আগ্রহী

হতে পারবে শুধু তার দাঁতটা নিয়েই নয়। এইরকমেরই বোধ হল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের। যন্ত্রণাটা হয়েছিল বিচিত্র আর ভয়ংকর, এখন আর নেই; তিনি অনুভব করলেন ফের তিনি দিন কাটাতে ও ভাবতে পারবেন শুধু স্ত্রীর কথাই নয়।

নিজেকে তিনি বললেন, 'সম্মান নেই, হৃদয় নেই, ধর্ম নেই — নষ্টা মেয়ে! সর্বদাই তা জানতাম, সর্বদা দেখতে পাচ্ছিলাম, যদিও তার ওপর করুণাবশে চেষ্টা করছিলাম আত্মপ্রতারণার।' এবং সত্যিই তাঁর মনে হল যে তিনি সর্বদাই স্টো দেখতে পাচ্ছিলেন; নিজেদের বিগত জীবনটার খুঁটিনাটি তিনি স্মরণ করতে লাগলেন, এ জীবন আগে তাঁর কাছে খারাপ মনে হয় নি, কিন্তু এই সব খুঁটিনাটিতে পরিষ্কার প্রমাণ হল যে আন্না চিরকালই ছিলেন নষ্টা। 'ওর সঙ্গে নিজের জীবন জড়িয়ে ভুল করেছি আমি; কিন্তু এ ভুলে খারাপ কিছু নেই, তাই অসুখী আমি হতে পারি না। দোষ আমার নয়, ওর' — নিজেকে বললেন তিনি, 'ওকে নিয়ে আমার দায় নেই কোনো। ওর অস্তিত্বই নেই আমার কাছে...'

যেমন আন্নার প্রতি তেমনি তাঁদের ছেলের প্রতিও তাঁর মনোভাব বদলে গেছে, ওঁদের কী হবে তা নিয়ে তিনি আর ভাবছিলেন না। শুধু একটা প্রশ্ন নিয়েই তিনি ভাবিত, নিজের অধঃপতনের মধ্য দিয়ে আন্না যে নোংরা ছিটিয়েছেন তাঁর ওপর, সেটা সবচেয়ে ভালো, শোভন, নিজের পক্ষে সুবিধাজনক এবং সুতরাং সবচেয়ে ন্যায়সঙ্গত উপায়ে সাফ করতে আর নিজের সক্রিয়, সৎ, প্রয়োজনীয় জীবনের পথ ধরে চলতে থাকা যায় কিভাবে।

'ঘৃণ্য এক নারী অপরাধ করেছে বলে আমি অসুখী হতে পারি না; আমাকে যে কঠিন অবস্থায় সে ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোত্তম উপায় শুধু আমায় পেতে হবে। আর সেটা আমি পাব' — ক্রমেই মুখ কোঁচকাতে কোঁচকাতে নিজেকে বলছিলেন তিনি, 'আমিই প্রথম নই, আমি শেষও নই।' 'সুন্দরী হেলেন' অপেরার ফলে যে মেনেলসের স্মৃতি সবার মনে তাজা হয়ে উঠেছিল তা থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল উচ্চ সমাজে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার একসারি সাম্প্রতিক ঘটনা। 'দারিয়ালভ, পল্‌তাভস্কি, প্রিন্স কারিবানোভ, কাউণ্ট পাস্কুদিন, ড্রাম... হ্যাঁ, ড্রামও, এমন সৎ কর্মিষ্ঠ মানুষ... সেমিওনভ, চাগিন, সিগোনিন' — স্মরণ করতে লাগলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। 'মেনে

নিচ্ছি এ সব লোকের কেমন একটা অবিবেচনাপ্রসূত ridicule* জোটে, কিন্তু আমি এর ভেতর দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু দেখি নি, সর্বদা সহানুভূতি বোধ করেছি ওদের জন্যে' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, যদিও কথাটা ঠিক নয়, এই ধরনের দুর্ভাগ্যে তিনি সহানুভূতি বোধ করেন নি কদাচ, আর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত যত ঘন ঘন ঘটেছে ততই নিজেকে উঁচু মনে করেছেন তিনি। 'এ দুর্ভাগ্য সকলেরই ঘটতে পারে। আমারও ঘটেছে। ব্যাপারটা হল সবচেয়ে উত্তম উপায়ে এটাকে সয়ে যাওয়া।' আর ওঁর মতো অবস্থায় পতিত লোকেরা কী করেছে তা বিশদে খতিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি।

'দারিয়ালভ ডুয়েল লড়েছিল...'

তারুণ্যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ডুয়েলের ভাবনায় বিভোর হতেন ঠিক এই কারণেই যে দৈহিক দিক থেকে তিনি ছিলেন ভীরু এবং নিজেও সেটা ভালো জানতেন। নিজের দিকে উদ্যত একটা পিস্তলের কথা তিনি ভাবতে পারতেন না বিনা ত্রাসে, কোনো হাতিয়ারই তিনি ব্যবহার করেন নি জীবনে। এই ত্রাসই তরুণকে ডুয়েলের কথা ভাবিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করতে হবে এমন একটা পরিস্থিতিতে নিজের শক্তি পরীক্ষার স্বপ্ন দেখিয়েছে। জীবনে সাফল্য ও পাকা চাকরি পেয়ে তিনি বহুকাল ওই অনুভূতিটা ভুলে গিয়েছিলেন; কিন্তু অভ্যস্ত অনুভূতিটারই জয় হল, দেখা গেল নিজের কাপুরুষতার জন্য আতংক এখনো এতই প্রবল যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অনেকখন ধরে ও সর্বদিক দিয়ে ডুয়েল লড়ার কথা ভাবলেন ও তাতে আচ্ছন্ন হলেন যদিও আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে কোনো ক্রমেই লড়বেন না তিনি।

'কোনো সন্দেহ নেই, আমাদের সমাজ এখনও এত বুনো (ইংরেজরা যা নয়) যে অনেকেই' — আর এই অনেকের মধ্যে তাঁরাও পড়েন যাঁদের মতামতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিশেষ মূল্য দিতেন, 'ডুয়েলকে ভালো চোখে দেখেন। কিন্তু কী ফল হবে? ধরা যাক আমি ডুয়েলে ডাকলাম' — মনে মনে তিনি ভেবে চললেন, আর ডুয়েলে ডাকার পর যে রাতটা তাঁর কাটবে, যে পিস্তলটা উদ্যত হবে তাঁর দিকে সে কথা কল্পনা করে কেঁপে উঠলেন তিনি, এবং টের পেলেন, এ কাজ কখনো তিনি

---

* টিটকারি (ফরাসি)।

করবেন না, 'ধরা যাক, আমি ওকে ডুয়েলে ডাকলাম, ধরা যাক, আমায় সব শিখিয়ে পড়িয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল' — ভেবে চললেন তিনি, 'আমি ট্রিগার টিপলাম' — এই ভেবে তিনি চোখ বুজলেন, 'দেখা গেল ওকে খুন করেছি আমি' — মনে মনে ভেবে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা ঝাঁকালেন নির্বোধ ভাবনাটা ভাগিয়ে দেবার জন্য। 'পাতকী স্ত্রী আর পুত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থির করে নেবার জন্যে নরহত্যার কী অর্থ হয়? স্ত্রীর ব্যাপারে কী করা হবে সেটাও আমায় স্থির করতে হবে ঠিক ওইভাবেই। কিন্তু যেটা আরো বিশ্বাস্য এবং যা অবশ্যই ঘটবে, সেটা হল — আমিই মারা যাব কিংবা আহত হব। আমি নির্দোষ একটা লোক, হব শিকার — নিহত বা আহত। এটা আরো অর্থহীন। তা ছাড়া আমার পক্ষ থেকে ডুয়েলে ডাকা হবে একটা কপট আচরণ। একি আমি আগেই জানি না যে আমার বন্ধুরা ডুয়েল লড়তে দেবে না — এটা হতে দেবে না যে রাশিয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় এক রাজপুরুষের জীবন বিপন্ন হোক। কী দাঁড়াবে তাহলে? দাঁড়াবে এই যে ব্যাপারটা বিপদ পর্যন্ত গড়াবে না জেনে রেখেই আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে কিছু মিথ্যে বাহাদুরি দেখাতে চেয়েছিলাম। এটা অসাধু, এটা কপট, অন্যদেরকে এবং নিজেকে প্রতারণা। ডুয়েল অকল্পনীয়, আমার কাছ থেকে সেটা কেউ আশা করে না। আমার লক্ষ্য হল বিনা বাধায় নিজের ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাবার মতো মান-সম্মান সুনিশ্চিত করা।' রাজসেবার যে ক্রিয়াকলাপ আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে আগেও বেশ গুরুত্ব ধরত, সেটা তাঁর কাছে এখন অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হল।

ভেবে-টেবে ডুয়েলের সংকল্প বর্জন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদের কথা চিন্তা করলেন — যেসব পুরুষের কথা তাঁর মনে পড়ছিল তাঁদের কয়েকজন বেছে নেন এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি। বিবাহবিচ্ছেদের যত ঘটনা জানা আছে (তাঁর সুপরিচিত উচ্চ সমাজে এর সংখ্যা খুবই বেশি) তা সব বিচার করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এমন একটা ঘটনাও পেলেন না যার লক্ষ্য তিনি যা ভাবছিলেন সেইরকম। এগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামী বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীকে স্রেফ ছেড়ে বা বেচে দিয়েছে আর অপরাধের কারণে যে পক্ষের বিয়ের কোনো অধিকার ছিল না, সে একটা বানিয়ে নেওয়া, আপাত-বৈধ সম্পর্ক পেতেছে নতুন স্বামীর সঙ্গে। নিজের ক্ষেত্রে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দেখতে পেলেন যে একটা বৈধ বিচ্ছেদ,

অর্থাৎ যাতে দোষী স্ত্রীই শুধু প্রত্যাখ্যাত হবে, সেটা অসম্ভব। তিনি দেখতে পেলেন যে জটিল যে পরিস্থিতিতে তিনি আছেন তাতে স্ত্রীকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আইন যেসব স্থূল প্রমাণ দাবি করে তা জোগাড় করা সম্ভব নয়; দেখতে পাচ্ছিলেন যে এ সব প্রমাণ থাকলেও তাঁর জীবনের মার্জিত রুচি তা ব্যবহার করতে দেবে না, ব্যবহার করলে সমাজের কাছে স্ত্রীর চেয়ে তাঁরই ক্ষতি হবে বেশি।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে গেলে দাঁড়াবে শুধু একটা কেলেঙ্কারি মামলা যা শুধু কুৎসা রটনা আর সমাজে তাঁর উচ্চ প্রতিষ্ঠায় হানি ঘটানোর জন্য কাজে লাগবে তাঁর শত্রুদের। সবচেয়ে কম ভাঙচুরে নিজের অবস্থাটা স্থির করে নেওয়া — এই প্রধান লক্ষ্যটা বিবাহবিচ্ছেদে'ও সিদ্ধ হবে না। তা ছাড়া স্পষ্টই বোঝা যায় বিবাহবিচ্ছেদে, এমনকি তার চেষ্টা করলেও স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে যোগ দেবে তার প্রণয়ীর সঙ্গে। এবং স্ত্রীর প্রতি তিনি এখন একটা সঘৃণ ঔদাসীন্য বোধ করছেন বলে তাঁর মনে হলেও অন্তরে অন্তরে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ অনুভব করছিলেন শুধু একটা প্রবণতা — স্ত্রী অবাধে দ্রন্‌স্কির সঙ্গে মিলিত হতে পারবে, তার অপরাধই হবে তার কাছে লাভজনক, এতে অনিচ্ছা। এই একটা ভাবনাই তাঁকে এত উত্ত্যক্ত করছিল যে ব্যাপারটা কল্পনা করে বেদনায় ককিয়ে উঠলেন তিনি, দাঁড়িয়ে উঠে জায়গা বদল করলেন গাড়িতে, তারপর মুখ কুঁচকে বহুক্ষণ ধরে তাঁর ঠান্ডা হাড্ডিসার পা ঢাকা দিতে লাগলেন কম্বলে।

'আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদ ছাড়াও কারিবানোভ, পাস্কুদিন আর ঐ ভালোমানুষ দ্রাম যা করেছে তা করা যায়, অর্থাৎ স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হওয়া' — একটু শান্ত হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি; কিন্তু এ ব্যবস্থাটাও বিবাহবিচ্ছেদের মতোই কলঙ্কের সমান অসুবিধা ঘটাবে, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, ঠিক বিবাহবিচ্ছেদের মতোই এটা স্ত্রীকে তুলে দেবে দ্রন্‌স্কির আলিঙ্গনে। 'না, সে অসম্ভব, অসম্ভব!' ফের কম্বল জড়াতে জড়াতে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'অসুখী আমি হতে পারি না, কিন্তু সুখী হওয়া চলে না ওদের দু'জনেরও।'

যে ঈর্ষা তাঁকে পীড়িত করছিল অনিশ্চিত থাকার সময়, স্ত্রীর কথায় সযন্ত্রণায় তাঁর দাঁত তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তা চলে যায়। কিন্তু তার স্থান নেয় অন্য একটা জিনিস: স্ত্রী শুধু জয়বোধ করবে না তাই নয়,

অপরাধের প্রতিফলও পাক, এই বাসনা। এই অনুভূতি সম্পর্কে তিনি সজ্ঞান ছিলেন না, কিন্তু মনের গভীরে তিনি চাইছিলেন যে তাঁর প্রশান্তি ও সম্মান নষ্ট করার জন্য স্ত্রী কষ্ট ভুগুক। এবং ডুয়েল, বিবাহবিচ্ছেদ আর পৃথক বসবাসের শর্তগুলো আবার পুনর্বিবেচনা ও বর্জন করে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিশ্চিত হয়ে উঠলেন যে উপায়ান্তর আছে কেবল একটি — যা ঘটেছে তা সমাজের কাছ থেকে লুকিয়ে আন্নাকে নিজের কাছে রাখা এবং তাঁর সাধ্যায়ত্ত সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে ওঁদের যোগাযোগ বন্ধ করা আর প্রধান কথা — যার সম্পর্কে তিনি নিজেই সজ্ঞান ছিলেন না — আন্নাকে শাস্তি দেওয়া। 'নিজের এই সিদ্ধান্ত আমায় ঘোষণা করতে হবে যে পরিবারকে যে গুরুতর অবস্থায় সে ফেলেছে তাতে বাহ্যিক status quo* ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যবস্থাই হবে দু'পক্ষের ক্ষেত্রেই খারাপ, status quo আমি মেনে চলতে রাজি কিন্তু সে আমার ইচ্ছা, অর্থাৎ প্রণয়ীর সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করবে এই শর্তের কঠোর পালনে।' এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্তরূপে নিয়ে নেওয়ার পর তিনি আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি পেলেন তার সমর্থনে। নিজেকে তিনি বললেন, 'ধর্মমতে আমি চলতে পারব কেবল এই সিদ্ধান্তেই, কেবল এই সিদ্ধান্তেই আমি পাতকী স্ত্রীকে ত্যাগ না করে তাকে সংশোধনের সুযোগ দেব আর এমনকি আমার পক্ষে যত কঠিনই হোক, নিজের শক্তির একাংশ ব্যয় করব তাকে সংশোধন করতে, বাঁচাতে।' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যদিও জানতেন যে স্ত্রীর ওপর নৈতিক প্রভাবপাতে তিনি অক্ষম এবং সংশোধনের এই সব চেষ্টা থেকে মিথ্যা ছাড়া আর কোনো ফল হবে না; দুঃসহ এই মুহূর্তগুলির কষ্টভোগের সময় যদিও তিনি একবারও ধর্মের শরণ নেন নি, তাহলেও এখন তাঁর যা মনে হল, তাঁর সিদ্ধান্ত ধর্মীয় দাবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আর ধর্মের এই মঞ্জুরি তাঁকে দিল পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি এবং আংশিক শান্তি। এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে কেউ বলতে পারবে না যে জীবনের এমন একটা গুরুতর অবস্থাতে তিনি সে ধর্মের অনুজ্ঞা মেনে চলেন নি, সাধারণ শীতলতা ও ঔদাসীন্যের মধ্যে যার পতাকা তিনি চিরকাল উচ্চে তুলে ধরেছেন। আরো খুঁটিনাটি বিচার করে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ দেখতেই পেলেন না কেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই

* স্থিতাবস্থা (লাতিন)।

থাকতে পারবে না। তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তিনি যে কখনো ফিরিয়ে আনতে পারবেন না তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু স্ত্রী নষ্টা আর অবিশ্বস্তা বলে তিনি তাঁর জীবন পয়মাল করবেন, কষ্ট ভুগবেন, এর কোনো কারণ নেই, থাকতেও পারে না। 'হ্যাঁ, সময় যাবে, সর্বদুঃখহর সময়, সম্পর্ক হয়ে উঠবে আগের মতো' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'মানে, তা এমন মাত্রায় যাবে যে আমার জীবনের ধারায় কোনো বিশৃঙ্খলা বোধ করব না। ওর অসুখী হওয়ার কথা, কিন্তু আমার তো দোষ নেই, তাই আমি অসুখী হতে পারি না।'

॥ ১৪ ॥

পিটার্সবুর্গ যেতে যেতে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শুধু যে এ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন তাই নয়, স্ত্রীকে যে চিঠি লিখবেন তার বয়ানও তৈরি করতে লাগলেন মনে মনে। হলে ঢুকে মন্ত্রিদপ্তর থেকে আসা চিঠিপত্রগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি সেগুলো তাঁর কেবিনেটে নিয়ে যাবার হুকুম দিলেন।

'ঘোড়া সরিয়ে নাও, আর কারও আসা এখন বারণ' — খানসামার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন খোশ মেজাজের লক্ষণস্বরূপ খানিকটা তৃপ্তির সঙ্গে, 'আসা বারণ' কথাটায় জোর দিয়ে।

কেবিনেটে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ দু'বার এ-মোড় ও-মোড় হেঁটে লেখার বিরাট টেবিলটার কাছে থামলেন। তাঁর আগে আগে এসে সাজবরদার তাতে ছয়টা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আঙুল মটকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চেয়ারে বসলেন, ঠিকঠাক করতে লাগলেন টেবিলের জিনিসপত্র। কনুইয়ে ভর দিয়ে তিনি এক মিনিট ভাবলেন তারপর এক মুহূর্ত না থেমে লিখতে শুরু করলেন। লিখলেন তিনি সম্বোধন না করে, ফরাসি ভাষায় আর ব্যবহার করলেন 'আপনি' সর্বনাম যা ফরাসিতে রুশ ভাষার মতো অতটা নিরুত্তাপ নয়।

'আমাদের শেষ কথাবার্তায় আমি কথাবার্তাটার বিষয় প্রসঙ্গে আমার সিদ্ধান্ত জানাবার সংকল্প জ্ঞাপন করেছিলাম। সবকিছু মনোযোগ সহকারে

ভেবে দেখে আমি এখন আমার প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য লিখছি। আমার সিদ্ধান্ত এই: আপনার আচরণ যাই হোক, ওপরওয়ালা যে বাঁধনে আমাদের বেঁধেছেন তা ছিন্ন করার অধিকার আমার নেই বলে আমি মনে করি। দম্পতিদের একজনের খামখেয়াল, স্বেচ্ছাচার এমনকি পাতকেও পরিবার ধ্বংস করা চলে না, এবং আমাদের জীবন আগে যেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত। এটা আবশ্যক আমার জন্য, আপনার জন্য, আমাদের ছেলের জন্য। আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে এই চিঠির যা উপলক্ষ তার জন্য আপনি অনুতাপ করেছেন ও করছেন, এবং আমাদের মনান্তরের কারণ আমূল উৎপাটিত করে অতীতকে ভুলে যেতে আপনি আমায় সহায়তা করবেন। বিপরীত ক্ষেত্রে আপনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন আপনার এবং আপনার পুত্রের ভাগ্যে কী আছে। এ সব নিয়ে সাক্ষাতে আরো বিশদ কথা হবে বলে আশা করি। পল্লীবাসের মরশুম যেহেতু শেষ হতে চলেছে, তাই আপনাকে অনুরোধ করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, মঙ্গলবারের মধ্যেই পিটার্সবুর্গে চলে আসতে। আপনার আগমনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা করা থাকবে। আপনাকে মনে রাখতে মিনতি করি যে আমার এ অনুরোধ পালনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করছি আমি।

আ. কারেনিন

পুঃ। চিঠির সঙ্গে টাকা রইল, আপনার খরচার জন্য তা দরকার হতে পারে।'

চিঠিটা পড়ে দেখে তিনি সন্তুষ্ট হলেন, বিশেষ করে এই জন্য যে টাকাটা দেবার খেয়াল হয়েছিল তাঁর; কোনো কড়া কথা বা তিরস্কার নেই তাতে, আবার প্রশ্রয়ও নেই। বড়ো কথা — প্রত্যাবর্তনের স্বর্ণসেতু পাতা গেল। চিঠি ভাঁজ করে হাতির দাঁতের মস্তো পেল্লাই ছুরিতে তা পালিশ করে টাকা সমেত তা লেফাফায় পুরলেন এবং নিজের টেবিলের চমৎকার সুব্যবস্থিত জিনিসপত্রগুলি ব্যবহার করতে তিনি সর্বদা যে তৃপ্তি লাভ করতেন সেই তৃপ্তিতে ঘণ্টি বাজালেন।

'পত্রবাহককে দিয়ে ব'লো যে পল্লীনিবাসে আন্না আর্কাদিয়েভনাকে যেন পেঁছে দেয় কালই' — বলে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

'যে আজ্ঞে হুজুর। কেবিনেটে চা আনব?'

কেবিনেটেই চা দিতে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, পেল্লাই ছুরিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গেলেন আরাম-কেদারাটার কাছে, সেখানে বাতি তৈরি ছিল আর ছিল মিশরীয় লিপি সম্পর্কে পড়তে শুরু করা একটা ফরাসি বই। কেদারার ওপরে টাঙানো ছিল ডিম্বাকৃতি সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো, নামকরা চিত্রকরের আঁকা আন্নার চমৎকার প্রতিকৃতি। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তার দিকে তাকালেন। আন্নার দুর্ভেদ্য চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে বেহায়ার মতো উপহাসভরে, তাঁদের গত সন্ধ্যার আলাপের সময়কার মতো। মাথার কালো লেস, কালো চুল, অপরূপ শাদা হাতের অনামিকায় আংটি, শিল্পী যা এ'কেছে অতি সুন্দর করে তা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে লাগল অসহ্য বেহায়া আর আস্ফালনের মতো। ছবিটার দিকে এক মিনিট চাইতেই তিনি এমন চমকে উঠলেন যে ঠোঁট কে'পে গিয়ে একটা 'ব্‌রর' শব্দ বেরুল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি করে কেদারায় বসে বই খুললেন। পড়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মিশরীয় লিপি সম্পর্কে আগে তাঁর যে সজীব আগ্রহ ছিল সেটা কিছুতেই ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। বইটার দিকে চেয়ে থেকে তিনি ভাবতে লাগলেন অন্য কথা। স্ত্রীর কথা নয়, সম্প্রতি তাঁর রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপে যে একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে, চাকরিতে এখন যেটায় তাঁর প্রধান আগ্রহ, ভাবছিলেন তার কথা। তিনি অনুভব করছিলেন যে এই জটিল ব্যাপারটা তিনি আগে কখনো এতটা তলিয়ে দেখেন নি, এবং মাথায় তাঁর — বড়াই না করে এ কথা তিনি বলতে পারেন — এসেছে একটা খাশা ভাবনা, তাতে ব্যাপারটার জট খুলবে, তাঁর উন্নতি হবে চাকরিতে, শত্রুদের ক্ষতি হবে, সুতরাং উপকার হবে রাষ্ট্রের। চা দিয়ে লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ গেলেন লেখার টেবিলের কাছে। চলতি ব্যাপারগুলোর পোর্টফোলিওটা টেনে নিয়ে আত্মতৃপ্তির সামান্য লক্ষণীয় হাসিমুখে একটা পেনসিল বার করে সামনের আরেকটা জটিল ব্যাপারের আগে যে জটিল ব্যাপারটার কাগজগুলো তিনি চেয়ে পাঠিয়েছিলেন তা পড়ায় মগ্ন হয়ে গেলেন। জটিলতা হল এই। রাজপুরুষ হিশেবে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বৈশিষ্ট্য, যা পুরোগামী প্রতিটি ব্যক্তির থাকে, এবং যা শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, একগুঁয়ে

আত্মাভিমান, সংযম, সততা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিলে যা তাঁর চাকুরিভাগ্য গড়ে দিয়েছে সেটা হল কাগুজে আনুষ্ঠানিকতার প্রতি তাঁর তাচ্ছিল্য, লেখালেখি কমিয়ে আনা, যতদূর সম্ভব জীবন্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, এবং মিতব্যয়িতা। হয়েছিল এই যে ২ জুনের কমিশনে জারাইস্ক গুবের্নিয়ায় সেচকর্মের ব্যাপারটা ওঠে যা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যে মন্ত্রিদপ্তরে আছেন তার অন্তর্ভুক্ত, এবং অপব্যয়ের নিষ্ফলতা ও কাজটার প্রতি কাগুজে মনোভাবের প্রখর দৃষ্টান্ত এটি। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জানতেন যে ব্যাপারটা সত্যিই তাই। জারাইস্ক গুবের্নিয়ায় সেচের ব্যাপারটা শুরু করেছিলেন তাঁর পূর্ববর্তী পদাধিকারীর পূর্ববর্তী ব্যক্তি। এবং সত্যিই এ ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ হয়েছে ও হচ্ছিল একেবারেই কোনো কাজ না দিয়ে এবং স্পষ্টতই গোটা ব্যাপারটায় কোনো ফল হতে পারে না। চাকরিতে গিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তক্ষুনি সেটা বুঝেছিলেন এবং ভেবেছিলেন হস্তক্ষেপ করবেন; কিন্তু প্রথমটায় যখন তিনি পায়ের তলে তখনও বিশেষ শক্ত মাটি পান নি, তিনি জানতেন যে তাতে বড়ো বেশি লোকের স্বার্থে ঘা পড়বে, এবং কাজটা বিচক্ষণ হবে না; পরে তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এ ব্যাপারটা স্রেফ ভুলেই যান। অন্য সমস্ত ব্যাপারের মতো এটাও চলতে থাকে আপনা-আপনি, জাড্যের শক্তিতে। (এতে অনেক লোকের খাওয়া জুটছিল, বিশেষ করে অতি নীতিপরায়ণ সঙ্গীতভক্ত একটি পরিবারের: ও বাড়ির সব মেয়েই তারযন্ত্র বাজাত। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ পরিবারটিকে জানতেন এবং বড়ো মেয়েদের একটির ধর্মবাপও হয়েছিলেন।) শত্রুভাবাপন্ন অন্য একটি মন্ত্রিদপ্তর যে ব্যাপারটা খুঁচিয়ে তুলেছে সেটা আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মতে অসাধু, কেননা প্রতি দপ্তরেই এরকম ব্যাপার আছে যা চাকুরির নির্দিষ্ট কতকগুলি কারণবশত কেউ খুঁচিয়ে তোলে না। এখন কিন্তু ওঁর দিকে যখন দ্বন্দ্বাহ্বানের দস্তানা ছুঁড়েই ফেলা হল, তখন সেটা তিনি নির্ভয়ে লুফে নিলেন, এবং জারাইস্ক গুবের্নিয়ার সেচ-বিষয়ক কমিশনের কাজ দেখা ও যাচাই করার জন্য বিশেষ কমিশন নিয়োগের দাবি করলেন; ওই ভদ্রলোকেদের কোন ছাড়টাড় দেবেন না তিনি। আরো একটা বিশেষ কমিশন তিনি দাবি করলেন অরুশদের উন্নতির জন্য। ২ জুনের কমিটিতে অরুশ জাতির প্রশ্নটা এসেছিল নেহাৎ অকস্মাৎ, কিন্তু অরুশদের শোচনীয় অবস্থা

আর বিলম্ব সইতে পারে না বলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সতেজে তা সমর্থন করেন। কমিটিতে প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ায় কয়েকটি মন্ত্রিদপ্তরের মধ্যে বচসার উপলক্ষ। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের প্রতি যে দপ্তরটা শত্রুভাবাপন্ন ছিল, তারা প্রমাণ করে দিল যে অরুশদের অবস্থায় খুবই শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, উন্নয়নের যে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে তাতে সেটা ধ্বংসই পাবে আর খারাপ যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেটা আসছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মন্ত্রিদপ্তর কর্তৃক আইনসঙ্গত ব্যবস্থা চালু না করা থেকে। এবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্থির করলেন যে দাবি করবেন: প্রথমত, নতুন একটি কমিশন গঠন যার ওপর ভার দেওয়া হবে অকুস্থলে গিয়ে অরুশদের অবস্থা তদন্ত করার; দ্বিতীয়ত, কমিটির হাতে যেসব সরকারী তথ্যাদি আছে তা থেকে অরুশদের অবস্থা যা দাঁড়ায় তাই যদি সত্যি হয়, তাহলে নতুন আরেকটা কমিশন গড়া হোক অরুশদের এই নিরানন্দ অবস্থাটা পর্যালোচনার জন্য: ক) রাজনৈতিক, খ) প্রশাসনিক, গ) অর্থনৈতিক, ঘ) নরকৌলিক, ঙ) বৈষয়িক এবং চ) ধর্মীয় দিক থেকে; তৃতীয়ত, অরুশরা বর্তমানে যে অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে আছে তা নিবারণের জন্য শত্রুভাবাপন্ন মন্ত্রিদ্রপ্তরটি গত দশ বছরে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তার বিবরণ দাবি করা হোক উক্ত মন্ত্রিদপ্তরের কাছে; অবশেষে চতুর্থত, ১৮৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর ও ১৮৬৪ সালের ৭ জুন তারিখের ১৭০১৫ ও ১৮৩০৮ নং যে দলিল কমিটিতে পেশ করা হয়েছে তা থেকে যা দেখা যাচ্ছে খন্ড... ধারা ১৮ ও ৩৬ ধারার টীকার মৌলিক ও আঙ্গিক আইনের সরাসরি বিরোধিতা করে মন্ত্রিদপ্তর কেন কাজ করেছে তার কৈফিয়ত দাবি করা হোক। দ্রুত এই ভাবনার সংক্ষিপ্তসার টুকে রাখার সময় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মুখে ফুটে উঠল সঞ্জীবনের আভা। এক টুকরো কাগজে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে পাঠিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘণ্টি দিয়ে চিরকুটটা তাঁর দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ককে দিতে বললেন। উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে পায়চারি করতে করতে তিনি ফের তাকালেন আন্নার প্রতিকৃতির দিকে, ভুরু কুঁচকে হাসলেন ঘৃণাভরে। তারপরে মিশরীয় লিপির বইখানা পড়ে এবং তাতে আগ্রহ ফিরে আসার পর উনি ঘুমাতে গেলেন এগারোটার সময় আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্ত্রীর ঘটনাটা স্মরণ করে তাঁর মনে হল ব্যাপারটা মোটেই অতটা বিষাদের নয়।

ভ্রন্‌স্কি যখন আন্নাকে বলেছিলেন যে তাঁর অবস্থাটা সম্ভবপর নয়, বুঝিয়েছিলেন স্বামীকে সব খুলে বলতে, তখন আন্না একগুঁয়ের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে ভ্রন্‌স্কির কথায় আপত্তি করলেও মনের গভীরে তিনি নিজের অবস্থাটা মিথ্যাময় ও অসাধু বলে টের পাচ্ছিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে চাইছিলেন সেটা বদলাতে। ঘোড়দৌড় থেকে স্বামীর সঙ্গে ফেরার পথে উত্তেজনার মুহূর্তে স্বামীকে যখন তিনি সব বলেন, তখন যন্ত্রণা বোধ করলেও এতে তিনি খুশি হয়েছিলেন। স্বামী তাঁকে ছেড়ে রেখে যাবার পর তিনি নিজেকে বোঝান যে তিনি এখন হাঁপ ছাড়লেন, এবার সবকিছু স্থির হয়ে যাবে। নিদেনপক্ষে মিথ্যা ও প্রতারণার কিছু থাকবে না। এবার অবস্থাটা চিরকালের মতো স্থির হয়ে গেল, এটা তাঁর কাছে মনে হল সন্দেহাতীত। নতুন এই অবস্থাটা খারাপ হতে পারে, কিন্তু তা হবে সুনির্দিষ্ট, অস্পষ্টতা বা মিথ্যা কিছু থাকবে না তাতে। কথাগুলো বলে নিজেকে আর স্বামীকে তিনি যে যন্ত্রণা দিয়েছেন তার ক্ষতিপূরণ হবে এই থেকে যে সব স্থিরীকৃত হয়ে যাচ্ছে, ভাবলেন তিনি। সেই সন্ধ্যাতেই ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, কিন্তু তাঁর আর স্বামীর মধ্যে কী ঘটেছে সে কথা কিছুই বললেন না তিনি, যদিও অবস্থাটা স্থিরীকৃত করার জন্য তা বলা দরকার ছিল।

পরের দিন সকালে যখন তাঁর ঘুম ভাঙল, তখন প্রথম তাঁর যা মনে হল সেটা স্বামীকে কী কথা তিনি বলেছেন, আর সে কথাগুলো তাঁর কাছে এত ভয়ংকর লাগল যে ভেবে পেলেন না কী ক'রে এই অদ্ভুত রূঢ় কথাগুলো উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন তিনি আর এ থেকে কী দাঁড়াবে সেটা ঠাউরে উঠতে পারলেন না। কিন্তু কথাগুলো বলা হয়ে গেছে, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচও চলে গেলেন কিছু না বলে। 'ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হল কিন্তু কিছু বললাম না তাকে। যখন সে চলে যাচ্ছিল তখন ইচ্ছে হয়েছিল ওকে ডেকে ব্যাপারটা বলি, কিন্তু মত পালটালাম কেননা প্রথমেই ব্যাপারটা যে বলি নি সেটা অদ্ভুত। কেন আমি চেয়েছিলাম অথচ বললাম না?' আর এই প্রশ্নের জবাবে লজ্জার রাঙা রঙে ছেয়ে গেল তাঁর মুখ। তিনি বুঝলেন কী তাঁকে এ থেকে আটকে রেখেছিল; বুঝলেন যে তাঁর গ্লানি বোধ হয়েছিল। তাঁর যে অবস্থাটা গতকাল সুস্পষ্ট মনে হয়েছিল,

এখন তা লাগল শুধু অস্পষ্ট নয়, নিরুপায়ই। কলঙ্কের কথা ভেবে আতংক হল যা আগে তাঁর মনেই হয় নি। স্বামী কী করবে ভেবে ভয়াবহ দুশ্চিন্তা হল তাঁর। ধারণা হল, এক্ষুনি তত্ত্বাবধায়ক এসে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তাঁকে, সারা দুনিয়ায় রটবে তাঁর কলঙ্ক। নিজেকে তিনি শুধালেন, বাড়ি থেকে বার করে দিলে কোথায় যাবেন তিনি, উত্তর পেলেন না।

ভ্রন্স্কির কথা যখন ভাবলেন, তখন তাঁর মনে হল সে তাঁকে ভালোবাসে না, তাঁকে তার ভার বোধ হতে শুরু করেছে, নিজেকে তিনি ওর কাছে নিবেদন করতে পারেন না আর সে জন্য তার প্রতি বিদ্বেষ বোধ করলেন তিনি। তাঁর মনে হল, স্বামীকে যে কথাগুলো তিনি বলেছেন এবং কল্পনায় অবিরত যার পুনরাবৃত্তি করছেন তা তিনি বলেছেন সবাইকে এবং সবারই কানে গেছে তা। যাদের সঙ্গে তিনি থেকেছেন তাদের চোখের দিকে চাইতে তিনি অক্ষম। দাসীকে ডাকা বা নিচে নেমে ছেলে আর গৃহশিক্ষিকার কাছে যাবার সাহস হল না তাঁর।

দাসী অনেক আগে থেকেই কান পেতে ছিল দরজায়, নিজেই সে ঢুকল ঘরে। আন্না জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে চেয়ে সভয়ে লাল হয়ে উঠলেন। দাসী ঘরে ঢুকেছে বলে মাপ চাইল এই বলে যে তার মনে হয়েছিল যে তাকে ডাকা হয়েছে ঘণ্টি বাজিয়ে। পোশাক আর একটা চিরকুট নিয়ে এল সে। চিরকুটটা বেট্সির কাছ থেকে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন আজ সকালে তাঁর ওখানে লিজা মের্কালোভা আর ব্যারনেস শ্‌টোল্‌ৎস আসছেন তাঁদের ভক্ত কালুজ্‌স্কি আর বৃদ্ধ স্ত্রেমভকে নিয়ে ক্রকেট খেলার জন্য। 'আসুন অন্তত নৈতিকতা নিরীক্ষণ করার জন্যে। অপেক্ষায় রইলাম' — বলে শেষ করেছেন তিনি।

চিরকুটটা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আন্না।

আন্নুশ্‌কা ড্রেসিং-টেবিলে সেণ্ট ইত্যাদির শিশি-বুরুশ রাখছিল। আন্না তাকে বললেন, 'কিছু লাগবে না আমার, কিছু না। আমি এখুনি পোশাক পরে বেরুব। চলে যা। কিছুই চাই না আমার, কিছু না।'

আন্নুশ্‌কা বেরিয়ে গেল। কিন্তু আন্না পোশাক পরতে উঠলেন না, মাথা আর হাত নামিয়ে একই ভঙ্গিতে বসে রইলেন, শুধু মাঝে মাঝে সারা দেহ ঝাঁকিয়ে উঠছিলেন যেন কিছু একটা করার, কিছু একটা বলার জন্য, তারপর ফের নিথর হয়ে যাচ্ছিলেন। অনবরত তিনি বলে যাচ্ছিলেন, 'হে ভগবান!

হে ভগবান!' কিন্তু 'হে' অথবা 'ভগবান' — কিছুরই কোনো অর্থ ছিল না তাঁর কাছে। যে ধর্মে তিনি প্রতিপালিত তাতে তাঁর কোনো অবিশ্বাস না থাকলেও তাঁর অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য ধর্মের সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছে স্বয়ং আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনার মতো সমান বিজাতীয়। আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে ধর্মের সাহায্য সম্ভব কেবল যা তাঁর কাছে জীবনের সমগ্র অর্থ তা বিসর্জন দেওয়ার শর্তে। তাঁর শুধু কষ্ট হচ্ছিল তাই নয়, মনের যে নতুন অবস্থাটা তাঁর আগে কখনো হয় নি, তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল প্রাণের ভেতর সবকিছু দু'খানা হতে শুরু করেছে, মাঝে মাঝে যেমন ক্লান্ত চোখের সামনে জিনিসপত্র দেখায় দু'খানা করে। মাঝে মাঝে তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না কিসে তাঁর আতংক, কী তিনি চান। যা ঘটেছে আর যা হবে সেটাতেই কি তাঁর ভয়, সেটাই কি তাঁর ইচ্ছা, নাকি ঠিক কী তিনি চান তা জানা ছিল না তাঁর।

'উহ্, কী আমি করছি!' হঠাৎ মাথার দু'দিকে ব্যথা বোধ করে মনে মনে বললেন তিনি। সম্বিত ফিরে তিনি দেখলেন যে দুই হাতে তিনি চাঁদির চুল চেপে ধরেছেন। লাফিয়ে উঠে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।

'কফি তৈরি, সেরিওজার সঙ্গে মাদমোয়াজেল অপেক্ষা করছেন' — ফের এসে এবং আন্নাকে সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে দেখে আন্নুশ্কা বললে।

'সেরিওজা? কেমন আছে সে?' হঠাৎ চকিত হয়ে জিগ্যেস করলেন আন্না, সারা সকালের মধ্যে এই প্রথম পুত্রের অস্তিত্বের কথা মনে পড়ল তাঁর।

'ও খানিকটা দুষ্টুমি করেছে মনে হয়' — হেসে জবাব দিলে আন্নুশ্কা।

'কী দুষ্টুমি?'

'পিচ ফলগুলো আপনার কোণের আলমারিতে ছিল; মনে হয় চুপি চুপি একটা ও খেয়েছে।'

যে নিরুপায় অবস্থার মধ্যে আন্না ছিলেন, ছেলের কথা মনে পড়িয়ে দেওয়ায় হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ছেলেকে নিয়েই মা বেঁচে থাকছে, অতিরঞ্জিত হলেও খানিকটা অপকট এই যে ভূমিকাটা তিনি ইদানীং নিয়েছেন সেটা মনে পড়ল তাঁর, এই ভেবে তাঁর আনন্দ হল যে অবস্থা তাঁর যাই হোক, স্বামী আর ভ্রন্স্কি প্রসঙ্গে যে অবস্থাতেই তিনি

পড়ুন, তা নিরপেক্ষে তাঁর একটা সার্বভৌমত্ব আছে। সে সার্বভৌমত্ব হল তাঁর ছেলে। যে অবস্থাতেই তিনি পড়ুন, ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারেন না। তাঁকে কলঙ্কিত করে বাড়ি থেকে বার করে দিক না তাঁর স্বামী, তাঁর প্রতি নিরুত্তাপ হয়ে নিজের স্বাধীন জীবন যাপন করতে থাকুক ভ্রন্‌স্কি (ফের তিক্ততা আর তিরস্কারের সঙ্গে ভ্রন্‌স্কির কথা মনে হল তাঁর), ছেলেকে তিনি ছাড়তে পারবেন না। জীবনের লক্ষ্য তাঁর আছে। ছেলে প্রসঙ্গে তাঁর এই অবস্থাটা সুনিশ্চিত করা, তাকে যাতে কেড়ে না নেয় তার ব্যবস্থা করার জন্য সক্রিয় হতে হবে, সক্রিয় হতে হবে। সক্রিয় হতে হবে যথাসম্ভব সত্বর, ওকে কেড়ে নেবার আগেই। চলে যেতে হবে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। এখন এই একটা কাজই তাঁর করা দরকার। এই যন্ত্রণাকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তি পেতে হবে তাঁকে। ছেলের ব্যাপারে একটা প্রত্যক্ষ কর্ম, তাকে নিয়ে এক্ষুনি কোথাও চলে যাবার কথা ভেবে তিনি সে শান্তি পেলেন।

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিলেন তিনি, নিচে নেমে দৃঢ় পদক্ষেপে গেলেন খাবার ঘরে, যেখানে অপেক্ষা করছিল কফি এবং সেরিওজা ও গৃহশিক্ষিকা। আগাগোড়া শাদা পোশাকে টেবিলের কাছে আয়নার নিচে মাথা আর পিঠ নুইয়ে একান্ত মনোযোগের ভাব করে সেরিওজা কী যেন করছিল তার আনা ফুলগুলো নিয়ে। এ ভাবটা আন্নার চেনা, এতে তাকে দেখায় বাপের মতো।

গৃহশিক্ষিকার মুখখানা খুবই কঠোর। আর সেরিওজা যা প্রায়ই করে, 'মা!' বলে এক কর্ণভেদী চিৎকার তুলে থেমে গেল অনিশ্চিত হয়ে: ফুলগুলো ফেলে রেখে ছুটে যাবে মাকে সম্ভাষণ জানাতে নাকি মুকুট গাঁথাটা শেষ করে তারপর যাবে ফুল নিয়ে।

গৃহশিক্ষিকা সম্ভাষণ জানিয়ে সেরিওজা কী করেছে তার একটা বিশদ ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিতে শুরু করলেন, কিন্তু আন্না সেটা শুনছিলেন না; তিনি ভাবছিলেন গৃহশিক্ষিকাকেও সঙ্গে নেবেন কিনা। 'নেব না' — স্থির করলেন তিনি, 'আমি একলা যাব ছেলেকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ, খুব খারাপ' — বলে আন্না ছেলেকে চেয়ে দেখলেন কঠোর নয়, ভীরু-ভীরু দৃষ্টিতে যাতে খুশি হল ছেলে, চুমু খেলেন তাকে। 'ও আমার সঙ্গে থাকুক' — বিস্মিত গৃহশিক্ষিকাকে এই বলে আন্না ছেলের হাত না ছেড়ে গিয়ে বসলেন কফির টেবিলে।

'মা, আমি... আমি...' — পিচটার জন্য কী তার কপালে আছে, মায়ের মুখভাব দেখে সেটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে সেরিওজা বললে।

গৃহশিক্ষিকা চলে যেতেই আন্না বললেন, 'সেরিওজা, খারাপ কাজ করেছিস তুই, কিন্তু আর কখনো করবি না তো? আমায় তুই ভালোবাসিস?'

উনি টের পাচ্ছিলেন যে চোখে তাঁর জল আসছে। ছেলের ত্রস্ত আর সেইসঙ্গে উৎফুল্ল দৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি ভাবলেন, 'ওকে না ভালোবেসে পারি কি? আমায় শাস্তি দেবার জন্যে ও কি সত্যিই যোগ দেবে বাপের সঙ্গে? আমার জন্যে মায়া হবে না?' চোখের জল গড়িয়ে আসতে শুরু করেছিল, সেটা চাপা দেবার জন্য আন্না প্রায় দৌড়েই চলে গেলেন বারান্দায়।

কয়েক দিনের বজ্রগর্ভ বৃষ্টির পর আবহাওয়া তখন ঠান্ডা, পরিষ্কার। আধৌত পল্লবের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে আসা রোদেও বাতাস কনকনে।

ঠান্ডায় আর তাজা বাতাসে নতুন শক্তিতে যে আতংক তাঁকে পেয়ে বসছিল তাতে কেঁপে উঠলেন তিনি।

সেরিওজা তাঁর পেছু পেছু আসতে যাচ্ছিল। তাকে তিনি 'যা, মারিয়েটের কাছে যা' বলে পায়চারি করতে লাগলেন বারান্দার খোড়ো মাদুরে। মনে মনে ভাবলেন, 'সত্যিই কি ওরা ক্ষমা করবে না আমায়, বুঝবে না যে এ ছাড়া অন্যকিছু হতে পারত না?'

থেমে গিয়ে ঠান্ডা রোদে ঝকঝকে ধৌত পাতা মেলা অ্যাস্পেন গাছের বাতাসে দোদুল্যমান চুড়োর দিকে চেয়ে তিনি বুঝলেন যে ওরা ক্ষমা করবে না, সবাই এবং সবকিছুই এখন তাঁর প্রতি হবে অনুকম্পাহীন, এই আকাশ, এই গাছপালার মতোই। ফের তিনি অনুভব করলেন যে প্রাণের মধ্যে তাঁর দ্বিত্ব শুরু হয়েছে আবার। নিজেকে বললেন, 'দরকার নেই, দরকার নেই ভাবার। যাবার জন্যে তৈরি হতে হবে। কোথায়? কখন? কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব? হ্যাঁ, মস্কোয়। সন্ধ্যার ট্রেনে। সঙ্গে থাকবে আন্নুশ্কা, সেরিওজা আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কিন্তু আগে ওদের দু'জনকে চিঠি লেখা দরকার।' তাড়াতাড়ি তিনি বাড়িতে এলেন নিজের কেবিনেটে টেবিলের সামনে বসে লিখতে শুরু করলেন স্বামীকে:

'যা ঘটেছে তারপর আমি আপনার বাড়িতে থাকতে পারি না। আমি চলে যাচ্ছি, সঙ্গে নিচ্ছি ছেলেকে। আইন আমার জানা নেই, তাই জানি না মাতাপিতার মধ্যে কার কাছে সন্তান থাকবে; কিন্তু ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি

কারণ ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। উদার হোন, ওকে থাকতে দিন আমার কাছে।'

দ্রুত এবং অন্তরের সঙ্গে এ পর্যন্ত লেখার পর যে উদারতা কারেনিনের মধ্যে নেই বলে আন্নার ধারণা তার দোহাই দিতে গিয়ে এবং মর্মস্পর্শী কিছু একটা বলে চিঠি শেষ করার জন্য আন্না থেমে গেলেন।

'নিজের পাপ আর অনুতাপের কথা বলতে আমি অক্ষম, কেননা...'

ভাবনার পারম্পর্য খুঁজে না পেয়ে আবার থেমে গেলেন তিনি। মনে মনে বললেন, 'না, কোনো কিছুর দরকার নেই।' চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে উদারতার উল্লেখটা বাদ দিয়ে নতুন করে তা লিখে সীল মারলেন।

দ্বিতীয় চিঠিটা ভ্রন্স্কিকে লেখার কথা। 'স্বামীকে আমি বলেছি' — এই পর্যন্ত লিখে অনেকখন বসে রইলেন আন্না, আর বেশি লেখার শক্তি ছিল না তাঁর। এটা রূঢ়, নারীসুলভ নয়। 'তা ছাড়া কী বা ওকে আমি লিখতে পারি?' নিজেকে বললেন তিনি। ফের লজ্জায় মুখ তাঁর রাঙা হয়ে উঠল, মনে পড়ল তাঁর নিশ্চিন্ত ভাবের কথা, তাঁর প্রতি বিরক্তিতে শুরু করা চিঠিটা তিনি ছিঁড়ে ফেললেন কুটি কুটি করে। 'কিছুরই প্রয়োজন নেই' — নিজেকে এই বলে লেখার জিনিসপত্র গুটিয়ে রেখে তিনি ওপরে গেলেন, গৃহশিক্ষিকা এবং চাকরবাকরদের জানালেন যে আজই তিনি মস্কো যাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার কাজে লেগে গেলেন।

॥ ১৬ ॥

পল্লীভবনের সমস্ত কামরায় জিনিসপত্র নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল জমাদার, মালী আর চাকর-বাকরেরা। আলমারি আর দেরাজগুলো খোলা; দু'বার তারা দোকানে গেল দড়ির জন্য; মেঝেতে ছড়ানো খবরের কাগজ। দু'টো সিন্দুক, ঝোলাঝুলি আর বাঁধাছাঁদা কম্বল নিয়ে আসা হল বাইরের ঘরে। একটা আয়েসী আর দুটো ছেকড়া গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে গাড়িবারান্দার কাছে। বাঁধাছাঁদার কাজে নিজের ভেতরকার উদ্বেগ ভুলে গিয়ে আন্না তাঁর কেবিনেটে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর যাত্রার থলে গুছাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি আসার শব্দের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে

আনুশংকা। জানলা দিয়ে তাকিয়ে আন্না আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের পত্রবাহককে দেখতে পেলেন, প্রবেশের দরজায় সে ঘণ্টি দিচ্ছিল।

'গিয়ে দেখে আয় কী ব্যাপার' — এই বলে সবকিছুর জন্য প্রস্তুত হয়ে হাঁটুর ওপর হাত রেখে আন্না হেলান দিলেন কেদারায়। খানসামা নিয়ে এল আলেকসেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের লেখা একটা মোটা প্যাকেট।

খানসামা বললে, 'জবাব নিয়ে যেতে বলা হয়েছে পত্রবাহককে।'

আন্না বললেন, 'ঠিক আছে' — আর লোকটা চলে যেতেই কাঁপা কাঁপা আঙুলে খামটা ছিঁড়লেন। কাগজে আঁটা এক তাড়া ভাঁজ না করা নোট পড়ল তা থেকে। চিঠিটা বার করে তিনি পড়তে লাগলেন তার শেষ দিক থেকে। 'আপনার আসার জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি এবং আমার অনুরোধ পালনের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি।' শেষ থেকে গোড়ার দিকে তিনি এগিয়ে গেলেন এবং চিঠিটা পড়লেন প্রথম থেকে। পড়া শেষ করে আন্নার মনে হল তাঁর শীত-শীত করছে, এমন একটা ভয়ংকর বিমর্ষতা তাঁকে পেয়ে বসল যা তিনি আশা করেন নি।

সকালে তাঁর আফশোস হয়েছিল এই জন্য যে স্বামীকে তিনি ব্যাপারটা বলেছেন, আর চাইছিলেন যেন কথাগুলো বলা হয় নি। এবং এই চিঠিতে মেনে নেওয়া হয়েছে যে কথাগুলো যেন বলা হয় নি, আর তিনি যা চাইছিলেন তার সুযোগ দিচ্ছে। কিন্তু তিনি যা কল্পনা করতে পারেন চিঠিটা এখন তার চেয়েও ভয়ংকর মনে হল।

'সঠিক, সঠিক! সর্বদাই ও সঠিক বৈকি!' মনে মনে আওড়ালেন তিনি, 'খিরষ্টান, মহানুভব ব্যক্তি! কী হীন, পাষণ্ড লোক! আমি ছাড়া এটা কেউ বোঝে না, বুঝবে না; আমি এটা বুঝিয়ে বলতে পারব না। সবাই বলে ও ধার্মিক, নীতিপরায়ণ, সৎ, বুদ্ধিমান মানুষ; কিন্তু আমি যা দেখেছি তা ওরা দেখে নি। ওরা জানে না কিভাবে আট বছর ধরে সে আমার জীবনকে দলিত করেছে, দলিত করেছে আমার ভেতরকার জীবন্ত সবকিছুকে, কদাচ ও ভাবে নি যে আমি একজন জীবন্ত নারী, যার প্রয়োজন ভালোবাসা। জানে না প্রতি পদক্ষেপে ও কিভাবে অপমান করেছে আমাকে আর আত্মতুষ্ট থেকেছে। আমি কি চেষ্টা করি নি, সর্বশক্তিতে চেষ্টা করি নি নিজের জীবনের ন্যায্যতা খুঁজে পেতে? আমি কি চেষ্টা করি নি ওকে ভালোবাসতে, আর স্বামীকে ভালোবাসা অসম্ভব হয়ে উঠলে ছেলেকে ভালোবাসতে? কিন্তু সময় কাটতে আমি যে বুঝলাম যে আত্মপ্রতারণা

আর সম্ভব নয়, আমি জীবন্ত মানুষ, ভালোবাসা আর বেঁচে থাকা আমার যে দরকার, ভগবান আমায় সেইভাবে যে গড়েছেন তার দোষ কি আমার? কিন্তু এখন কী করা যায়? ও যদি আমায় খুন করত, ওকে খুন করত, তাহলে সব আমি সইতাম, সবকিছু মাফ করতাম, কিন্তু ও...

'ও যে কী করবে তা আমি অনুমান করতে পারি নি কেমন করে? তাই ও করেছে যা ওর হীন চরিত্রের সঙ্গে মেলে। ও হয়ে থাকবে সঠিক আর ধ্বংসোন্মুখ আমাকে আরো খারাপ, আরো হীনভাবে ধ্বংস করবে...' 'আপনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন আপনার এবং আপনার পুত্রের ভাগ্যে কী আছে' — চিঠির এই পঙক্তিটা স্মরণ হল তাঁর। 'ও যে ছেলেকে কেড়ে নেবে এটা তার হুমকি, এবং তাদের নির্বোধ নীতি অনুসারে এটা খুবই সম্ভব। কিন্তু আমি কি জানি না কেন এটা সে বলছে? আমার পুত্রস্নেহে তার বিশ্বাস নেই, কিংবা আমার এই হৃদয়াবেগে তার তাচ্ছিল্য আছে (সর্বদাই সে যেভাবে টিটকারি দিয়েছে), কিন্তু ও জানে যে ছেলেকে আমি ত্যাগ করব না, ছেলেকে ত্যাগ করতে পারি না; যাকে আমি ভালোবাসি এমনকি তার সঙ্গেও জীবন কাটাতে আমি পারব না ছেলেকে ছাড়া, আর ছেলেকে ত্যাগ করে ওর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে আমি সবচেয়ে কলঙ্কিতা পাষণ্ডা নারীর মতো কাজ করব — এটা ও জানে এবং জানে যে আমার দ্বারা তা হওয়া সম্ভব নয়।'

'আমাদের জীবন আগে যেমন চলেছে তেমনি চলা উচিত' — মনে পড়ল তাঁর চিঠির আরেকটা বাক্য। 'সে জীবন আগেও ছিল যন্ত্রণাকর, ইদানীং তা হয়েছিল ভয়াবহ। আর এখন কী হবে? আর ও এটা সবই জানে, জানে যে আমি নিশ্বাস নিচ্ছি, ভালোবাসছি এর জন্যে অনুতাপ করতে আমি পারি না; জানে যে মিথ্যা আর প্রতারণা ছাড়া এ থেকে আর কোনো ফল হবে না; কিন্তু আমাকে কষ্ট দেওয়াটা চালিয়ে যাওয়া ওর দরকার। আমি চিনি ওকে; জানি যে জলের ভেতর মাছের মতো ও মিথ্যার মধ্যে সাঁতরায় আর তাতে তৃপ্তি লাভ করে। না, এ তৃপ্তি আমি তাকে দেব না, ছিঁড়ে ফেলব মিথ্যার এই মাকড়শার জাল যাতে সে জড়াতে চায় আমায়; যা হবার হোক। মিথ্যা আর প্রতারণার চেয়ে তা ভালো!

'কিন্তু কিভাবে? ভগবান! ভগবান! আমার মতো এমন অভাগা নারী কেউ ছিল কি কখনো?..'

'না, ছিঁড়ে ফেলব, ছিঁড়ে ফেলব!' অশ্রু রোধ করে লাফিয়ে উঠে

চিৎকার করে উঠলেন তিনি। ওকে নতুন আরেকটা চিঠি লেখার জন্য গেলেন লেখার টেবিলের কাছে। কিন্তু অন্তরের গভীরে তিনি টের পাচ্ছিলেন যে কিছুই ছিঁড়ে ফেলার শক্তি হবে না তাঁর, আগের এই অবস্থাটা যতই মিথ্যাময় আর অসম্মানকর হোক তা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা তাঁর হবে না।

টেবিলের সামনে বসলেন তিনি, কিন্তু লেখার বদলে টেবিলে হাত পেতে তার ওপর মাথা রেখে কেঁদে ফেললেন, সারা বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে ডুকরে উঠলেন যেভাবে কাঁদে শিশুরা। তিনি কাঁদলেন কারণ নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নেবার, সুনির্দিষ্ট করে নেবার স্বপ্ন তাঁর চূর্ণ হয়ে গেছে বরাবরের মতো। আগে থেকেই তাঁর জানা আছে যে সবই থেকে যাবে পূর্বের মতোই, থেকে যাবে বরং আগের চেয়েও অনেক খারাপ। তিনি অনুভব করলেন যে সমাজে তাঁর যে প্রতিষ্ঠা সকালে অতি তুচ্ছ মনে হয়েছিল সেটা তাঁর কাছে প্রিয়, স্বামীপুত্রত্যাগিনী, প্রণয়ীর সঙ্গে মিলিতা এক নারীর কলংকিত অবস্থার সঙ্গে সেটা বদলে নেবার ক্ষমতা তাঁর হবে না; যত চেষ্টাই তিনি করুন, নিজের চেয়ে শক্তিশালী তিনি হতে পারবেন না। প্রেমের স্বাধীনতা তিনি অনুভব করবেন না কখনো, সর্বদাই থাকবেন যেকোনো মুহূর্তে স্বরূপমোচনের বিপদ মাথায় নিয়ে এক পাতকিনী স্ত্রী যে স্বামীকে প্রতারণা করেছে অপরের সঙ্গে এক কলংকজনক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, আর সে ব্যক্তি স্বাধীন, তাঁর সঙ্গে তিনি একই জীবন যাপন করতে পারেন না। তিনি জানতেন যে ব্যাপারটা তাই-ই হবে আর সেটা এত ভয়ংকর যে কী তার পরিণাম সেটা কল্পনা করতে পারলেন না তিনি। অঝোরে তিনি কাঁদতে লাগলেন, শাস্তি পেলে বাচ্চারা যেভাবে কাঁদে।

খানসামার পদশব্দ শুনে তাঁকে সম্বিত ফেরাতে হল। তার দিক থেকে মুখ আড়াল করে তিনি ভান করলেন যেন লিখছেন।

খানসামা জানাল, 'পত্রবাহক জবাব চাইছে।'

'জবাব? ও, হ্যাঁ' — আন্না বললেন, 'খানিক অপেক্ষা করুক। আমি ঘণ্টি দিয়ে ডাকব।'

ভাবলেন, 'কী আমি লিখতে পারি? একা একা কী স্থির করতে পারি আমি? কী আমি জানি? কী আমি চাই? কী আমি ভালোবাসি?' ফের তিনি অনুভব করলেন যে অন্তরের ভেতর তাঁর দ্বিত্ব শুরু হচ্ছে। এই অনুভূতিটায় ফের ভয় হল তাঁর এবং নিজের সম্পর্কে ভাবনা থেকে তাঁর

মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারে এমন যে উপলক্ষ প্রথম পেলেন, সেটাই আঁকড়ে ধরলেন। 'আলেক্‌সেই-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে' (মনে মনে ভ্রন্‌স্কিকে তিনি এই নামেই ভাবতেন), 'একলা সেই আমায় বলতে পারে কী আমার করা উচিত। বেট্‌সির কাছে যাব, হয়ত সেখানে দেখা পাব তার' — নিজেকে তিনি বললেন, অথচ একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন যে গতকালই যখন তিনি ভ্রন্‌স্কিকে বলেছিলেন যে প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার কাছে যাবেন না, তখন ভ্রন্‌স্কি বলেছিলেন যে তাহলে তিনিও যাবেন না। টেবিলের কাছে গিয়ে তিনি স্বামীকে লিখলেন: 'আপনার চিঠি আমি পেয়েছি। আ।' ঘণ্টি দিয়ে খানসামাকে ডেকে দিলেন সেটা।

আন্নুশ্‌কা ঘরে ঢুকতে বললেন, 'আমরা যাচ্ছি না।'

'একেবারেই না?'

'উঁহু, মোটঘাট খুলো না, থাক কাল পর্যন্ত। আর গাড়িটাকে রেখে দাও। প্রিন্সেসের ওখানে যাব।'

'কোন পোশাকটা আনব?'

॥ ১৭ ॥

প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়া আন্নাকে যে ক্রকেট পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তা হওয়ার কথা দু'জন মহিলা আর তাঁদের অনুরক্তদের নিয়ে। মহিলা দু'জন বাছাই করা নতুন এক পিটার্সবুর্গ চক্রের প্রতিনিধি, যাকে কিছু একটা অনুকরণের অনুকরণে বলা হত les sept merveilles du monde*। এই মহিলারা অবিশ্যি সেই উচ্চ চক্রেরই লোক, কিন্তু আন্না যে চক্রে যাতায়াত করতেন তার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। তা ছাড়া লিজা মের্কালোভার অনুরক্ত বৃদ্ধ স্ত্রেমভ, পিটার্সবুর্গের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি, কর্মক্ষেত্রে ছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের শত্রু। এই সব বিবেচনা করে আন্না যেতে চান নি, প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার চিরকুটটা ছিল এই অনিচ্ছা প্রসঙ্গেই। এখন কিন্তু ভ্রন্‌স্কির দেখা পাবার আশায় তাঁর ইচ্ছে হল যেতে।

প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার ওখানে আন্না এলেন অন্য অতিথিদের আগেই।

---

* পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য (ফরাসি)।

আন্না যখন ঢুকছিলেন কামের-ইউঙকারের মতো আঁচড়ানো গালপাট্টায় ভ্রন্‌স্কির খানসামাও ঢুকছিল তখন। দরজার কাছে থেমে টুপি খুলে সে পথ ছেড়ে দিল আন্নাকে। আন্না তাকে চিনতে পারলেন আর কেবল তখনই তাঁর মনে পড়ল যে গতকাল ভ্রন্‌স্কি বলেছিলেন যে আসবেন না। নিশ্চয় এই বিষয়েই লিখে পাঠিয়েছেন তিনি।

প্রবেশ-কক্ষে তাঁর ওপরের আচ্ছাদন খুলে রাখার সময় তিনি শুনতে পেলেন যে খানসামা কামের-ইউঙকারের মতো এমনকি র্‌-র্‌ উচ্চারণ করেই, 'কাউণ্ট পাঠিয়েছেন প্রিন্সেসকে' বলে চিরকুটটা দিলে।

আন্নার ইচ্ছে হয়েছিল জিগ্যেস করে কোথায় ওর মনিব। ইচ্ছে হয়েছিল ফিরে যাবেন, ভ্রন্‌স্কিকে চিঠি পাঠিয়ে বলবেন তাঁর ওখানে আসতে অথবা নিজেই যাবেন তাঁর কাছে। কিন্তু কোনোটাই করা গেল না: ততক্ষণে সামনে বেজে উঠেছে তাঁর আগমন ঘোষণার ঘণ্টি, প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার খানসামা খোলা দরজার কাছে তাঁর দিকে আধখানা ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনি ভেতরের ঘরগুলোয় যাবেন বলে।

'প্রিন্সেস বাগানে আছেন। এক্ষুনি আপনার আসার খবর দেওয়া হবে তাঁকে। বাগানে যেতে আপনি ইচ্ছে করেন কি?' অন্য একটা ঘরে অন্য একজন খানসামা জানাল তাঁকে।

অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতার অবস্থাটা দাঁড়াল ঠিক বাড়ির মতোই, বরং আরো খারাপ কেননা কিছুই করার নেই, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা হবে না, থাকতে হবে এখানেই, পরের বাড়িতে, তাঁর মেজাজের অতি বিপরীত প্রকৃতির একটা আড্ডায়; কিন্তু তিনি সাজগোজ করে এসেছেন আর জানতেন যে সেটা মানিয়েছে তাঁকে; তিনি একলা নন, চারপাশে আলস্যের এক অভ্যস্ত জমকালো পরিস্থিতি, বাড়ির চেয়ে এখানেই তিনি স্বস্তি বোধ করবেন বেশি; কী করা যায় সেটা তাঁকে ভাবতে হবে না। সবই এখানে হয়ে যায় আপনা থেকেই। শাদা একটা পোশাকের সৌষ্ঠবে চোখ ধাঁধিয়ে বেট্‌সি তাঁর দিকে আসতে আন্না হাসলেন বরাবরের মতো। প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়া এসেছিলেন তুশ্‌কেভিচ আর তাঁর একজন আত্মীয়া ভদ্রকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে, নামকরা প্রিন্সেসের সঙ্গে মেয়েটি গ্রীষ্মকালটা কাটাচ্ছে বলে তার মফস্বলবাসী পিতামাতার আনন্দের পরিসীমা ছিল না।

সম্ভবত আন্নার চেহারায় বিশেষ কিছু একটা ছিল, কেননা বেট্‌সি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করেছিলেন সেটা।

'ভালো ঘুম হয় নি' — যে খানসামাটা তাঁদের দিকে আসছিল আন্নার ধারণামতো ভ্রন্‌স্কির নোটটা নিয়ে, তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আন্না।

'আপনি এসেছেন বলে ভারি আনন্দ হল' — বেট্‌সি বললেন, 'ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম, এই এক্ষুনি ভাবছিলাম ওরা আসতে আসতে এক কাপ চা খেয়ে নিই গে। আর আপনি মাশার সঙ্গে গিয়ে ক্রকেট-গ্রাউণ্ডটা পরখ করে দেখলে পারেন' — তুশকেভিচকে বললেন তিনি। 'আর চা খেতে খেতে প্রাণ খুলে আমরা কথা কয়ে নিতে পারব। We'll have a cosy chat* তাই না?' হেসে আন্নার দিকে ফিরে যে হাতটায় আন্না ছাতা ধরে ছিলেন তাতে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন তিনি।

'সেটা ভালোই হবে, কারণ আপনার এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি, বৃদ্ধা ভ্রেদের কাছে যেতে হবে। একশ' বছর ধরে কথা দিয়ে আসছি' — আন্না বললেন, মিথ্যা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ হলেও সমাজে সেটা বেরিয়ে এল শুধু সহজে আর স্বাভাবিক ভাবেই নয়, এমনকি তৃপ্তিই পেলেন তাতে।

কেন এটা তিনি বললেন যা এক সেকেণ্ড আগেও তিনি ভাবেন নি, সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। বললেন শুধু এই একটা চিন্তা থেকে যে ভ্রন্‌স্কি যেহেতু এখানে আসবেন না, তাই এখান থেকে ছাড়ান পেয়ে যেমন করে হোক তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু কেন ঠিক বৃদ্ধা ফ্রেলিনা ভ্রেদে'র কথাই বললেন যাঁর কাছে যাওয়া নাকি তাঁর প্রয়োজন যেমন প্রয়োজন আরো অনেকের কাছে যাবার, সেটা তিনি বোঝাতে পারতেন না, তবে পরে যা দেখা গেছে, ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করার সবচেয়ে ধূর্ত উপায়ের কথা ভাবতে গিয়ে এর চেয়ে ভালো কিছু খুঁজে পেতেন না তিনি।

মন দিয়ে আন্নার মুখ লক্ষ্য করে বেট্‌সি বললেন, 'না, আপনাকে আমি ছাড়ব না কিছুতেই। সত্যি, আপনাকে ভালো না বাসলে আমি রাগই করতাম আপনার ওপর। আপনি যেন ভাবছেন যে আমার আড্ডায় মিশলে আপনার মান খোয়া যাবে। ছোটো ড্রয়িং-রুমটায় আমাদের চা দাও তো' — খানসামাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বরাবর তিনি যা করেন তেমনি চোখ

---

* নিবিড় আলাপ করা যাবে (ইংরেজি)।

কুঁচকে বললেন তিনি। তার কাছ থেকে নোটটা নিয়ে পড়লেন। ফরাসিতে বললেন, 'আলেক্‌সেই চাল মেরেছে, লিখেছে আসতে পারবে না।' কথাটা তিনি বললেন এমন সহজ স্বাভাবিক সুরে যেন ক্রকেটের খেলুড়ে ছাড়া ভ্রন্‌স্কি আন্নার কাছে অন্য তাৎপর্য ধরে এমন চিন্তা তাঁর মাথাতেই আসতে পারে না।

আন্না জানতেন যে বেট্‌সি সবই জানেন, কিন্তু তাঁর উপস্থিতিতে উনি যেভাবে ভ্রন্‌স্কির কথা বলতেন তা শুনে আন্না সর্বদাই মিনিট খানেকের জন্য নিঃসন্দেহ হতেন যে বেট্‌সি কিছুই জানে না।

'আ!' উদাসীনভাবে আন্না বললেন যেন এ নিয়ে তাঁর বিশেষ আগ্রহ নেই; তারপর হেসে যোগ দিলেন, 'আপনার সমাজে এলে কারো মান খোয়া যেতে পারে কেমন করে?' কথার এই মারপ্যাঁচ, গোপন কথাটা লুকিয়ে রাখা সমস্ত নারীর মতো আন্নার কাছেও উপাদেয় লাগত। লুকাবার আবশ্যকতা নয়, যার জন্য লুকানো হল তার উদ্দেশ্যটার জন্যও নয়, গোপন করার ব্যাপারটাই আকৃষ্ট করত তাঁকে। বললেন, 'আমি পোপের চেয়েও তো আর বেশি ক্যাথলিক হতে পারি না। স্ত্রেমভ আর লিজা মের্কালোভা সমাজের ননীর অধিক ননী। তা ছাড়া সর্বত্র তাঁরা বরণীয়, আর আমি' — 'আমি' কথাটায় একটা বিশেষ জোর দিলেন তিনি, 'আমি কখনো কড়া কি অসহিষ্ণু হতে পারি না। স্রেফ সে সময়ই নেই আমার।'

'না, আপনি হয়ত চান না যে স্ত্রেমভের সঙ্গে আপনার দেখা হোক? উনি আর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নয় লাঠালাঠি করুন কমিটিতে, আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু সমাজে আমি যতদূর জানি তার ভেতর স্ত্রেমভ সবচেয়ে সজ্জন ব্যক্তি আর ক্রকেট খেলার নিদারুণ ভক্ত। আপনি নিজেই দেখবেন। আর লিজার বৃদ্ধ প্রণয়ী হিশেবে তাঁর অবস্থাটা হাস্যকর হলেও কিভাবে তিনি এই হাস্যকর অবস্থাটা থেকে বেরিয়ে আসেন তা দেখবার মতো! ভারি মিষ্টি লোক। সাফো শ্‌টোল্‌ৎসকে আপনি চেনেন? নতুন, একেবারে নতুন ধরনের মানুষ।'

বেট্‌সি যখন এই সব কথা বলে যাচ্ছিলেন, আন্না তখন তাঁর ফুর্তিবাজ বুদ্ধিমন্ত চাউনি থেকে টের পাচ্ছিলেন যে উনি তাঁর অবস্থাটা অংশত বুঝতে পারছেন এবং মতলব আঁটছেন কিছু একটা। ওঁরা ছিলেন ছোট্ট কেবিনেটটায়।

'কিন্তু আলেক্‌সেইকে চিঠি লিখে পাঠানো দরকার' — টেবিলের সামনে

বসলেন তিনি, কয়েক ছত্র লিখে লেফাফায় পুরলেন, 'লিখলাম ও যেন ডিনারে আসে। আমার এখানে একজন মহিলা ডিনারে থাকছেন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া। দেখুন তো, চিঠিটা প্রত্যয়জনক হল কি? মাপ করবেন, এক মিনিটের জন্যে আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে। আপনি দয়া করে সীল মেরে পাঠিয়ে দিন চিঠিটা' — দরজার কাছ থেকে উনি বললেন, 'আমার ওদিকে কিছু হুকুম-টুকুম দেবার আছে।'

এক মুহূর্তও চিন্তা না করে আন্না বেট্‌সির চিঠিটা নিয়ে বসলেন এবং না পড়ে নিচে লিখে দিলেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা করার দরকার আছে আমার। ভ্রেদে'র বাগানে আসুন। আমি সেখানে থাকব ছ'টার সময়।' সীল মারলেন তিনি আর ফিরে এসে বেট্‌সি আন্নার সমক্ষেই পাঠিয়ে দিলেন চিঠিটা।

আর সত্যিই, ঠাণ্ডা ছোট্ট ড্রয়িং-রুমটায় টেবিল-ট্রেতে করে যে চা আনা হয়েছিল তা নিয়ে অতিথিদের আগমনের আগে যে cosy chat-এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রিন্সেস ত্‌ভেস্কায়া তা জমে উঠল দু'জন মহিলার মধ্যে। যাদের আশা করা হচ্ছে, শুরু হল তাদের নিয়ে পরচর্চা, উঠল লিজা মের্কালোভার প্রসঙ্গ।

আন্না বললেন, 'উনি ভারি মিষ্টি, সর্বদাই ওঁকে ভালো লেগেছে আমার।'

'ওঁকে আপনার ভালোবাসা উচিত। আপনাকে নিয়ে উনি পাগল। কাল ঘোড়দৌড়ের পর উনি এসেছিলেন আমার কাছে, আপনাকে না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে উঠেছিলেন। উনি বলেন, আপনি উপন্যাসের এক খাঁটি নায়িকা, যদি উনি পুরুষ হতেন, তাহলে আপনার জন্যে হাজার খানেক আহাম্মকি করতেন তিনি। স্ত্রেমভ তাঁকে বলেন যে এমনিতেই সেটা নাকি তিনি করছেন।'

'আচ্ছা, বলুন তো, আমি কখনো ঠিক বুঝতে পারি নি' — কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আন্না এমন সুরে জিগ্যেস করলেন যে পরিষ্কার বোঝা গেল যে কোনো অলস প্রশ্ন এটা নয়, যে প্রশ্ন তিনি করছেন সেটা যতখানি সমুচিত তার চেয়েও তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। 'বলুন তো, প্রিন্স কালুজ্‌স্কি, যাঁকে লোকে বলে মিশ্‌কা, তাঁর সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কী? ওঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কম। কী সম্পর্ক?'

বেট্‌সির চোখ হেসে উঠল, মন দিয়ে তিনি দেখলেন আন্নাকে।

বললেন, 'নতুন ধরন-ধারন, সবাই ওরা ওটা রপ্ত করেছে। চুলোয় দিয়েছে সতর্কতা। তবে চুলোয় দেবারও তো রকম আছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কালুজ্স্কির সঙ্গে লিজার সম্পর্কটা কেমন?'

বেট্সি হঠাৎ মজা পেয়ে বাঁধ ভাঙা হাসি হেসে উঠলেন যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ।

'আপনি প্রিন্সেস মিয়াগ্কায়ার এলাকায় দখল গাড়ছেন। এটা যে এক সাংঘাতিক শিশুর প্রশ্ন' — সংযত হতে চেয়েও তা না পেরে বেট্সি এক সংক্রামক হাসিতে ফেটে পড়লেন যেভাবে হাসে যে লোকেরা হেসে থাকে কদাচিৎ। 'ওঁদেরকেই জিগ্যেস করতে হয়' — বললেন তিনি হাসির অশ্রুজলের মধ্যে।

'না, হাসবেন না বাপু' — অনিচ্ছাতেও হাসিতে সংক্রামিত আন্না বললেন, 'কিন্তু আমি কখনো বুঝতে পারি নি। এখানে স্বামীর ভূমিকাটা কী আমি বুঝি না।'

'স্বামী? লিজা মের্কালোভার স্বামী তাঁর জন্যে কম্বল এনে দেন এবং সর্বদাই তাঁর খিদমতে প্রস্তুত। কিন্তু তা ছাড়া আসলে আর কী সেটা কেউ জানতে চায় না। জানেন তো, শালীন সমাজে লোকে সাজসজ্জার কোনো কোনো খুঁটিনাটি নিয়ে কিছু বলেও না, ভাবেও না। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই।'

প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্য আন্না জিগ্যেস করলেন, 'রোলান্দাকির উৎসবে আপনি যাচ্ছেন?'

'সম্ভবত না' — এবং বান্ধবীর দিকে না চেয়ে বেট্সি সুগন্ধি চা ছোটো ছোটো স্বচ্ছ পেয়ালায় সাবধানে ঢালতে লাগলেন। একটা পেয়ালা আন্নার দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি মেয়েদের একটা সিগারেট নিয়ে রুপোর খাপে ঢুকিয়ে তা ধরালেন।

'কী জানেন, আমার অবস্থাটা সৌভাগ্যের বলতে হবে' — চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এবার না হেসে শুরু করলেন বেট্সি, 'আমি আপনাকেও বুঝি, লিজাকেও বুঝি। লিজা হল গে সহজ-সরল স্বভাবের তেমন একটি লোক, বাচ্চাদের মতো যে বোঝে না কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ। অন্তত বোঝে নি যখন তার বয়স ছিল খুবই অল্প। এখন সে জানে যে এই না বোঝাটা তাকে মানায়। এখন সে হয়ত ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না' — সূক্ষ্ম হেসে বেট্সি বললেন, 'তাহলেও ওটা তাকে মানায়। মানে, একটা জিনিসকেই

শোকাবহ দৃষ্টিতে দেখে যন্ত্রণা পাওয়া সম্ভব আবার সহজভাবে, এমনকি ফুর্তি করেই সেটা দেখা চলে। আপনার ঝোঁক হয়ত বড়ো বেশি শোকাবহ দৃষ্টিতে দেখা।'

'আমি নিজেকে যেমন জানি, অন্যদেরও ঠিক তেমনি করে জানার কী যে ইচ্ছে আমার' — আন্না বললেন গুরুত্ব সহকারে, চিন্তিতভাবে, 'অন্যদের চেয়ে আমি খারাপ নাকি ভালো? আমার মনে হয় খারাপ।'

'সাংঘাতিক শিশু, সাংঘাতিক শিশু' — পুনরাবৃত্তি করলেন বেট্‌সি, 'নিন, ওরা এসে গেছে।'

॥ ১৮ ॥

শোনা গেল পদশব্দ, পুরুষের গলা, তারপর নারীকণ্ঠ আর হাসি, এর পর ঢুকলেন প্রত্যাশিত অতিথিরা: সাফো শ্‌টোল্‌ৎস এবং স্বাস্থ্যের আধিক্যে জ্বলজ্বলে এক যুবাপুরুষ, যাকে ডাকা হয় ভাস্‌কা বলে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে ভেতরে রক্ত রেখে ভর্জিত গোমাংস, কন্দ-ছত্রাক আর বার্গাণ্ডি সুরা তাঁর উপকারে লেগেছে। মাথা নুইয়ে মহিলাদের দিকে তাকাল ভাস্‌কা, কিন্তু শুধু এক সেকেণ্ডের জন্য। সাফোর পেছু পেছু সে গেল ড্রয়িং-রুমে আর সেখানে তাঁর পেছু পেছুই ঘুরতে লাগল যেন আঁচলে বাঁধা, চকচকে চোখ তার সরছিল না তাঁর ওপর থেকে, যেন তাঁকে সে খাবে। সাফো শ্‌টোল্‌ৎসের চুল সোনালী, চোখ কালো। হাই-হিল জুতোয় ছোটো ছোটো ক্ষিপ্র পদক্ষেপে তিনি ভেতরে এসে মহিলাদের করমর্দন করলেন সজোরে, পুরুষালী ঢঙে।

আন্না আগে কখনো এই নতুন অসামান্যাকে দেখেন নি, চমৎকৃত হলেন তাঁর রূপে, বেশভূষার চূড়ান্তপনায়, ব্যবহারের অসংকোচে। নিজের এবং অপরের কোমল সোনালী কেশে রচিত তাঁর কবরী এতই বৃহৎ যে আয়তনে সেটা তাঁর সুঠাম, অতি অনাবৃত, সুডৌল, স্ফীত উরসের সমান। এগুবার ভঙ্গিটা তাঁর এতই প্রখর যে প্রতিটি গতিতেই গাউনের তল থেকে ফুটে উঠছিল জানু ও ঊরুর রূপরেখা এবং আপনা থেকেই মনে আসছিল ওপরে অত আনগ্ন আর পেছনে ও নিচে এত লুকনো ওঁর সত্যিকারের সুঠাম দেহটার শেষ কোথায়।

বেট্‌সি তাড়াতাড়ি করে এলেন আন্নার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিতে।

'ভাবতে পারেন, দু'জন সৈনিককে আমরা প্রায় চাপা দিতে যাচ্ছিলাম' — সঙ্গে সঙ্গেই উনি চোখ মটকে, হেসে, পোশাকের পুচ্ছদেশ ঝাঁকিয়ে, সেটাকে বড়ো বেশি এক পাশে টেনে এনে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভাস্‌কার সঙ্গে যাচ্ছিলাম... আরে হ্যাঁ, আপনাদের তো পরিচয় নেই' — এই বলে তিনি ভাস্‌কার উপাধি জানিয়ে যুবাপুরুষটির পরিচয় দিলেন এবং নিজের ভুলে, মানে অপরিচিতদের সামনে ওকে তার ডাকনামে ভাস্‌কা বলেছেন বলে লাল হয়ে হেসে উঠলেন।

ভাস্‌কা আরেকবার মাথা নোয়াল আন্নার উদ্দেশে, কিন্তু কিছু বললে না। সাফোকে সে বললে হেসে:

'বাজি হেরেছেন। আমরা এসেছি আগে। পাওনা মেটান।'

সাফো আরো ফুর্তিতে হেসে উঠলেন।

বললেন, 'এখনই তো আর নয়।'

'বেশ, পরে পাব।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আরে যাঃ!' গৃহকর্ত্রীর দিকে ফিরলেন তিনি, 'বেশ লোক আমি... ভুলে গিয়েছিলাম... একজন অতিথি নিয়ে এসেছি আপনার এখানে। এই যে সে।'

অপ্রত্যাশিত যে যুবক অতিথিটিকে নিয়ে এসে সাফো তার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, সে কিন্তু এতই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যে তার আপ্যায়নে উভয় মহিলাই উঠে দাঁড়ালেন।

ইনি সাফোর নতুন ভক্ত। ভাস্‌কার মতো ইনিও তাঁর পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগলেন।

কিছু বাদেই এলেন প্রিন্স কালুজস্কি আর লিজা মের্কালোভা, সঙ্গে স্ত্রেমভ। কৃষ্ণকেশী কৃশতনু মহিলা লিজা মের্কালোভা, মুখখানায় তাঁর প্রাচ্যদেশীয় অলসতা, চোখদুটি সুন্দর, সবাই যা বলে, অবর্ণনীয়। তাঁর অন্ধকার রঙের পোশাক একেবারে খাপ খেয়ে গেছে তাঁর রূপের সঙ্গে (আন্না তক্ষুনি তা লক্ষ্য করে কদর করেছিলেন)। সাফো যেমন প্রখর আর উচ্চকিত লিজা ঠিক তেমনি নরম আর এলানো।

তবে আন্নার যা রুচি, তাতে লিজা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাঁর সম্পর্কে বেট্‌সি আন্নাকে বলেছিলেন যে লিজা অবুঝ শিশুর ভাব নিয়েছেন কিন্তু তাঁকে দেখে আন্না অনুভব করলেন যে কথাটা ঠিক নয়। অবুঝ এবং

বখে যাওয়া তিনি ঠিকই, কিন্তু মিষ্টি আর নিরীহ এক নারী। অবিশ্যি তাঁর ধরনটা সাফোর মতোই তা সত্যি; সাফোর মতোই তাঁর আঁচলে বাঁধা হয়ে ঘুরছিল আর চোখ দিয়ে গিলে খাচ্ছিল দুটি ভক্ত — একজন যুবক, অন্যজন বৃদ্ধ; কিন্তু তাঁর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যা তাঁর চতুষ্পার্শের ঊর্ধ্বে — কাচগুলোর মাঝখানে তাঁর ভেতরে ছিল সাঁচ্চা হীরের টলটলে দ্যুতি। এ দ্যুতি ফুটত তাঁর সুন্দর, সত্যিই অবর্ণনীয় চোখে। গাঢ় বলয়ে ঘেরা এ চোখের ক্লান্ত অথচ সেইসঙ্গে কামাতুর দৃষ্টি সবাইকে অভিভূত করত তার পরিপূর্ণ অকপটতায়। সে চোখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকের মনে হত সে তাঁর সবকিছু জেনে ফেলেছে আর তা জেনে তাঁকে না ভালোবেসে পারছে না। আন্নাকে দেখে তাঁর মুখখানা আনন্দের হাসিতে জ্বলজ্বল করে উঠল।

'আহ্ কী খুশি হলাম আপনাকে দেখে!' আন্নার কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'কাল ঘোড়দৌড়ের মাঠে আমি যেই ভাবছিলাম যে আপনার কাছে যাব, অমনি আপনি চলে গেলেন। ঠিক কালই আপনার সঙ্গে দেখা করার কী ইচ্ছেই না আমার হয়েছিল। সত্যিই ভয়ংকর, তাই না?' আন্নার দিকে যে দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বললেন, মনে হল তাতে তাঁর সমস্ত অন্তর উদ্‌ঘাটিত হয়ে আছে।

'হ্যাঁ, ওটা আমাকে অত বিচলিত করবে ভাবতে পারি নি' — আন্না বললেন লাল হয়ে।

এই সময় লোকজনেরা উঠে দাঁড়াল বাগানে যাবার জন্য।

'আমি যাব না' — হেসে আন্নার পাশে বসে লিজা বললেন, 'আপনিও যাবেন না? কী যে এমন শখ ক্রকেট খেলার!'

'কিন্তু আমার ভালো লাগে' — আন্না বললেন।

'এই দেখুন, আচ্ছা কী করে আপনার একঘেয়ে লাগে না? আপনাকে দেখেই মেজাজ ভালো হয়ে যায়। আপনি বেঁচে আছেন, আর আমার একঘেয়ে লাগে।'

'একঘেয়ে মানে? আপনারা তো পিটার্সবুর্গের সবচেয়ে ফুর্তিবাজ সমাজ' — আন্না বললেন।

'হয়ত যারা আমাদের সমাজের নয়, তাদের একঘেয়ে লাগে আরো বেশি; কিন্তু আমরা, আমি তো নিশ্চয়ই ফুর্তি পাই না, সাংঘাতিক একঘেয়ে লাগে।'

সিগারেট খেয়ে সাফো যুবকদুটির সঙ্গে চলে গেলেন বাগানে। বেট্‌সি আর স্ত্রেমভ রয়ে গেলেন চায়ের জন্য।

'একঘেয়ে মানে?' বেট্‌সি বললেন, 'সাফো বললেন যে কাল আপনাদের ওখানে সবাই খুব আনন্দ করেছে।'

'উঃ, কী যে ক্লান্তিকর লেগেছিল!' বললেন লিজা মের্কালোভা, 'ঘোড়দৌড়ের পর আমরা সবাই আমাদের ওখানে যাই। সেই একই পুরনো কাসুন্দি! সেই একই ব্যাপার। সারা সন্ধ্যে এলিয়ে রইলাম সোফায়। এতে ফুর্তির কী আছে? না বলুন, কেমন করে আপনি একঘেয়ে লাগতে দেন না?' ফের তিনি ফিরলেন আন্নার দিকে, 'আপনার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এ মহিলা সুখী বা অসুখী হতে পারেন। কিন্তু একঘেয়ে ওঁর লাগে না। শিখিয়ে দিন-না সেটা আপনি করেন কী করে।'

'কিছুই করি না' — নাছোড়বান্দা প্রশ্নগুলোয় লাল হয়ে জবাব দিলেন আন্না।

'এই হল গে সেরা পদ্ধতি' — কথোপকথনে ঢুঁ মারলেন স্ত্রেমভ।

বছর পঞ্চাশেক বয়স স্ত্রেমভের, আধপাকা চুল, দেখতে এখনো তাজা, খুবই অসুন্দর চেহারা, কিন্তু মুখখানায় চরিত্র ও বুদ্ধির ছাপ। লিজা মের্কালোভা তাঁর স্ত্রীর ভাইঝি, স্ত্রেমভ তাঁর গোটা অবসর সময়টা কাটাতেন লিজার সঙ্গে। আন্না কারেনিনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় চাকুরিক্ষেত্রে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের শত্রু হলেও স্ত্রেমভ চেষ্টা করলেন শত্রুর স্ত্রীর প্রতি সাতিশয় সৌজন্যপরবশ হতে।

''কিছুই করি না' — সূক্ষ্ম হেসে তিনি খেই ধরলেন, 'এইটেই সেরা উপায়। আমি বহুদিন থেকে আপনাকে বলছি' — লিজা মের্কালোভার দিকে ফিরলেন তিনি, 'একঘেয়ে যাতে না লাগে তার জন্যে দরকার একঘেয়ে লাগবে কথাটা না ভাবা। এটা হল অনিদ্রার আশংকা থাকলে ঘুম হবে না, এই ভয়টা না করার মতো। এই কথাটাই আন্না আর্কাদিয়েভনা আপনাকে বললেন।'

'ও কথাটা আমি বলতে পারলে খুবই খুশি হতাম, কারণ ওটা শুধু বুদ্ধিমানের মতো বলা হয়েছে তাই নয়, কথাটা সত্যিও' — হেসে আন্না বললেন।

'কিন্তু বলুন কেন ঘুম আসে না, একঘেয়ে না লেগে পারা যায় না?'

'ঘুম আনাতে হলে কাজ করতে হয়, মনে ফুর্তি আনতে হলেও কাজ করতে হয়।'

'কেন আমি কাজ করব যখন আমার কাজে কারো দরকার নেই? আর ইচ্ছে করে ফুর্তির ভান করব, সে আমি পারিও না, চাইও না।'

'আপনি সংশোধনের বাইরে' — লিজার দিকে না চেয়ে স্ত্রেমভ বললেন এবং আবার ফিরলেন আন্নার দিকে।

আন্নার সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয় বলে উনি তাঁকে ছেঁদো কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারতেন না, কিন্তু কবে তিনি পিটার্সবুর্গে ফিরছেন, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে কেমন ভালোবাসেন, এই ধরনের ছেঁদো কথাগুলো বললেন এমন ভাব করে যে বোঝা গেল তিনি সর্বান্তঃকরণে আন্নার প্রীতি অর্জনে এবং তাঁর প্রতি নিজের শ্রদ্ধা এমনকি বেশি কিছু প্রদর্শনে ইচ্ছুক।

তুশ্‌কেভিচ এসে ঘোষণা করলেন যে সবাই ক্রকেট খেলোয়াড়দের জন্য অপেক্ষা করছে।

'না, যাবেন না দয়া করে' — আন্না চলে যাচ্ছেন শুনে মিনতি করলেন লিজা মের্কালোভা। স্ত্রেমভ সায় দিলেন তাঁর কথায়।

'এই দলটা ছেড়ে বৃদ্ধা ভ্রেদে'র কাছে যাওয়া, সে এক বড়ো বেশি বৈপরীত্য, তা ছাড়া আপনাকে পেয়ে উনি পরচর্চার উপলক্ষ পাবেন আর এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম, ভালো ভালো অনুভূতি সঞ্চার করবেন আপনি যা পরচর্চার বিপরীত' — আন্নাকে বললেন তিনি।

অনিশ্চয়তায় এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন আন্না। বুদ্ধিমান এই মানুষটির প্রশংসাবাক্য, তাঁর প্রতি লিজা মের্কালোভার ছেলেমানুষী অনুরাগ, গোটা এই অভ্যস্ত বড়লোকী পরিবেশ — সবই তাঁর কাছে সহজ কিন্তু যা অপেক্ষা করছে সেটা এতই দুঃসহ যে এক মুহূর্তের জন্য তিনি অনিশ্চয়তায় পড়লেন, থেকে গেলে হয়-না, আলোচনার কণ্টকর মুহূর্তটা আরো পেছিয়ে দেবেন কি। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে একলা বাড়ি ফিরলে কী তাঁর ভাগ্যে আছে সেটা মনে পড়ায়, স্মৃতিতেও যা ভয়াবহ দুহাতে চুল চেপে ধরার সেই ভঙ্গিটা মনে পড়ায় তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

তাঁর জাগতিক জীবন দেখতে লঘুচিত্ত মনে হলেও বেবন্দোবস্ত ভ্রন্‌স্কি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। তরুণ বয়সে যখন তিনি কোরে ছিলেন, তখন মুশকিলে পড়ে টাকা চাইতে গিয়ে একবার প্রত্যাখ্যাত হবার পর থেকে তিনি নিজেকে এমন অবস্থায় পড়তে দেন নি।

নিজের হাল সর্বদা গুছিয়ে রাখার জন্য অবস্থাসাপেক্ষে ঘন ঘন, অথবা মাঝেমধ্যে, বছরে বার পাঁচেক তিনি একলা হয়ে নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নিতেন। এটাকে তিনি বলতেন শোধ-বোধ অথবা faire la lessive*।

ঘোড়দৌড়ের পরের দিন দেরিতে ঘুম ভেঙে ভ্রন্‌স্কি দাড়ি না কামিয়ে, স্নান না সেরে উর্দি পরলেন এবং টেবিলের ওপর টাকাপয়সা, বিল, চিঠিপত্র ছড়িয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। পেত্রিৎস্কি জানতেন যে এরকম অবস্থায় তিনি রেগে থাকেন। ঘুম ভেঙে পেত্রিৎস্কি যখন দেখলেন বন্ধু লেখার টেবিলে ব্যস্ত, তখন চুপচাপ পোশাক পরে ভ্রন্‌স্কির ব্যাঘাত না ঘটিয়ে বেরিয়ে যান।

একান্ত খুঁটিনাটিতে নিজের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সমস্ত জটিলতা যারা জানে এমন প্রত্যেকেই অজান্তে ধরে নেয় যে এই সব পরিস্থিতির জটিলতা এবং তা আসন করার মুশকিলটা শুধু তারই ব্যক্তিগত একটা ঘটনা, বিশেষ একটা আপতিকতা, ভাবে না যে অন্যেরাও তারই মতো ব্যক্তিগত পরিস্থিতির জটিলতায় আবেষ্টিত। ভ্রন্‌স্কিরও তাই মনে হয়েছিল। অন্য লোকে তাঁর মতো মুশকিলে পড়লে অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিত, দুষ্টাচারী হতে বাধ্য হত, এ কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে ভ্রন্‌স্কির গর্ব হত না এবং তার যুক্তি থাকত না এমন নয়। কিন্তু ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন যে লেজেগোবরে জড়িয়ে পড়তে না হলে ঠিক এখনই তাঁকে হিসাবনিকাশ করে নিয়ে নিজের অবস্থাটা সুস্পষ্ট করে তুলতে হবে।

সবচেয়ে সহজ হিশেবে ভ্রন্‌স্কি প্রথম যে জিনিসটা হাতে নিলেন সেটা আর্থিক ব্যাপার। যত তাঁর দেনা আছে, চিঠি লেখার একটা কাগজে নিজের ছোটো ছোটো অক্ষরে তা সব টুকে যোগ দিয়ে দেখলেন যে দাঁড়াচ্ছে সতেরো

---

* ধোয়া-ধুয়ি (ফরাসি)।

হাজার কয়েক শ' রুবল — কয়েক শ'টা তিনি বাদ দিলেন পরিষ্কার হয়ে নেবার জন্য। নিজের টাকাকড়ি আর ব্যাঙ্কের খাতা হিসাব করে দেখলেন যে তাঁর থাকছে এক হাজার আটশ' রুবল, নববর্ষের আগে আর কোনো টাকা পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। দেনার তালিকা আবার পড়ে তিনি তাকে নতুন করে লিখলেন তিন ভাগে ভাগ করে। প্রথম ভাগটায় রইল যেসব দেনা অবিলম্বে শোধ দিতে হবে, অন্তত চাইলে যাতে দেরি না হয় তার জন্য নগদ টাকা রাখতে হবে হাতে। এই ধরনের দেনা ছিল প্রায় চার হাজার রুবল: দেড় হাজার ঘোড়ার জন্য আর আড়াই হাজার তাঁর তরুণ বন্ধু ভেনেভ্স্কির জামিন হিশেবে। ভ্রন্স্কির উপস্থিতিতে ভেনেভ্স্কি তাসে এই টাকাটা হেরেছিলেন এক ঠগের কাছে। ভ্রন্স্কি তখনই টাকাটা দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন (সেটা তাঁর সঙ্গেই ছিল), কিন্তু ভেনেভ্স্কি আর ইয়াশ্‌ভিন জেদ ধরেন যে তাঁরাই ওটা দেবেন, ভ্রন্স্কিকে দিতে হবে না, উনি তো আর খেলেন নি। সেটা ভালোই, কিন্তু ভ্রন্স্কি জানতেন যে নোংরা এই যে ব্যাপারটায় তিনি অংশ নিয়েছেন শুধু ভেনেভ্স্কির মৌখিক জামিনদার হিশেবে তাতে ঠগটার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে তার সঙ্গে আর কোনো কথাবার্তা না চালাবার জন্য এই আড়াই হাজার তাঁর দরকার। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ ভাগটার দরুন চাই চার হাজার। দ্বিতীয় ভাগটার আট হাজারটা কম জরুরি দেনা। সেটা হল প্রধানত ঘোড়দৌড়ের আস্তাবল, ওট আর বিচালির জন্য এবং ইংরেজটি, সহিস ইত্যাদির কাছে। একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে হলে এই দেনা বাবদেও হাজার দুয়েক টাকা দেওয়া দরকার। দোকান, হোটেল, দর্জির কাছে যা ধার, সে ভাগটা এমন যে তা নিয়ে ভাবনা না করলেও চলে। তাই চলতি খরচার জন্য দরকার নিদেনপক্ষে ছ'হাজার, অথচ আছে কেবল এক হাজার আটশ'। ভ্রন্স্কির বার্ষিক আয় লোকে এক লক্ষ বলে ধরে; এমন ব্যক্তির পক্ষে এ দেনাটা কোনো মুশকিলের ব্যাপার নয়; কিন্তু আসলে তাঁর আয়টা মোটেই এক লাখ নয়। পিতার বিশাল যে সম্পত্তি থেকে বছরে এক থেকে দু'লাখ অবধি আয় হত সেটা ভাইদের মধ্যে ভাগাভাগি হয় নি। এক রাশ দেনা নিয়ে বড়ো ভাই যখন ডিসেম্ব্রিস্ট বিপ্লবীর কন্যা, সম্পত্তিহীনা ভারিয়া চিরকোভাকে বিয়ে করেন, আলেক্‌সেই তখন পিতৃসম্পত্তির সমস্ত আয় দাদাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের জন্য শুধু বছরে পঁচিশ হাজার রাখতে বলেন। দাদাকে আলেক্‌সেই তখন জানিয়েছিলেন যে যতদিন তিনি না

বিয়ে করছেন, আর সেটা খুব সম্ভব কখনো ঘটবে না, তত দিন ঐ টাকাতেই তাঁর বেশ চলে যাবে। এবং ব্যয়বহুল একটি রেজিমেণ্টের কম্যান্ডার, সদ্যবিবাহিত দাদাও এ দান গ্রহণ না করে পারেন নি। মায়ের নিজস্ব পৃথক সম্পত্তি ছিল, যে পঁচিশ হাজারের কথা হয়েছিল তা ছাড়াও তিনি আলেক্‌সেইকে দিতেন বছরে আরো বিশ হাজার আর সবই উড়িয়ে দিতেন আলেক্‌সেই। ইদানীং আন্নার সঙ্গে আলেক্‌সেইয়ের গুপ্ত সম্পর্কের কথা কানে আসায় এবং মস্কো থেকে তাঁর চলে যাওয়ায় ঝগড়াঝাঁটি করে তাঁকে টাকা পাঠানো তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজারে দিন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে আর এ বছর শুধু পঁচিশ হাজার পেয়ে আলেক্‌সেই পড়েছেন মুশকিলে। এ মুশকিল আসানের জন্য তিনি মায়ের কাছে টাকা চাইতে পারেন না। ইদানীং মায়ের যে শেষ চিঠি তিনি পেয়েছেন সেটা তাঁকে বিশেষ চটিয়ে দিয়েছে এই কারণে যে তাঁকে তিনি সাহায্য করতে রাজী জীবনে এবং রাজসেবায় তাঁর উন্নতির জন্য, কিন্তু সমস্ত সজ্জন লোকের যাতে মাথা হেঁট হচ্ছে সে জীবন যাপনের জন্য নয়, এমন একটা ইঙ্গিত ছিল তাতে। তাঁকে কিনে নেবার জন্য মায়ের এই আকাঙ্ক্ষায় গভীর অপমানিত বোধ করলেন তিনি, এবং হয়ে উঠলেন তাঁর প্রতি আরো নিরুত্তাপ। কিন্তু মহানুভবের মতো তিনি ভাইকে যে কথা দিয়েছেন তা তিনি ফিরিয়ে নিতে পারেন না এবং আন্নার সঙ্গে সম্পর্কে কিছু কিছু আপতিকতার একটা ঝাপসা ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়ে তিনি এখন টের পাচ্ছিলেন যে ঐ মহানুভব কথাগুলো বলা হয়েছিল লঘুচিত্তে, তিনি অকৃতদার, পুরো ঐ এক লক্ষের আয়ই তাঁর দরকার হতে পারে। তবে কথা ফেরত নেওয়া চলে না। যেই তিনি ভ্রাতৃবধূর কথা ভাবতেন, যেই তাঁর মনে পড়ত যে সুবিধা পেলেই মিষ্টি, লক্ষ্মী এই ভারিয়া তাঁকে বলতেন যে তাঁর মহানুভবতা তিনি মনে রেখেছেন, তাতে মূল্য দেন, অমনি বোঝা যেত যা দেওয়া হয়েছে তা ফেরত নেওয়া অসম্ভব। নারীকে প্রহার করা, চুরি করা, মিথ্যা কথা বলার মতোই অসম্ভব এটা। সম্ভব আর উচিত শুধু একটাই আর মুহূর্ত দ্বিধা না করে ভ্রন্‌স্কি তাই স্থির করলেন: কুশীদজীবীর কাছে দশ হাজার ধার করবেন, তাতে অসুবিধে হবে না, সাধারণভাবেই নিজের ব্যয় ছেঁটে ফেলবেন, বিক্রি করে দেবেন দৌড়ের ঘোড়াগুলো। এই স্থির করে তিনি তক্ষুনি চিঠি লিখলেন রোলান্দাকিকে, যে একাধিকবার তাঁর ঘোড়াগুলো কিনতে চেয়েছিল। তারপর

তিনি ইংরেজটি আর কুশীদজীবীর কাছে লোক পাঠালেন, তাঁর কাছে যে টাকা ছিল সেটা ভাগ করে রাখলেন বিল অনুসারে। এ ব্যাপারটা চুকিয়ে তিনি মায়ের চিঠির একটা নিরুত্তাপ রূঢ় জবাব লিখলেন। তারপর পকেট বই থেকে আন্নার তিনটে চিঠি বার করে ফের পড়লেন সেগুলো, পুড়িয়ে ফেললেন এবং গতকাল সন্ধ্যায় আন্নার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা স্মরণ করে ডুবে গেলেন চিন্তায়।

॥ ২০ ॥

জীবনে ভ্রন্স্কি বিশেষ সৌভাগ্যবান এই দিক থেকে যে কী তিনি করবেন, কী করবেন না, তা সুনিশ্চিতরূপে স্থির করে দেবার মতো একগোছা নিয়ম ছিল তাঁর। নিয়মগুলি খুবই ছোট্ট একটা এলাকা নিয়ে, তবে সেগুলি সুনিশ্চিত, আর এই এলাকার বাইরে কখনো না গিয়ে, যা উচিত তা পালনে মুহূর্তের জন্য ভ্রন্স্কি দ্বিধা করতেন না। এই নিয়মগুলি নিশ্চিতরূপে স্থির করে দিয়েছিল যে — জুয়ার ঠগের টাকাটা মিটিয়ে দেওয়া দরকার, কিন্তু দর্জির নয়; পুরুষদেরকে মিথ্যা কথা বলা চলবে না, কিন্তু নারীদের চলবে, কাউকে প্রতারণা করা উচিত নয়, কিন্তু স্বামীকে করা যাবে, অপমান ক্ষমা করা অনুচিত, কিন্তু অন্যকে অপমান করা যাবে ইত্যাদি। হতে পারে এ সব নিয়ম অবিবেচনাপ্রসূত, অন্যায়, কিন্তু সুনিশ্চিত, আর নিয়মগুলি পালন করে ভ্রন্স্কি অনুভব করতেন যে তিনি স্বস্তিতে আছেন, মাথা উঁচু করে চলতে পারেন। কিন্তু ইদানীং আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উপলক্ষে ভ্রন্স্কি টের পেতে শুরু করেছেন যে তাঁর নিয়মগুচ্ছ সমস্ত পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থির করে দেয় নি এবং ভবিষ্যতে তা মুশকিল ও সন্দেহ ঘটাবে, আর তখন কিভাবে চলতে হবে তার সূত্র তিনি পাচ্ছিলেন না।

আন্না এবং তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর বর্তমান সম্পর্ক তাঁর কাছে ছিল সুস্পষ্ট এবং সোজা। যে নিয়মগুলিতে তিনি পরিচালিত তার সঙ্গে তা কাঁটায় কাঁটায় মেলে।

আন্না সুচরিতা নারী, তাঁকে দিয়েছেন তাঁর ভালোবাসা, তিনিও তাঁকে ভালোবাসেন, তাই তাঁর কাছে আন্না এমন এক নারী যিনি বৈধ স্ত্রীর চেয়েও সম্মানীয়। বাক্যে বা ইঙ্গিতে তাঁকে শুধু অপমানিত করা নয়,

নারীর কাম্য যে মর্যাদা তা না দেওয়ার চেয়ে তিনি বরং তাঁর হাতখানা কেটে ফেলতেই রাজী।

সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটাও ছিল স্পষ্ট। সবাই জানতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু সে কথা কারো বলা চলবে না। অন্যথায় যে বলবে তাকে তিনি চুপ করিয়ে দিতে এবং যে নারীকে তিনি ভালোবাসেন তাঁর অবিদ্যমান মর্যাদাকে মান্য করাতে তিনি প্রস্তুত।

আন্নার স্বামীর প্রতি মনোভাবটা ছিল সর্বাধিক পরিষ্কার। ভ্রন্‌স্কিকে আন্না যখন থেকে ভালোবেসেছেন, তখন থেকেই তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর ওপর নিজের একাধিকার। স্বামী শুধু অবান্তর একটা বিঘ্ন। সন্দেহ নেই যে তাঁর অবস্থাটা করুণ, কিন্তু কী করা যাবে? স্বামীর আছে শুধু একটা অধিকার, অস্ত্রহাতে শোধবোধ দাবি করা, ভ্রন্‌স্কি তার জন্য প্রথম থেকেই প্রস্তুত।

কিন্তু ইদানীং একটা নতুন আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আন্না এবং তাঁর মধ্যে, যা তার অনিশ্চয়তায় ত্রস্ত করছে ভ্রন্‌স্কিকে। কাল আন্না জানিয়েছেন যে তিনি গর্ভবতী। তিনি অনুভব করেছিলেন যে এই সংবাদটা এবং তাঁর কাছ থেকে আন্না যা আশা করছেন তার দাবি তিনি যে নিয়মগুলির দ্বারা চালিত তার সঙ্গে পুরো খাপ খাচ্ছে না। এবং সত্যিই আন্না যখন নিজের অবস্থার কথা বলেন তখন প্রথম মুহূর্তে তিনি হত-চকিত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর হৃদয় যা চেয়েছিল, তাই তিনি দাবি করেছিলেন — স্বামীকে ত্যাগ করা উচিত। সে কথা তিনি বলেওছিলেন। কিন্তু এখন ব্যাপারটা ভেবে দেখে তিনি পরিষ্কার বুঝলেন যে ওটা এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, কিন্তু নিজেকে সেটা বুঝিয়েও তাঁর আশংকা হল, এটা কি খারাপ হবে না?

'স্বামীকে ত্যাগ করার কথা যদি বলে থাকি, তার মানে আমার সঙ্গে থাকো। তার জন্যে আমি কি তৈরি? এখন আমার যখন টাকা নেই তখন কী করে নিয়ে আসি ওকে? ধরা যাক, সে ব্যবস্থা করা গেল... কিন্তু কী করে ওকে নিয়ে যাই যখন আমি আছি চাকরিতে? যখন বলেছি, তখন তৈরি হতে হবে এর জন্যে, অর্থাৎ টাকা জোগাড় করে ইস্তফা দিতে হবে কাজে।'

চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন তিনি। কাজে ইস্তফা দেওয়া কি না দেওয়ার প্রশ্নে তাঁর মনে উদিত হল অন্য একটা গোপন কথা যা শুধু তাঁরই জানা, যেটা তাঁর গোটা জীবনের প্রায় প্রধান স্বার্থ।

আত্মশ্লাঘা তাঁর শৈশব ও তারুণ্যের পুরাতন স্বপ্ন। এ বিষয়ে তিনি সজ্ঞান না থাকলেও সেটা ছিল এতই প্রবল যে এই কামনার সঙ্গে এখন বিবাদ বাধল ভালোবাসার। সমাজে এবং চাকরিতে প্রথম দিকটায় তাঁর ভালোই চলেছিল, কিন্তু দু'বছর আগে একটা বেমক্কা ভুল করেন তিনি। তাঁর যে পদোন্নতির প্রস্তাব এসেছিল, সেটা তিনি নিজের স্বাধীনচিত্ততা জাহির করার বাসনায় প্রত্যাখ্যান করেন, ভেবেছিলেন এতে তাঁর মূল্য বাড়বে; কিন্তু দেখা গেল ওটা বড়োই স্পর্ধিত একটা আশা, তাঁকে ফেলে রাখা হল। আর চান বা না চান নিজেকে স্বাধীনচতা মানুষের পর্যায়ে ফেলে তিনি এটা সহ্য করে নেন এবং বেশ সূক্ষ্ম বুদ্ধিমানের মতো ব্যবহার করে যান, যেন কারো ওপর তাঁর রাগ নেই, নিজেকে ক্ষুব্ধ বোধ করছেন না তিনি, শুধু চান শান্তিতে থাকতে, কারণ বেশ ফুর্তিতেই তিনি আছেন। আসলে গত বছর যখন তিনি মস্কোয় আসেন, ফুর্তি তাঁর মাটি হয়ে গিয়েছিল। তিনি অনুভব করছিলেন যে লোকটা সবই করতে পারে কিন্তু কিছুই করতে চায় না, এমন একটা অভিমত লোকের মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে এবং অনেকেই ভাবছে যে সৎ আর সহৃদয় ছোকরা হওয়া ছাড়া কিছুই তিনি করতে পারেন না। কারেনিনার সঙ্গে প্রেমঘটিত ব্যাপারে যে কোলাহল উঠেছিল, মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল তাঁর দিকে, তাতে একটা নতুন চমক দিতে-পেরেছিলেন তিনি, তাঁর ক্ষীয়মাণ আত্মাভিমান তাতে আপাতত শান্ত হয়েছিল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক আগে তার কামড় নবশক্তিতে জানান দেয়। তাঁর বাল্যকালের সঙ্গী, একই মহল, একই সমাজের লোক, কোর-এ সহকর্মী, একই সময়ে উত্তীর্ণ সের্পুখোভস্কয়, যাঁর সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ক্লাসে, ব্যায়াম-ক্রীড়ায়, দুষ্টুমিতে, বড়ো হবার স্বপ্নে, তিনি ফিরেছেন মধ্য এশিয়া থেকে, দু'ধাপ উ'চিয়ে তাঁকে যে পদ দেওয়া হয়েছে সেটা অত অল্পবয়স্ক জেনারেলের পক্ষে বিরল।

পিটার্সবুর্গে আসতেই তাঁর সম্পর্কে লোকে বলতে লাগল যে এবার প্রথম শ্রেণীর একটি তারকার উদয় হয়েছে। ভ্রন্‌স্কির সমবয়সী ও সতীর্থ ইতিমধ্যেই জেনারেল, এমন একটা পদ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে যাতে রাষ্ট্রের ভাগ্যচক্র নির্ধারিত হতে পারে আর ভ্রন্‌স্কি স্বাধীনচেতা, উজ্জ্বল, রমণীয় রমণীর দয়িত হলেও মাত্র একজন ঘোড়সওয়ার ক্যাপ্‌টেন, যে স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে যতখুশি। 'বলাই বাহুল্য আমি সের্পুখোভস্কয়কে ঈর্ষা করি না, করতে পারিও না, কিন্তু তার পদোন্নতিতে

আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার মতো লোকের পক্ষে কিছু সবুর করা দরকার, উন্নতি হবে শিগগিরই। তিন বছর আগে সে-ও তো ছিল আমারই অবস্থায়। ইস্তফা দিলে আমি নিজের পথেই কাঁটা দেব। চাকরিতে থাকলে আমার লোকসান নেই কিছুই। আন্না তো নিজেই বলেছে যে তার অবস্থার কোনো অদলবদল সে চায় না। তার ভালোবাসা যখন আছে, সেপুর্খোভস্কয়কে তখন আমার হিংসে হতে পারে না।' ধীরে ধীরে মোচে পাক দিয়ে তিনি উঠে পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে। চোখ তাঁর খুবই জবলজবল করছিল, নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নেবার পর বরাবরের মতো প্রাণ তাঁর শান্ত, নিশ্চিত, সানন্দ হল। হিসাব-নিকাশ করে সবকিছুই হয়ে উঠল পরিষ্কার, সুস্পষ্ট। দাড়ি কামিয়ে, ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

॥ ২১ ॥

'আমি আসছিলাম তোর কাছে। তোর ধোয়া-ধুয়ি আজ চলেছে অনেকখন' — বললেন পেত্রিৎস্কি, 'শেষ হয়েছে তো?'

'হয়েছে' — শুধু চোখের হাসি হেসে বললেন ভ্রন্স্কি, মোচের ডগায় পাক দিলেন এমন সন্তর্পণে যেন নিজের অবস্থাটায় যে শৃঙ্খলা তিনি নিয়ে এসেছেন যেকোনো দ্রুত বা বড়ো বেশি দুঃসাহসী গতিবেগে তা ধবসে পড়তে পারে।

'তোকে সর্বদাই দেখায় যেন এইমাত্র স্নান সেরে এলি' — পেত্রিৎস্কি বললেন, 'আমি আসছি গ্রিৎস্কোর কাছ থেকে' (রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারকে তাঁরা ঐ নামে ডাকতেন), 'তোর অপেক্ষায় আছে সবাই।'

কোন জবাব না দিয়ে ভ্রন্স্কি বন্ধুর দিকে তাকালেন এবং ভাবতে লাগলেন অন্য কথা।

পোল্‌কা আর ওয়াল্‌জ নাচের পরিচিত ব্রাস ব্যাণ্ডের ধ্বনিতে কান পেতে ভ্রন্স্কি বললেন, 'ওর ওখানে বাজনা? উৎসবটা কিসের?'

'সেপুর্খোভস্কয় এসেছে।'

'ও' — ভ্রন্স্কি বললেন, 'আমি জানতাম না।'

চোখের হাসিটা তাঁর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

তিনি যে তাঁর প্রেমে সুখী, নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়েছেন তাঁর জন্য, নিদেনপক্ষে সেই ভূমিকাটা নিয়েছেন, নিজের কাছে এটা একবার স্থির করে নেবার পর ভ্রনস্কি সেপুর্খোভস্কয়-এর প্রতি ঈর্ষা অথবা রেজিমেণ্টে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা করলেন না বলে দুঃখ — কিছুই বোধ করলেন না। সেপুর্খোভস্কয় তাঁর ভালো বন্ধু, এসেছেন বলে খুশি।

'খুব আনন্দ হল।'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার দেমিন একটা বড়ো জমিদার বাড়িতে উঠেছিলেন। গোটা দলটা জুটেছে নিচের প্রশস্ত ব্যালকনিতে। আঙিনায় প্রথম যেটা ভ্রন্‌স্কির নজরে পড়ল সেটা এক ব্যারেল ভোদকার কাছে দণ্ডায়মান উর্দি-পরিহিত গায়কবৃন্দ আর অফিসার পরিবেষ্টিত রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের হৃষ্টপুষ্ট হাসিখুশি মূর্তি। ব্যালকনির প্রথম ধাপে এসে তিনি অফেনবাখ কাড্রিলের সঙ্গীত ছাপিয়ে চিৎকার করে কী যেন হুকুম করলেন আর দূরে দাঁড়ানো সৈনিকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন। ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে একদল সৈন্য, কোয়ার্টার-মাস্টার আর কিছু সাব-অলটার্ন এল ব্যালকনির কাছে। টেবিলের কাছে গিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার হাতে পানপাত্র নিয়ে ফের বেরিয়ে এলেন অলিন্দে এবং টোস্ট প্রস্তাব করলেন: 'আমাদের ভূতপূর্ব সঙ্গী এবং নির্ভীক জেনারেল প্রিন্স সেপুর্খোভস্কয়-এর স্বাস্থ্যের জন্যে। হুররে!'

রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের পেছন পেছন পানপাত্র হাতে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন সেপুর্খোভস্কয়ও।

'বয়স তোর কেবলি যে কমছে বন্দারেঙ্কো' — ঠিক তাঁর সম্মুখে দাঁড়ানো, ফৌজে দ্বিতীয় টার্মে ওঠা, রক্তিমগণ্ড ছোকরাগোছের কোয়ার্টার-মাস্টারকে বললেন তিনি।

তিন বছর সেপুর্খোভস্কয়কে দেখেন নি ভ্রন্‌স্কি। গাঁট্টাগোট্টা হয়েছেন তিনি, গালপাট্টা রেখেছেন, কিন্তু আছেন একইরকম সুঠাম, সেটা বিস্মিত করে রূপে ততটা নয়, যতটা মুখখানার কোমলতা আর মহিমায় এবং দেহের গঠনে। শুধু একটা যে পরিবর্তন ভ্রন্‌স্কির চোখে পড়ল সেটা তাঁর অবিরাম মৃদু একটা জ্বলজ্বলে ভাব যা ফুটে ওঠে তেমন লোকেদের মুখে যারা সাফল্য লাভ করেছে এবং সকলের কাছ থেকে সে সাফল্যের স্বীকৃতিতে নিশ্চিত। এ দীপ্তি ভ্রন্‌স্কির জানা এবং তৎক্ষণাৎ সেটা তিনি লক্ষ্য করলেন সেপুর্খোভস্কয়-এর মধ্যে।

সিঁড়ি থেকে নামতেই তিনি দেখতে পেলেন ভ্রন্‌স্কিকে। আনন্দের

হাসিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল সেপর্খোভস্কয়-এর মুখ। ভ্রন্‌স্কিকে অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে তিনি পানপাত্র তুলে পেছন দিকে মাথা হেলালেন এবং এই ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে আগে কোয়ার্টার-মাস্টারের কাছে না গিয়ে পারেন না। ইতিমধ্যেই চুম্বনের জন্য ঠোঁট তৈরি রেখে সে দাঁড়িয়ে ছিল টানটান হয়ে।

'এই যে উনি!' চেঁচিয়ে উঠলেন রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার, 'অথচ ইয়াশ্‌ভিন আমায় বলেছিল যে তোর মন ভালো নেই।'

সেপর্খোভস্কয় কোয়ার্টার-মাস্টারের সিক্ত তাজা ঠোঁটে চুম্বন করে রুমালে মুখ মুছে এলেন ভ্রন্‌স্কির কাছে।

করমর্দন করে তাঁকে পাশে সরিয়ে এনে বললেন, 'কী যে আনন্দ হচ্ছে!'

ভ্রন্‌স্কিকে দেখিয়ে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার চেঁচিয়ে বললেন ইয়াশ্‌ভিনকে, 'ওঁর দেখাশোনা করুন!' নিজে নেমে গেলেন সৈনিকদের কাছে।

'কাল ঘোড়দৌড়ে এলি না যে? ভেবেছিলাম সেখানে তোর দেখা পাব' — সেপর্খোভস্কয়-এর দিকে চেয়ে ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'এসেছিলাম, তবে পরে। ঘাট মানছি' — এই বলে উনি ফিরলেন অ্যাডজুট্যান্টের দিকে, 'মাথা-পিছু যা দাঁড়ায়, অনুগ্রহ করে আমার হয়ে তা সবার মধ্যে বিলি করতে বলুন কাউকে।'

তাড়াতাড়ি করে মানিব্যাগ থেকে একশ' রুব্‌লের তিনটে নোট বার করে তিনি লাল হয়ে উঠলেন।

'ভ্রন্‌স্কি কিছু খাবি নাকি পান করবি?' ইয়াশ্‌ভিন জিগ্যেস করলেন। 'ওহে, কাউণ্টকে খাবার দাও! আর নে, এইটে পান কর।'

রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের ওখানে ফুর্তি চলল অনেকখন।

মদ্যপান হল প্রচুর। সেপর্খোভস্কয়কে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করলে লোকে। তারপর রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারকে। অতঃপর পেত্রিৎস্কির সঙ্গে স্বয়ং রেজিমেণ্ট কম্যান্ডারের ধেইধেই নৃত্য। অবশেষে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে রেজিমেণ্ট কম্যান্ডার আঙিনার বেঞ্চিতে বসে ইয়াশ্‌ভিনকে বোঝাতে লাগলেন প্রাশিয়ার চেয়ে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব কতটা, বিশেষ করে ঘোড়সওয়ার আক্রমণে, ফুর্তিও কিছুক্ষণের জন্য থিতিয়ে এল। সেপর্খোভস্কয় গেলেন বাড়ির ভেতরে প্রক্ষালনকক্ষে হাত ধোবার জন্য। সেখানে পেলেন ভ্রন্‌স্কিকে: ভ্রন্‌স্কি হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। উর্দি খুলে রেখে তিনি তাঁর লোমে ভরা লাল ঘাড় পেতে রেখেছেন জলের ধারার নিচে এবং হাত দিয়ে ঘাড় আর মাথা

রগড়াচ্ছেন। প্রক্ষালন শেষ করে ভ্রন্‌স্কি বসলেন সেপর্খোভস্কয়-এর কাছে। দ্‌জনেই তাঁরা ওখানেই সোফায় বসে যে কথাবার্তা শ্‌র্‌ করলেন তাতে উভয়েরই আগ্রহ ছিল।

সেপর্খোভস্কয় বললেন, 'বৌয়ের কাছ থেকে তোর কথা সবই শ্‌নেছি। তুই ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা করিস বলে আমি খ্‌শি।'

'ওঁর সঙ্গে ভারিয়ার বন্ধ্‌ত্ব আছে। পিটার্সবর্গে ওঁরা দ্‌'জন একমাত্র নারী যাঁদের দেখে আমার আনন্দ হয়' — হেসে জবাব দিলেন ভ্রন্‌স্কি। হাসলেন কারণ কথাবার্তাটা কোন প্রসঙ্গে যাবে সেটা তিনি আন্দাজ করেছিলেন এবং সেটা তাঁর ভালোই লাগল।

'একমাত্র?' হেসে জিগ্যেস করলেন সেপর্খোভস্কয়।

'হ্যাঁ, আর তোর কথাও আমি শ্‌নেছি তবে শ্‌ধ্‌ তোর বৌয়ের কাছ থেকে নয়' — ম্‌খের কড়া একটা ভাবে ইঙ্গিতটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি, 'তোর সাফল্যে আমি খ্‌বই খ্‌শি, কিন্তু মোটেই অবাক হই নি। আশা করেছিলাম আরো বেশি।'

সেপর্খোভস্কয় হাসলেন। তাঁর সম্পর্কে এই মতটা যে তাঁর ভালো লেগেছিল, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়, এটা ল্‌কোবার প্রয়োজন তিনি বোধ করলেন না।

'খোলাখ্‌লি স্বীকার করছি, আমি কিন্তু এর চেয়ে কমই আশা করেছিলাম। তবে খ্‌শি হয়েছি, খ্‌বই খ্‌বই খ্‌শি। আমি উচ্চাভিলাষী, স্বীকার করছি সেটা আমার দ্‌র্বলতা।'

'সাফল্যলাভ না করলে সম্ভবত তুই এটা স্বীকার করতিস না' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'তাহলেও করতাম বলে আমার ধারণা' — ফের হেসে বললেন সেপর্খোভস্কয়, 'এ কথা বলব না যে এ ছাড়া জীবনধারণের মানে হয় না, তবে একঘেয়ে লাগত। হয়ত আমার ভুল হচ্ছে, কিন্তু যে কর্মক্ষেত্রটা আমি বেছে নিয়েছি তার উপযোগী কিছ্‌ গ্‌ণ আমার আছে বলে আমার ধারণা, এবং আমার হাতে যদি আসে, তবে যে কর্তৃত্বই আস্‌ক, সেটা পালিত হবে আমার পরিচিত অনেকের চেয়ে ভালোভাবে' — সাফল্যে জ্‌বলজ্‌বলে হয়ে বললেন সেপর্খোভস্কয়। 'তাই সাফল্যের যত কাছাকাছি আসি, ততই আনন্দ হয় আমার।'

'হয়ত ব্যাপারটা তোর ক্ষেত্রে তাই-ই, তবে সকলের ক্ষেত্রে নয়। আমিও

তাই ভাবতাম, কিন্তু এখন দিন কাটাচ্ছি আর দেখতে পাচ্ছি যে শুধু এর জন্যেই বেঁচে থাকার মানে হয় না' — ভ্রনস্কি বললেন।

'এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম রে, এই কথাটাই!' হেসে বললেন সেপুর্খোভস্কয়, 'আমি তো এই বলেই শুরু করেছিলাম যে আমি যে তোর সম্পর্কে শুনেছি, তুই যে পদোন্নতি প্রত্যাখ্যান করেছিস, সে কথাটাও... বলাই বাহুল্য আমার অনুমোদন ছিল তাতে। তবে সবকিছুরই একটা ধরন আছে। আমি মনে করি কাজটা ঠিকই হয়েছে, তবে যেভাবে করা উচিত ছিল সেভাবে করিস নি।'

'যা করেছি, করেছি। তুই তো জানিস, যা করলাম তা থেকে আমি পালাই না। পরে দিব্যি লাগে আমার।'

'দিব্যি লাগাটা শুধু সাময়িক। তাতে করে তুই পরিতৃপ্ত হবি না। তোর দাদাকে এ কথা বলতে যাব না আমি। উনি মিষ্টি মানুষ, আমাদের এই গৃহস্বামীটির মতো। ঐ যে তিনি!' 'হুররে' চিৎকার শুনে যোগ করলেন তিনি, 'উনি খুশিই, কিন্তু তুই তো এতে পরিতৃপ্ত হবি না।'

'আমি তো বলছি না যে পরিতৃপ্তি পেয়েছি।'

'এই গেল এক কথা। তা ছাড়া তোর মতো লোকের দরকার আছে।'

'কার দরকার?'

'কার? সমাজের। লোকের দরকার আছে রাশিয়ার, দরকার আছে পার্টির নইলে সব চুলোয় যাবে।'

'তার মানে? রুশী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বের্তেনেভের পার্টি।'

'না' — তাঁর মধ্যে ওধরনের একটা মূর্খতা সন্দেহ করা হচ্ছে বলে রাগে মুখবিকৃত করে বললেন সেপুর্খোভস্কয়, 'Tout ça est une blague*। ওটা সর্বদাই ঘটেছে এবং ঘটবে। কমিউনিস্ট-টমিউনিস্ট কিছু নয়। কিন্তু কুচক্রী লোকেদের সর্বদাই কোনো একটা অনিষ্টকর বিপজ্জনক পার্টি গড়ে তোলা দরকার। ওটা একটা পুরনো খেল। ও নয়, প্রয়োজন তোর আমার মতো স্বাধীন লোকেদের ক্ষমতাশীল পার্টি।'

'কেন?' ক্ষমতাধর কয়েকজন ব্যক্তির নাম করলেন ভ্রন্স্কি, 'কেন এরা কি স্বাধীন লোক নয়?'

'শুধু এই জন্যে যে জন্মগত সম্পত্তির স্বাধীনতা তাদের ছিল না,

---

* এ সবই মূর্খতা (ফরাসি)।

কর্তৃত্ব ছিল না, সূর্যের যে নৈকট্যে আমরা জন্মেছি সেটা ছিল না। ওদের কিনে নেওয়া হয় টাকায় নয় নেকনজরে। টিকে থাকবার জন্যে ওদের কোনো একটা নবধারা ভেবে বার করা দরকার। যে আইডিয়া, ধারা তারা চালু করে তাতে তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস নেই, তাতে অনিষ্টই হয়; এই সব ধারা হল শুধু সরকারী বাংলো আর অতটা বেতন পাবার উপায়। Cela n'est pas plus fin que ça*, যখন দেখা যায় তাদের হাতের তাস। হয়ত আমি ওদের চাইতে খারাপ, নির্বোধ, যদিও ওদের চাইতে কেন আমার খারাপ হওয়ার কথা সেটা আমার চোখে পড়ছে না। কিন্তু আমার সম্ভবত একটা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, আমাদের কিনে নেওয়া কঠিন। আর সেরকম লোকের প্রয়োজনীয়তা আজ যত বেশি তা আগে কখনো দেখা যায় নি।'

ভ্রন্স্কি শুনছিলেন মন দিয়ে। তিনি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন কথাগুলোর বিষয়বস্তুতে ততটা নয়, যতটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে সেপুর্খোভস্কয়-এর মনোভাবে যিনি ক্ষমতাধরদের সঙ্গে লড়ার কথা ভাবছেন, এ ব্যাপারে যাঁর নির্দিষ্ট অনুরাগ ও বিরাগ বর্তমান, যেক্ষেত্রে কাজে ভ্রন্স্কির আগ্রহ কেবল তাঁর স্কোয়াড্রনে সীমাবদ্ধ। যে মহলে ওঁর চলফেরা সেখানে বুদ্ধি দিয়ে, বাক্যে শক্তি নিয়ে ব্যাপারটা ভেবে দেখা ও বোঝার যে সামর্থ্য অত বিরল, তাতে সেপুর্খোভস্কয় কত শক্তিশালী তাও টের পেলেন ভ্রন্স্কি। তাঁর পক্ষে লজ্জাকর হলেও ঈর্ষা হচ্ছিল তাঁর।

বললেন, 'তাহলেও এর জন্যে একটা প্রধান জিনিসের অভাব আছে আমার — ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা। সেটা ছিল, কিন্তু চলে গেছে।'

'মাপ করিস, কথাটা সত্যি নয়' — হেসে বললেন সেপুর্খোভস্কয়।

'না, সত্যি!.. সত্যি বর্তমানে' — অকপট হবার জন্য যোগ দিলেন ভ্রন্স্কি।

'হ্যাঁ, বর্তমানে সত্যি, সেটা অন্য ব্যাপার। কিন্তু এই বর্তমানটা তো আর চিরকাল নয়।'

'হতে পারে' — জবাব দিলেন ভ্রন্স্কি।

'তুই বলছিস হতে পারে' — যেন তাঁর চিন্তাধারা অনুমান করে বলে চললেন সেপুর্খোভস্কয়, 'আর আমি তোকে বলছি, নিশ্চয়ই হবে। এর

---

* এ সবে তেমন চাতুর্য কিছু নেই (ফরাসি)।

জন্যেই তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। যা করা উচিত ছিল সেটা করেছিস তুই। এটা আমি বুঝি, কিন্তু বড়ো বেশি মেতে উঠিস না। আমি শুধু তোর কাছে carte blanche*-এর অনুরোধ জানাব। আমি তোর পৃষ্ঠপোষকতা করব না... যদিও করব নাই বা কেন? কতবারই তো তুই পৃষ্ঠপোষকতা করেছিস আমার! আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব এর ঊর্ধ্বে। হ্যাঁ' — হেসে উনি বললেন নারীর মতো কোমলতায়, 'আমায় দে carte blanche, চলে যা রেজিমেণ্ট থেকে, আমি তোকে টেনে তুলব অলক্ষ্যে।'

'কিন্তু তুই কেন বুঝছিস না যে আমার কিছুরই দরকার নেই' — ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'শুধু সবকিছু যেমন ছিল তেমনি থাক।'

সেপুর্খোভস্কয় উঠে ভ্রন্‌স্কির সামনে দাঁড়ালেন।

'তুই বললি সবকিছু যেমন ছিল তেমনি থাক। আমি বুঝি কী তার অর্থ। কিন্তু শোন, আমরা সমবয়সী। আমার চেয়ে তোর হয়ত নারীর অভিজ্ঞতা বেশি' — সেপুর্খোভস্কয়-এর হাসি আর ভঙ্গি যেন বলছিল যে ভ্রন্‌স্কির ভয় পাবার কিছু নেই, ক্ষতস্থলটি তিনি স্পর্শ করছেন আলগোছে, সন্তর্পণে, 'তবে আমি বিবাহিত, আর আমায় বিশ্বাস কর, নিজের স্ত্রীকে যাকে তুই ভালোবাসিস, তাকে (কে-যেন তা লিখে গেছে) জানলে হাজারো নারীকে জানলে যতটা পারতিস তার চেয়েও ভালো করে জানবি সমস্ত নারীকে।'

'এক্ষুনি আসছি!' যে অফিসারটি ঘরে উঁকি দিয়ে ওঁদের ডাকতে এসেছিল রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের কাছে তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

ভ্রন্‌স্কির এখন ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁর কথা সবটা শুনে জেনে নেবেন কী উনি বলতে চান।

'শোন আমার মত। মানুষের ক্রিয়াকলাপে প্রধান হোঁচট হল নারী। নারীকে ভালোবাসলে আর কিছু করা কঠিন। আরাম করে নির্বিঘ্নে ভালোবাসার একটি পন্থা আছে — সেটা বিয়ে। কী আমি ভাবছি সেটা কী করে যে তোকে বোঝাই' — উপমার ভক্ত সেপুর্খোভস্কয় বললেন, 'দাঁড়া, দাঁড়া! Fardeau** বইতে বইতে হাত দিয়ে কিছু করা সম্ভব শুধু সেই ক্ষেত্রে যখন fardeau-টা বাঁধা থাকে পিঠে — আর সেটা হল বিয়ে।

* কর্মের স্বাধীনতা (ফরাসী)।

** বোঝা (ফরাসি)।

বিয়ে করে এটা আমি টের পেয়েছি। হঠাৎ হাত আমার খোলা পেলাম। কিন্তু বিয়ে না করে যদি এই fardeau-টা বইতে থাকিস, তাহলে হাত এমনই জোড়া থাকবে যে কিছু করতে পারবি না। মাজানকোভ, ক্রুপভকে দ্যাখ। নারীর জন্য তারা নষ্ট করল নিজেদের ভবিষ্যৎ।'

'আহা, কী আবার নারী!' উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের সঙ্গে যে ফরাসিনী আর অভিনেত্রীটির সম্পর্ক ছিল তাদের কথা স্মরণ করে বললেন ভ্রন্স্কি।

'সমাজে নারীর সম্পর্ক যত পাকা, ব্যাপারটা দাঁড়ায় ততই খারাপ। সেটা হয় হাত দিয়ে আর fardeau বওয়া নয়, অন্যের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নেবার মতো।'

'তুই কখনো ভালোবাসিস নি' —সামনের দিকে তাকিয়ে আন্নার কথা ভাবতে ভাবতে মৃদুস্বরে বললেন ভ্রন্স্কি।

'হতে পারে। কিন্তু আমি তোকে যা বললাম সেটা মনে রাখিস। আরো একটা কথা: মেয়েরা সবাই পুরুষদের চেয়ে বেশি সাংসারিক। আমরা ভালোবাসা নিয়ে বড়ো একটা কিছু খাড়া করি আর ওরা সর্বদাই terre-à-terre*।'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি আসছি!' ঘরে যে চাপরাশি ঢুকেছিল তাকে তিনি বললেন। কিন্তু চাপরাশি ওঁদের ফের ডাকতে আসে নি যা তিনি ভেবেছিলেন। সে এসেছিল ভ্রন্স্কির জন্য একটা চিঠি নিয়ে।

'প্রিন্সেস ত্ভের্স্কায়ার কাছ থেকে একটা লোক এটা নিয়ে এসেছে।'

'চিঠি খুলে লাল হয়ে উঠলেন ভ্রন্স্কি।

সেপুর্খোভস্কয়কে তিনি বললেন, 'আমার মাথা ধরে উঠেছে, বাড়ি যাব।'

'তাহলে বিদায়। Carte blanche দিবি তো?'

'পরে কথা হবে। পিটার্সবুর্গে ধরব তোকে।'

॥ ২২ ॥

তখন পাঁচটা বেজে গেছে, তাই সময়মতো পেঁছনো আর সেইসঙ্গে নিজের যে ঘোড়াগুলোকে সবাই চেনে তাতে করে না যাবার জন্য ভ্রন্স্কি ইয়াশ্ভিনের ভাড়া করা গাড়িটায় উঠে তাড়াতাড়ি চালাবার হুকুম দিলেন।

* নিত্যনৈমিত্তিক (ফরাসি)।

চার আসনের পুরনো ছ্যাকরা গাড়িটা বেশ প্রশস্ত। এককোণে বসে উনি পা তুলে দিলেন সামনের সীটে, ডুবে গেলেন চিন্তায়।

নিজের ব্যাপারগুলোকে তিনি যে স্পষ্টতায় নিয়ে এসেছেন তার ঘোলাটে চেতনা, সেপুর্খোভস্কয় যে তাঁকে প্রয়োজনীয় লোক বলে মনে করেন, তাঁর এই প্রশংসা আর বন্ধুত্ব, প্রধান কথা সাক্ষাৎকারের আশা, সব মিলে গেল জীবনের একটা সাধারণ সানন্দ অনুভূতিতে। সে অনুভূতি এতই প্রবল যে অজান্তে হাসি ফুটল তাঁর মুখে। পা নামিয়ে তিনি এক হাঁটুর ওপর অন্য পা-টা তুলে দিলেন এবং আগের দিন পড়ে যাবার সময় চোট খাওয়া পায়ের স্থিতিস্থাপক ডিমটা হাতড়ে দেখলেন এবং পেছনে হেলান দিয়ে বুক ভরে নিশ্বাস নিলেন কয়েকবার।

'বেশ ভালো, দিব্যি ভালো!' মনে মনে বললেন তিনি। আগেও তিনি প্রায়ই নিজের দেহের একটা পুলকিত চেতনা অনুভব করেছেন, কিন্তু এখন নিজেকে, নিজের দেহকে তিনি এতটা ভালোবাসেন নি কখনো। বলিষ্ঠ পায়ে মৃদু এই ব্যথাটা অনুভব করতে তাঁর ভালো লাগছিল, ভালো লাগছিল শ্বাস-প্রশ্বাসে বক্ষপেশীর নড়াচড়া অনুভব করতে। অগস্টের যে পরিষ্কার দিনটা অমন হতাশ করেছিল আন্নাকে, সেটাই তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল সঞ্জীবনীর মতো উত্তেজক, প্রক্ষালনে চিন-চিন করা মুখ আর ঘাড়কে তা তাজা করে তুলছিল। মোচ থেকে ব্রিলিয়াণ্টিনের গন্ধটা এই তাজা হাওয়ায় বিশেষ মনোরম ঠেকছিল তাঁর কাছে। জানলা দিয়ে তিনি যা দেখতে পাচ্ছিলেন, ঠান্ডা নির্মল এই বাতাসে, সূর্যাস্তের দিকে আলোয় সবকিছুই তাঁর নিজের মতোই তবতাজা, প্রফুল্ল, বলিষ্ঠ: ঢলে পড়া সূর্যের কিরণে বাড়ির ঝকঝকে চাল, বেড়া আর বাড়ির কোণগুলোর তীক্ষ্ন রেখা, মাঝেমধ্যে চোখে পড়া পথচারী বা গাড়ির মূর্তি, গাছ আর ঘাসের অচঞ্চল শ্যামলিমা, সঠিক ফালের সারিতে চিত্রিত আলুর খেত, ঘরবাড়ি, গাছপালা আর খোদ আলুখেতটারই তীর্যক ছায়া — সবকিছুই। বার্নিশ করা সদ্যসমাপ্ত ভালো একটা ছবির মতো সবই সুন্দর।

'চালাও, চালাও!' পকেট থেকে তিন রুব্লের একটা নোট নিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বার করে তিনি বললেন কোচোয়ানকে। সে পেছনে মুখ ফেরাতে ভ্রন্স্কি নোটটা দিলেন তাকে। লণ্ঠনের আলোয় কোচোয়ানের হাত কী যেন খুঁজছিল, শোনা গেল চাবুকের শিস, সমতল সড়ক দিয়ে দ্রুত ছুটল গাড়ি।

দুই জানলার মাঝখানে হাড়ের ঘণ্টি-হাতলের দিকে চেয়ে এবং শেষবার আন্নাকে যা দেখেছিলেন সেই মূর্তিতে তাঁকে কল্পনা করে তিনি ভাবলেন, 'এই সুখটুকু ছাড়া আর কিছুই, কিছুই আমি চাই না। যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি করে ভালোবাসছি ওকে। আরে, এই তো ভ্রেদে'র সরকারী পল্লীভবনের বাগান। কোথায় সে এখানে? কোথায়? কেমন করে? কেন সে এইখানে দেখা করতে চেয়েছে আর লিখেছে বেট্‌সির চিঠিটায়?' ভাবলেন মাত্র এখন, কিন্তু ভাববার সময় তখন আর নেই। তরুবীথি পর্যন্ত না যেতেই তিনি কোচোয়ানকে থামালেন এবং দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে চললেন তরুবীথি ধরে, যেটা গেছে বাড়ি অবধি। বীথিতে কেউ ছিল না; কিন্তু ডাইনের দিকে তাকাতেই তিনি দেখতে পেলেন আন্নাকে। মুখ তাঁর ঝালরে ঢাকা, কিন্তু উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তিনি ধরতে পারলেন আন্নার চলন, যেটা একান্ত তাঁরই নিজস্ব, কাঁধের ঢোল, মাথার ভঙ্গি আর অমনি যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ খেলে গেল তাঁর দেহে। নবশক্তিতে তিনি টের পেলেন নিজেকে, পায়ের স্থিতিস্থাপক গতি থেকে শ্বাস-প্রশ্বাসে ফুসফুসের সঞ্চালন পর্যন্ত, কী যেন সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

কাছে এসে আন্না সজোরে তাঁর করমর্দন করলেন।

'তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি বলে রাগ করো নি তো? তোমার সঙ্গে দেখা করা আমার বড়ো দরকার' — আন্না বললেন; আর ঝালরের তল থেকে ভ্রন্‌স্কি তাঁর ঠোঁটের যে গম্ভীর কঠোর ভাঁজ দেখলেন তাতে তৎক্ষণাৎ তাঁর হৃদয়াবেগ বদলে গেল।

'আমি রাগ করব! কিন্তু তুমি এখানে এলে কেমন করে?'

'ওতে কিছু এসে যায় না' — নিজের বাহু ওঁর বাহুতে রেখে আন্না বললেন, 'চলো যাই, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ভ্রন্‌স্কি বুঝলেন কিছু একটা ঘটেছে, এ মিলনটা আনন্দের হবে না। আন্নার উপস্থিতিতে নিজের ইচ্ছাশক্তি থাকত না ভ্রন্‌স্কির: তাঁর উদ্বেগের কারণ না জানলেও ভ্রন্‌স্কি টের পাচ্ছিলেন যে অজান্তে সে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর মধ্যেও।

কনুই দিয়ে আন্নার বাহু চেপে মুখ দেখে তাঁর মনোভাবনা বোঝার চেষ্টা করতে করতে ভ্রন্‌স্কি শুধালেন, 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

মন বাঁধার জন্য আন্না নীরবে হেঁটে গেলেন কয়েক পা, তারপর হঠাৎ থেমে গেলেন।

'কাল তোমায় বলি নি' -- ঘন ঘন হাঁপাতে হাঁপাতে আন্না বললেন, 'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সময় আমি তাঁকে সবকিছু জানিয়েছি... বলেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী থাকতে পারি না, বলেছি যে... সবই বলেছি।'

ভ্রন্স্কি তাঁর কথা শুনছিলেন অজ্ঞাতসারে সারা দেহ নুইয়ে, যেন এতে করে তাঁর অবস্থার দুঃসহতা তিনি নরম করে আনতে চাইছিলেন। কিন্তু আন্না এ কথা বলা মাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন, গর্বিত কঠোর একটা ভাব ফুটে উঠল মুখে।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই ভালো, হাজারগুণ ভালো! তোমার পক্ষে এটা কত কষ্টকর হয়েছিল তা আমি বুঝতে পারছি।'

কিন্তু আন্না তাঁর কথা শুনছিলেন না, মুখভাব দেখে ধরতে চাইছিলেন তাঁর মনোভাব। তাঁর জানার কথা নয় যে ভ্রন্স্কির মুখভাব যার পরিচায়ক সেটা তাঁর মনে আসা প্রথম চিন্তাটা — এখন অনিবার্য ডুয়েলের কথাটা নিয়ে। ডুয়েলের কথা কখনো আন্নার মাথাতেই আসে নি, তাই কঠোরতার এই ক্ষণিক মুখভাবকে তিনি নিলেন অন্যভাবে।

স্বামীর চিঠি পেয়ে আন্না অন্তরে অন্তরে বুঝেছিলেন যে সবই থাকবে আগের মতোই, নিজের প্রতিষ্ঠা তুচ্ছ করে, ছেলেকে ফেলে দিয়ে প্রণয়াস্পদের সঙ্গে মিলনের ক্ষমতা তাঁর নেই। প্রিন্সেস ত্ভের্স্কায়ার ওখানে যে সকালটা কাটিয়েছেন তাতে তিনি আরো নিঃসন্দেহ হন এ বিষয়ে। তাহলেও ভ্রন্স্কির সঙ্গে এই সাক্ষাৎটা ছিল তাঁর কাছে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আশা করেছিলেন যে এতে তাঁর অবস্থা বদলে যাবে, বেঁচে যাবেন তিনি। খবরটা শুনে ভ্রন্স্কি যদি দৃঢ়ভাবে, সাবেগে, এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে তাঁকে বলতেন, 'সব ফেলে রেখে চলে এসো আমার সঙ্গে!' — তাহলে তিনি ছেলেকে রেখে তাঁর সঙ্গেই চলে যেতেন। কিন্তু তিনি যা আশা করেছিলেন, সংবাদটায় তেমন প্রতিক্রিয়া হল না ভ্রন্স্কির: তিনি শুধু কিসে যেন অপমানিত বোধ করলেন।

'আমার এতটুকু কষ্ট হয় নি। এটা ঘটে গেছে আপনা থেকেই' — আন্না বললেন উত্ত্যক্ত স্বরে, 'আর এই যে...' — দস্তানা থেকে স্বামীর চিঠিটা বার করলেন তিনি।

'আমি বুঝতে পারছি, বুঝতে পারছি' — চিঠিটা নিয়ে আন্নাকে বাধা দিলেন ভ্রন্স্কি, তবে চিঠিটা পড়লেন না, চেষ্টা করলেন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে, 'আমার শুধু একটা কামনা, একটা মিনতি — এই অবস্থাটা চুরমার করে দাও, তোমার সুখের জন্যে যাতে আমার জীবন নিবেদন করতে পারি।'

'ও কথা কেন বলছ আমায়?' আন্না বললেন, 'ওতে কি আমি সন্দেহ করতে পারি? সন্দেহ যদি করতাম...'

'কে আসছে?' যে দু'জন মহিলা তাঁদের দিকে আসছিলেন, তাঁদের দেখিয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন ভ্রন্স্কি, 'হয়ত আমাদের চিনতে পারবে' — এবং তাড়াতাড়ি করে আন্নাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে গেলেন পার্শ্ববর্তী পথটায়।

'আমার বয়ে গেল!' আন্না বললেন। ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল। ভ্রন্স্কির মনে হল ঝালরের তল থেকে চোখদুটো তাঁর দিকে চেয়ে আছে অদ্ভুত একটা বিরাগে। 'তাই যা বলছিলাম, ব্যাপারটা ও নিয়ে নয়, ওতে আমার সন্দেহ হতে পারে না; দ্যাখো, আমায় ও কী লিখেছে, পড়ো' — ফের থেমে গেলেন আন্না।

স্বামীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির খবর শুনে প্রথম মুহূর্তে যা হয়েছিল, অপমানিত স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ব্যাপারে যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, চিঠি পড়ার পর ভ্রন্স্কি অজান্তে আবার তাতে আত্মসমর্পণ করলেন। এখন ওঁর চিঠি হাতে ভ্রন্স্কি অজ্ঞাতসারে কল্পনা করতে লাগলেন আজই অথবা কাল নিশ্চিতই যে চ্যালেঞ্জ আসবে তাঁর এবং খোদ ডুয়েলটার কথা। এখন তাঁর যে নিরুত্তাপ অহংকৃত মুখভাব, সেই ভাব নিয়ে তিনি সে ডুয়েলে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে অপমানিত স্বামীর গুলির মুখে দাঁড়াবেন। আর তক্ষুনি মাথায় ঝলক দিয়ে গেল একটা চিন্তা যা কিছু আগে সেপুর্খোভস্কয় বলছিলেন এবং নিজেই তিনি সকালে যা ভেবেছিলেন — অর্থাৎ জড়িয়ে না পড়াই ভালো। তিনি জানতেন যে এ চিন্তার কথাটা তিনি আন্নাকে বলতে অক্ষম।

চিঠি পড়ে তিনি চোখ তুললেন আন্নার দিকে, দৃষ্টিতে তাঁর কোনো দৃঢ়তা ছিল না। আন্না তক্ষুনি বুঝলেন যে এ ব্যাপারটা তিনি ভেবে রেখেছিলেন আগেই। আন্না জানতেন যে ভ্রন্স্কি যাই বলুন, তিনি কী ভাবছেন তা পুরো বলবেন না। বুঝলেন যে তাঁর শেষ আশাটা গেল। তিনি যার অপেক্ষায় ছিলেন এটা তা নয়।

'দেখছ তো কেমন লোক' — কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন আন্না, 'উনি...'

'মাপ ক'রো, কিন্তু এতে আমি খুশি' — আন্নাকে বাধা দিলেন ভ্রন্‌স্কি, 'ভগবানের দোহাই, আমার কথাটা শেষ করতে দাও' — নিজের বক্তব্যটা বুঝিয়ে বলার জন্য সময় চেয়ে মিনতি করলেন দৃষ্টি দিয়ে, 'আমি খুশি কারণ উনি যা প্রস্তাব করছেন, ব্যাপারটা সেভাবে থেকে যেতে পারে না।'

'কেন পারে না?' অশ্রু রোধ করে আন্না বললেন, ভ্রন্‌স্কি যা বলবেন, স্পষ্টতই তাতে তিনি আর কোনো গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে নির্ধারিত হয়ে গেছে তাঁর ভাগ্য।

ভ্রন্‌স্কি বলতে চেয়েছিলেন যে তাঁর মতে যে ডুয়েল অনিবার্য, তার পর এটা চলতে পারে না, কিন্তু বললেন অন্য কথা।

'এটা চলতে থাকবে, এ হতে পারে না। আমি আশা করি এবার তুমি ছেড়ে দেবে ওকে। আমি আশা করি' — একটু থতোমতো খেয়ে লাল হয়ে উঠলেন ভ্রন্‌স্কি, 'আশা করি যে আমাদের জীবন গড়ে তুলতে এবং ভেবে কিছু একটা ঠিক করতে তুমি আমায় দেবে। কাল...' উনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু আন্না তাঁকে শেষ করতে দিলেন না।

'কিন্তু ছেলে?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'দেখেছ তো কী লিখেছে। ওকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই, চাই-ও না।'

'ভগবানের দোহাই, কোনটা ভালো? ছেলেকে ছেড়ে আসা নাকি এই অপমানকর অবস্থাটা চালিয়ে যাওয়া?'

'কার পক্ষে অপমানকর?'

'সবার পক্ষে, সবচেয়ে বেশি করে তোমার পক্ষে।'

'বলছ অপমানকর... এ কথা ব'লো না। আমার কাছে কথাটার কোনো অর্থ নেই' — কাঁপা কাঁপা গলায় আন্না বললেন। এখন তিনি আর চাইছিলেন না যে ভ্রন্‌স্কি অসত্য কিছু বলুক। এখন তাঁর অবশিষ্ট আছে কেবল তাঁর প্রেম, ভ্রন্‌স্কিকে ভালোবাসতে চাইছিলেন তিনি, 'তুমি বুঝে দ্যাখো, যেদিন তোমায় ভালোবেসেছি, সেদিন থেকে সবকিছু বদলে গেছে আমার। আমার আছে শুধু একটা জিনিস, শুধু একটা — সেটা তোমার ভালোবাসা। সে ভালোবাসা যদি আমি পাই, তাহলে নিজেকে এত উঁচু, এত দৃঢ় বলে অনুভব করব যে আমার পক্ষে কিছুই অপমানকর

হতে পারে না। নিজের অবস্থায় আমি গর্বিত... গর্বিত কারণ... গর্বিত...' কেন গর্বিত সে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। লজ্জা আর হতাশার অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ। থেমে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

ভ্রন্‌স্কিও টের পাচ্ছিলেন গলায় কী যেন আটকে যাচ্ছে, চিমটি কাটছে নাকে, জীবনে এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন যে কেঁদে ফেলতে পারেন। ঠিক কী তাঁর কাছে এত মর্মস্পর্শী সেটা তিনি বলতে পারতেন না। করুণা হচ্ছিল আন্নার জন্য অথচ অনুভব করছিলেন যে তাঁকে সাহায্য করতে তিনি অক্ষম, আর সেইসঙ্গে এও জানতেন যে আন্নার দুঃখের জন্য তিনিই দায়ী, কিছু একটা অন্যায় করেছেন তিনি।

'বিবাহবিচ্ছেদ কি অসম্ভব?' ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন। জবাব না দিয়ে মাথা নাড়লেন আন্না। 'ছেলেকে নিয়ে ওকে ছেড়ে যাওয়া চলে না?'

'চলে, কিন্তু সব নির্ভর করছে ওর ওপর। এবার আমায় যেতে হবে ওর কাছে' — শুকনো গলায় আন্না বললেন। সবকিছু আগের মতোই থেকে যাবে — তাঁর এই প্রাগ্‌বোধটা প্রবঞ্চিত করে নি তাঁকে।

'মঙ্গলবার আমি পিটার্সবুর্গে থাকব, সবকিছু তখন স্থির করা যাবে।'

আন্না বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়।'

আন্নার যে গাড়িটা তিনি ফেরত পাঠিয়ে ফের ভ্রেদে'র ফটকের কাছে আসতে বলেছিলেন, এল সেটা। ভ্রন্‌স্কির কাছে বিদায় নিয়ে আন্না বাড়ি চলে গেলেন।

॥ ২৩ ॥

২ জুনের কমিশনের সাধারণ বৈঠক বসল সোমবার। অধিবেশন কক্ষে ঢুকে বরাবরের মতো সদস্যদের এবং সভাপতির সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, নিজের আসন গ্রহণ করে সামনে তাঁর জন্য তৈরি করে রাখা কাগজপত্রগুলোর ওপর হাত রাখলেন। কাগজপত্রগুলোর মধ্যে তথ্যাদি এবং যে বিবৃতি তিনি দেবেন বলে স্থির করেছিলেন তার খসড়া সংক্ষিপ্তসারও ছিল। তবে তথ্যাদির প্রয়োজন ছিল

না তাঁর। সবকিছু তাঁর মনে ছিল, আর যা বলবেন, মনে মনে তা আওড়ে নেবারও দরকার বোধ করলেন না তিনি। তাঁর জানা ছিল যে সময় যখন আসবে, সামনে যখন দেখবেন প্রতিপক্ষের মুখ যে বৃথাই চেষ্টা করছে একটা নির্বিকার ভাব ফোটাতে, এখন তৈরি হবার চেষ্টা করার চেয়ে ভালোভাবে তখন তাঁর বক্তৃতাটা আপনা আপনি নিঃসৃত হতে থাকবে। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু এতই বৃহৎ যে তার প্রতিটি শব্দই হবে তাৎপর্যপূর্ণ। অথচ সাধারণ একটা প্রতিবেদন তিনি শুনছিলেন অতি নিরীহ, গোবেচারা ভাব করে। শিরা ফুলে ওঠা তাঁর শাদা হাত, লম্বা লম্বা আঙুলে যা সামনে একখানা শাদা কাগজের দুই প্রান্ত সস্নেহে নাড়াচাড়া করছে, ক্লান্তির ভাব নিয়ে পাশে হেলানো মাথা—এ সব দেখে কেউ ভাববে না যে এখুনি তাঁর মুখ থেকে এমন বক্তৃতা নির্গত হবে যা ভয়াবহ ঝড় তুলবে, পরস্পরকে বাধা দিয়ে চেঁচামেচি করতে বাধ্য করবে সভ্যদের, শৃঙখলা মেনে চলার দাবি করতে হবে সভাপতিকে। প্রতিবেদন শেষ হলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর শান্ত মিহি গলায় ঘোষণা করলেন যে অরুশ লোকেদের সুব্যবস্থা নিয়ে তিনি নিজের কিছু বক্তব্য রাখতে চান। মনোযোগ আকৃষ্ট হল তাঁর দিকে। কেশে নিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, প্রতিপক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত না করে বরাবর যা করে থাকেন, বক্তৃতা দেবার সময় তাঁর সামনে উপবিষ্ট প্রথম ব্যক্তিটিকে বেছে নিলেন, (এক্ষেত্রে লোকটি ক্ষুদ্রকায় শান্তশিষ্ট এক বৃদ্ধ, কমিশনে যিনি কদাচ কোনো মত প্রকাশ করেন নি) এবং শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য। মৌল ও আঙ্গিক আইনের কথা যখন উঠল, প্রতিপক্ষ লাফিয়ে উঠে আপত্তি জানাতে লাগলেন। স্ত্রেমভ, ইনিও কমিশনের সদস্য, একহাত নেওয়া হয়েছিল এঁকে, ইনি কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করলেন এবং মোটের ওপর বৈঠকটা হল ঝড়-তোলা; কিন্তু জিতলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ; গৃহীত হল তাঁর প্রস্তাব; নিযুক্ত হল তিনটি নতুন কমিশন; পরের দিন পিটার্সবুর্গের নির্দিষ্ট একটি মহলে চলল শুধু এই বৈঠকেরই আলোচনা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সাফল্য ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজের আশাকেও।

পরের দিন মঙ্গলবার আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সন্তুষ্টির সঙ্গে গতকালের বিজয়ের কথা স্মরণ করে না হেসে পারলেন না, যদিও কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক যখন তাঁকে তোষামোদ করার জন্য জানালেন যে

কমিশনের ঘটনাবলির খবর তাঁর কানেও গেছে তখন তিনি নির্বিকার ভাব দেখাতে চাইছিলেন।

তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে ব্যস্ত থাকায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ একেবারে ভুলে গিয়েছিলেন যে সেদিন মঙ্গলবার, আন্না আর্কাদিয়েভনার আসার তারিখ তিনি ধার্য করেছেন সেই দিন, তাই যখন লোক এসে খবর দিলে যে তিনি এসেছেন তখন তিনি বিস্মিত, এমনকি বিশ্রী রকমে অভিভূতই হলেন।

আন্না পিটার্সবুর্গে আসেন বেশ সকালে; তাঁর টেলিগ্রাম অনুসারে গাড়ি পাঠানো হয় তাঁর জন্য, তাই তাঁর আসার ব্যাপারটা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে জানা সম্ভব। কিন্তু আন্না যখন পেণছলেন, উনি দেখা করতে এলেন না। তাঁকে বলা হল যে উনি এখনো বেরন নি, তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁর আসার খবর স্বামীকে জানাতে বলে তিনি এলেন তাঁর কেবিনেটে, স্বামী তাঁর কাছে আসবে এই প্রতীক্ষায় নিজের জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লাগলেন। কিন্তু এক ঘণ্টা কেটে গেল, উনি এলেন না। কিছু হুকুম-টুকুম দেবার অছিলায় তিনি গেলেন ডাইনিং-রুমে, ইচ্ছে করে কথা কইতে লাগলেন জোরে জোরে, আশা করছিলেন উনি ওখানে আসবেন; কিন্তু উনি বেরলেন না, যদিও আন্না শুনতে পেয়েছিলেন যে তত্ত্বাবধায়ককে বিদায় দেবার জন্য তিনি স্টাডির দরজা পর্যন্ত এসেছিলেন। আন্না জানতেন যে বরাবরের মতো শিগগিরই উনি কাজে চলে যাবেন, তার আগেই নিজেদের সম্পর্কটা স্থির করে নেবার জন্য ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন তিনি।

হল পেরিয়ে আন্না দৃঢ় পদক্ষেপে এগুলেন তাঁর উদ্দেশে। যখন ঘরে ঢুকলেন উনি তখন উর্দি পরে আছেন, স্পষ্টতই বেরবার জন্য তৈরি, বসে আছেন ছোটো টেবিলটায় কনুইয়ে ভর দিয়ে, বিষণ্ণভাবে চেয়ে আছেন সামনে। উনি আন্নাকে দেখতে পাওয়ার আগে আন্নাই ওঁকে দেখেন প্রথম এবং বুঝলেন যে তাঁর কথাই উনি ভাবছেন।

আন্নাকে দেখে উনি উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মত পালটালেন, তারপর হঠাৎ মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠল যা আগে কখনো আন্না দেখেন নি। তাড়াতাড়ি করে উঠে তিনি এলেন আন্নার কাছে, আন্নার চোখের দিকে না চেয়ে তাকালেন ওপরে, তাঁর কপাল আর কবরীর দিকে। তাঁর হাতটা নিয়ে বসতে বললেন তাঁকে।

'আমি খুশি হয়েছি যে আপনি এসেছেন' — আন্নার কাছে বসে তিনি বললেন, বোঝা যায় কিছু একটা জানাতে চাইছিলেন তিনি, কিন্তু থতোমতো খেলেন। বার কয়েক তিনি কথা শুরু করতে চেয়েছিলেন কিন্তু থেমে যাচ্ছিলেন... এই সাক্ষাৎটার জন্য তৈরি হতে গিয়ে ওঁকে ঘৃণা করা এবং ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত বলে নিজেকে বোঝালেও আন্না ভেবে পেলেন না কী ওঁকে বলবেন, করুণা হচ্ছিল ওঁর ওপর। এইভাবেই নীরবতা চলল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। 'সেরিওজা ভালো আছে?' এবং জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যোগ দিলেন, 'আজ আমি বাড়িতে খাব না আর এখুনি বেরুতে হবে আমায়।'

'আমি মস্কো যেতে চাইছিলাম' — আন্না বললেন।

'না, আপনি খুবই, খুবই ভালো করেছেন এসে' — এই বলে ফের চুপ করে গেলেন উনি।

কথা কইতে শুরু করার সাধ্য ওঁর নেই দেখে আন্না নিজেই শুরু করলেন:

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ' — আন্না বললেন তাঁর দিকে তাকিয়ে, তাঁর কবরীতে নিবদ্ধ স্বামীর দৃষ্টি থেকে চোখ না নামিয়ে, 'আমি পাতকিনী নারী, আমি বদ মেয়ে, কিন্তু আমি যা ছিলাম, আপনাকে তখন যা বলেছিলাম আমি তাই, আপনাকে বলতে এসেছি যে কিছুই বদলাতে পারব না আমি।'

'আমি আপনাকে ও কথা শুধোই নি' — উনি বললেন হঠাৎ দৃঢ়ভাবে, আক্রোশে সোজা আন্নার চোখের দিকে তাকিয়ে, 'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম।' বোঝা যায় ক্রোধের প্রভাবে উনি ফের তাঁর সমস্ত সামর্থ্যের ওপর দখল পেয়ে গেছেন, 'কিন্তু আপনাকে আমি তখন যা বলেছিলাম এবং লিখেছি' — তীক্ষ্ণ সরু গলায় বলে উঠলেন তিনি, 'আর এখন পুনরুক্তি করছি যে আমি ওটা জানতে বাধ্য নই। ওটা আমি উপেক্ষা করছি। সব নারী আপনার মতো অমন সহৃদয় নয় যে তাড়াতাড়ি করে এত উপভোগ্য একটা সংবাদ স্বামীকে জানাতে যাবে' — 'উপভোগ্য' কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিলেন তিনি। 'যতদিন সমাজ এটা জানছে না, আমার সুনাম কলংকিত হচ্ছে না, ততদিন ওটা আমি উপেক্ষা করব। সেই কারণে আমি আপনাকে শুধু সাবধান করে দিয়েছি যে আমাদের সম্পর্ক বরাবর যেমন ছিল তেমনি থাকা চাই। আর আপনি যদি নিজের

মান খোয়ান, কেবল সেইক্ষেত্রেই আমার মর্যাদা বাঁচাবার জন্যে ব্যবস্থা নিতে হবে আমায়।'

'কিন্তু আমাদের সম্পর্ক বরাবর যা ছিল তা থাকতে পারে না' — সভয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে ভীরু ভীরু গলায় বললেন আন্না।

আন্না যখন ফের তাঁর এই অবিচলিত ভঙ্গিটা দেখলেন, শুনলেন তাঁর এই তীক্ষ্ন, ছেলেমানুষী, হাস্যকর কণ্ঠস্বর, বিতৃষ্ণায় তাঁর ভেতরকার করুণা উবে গেল, এখন মাত্র ভয় পাচ্ছিলেন তাঁকে, কিন্তু যে করেই হোক নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার করে নিতে চাইছিলেন তিনি।

'আমি আপনার স্ত্রী থাকতে পারি না যখন আমি...' বলার উপক্রম করলেন আন্না।

আক্রোশভরা নিরুত্তাপ হাসি হেসে উঠলেন উনি।

'যে ধরনের জীবন আপনি বেছে নিয়েছেন সেটা নিশ্চয় আপনার বোধগুলোয় ছায়া ফেলেছে। আমি এতই শ্রদ্ধা বা ঘৃণা এবং দুই-ই... আপনার অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমানের প্রতি ঘৃণা পোষণ করি... যে আমার কথার যে ব্যাখ্যা আপনি করছেন তা থেকে আমি বহু দূরে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আন্না মাথা নিচু করলেন।

'তবে আমি বুঝতে পারছি না, আপনার মতো এতটা স্বাধীনতা পেয়ে' — উত্তেজিত হয়ে বলে চললেন তিনি, 'সরাসরি নিজের বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্বামীকে বলার মধ্যে দোষের কিছু দেখতে না পেলেও, যা মনে হচ্ছে, স্বামীর কাছে স্ত্রীর দায়দায়িত্ব পালনটা কেন দোষের বলে ধরছেন।'

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, আমার কাছ থেকে কী আপনার চাই?'

'আমি চাই যে লোকটাকে আমি যেন এখানে না দেখি আর আপনি এমনভাবে চলবেন যাতে সমাজ বা চাকরবাকরেরা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে না পারে... এবং আপনি ওর সঙ্গে দেখা না করেন। মনে হয় এটা তেমন বেশি কিছু নয়। এর জন্যে আপনি স্ত্রীর দায়িত্ব পালন না করেও সাধ্বী স্ত্রীর অধিকার ভোগ করবেন। আপনাকে এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। এবার আমার যাবার সময় হয়ে গেছে। বাড়িতে খাব না।'

উনি উঠে গেলেন দরজার দিকে। আন্নাও উঠলেন। নীরবে উনি মাথা নুইয়ে পথ করে দিলেন আন্নার যাবার জন্য।

বিচালিস্তূপের ওপর যে রাতটা লেভিন কাটান সেটা তাঁর ওপর ছাপ না ফেলে যায় নি; যে চাষ-আবাদ তিনি দেখছিলেন তাতে তাঁর বিরাগ ধরল, কোনো আগ্রহ আর রইল না তাতে। চমৎকার ফসল হলেও এ বছরের মতো এত অসাফল্য এবং তাঁর ও চাষীদের মধ্যে এত শত্রুতা আর কখনো দেখা যায় নি, অন্তুতপক্ষে তাঁর মনে হল যে দেখা যায় নি। এই অসাফল্য আর শত্রুতার কারণ এখন তাঁর কাছে একেবারে পরিষ্কার। খোদ কাজ করার মধ্যেই যে অপূর্বতা তিনি অনুভব করেছিলেন, তার ফলে চাষীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, তাদের প্রতি, তাদের জীবনের প্রতি তাঁর ঈর্ষা, যে জীবনে চলে যাবার জন্য তাঁর বাসনা, সে রাতে যেটা আর স্বপ্ন নয়, সুচিন্তিত সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁর একটা সংকল্প, — চাষ-আবাদ দেখাশোনা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এ সবে এত বদলে গেল যে তিনি ও কাজে পূর্বের আগ্রহ আর বোধ করতে পারলেন না, কর্মীদের সঙ্গে যে নিজের বিরূপ সম্পর্কটা গোটা ব্যবস্থাটার ভিত্তি, না দেখে পারলেন না সেটা। পাভার মতো উন্নত জাতের গরু, সার ফেলা হাল দেওয়া মাটি, ঝোপে ঘেরা নয়টি সমতল খেত, গভীর করে গোবর দেওয়া নব্বই দেসিয়াতিনা জমি, হলরেখা বরাবর বপন-যন্ত্র ইত্যাদি — এ সবই চমৎকার যদি এগুলি তিনি করতেন নিজে অথবা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল বন্ধুদের সঙ্গে একত্রে। কিন্তু এখন তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন (কৃষি নিয়ে যে লেখাটায় তিনি বলেছেন যে জোতের প্রধান উপাদান হওয়া উচিত শ্রমিক, তা নিয়ে খাটতে গিয়ে এ ব্যাপারে বহু দিক থেকে সাহায্য হয়েছে তাঁর), পরিষ্কার দেখতে পেলেন, যে চাষ-আবাদ তিনি দেখাশোনা করছিলেন সেটা কেবল তাঁর আর তাঁর কর্মীদের মধ্যে একরোখা নির্মম একটা সংগ্রাম যাতে এক দিকে, তাঁর পক্ষে ছিল সেরা নিদর্শন বলে তিনি যা গণ্য করছেন সেই অনুসারে সবকিছু ঢেলে সাজার জন্য নিরন্তর প্রাণপণ প্রয়াস, অন্যদিকে স্বভাবসিদ্ধ একটা গতানুগতিকতা। এই সংগ্রামে তিনি দেখলেন যে তাঁর দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তি নিয়োগ এবং অপর দিকে কোনোরূপ প্রয়াস, এমনকি ইচ্ছারও অভাবে ফল হয়েছে কেবল এই যে চাষবাসে দাঁড়ায় নি কিছু, একেবারে খামোকা নষ্ট হয়েছে চমৎকার হাতিয়ারপত্র, চমৎকার গবাদি পশু আর মাটি। প্রধান কথা, এই দিকে নিযুক্ত কর্মোদ্যোগ শুধু

যে একেবারে বৃথা গেছে তাই নয়, এখন — তাঁর চাষ-আবাদের অর্থ যখন তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে তখন তিনি এটা অনুভব না করে পারেন না যে কর্মোদ্যোগের লক্ষ্যটাই ছিল অমর্যাদাকর। আসলে সংগ্রামটা কী নিয়ে? তাঁর দিক থেকে প্রতিটি পয়সা নিয়ে (আর তা না হয়ে পারে না, কেননা উদ্যমে ঢিল দিলে শ্রমিকদের বেতন দেবার মতো টাকাও জুটবে না তাঁর), আর ওরা শুধু শান্তিতে আর আনন্দে, অর্থাৎ যেভাবে তারা অভ্যস্ত শুধু সেইভাবে খাটার পক্ষপাতী। তাঁর স্বার্থ হল প্রতিটি মুনিষ যেন যথাসম্ভব বেশি খাটে, না ঝিমোয়, যেন চেষ্টা করে চাষের যন্ত্রপাতি ভেঙে না ফেলতে, যে কাজটা সে করছে তা নিয়ে যেন মাথা ঘামায়; মুনিষের কিন্তু ইচ্ছে যথাসম্ভব আনন্দে, বিশ্রাম নিয়ে খাটার, সবচেয়ে বড়ো কথা, খাটতে চায় বিনা চিন্তা-ভাবনায়, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে। এবারকার গ্রীষ্মে লেভিন এটা লক্ষ্য করেছেন প্রতি পদে। যেসব খারাপ দেসিয়াতিনা আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভরে উঠেছে, ক্লোভার থেকে বীজ ভালো হবে না, সেখানে বিচালির জন্য ক্লোভার কাটতে পাঠান তিনি, ওরা একের পর এক বীজের উপযোগী সেরা দেসিয়াতিনাগুলো কেটে সাফ করলে আর কৈফিয়ৎ দিলে যে গোমস্তা তাই বলেছিল এবং এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে বিচালি হবে চমৎকার; কিন্তু উনি জানতেন যে ব্যাপারটা ঘটেছে কারণ এই দেসিয়াতিনাগুলোয় ঘাস কাটা সহজ। বিচালি ঝাঁকাবার জন্য যন্ত্র পাঠালেন তিনি, প্রথম সারিতেই ভেঙে ফেলা হল সেটা, কারণ মাথার ওপরে আন্দোলিত পাখনার তলে বসে থাকতে চাষীর বেজার লাগছিল। তাঁকে বলা হল 'ভাবনা করবেন না গো, মেয়েরা ঝটাঝট ঝাঁকিয়ে দেবে।' লাঙ্গল অকেজো হয়ে পড়ল কেননা মুনিষটার খেয়ালই হল না যে উঠে আসা ফালটা নামিয়ে দেওয়া দরকার, তার বদলে জবরদস্তি করে হাল দিয়ে সে ঘোড়াকে কষ্ট দিলে, নষ্ট করলে জমি; আর তাঁকে বলা হল শান্ত থাকতে। ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হল গমখেতে, কেননা কোনো মুনিষই রাত-পাহারার কাজে থাকতে চায় নি এবং বারণ করা সত্ত্বেও তারা রাত পাহারায় রইল পালা করে, আর সারা দিন খাটার পর ঘুমিয়ে পড়ল ভান্কা এবং নিজের দোষের জন্য এই বলে অনুতাপ করলে, 'সে আপনার যা মর্জি গো মালিক।' তিনটে সেরা বাছুর মারা পড়ল কারণ জল না খাইয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় বার গজানো ক্লোভারের জমিতে; আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইল না যে ওরা ফেঁপে উঠেছে ক্লোভার

খেয়ে আর সান্ত্বনা দিলে যে প্রতিবেশীর একশ' বারোটি গর্ মারা পড়েছে তিন দিনে। এ সব ঘটছিল এই জন্য নয় যে কেউ লেভিন বা তাঁর জোতজমির ক্ষতি চাইছিল; উল্টে বরং লেভিনের জানা ছিল যে ওরা তাঁকে ভালোবাসে, তাঁকে মনে করে সরল বাব্লোক (যার অর্থ সর্বোচ্চ প্রশংসা); এ সব ঘটত কারণ ওরা খাটতে চাইত আনন্দে-ফুর্তিতে, বিনা চিন্তা-ভাবনায় আর লেভিনের স্বার্থ ওদের কাছে শ্ধ্ পরকীয় ও দ্র্বোধ্যই নয়, তাদের নিজেদের ন্যায্য স্বার্থের মারাত্মক বিরোধী। বহ্ দিন থেকেই লেভিন চাষ-আবাদের সঙ্গে নিজের সম্পর্কে অসন্তোষ বোধ করে আসছিলেন। তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে তাঁর নৌকায় জল উঠছে, সম্ভবত ইচ্ছে করেই আত্মপ্রতারণায় ফুটোটা তিনি খোঁজেন নি, পান নি। কিন্তু এখন নিজেকে আর প্রতারণা করা চলে না। যে চাষ-আবাদ তিনি চালাচ্ছিলেন সেটা তাঁর কাছে শ্ধ্ আকর্ষণহীন নয়, বিরক্তিকর হয়ে উঠল, ও নিয়ে আর তিনি ব্যাপৃত থাকতে পারেন না।

এর সঙ্গে আবার যোগ দিয়েছে তাঁর কাছ থেকে তিরিশ ভার্স্ট দ্রে কিটি শ্যেরবাৎস্কায়ার উপস্থিতি, যাকে তিনি দেখতে চাইছেন অথচ পারছেন না। যখন উনি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা অব্লোন্স্কায়ার ওখানে গিয়েছিলেন উনি তখন আসতে বলেছিলেন লেভিনকে: আসতে বলেছিলেন যাতে বোনের কাছে উনি প্নরায় বিবাহপ্রস্তাব দেন। ইঙ্গিত করেছিলেন যে সেটা এখন সে গ্রহণ করবে। কিটি শ্যেরবাৎস্কায়াকে দেখে লেভিন নিজেও ব্ঝেছিলেন যে কিটিকে তিনি ভালোবাসেন এখনো; কিন্তু কিটি অব্লোন্স্কিদের ওখানে আছে এটা জানা থাকায় তিনি সেখানে যেতে পারেন না। তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন আর সে যে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, এতে সৃষ্টি হয়েছে ওঁদের মধ্যে এক অনতিক্রম্য বাধা। 'কিটি যাকে চেয়েছিল তার স্ত্রী হতে সে পারল না, শ্ধ্ এই কারণেই আমি তাকে অন্রোধ করতে পারি না আমার স্ত্রী হতে' — মনে মনে ভাবলেন লেভিন। এই ভাবনাটা তাঁকে করে তুলল কিটির প্রতি নির্ত্তাপ ও বির্প। 'ভর্ৎসনার একটা বোধ না নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা, বিদ্বেষ বোধ না করে ওকে তাকিয়ে দেখার সাধ্য আমার হবে না, এতে সে শ্ধ্ আমাকে আরো ঘৃণা করবে এবং তাই উচিত। তা ছাড়া এখন, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা আমায় যা বলেছেন তারপর কী করে ওঁদের ওখানে যেতে পারি? ওঁর বলা থেকে আমি যা জেনে গেছি সেটা কি না-দেখাতে পারি আমি? আর মহত্ত্ব

নিয়ে আমি কিনা যাব তাকে ক্ষমা করতে, কৃপা করতে। তার সামনে কিনা নেব ক্ষমাশীল প্রেমদাতার ভূমিকা!.. কেন যে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা আমায় ওটা বললেন? দৈবাৎ আমি যদি ওকে দেখতে পেতাম, তাহলে সবকিছু হতে পারত আপনা থেকে, কিন্তু এখন তা অসম্ভব, অসম্ভব!'

কিটির জন্য মেয়েদের একটা জিন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা। লিখেছিলেন, 'শুনেছি আপনার জিন আছে। আশা করি নিজেই সেটা নিয়ে আসবেন।'

এটা তাঁর সহ্যাতীত। বুদ্ধিমতী সুচরিতা নারী বোনকে এমন হীনতায় ফেলতে পারেন কী করে! গোটা দশেক চিঠি লিখলেন তিনি, কিন্তু সব ছিঁড়ে ফেলে জিনটা পাঠালেন কোনো জবাব না দিয়ে। তিনি যাবেন এ কথা লেখা অসম্ভব কারণ তিনি যেতে পারেন না। আবার উনি যেতে পারছেন না কারণ কিছু একটা বাধা আছে অথবা অন্য কোথাও চলে যাচ্ছেন, এ কথা লেখা আরো খারাপ। জবাব না দিয়ে জিনটা পাঠালেন এই চেতনা নিয়েই যে একটা লজ্জার কাজ করলেন, পরের দিন বিরক্তিকর চাষবাসের সমস্ত ভার গোমস্তার হাতে তুলে দিয়ে তিনি বন্ধু স্ভিয়াজ্‌স্কির কাছে চলে গেলেন দূরের উয়েজ্‌দে যার কাছাকাছি আছে একটা চমৎকার স্নাইপ জলা। ওঁর ওখানে যাবার সংকল্প তাঁর বহুদিনের, সেটা পূরণ করার অনুরোধ জানিয়ে সম্প্রতি চিঠিও লিখেছেন বন্ধুটি। সুরোভস্কি উয়েজ্‌দের স্নাইপ জলা বহুদিন প্রলুব্ধ করেছে লেভিনকে, কিন্তু বিষয়কর্মের দরুন যাত্রাটা তিনি কেবলি পেছিয়েছেন। এবার কিন্তু শ্যেরবাৎস্কিদের নৈকট্য, বড়ো কথা বিষয়-আশয় ছেড়ে ঠিক শিকারে যেতেই আনন্দ হল তাঁর। সমস্ত দুঃখকষ্টে শিকারেই তিনি পেয়েছেন সেরা সান্ত্বনা।

॥ ২৫ ॥

সুরোভস্কি উয়েজ্‌দে রেলপথ বা ডাকপথ কিছুই ছিল না, লেভিন গেলেন নিজের ঘোড়ায় টানা তারান্তাসে।

মাঝপথে ঘোড়াগুলোকে খাওয়াবার জন্য লেভিন থামলেন এক ধনী চাষীর বাড়ির কাছে। গালের কাছে পেকে যাওয়া পাটকিলে চাপদাড়িওয়ালা এক টেকো চাঙ্গা বুড়ো ফটক খুলে থামের সঙ্গে সেঁটে তিন ঘোড়ার গাড়িটার

যাবার পথ করে দিলে। রোদপোড়া কাঠের লাঙল রাখা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত একটা নতুন আঙিনায় চালার তলে ঘোড়াগুলোকে রাখবার জায়গাটা কোচোয়ানকে দেখিয়ে দিয়ে বুড়ো লেভিনকে ডাকল বড়ো ঘরে। বিনা মোজায় গালোশ পরা পরিচ্ছন্ন পোশাকের একটি যুবতী ঘাড় গুঁজে নতুন বারান্দার মেঝে ঘষছিল। লেভিনের পেছু পেছু ছুটে আসা কুকুরটা দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, কিন্তু কামড়াবে না শুনে তক্ষুনি নিজের ভয় পাওয়াতেই হেসে ফেললে। আস্তিন-গুটানো হাত তুলে বড়ো ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানা লুকিয়ে ফের পরিষ্কার করতে লাগল মেঝে।

মেয়েটি জিগ্যেস করলে, 'সামোভার আনব?'

'তা আনুন-না।'

ঘরখানা বেশ বড়ো, পার্টিশান দেওয়া, একটা ওলন্দাজ চুল্লি আছে। দেবপটগুলোর নিচে রঙিন নকশা আঁকা টেবিল, বেঞ্চি, দুটি চেয়ার। ঢোকার মুখে বাসন-পত্রে ভরা আলমারি। জানলার খড়খড়ি বন্ধ, মাছি তাই কম, আর সবই এমন ঝকঝকে তকতকে যে লেভিনের ভয়ই হল, রাস্তায় ছুটতে ছুটতে তাঁর কুকুর লাস্‌কা জলে ডুব দিয়ে এসেছে, সে আবার মেঝে না মাড়ায়, দরজার কাছে এক কোণে তাকে বসে থাকবার হুকুম দিলেন তিনি। ঘরখানা দেখে লেভিন পেছনকার আঙিনায় বেরুলেন। গালোশ পরা সুশ্রী মেয়েটি বাঁকে দুটো খালি বালতি দোলাতে দোলাতে লেভিনের সামনে দিয়ে ছুটে গেল কুয়ো থেকে জল আনতে।

'চটপট!' তার উদ্দেশে ফুর্তিতে চেঁচিয়ে বুড়ো এল লেভিনের কাছে। 'মশায়ের কি নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্‌স্কির ওখানে যাওয়া হচ্ছে? আমাদের এখানেও উনি এসে থাকেন' — অলিন্দের রেলিঙে কনুই ভর দিয়ে বুড়ো শুরু করল আলাপের আগ্রহ নিয়ে।

স্ভিয়াজ্‌স্কির সঙ্গে তার পরিচয়-বৃত্তান্তের মাঝখানে ফের ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল ফটক, কাঠের লাঙল আর মই নিয়ে খেত থেকে আঙিনায় ফিরল মুনিষেরা। লাঙল আর মইয়ের সঙ্গে জোতা ঘোড়াগুলো হৃষ্টপুষ্ট, বড়ো বড়ো। মুনিষেরা স্পষ্টতই ঘরের লোক, দু'জন জোয়ান, পরনে ক্যালিকো কামিজ, মাথায় টুপি, বাকি দু'জন ঘরে বোনা জামা পরা ভাড়া করা মুনিষ— একজন বুড়ো, অন্যজন ছোকরা। অলিন্দ থেকে নেমে বুড়ো গেল ঘোড়া খুলতে।

'কী চষলে?' লেভিন জিগ্যেস করলেন।

'আলু। আমাদেরও জমি আছে। ফেদত, খাসি ঘোড়াটাকে তুই ছাড়িস না, পাতনার সঙ্গে বেঁধে রাখ, অন্যটাকে জুতব।'

'কী বাবা, আমি যে ফাল আনতে বলেছিলাম, এনেছো?' জিগ্যেস করলে দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবান এক ছোকরা, স্পষ্টতই বুড়োর ছেলে।

'ওই যে... স্লেজে' — লাগামগুলো খুলে গুটিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুড়ো বললে, 'ওরা খেতে খেতে জুড়ে ফ্যাল।'

ভরা বালতিতে টানটান কাঁধে সুশ্রী মেয়েটি ঢুকল বারান্দায়। কোত্থেকে দেখা দিল আরো মেয়ে — অল্পবয়সীরা সুন্দরী, মধ্যবয়সী ও বৃদ্ধারা অসুন্দর, কারো সঙ্গে শিশু, কারো নেই।

গোঁ-গোঁ করে উঠল সামোভারের নল। ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা করে মজুর আর ঘরের লোক সবাই গেল খেতে। লেভিন গাড়ি থেকে নিজের খাবার-দাবার এনে বুড়োকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর সঙ্গে চা খেতে।

'আজ চা তো খাওয়া হয়ে গেছে' — বুড়ো বললে, স্পষ্টতই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণ করে, 'তবে সঙ্গদান করা আর-কি।'

চা খেতে খেতে বুড়োর বিষয়-আশয়ের সমস্ত খবরাখবর শুনলেন লেভিন। দশ বছর আগে জমিদারণীর কাছ থেকে একশ' বিশ দেসিয়াতিনা জমি সে ইজারা নেয়, গত বছর জমিটা সে কিনে নিয়েছে। আরো তিনশ' দেসিয়াতিনা সে পত্তনি নিয়েছে পাশের জমিদারের কাছ থেকে। জমিটার অল্পাংশ, সবচেয়ে খারাপ যেটা, নিজেই সে পত্তনি দিয়েছে অন্যকে। সে নিজে পরিবারের লোকজন আর দুটি মুনিষ ভাড়া করে চষেছে মাঠের চল্লিশ দেসিয়াতিনা। বুড়ো খেদ করলে যে অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। তবে লেভিন বুঝলেন যে খেদটা নেহাৎ সৌজন্যবশত, বিষয়-আশয় ভালোই চলছে। খারাপ হলে একশ' পাঁচ রুব্ল দরে জমি কিনত না, বিয়ে দিত না তিন ছেলে আর ভাইপোর, আগুন লাগার পর দু'বার নতুন করে বাড়ি বানাত না, আর প্রতিবারই তা আগের চেয়ে ভালো। বুড়োর খেদ সত্ত্বেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে সঙ্গত কারণেই নিজের শ্রীবৃদ্ধিতে গর্বিত, নিজের ছেলেদের নিয়ে, ভাইপোকে নিয়ে, বৌমাদের নিয়ে, ঘোড়া, গরু এবং বিশেষ করে সে যে এই সম্পত্তিটা চালাচ্ছে গর্বিত তার জন্য। বুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা থেকে লেভিন জানতে পারলেন নতুনত্ব প্রবর্তনে সে মোটেই গররাজী নয়। আলু বুনেছে সে, আর আসার সময় লেভিন যা দেখেছেন,

আলুগাছগুলোর ফুল এর মধ্যেই ঝরে ফল দিতে শুরু করেছে যেক্ষেত্রে লেভিনের নিজের আলুগাছগুলোয় ফুল ফুটতে শুরু করেছে সবে। জমিদারের কাছ থেকে নেওয়া লাঙল, যাকে সে বলছিল লাওল, তা দিয়ে আলুগাছগুলোর চারপাশের মাটি সে আলগা করে দেয়। গম বুনেছে সে। ছোট্ট একটা ঘটনা বিশেষরকম অবাক করল লেভিনকে: রাই খেত নিড়ানির সময় সে ওই নিড়ানির রাই খাওয়াত ঘোড়াকে। চমৎকার এই খাদ্যটা নষ্ট হচ্ছে দেখে লেভিন কত বার ওগুলো সংগ্রহ করতে চেয়েছেন কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে তা অসম্ভব। এ চাষীটি কিন্তু তা করেছে, এ খাদ্যের প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ।

'মাগীগুলো আছে কী করতে? রাস্তায় ডাঁই করে রাখুক, গাড়ি এসে নিয়ে যাবে।'

'আর আমাদের, জমিদারদের মহা ঝামেলা মজুর নিয়ে' — এক গ্লাস চা এগিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন।

'ধন্যবাদ' — বুড়ো বললে। চা সে নিলে, কিন্তু চিনি নিতে চাইল না, কামড়ে খাওয়া একদলা মিছরি পড়ে ছিল, সেটা সে দেখাল। বললে, 'মুনিষ দিয়ে কাজ চলে কখনো? শুধুই লোকসান। এই স্ভিয়াজ্স্কির কথাই ধরুন-না কেন। কী জমি সে তো আমরা জানি, সরেস, কিন্তু ফসলটি তেমন হয় কি? সবই হেলা ফেলা!'

'কিন্তু তুমিও তো মুনিষ খাটিয়ে চালাও?'

'আমরা যে চাষী গো। নিজেরাই সব দেখি। কাজ যদি খারাপ করে দূর হও; নিজেরাই চালিয়ে নেব।'

'বাবা, ফিনোগেন আলকাতরা চাইছে' — ঘরে ঢুকে বললে গালোশ পরা মেয়েটি।

'এই হল গে ব্যাপার বাবু!' উঠে দাঁড়িয়ে বুড়ো বললে, ক্রুশ করলে সে অনেকখন ধরে, তারপর লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে গেল।

কোচোয়ানকে ডাকবার জন্য লেভিন যখন কুটিরের ভেতরে ঢুকলেন, দেখলেন সব পুরুষেরা টেবিল ঘিরে বসেছে। মেয়েরা পরিবেশন করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হৃষ্টপুষ্ট ছোকরা একটি ছেলে একগ্রাস চরু মুখে পুরে হাস্যকর কী একটা ব্যাপার বলছিল আর সবাই ফেটে পড়ছিল হাসিতে, বিশেষ করে গালোশ পরা মেয়েটা, পেয়ালায় বাঁধাকপির সুপ ঢালছিল সে।

এই কৃষক গৃহটি লেভিনের মনে সমৃদ্ধির যে ছাপ ফেলেছিল, গালোশ

পরা মেয়েটির সুশ্রী মুখখানা তাতে বহুদিক থেকে সাহায্য করে থাকতে পারে, কিন্তু ছাপটা এতই প্রবল যে লেভিন তা থেকে ছাড়ান পাচ্ছিলেন না। বুড়োর ওখান থেকে স্ভিয়াজ্স্কির কাছে যাওয়ার গোটা পথটায় থেকে থেকেই তিনি স্মরণ করছিলেন এই সংসারটার কথা, যেন সেটা তাঁর বিশেষ মনোযোগ দাবি করছে।

॥ ২৬ ॥

স্ভিয়াজ্স্কি ছিলেন তাঁর উয়েজ্দের অভিজাত-প্রমুখ। লেভিনের চেয়ে তিনি পাঁচ বছরের বড়ো, বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। তাঁদের সঙ্গে বাড়িতে থাকত স্ভিয়াজ্স্কির তরুণী শালী, যাকে খুবই সুন্দরী বলে মনে হত লেভিনের। লেভিন এও জানতেন যে স্ভিয়াজ্স্কি এবং তাঁর স্ত্রী খুবই চান যে লেভিনের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক। সেটা তিনি নিঃসন্দেহে জানতেন যেমন তা সর্বদাই জানা থাকে বর নামক যুবাপুরুষদের, যদিও কাউকে কখনো সে কথা বলার সাহস পান নি এবং এও তিনি জানতেন যে যদিও তিনি বিবাহিত হতে ইচ্ছুকই, যদিও অতি মনোহারিণী মেয়েটির উত্তম স্ত্রী হওয়ারই কথা, তাহলেও কিটির প্রেমে না পড়লেও এ মেয়েটিকে তিনি বিয়ে করতে পারেন না, যেমন পারেন না আকাশে উড়ে যেতে। স্ভিয়াজ্স্কির কাছে আসা থেকে যে তৃপ্তি তিনি পাবেন বলে আশা করছিলেন, এই জ্ঞানটা তা মাটি করে দিচ্ছিল।

শিকারে আমন্ত্রণ জানিয়ে স্ভিয়াজ্স্কি যে চিঠি দেন, সেটা পাওয়া মাত্র কথাটা তিনি ভেবেছিলেন, তাহলেও স্থির করলেন তাঁকে নিয়ে স্ভিয়াজ্স্কির অমন কিছু একটা চিন্তা আছে, এ অনুমানের মোটেই কোনো ভিত্তি নেই, সুতরাং যাবেন। তা ছাড়া অন্তরে অন্তরে চাইছিলেন নিজেকে পরীক্ষা করবেন, ফের মেয়েটির জন্য নিজের হৃদয়াবেগ বুঝে দেখবেন। স্ভিয়াজ্স্কির গার্হস্থ্য জীবন ভারি চমৎকার, আর লেভিন যাদের জানেন, তাদের মধ্যে জেমস্ত্ভোর সেরা কর্মকর্তাদের অন্যতম হলেন স্ভিয়াজ্স্কি, লেভিনের তাঁকে সর্বদাই অতি চিত্তাকর্ষক লেগেছে।

স্ভিয়াজ্স্কি সেই ধরনের একজন লোক যারা সর্বদাই অবাক করে লেভিনকে, মতামত যাদের অতি সঙ্গতিপূর্ণ যদিও কখনোই স্বাধীন নয়,

সেটা এসে যায় আপনা-আপনি, অথচ জীবনের ধারা অসাধারণ সুনির্দিষ্ট ও দৃঢ়, চলে আপনা থেকে, একেবারে স্বাধীনভাবে এবং প্রায় সর্বদাই যুক্তিকে নাকচ করে। স্ভিয়াজ্‌স্কি ছিলেন অসাধারণ উদার মতাবলম্বী ব্যক্তি। অভিজাত সম্প্রদায়কে ঘৃণা করতেন তিনি, মনে করতেন অধিকাংশ অভিজাতই গোপনে ভূমিদাসমালিক যদিও ভীরুতাবশে সেটা প্রকাশ করে না। মনে করতেন রাশিয়া তুরস্কের মতো একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশ আর রুশ সরকার এতই নচ্ছার যে গুরুত্ব সহকারে তার ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে দেয় না কখনো; সেইসঙ্গে নিজে কিন্তু সরকারী কাজ চালাতেন, ছিলেন আদর্শ অভিজাত-প্রমুখ, আর বাইরে বেরবার সময় সর্বদাই পরতেন লাল কর্ড দেওয়া পদপরিচায়ক টুপি। তিনি মনে করতেন যে মনুষ্যোচিত জীবনযাপন সম্ভব কেবল বিদেশে এবং সুযোগ পেলেই সেখানে যেতেন, অথচ সেইসঙ্গে রাশিয়ায় অতি জটিল ও আধুনিক একটা জোত চালাতেন, আর রাশিয়ায় যা ঘটছে, অসাধারণ আগ্রহে তার সবকিছু অনুধাবন করতেন, জানতেন সবকিছু। তিনি মনে করতেন বিকাশের দিক দিয়ে রুশ চাষী রয়েছে বানর ও মানুষের মাঝামাঝি, অথচ জেমস্ত্‌ভো সভার নির্বাচনে সবার চেয়ে বেশি আগ্রহে করমর্দন করতেন চাষীদের, শুনতেন তাদের মতামত। তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাস ছিল না তাঁর, কিন্তু যাজকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও প্যারিশের সংখ্যা হ্রাসের প্রশ্ন নিয়ে খুবই ভাবিত থাকতেন, যদিও তাঁর গ্রামের গির্জাটি যাতে থাকে তার জন্য চেষ্টার কসুর করেন নি তিনি।

নারীদের প্রশ্নে তিনি ছিলেন তাদের পূর্ণ স্বাধীনতার, বিশেষ করে শ্রমের অধিকারের চরমপন্থী পক্ষপাতীদের দলে, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে এমনভাবে দিন কাটাতেন যে লোকে তাঁদের নিঃসন্তান, মিলমিশ সংসার দেখে মুগ্ধ হত, স্ত্রীর জীবন তিনি এমনভাবে বেঁধে দিয়েছিলেন যে স্ত্রী কিছু করতেন না, কী করে আরো ভালোভাবে ফুর্তিতে দিন কাটানো যায়, স্বামীর সঙ্গে এই সাধারণ উদ্বেগে ভাগ নেওয়া ছাড়া কিছু করতেও পারতেন না তিনি।

লোককে তার ভালো দিকটা দিয়ে বিচার করার গুণ লেভিনের না থাকলে স্ভিয়াজ্‌স্কির চরিত্র নিয়ে তাঁর মনে কোনো জটিলতা বা প্রশ্ন দেখা দিত না; মনে মনে বলতেন লোকটা হাঁদা কিংবা ওঁছা, সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যেত। হাঁদা তিনি বলতে পারেন না, কেননা স্ভিয়াজ্‌স্কি নিঃসন্দেহেই শুধু অতি বুদ্ধিমানই নন, অতিশয় শিক্ষিতও আর সে

শিক্ষা নিয়ে তাঁর কোনো জাঁক নেই। এমন বিষয় নেই যা তিনি জানতেন না; কিন্তু নিজের জ্ঞান তিনি জাহির করতেন কেবল যখন তা করতে বাধ্য হতেন। তাঁকে ওঁছা বলতে লেভিন পারেন আরো কম, কেননা নিঃসন্দেহেই স্ভিয়াজ্‌স্কি ছিলেন সৎ, সদাশয়, বিচক্ষণ লোক, সজীব ফুর্তিতে তিনি নিরন্তর যে কাজ করে যেতেন, চারপাশের লোকেরা তাতে খুবই মূল্য দিত এবং নিশ্চয় সজ্ঞানে কোনো খারাপ কাজ তিনি কখনো করেন নি, তাঁর পক্ষে করা সম্ভবই নয়।

লেভিন চেষ্টা করেছেন তাঁকে বুঝতে কিন্তু বুঝতে পারেন নি, তিনি এবং তাঁর জীবন লেভিনের কাছে সর্বদা মনে হয়েছে একটা জীবন্ত প্রহেলিকা।

লেভিনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, তাই স্ভিয়াজ্‌স্কিকে জেরা করে তাঁর জীবনদৃষ্টির মূলে পেঁছিনোর চেষ্টা করা সম্ভব বলে লেভিন মনে করেছিলেন; কিন্তু সর্বদা বৃথা হয়েছে সে চেষ্টা। যতবার স্ভিয়াজ্‌স্কির মানসের যে অভ্যর্থনা কক্ষ সবার কাছে উন্মুক্ত তার আরো ভেতরে যেতে গেছেন, ততবার স্ভিয়াজ্‌স্কি যে সামান্য বিব্রত বোধ করছেন, সেটা নজরে পড়েছে তাঁর; প্রায় অলক্ষ্য একটা শংকা ফুটেছে তাঁর দৃষ্টিতে, যেন ভয় পাচ্ছেন লেভিন তাঁকে বুঝে ফেলবেন, সহৃদয় হাসিখুশিতে তিনি নিরস্ত করেছেন লেভিনকে।

এখন, বিষয়-আশয়ে মোহভঙ্গ হবার পর স্ভিয়াজ্‌স্কির ওখানে যাওয়াটা খুবই মনোরম লেগেছিল লেভিনের কাছে। নিজেদের এবং অন্য সবাইকে নিয়ে খুশি এই সৌভাগ্যবান কপোতেরা, তাঁদের সুন্দর বাসাটি তাঁর ওপর যে সুখাবেশ ফেলছিল সে কথা ছেড়ে দিলেও নিজের জীবনে অতি অসন্তুষ্ট বোধ করে লেভিনের ইচ্ছে হচ্ছিল স্ভিয়াজ্‌স্কির মধ্যে তিনি সেই গোপন রহস্যটা ধরতে পারবেন, যা তাঁর জীবনে এনে দিচ্ছে এতটা স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্টতা আর আনন্দ। তা ছাড়া লেভিন জানতেন যে স্ভিয়াজ্‌স্কির প্রতিবেশীরা জোতদার, আর জোতজমা নিয়ে, ফসল, ভাড়া করা মুনিষ ইত্যাদি নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো সবচেয়ে নিচু স্তরের গণ্য করা হয় বলে লেভিন জানতেন কিন্তু যা তাঁর কাছে এখন একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ, তা শোনা এবং তা নিয়ে কথার আদানপ্রদান তাঁর কাছে এখন অতি আগ্রহজনক। 'এটা হয়ত ভূমিদাসপ্রথার আমলে কিংবা ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, উভয় ক্ষেত্রেই পরিস্থিতিটা সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আমাদের এখানে এখন যখন

সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেছে এবং মাত্র সুস্থির হচ্ছে, পরিস্থিতিটা কিরকম হওয়া উচিত, এ প্রশ্ন যখন সবে দানা বাঁধছে, তখন রাশিয়ায় শুধু এইটেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন' — ভাবলেন লেভিন।

লেভিন যা আশা করেছিলেন, শিকারটা তেমন ভালো হল না। জলা শুকিয়ে গিয়েছিল; স্নাইপ ছিল না একটাও। সারা দিন তিনি ঘুরলেন, আনলেন শুধু তিনটে পাখি, তবে শিকার থেকে ফিরলে সর্বদা তাঁর যা হয়, এলেন চমৎকার ক্ষিদে, চমৎকার মেজাজ আর প্রচণ্ড শারীরিক শ্রমের পর তাঁর মানসিকতায় বরাবর যে উত্তেজনা দেখা দেয় তাই নিয়ে। এবং শিকারকালে, যখন মনে হচ্ছিল তিনি কিছুই ভাবছেন না, তখনো থেকেই থেকেই তাঁর মনে পড়ছিল বৃদ্ধ আর তার সংসারের কথা আর সেটা যেন শুধু মনোযোগ নয়, তার সঙ্গে জড়িত কী একটার সমাধানও দাবি করছিল।

সন্ধ্যায় চায়ের টেবিলে একটা অছির ব্যাপার নিয়ে আগত দুই জোতদারের উপস্থিতিতে শুরু হল লেভিনের প্রত্যাশিত সেই চিত্তাকর্ষক আলাপটা।

চায়ের টেবিলে লেভিন বসেছিলেন গৃহকর্ত্রীর কাছে, তাই তাঁর এবং লেভিনের সামনে উপবিষ্ট বোনটির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চালাতে হয়। গোলগাল মুখ গৃহস্বামিনীর। পাতলা রঙের চুল, মাথায় খাটো, কেবলি জ্বলজ্বল করছেন গালের টোলে আর হাসিতে। তাঁর স্বামী লেভিনের কাছে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রহেলিকা হাজির করেছেন লেভিন চেষ্টা করলেন ওঁর মারফত সেটার সমাধান পেতে; কিন্তু অবাধ চিন্তার সুযোগ তাঁর হচ্ছিল না, কেননা কষ্টকর অস্বস্তি হচ্ছিল তাঁর। কষ্টকর অস্বস্তি তাঁর হচ্ছিল এই জন্য যে তাঁর সামনে বসেছিল গৃহস্বামীর শালী, লেভিনের মনে হল সে যে পোশাকটা পরেছে সেটা বিশেষ করে তাঁর জন্যই, তাতে শাদা বুকের ওপর বিশেষরকমের একটা উন্মুক্ত ট্রাপেজইডাল কাট; বুক ধবধবে শাদা হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা বিশেষ করে বুক ধবধবে শাদা বলেই ওই চতুষ্কোণ কাটটা লেভিনের চিন্তার স্বাধীনতা হরণ করছিল। তিনি কল্পনা করলেন, খুব সম্ভবত ভুল করে, যে কাটটা তাঁর কথা ভেবেই করা হয়েছে। ভাবলেন ওটার দিকে তাকাবার অধিকার নেই তাঁর এবং চেষ্টা করলেন না তাকাতে; কিন্তু অনুভব করলেন, কাটটা যে করা হয়েছে, শুধু সেই জন্যই তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি দোষী। লেভিনের মনে হল তিনি কাউকে প্রতারণা করছেন, তাঁর উচিত কিছু একটা বুঝিয়ে

বলা, কিন্তু সেটা বোঝানো কিছুতেই চলে না, তাই তিনি অনবরত লাল হয়ে উঠতে লাগলেন, বোধ করলেন অস্থিরতা আর অস্বস্তি। তাঁর অস্থিরতা সঞ্চারিত হল সুন্দরী শালীটির মধ্যেও। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে হল সেটা লক্ষ্য করছেন না এবং ইচ্ছে করেই তাঁকে টানলেন কথাবার্তায়।

'আপনি বলছেন যে' — শুরু করা আলোচনাটা চালিয়ে গেলেন গৃহকর্ত্রী, 'রুশী সবকিছুতে আমার স্বামীর আগ্রহ থাকতে পারে না। বরং উল্টো, বিদেশে থাকলে তিনি খুশি হন, কিন্তু কখনোই এখানকার মতো নয়। এখানে নিজেকে তিনি অনুভব করেন স্বীয় পরিবেশে। কত কাজ ওঁর, সবকিছুতে আগ্রহী হবার গুণ আছে তাঁর। ওহো, আমাদের ইশকুলে গেছেন আপনি?'

'দেখেছি... আইভিতে ছাওয়া বাড়িটা তো?'

'হ্যাঁ, ওটি নাস্তিয়ার কীর্তি' — বোনকে দেখিয়ে বললেন তিনি।

'আপনি নিজেই পড়ান?' লেভিন জিগ্যেস করলেন কাটটা এড়িয়ে তাকাবার চেষ্টা করে যদিও টের পাচ্ছিলেন, যেদিকেই তিনি তাকান না কেন, কাটটা তাঁর চোখে পড়বেই।

'হ্যাঁ, আমি নিজেই পড়াতাম এবং পড়াই, তবে আমাদের শিক্ষয়িত্রীটি চমৎকার। শরীরচর্চাও চালু করেছি আমরা।'

'না, ধন্যবাদ, আর চা খাব না' — লেভিন বললেন, এবং অনুভব করছিলেন যে অসৌজন্য হচ্ছে, কিন্তু এ কথোপকথন আর চালাতে পারছেন না তিনি, লাল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'খুব আগ্রহোদ্দীপক কথাবার্তা কানে আসছে' — যোগ দিলেন তিনি এবং গেলেন টেবিলের অন্য প্রান্তে যেখানে বসেছিলেন গৃহস্বামী ও জোতদার দু'জন। স্ভিয়াজ্স্কি বসেছিলেন টেবিলের দিকে পাশকে হয়ে, কনুই ভর দিয়ে কাপ ঘোরাচ্ছিলেন, অন্য হাত মুঠো করে দাড়ি ধরে থেকে থেকে তা নাকের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন আবার নামিয়ে আনছিলেন, যেন শুঁকছেন। জ্বলজ্বলে কালো চোখে তিনি সোজা তাকিয়ে ছিলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে, স্পষ্টতই ভদ্রলোক যা বলছিলেন তাতে মজা পাচ্ছিলেন তিনি। চাষিদের তিনি নিন্দা করছিলেন। লেভিন বেশ বুঝতে পারছিলেন, এর এমন জবাব স্ভিয়াজ্স্কির জানা আছে যে সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর সমস্ত বক্তব্য ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, কিন্তু যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত তাতে সে জবাব দেওয়া যায় না, তাই জোতদারের মজাদার বক্তব্য তিনি শুনে যাচ্ছেন তৃপ্তির সঙ্গেই।

পাকা-মোচ জোতদারটি স্পষ্টতই ভূমিদাসপ্রথার ঝান্ু ভক্ত। গ্রামের পুরনো বাসিন্দা, বিষয়-আশয়ের কড়া মালিক। লেভিন তার লক্ষণ দেখলেন পোশাকে — সাবেক কালের জীর্ণ সার্টুকে, যাতে জোতদার অনভ্যস্ত, তাঁর বুদ্ধিমান ভ্রূকুটিত চোখে, তাঁর রুশ ভাষার বাঁধুনিতে, স্পষ্টতই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রপ্ত করা প্রভুত্বব্যঞ্জক সুরে, অনামিকায় একটা পুরনো পরিণয়াঙ্গুরী পরা বড়ো বড়ো লাল রোদপোড়া হাতের দৃঢ় ভঙ্গিতে।

॥ ২৭ ॥

'যা গড়ে তুলেছি, যত মেহনত ঢালা হয়েছে, তা সব ভাসিয়ে দিতে মায়া না হলে... দূর ছাই বলে নিকোলাই ইভানিচের মতো চলে যেতাম... 'সুন্দরী হেলেন' শুনতে' — বুদ্ধিমান বৃদ্ধ মুখখানা প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত করে বললেন জোতদার।

'ভাসিয়ে তো দিচ্ছেন না' — বললেন নিকোলাই ইভানোভিচ স্ভিয়াজ্স্কি, 'তার মানে খতিয়ে দেখেছেন।'

'খতিয়ে দেখা সে শুধু একটাই, নিজের বাড়িতে থাকি, কেনা নয়, ভাড়া করা নয়। তা ছাড়া আরো আশা রাখি যে চাষীদের চৈতন্য হবে, নইলে বিশ্বাস করুন, এ শুধু মাতলামি, লাম্পট্য! জমি কেবল ভাগের পর ভাগ, ঘোড়া নেই, গরু নেই। না খেয়ে মরবে, তাকে মজুর খাটাও, আপনার সর্বনাশ করার বুদ্ধিতে ঘাটতি পড়বে না, তার ওপর আবার সালিশী আদালতে টেনে নিয়ে যাবে।'

'সালিশী আদালতের কাছে আপনিও নালিশ করুন' — বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'আমি নালিশ করব? জান গেলেও নয়! এমন গুজব রটবে যে নালিশে আনন্দ পাব না! এই কারখানার কথাই ধরুন-না — অগ্রিম দাদন নিয়ে পালাল। কী করল সালিশী আদালত? বেকসুর মাপ। সব টিকে থাকছে কেবল ভলোস্ত্ আর গ্রামপ্রধানের জন্যে। আগের কালের মতো ছাল ছাড়িয়ে নেয় তারা। তা না হলে সব চুলোয় দাও! পালাও দুনিয়ার শেষ কিনারায়!'

স্পষ্টতই জোতদার খেপাচ্ছিলেন স্ভিয়াজ্স্কিকে, কিন্তু তিনি শুধু চটছিলেন না তাই নয়, বোঝা যায় মজাই পাচ্ছিলেন।

'ও সব ব্যবস্থা ছাড়াই তো আমরা জোতজমা চালাচ্ছি' — হেসে বললেন তিনি, 'আমি, লেভিন, উনি।'

অন্য জোতদারকে দেখালেন তিনি।

'হ্যাঁ, মিখাইল পেত্রভিচ চালাচ্ছেন, কিন্তু জিগ্যেস করুন-না, কিভাবে? এটা কি একটা যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা?' বললেন জোতদার, স্পষ্টতই নিজের 'যুক্তিযুক্ত' শব্দটায় প্রীতি লাভ করে।

'আমার জোতজমা চালানো সহজ' — বললেন মিখাইল পেত্রভিচ, 'ভগবানের কৃপায়; হৈমন্তী ট্যাক্সের টাকাটা তৈরি রাখলেই হল। চাষীরা আসে: মালিক, বাপুজী, উদ্ধার করো গো! তা সবাই আপনার লোক, পাড়াপ্রতিবেশী, মায়া হয়। তিন ভাগের প্রথম ভাগটা দিয়ে শুধু বলি: মনে রেখো হে, তোমাদের সাহায্য করলাম, আমার যখন দরকার পড়বে — ওট বুনতে, বিচালি বানাতে, ফসল তুলতে, তখন তোমরাও সাহায্য করো। তারপর কথা কয়ে নাও কার ভাগে কী। তবে তাদের মধ্যেও ধড়িবাজ আছে তা সত্যি।'

এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা বহুদিন থেকে লেভিনের জানা, স্ভিয়াজ্স্কির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে, মিখাইল পেত্রভিচের কথায় বাধা দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন পাকা-মোচ জোতদারের দিকে।

জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে কী আপনি বলতে চাইছেন? কিভাবে এখন জোতজমা চালাতে হবে?'

'চালান মিখাইল পেত্রভিচের মতো করে: হয় চাষীদের আধভাগ দিন, নয় জমি পত্তনি দিন তাদের কাছে; এটা করা যায়, তবে এতে করে ধ্বংস পাচ্ছে রাষ্ট্রের সাধারণ সম্পদ। ভূমিদাসপ্রথায় আর ভালো ব্যবস্থাপনায় যেখানে আমি পেতাম নয় ভাগ, আধি প্রথায় পাচ্ছি তিন ভাগ। কৃষকমুক্তি রাশিয়ার সর্বনাশ করল।'

স্মিত দৃষ্টিতে স্ভিয়াজ্স্কি তাকালেন লেভিনের দিকে, এমনকি প্রায় অলক্ষ্য একটা উপহাসেরও ইঙ্গিত দিলেন; কিন্তু জোতদারের কথাটা হাস্যকর ঠেকল না লেভিনের কাছে; স্ভিয়াজ্স্কিকে যতটা তিনি বোঝেন, তার চেয়ে জোতদারের কথাগুলি তাঁর কাছে বেশি বোধগম্য। কৃষকমুক্তিতে রাশিয়ার সর্বনাশ হয়েছে, এটা প্রমাণ করার পরে জোতদার আরো যা যা বলেছিলেন

তার অনেক কিছুই লেভিনের কাছে মনে হয়েছিল সঠিক, তাঁর পক্ষে নতুন এবং অকাট্য। স্পষ্টতই জোতদার বলছিলেন তাঁর নিজস্ব মতামত যেটা ঘটে কদাচিৎ, আর সে মতামতে তিনি পেঁছেছেন অলস মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখার বাসনা থেকে নয়, গ্রামের নিঃসঙ্গতায় যে জীবন তিনি কাটিয়েছেন আর সব দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন, এ মতামত দেখা দিয়েছে তাঁর সেই পরিস্থিতি থেকেই।

'দেখুন-না, ব্যাপারটা হল এই যে সবকিছু প্রগতি ঘটে কেবল ক্ষমতার জোরে' — বলছিলেন তিনি, স্পষ্টতই দেখাতে চাইছিলেন যে শিক্ষাদীক্ষায় তিনি নেহাৎ অপাঙ্‌ক্তেয় নন, 'পিটার, ইয়েকাতেরিনা, আলেক্‌সান্দরের সংস্কারগুলো ধরুন। ইউরোপের ইতিহাস নিন। কৃষির প্রগতি তো আরো বেশি। এমনকি আলু — তাও আমাদের এখানে চালু হয়েছে জোর-জবরদস্তিতে। লোকে লাঙ্গল দিয়ে সর্বদা জমি চষেছে এমন তো নয়। তাও চালু হয়েছে সম্ভবত ছোটো ছোটো রাজ্য গড়ে ওঠার সময়, কিন্তু নিশ্চয় চালু হয়েছে জোর-জবরদস্তিতে। এখন, আমাদের কালে, আমরা জমিদাররা ভূমিদাসপ্রথার আমলে চাষ-আবাদ চালিয়েছি উন্নত পদ্ধতিতে; শুকাবার যন্ত্র, ঝাড়াইয়ের যন্ত্র, গোবর-সার দেওয়া, যতকিছু যন্ত্র — সব আমরা চালু করেছি নিজেদের ক্ষমতার জোরে, চাষীরা প্রথমে বিরোধিতা করেছিল, পরে আমাদের অনুসরণ করতে থাকে। এখন, ভূমিদাসপ্রথা উঠে যাওয়ায় আমাদের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল, আর আমাদের চাষ-আবাদ যেখানে উঁচু মানে উঠেছিল তাকে একটা অতি আদিম, বর্বর স্তরে নেমে যেতে হবে। এই আমি বুঝি।'

'কেন? পদ্ধতিটা যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তাহলে মজুর খাটিয়ে তা চালাতে পারেন' — স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'ক্ষমতা নেই যে। জিগ্যেস করি কাকে দিয়ে তা চালাব?'

'হ্যাঁ, শ্রমিক শক্তি — এই হল চাষ-আবাদের প্রধান উপাদান' — লেভিন ভাবলেন।

'মজুর দিয়ে।'

'ভালো করে খাটতে আর ভালো হাতিয়ার-পত্র নিয়ে খাটতে চায় না মজুরেরা। আমাদের মজুরেরা জানে শুধু একটা জিনিস — শুয়োরের মতো মদ গিলতে, যে যন্ত্র ওদের দেওয়া হবে মাতাল হয়ে সবই নষ্ট করে ফেলবে। ঘোড়াকে জল খাইয়ে খাইয়ে মারবে, ভালো সাজ কেটে ফেলবে,

টায়ার পরানো চাকা বদলিয়ে মদ খাবে, মাড়াই কলে বোল্ট ঢুকিয়ে দেবে তা ভাঙবার জন্যে। যা নিজের মতনটি নয়, তা দেখলে বমি আসে ওদের। চাষ-আবাদের সমস্ত মান নেমে গেছে এই জন্যেই। জমি পড়ে থাকছে, ভরে উঠছে আগাছায় অথবা পত্তনি দেওয়া হচ্ছে চাষীদের, আগে যেখানে ফলত দশ লাখ, এখন সেখানে ফলে কয়েক লাখ, চার ভাগের এক ভাগ; দেশের মোট সম্পদ কমে গেছে। যদি একই জিনিস করা হত হিসেব করে...'

এবং কৃষকমুক্তি নিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করতে লাগলেন যাতে নাকি এই সব অসুবিধা দূর হতে পারত।

তাতে লেভিনের আগ্রহ ছিল না, জোতদার যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, লেভিন ফিরলেন তাঁর প্রথমাংশে এবং স্ভিয়াজ্স্কি যাতে গুরুত্বসহকারে নিজের অভিমত দেন, সেজন্য তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন:

'চাষ-আবাদের মান যে নেমে যাচ্ছে এবং শ্রমিকদের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে যে লাভজনক যুক্তিযুক্ত চাষ সম্ভব নয়, তা খুবই সত্যি।'

'আমি তা মনে করি না' — এবার গুরুত্ব দিয়েই আপত্তি জানালেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'আমি শুধু এই দেখতে পাচ্ছি যে আমরা চাষ-আবাদ চালাতে পারি না এবং ভূমিদাসপ্রথার আমলে যা চালিয়েছি তার মান বড়ো বেশি উ'চুর বদলে, উলটো বরং ছিল বড়ো বেশি নিচু। আমাদের যন্ত্রপাতি নেই, ভালোরকম ভারবাহী পশু নেই, সত্যিকারের পরিচালনা নেই, হিসেব করতে পারি না আমরা। জিগ্যেস করুন কোনো মালিককে, সে বলতে পারবে না কোনটা তার পক্ষে লাভজনক, কোনটা নয়।'

'ইতালিয়ান গণিতক' — জোতদার বললেন ব্যঙ্গভরে, 'যেভাবেই হিসেব করুন, সব ছয়লাপ করবে, লাভ আর হবে না।'

'কেন ছয়লাপ করবে? বাজে একটা মাড়াই কল, আপনার আহাম্মরি রুশ যন্ত্রটাকে নষ্ট করবে, বাষ্পচালিত আমার যন্ত্রটাকে করবে না। গে'য়ো, কী বলে তাকে? গে'তো একটা ঘোড়া লেজ ধরে যাকে ঠেলতে হয়, তাকে নষ্ট করবে, কিন্তু পের্শেরন, অন্তত বিত্যুগ জাতের ঘোড়া রাখুন, তাকে নষ্ট করবে না। সব ব্যাপারেই তাই। আমাদের চাষ-আবাদকে তুলতে হবে উ'চুতে।'

'কেনার মতো রেস্ত থাকলেও নয় হত, নিকোলাই ইভানিচ! আপনার আর কী, এদিকে আমায় ছেলের খরচাপাতি বইতে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের

জন্যে, ছোটোগ্নলোকে পড়াতে হচ্ছে জিমনাসিয়ামে, তাই পের্শেরন কেনা আমার দ্বারা হবে না।'

'তার জন্যে ব্যাঙ্ক আছে।'

'যাতে শেষ সম্পত্তিটুকুও নিলামে ওঠে? না বাপ্ন, রক্ষে কর্নন!'

'চাষ-আবাদের মান আরো উ'চুতে তোলা দরকার এবং সম্ভব, এ কথায় আমার সায় নেই' — লেভিন বললেন, 'আমি চাষ-আবাদ নিয়েই আছি, তার জন্যে টাকাও আছে আমার, কিন্তু কিছ্নই করতে পারছি না। ব্যাঙ্কে কার উপকার হচ্ছে জানি না। আমি অন্তত চাষবাসে যতই না টাকা ঢালি, সবই লোকসান: গর্নবাছ্নরে — লোকসান, যন্ত্রপাতিতে — লোকসান।'

'এই হল খাঁটি কথা' — সন্তুষ্টিতে এমনকি হাসিম্নখেই সমর্থন করলেন পাকা-মোচ জোতদার।

'আর আমিই একা নই' — লেভিন বলে চললেন, 'য্নক্তিয্নক্তভাবে চাষ-আবাদ চালায় এমন সমস্ত মালিকেরই উল্লেখ করব আমি; বিরল ব্যতিক্রম বাদে সবাই তারা চালাচ্ছে লোকসান দিয়ে। আপনিই বল্নন, বিষয়-আশয় থেকে আপনার লাভ হচ্ছে কি?' লেভিন বললেন এবং তৎক্ষণাৎ স্ভিয়াজ্স্কির দ্ন্ষ্টিতে লক্ষ্য করলেন ক্ষণিক সেই ভয়টা, স্ভিয়াজ্স্কির মানসের অভ্যর্থনা কক্ষের চেয়ে বেশি দ্নর অগ্রসর হতে গেলে যা তাঁর চোখে পড়েছে।

তা ছাড়া লেভিনের দিক থেকে প্রশ্নটা করা সঙ্গত হয় নি। চায়ের টেবিলে গ্নহকর্ত্রী এইমাত্র তাঁকে বলেছেন যে এ বছর গ্রীষ্মে তাঁরা মস্কো থেকে হিসাবনিকাশে পারদর্শী জনৈক জার্মানকে আমন্ত্রণ করে আনেন, পাঁচশ' র্নব্ল পারিতোষিকে তিনি তাঁদের বিষয়-আশয়ের হিসাব কষে দেখেন যে তাতে লোকসান যাচ্ছে তিন হাজার র্নব্লের কিছ্ন বেশি করে। তাঁর মনে নেই ঠিক কত, তবে জার্মানটা মনে হয় শেষ কপর্দকটি হিসেব করে দেখেছেন।

স্ভিয়াজ্স্কির বিষয়-আশয় থেকে লাভের উল্লেখে জোতদার ভদ্রলোকটি হাসলেন, স্পষ্টতই তাঁর জানা ছিল প্রতিবেশী অভিজাত-প্রম্নখের কতটা ম্ননাফা হওয়া সম্ভব।

স্ভিয়াজ্স্কি বললেন, 'হতে পারে যে লাভজনক নয়। তাতে শ্নধ্ন প্রমাণ হয় যে আমি হয় খারাপ মালিক, নয় প্ন'জি ঢালছি খাজনা বাড়াবার জন্যে।'

'খাজনা, বটে!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন, 'হয়ত খাজনা আছে ইউরোপে, জমিতে শ্রম নিয়োগ করায় তা উন্নত হয়েছে, কিন্তু আমাদের এখানে শ্রম নিয়োগ করে জমি খারাপই হচ্ছে, মানে, তাকে বেদম চষা হচ্ছে, সুতরাং খাজনা আসতে পারে না।'

'খাজনা আসবে না মানে? ওটা যে আইন।'

'তাহলে আমরা আইনবহির্ভূত: খাজনা আমাদের কিছুই ব্যাখ্যা করে না, বরং গুলিয়ে দেয়। না, বলুন তো, খাজনার তত্ত্ব কী করে...'

'দই খাবেন? মাশা, আমাদের এখানে কিছু দই বা র‍্যাস্পবেরি পাঠাও' — স্ত্রীকে বললেন তিনি, 'এ বছর র‍্যাস্পবেরি ধরে আছে অনেক বেশি দিন।'

অতি খোশমেজাজে স্ভিয়াজ্স্কি উঠে চলে গেলেন, স্পষ্টতই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে কথাবার্তাটা সেখানেই শেষ হয়ে গেছে যেখানে সবে শুরু হচ্ছে বলে মনে হয়েছিল লেভিনের।

সহালাপীকে না পেয়ে লেভিন কথা চালিয়ে গেলেন জোতদারটির সঙ্গে, তাঁর কাছে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে সমস্ত মুশকিলটা এই থেকে আসছে যে আমরা আমাদের শ্রমিকদের গুণাগুণ ও অভ্যাস জানতে চাই না; কিন্তু স্বাধীনভাবে একা একা চিন্তা করতে অভ্যস্ত সমস্ত লোকের মতোই অপরের চিন্তা বোঝা জোতদারটির পক্ষে কঠিন হচ্ছিল, নিজের চিন্তাতেই তাঁর বিশেষ পক্ষপাত। এই কথায় তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে রুশ চাষী শূকর, শূকরত্বই সে ভালোবাসে, শূকরত্ব থেকে বার করে আনতে হলে দরকার ক্ষমতা, সেটা নেই, দরকার ডাণ্ডা, কিন্তু আমরা এতই উদারনীতিক হয়ে পড়েছি যে হাজার বছরের পুরনো ডাণ্ডার স্থলাভিষিক্ত করেছি উকিলদের আর কারাদণ্ডকে, যেখানে অপদার্থ দুর্গন্ধময় চাষীদের খাওয়ানো হয় ভালো সুপ, তাদের জন্য বরাদ্দ হয় অত ঘন ফুট বাতাস।

নিজের প্রশ্নে ফিরে আসার চেষ্টা করে লেভিন বললেন, 'কেন ভাবছেন যে শ্রম-শক্তির সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না যাতে কাজটা ফলপ্রসূ হবে?'

'রুশ চাষীকে দিয়ে সেটা কখনো হবার নয়, ক্ষমতা নেই' — জবাব দিলেন জোতদার।

'নতুন শর্ত পাওয়া যাবে কেমন করে?' দই খেয়ে, ধূমপান করে পুনরায় বিতর্কীদের কাছে এসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'শ্রমিক শক্তির সঙ্গে সম্ভবপর সমস্ত সম্পর্কই সুনির্দিষ্ট ও বিচারিত হয়েছে। বর্বরতার অবশেষ —

সমষ্টিগত দায়িত্বসহ আদিম গ্রামসমাজ আপনা থেকেই ভেঙে পড়ছে, ভূমিদাসপ্রথা বিলুপ্ত, থাকছে শুধু স্বাধীন শ্রম, তার রূপ সুনির্দিষ্ট ও সুপ্রস্তুত হয়ে উঠেছে, সেগুলো নিতে হবে। ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, খামারী — এ থেকে বেরুতে পারবেন না।'

'কিন্তু এই সব রূপগুলোতে ইউরোপ সন্তুষ্ট নয়।'

'অসন্তুষ্ট এবং নতুন রূপের সন্ধান করছে। তা পেয়েও যাবে সম্ভবত।'

'আমি তো শুধু সেই কথাই বলছি' — জবাব দিলেন লেভিন, 'আমাদের তরফ থেকে আমরাই বা সন্ধান করব না কেন?'

'কারণ সেটা হবে নতুন করে রেলপথ নির্মাণের প্রণালী নিয়ে ভাবতে বসার সমান। সে প্রণালী তো তৈরিই আছে, উদ্ভাবিত হয়ে গেছে।'

'কিন্তু সেটা যদি আমাদের উপযোগী না হয়, যদি তা হয় নির্বোধ?' লেভিন বললেন।

এবং ফের লক্ষ্য করলেন স্ভিয়াজ্স্কির চোখে ভয়ের ভাব।

'হ্যাঁ, যা বলেছেন: আমরা তুড়ি মেরে ওড়াই, ইউরোপ যা খুঁজছে, সেটা আমরা পেয়ে গেছি! এ সবই আমি জানি, কিন্তু মাপ করবেন, শ্রমিকদের সুব্যবস্থার প্রশ্নে ইউরোপে যা করা হয়েছে, তা সব আপনি জানেন কি?'

'না, বিশেষ কিছু জানি না।'

'ইউরোপের সেরা সেরা মাথা এই সমস্যা নিয়ে খাটছে, শুল্ট্‌সে-ডেলিচ... তারপর শ্রমিক প্রশ্ন নিয়ে অতি উদারনৈতিক লাসাল ধারার বিপুল সাহিত্য... মিলগাউজেন প্রথা — এগুলো এখন বাস্তব ঘটনা, আপনি নিশ্চয় এ সব কথা জানেন।'

'কিছুটা ধারণা আছে, তবে খুবই ঝাপসা।'

'না, ওটা আপনি শুধু বলছেন; সম্ভবত এ সব আপনি জানেন আমার চেয়ে কম নয়। আমি অবশ্য সমাজবিদ্যার অধ্যাপক নই, কিন্তু এ সব আমার আগ্রহ জাগায়, আর আগ্রহ যদি জাগে, তাহলে সত্যিই তো তা নিয়ে লোকে খাটবে।'

'কিন্তু কী সিদ্ধান্তে তাঁরা পেঁীছেছেন?'

'মাপ করবেন...'

জোতদাররা উঠে দাঁড়ালেন আর স্ভিয়াজ্স্কির মনের অভ্যর্থনা কক্ষের পেছনে উঁকি দেবার অপ্রীতিকর অভ্যাসটায় লেভিনকে ফেলে রেখে স্ভিয়াজ্স্কি চলে গেলেন অতিথিদের এগিয়ে দিতে।

॥ ২৮ ॥

মহিলাদের সঙ্গে সে সন্ধ্যাটা অসহ্য একঘেয়ে লেগেছিল লেভিনের কাছে; বিষয়-আশয় নিয়ে যে অসন্তুষ্টি তিনি এখন বোধ করছেন, সেটা যে তাঁর একার নয়, রাশিয়ায় ব্যাপারস্যাপার যা তারই সাধারণ পরিস্থিতি এই ভাবনাটায় তাঁকে আগে কখনো এমন বিচলিত করে নি। তাঁর মনে হল, মাঝপথের ওই চাষীটার মজুররা যেভাবে খাটছে, সেইভাবেই তারা যেন খাটে, মজুরদের এমন সম্পর্ক স্থাপন করা স্বপ্ন নয়, অবশ্য সাধনীয় একটা কর্তব্য। তাঁর মনে হল এ কর্তব্য সাধন করা যায় এবং সে চেষ্টা করা উচিত।

মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং পরের গোটা দিনটাও এখানে থেকে গিয়ে ওঁদের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে দেখতে যাবেন সরকারী বনের মধ্যে অতি চিত্তাকর্ষক একটা খাদ এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে যে বইটা স্ভিয়াজ্স্কি দেবেন বলেছিলেন, সেটা নেবার জন্য ঘুমের আগে লেভিন গেলেন তাঁর স্টাডিতে। ঘরটা প্রকান্ড, তাতে সারি সারি বইয়ের আলমারি আর দুটি টেবিল — ঘরের মাঝখানে একটা জগদ্দল লেখার টেবিল, অন্যটা গোল, তার ওপর বাতিদান ঘিরে নক্ষত্রাকারে নানান ভাষায় পত্রপত্রিকা বিছানো। লেখার টেবিলের কাছে বইয়ের শেল্ফ, তার দেরাজগুলোয় সোনালী অক্ষরে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুর নাম।

স্ভিয়াজ্স্কি বইটা এনে দিয়ে একটা দোলন চেয়ারে বসলেন।

লেভিন গোল টেবিলটার কাছে থেমে পত্রপত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলেন, স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে শুধালেন, 'কী ওটা দেখছেন?'

লেভিনের হাতে যে পত্রিকাটা ছিল সেটা দেখে বললেন, 'ও এইটে, খুবই চিত্তাকর্ষক একটা প্রবন্ধ আছে ওতে। দেখা যাচ্ছে' — খুশিতে চাঙ্গা হয়ে তিনি যোগ দিলেন, 'পোল্যান্ড বিভাগের জন্যে প্রধান অপরাধী মোটেই ফ্রিডরিখ নন। দেখা যাচ্ছে...'

এবং তাঁর স্বভাবসুলভ প্রাঞ্জলতায় বললেন এই নতুন, অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রহোদ্দীপক উদ্‌ঘাটনগুলির কথা। লেভিনের মন এখন বিষয়কর্মের ভাবনায় ব্যস্ত থাকলেও গৃহকর্তার কথা তিনি শুনতে লাগলেন আর নিজেকে প্রশ্ন করলেন: 'কী আছে ওর ভেতরটায়? আর কেন, কেনই-বা পোল্যান্ড বিভাগ নিয়ে ওর অত আগ্রহ?' স্ভিয়াজ্‌স্কির কথা যখন শেষ হল, অজ্ঞাতসারেই লেভিন বলে ফেললেন, 'কিন্তু তাতে কী হল?' কিছুই হয় নি। যা 'দেখা যাচ্ছে' সেইটেই কেবল আগ্রহোদ্দীপক। কিন্তু কেন ওটা তাঁর কাছে আগ্রহোদ্দীপক, সেটা স্ভিয়াজ্‌স্কি বুঝিয়ে বললেন না, প্রয়োজনও বোধ করলেন না বলার।

'আমায় কিন্তু ভারি আগ্রহী করে তুলেছিল ওই রাগী জোতদারটি' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেভিন বললেন, 'লোকটার মাথা আছে, সত্যি কথাই বলেছে অনেক।'

'আহ্‌ ছাড়ুন! আর সবার মতোই গোপনে গোপনে ঝানু একটি ভূমিদাস মালিক!' স্ভিয়াজ্‌স্কি বললেন।

'আপনি যাদের অভিজাত-প্রমুখ...'

'হ্যাঁ, শুধু ওদের প্রমুখত্ব করি ভিন্ন দিকে...' হেসে বললেন স্ভিয়াজ্‌স্কি।

লেভিন বললেন, 'আমায় এইটে খুব ভাবাচ্ছে। ও ঠিকই বলেছে যে আমাদের কাজটা, মানে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে কৃষি চলছে না, চলছে কেবল ওই চুপচাপ লোকটির মতো মহাজনী চাষ বা যেটা একান্ত মামুলী। সেটা কার দোষ?'

'বলা বাহুল্য আমাদেরই, তবে চলছে না, এ কথাটা ঠিক নয়। ভাসিলচিকভের তো চলছে।'

'কারখানা যে...'

'তাহলেও কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনি অবাক হচ্ছেন কিসে। বৈষয়িক আর নৈতিক দুইয়েরই বিকাশের এত নিম্নস্তরে চাষীরা রয়েছে যে স্পষ্টতই যা তার জানা নেই তেমন সবকিছুরই তার বিরোধিতা করার কথা। ইউরোপে যুক্তিযুক্ত কৃষি চলে কেননা চাষীরা সেখানে শিক্ষিত। সুতরাং চাষীদের শিক্ষিত করতে হবে — এই হল কথা।'

'কিন্তু সেটা করা যায় কিভাবে?'

'চাষীদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে দরকার তিনটি জিনিস — স্কুল, স্কুল এবং স্কুল।'

'কিন্তু আপনি নিজেই তো বললেন যে চাষীরা রয়েছে বৈষয়িক বিকাশের নিম্নস্তরে। তাহলে স্কুলে তাদের কী সাহায্য হবে?'

'জানেন, আপনার কথায় রোগীকে পরামর্শ দানের একটা চুটকি মনে পড়ছে: 'আপনি জোলাপ নিন।' 'নিয়েছি, খারাপ দাঁড়াল।' 'তাহলে জোঁক লাগিয়ে দেখুন।' 'দেখেছি, আরো খারাপ হল।' 'তাহলে আর কী, প্রার্থনা করুন ভগবানের কাছে।' 'তাও করেছি হল আরো খারাপ।' আপনারও তাই। আমি অর্থশাস্ত্রের কথা বলছি, আপনি বলছেন — আরো খারাপ, আমি সমাজতন্ত্রের কথা বলছি — আরো খারাপ। শিক্ষা — আরো খারাপ।'

'কিন্তু স্কুল সাহায্য করবে কী করে?'

'নতুন চাহিদা এনে দেবে।'

'ঠিক এই জিনিসটাই আমি বুঝে উঠতে পারি নি কখনো' — উত্তেজিত হয়ে আপত্তি জানালেন লেভিন, 'নিজেদের বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে চাষীদের কিভাবে সাহায্য করবে স্কুল? আপনি বলছেন স্কুল থেকে, শিক্ষা থেকে চাষীর নতুন চাহিদা জাগবে। সেটা আরো খারাপ, কেননা তা মেটাবার সাধ্য তার থাকবে না। আর যোগ-বিয়োগের জ্ঞান বা হিতোপদেশ কী করে তার বৈষয়িক অবস্থা উন্নত করতে পারে, এটা কখনো আমি বুঝে উঠতে পারি নি। পরশু সন্ধেয় ছেলে-কোলে একটি নারীর সঙ্গে দেখা হয় আমার, জিগ্যেস করলাম কোথায় সে যাচ্ছে। বললে: 'গিয়েছিলাম বুড়ির কাছে। ছেলেটার চিল্লানি রোগ ধরেছে, তাই সারাতে নিয়ে যাই।' জিগ্যেস করলাম, বুড়ি এ রোগ সারায় কী করে। 'বুড়ি ছেলেটাকে বসায় মুরগীর সঙ্গে আর কী সব মন্ত্র পড়ে।'

'এই তো আপনি নিজেই বলছেন! চিল্লানি সারাবার জন্যে সে যাতে মুরগীর কাছে ছেলেটাকে নিয়ে না যায়, তার জন্যে দরকার...' সানন্দে হেসে বললেন স্ভিয়াজ্স্কি।

'আরে না' — সক্ষোভে লেভিন বললেন, 'এ চিকিৎসা আমার কাছে শুধু স্কুল দিয়ে চাষীদের চিকিৎসা করার মতো। চাষীরা গরিব, অশিক্ষিত, এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেমন বুড়িটা দেখছে চিল্লানি রোগ। কিন্তু চিল্লানি থেকে মুরগি তাকে কী সাহায্য করবে এটা যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি দারিদ্র্য থেকে চাষীকে কী সাহায্য করবে স্কুল, সেটাও তেমনি দুর্বোধ্য। কেন সে দরিদ্র, সাহায্য করা উচিত সেইখানটায়।'

‘এক্ষেত্রে তাহলে আপনি অন্তত স্পেনসারকে সমর্থন করছেন যাকে আপনার ভারি অপছন্দ; উনিও বলেন যে শিক্ষা আসতে পারে প্রচুর সচ্ছলতা, জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, ঘন ঘন গাত্র প্রক্ষালন থেকে, উনি যা বলেন, অংক কষার নৈপুণ্য থেকে নয়...’

‘তা আমি খুব খুশি অথবা উল্টো, বড়োই অখুশি যে স্পেনসারের সঙ্গে আমার মত মিলছে; তবে এ কথাটা আমি অনেকদিন থেকে জানি যে স্কুলে কোনো উপকার করে না, সাহায্য হয় তেমন ব্যবস্থায় যাতে জনগণ হবে সমৃদ্ধ, অবকাশ মিলবে বেশি, — তখন স্কুলও হবে।’

‘তাহলেও সারা ইউরোপে স্কুল এখন বাধ্যতামূলক।’

‘কিন্তু আপনি নিজে, আপনি কি এ ব্যাপারে স্পেনসারের সঙ্গে একমত?’ জিগ্যেস করলেন লেভিন।

কিন্তু স্ভিয়াজ্‌স্কির চোখে ঝিলিক দিল ভয়, আর হেসে তিনি বললেন:

‘তা ঐ চিল্লানি রোগটা খাশা! আপনি শুনেছেন নাকি?’

লেভিন টের পেলেন যে লোকটির জীবন আর চিন্তার মধ্যে সম্পর্ক কী সেটা তিনি ধরতে পারবেন না কিছুতেই। স্পষ্টতই তাঁর যুক্তিবিস্তারে কী সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় তাতে তাঁর কিছু এসে যায় না; ওঁর আগ্রহ শুধু যুক্তিবিস্তারের প্রক্রিয়াটায়। আর সেটা তাঁকে কানাগলিতে ঠেলে দিলে তাঁর খুবই বিছছিরি বোধ হয়। তাঁর ভালো লাগে না শুধু এইটেই, প্রীতিকর মজাদার কোনোকিছুতে আলাপের মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি পালান।

মাঝপথের চাষীটি তাঁর মনে যে ছাপ ফেলেছিল, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেন এখনকার সমস্ত অনুভব আর চিন্তার ভিত্তিস্বরূপ তা থেকে শুরু করে এদিনকার সমস্ত অনুভূতি ভয়ানক আলোড়িত করছিল লেভিনকে। অমায়িক এই যে স্ভিয়াজ্‌স্কি, নিজের চিন্তাগুলো যিনি জমিয়ে রাখেন কেবল জনসমাজে ব্যবহারের জন্য, স্পষ্টতই যাঁর আছে জীবনের অন্য কোনো কোনো ভিত্তি যা লেভিনের কাছে গোপন, অথচ সেইসঙ্গে যিনি চলেন অগণিত জনতার সঙ্গে, জনমত চালিত করেন তাঁর কাছে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা দিয়ে; কোপন এই যে জোতদার, প্রপীড়িত জীবনের যুক্তিগুলি যাঁর খুবই সঠিক, কিন্তু গোটা একটা শ্রেণী, তদুপরি রাশিয়ার সেরা শ্রেণীটির প্রতি বিদ্বেষ পোষণে যা বেঠিক; নিজেরই কার্যকলাপে তাঁর

অসন্তোষ আর তা সংশোধন করতে পারার একটা ঝাপসা আশা — এ সবই মিলে গেল ভেতরকার একটা উদ্বেগ আর অচিরেই তার সমাধানের প্রত্যাশায়।

তাঁকে যে ঘরখানা দেওয়া হয়েছিল তাতে লেভিন শুয়ে রইলেন একটা স্প্রিঙের খাটে, লেভিনের হাত-পায়ের নড়নচড়নে তার স্প্রিঙগুলো হঠাৎ হঠাৎ মাথাচাড়া দিচ্ছিল, ঘুম হল না অনেকখন। বিজ্ঞ অনেক উক্তি থাকলেও স্ভিয়াজ্স্কির একটা আলাপেও আগ্রহ ছিল না লেভিনের; কিন্তু জোতদারের যুক্তিগুলো বিবেচনার দাবি রাখে। আপনা থেকেই তাঁর সমস্ত কথা স্মরণ করলেন লেভিন আর তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, কল্পনায় সেটা শুধরে নিলেন।

'হ্যাঁ, ওঁকে আমার বলা উচিত ছিল: 'আপনি বলছেন আমাদের চাষ-আবাদ চলছে না কারণ চাষীরা কোনো উন্নত ব্যবস্থা দু'চক্ষে দেখতে পারে না, সেটা জোর করে চালানো দরকার; কিন্তু এই সব উন্নত ব্যবস্থা ছাড়া চাষ-আবাদ যদি আদৌ না চলত, তাহলে আপনার কথা ঠিক হত; কিন্তু তা তো চলছে এবং চলছে সেখানে লোকে যেখানে খাটে নিজেদের অভ্যাস অনুসারে, যেমন মাঝপথের ওই বুড়োটার ওখানে। চাষ-আবাদ নিয়ে আপনাদের আর আমাদের অসন্তুষ্টিতে প্রমাণ হয় যে দোষটা হয় আমাদের নয় কৃষি-শ্রমিকদের। শ্রমশক্তির বৈশিষ্ট্যের কথা না ভেবে আমরা অনেকদিন থেকে আমাদের পদ্ধতি, ইউরোপীয় পদ্ধতি চালু করার জন্যে মাথা ঠুকছি। শ্রমশক্তি যে আদর্শ শক্তি নয়, নিজেদের সহজবোধে চালিত রুশ চাষী — সেটা মেনে, সেই ভেবে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা করা যাক। ধরে নিন' — আমার বলা উচিত ছিল, 'আপনার চাষ-আবাদ চলছে ওই বুড়োটার মতো, কাজের সাফল্যে মুনিষদের আগ্রহী করার উপায় এবং যে উন্নয়নগুলো তারা মেনে নেবে তার একটা মধ্যপন্থা আপনি পেয়ে গেলেন, — তাহলে আপনি মৃত্তিকাকে জীর্ণ না করে আগের তুলনায় ফসল পাবেন দ্বিগুণ, তিনগুণ। ভাগাভাগি করুন, অর্ধেকটা দিন শ্রমশক্তিকে, তাহলেও যে বাদবাকিটা আপনার থেকে যাচ্ছে, সেটা হবে বেশি, শ্রমশক্তিও পাবে বেশি। আর সেটা করতে হলে দরকার চাষ-আবাদের মান নামানো এবং চাষের সাফল্যে মুনিষদের আগ্রহী করে তোলা। কিভাবে তা করতে হবে, সেটা খুঁটিনাটির প্রশ্ন কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই যে তা করা সম্ভব।'

এই ভাবনায় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলেন লেভিন, অর্ধেকটা রাত তিনি ঘুমালেন না, ভাবনাটা কাজে পরিণত করার খুঁটিনাটি নিয়ে চিন্তা

করতে লাগলেন। পরের দিনই চলে যাবার কোনো তোড়জোড় তিনি করছিলেন না, কিন্তু এখন ঠিক করলেন ভোর সকালেই বাড়ি ফিরবেন। তা ছাড়া শ্যালিকার গাউনে ওই উন্মুক্ত কাটটা তাঁর মনে কুকার্য করার জন্য লজ্জা আর অনুতাপের মতো একটা অনুভূতি খোঁচাচ্ছিল। তাঁর কাছে এখন প্রধান কথা গড়িমসি না করে চলে যাওয়া: দরকার চাষীদের শীতের বপনের আগেই নতুন পরিকল্পনার প্রস্তাব দিতে পারা যাতে বপনটা চলবে নতুন ভিত্তিতে। আগেকার ব্যবস্থা সব ঢেলে সাজবেন বলে তিনি স্থির করলেন।

॥ ২৯ ॥

লেভিনের পরিকল্পনা হাসিল করায় মুশকিল ছিল অনেক; কিন্তু যত শক্তি ছিল লড়লেন এবং যা তিনি চাইছিলেন ততটা না হলেও, তাঁর যা সাধ্য সেটা তিনি হাসিল করলেন এবং আত্মপ্রতারণা না করে তাঁর বিশ্বাস হল যে এর জন্য খাটার সার্থকতা আছে। প্রধান একটা মুশকিল ছিল এই যে চাষ-আবাদ চালু হয়ে গিয়েছিল, সবকিছু থামিয়ে দিয়ে গোড়া থেকে শুরু করা সম্ভব ছিল না, দরকার চালু অবস্থাতেই যন্ত্রটাকে নতুন করে নেওয়া।

বাড়ি ফিরে লেভিন যখন সেই সন্ধ্যাতেই গোমস্তাকে তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন, সুস্পষ্ট আনন্দের সঙ্গে সে সায় দিলে সেই অংশটায় যেখানে মানা হয়েছে যে এতদিন পর্যন্ত যা করা হয়েছে সেটা অর্থহীন এবং অলাভজনক। গোমস্তা বললে সে তো অনেক দিন থেকেই তা বলে আসছে, কিন্তু কান দেওয়া হয় নি ওর কথায়। তবে চাষবাসের সমস্ত উদ্যোগে চাষীদের মতো সে শেয়ার-হোল্ডার হিশেবে অংশ নেবে, লেভিনের এই প্রস্তাবে মুখ তার খুবই ম্লান হয়ে গেল, সুনির্দিষ্ট কোনো মত প্রকাশ করলে না সে, শুধু তৎক্ষণাৎ জানাল যে কালই রাইয়ের বাকি গাদিগুলোকে জড়ো করতে হবে আর লোক পাঠাতে হবে, লেভিনও টের পেলেন যে সে বলতে চায় এখন ও সব আলোচনার সময় নেই।

চাষীদের কাছেও একই কথা বলায় এবং নতুন শর্তে জমি বিলির প্রস্তাব দেওয়ায় লেভিন সেই একই প্রধান এই মুশকিলের সম্মুখীন হলেন যে

দিনের চলতি কাজে তারা এত ব্যস্ত যে নতুন ব্যবস্থার লাভ-লোকসান নিয়ে ভাবার সময় নেই তাদের।

সাধাসিধে চাষী ইভান, গোয়ালে যে খাটে, সপরিবারে সে গোয়াল থেকে পাওয়া লাভে অংশ নিক, লেভিনের এই প্রস্তাব সে পুরো বুঝল বলে মনে হল এবং পুরোপুরি সায় দিল। কিন্তু লেভিন যখন ভবিষ্যৎ লাভের কথা তাকে বোঝাতে গেলেন, ইভানের মুখে ফুটে উঠল শংকা আর এই আফশোস যে সব কথা শেষ অবধি শুনতে সে পারছে না এবং তাড়াতাড়ি করে কোনো একটা কাজ ভেবে নিল যাতে দেরি করা চলে না: আঁকশি নিয়ে বিচালি টেনে স্টল থেকে বার করতে অথবা জল ঢালতে, কিংবা গোবর পরিষ্কার করতে লেগে গেল সে।

আরেকটা মুশকিল হল, যতটা পারা যায় শুষে নেওয়ার বাসনা ছাড়া জমিদারের যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে সে সম্পর্কে কৃষকদের ঘোরতর অবিশ্বাস। ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদার যাই বলুক, তার যা সত্যিকারের উদ্দেশ্য সেটা কখনো বলবে না তাদের। নিজেরাও তারা মতামত দিতে গিয়ে অনেককিছু বললে, কিন্তু কদাচ বললে না তাদেরই-বা সত্যকার উদ্দেশ্য কী। তা ছাড়া (লেভিন টের পেলেন যে তিরিক্ষি জোতদারটি ঠিকই বলেছিলেন), চুক্তি যাই হোক তার প্রথম এবং অপরিবর্তনীয় শর্ত তারা এই রাখল যে চাষ-আবাদের কোনো একটা নতুন পদ্ধতি ও নতুন হাতিয়ার ব্যবহারে তাদের বাধ্য করা চলবে না। তারা মানল যে কলের লাঙল ভালো চষে, স্ক্যারিফায়ার কাজ দেয় মন্দ নয়, কিন্তু হাজারটা কারণ তারা দেখাল কেন ওদুটোর কোনোটাই ব্যবহার করা চলে না আর জমির মান নামানো দরকার বলে লেভিন নিঃসন্দেহ থাকলেও উন্নত ব্যবস্থা যার উপকারিতা সুস্পষ্ট তা ছেড়ে দিতে কষ্ট হল তাঁর। কিন্তু এ সব মুশকিল সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজের কথাটাই বহাল করলেন এবং শরৎ নাগাদ ব্যাপারটা এগুতে থাকল কিংবা তাই অন্তত মনে হয়েছিল তাঁর।

প্রথমে লেভিন ভেবেছিলেন গোটা খামার যেমন আছে তেমনি রেখে নতুন বারোয়ারি, শর্তে তা তুলে দেবেন চাষীদের, কৃষি-শ্রমিকদের আর গোমস্তার হাতে, কিন্তু অতি সত্বর নিঃসন্দেহ হলেন যে সেটা সম্ভব নয়, তাই ঠিক করলেন ওটাকে ভাগ ভাগ করতে হবে। গোশালা, বাগান, শব্জি ভুঁই, বিচালি মাঠ, কয়েকটা উপবিভাগে বিভক্ত খেত হবে পৃথক পৃথক জোত। সাধাসিধে যে ইভান ব্যাপারটা সবাইয়ের চেয়ে ভালো বুঝেছে বলে

লেভিনের মনে হয়েছিল, সে প্রধানত নিজের পরিবার থেকে লোক জুটিয়ে গোশালার ভার নিলে। দূরের যে খেতটা আট বছর পতিত পড়ে ছিল, চালাক-চতুর ছুতোর ফিওদোর রেজুনভের সাহায্যে নতুন সামাজিক ভিত্তিতে সেটা নিলে ছয়টি কৃষক পরিবার আর একই শর্তে গোটা শব্জি ভুঁইটা পত্তনি নিলে চাষী শুরায়েভ। বাকিটা আগের মতোই রইল, কিন্তু এই তিনটে ইউনিট হল নতুন ব্যবস্থার সূত্রপাত এবং পুরোপুরি তা ব্যস্ত রাখল লেভিনকে।

এ কথা সত্যি যে গোশালার ব্যাপারটা এখনো পর্যন্ত আগের চেয়ে ভালো চলছে না এবং গরম গোয়াল আর ক্রীম থেকে মাখন বানানোয় ইভান তীব্র আপত্তি জানায় এই বলে যে ঠান্ডায় গরুদের খাবার লাগে কম আর টক ক্রীমে মাখন ওঠে তাড়াতাড়ি। আগের মতো বেতন দাবি করল সে এবং যে টাকাটা সে পেল সেটা যে বেতন নয়, লাভে তার ভাগের আগাম, তাতে বিন্দুমাত্র গা করল না।

এ কথা সত্যি যে শর্তমতো ফিওদোর রেজুনভের দল চাষের জমি কলের লাঙল দিয়ে দু'বার চষে নি এবং কৈফিয়ত দিলে হাতে সময় কম। এ কথা সত্যি যে এই দলের চাষীরা নতুন ভিত্তিতে চাষ চালাবার শর্ত নিলেও জমিটাকে বারোয়ারি নয়, বলত পত্তনি এবং শুধু চাষীরা নয় নিজে রেজুনভও একাধিকবার লেভিনকে বলেছে, 'জমির জন্যে খাজনা নিলে পারেন, তাতে আপনিও নিশ্চিন্ত, আমরাও ছাড়া পাই।' তা ছাড়া শর্ত ছিল এ জমিতে ওরা গোয়াল আর মাড়াই ভুঁই বানাবে, সেটা ওরা পিছিয়ে দিচ্ছিল, টেনে নিয়ে গেল শীত অবধি।

এ কথা সত্যি যে শুরায়েভ যে শব্জি ভুঁই পত্তনি নিয়েছিল সেটা সে ছোটো ছোটো খন্ডে চাষীদের বিলি করতে চাইছিল। স্পষ্টতই যে শর্তে ওকে জমি দেওয়া হয়েছিল সেটা সে ভুল বুঝেছে এবং মনে হল ইচ্ছে করেই ভুল বুঝছে।

এ কথা সত্যি যে চাষীদের সঙ্গে কথা বলার সময় এবং উদ্যোগটায় কী লাভ সেটা তাদের বোঝাতে গিয়ে লেভিন প্রায়ই অনুভব করেছেন তারা শুনছে কেবল তাঁর গলার স্বর আর দৃঢ়ভাবে তারা জেনে রেখেছে যাই উনি বলুন, নিজেদের প্রতারিত হতে তারা দেবে না। বিশেষ তীব্রভাবে এটা তিনি অনুভব করেছেন চাষীদের মধ্যে সবচেয়ে চতুর রেজুনভের সঙ্গে কথা বলার সময় আর লক্ষ্য করেছেন চোখে তার এমন একটা নাচন যাতে

পরিষ্কার প্রকাশ পায় লেভিনের প্রতি উপহাস আর এই দৃঢ় নিশ্চয়তা যে কেউ যদি প্রতারিত হতে চায় হোক, সে, রেজুনভ কখনোই নয়।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও লেভিন মনে করলেন যে ব্যাপারটা চালু হয়েছে, কড়া হিসেবে রেখে এবং নিজের মতে জিদ ধরে থেকে তিনি ভবিষ্যতে ওদের কাছে প্রথাণ করে দেবেন এ ব্যবস্থাটায় কী লাভ আর তখন আপনা থেকেই চলতে থাকবে ব্যবস্থাটা।

এই সব ব্যাপার, সেইসঙ্গে তাঁর হাতে থেকে যাওয়া খামার আর ঘরে বসে বইটা লেখার কাজে সারা গ্রীষ্ম লেভিন এত ব্যস্ত রইলেন যে শিকারেও প্রায় যেতেনই না। জিনটা ফেরত দিতে এসেছিল যে লোকটা তার কাছ থেকে তিনি জানতে পেলেন যে অব্‌লোনস্কিরা মস্কো চলে গেছেন। তিনি টের পেলেন যে দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার চিঠির জবাব না দিয়ে, নিজের যে মূর্খতার কথা ভাবতে গিয়ে লজ্জায় রাঙা না হয়ে উঠে তিনি পারতেন না, তাতে তিনি নিজের জাহাজটাই পুড়িয়েছেন, কখনো আর ওঁদের কাছে যাবেন না। বিদায় না নিয়েই চলে এসে তিনি একই ব্যবহার করেছেন স্ভিয়াজ্‌স্কির সঙ্গে। ওঁদের কাছেও তিনি আর যাবেন না কখনো। এখন এতে তাঁর এমন কিছু এসে যায় না। তাঁর বিষয়-আশয়ের নতুন ব্যবস্থার ব্যাপারটায় তিনি এত ব্যস্ত রইলেন যা আর কখনো হয় নি। স্ভিয়াজ্‌স্কি তাঁকে যে বইগুলো দিয়েছিলেন তা তিনি ফের পড়লেন, যেসব বই তাঁর ছিল না তার বায়না দিলেন, এই বিষয়টা নিয়ে অর্থনৈতিক ও সমাজতান্ত্রিক পুস্তক যা ছিল আবার পড়লেন এবং যা আশা করেছিলেন, তিনি যে কাজটা শুরু করেছেন তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কিছুই পেলেন না। অর্থনৈতিক পুস্তকগুলিতে, দৃষ্টান্তস্বরূপ মিল্‌'তে, যা তিনি প্রথম পড়লেন অতি উত্তেজনায় এই আশা করে যে যেকোনো মুহূর্তে তিনি তাঁর সমস্যাগুলির সমাধান পেয়ে যাবেন, পেলেন তিনি ইউরোপীয় অর্থনীতির পরিস্থিতি থেকে আহৃত নিয়ম; কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না কেন রাশিয়ায় অপ্রযোজ্য এই নিয়মগুলিকে হতে হবে সাধারণ নিয়ম। একই জিনিস তিনি দেখলেন সমাজতান্ত্রিক পুস্তকগুলিতে: হয় এগুলি অপরূপ কিন্তু অপ্রযোজ্য উৎকল্পনা যা নিয়ে তিনি মেতেছিলেন ছাত্রজীবনেই, অথবা ইউরোপে যে অবস্থা বিদ্যমান, রাশিয়ার কৃষিকর্মের সঙ্গে যার মিল নেই তার সংশোধন, মেরামতি। অর্থশাস্ত্র বলছে, ইউরোপের সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে ও পাচ্ছে যেসব নিয়ম অনুসারে তা সার্বজনীন ও সন্দেহাতীত।

সমাজতন্ত্র বলছে এই সব নিয়মে বিকাশ পরিণত হচ্ছে ধ্বংসে। এর কোনোটাই শুধু জবাবই নয়, সামান্য ইঙ্গিত দিল না কোটি কোটি হাত আর দেসিয়াতিনা জমি নিয়ে কী করতে হবে তাঁকে, লেভিনকে এবং সমস্ত রুশী চাষী আর ভূস্বামীদের যাতে সাধারণ কল্যাণের জন্য তা হয় সর্বাধিক উৎপাদনশীল।

ব্যাপারটা একবার হাতেই নেওয়া হয়েছে বলে তার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক সবকিছু লেভিন পড়লেন পুঙ্খানুপুঙ্খ করে এবং স্থির করলেন শরৎকালে বিদেশে যাবেন অকুস্থলে ব্যাপারটা অনুধাবন করতে যাতে বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁর যা প্রায়ই ঘটেছে এই প্রশ্নটায় তা যেন আর না হয়। সহালাপীর কথাটা সবে বুঝতে শুরু করেছেন আর নিজেরটা বলবেন, হঠাৎ শুনলেন কিনা: ‘আর কাউফমান, জোন্স, দ্যুবুয়া, আর মিচেলি? আপনি ওঁদের পড়েন নি। পড়ুন; ওঁরা এই প্রশ্নটারই বিচার করেছেন।’

উনি এখন পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে তাঁকে কিছু বলার নেই কাউফমান আর মিচেলির। তিনি জানেন কী তিনি চান। রাশিয়ার আছে চমৎকার জমি, চমৎকার কৃষি-শ্রমিক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাঝপথের ওই চাষীটির মতো কৃষি-শ্রমিক আর জমি উৎপাদন করে প্রচুর, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যখন পুঁজি লগ্নি করা হয় ইউরোপীয় ধরনে, তখন ফলন হয় কম আর এটা ঘটছে শুধু এই কারণে যে কৃষি-শ্রমিকেরা খাটতে চায় এবং ভালো খাটে কেবল তাদের স্বকীয় ধরনে, তাদের বিরোধিতাটা আপতিক নয়, নিত্যকার, জনগণের ধাতটাই তার ভিত্তি। তিনি ভাবছিলেন, বিশাল অকর্ষিত ভূমিতে বাস পাতা ও তা হাসিল করা যে রুশ জনগণের নির্বন্ধ তারা যতদিন না তা হাসিল হচ্ছে ততদিন সে জন্য প্রয়োজনীয় এই সব পদ্ধতি আঁকড়ে আছে আর সে পদ্ধতিগুলি সাধারণত যা ভাবা হয় তেমন খারাপ কিছু নয়। তিনি চাইছিলেন তত্ত্বগতভাবে বইয়ে আর ব্যবহারিকভাবে তাঁর খামারে সেটা তিনি প্রমাণ করবেন।

॥ ৩০ ॥

সেপ্টেম্বরের শেষে গোয়াল বানাবার জন্য কাঠ এনে ফেলা হল, গরুর দুধের মাখন বেচে ভাগাভাগি করা হল তার লাভ। কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারটা চলতে লাগল চমৎকার, অন্তত লেভিনের তাই মনে হল। সমস্ত জিনিসটা

তাত্ত্বিকভাবে প্রতিপন্ন করা এবং রচনাটা শেষ করা যা লেভিনের কল্পনায় অর্থশাস্ত্রে শুধু বিপ্লবই ঘটাবে না, তাকে একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে শুরু করবে একটা নতুন শাস্ত্র — কথা, জমির সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক — এর জন্য প্রয়োজন ছিল বিদেশে গিয়ে এই দিক দিয়ে কী করা হয়েছে তা দেখা এবং সেখানে যে যা-কিছু করা হয়েছে সেটা যা দরকার তা নয় — এর অকাট্য প্রমাণ আবিষ্কার করা। গম সরবরাহের জন্য অপেক্ষা করছিলেন লেভিন, টাকাটা পেলেই বিদেশে চলে যাবেন, কিন্তু শুরু হল বৃষ্টি, জমিতে যে শস্য আর আলু তখনো বাকি তা তোলা গেল না, থেমে গেল সমস্ত কাজ, এমনকি গম সরবরাহও। রাস্তায় দুর্গম কাদা; বানের তোড়ে ভেসে গেল দুটো হাওয়া-কল, ক্রমেই খারাপ হতে থাকল আবহাওয়া।

৩০ সেপ্টেম্বর সূর্য দেখা দিল, এবার আবহাওয়া ভালো যাবে এই আশায় লেভিন যাত্রার জন্য মন স্থির করে তৈরি হতে লাগলেন। গম বোঝাই করার হুকুম দিলেন তিনি, বেনিয়ার কাছে গোমস্তাকে পাঠালেন টাকার জন্য, এবং চলে যাবার আগে শেষ নির্দেশাদি দানের জন্য নিজে গেলেন আবাদ দেখতে।

সব কাজ সেরে চামড়ার আচ্ছাদন বেয়ে গড়ানো জলের ধারায় ঘাড়ে পায়ে ভিজে, তবে ভারি চাঙ্গা হয়ে খোশ মেজাজে সন্ধ্যার দিকে তিনি ঘরে ফিরলেন। সন্ধ্যায় আবহাওয়া হয়েছিল খারাপ। সর্বাঙ্গ ভেজা, কান আর মাথা ঝটকানো ঘোড়াটা এমন ঘা খাচ্ছিল শিলাবৃষ্টিতে যে পাশকে হয়ে চলছিল সেটা। কিন্তু হুডের তলে দিব্যি ছিলেন লেভিন, খুশি হয়ে তিনি তাকাচ্ছিলেন চারপাশে, কখনো খানা দিয়ে ছুটন্ত ঘোলা জলের স্রোতের দিকে, কখনো ন্যাড়া ডালের ডগায় লেগে থাকা জলের ফোঁটা, কখনো সেতুর তক্তায় পড়ে থাকা শিলার শাদা ছোপ, কখনো আনগ্ন বিচ গাছের চারপাশে ঘন হয়ে জমে ওঠা তখনো সরস, শাঁসালো ঝরাপাতাগুলোর দিকে। চারপাশে বিমর্ষ আবহাওয়া সত্ত্বেও লেভিনের খুব খুশি লাগছিল। দূরের গ্রামটায় চাষীদের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হয় তাতে দেখা গেল যে তারা নতুন সম্পর্কে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে। যে জমাদারের বাড়িতে পোশাক শুকিয়ে নেবার জন্য লেভিন উঠেছিলেন, স্পষ্টতই সে তাঁর পরিকল্পনা অনুমোদন করছিল, নিজেই সে গরু কেনার সমবায়ে যোগ দেবার প্রস্তাব দেয়।

'শুধু অটলভাবে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগুনো চাই, তাহলেই সেটা সিদ্ধ হবে' — ভাবছিলেন লেভিন, 'এর জন্যে খাটা-খাটুনির একটা অর্থ

আছে বৈকি। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, প্রশ্নটা সাধারণের কল্যাণ নিয়ে। সমস্ত চাষ-আবাদ, প্রধানত লোকেদের অবস্থা একেবারে বদলাতে হবে। দারিদ্র্যের বদলে — সাধারণ সমৃদ্ধি, সন্তুষ্টি; শত্রুতার বদলে —মিল, স্বার্থে স্বার্থে যোগ। এক কথা, বিনা রক্তপাতে বিপ্লব, কিন্তু এই যে মহাবিপ্লব প্রথমে সেটা হবে আমাদের উয়েজ্‌দে, পরে গুবের্নিয়ায়, রাশিয়ায়, শেষে সারা বিশ্বে। কেননা ন্যায্য একটা ভাবনা ফলপ্রসূ না হয়ে যায় না। হ্যাঁ, এই উদ্দেশ্যের জন্যে খাটার সার্থকতা আছে। আর খাটছি যে আমি, সেই কস্তিয়া লেভিন, বলনাচের আসরে যে গিয়েছিল কালো গলাবন্ধ এঁটে, কিটি শ্যেরবাৎস্কায়া যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, নিজের কাছেই যে করুণাস্পদ, অকিঞ্চিৎকর, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা, নিজের সবকিছু স্মরণ করে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনই নিজেকে এমনি অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করতেন, এমনি আত্মবিশ্বাসহীন। এর কোনো মানে হয় না। ওঁরও মনে হয় নিজের এক আগাফিয়া মিখাইলোভনা ছিল, যার কাছে তিনি তাঁর পরিকল্পনাগুলোর কথা খুলে বলতেন।'

এই সব ভাবতে ভাবতে অন্ধকারে লেভিন এসে পৌঁছলেন বাড়িতে।

গোমস্তা বেনিয়ার কাছে গিয়ে ফিরে এসেছে গমের জন্য টাকার একাংশ নিয়ে, জমাদারের সঙ্গে কথা কয়ে নিয়েছে, পথে আসতে আসতে সে শুনেছে যে অন্য লোকেদের শস্য সর্বত্রই এখনো খেতেই থেকে গেছে, তাই তাদের যে একশ' ষাট গাদি তোলা হয় নি সেটা অন্যদের তুলনায় কিছুই নয়।

খাওয়া সেরে লেভিন সচরাচরের মতো আরাম-কেদারায় বসলেন বই নিয়ে এবং পড়তে পড়তেই ভেবে চললেন তাঁর রচনা প্রসঙ্গে আসন্ন সফরটার কথা। আজ তাঁর উদ্যোগের পুরো তাৎপর্য বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে তাঁর কাছে, আপনা থেকেই তাঁর চিন্তার মর্মার্থ প্রকাশের মতো বাক্যাবলি দেখা দিতে থাকল তাঁর মনে। ভাবলেন, 'এগুলো লিখে রাখতে হবে, এগুলো হবে সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ যা আগে আমি ভেবেছিলাম নিষ্প্রয়োজন।' লেখার টেবিলে যাবার জন্য তিনি উঠে দাঁড়ালেন, পায়ের কাছে শুয়ে থাকা লাস্‌কাও টান টান হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল তাঁর দিকে যেন জিগ্যেস করছে কোথায় যাওয়া হবে। কিন্তু লেখার ফুরসত হল না, কেননা মণ্ডলেরা এল তাঁর কাছে। লেভিনও প্রবেশ-কক্ষে গেলেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে।

মণ্ডলদের পরে, অর্থাৎ পরের দিনের কাজের নির্দেশাদি দেওয়া এবং

তাঁর কাছে যেসব চাষীর কাজ ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করার পর লেভিন তাঁর স্টাডিতে গিয়ে লেখায় বসলেন। লাস্কা শুয়ে পড়ল টেবিলের নিচে; আগাফিয়া মিখাইলোভনা মোজা বুনতে বসলেন তাঁর নিজের জায়গায়।

কিছুক্ষণ লেখার পর হঠাৎ অসাধারণ তীক্ষ্নতায় তাঁর মনে ভেসে উঠল কিটি, তার প্রত্যাখ্যান, তাকে শেষ দেখার স্মৃতি। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন ঘরে।

'আরে, ছটফট করার কিছু নেই' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা তাঁকে বললেন, 'ঘরে বসে আছেন কেন? যখন যাবেন ঠিক করেছেন তখন ওই গরম ফোয়ারাগুলোর কাছে গেলেই পারেন।'

'পরশুই যাচ্ছি আগাফিয়া মিখাইলোভনা। কাজগুলো শেষ করতে হবে।'

'কাজ আবার কী! চাষীদের আপনি উপকার করেছেন কি কম! লোকে বলে, জার এর জন্যে আপনাকে শিরোপা দেবে। সত্যি অবাক মানি, চাষীদের জন্যে আপনার কী এত দরদ?'

'তাদের জন্যে নয়, যা করছি তা নিজের জন্যে।'

বিষয়-আশয় নিয়ে লেভিনের পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি জানা ছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার। লেভিন প্রায়ই তাঁর ভাবনার সূক্ষ্ম দিকগুলোর কথাও তাঁকে বলতেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক আর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অমত কম হত না। কিন্তু এখন উনি যা বললেন তা একেবারে ভিন্ন অর্থে বুঝলেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'নিজের আত্মার জন্যে, তা ভালো, সেই কথাই তো ভাবা চাই। এই তো আমাদের পার্ফেন দেনিসিচ, 'ক' অক্ষর গোমাংস, কিন্তু যেভাবে মরল, ভগবান করুন যেন সবাই মরতে পারে সেভাবে' — বললেন তিনি সম্প্রতি বিগত এক বাঁধা চাকর সম্পর্কে, 'গির্জার আশীর্বাদ নেওয়া, শেষকৃত্য করা, সবই করে গেল।'

'সে কথা আমি বলছি না' — লেভিন বললেন, 'আমি বলছি যে এ সব করছি নিজের লাভের জন্যে। চাষীরা যদি ভালো করে খাটে, তাতে আমারই লাভ।'

'তা আপনি যতই করুন, চাষী যখন আলসে তখন সবই ভস্মে ঘি ঢালা। বিবেক থাকলে কাজ করবে, না থাকলে কিছুই হবার নয়।'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি নিজেই তো বলছেন যে গোয়ালের কাজে ইভান ভালো করে খাটতে শুরু করেছে।'

'আমি শুধু একটা কথাই বলি' — আগাফিয়া মিখাইলোভনা জবাব দিলেন স্পষ্টতই হঠাৎ করে নয়, নিজের চিন্তার কঠোর সঙ্গতি অনুসরণ করে, 'আপনার বিয়ে করা উচিত, এই হল কথা!'

নিজেই তিনি এইমাত্র যা ভাবছিলেন, আগাফিয়া মিখাইলোভনা ঠিক সেটারই উল্লেখ করায় বিরক্ত ও আহত বোধ করলেন লেভিন। ভুরু কোঁচকালেন তিনি, কোনো জবাব না দিয়ে ফের বসলেন কাজে, কাজটার তাৎপর্য নিয়ে যা ভাবছিলেন, ফের তা আওড়ালেন মনে মনে। স্তব্ধতার মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁর কানে আসছিল আগাফিয়া মিখাইলোভনার উল বোনার কাঁটার শব্দ, আর যা তিনি মনে করতে চান না সেটা মনে পড়ে গিয়ে ফের ভুরু কোঁচকালেন।

ন'টার সময় শোনা গেল ঘণ্টি আর কাদায় গাড়ি টানার চাপা শব্দ।

'তাহলে আমাদের এখানে কেউ অতিথি এল, আপনার আর বেজার লাগবে না' — উঠে দরজার দিকে এগুতে এগুতে বললেন আগাফিয়া মিখাইলোভনা। কিন্তু লেভিন তাঁকে ছাড়িয়ে সামনে গেলেন। কাজ তখন আর এগুচ্ছিল না, যেকোনো অতিথিই আসুক, লেভিন তাতে খুশি।

॥ ৩১ ॥

সিঁড়ির অর্ধেকটা পর্যন্ত নেমে প্রবেশ-কক্ষে কাশির পরিচিত একটা শব্দ শুনলেন লেভিন কিন্তু নিজের পদক্ষেপের শব্দের দরুন শুনলেন অস্পষ্টভাবে আর আশা করলেন যে ভুল শুনেছেন; তারপর চোখে পড়ল পূর্ণ দৈর্ঘ্যে হাড্ডিসার মূর্তিটা, আত্মপ্রবঞ্চনার অবকাশ আর রইল না, তাহলেও তখনো আশা করতে লাগলেন যে তাঁর ভুল হয়েছে, লম্বা যে মানুষটা কাশতে কাশতে কোট খুলছে সে তাঁর দাদা নিকোলাই নয়।

দাদাকে ভালোবাসতেন লেভিন কিন্তু তার সঙ্গে একত্রে থাকাটা সর্বদাই হত একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। আর এখন তাঁর মনে যে চিন্তা আসছিল আর আগাফিয়া মিখাইলোভনার যে উক্তিগুলোর প্রভাবে তিনি যখন একটা অস্পষ্ট গোলমেলে অবস্থার মধ্যে রয়েছেন, তখন দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎটা মনে হল বিশেষ কষ্টকর। হাসিখুশি, সুস্থ, অনাত্মীয় এক অতিথি যে তাঁর অন্তরের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করতে পারবে বলে তিনি আশা করেছিলেন তার

বদলে তাঁকে দেখতে হচ্ছে কিনা দাদাকে, যে তাঁকে আদ্যন্ত চেনে, তাঁর অতি অন্তর্নিহিত ভাবনাগুলোকে যে খুঁচিয়ে তুলবে, সবকিছু পুরোপুরি খুলে বলতে বাধ্য করবে তাঁকে। আর সেটা তিনি চাইছিলেন না।

বিছছিরি এই মনোভাবটার জন্য নিজেই নিজের ওপর চটে গিয়ে লেভিন ছুটে গেলেন প্রবেশ-কক্ষে। দাদাকে কাছ থেকে দেখা মাত্র কিন্তু ব্যক্তিগত হতাশার ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে তার জায়গায় দেখা দিল করুণা। নিকোলাই ভাইকে তার শীর্ণতা ও রুগ্নতায় আগে যত ভয়ংকরই লাগুক, এখন সে আরো শীর্ণ, আরো রুগ্ন। এ যেন চর্মাবৃত এক কঙ্কাল।

প্রবেশ-কক্ষে লম্বা রোগা গলাটা ঝটকাতে ঝটকাতে মাফলার খুলছিল সে। অদ্ভুত একটা কারুণ্যে হাসল। দীন, বাধ্য সে হাসি দেখে লেভিন অনুভব করলেন যে তাঁর গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে।

'এই তো চলে এলাম তোমার কাছে' — ভাইয়ের মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যও চোখ না সরিয়ে ভাঙা ভাঙা গলায় বলল নিকোলাই, 'অনেকদিন থেকেই আসতে চাইছিলাম কিন্তু শরীর ভালো যাচ্ছিল না, এখন কিন্তু বেশ ভালো হয়ে উঠেছি' — দাড়িতে বড়ো বড়ো রোগা হাত বুলিয়ে বলল সে।

'বেশ করেছ!' লেভিন বললেন। আর চুমু খেতে গিয়ে ঠোঁটে দাদার শরীরের শুষ্কতা অনুভব করে আরো ভয়ংকর লাগল তাঁর, দেখলেন নিজের চোখের সামনে দাদার বড়ো বড়ো, অদ্ভুত রকমের জ্বলজ্বলে চোখ।

কয়েক সপ্তাহ আগে লেভিন দাদাকে লিখেছিলেন যে জমির ছোটো যে অংশটুকু অবণ্টিত পড়ে ছিল তার বিক্রি বাবদ প্রায় দু'হাজার রুব্‌লের মতো তার ভাগটা সে পেতে পারে।

নিকোলাই বলল যে সে এখন এসেছে টাকাটা নিতে এবং প্রধান কথা নিজের নীড়ে থাকতে, মাটি ছুঁতে যাতে পুরাকালের মহাবীরদের মতো আসন্ন ক্রিয়াকলাপগুলোর জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। নিকোলাই আরো কুঁজো হয়ে গেলেও এবং নিজের দৈর্ঘ্যের তুলনায় আশ্চর্যরকম শীর্ণ হয়ে থাকলেও তার গতিবিধি বরাবরের মতোই ক্ষিপ্র ও ঝটকা-মারা। লেভিন তাকে নিয়ে গেলেন স্টাডিতে।

দাদা পোশাক বদলাল অসম্ভব যত্ন সহকারে যা আগে কখনো দেখা যায় নি, পাতলা হয়ে আসা সোজা সোজা চুলগুলোকে আঁচড়াল, তারপর হেসে উঠল ওপরে।

মেজাজ তার অতি স্নেহশীল আর শরীফ, বাল্যকালে লেভিন তাকে যে-রকমটা দেখেছিলেন। এমনকি সের্গেই ইভানোভিচের কথাও সে বলল বিনা বিদ্বেষে। আগাফিয়া মিখাইলোভনাকে দেখে একটু ঠাট্টা করল, জিগ্যেস করল পুরনো চাকরবাকরদের খবরাখবর। পার্ফেন দেনিসিচ মারা গেছে শুনে বিচলিত হল সে; একটা ভীতি ফুটে উঠল মুখে; তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সে ঝেড়ে ফেলল।

'ও তো বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিল' — এই বলে প্রসঙ্গটা সে পালটাল, 'হ্যাঁ, তোমার এখানে একমাস কি দু'মাস থাকব, তারপর মস্কোয়। জানো, মিয়াগ্কভ আমায় একটা চাকরি দেবে বলে কথা দিয়েছে, আমিও কাজই নেব। এখন আমি জীবনটাকে চালাব অন্যভাবে' — বলে চলল সে, 'জানো, ওই মাগীটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'মারিয়া নিকোলায়েভনাকে? সেকী?'

'এহ্, ও একটা নচ্ছার মাগী! আমার বড়ো ক্ষতি করেছে।' কিন্তু কী ক্ষতি করেছে সেটা সে বলল না। সে তো আর বলতে পারে না যে মারিয়া নিকোলায়েভনাকে সে ভাগিয়েছে চা'টা কড়া হয় নি বলে, এবং প্রধান কথা, তাড়িয়েছে কারণ ও তার দেখাশোনা করত এমনভাবে যেন সে একটা রোগী। 'তা ছাড়া মোটের ওপর আমি এখন চাই জীবনটা একেবারে বদলে নিতে। বলা বাহুল্য সবার মতো আমিও আহাম্মকি করেছি, তবে টাকাকড়িটা সবচেয়ে তুচ্ছ ব্যাপার, ওর জন্যে আমার আফশোস নেই। শুধু স্বাস্থ্য থাকলেই হল আর স্বাস্থ্যটা, জয় ভগবান, ভালো হয়েছে।'

লেভিন শুনছিলেন আর ভাবছিলেন, কিন্তু ভেবে পাচ্ছিলেন না কী বলবেন। নিকোলাইও সম্ভবত একই ব্যাপার বোধ করছিল; লেভিনের অবস্থা কেমন চলছে তা নিয়ে জিজ্ঞেসাবাদ করতে লাগল সে; নিজের কথা বলতে গিয়ে খুশি হলেন লেভিন, কেননা সে কথা তিনি বলতে পারেন ভান না করে। নিজের পরিকল্পনা আর কার্যকলাপের কথা তিনি বললেন দাদাকে।

দাদা শুনছিল, কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে ওতে তার আগ্রহ নেই।

এই দুটি মানুষ এত আপন, এত ঘনিষ্ঠ যে সামান্যতম একটা ভঙ্গি, গলার স্বর উভয়কেই বলে দিচ্ছিল কথা যা বলতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশি।

এখন ওঁদের দু'জনেরই শুধু একটা চিন্তা — নিকোলাইয়ের রোগ ও আসন্ন মৃত্যু — যাতে অন্যসব চিন্তা চাপা পড়েছে। কিন্তু ওঁদের কেউই সে

কথা তোলার সাহস পাচ্ছিলেন না, তাই যে একটা জিনিসে তাঁদের মন নিমগ্ন সেটা প্রকাশ না করে আর যা-কিছুই তাঁরা বলুন-না কেন, সবই হচ্ছিল মিথ্যে। সন্ধ্যার যে অবসান হল, এখন শুতে যেতে হয়, এতে লেভিনের এত আনন্দ আর কখনো হয় নি। বাইরের কোনো লোকের সঙ্গে বা সরকারী কোনো সাক্ষাৎকারে এত অস্বাভাবিক ও অসৎ তিনি হন নি আর কখনো। এবং এই অস্বাভাবিকতার চেতনা আর তার জন্য অনুশোচনা তাঁকে করে তুলছিল আরো অস্বাভাবিক। নিজের মুমূর্ষু, প্রিয়তম দাদার জন্য কান্না পাচ্ছিল তাঁর, অথচ কিভাবে সে বেঁচে থাকবে সে আলাপ তাঁকে কিনা শুনে যেতে হচ্ছিল, সায় দিতে হচ্ছিল তাতে।

বাড়িটা ছিল স্যাঁৎসেঁতে, শুধু একটা ঘরই গরম করা, তাই লেভিন দাদাকে শোয়ালেন নিজেরই শোবার ঘরে, পার্টিশনের ওপাশে।

দাদা শুল, ঘুম এসেছিল কি আসে নি যাই হোক, এপাশ-ওপাশ করছিল রোগীদের মতো আর কাশছিল, কাশি যখন থামতে চাইছিল না, কী যেন বিড়বিড় করছিল। মাঝে মাঝে যখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছিল, বলছিল: 'ওহ্ ভগবান!' মাঝে মাঝে যখন শ্লেষ্মায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল, বিরক্তিতে বলে উঠছিল, 'ধুঃ শালা!' এই সব শুনতে শুনতে অনেকখন ঘুম আসে নি লেভিনের। চিন্তাগুলো তাঁর আসছিল নানা রকমের, কিন্তু সব চিন্তার শেষটা একই: মৃত্যু।

মৃত্যু, সবকিছুরই যা শেষ, অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে তা ভেসে উঠল তাঁর সামনে। আর সে মৃত্যু রয়েছে এখানেই, তাঁর ভালোবাসার পাত্র দাদার মধ্যে, ঘুমের ভেতর যে কাতরাচ্ছে, অভ্যাসবশে কখনো ভগবান, কখনো শালা বলে উঠতে যার দ্বিধা নেই, আগে তাঁর যা মনে হয়েছিল, সে মৃত্যু মোটেই তেমন সুদূর নয়। সে মৃত্যু আছে তাঁর নিজের মধ্যেই, এটা তিনি টের পাচ্ছেন। আজ যদি না হয় তো আগামী কাল, আগামী কাল না হলে, নয় তিরিশ বছর পরে, কী এসে যায় তাতে? আর কী বস্তু এই অনিবার্য মৃত্যু সেটা তিনি শুধু জানতেন না তাই নয়, কখনো তার কথা ভাবেন নি তাই নয়; সে নিয়ে ভাবতে তিনি পারতেনই না, সাহসই হত না তাঁর।

'আমি খাটছি, কিছু একটা করতে চাইছি, অথচ ভুলে গিয়েছিলাম যে সবই শেষ হয়ে যায়, আছে মৃত্যু।'

অন্ধকারে খাটে মুচড়ে মুচড়ে বসে তিনি চেপে ধরে থাকছিলেন হাঁটু, ভাবনার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু যত তীব্র হচ্ছিল তাঁর চিন্তা,

ততই কেবল পরিষ্কার হয়ে উঠছিল যে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে তাই, সত্যিই তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, খেয়াল করেন নি জীবনের ছোট্ট এই একটা ঘটনা যে মরণ হবে, শেষ হবে সবকিছু, কিছুই শুরু করার মানে হয় না, কিছুই সাহায্য করবে না এক্ষেত্রে। এটা ভয়ংকর, কিন্তু ঘটনাটা তাই-ই।

'কিন্তু আমি যে এখনো বেঁচে। কী করি এখন, কী করি?' হতাশায় বলে উঠলেন তিনি। মোমবাতি জেবলে সন্তর্পণে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আয়নার কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন নিজের মুখ আর চুল। হ্যাঁ, রগে দেখা যাচ্ছে পাকা চুল। হাঁ করলেন। পেছন দিককার দাঁত খারাপ হতে শুরু করেছে। অনাবৃত করলেন নিজের পেশীবহুল হাত। হ্যাঁ, শক্তি আছে অনেক। কিন্তু নিকোলাইয়েরও ছিল শক্তসমর্থ দেহ, জীর্ণ ফুসফুসে এখন সে ধুঁকছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল ছেলেবেলাকার একটা দৃশ্য: বাচ্চারা শুত একসঙ্গে, অপেক্ষায় থাকত কখন ফিওদর বগদানিচ বাইরে বেরিয়ে যান। অমনি বালিশ ছোঁড়াছুঁড়ি করত তারা, আর হাসত, হাসত এমন বেপরোয়া হয়ে যে ফিওদর বগদানিচকে রীতিমতো ভয় পেলেও কূল ছাপিয়ে ওঠা জীবনের সে ফেনিল আনন্দকে থামানো যেত না। 'আর এখন ওই তো বেঁকে যাওয়া, ফাঁপা বুকখানা... এদিকে আমি জানি না কেন আর কী আমার হবে...'

'খ্যাক, খ্যাক! ধুঃ শালা! কী করছ ওখানে? ঘুমোচ্ছ না কেন?' শোনা গেল দাদার কণ্ঠস্বর।

'এমনি, কে জানে, ঘুম আসছে না।'

'আমি কিন্তু বেশ ভালো ঘুমিয়েছি। ঘামছিও না। দ্যাখ না কামিজটা নেড়ে। ঘাম আছে?'

লেভিন হাতড়ে দেখলেন, চলে গেলেন পার্টিশনের ওপাশে, মোমবাতি নিবিয়ে দিলেন, কিন্তু ঘুমোতে পারলেন না অনেকখন। কিভাবে জীবন কাটানো যায় এ প্রশ্নটা তাঁর কাছে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে উঠতে না উঠতেই দেখা দিয়েছে সমাধানাতীত এক প্রশ্ন — মৃত্যু।

'হ্যাঁ, ও মরবে, হ্যাঁ, মরবে বসন্ত নাগাদ, কিন্তু কী করে সাহায্য করা যায় ওকে? কী ওকে বলতে পারি? এ ব্যাপারে কী জানি আমি? এটা যে আছে, সে কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।'

॥ ৩২ ॥

লেভিন অনেক আগেই লক্ষ্য করেছিলেন যে কেউ মাত্রাতিরিক্ত রকমে মেনে নিচ্ছে, সায় দিচ্ছে বলে যখন নিজেরই অস্বস্তি বোধ হয়, তারপর সে লোক কিন্তু অতি সত্বর তার মাত্রাতিরিক্ত দাবিদাওয়া আর ছিদ্রান্বেষণে হয়ে ওঠে অসহ্য। তিনি অনুভব করছিলেন যে দাদার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তাই ঘটবে। এবং সত্যিই নিকোলাইয়ের গোবেচারা ভাব বেশি টিকল না। পরের দিন সকালেই সে হয়ে উঠল খিটখিটে, তন্নতন্ন করে খুঁত ধরতে লাগল ভাইয়ের, ঘা দিচ্ছিল তাঁর সবচেয়ে ঘাতপ্রবণ জায়গাগুলোয়।

নিজেকেই দোষী মনে হচ্ছিল লেভিনের, অথচ সেটা শুধরে উঠতে পারছিলেন না। তিনি টের পাচ্ছিলেন যে ওঁরা ভান না করে ঠিক কী ভাবছেন, অনুভব করছেন শুধু সেটাই যদি অকপটে বলতেন, তাহলে তাঁরা খোলাখুলি চেয়ে দেখতে পারতেন পরস্পরের দিকে, আর কনস্তান্তিন শুধু বলতেন: 'তুমি মরছ, মরছ, মরছ!' আর নিকোলাই শুধু জবাব দিত: 'জানি মরছি: কিন্তু ভয়, ভয়, ভয় পাচ্ছি!' আর প্রাণ থেকে কথা কইলে আর কিছু বলার থাকত না। কিন্তু সেভাবে চলা যায় না, আর কনস্তান্তিন যেহেতু যা তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেও পারেন নি, তারই চেষ্টা করতেন, অন্যে অনেকে যা চমৎকার চালাতে পারত যা ছাড়া বাঁচা চলে না, তাই তিনি অনবরত চেষ্টা করতেন যা ভাবছেন তা না-বলতে আর টের পেতেন যে সেটা মিথ্যা শোনাচ্ছে, দাদা সেটা ধরতে পারছে আর তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছে সে জন্য।

তৃতীয় দিন নিকোলাই ভাইকে বাধ্য করল তাঁর পরিকল্পনা আবার শোনাতে এবং শুধু তার সমালোচনা করল না, ইচ্ছে করেই তা গুলিয়ে ফেলতে লাগল কমিউনিজমের সঙ্গে।

'তুমি শুধু পরের ধারণা ধার করেছ আর তা বাঁকিয়ে চুরিয়ে লাগাতে চাইছ যেখানে তা লাগার নয়।'

'আমি যে তোমাকে বলছি, ওর সঙ্গে এটার কোনো মিল নেই। ওরা ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজি, উত্তরাধিকার — এ সবের ন্যায্যতা অস্বীকার করে, কিন্তু এই প্রধান প্রেরণাটা অস্বীকার না করে' (এ ধরনের শব্দ ব্যবহার লেভিনের নিজের কাছে অরুচিকর, কিন্তু নিজের কাজে মেতে ওঠার পর

থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ঘন ঘন এই অরুশ কথাগুলোর আশ্রয় নিচ্ছেন) 'আমি চাই শুধু শ্রমের নিয়ামন।'

'সেই তো বলছি, অন্যের ধারণাগুলো নিয়ে তার যেখানে শক্তি সব ছেঁটে ফেলে বোঝাতে চাইছ যে এটা নতুন কিছু' — নিকোলাই বলল রেগে, গলার টাই-য়ে দমকা টান দিয়ে।

'আমার ভাবনার সঙ্গে ও সবের কোনো মিল নেই...'

'ওদের ক্ষেত্রে' — আক্রোশে চোখে ঝকঝকিয়ে বিদ্রূপভরে হেসে নিকোলাই লেভিন বলল, 'ওদের ক্ষেত্রে এর অন্তত একটা রূপ আছে, বলা যায় জ্যামিতিক, — আছে স্পষ্টতা, নিশ্চয়তা। হয়ত এটা ইউটোপিয়া। কিন্তু ধরা যাক অতীতের সবকিছু হল tabula rasa*; সম্পত্তি নেই, পরিবার নেই, শ্রমেরও তাহলে একটা সুব্যবস্থা হল। কিন্তু তোমার কিছুই নেই...'

'কেন তুমি মিশিয়ে ফেলছ? আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না কখনো।'

'আর আমি ছিলাম এবং দেখতে পাচ্ছি যে ওর সময় হয় নি এখনো, তবে এটা যুক্তিযুক্ত, এর ভবিষ্যৎ আছে, প্রথম দিককার খ্রিষ্টধর্মের মতো।'

'আমি শুধু বলতে চাইছি যে শ্রম-শক্তিকে দেখতে হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে, তাকে অধ্যায়ন করতে হবে, বুঝতে হবে তার বৈশিষ্ট্য, তাহলে...'

'ওটা একেবারে খামোকাই। এ শক্তি তার বিকাশের মাত্রা থেকে নিজেই নিজের ক্রিয়াকলাপের নির্দিষ্ট একটা রূপ খুঁজে পাবে। আগে সর্বত্র ছিল ক্রীতদাস, পরে metayers**, আমাদের এখানেও আছে ভাগ-চাষ, আছে প্রজাবিলি, ক্ষেতমজুরি, আর কী চাও তুমি?'

এ কথাগুলোয় হঠাৎ ক্ষেপে উঠলেন লেভিন, কেননা মনে মনে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে কথাটা সত্যি, সত্যি এই যে তিনি কমিউনিজম আর বর্তমান রূপগুলোর মধ্যে একটা ভারসাম্য চাইছেন, যা বড়ো একটা সম্ভব নয়।

'আমি উৎপাদনশীলতার সঙ্গে কাজ করার উপায় খুঁজছি নিজের জন্যেও, কৃষি-শ্রমিকের জন্যেও। এমন ব্যবস্থা আমি করতে চাই যে...' উত্তেজিত হয়ে বললেন তিনি।

'কিছুই তুমি করতে চাও না; স্রেফ সারা জীবন যেমন কাটিয়েছ, তেমনি

---

* মোছা বোর্ড অর্থাৎ অতীতের সবকিছু মুছে ফেলা (লাতিন)।

** পত্তনিদার (ইংরেজি)।

চাও মৌলিকত্ব দেখাতে, এইটে দেখাতে যে তুমি চাষীদের নেহাৎ শোষণ করছ না, একটা বড়ো ধ্যান-ধারণা নিয়ে করছ।'

'তাই ভাবছ? যাক গে, রেহাই দাও আমায়!' লেভিন জবাব দিলেন, টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর বাঁ গালের পেশী লাফাচ্ছে, ঠেকানো যাচ্ছে না।

'তোমার কোনো একটা দৃঢ় প্রত্যয় কখনো ছিল না, এখনো নেই। শুধু আত্মাভিমান তুষ্ট করতে পারলেই তোমার হল।'

'তা বেশ, শুধু রেহাই দাও আমায়!'

'তাই দেব! সময় হয়ে গেছে অনেকদিন, চুলোয় যা তুই! ভয়ানক আফশোস হচ্ছে যে এখানে এসেছি!'

পরে দাদাকে শান্ত করার জন্য লেভিন যত চেষ্টাই করুন, নিকোলাই শুনতে চাইল না, বলল যে আলাদা থাকাই অনেক ভালো, ভাই স্পষ্ট বুঝলেন যে বেঁচে থাকা এখন স্রেফ অসহ্য হয়ে উঠেছে দাদার পক্ষে।

কনস্তান্তিন যখন ফের তার কাছে এসে অস্বাভাবিক সুরে অনুরোধ করলেন, কোনো ব্যাপারে তাকে আঘাত দিয়ে থাকলে সে যেন মাপ করে, নিকোলাইয়ের যাত্রার আয়োজন তখন সারা হয়ে গেছে।

'আহ্, কী উদারতা!' হেসে বলল নিকোলাই, 'তুমি-ই ঠিক, এই যদি তোমার জানতে ইচ্ছে হয়, তা সে তুষ্টি আমি তোমাকে দিতে পারি। তুমি ঠিক, তাহলেও আমি চলে যাব।'

ঠিক যাবার মুখে নিকোলাই চুম্বন করল ভাইকে, হঠাৎ একটা অদ্ভুত গুরুগম্ভীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল:

'আমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবো না রে কনস্তান্তিন' — গলা তার কেঁপে উঠল।

এই একটা কথাই শুধু অকপটে বলা। লেভিন বুঝলেন যে এতে ক'রে সে বলতে চাইছে: 'তুমি দেখতে পাচ্ছ আর জানো যে আমার দিন ফুরিয়েছে, হয়ত আমাদের দেখা হবে না আর।' লেভিন সেটা বুঝলেন, চোখ ফেটে জল এল তাঁর। দাদাকে আরো একবার চুম্বন করলেন তিনি, কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না, বলার সামর্থ্য ছিল না।

দাদা চলে যাবার দু'দিন পরে লেভিনও যাত্রা করলেন বিদেশে। ট্রেনে দেখা হল কিটির খুড়তুতো ভাই শ্যেরবাৎস্কির সঙ্গে। ভারি সে অবাক হল লেভিনকে মনমরা দেখে। জিগ্যেস করলে:

'কী হয়েছে তোমার?'

'কিছুই না, এমনি। আনন্দের ব্যাপার দুনিয়ায় কম।'

'কম মানে? কোন এক মুনসিঙ্গেনে যাওয়ার চেয়ে এসো না আমার সঙ্গে প্যারিসে। দেখবে কেমন মজা।'

'না, আমার পালা শেষ। মরার সময় হয়েছে!'

'বলিহারি!' হেসে বললে শ্যেরবাৎস্কি, 'আর আমি শুরু করার জন্যে মাত্র তৈরি হচ্ছি।'

'হ্যাঁ, কিছুদিন আগে আমিও তাই ভাবতাম, কিন্তু এখন জানি যে শিগগিরই মরব।'

ইদানীং যা তিনি সত্যি করেই ভাবছিলেন, সেই কথাটাই বললেন লেভিন। সবকিছুতেই তিনি দেখছিলেন মৃত্যু অথবা তার সান্নিধ্য। কিন্তু সেই জন্যই যে ব্যাপারটা তিনি শুরু করেছেন সেটা তাঁকে আকৃষ্ট করছিল আরো বেশি। মৃত্যু না আসা পর্যন্ত কোনো রকমে বেঁচে তো থাকতে হবে। তাঁর কাছে সবকিছু আচ্ছন্ন করেছে অন্ধকার, আর এই অন্ধকারের জন্যই তিনি অনুভব করছিলেন যে সে অন্ধকারে চলবার একমাত্র সূত্র হল তাঁর কাজ, প্রাণপণে সে সূত্রটা তিনি আঁকড়ে ধরছিলেন।

চতুর্থ

॥ ১ ॥

স্বামী-স্ত্রী কারেনিনরা থাকতেন একই বাড়িতে, দেখা হত প্রতিদিন, কিন্তু একেবারেই বাইরের লোকের মতো। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিয়ম করে নিয়েছিলেন যে রোজ দেখা দেবেন স্ত্রীর সামনে যাতে চাকরবাকরেরা কিছু একটা অনুমান করে নেবার সুযোগ না পায়, তবে বাড়িতে আহার এড়িয়ে যেতেন। ভ্রন্‌স্কি কখনো আসতেন না এ বাড়িতে কিন্তু বাইরে আন্না দেখা করতেন তাঁর সঙ্গে আর স্বামীও তা জানতেন।

অবস্থাটা ছিল তিনজনের পক্ষেই কষ্টকর এবং সেটা একদিনের জন্যও তাঁদের কেউ সইতে পারতেন না যদি তাঁদের এই আশা না থাকত যে এটা বদলাবে, এটা কেবল একটা সাময়িক শোকাবহ অসুবিধা যা কেটে যাবে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আশা করছিলেন যে এই হৃদয়াবেগ কেটে যাবে যেমন কেটে যায় সবকিছু, সবাই ব্যাপারটা ভুলে যাবে, তাঁর নাম থাকবে অকলঙ্কিত। আন্না, এ অবস্থার জন্য যিনি দায়ী, যাঁর কাছে অবস্থাটা সবার চেয়ে কষ্টকর, তিনি শুধু আশা নয়, সুদৃঢ় বিশ্বাস রেখেছিলেন যে শিগগিরই জট খুলবে, পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবস্থাটার জট কিসে খুলবে সেটা তিনি একেবারেই জানতেন না, কিন্তু খুবই নিশ্চিত ছিলেন যে এবার কিছু একটা ঘটবে শিগগিরই। ভ্রন্‌স্কিও অজ্ঞাতসারে তাঁকে মেনে নিয়ে ভাবছিলেন তাঁর অপেক্ষা রাখে না এমন কিছু একটা ঘটতে বাধ্য যা সমস্ত মুশকিলের আসান করে দেবে।

শীতের মাঝামাঝি সময়ে খুবই বিছছিরি একটা সপ্তাহ কাটে ভ্রন্‌স্কির। পিটার্সবুর্গে আগত এক বিদেশী প্রিন্সের ভার পড়েছিল তাঁর ওপর, রাজধানীর দ্রষ্টব্যাদি দেখাতে হবে তাঁকে। ভ্রন্‌স্কি নিজেই একজন দর্শনধারী ব্যক্তি, তদুপরি নিজের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে এই ধরনের লোকেদের সঙ্গে চলাফেরায় তিনি অভ্যস্ত, তাই তাঁকে দেওয়া হয় প্রিন্সটির দায়িত্ব। কিন্তু দায়টা তাঁর কাছে খুবই গুরুভার মনে হল। রাশিয়ায় এটা কি তিনি দেখেছেন, স্বদেশে এমন প্রশ্নের জবাব দেবার মতো কোনো কিছুই বাদ দিতে প্রিন্স রাজী নন; তা ছাড়া নিজেও তিনি যথাসম্ভব রুশী উপভোগাদিতে ইচ্ছুক। দু'টো ব্যাপারেই তাঁকে পথ দেখাবার ভার ভ্রন্‌স্কির। রোজ সকালে তাঁরা যেতেন দর্শনীয় স্থান দেখতে, সন্ধ্যায় যোগ দিতেন জাতীয় প্রমোদে। প্রিন্সদের ক্ষেত্রেও যা অসাধারণ, তেমন একটা স্বাস্থ্য ছিল এই প্রিন্সটির; ব্যায়াম করে আর শরীরের ভালো যত্ন নিয়ে তিনি এমন মাত্রায় উঠেছিলেন যে উপভোগের আধিক্য সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সবুজ, চেকনাই, ওলন্দাজ শসার মতো তাজা। অনেক ঘুরেছেন তিনি এবং আবিষ্কার করেছেন যে বর্তমান কালের অনায়াস যোগাযোগ পথের একটা প্রধান লাভ হল বিদেশের প্রমোদ সম্ভোগ। গেছেন তিনি স্পেনে, সেখানে সেরিনাদ গেয়েছেন, দহরম-মহরম করেছেন ম্যাণ্ডোলিন-বাদিকা এক স্পেনীয়ার সঙ্গে। সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি শ্যাময় মেরেছেন। ইংলণ্ডে লাল ফ্রক-কোট পরে তিনি বেড়া ডিঙিয়েছেন এবং দু'শ উড়ন্ত ফিজ্যাণ্ট শিকার করেছেন। তুরস্কে রাত কাটিয়েছেন হারেমে, ভারতবর্ষে হাতির পিঠে চেপেছেন, এখন বিশেষ করে যা রুশী তেমন সমস্ত উপভোগের স্বাদ নিতে চান।

এরূপ ব্যক্তির পরিবেশন-কর্তা হয়ে নানান লোকের প্রস্তাবিত সমস্ত রুশী প্রমোদের মধ্যে থেকে বাছাই করতে খুবই মুশকিলে পড়েছিলেন ভ্রন্‌স্কি। হল অশ্বারোহণ, সরুচাকলি ভোজন, ভালুক শিকার, তিন ঘোড়ায় টানা স্লেজে চাপা, জিপসি দর্শন, রুশী কায়দায় পাত্র ভেঙেচুরে পানোৎসব। অসাধারণ অনায়াসে রুশ মেজাজ রপ্ত করে নিলেন প্রিন্স, পাত্রভর্তি ট্রে ভাঙলেন, বেদেনীকে বসালেন কোলে এবং মনে হল যেন জিগ্যেস করছেন: সে কী, রুশী মেজাজ মাত্র এইটুকুনেই শেষ?

আসলে সমস্ত রুশী উপভোগের মধ্যে প্রিন্সের সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ফরাসী অভিনেত্রী, ব্যালে নর্তকী আর শাদা ছাপ দেওয়া শ্যাম্পেন।

প্রিন্স নামক জাতটার সঙ্গে মেলামেশার অভ্যাস ছিল ভ্রন্‌স্কির, কিন্তু হয়ত নিজেই তিনি ইদানীং বদলে গেছেন ব'লে, কিংবা প্রিন্সটিকে তিনি দেখলেন বড়ো বেশি কাছ থেকে, এ সপ্তাহটা তাঁর মনে হয়েছিল সাংঘাতিক কষ্টকর। গোটা এই সপ্তাহটা তিনি অবিরাম নিজেকে অনুভব করেছেন সেই লোকের মতো, যে বিপজ্জনক এক উন্মাদের ভার পেয়েছে, যাকে সে ভয় পায়, আবার এ ভয়ও হয় যে তার সাহচর্যে নিজেরই মাথা খারাপ না হয়ে যায়। নিজে অপমানিত না হবার জন্য কঠোর আনুষ্ঠানিকতার সুরে মুহূর্তের জন্যও ঢিলা না দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুক্ষণ অনুভব করতেন ভ্রন্‌স্কি। ভ্রন্‌স্কিকে স্তম্ভিত করে প্রিন্সের জন্য রুশী উপভোগের ব্যবস্থা করতে যারা সোৎসাহে এত খাটত যে কহতব্য নয়, ঠিক তাদের সঙ্গেই প্রিন্সের আচরণ ছিল অবজ্ঞাসূচক। যে রুশ নারীদের অনুধাবন করার বাসনা ছিল প্রিন্সের, তাদের সম্পর্কে তাঁর মতামতে একাধিকবার রাগে লাল হতে হয়েছে ভ্রন্‌স্কিকে। প্রিন্সকে যে ভ্রন্‌স্কির বিশেষরকম দুর্বিষহ লেগেছিল তার প্রধান কারণটা কিন্তু এই যে তাঁর মধ্যে ভ্রন্‌স্কি দেখতে পাচ্ছিলেন নিজেকেই। আর সে আয়নায় যা তিনি দেখলেন সেটা তাঁর আত্মপ্রীতির তোয়াজ করে নি। প্রিন্স ছিলেন অতি নির্বোধ, অতি আত্মবিশ্বাসী, অতি সুস্থসবল, এবং অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি লোক, তার বেশি কিছু নয়। তিনি ছিলেন জেণ্টলম্যান তা ঠিক, ভ্রন্‌স্কি সেটা অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি ছিলেন ওপরওয়ালাদের কাছে সুস্থির, অপদলেহী, সমান-সমানদের সঙ্গে আচরণে নিঃসঙ্কোচ ও সহজ আর নিম্নতনদের ক্ষেত্রে অবজ্ঞাভরে উদার। ভ্রন্‌স্কি নিজেও এইরকম এবং মনে করতেন সেটা একটা বড়ো গুণ, কিন্তু প্রিন্সের তুলনায় তিনি নিম্নতন, ফলে তাঁর প্রতি এই অবজ্ঞাসূচক উদারতা ক্ষেপিয়ে তুলতে তাঁকে।

'নির্বোধ গোমাংস! আমিও কি অমনি নাকি?' ভাবতেন ভ্রন্‌স্কি।

সে যাই হোক, সপ্তম দিনে প্রিন্সের মস্কো যাত্রার আগে বিদায় নিয়ে ও ধন্যবাদ পেয়ে ভ্রন্‌স্কি সুখীই হলেন যে অস্বস্তিকর অবস্থা আর অপ্রীতিকর আয়নাটা থেকে রেহাই পেয়েছেন। ভালুক শিকার, যেখানে সারা রাত তাঁরা রুশী হিম্মতের নমুনা দেখেছেন, সেখান থেকে ফিরে রেল-স্টেশনে তিনি বিদায় নেন প্রিন্সের কাছ থেকে।

॥ ২ ॥

বাড়ি ফিরে ভ্রন্‌স্কি পেলেন আন্নার চিঠি। তিনি লিখেছেন: 'আমার শরীর ভালো নেই, মন ভালো নেই। আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না কিন্তু আপনাকে না দেখেও থাকতে পারছি না আর। সন্ধ্যায় আসুন আমার কাছে। সাতটায় আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যাবেন পরিষদে, সেখানে থাকবেন দশটা অবধি।' স্বামী তাঁকে বাড়িতে আসতে মানা করেছেন, অথচ সে দাবি অগ্রাহ্য করে আন্না সোজাসুজি তাঁকে ডাকছেন নিজের কাছে, এই অদ্ভুত ব্যাপারটা নিয়ে মিনিটখানেক ভেবে ভ্রন্‌স্কি ঠিক করলেন যাবেন।

সে শীতে ভ্রন্‌স্কির পদোন্নতি হয়েছিল কর্নেলে, রেজিমেণ্ট ছেড়ে দিয়ে তিনি থাকছিলেন একা। জলযোগ সেরে তিনি তক্ষুনি শুয়ে পড়লেন সোফায় এবং গত কয়েকদিন যে বিছছিরি দৃশ্যগুলো তিনি দেখেছেন, সেগুলি মিনিট পাঁচেক মনে করতে গিয়ে তা গোলমাল হয়ে জুড়ে গেল আন্না আর সেই চাষীটার ছবির সঙ্গে, যে শিকারে ভালুক খোঁজায় একটা বড়ো ভূমিকা নিয়েছিল। ঘুমিয়ে পড়লেন ভ্রন্‌স্কি। তারপর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠলেন অন্ধকারে, তাড়াতাড়ি করে মোমবাতি জ্বালালেন। 'কী ব্যাপার? কী হল? কী অমন ভয়ংকর দেখলাম স্বপ্নে? ও হ্যাঁ, ওই চাষীটা, ছোটোখাটো নোংরা একটা লোক, এলোমেলো দাড়ি, নুয়ে পড়ে কী একটা যেন করছিল, হঠাৎ কী সব অদ্ভুত কথা কয়ে উঠল ফরাসি ভাষায়, তা ছাড়া তো স্বপ্নে আর কিছু দেখি নি' — মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু সেটা অত ভয়াবহ হয়ে উঠল কেমন করে?' চাষীটা আর তার দুর্বোধ্য ফরাসি কথাগুলো জলজ্যান্ত মনে পড়ল তাঁর, আতংকের একটা হিমপ্রবাহ নামল পিঠ বেয়ে।

'যত বাজে ব্যাপার!' এই ভেবে ঘড়ি দেখলেন ভ্রন্‌স্কি।

ততক্ষণে সাড়ে আটটা বেজেছে। চাকরকে ডেকে তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন, স্বপ্নের কথা একদম ভুলে, শুধু দেরি হয়ে গেছে এই অনুশোচনায় পীড়িত হয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন অলিন্দে। কারেনিনদের

গাড়ি বারান্দার কাছে গিয়ে তিনি ঘড়ি দেখলেন: ন'টা বাজতে দশ মিনিট। ঢোকার মুখে ছাইরঙের জুড়ি ঘোড়া জোতা উঁচু সংকীর্ণ একটা গাড়ি। আন্নার গাড়িটা তিনি চিনতে পারলেন। ভাবলেন, 'আন্না আমার কাছে যেতে চাইছিল, সেই ভালো হত। এ বাড়িতে ঢুকতে আমার বিছছিরি লাগে। যাক গে, লুকিয়ে তো আর থাকতে পারি না।' এই ভেবে, কিছুতে যার লজ্জা পাবার নেই, তেমন লোকের যে চালটা তিনি ছোটো থেকে আয়ত্ত করেছেন, সেই চালে তিনি স্লেজ থেকে নেমে গেলেন দরজার দিকে। হাতে একটা কম্বল নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চাপরাশি, গাড়িটাকে ডাকল। খুঁটিনাটি লক্ষ্য করতে অভ্যস্ত না হলেও ভ্রন্স্কির নজরে পড়ল যে চাপরাশি তাঁর দিকে চাইছে অবাক হয়ে। একেবারে দরজার সামনে প্রায় তাঁর ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে। ওভারকোটের বীবর ফার কলারের তলে ঝকঝক করা শাদা গলবন্ধনী আর কালো টুপি পরা তাঁর চোপসানো রক্তহীন মুখখানার ওপর সোজা এসে পড়ল গ্যাসের আলো। কারেনিনের নিশ্চল নিষ্প্রভ চোখ নিবদ্ধ হল ভ্রন্স্কির মুখের ওপর। ভ্রন্স্কি মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গাল কুঁচকে হাত তুলে টুপি ছুঁয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভ্রন্স্কি দেখলেন উনি ফিরে না তাকিয়ে উঠলেন গাড়িতে, জানলা দিয়ে কম্বল আর দূরবীন নিয়ে আড়ালে গেলেন। ভ্রন্স্কি ঢুকলেন প্রবেশ-কক্ষে। ভুরু ওঁর কোঁচকানো, চোখ ঝিকঝিক করছে আক্রোশ আর গর্বের ছটায়।

ভাবলেন, 'আচ্ছা এক অবস্থায় পড়েছি! ও যদি লড়ত, নিজের মান বাঁচাত, তাহলে আমি কিছু একটা করতে পারতাম, প্রকাশ করতাম নিজের চিত্তাবেগ; কিন্তু এ যে দুর্বলতা, নাকি পাষণ্ডতা... ও আমায় ফেলছে প্রবঞ্চকের অবস্থায় যেক্ষেত্রে আমি চাই নি এবং চাচ্ছি না প্রবঞ্চক হতে।'

ভ্রেদে'র বাগানে আন্নার কাছে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করার পর অনেক পরিবর্তন হয়েছে ভ্রন্স্কির চিন্তাধারায়। যে আন্না তাঁকে দিয়েছেন সবকিছু, ভবিষ্যতের সবকিছু মেনে নিয়ে কেবল তাঁর কাছ থেকে আশা করেছেন তাঁর ভাগ্যলিপি, অজ্ঞাতসারে সেই আন্নার দুর্বলতার বশীভূত হয়ে তিনি বহুদিন এ ভাবনা ছেড়ে দিয়েছেন যে তাঁদের সম্পর্কের অবসান হওয়া সম্ভব, যা তিনি ভেবেছিলেন তখন। তাঁর উচ্চাভিলাষী সব পরিকল্পনা ফের গেছে

গৌণ স্থানে। যে ক্রিয়াকলাপগুলোয় সবই ছিল সুনির্দিষ্ট, তা ছেড়ে যাচ্ছেন বুঝেও তিনি আত্মসমর্পণ করলেন নিজের হৃদয়াবেগের কাছে আর সে আবেগ তাঁকে ক্রমেই বেশি করে বাঁধতে লাগল আন্নার সঙ্গে।

প্রবেশ-কক্ষ থেকেই তাঁর কানে এল আন্নার অপসৃয়মাণ পদশব্দ। দ্রন্স্কি বুঝলেন যে আন্না তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন, কান পেতে ছিলেন, এখন ফিরে যাচ্ছেন ড্রয়িং-রুমে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না, প্রথম শব্দটাতেই চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে, 'না, এইভাবে চলতে থাকলে এটা ঘটবে আরো, আরো অনেক আগে!'

'কী হল গো?'

'কী? আমি অপেক্ষা করে থাকছি, কষ্ট সইছি, এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা... না, করব না!.. তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি পারব না। নিশ্চয় আসা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। না, ঝগড়া করব না!'

দু'হাত তাঁর কাঁধে রেখে আন্না বহুক্ষণ প্রগাঢ়, উল্লসিত, সেইসঙ্গে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন দ্রন্স্কিকে। যে কয়দিন তিনি তাঁকে দেখেন নি তাঁর মধ্যে কী দাঁড়িয়েছে সেটা নিরীক্ষণ করতে লাগলেন তাঁর মুখ দেখে। প্রতিবার সাক্ষাতের সময় যা হয়, দ্রন্স্কি সম্পর্কে তাঁর কল্পিত ধারণাকে (যা অতুলনীয় রকমের ভালো, আর বাস্তবে অসম্ভব) মেলাতে লাগলেন দ্রন্স্কি আসলে যা, তার সঙ্গে।

॥ ৩ ॥

'ওর সঙ্গে দেখা হল তোমার?' বাতির নিচে টেবিলের কাছে ওঁরা বসার পর আন্না জিগ্যেস করলেন। 'তোমার দেরি করে আসার এই প্রতিফল।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কী ব্যাপার? ওঁর তো পরিষদে থাকার কথা?'

'পরিষদে গিয়েছিল, ফিরে এসে আবার গেল কোথায় যেন। ওটা কিছু নয়। ও কথা আর তুলো না। তুমি ছিলে কোথায়? সারাক্ষণ প্রিন্সের সঙ্গে?'

দ্রন্স্কির জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি আন্না জানতেন। দ্রন্স্কি বলবেন ভাবছিলেন গতকাল সারা রাত তিনি ঘুমোন নি, ফলে আজ দিনে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আন্নার সুখাবিষ্ট আকুল মুখখানার দিকে চেয়ে সে কথা

বলতে তাঁর লজ্জা হল। বললেন যে প্রিন্সের চলে যাবার রিপোর্ট দেবার জন্য তাঁকে দপ্তরে যেতে হয়েছিল।

'তাহলে এখন চুকল? চলে গেছেন উনি?'

'জয় ভগবান, চুকেছে। ভাবতে পারবে না কী অসহ্য লেগেছিল আমার।'

'কেন? এ তো তোমাদের, যুবকদের সবাকার দৈনন্দিন জীবন' — আন্না বললেন দুই ভুরু জুড়ে; টেবিলে পড়ে থাকা বোনার কাজটা নিয়ে, ভ্রন্‌স্কির দিকে না তাকিয়ে তা থেকে ক্রুশকাঠি খুলতে লাগলেন।

'সে জীবন আমি অনেকদিন ফেলে এসেছি' — আন্নার মুখভাবের পরিবর্তনে অবাক হয়ে এবং তার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'স্বীকার করতেই হবে' — ঘনবদ্ধ শাদা তাঁর দাঁত উদ্‌ঘাটিত হল হাসিতে, 'এ সপ্তাহে সে জীবনটাকে যেন দেখেছি আয়নায়, আর দেখে ভালো লাগে নি।'

বোনার কাজটা আন্না হাতে ধরে রেখেছিলেন কিন্তু বুনছিলেন না, ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকালেন একটা বিচিত্র, ঝকঝকে, সৌহার্দ্যহীন দৃষ্টিতে।

'লিজা আজ সকালে এসেছিল আমার কাছে, কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা সত্ত্বেও এখনো আমার কাছে আসতে ভয় পায় না ওরা' — টিপ্পনি কাটলেন আন্না, 'তোমাদের এথেন্স সন্ধ্যার গল্প করলে। কী জঘন্য!'

'আমি শুধু বলতে চাইছিলাম যে...'

আন্না থামিয়ে দিলেন তাঁকে।

'তেরেজাও ছিল, যাকে তুমি জানতে আগে?'

'আমি বলতে চাইছিলাম...'

'কী জঘন্য তোমরা, পুরুষেরা! কেন তোমরা কল্পনা করতে পারো না যে মেয়েরা এটা ভুলতে পারে না' — ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন তিনি এবং তাতে করে ফাঁস করে ফেললেন তাঁর উষ্মার কারণ, 'বিশেষ করে যে মেয়ে তোমার জীবনের কিছুই জানে না। কী আমি জানি? কী আমি জানতে পেরেছি?' বললেন আন্না, 'যা আমায় তুমি বলো। কিন্তু কোত্থেকে জানব যে আমায় তুমি সত্যি বলেছ...'

'আন্না, তুমি আমায় অপমানিত করছ। আমায় কি বিশ্বাস করো না তুমি? তোমায় কি আমি বলি নি যে আমার মনে এমন কোনো চিন্তা নেই যা তোমার কাছে মেলে ধরি না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক' — স্পষ্টতই ঈর্ষা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে আন্না বললেন, 'শুধু তুমি যদি জানতে আমার পক্ষে কী কষ্টকর। বিশ্বাস করি বৈকি, বিশ্বাস করি তোমায়... তা কী তুমি বলতে যাচ্ছিলে?'

কিন্তু কী তিনি বলতে চাইছিলেন, ভ্রন্‌স্কির তা চট করে মনে এল না। ঈর্ষার এই যে প্রকোপ ইদানীং আন্নার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ঘন ঘন, সেটাতে ভয় পেতেন তিনি যতই তা চাপা দেবার চেষ্টা করুন, তাঁর প্রতি ভালোবাসাই যে ঈর্ষাটার কারণ, তা জানা থাকা সত্ত্বেও এতে আন্নার প্রতি তাঁর উষ্ণতা শীতল হয়ে আসত। কতবার তিনি নিজেকে বলেছেন যে আন্নার ভালোবাসার মধ্যেই তাঁর সুখ আর এই তো তিনি তাঁকে ভালোবাসছেন যেভাবে ভালোবাসতে পারেন তেমন এক নারী, ভালোবাসাই যাঁর কাছে জীবনের অন্য সমস্ত সৌভাগ্যের চেয়ে বড়ো, কিন্তু আন্নাকে অনুসরণ করে ভ্রন্‌স্কি যখন এসেছিলেন মস্কো থেকে তখনকার চেয়ে সে সুখ এখন তাঁর কাছে অনেক সুদূর। তখন উনি নিজেকে ভাবছিলেন অসুখী, কিন্তু সুখ ছিল তাঁর সামনে; এখন কিন্তু তিনি অনুভব করছেন সেরা সুখটা ইতিমধ্যেই পেছনে পড়ে গেছে। প্রথম দিকে তিনি আন্নাকে যেরকম দেখেছিলেন, মোটেই তিনি তেমন নন। নৈতিক এবং দৈহিক, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে অবনতির দিকে। বেশ স্থূলকায়া হয়ে গেছেন তিনি আর অভিনেত্রী তেরেজার কথা যখন বলছিলেন তখন মুখে তাঁর একটা আক্রোশ ফুটে উঠেছিল যাতে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল মুখ। একটা ফুল ছেঁড়ার পর তা শুকিয়ে গেলে লোকে যেভাবে সেটাকে দেখে, যে সৌন্দর্যের জন্য ফুলটাকে ছিঁড়ে নষ্ট করেছে তা আর বিশেষ খুঁজে পাচ্ছে না, সেইভাবে আন্নাকে দেখছিলেন ভ্রন্‌স্কি। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর প্রেম যখন প্রবলতর ছিল তখন প্রচণ্ড ইচ্ছা করলে সে প্রেম উৎপাটিত করতে পারতেন হৃদয় থেকে, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে যা তাঁর মনে হচ্ছে, আন্নার প্রতি তিনি আর প্রেম অনুভব করছেন না, তা সত্ত্বেও তাঁর জানা ছিল যে আন্নার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়।

'তা বলো বলো, প্রিন্স সম্পর্কে কী বলতে চাইছিলে? আমি তাড়িয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ, তাড়িয়ে দিয়েছি পিশাচটাকে' — যোগ দিলেন। পিশাচ বলতে ওঁরা বোঝাতেন ঈর্ষা, 'তা প্রিন্স সম্পর্কে কী বলতে শুরু করেছিলে? কেন অত কষ্টকর লেগেছিল তোমার কাছে?'

'এহ্, অসহ্য!' চিন্তার হারানো সূত্রটা ধরার চেষ্টা করতে করতে ভ্রন্‌স্কি

বললেন, 'ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে ওঁর খারাপটাই বেশি চোখে পড়ে। যদি ওঁর কোনো সংজ্ঞা দিতে হয়, তাহলে বলব উনি চমৎকার হৃষ্টপুষ্ট একটি পশু, প্রদর্শনীতে যারা প্রথম পুরস্কারের পদকটা পেয়ে থাকে, তার বেশি কিছু নয়।' ভ্রন্‌স্কি বললেন বিরক্তিতে আর তাতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন আন্না।

'বাঃ, তা বলছ কেন?' আপত্তি করলেন আন্না, 'যতই হোক অনেককিছু তো দেখেছেন উনি, শিক্ষিত লোক?'

'ওটা একেবারে অন্যধরনের শিক্ষা — ওঁদের শিক্ষা। বোঝা যায় উনি শিক্ষিত শুধু এইজন্যে যাতে শিক্ষাকেই ঘৃণা করার সুযোগ পান, পাশবিক পরিতৃপ্তিটা ছাড়া যে ঘৃণা ওঁরা করেন সবকিছুকেই।'

'তোমরা সবাই তো ওই পাশবিক পরিতৃপ্তিটা ভালোবাসো' — আন্না বললেন আর ভ্রন্‌স্কি ফের লক্ষ্য করলেন তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া একটা অন্ধকার দৃষ্টি।

হেসে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'তুমি ওঁকে এত সমর্থন করছ কেন বলো তো?'

'সমর্থন করছি না, আমার বয়েই গেল; কিন্তু আমার ধারণা, তুমি নিজে যদি এই সব আনন্দ ভালো না বাসতে তাহলে না করে দিলেই পারতে। কিন্তু ইভের সাজে তেরেজাকে দেখে তো তোমার আনন্দই হয়...'

'ফের, ফের সেই দানোটা!' টেবিলে আন্না যে হাতটা রেখেছিলেন সেটা নিয়ে চুমু খেয়ে বললেন ভ্রন্‌স্কি।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি পারি না! তুমি জানো না তোমার পথ চেয়ে থেকে কী কষ্ট পেয়েছি আমি! আমার মনে হয় আমি ঈর্ষাপরায়ণা নই। না, ঈর্ষা নেই আমার, বিশ্বাস করি তোমায়, যখন তুমি থাকো আমার কাছে; কিন্তু যখন তুমি একা কে জানে কোথায় আমার কাছে অবোধ্য একটা জীবন যাপন করো...'

ভ্রন্‌স্কির কাছ থেকে সরে এলেন আন্না, বোনার কাজ থেকে শেষ ক্রুশকাঠিটা খুলে দ্রুত তর্জনীর সাহায্যে বাতির আলোয় ঝলমলে শাদা উল দিয়ে ঘর তুলতে লাগলেন একটার পর একটা, দ্রুত এম্ব্রয়ডারি করা আস্তিনের মধ্যে স্নায়বিক চঞ্চলতায় ঘোরাতে লাগলেন তাঁর তনু মণিবন্ধ।

'কিন্তু কী ব্যাপার? আলেক্‌সেই আলেকস্‌ান্দ্রভিচের সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?' হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ধ্বনি লাগল তাঁর কণ্ঠস্বরে।

'দরজায় ঢোকার মুখে।'

'তোমায় সে অভিবাদন করেছে এমনি করে তো?'

মুখ লম্বা করে আধবোঁজা চোখে আন্না দ্রুত তাঁর মুখের ভাব বদল করতে করতে হাত গুটিয়ে নিলেন আর তাঁর সুন্দর মুখে ভ্রন্‌স্কি হঠাৎ দেখতে পেলেন যে মুখভাবে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁকে অভিবাদন করেছিলেন, ঠিক সেটা। ভ্রন্‌স্কি হাসলেন আর খিলখিলিয়ে উঠলেন আন্না, যেটা তাঁর প্রধান একটা মাধুর্য।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমি একেবারেই ওকে বুঝি না। পল্লীভবনে তোমার কথাগুলো শোনার পর ও যদি তোমায় ত্যাগ করত, অথবা ডুয়েলে ডাকত আমায়, সে এক কথা... কিন্তু এটা আমি বুঝি না; এ অবস্থাটা সে সইতে পারে কেমন করে? কষ্ট যে পাচ্ছে সে তো দেখাই যায়।'

'ও কষ্ট পাচ্ছে?' আন্না বললেন বিদ্রূপের সুরে, 'পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে সে আছে।'

'কেন আমরা সবাই কষ্ট পাচ্ছি যখন সবকিছু হতে পারত দিব্যি খাশা?'

'শুধু ও কষ্ট পাচ্ছে না। ওকে কি আমার চিনতে বাকি আছে, জানি না কী মিথ্যায় ও আকণ্ঠ ডুবে আছে?.. কিছু একটা অনুভূতি থাকলে আমার সঙ্গে ও যেভাবে আছে সেভাবে থাকা সম্ভব কি? ওর কোনো বোধ নেই, কোনো অনুভূতি নেই। কিছু একটা অনুভূতি থাকলে কি লোকে নিজের পাতকিনী স্ত্রীর সঙ্গে দিন কাটাতে পারে একই বাড়িতে? কথা বলা যায় কি তার সঙ্গে? 'তুমি' বলে ডাকা যায়?'

ফের আন্না অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে নকল না করে পারলেন না। 'তুমি ma chère, আন্না প্রিয়তমা!'

'ও পুরুষ নয়, মানুষ নয়, ও একটা পুতুল! কেউ তা জানে না। কিন্তু আমি জানি। আমি হলে আমার মতো এক স্ত্রীকে অনেক আগেই খুন করতাম, টুকরো টুকরো করে ফেলতাম, বলতাম না ma chère, আন্না। ও মানুষ নয় মন্ত্রিদপ্তরের একটা যন্ত্র। ও বোঝে না যে আমি তোমার স্ত্রী, ও আমার কাছে পর, ও ফালতু... যাক গে, ও কথা থাক!..'

'তোমার ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে গো' — ওঁকে শান্ত করার চেষ্টায় ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'তবে সে যাই হোক, ওর সম্পর্কে কথা আর তুলব না। তার চেয়ে বরং বলো কী তুমি এ কয়দিন করেছ, কী হয়েছে তোমার? অসুখটা কী, ডাক্তারে কী বলছে?'

আন্না ভ্রন্‌স্কির দিকে তাকালেন একটা উপহাসের আনন্দ নিয়ে।

স্পষ্টতই স্বামীর হাস্যকর কদর্য আরো কিছু দিক তিনি খুঁজে পেয়েছেন, সময়ের অপেক্ষা করছেন সেটা বলার জন্য।

কিন্তু ভ্রন্‌স্কি বলে চললেন:

'আমার অনুমান ওটা অসুখ নয়, এটা তোমার ওই অবস্থাটার দরুন। কবে হবে?'

উপহাসের ছটাটা মিলিয়ে গেল আন্নার চোখে, আগের মুখভাবের বদলে দেখা দিল অন্য একটা হাসি, ভ্রন্‌স্কির কাছে যা অজানা তেমন কিছু একটার চেতনা আর শান্ত একটা বিষাদ।

'শিগগিরই, শিগগিরই। তুমি বলছিলে যে আমাদের অবস্থাটা কষ্টকর, তার গিঁট খোলা দরকার। আমার অবস্থাটা কী দুঃসহ তা যদি জানতে, অবাধে, কিছুর পরোয়া না করে তোমায় ভালোবাসতে পারলে কী না করতে পারতাম আমি! আমিও কষ্ট পেতাম না, তোমাকেও জ্বালাতাম না আমার ঈর্ষা দিয়ে... সেটা ঘটবে শিগগিরই, কিন্তু আমরা যা ভাবছি সেভাবে নয়।'

কিভাবে তা ঘটবে তা ভেবে আন্নার নিজের জন্যই এত মায়া হল যে চোখ তাঁর ভরে উঠল জলে। সবটা আর বলতে পারলেন না। বাতির তলে আংটি আর গাত্রবর্ণের ধবলিমায় ঝকঝকে হাতটা তিনি রাখলেন ভ্রন্‌স্কির আস্তিনে।

'আমরা যা ভাবছি সেভাবে ঘটবে না, চাইছিলাম না কথাটা তোমায় বলতে, কিন্তু তুমি বলিয়ে ছাড়লে। শিগগিরই সব জট খুলে যাবে আর আমরা সবাই, সবাই স্বস্তি পাব, কষ্ট ভুগতে হবে না আর।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না' — ভ্রন্‌স্কি বললেন এবং বললেন বুঝতে পেরেই।

'তুমি জিগ্যেস করছিলে কখন? শিগগিরই। আমি সেটা পর্যন্ত বেঁচে থাকব না। বাধা দিও না তো!' তাড়াতাড়ি করে তিনি কথাটা বলে ফেলতে চাইলেন, 'আমি জানি এটা, একেবারে অভ্রান্ত জানি। আমি মরতে চলেছি আর মরে নিজেকে আর তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে পারব বলে খুব খুশি।'

জল গড়িয়ে এল চোখ বেয়ে; ভ্রন্‌স্কি তাঁর হাতের ওপর নুয়ে চুমু খেতে লাগলেন। চেষ্টা করলেন তাঁর ব্যাকুলতা চাপা দেবার, যার কোনো ভিত্তি নেই বলে তাঁর জানা থাকলেও পারলেন না তা দমন করতে।

'এই হল ব্যাপার, এইটেই ভালো' — ভ্রন্‌স্কির হাতে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে তিনি বলছিলেন, 'এই একটা। একটা জিনিসই আমাদের বাকি আছে।'

সম্বিত ফিরে পেয়ে ভ্রন্‌স্কি মাথা তুললেন।

'কী বাজে কথা! কী অর্থহীন ছাইভস্ম বলছ তুমি!'

'না, এটা সত্যি।'

'কী, কী সত্যি?'

'আমি মরব। স্বপ্নে তা দেখেছি আমি।'

'স্বপ্ন?' পুনরাবৃত্তি করলেন ভ্রন্‌স্কি আর মুহূর্তের জন্য স্বপ্নে দেখা চাষীটার কথা মনে পড়ল তাঁর।

'হ্যাঁ, স্বপ্ন' — আন্না বললেন, 'অনেকদিন আগেই স্বপ্নটা দেখেছি। দেখেছি যে আমি ছুটে ঢুকছি আমার শোবার ঘরে, কী যেন আমায় নিতে হবে সেখান থেকে, জানতে হবে কী যেন; জানো তো, স্বপ্নে জিনিসটা কেমন হয়' — আতংকে চোখ বড়ো বড়ো করে আন্না বলছিলেন, 'আর শোবার ঘরে, কোণে কী একটা যেন দাঁড়িয়ে।'

'আহ্, কী আজেবাজে কথা! কী করে বিশ্বাস করা যায় যে...'

কিন্তু বাধা মানলেন না আন্না। যা তিনি বলছেন সেটা তাঁর কাছে বড়ো বেশি জরুরি।

'সেই কী একটা ঘুরে দাঁড়াল। দেখলাম সে আলুথালু দাড়িওয়ালা এক চাষী, ছোটোখাটো, ভয়ংকর দেখতে। আমি পালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সে একটা বস্তার ওপর ঝুঁকে তার ভেতর কী যেন হাতড়াতে লাগল...'

কিভাবে বস্তার ভেতর ও হাতড়াচ্ছিল, সেটা দেখালেন আন্না, মুখে তাঁর আতংক। আর নিজের স্বপ্নটার কথা মনে করে একইরকম আতংকে তাঁরও বুক ভরে উঠছে বলে ভ্রন্‌স্কি টের পেলেন।

'বস্তা হাতড়াতে হাতড়াতে সে হড়বড় করে ফরাসি ভাষায় কথা কইছে, জানো, গড়গড়িয়ে বলছে: 'Il faut le battre le fer, le broyer, le pétrir...'* আতংকে আমি জেগে উঠতে চাইছিলাম, জেগেও উঠলাম... কিন্তু সেটা স্বপ্নেতেই। নিজেকে জিগ্যেস করতে লাগলাম কী এর মানে। কর্নেই আমায় বললে: 'প্রসবে, প্রসবে মারা যাবে মা, প্রসবে...' তখন ঘুম ভেঙে গেল...'

---

* লোহাটা পিটতে হবে, ঠুকতে হবে, পিষতে হবে... (ফরাসি)।

'কী বাজে কথা, কী বাজে কথা!' ভ্রন্‌স্কি বলছিলেন কিন্তু নিজেই টের পাচ্ছিলেন যে তাঁর গলার স্বরে কোনো প্রত্যয় নেই।

'যাক গে, ও কথা আর তুলব না। ঘণ্টি দাও তো, আমি চা আনতে বলি। আরে দাঁড়াও, এখন আর বেশি দিন নয়...'

কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন আন্না। মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল তাঁর মুখভাব। আতংক আর উদ্‌ভ্রান্তির স্থলে দেখা গেল একটা মৃদু, গুরুতর, সুখাবিষ্ট মনোযোগ। ভ্রন্‌স্কি এই পরিবর্তনটার কারণ বুঝতে পারলেন না। নিজের ভেতর আন্না শুনতে পেয়েছিলেন নতুন একটা জীবনের স্পন্দন।

॥ ৪ ॥

বাড়ির অলিন্দে ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎটার পর আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যা স্থির করে রেখেছিলেন সেই অনুসারে গেলেন ইতালীয় অপেরায়। সেখানে তিনি রইলেন দুটি অংক পর্যন্ত, যাদের সঙ্গে দরকার ছিল দেখা করলেন তাদের সবার সঙ্গে। বাড়ি ফিরে খুঁটিয়ে হল-স্ট্যান্ডটা লক্ষ্য করলেন, কোনো সামরিক ওভারকোট ঝুলছে কি না দেখে তিনি বরাবরের মতো চলে গেলেন নিজের ঘরে। কিন্তু বরাবরের বিপরীতে বিছানায় না শুয়ে তিনি স্টাডিতে সামনে পেছনে পায়চারি করে গেলেন রাত তিনটে অবধি। শালীনতা মান্য করতে চান নি স্ত্রী। বাড়িতে প্রণয়ীকে ডাকবেন না — তাঁর দেওয়া এই একটা শর্তও পালন করেন নি, তার জন্য স্ত্রীর ওপর ক্রোধে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না। তাঁর দাবি উনি অগ্রাহ্য করেছেন, সেজন্য ওঁকে শাস্তি দিতে তিনি বাধ্য, যে হুমকি তিনি দিয়েছিলেন, সেটাকে কার্যে পরিণত করবেন, বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করে কেড়ে নেবেন ছেলেকে। তিনি জানতেন এই ব্যাপারটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত মুশকিলের কথা, কিন্তু এটা তিনি করবেন বলেছিলেন, এবার হুমকিটা কার্যকৃত করবেন তিনি। কাউণ্টেস লিদিয়া ইভানোভনা তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তাঁর অবস্থায় এইটেই শ্রেষ্ঠ পন্থা, সম্প্রতি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারটা এত উন্নত হয়েছে যে আনুষ্ঠানিক ঝামেলাগুলো কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে মনে হল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের। তা ছাড়া বিপদ তো একা আসে না, দেশের অরুশ জাতিগুলির সুব্যবস্থা

করা এবং জারাইস্কায়া গুবের্নিয়ার জমিতে সেচের ব্যাপারটা তাঁর কর্মক্ষেত্রে এত অপ্রীতির কারণ ঘটিয়েছে যে ইদানীংকার এই গোটা সময়টা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ছিলেন একটা চূড়ান্ত রকমের তিরিক্ষি মেজাজে।

সারা রাত ঘুম হল না তাঁর, ক্রোধ তাঁর বেড়ে উঠতে থাকল, সকাল নাগাদ তা পোঁছল চূড়ান্ত সীমায়। তাড়াতাড়ি করে পোশাক পরলেন তিনি এবং স্ত্রী ঘুম থেকে উঠেছেন জানা মাত্র ক্রোধের ভরা পেয়ালাটা বয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে আবার ছিলকে না পড়ে এই ভয়ে ভয়ে, আর স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য যে শক্তিটা প্রয়োজন সেটা যেন ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে খরচা না হয়ে যায় সে ভয় নিয়েও ঢুকলেন তাঁর ঘরে।

আন্না ভাবতেন যে স্বামীকে তিনি খুব ভালো চেনেন, কিন্তু স্বামী ঘরে ঢুকতে তাঁর চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন আন্না। ললাটে ভ্রূকুটি, আন্নার দৃষ্টি এড়িয়ে অন্ধকার চোখ নিজের সামনে নিবদ্ধ; দুই ঠোঁট ঘৃণাভরে দৃঢ়সংলগ্ন। তাঁর চলনে, গতিভঙ্গিতে, কণ্ঠের ধ্বনিতে এমন একটা সংকল্প ও দৃঢ়তা ছিল যা স্ত্রী আগে তাঁর মধ্যে কখনো দেখেন নি। ঘরে ঢুকে, স্ত্রীর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় না করে সোজা গেলেন লেখার টেবিলে, চাবি নিয়ে দেরাজ খুললেন।

'কী চাই আপনার?!' চেঁচিয়ে উঠলেন আন্না।

'আপনার প্রেমিকের চিঠি' — উনি বললেন।

'এখানে তা নেই' — বলে দেরাজ বন্ধ করে দিলেন আন্না; কিন্তু বন্ধ করার ভঙ্গিটা দেখে উনি বুঝলেন যে ঠিকই ধরেছেন, রূঢ়ভাবে তাঁর হাতে ধাক্কা মেরে তিনি ক্ষিপ্র টেনে নিলেন পোর্টফোলিওটা যাতে সবচেয়ে দরকারী কাগজপত্র আন্না রাখতেন বলে তিনি জানতেন। পোর্টফোলিওটা কেড়ে নিতে যাচ্ছিলেন আন্না, কিন্তু উনি তাঁকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন।

'বসুন! আপনার সঙ্গে কথা আছে আমার' — তিনি বললেন। পোর্টফোলিওটা বগলদাবা করে কনুই দিয়ে এমন সজোরে তাতে চাপ দিচ্ছিলেন যে কাঁধ তাঁর উঁচু হয়ে উঠল।

আন্না অবাক হয়ে ভীরু-ভীরু দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে।

'আপনাকে আমি বলেছিলাম যে আপনার প্রেমিককে এখানে গ্রহণ করতে আমি আপনাকে দেব না।'

'ওর সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল আমার যাতে...'

কোনো একটা ওজর খংজে না পেয়ে আন্না থেমে গেলেন।

'প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করা কেন নারীর কাছে প্রয়োজন তার বিস্তারিত দাখিলায় আমি যাচ্ছি না।'

'আমি চেয়েছিলাম, আমি শুধু...' ফুঁসে উঠে বলে উঠলেন আন্না। তাঁর এই রূঢ়তায় পিত্তি জবলে উঠল তাঁর, সাহস জোগাল। 'সত্যিই কি আপনি টের পান না যে আমায় অপমান করা আপনার পক্ষে কত সহজ?' আন্না বললেন।

'অপমান করা সম্ভব কোনো সৎ লোক বা সৎ নারীকে, কিন্তু চোরকে চোর বললে সেটা হয় শুধু la constatation d'un fait.*'

'আপনার মধ্যে নিষ্ঠুরতার এই নতুন দিকটা আমার জানা ছিল না।'

'স্ত্রী শালীনতা মেনে চলবে এই শর্তে সুনামের একটা সাধু আচ্ছাদন জুগিয়ে স্বামী তাকে স্বাধীনতা দিচ্ছে, এটাকে আপনি নিষ্ঠুরতা বলছেন। এইটে নিষ্ঠুরতা?'

'এটা নিষ্ঠুরতার চেয়েও খারাপ, এটা পাষণ্ডতা' — আক্রোশে ফেটে পড়ে চিৎকার করে উঠলেন আন্না, উঠে দাঁড়ালেন যাবার জন্য।

'না!' স্বামী চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর কিঁচকিঁচে গলায় যা এখন উঠল আরো এক পর্দা উঁচুতে। এত জোরে নিজের বড়ো বড়ো আঙুলে তাঁর হাত চেপে ধরলেন যে চাপ যেখানে পড়ছিল সেই ব্রেসলেটটা থেকে লাল লাল দাগ রয়ে গেল বাহুতে, জোর করে তিনি আন্নাকে বসিয়ে দিলেন তাঁর স্বস্থানে। 'পাষণ্ডতা? কথাটা যদি ব্যবহার করতে চান, তাহলে পাষণ্ডতা হল প্রেমিকের জন্যে স্বামী পুত্রকে ত্যাগ করা আর স্বামীর অন্ন খেয়ে যাওয়া।'

মাথা নিচু করলেন আন্না। গতকাল প্রেমিককে এই যে কথাটা তিনি বলেছিলেন যে ভ্রন্‌স্কিই তাঁর স্বামী আর এ স্বামীটা ফালতু, সেটা তিনি বললেন না শুধু নয়, বলার কথা মনেও এল না। কারেনিনের কথার সমস্ত ন্যায্যতা তিনি অনুভব করছিলেন, শুধু আস্তে করে বললেন:

'আমার অবস্থাটা আমি নিজে যতটা বুঝি, তার চেয়েও খারাপ করে সেটা দেখানো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বললেন এ সব?'

'কেন বলছি? কেন?' একইরকম ক্রোধে বলে চললেন তিনি, 'আপনি

---

* সত্য ঘটনা প্রতিষ্ঠা (ফরাসি)।

যাতে জানেন যে শালীনতা মেনে চলার ব্যাপারে আপনি যেহেতু আমার ইচ্ছা পালন করেন নি, তাই অবস্থাটা যাতে চুকে যায় তার ব্যবস্থা আমি করব।'

'শিগগিরিই, শিগগিরিই সেটা ওইভাবেই চুকবে' — আন্না বললেন এবং আসন্ন আর এখন কাম্য মৃত্যুর কথা ভেবে আবার চোখে জল এল তাঁর।

'আপনি আর আপনার প্রেমাস্পদ, দু'জনে মিলে যা ভাবছেন, চুকবে তার আগেই! পাশবিক কাম আপনারা পরিতৃপ্ত করতে চান...'

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ! ভূপাতিতকে প্রহার করাকে আমি অনুদার বলব না, এটা অমর্যাদাকর।'

'আপনি শুধু নিজের কথা ভাবেন, কিন্তু যে লোকটা ছিল আপনার স্বামী, তার কষ্টে আপনার কোনো আগ্রহ নেই। এতে আপনার কিছু এসে যায় না যে তার গোটা জীবন চূর্ণ হয়েছে। সয়েছে সে যর... যর... যরন্ত্রণা।'

এত হুড়মুড় করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কথা কইছিলেন যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল তাঁর, শব্দটা তিনি উচ্চারণ করে উঠতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত বলে বসলেন 'যরন্ত্রণা'। আন্নার মজা লাগল আর সঙ্গে সঙ্গেই এই জন্য লজ্জা হল যে এরূপ একটা মুহূর্তেও কোনো কিছুর জন্য তাঁর মজা লাগা সম্ভব হচ্ছে। আর এই প্রথম একটা সহানুভূতি বোধ করলেন তিনি, নিজেকে ওঁর জায়গায় বসিয়ে কষ্ট হল ওঁর জন্য। কিন্তু কী-ই-বা তিনি বলতে বা করতে পারেন? মাথা নুইয়ে তিনি চুপ করে রইলেন। স্বামীও চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর কথা কইলেন কম কিঁচকিঁচে, ঠান্ডা গলায়, জোর দিতে লাগলেন এলোমেলো বেছে নেওয়া শব্দগুলোয় যা বিশেষ কোনো গুরুত্ব ধরে না।

বললেন, 'আমি আপনাকে বলতে এসেছি...'

আন্না তাকালেন তাঁর দিকে। 'যরন্ত্রণা' কথাটা নিয়ে যখন গোলমালে পড়েছিলেন তখন তাঁর মুখের ভাবটা স্মরণ করে মনে মনে ভাবলেন আন্না, 'না, ওটা নেহাৎ আমার কল্পনা। এই যে মানুষটার এমন নিষ্প্রভ চোখ, এমন আত্মতুষ্ট প্রশান্তি, তার কি কোনো অনুভূতি থাকতে পারে?'

'কিছুই আমি বদলাতে পারি না' — ফিসফিসিয়ে বললেন আন্না।

'আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে কাল আমি মস্কো যাচ্ছি, এ বাড়িতে আর ফিরব না, আমার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপনি খবর পাবেন

অ্যাডভোকেটের কাছ থেকে, বিবাহবিচ্ছেদের ভারটা আমি তাঁর ওপর দিয়ে যাব।' ছেলের সম্পর্কে কী বলতে চাইছিলেন সেটা বহু প্রয়াসে স্মরণ করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আর আমার ছেলে যাবে আমার বোনের কাছে।'

'সেরিওজাকে আপনার দরকার আমায় আরো কষ্ট দেবার জন্যে' — আড়চোখে ওঁর দিকে চেয়ে বললেন আন্না, 'আপনি তো ওকে ভালোবাসেন না... ওকে রেখে যান আমার কাছে!'

'হ্যাঁ, ছেলের প্রতি ভালোবাসাও আমার ঘুচে গেছে কেননা আপনার প্রতি আমার বিতৃষ্ণার সঙ্গে ও সম্পর্কিত। তাহলেও নেব ওকে। বিদায়!'

উনি চলে যাবার উপক্রম করলেন কিন্তু এবারে আন্না থামালেন ওঁকে।

'আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, সেরিওজাকে রেখে যান!' আরো একবার ফিসফিস করলেন আন্না, 'আমি এর বেশি কিছু আর বলতে পারছি না। সেরিওজাকে রেখে যান যদ্দিন আমার... শিগগিরই আমার সন্তান হবে, রেখে যান ওকে!'

লাল হয়ে উঠলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, আন্নার কাছ থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীরবে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

॥ ৫ ॥

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ যখন ঢুকলেন, পিটার্সবুর্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যাডভোকেটের অভ্যর্থনা-কক্ষটি ছিল লোকে ভরা। তিনজন মহিলা: বৃদ্ধা, যুবতী আর বেনে-বৌ, তিনজন ভদ্রলোক: অঙ্গুরী পরিহিত একজন জার্মান ব্যাঙ্কার, একজন দেড়েল বেনে, তৃতীয় জন গলায় ক্রস ঝোলানো, উর্দি পরা জনৈক আমলা স্পষ্টতই অনেকখন থেকে অপেক্ষা করছিল। দু'জন সহকারী টেবিলের পেছনে বসে লিখে যাচ্ছিল খাগের কলম খসখস করে। লেখার যেসব উপকরণে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিশেষ আগ্রহ, তা এখানে খুবই ভালো। সেটা লক্ষ্য না করে তিনি পারলেন না। একজন সহকারী উঠে না দাঁড়িয়ে চোখ কুঁচকে জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে:

'কী চাই আপনার?'

'অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কাজ আছে।'

'উনি ব্যস্ত' — কঠোরভাবে জবাব দিয়ে সহকারী কলম দিয়ে অপেক্ষমাণদের দিকে দেখিয়ে লিখে যেতে লাগল।

'একটু সময় ওঁর হবে না কি?' বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'ফাঁকা সময় ওঁর নেই। সর্বদা উনি ব্যস্ত, অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।'

'তাহলে একটু কষ্ট করে আমার কার্ডটা ওঁকে দেবেন' -- অজ্ঞাত থাকা চলবে না দেখে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন মর্যাদাভরে।

সহকারী কার্ডটা নিল, স্পষ্টতই বোঝা গেল যে তাতে যা লেখা আছে সেটা তার মনঃপূত নয়। তাহলেও দরজার দিকে গেল সে।

নীতিগতভাবে প্রকাশ্য বিচারের দিকে সহানুভূতি ছিল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের, কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রয়োগের কিছু কিছু খুঁটিনাটিতে উচ্চ পদাধিকারের দিক থেকে তাঁর পুরো সায় ছিল না, তাই তার সমালোচনা করতেন, সর্বোচ্চ কোনো সিদ্ধান্তের যতটা সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব। তাঁর সারা জীবন কেটেছে প্রশাসনিক ক্রিয়াকলাপে, তাই কোনো কিছুতে তাঁর অনুরাগ না থাকলেও সে বিরাগটা নরম হয়ে আসত তাঁর এই স্বীকৃতিতে যে ভুল করা অনিবার্য এবং যেকোনো ব্যাপারেই তা সংশোধন করা সম্ভব। আদালতের নতুন প্রথায় যেসব শর্ত দেওয়া হয়েছে ওকালতির ব্যাপারে, তা তিনি অনুমোদন করতেন না। এযাবৎ তাঁকে কখনো ওকালতি ব্যবস্থার দ্বারস্থ হতে হয় নি, তাই তাঁর অননুমোদনটা ছিল মাত্র তত্ত্বগত; এখন কিন্তু অ্যাডভোকেটের অভ্যর্থনা-কক্ষ তাঁর ওপর যে বিশ্রী ছাপ ফেললে, তাতে সে অননুমোদন গেল আরো বেড়ে।

'এখুনি বেরিয়ে আসবেন' — সহকারী বললে; আর সত্যিই দু'মিনিট বাদে দরজায় দেখা দিল আইনজ্ঞের দীর্ঘ মূর্তি যিনি আলাপ করছিলেন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে, তারপর স্বয়ং অ্যাডভোকেট।

অ্যাডভোকেট লোকটি বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, টেকো, মুখে কালচে-পাটকিলে দাড়ি, হালকা রঙের লম্বা ভুরু, ঢিপ কপাল। গলাবন্ধ আর ঘড়ির দুনো চেন থেকে শুরু করে পেটেণ্ট-লেদার জুতো পর্যন্ত তাঁর গোটা সাজটা বরের মতো। মুখখানা বুদ্ধিমান, চাষী-চাষী কিন্তু পোশাক বাবু-বাবু, রুচিহীন।

'আসুন' — বলে, হাঁড়ি-মুখে কারেনিনকে তাঁর পাশ দিয়ে ঢুকতে দিয়ে অ্যাডভোকেট দরজা বন্ধ করলেন।

কাগজ ছড়ানো লেখার টেবিলের কাছে একটা আরাম-কেদারা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'বসুন না!' আর নিজে বসলেন কর্তার আসনটায়, ছোটো ছোটো শাদা লোম গজানো আঙুল সমেত খাটো হাতদুখানা ঘষতে ঘষতে, পাশের দিকে মাথা হেলিয়ে। কিন্তু নিজের ভঙ্গিতে সুস্থির হতে না হতেই টেবিলের ওপর দিয়ে উড়ে এল একটা কাপড়-খেকো পোকা। তাঁর পক্ষে যা আশা করা যায় না, এমন একটা ক্ষিপ্রতায় তিনি হাত দিয়ে পোকাটাকে ধরে আবার আগের ভঙ্গিতে ফিরে গেলেন।

'আমার ব্যাপারটা বলার আগে' — চোখ দিয়ে অ্যাডভোকেটের ক্ষিপ্রতাটা লক্ষ্য করে অবাক হয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমার জানিয়ে রাখা দরকার যে আপনার সঙ্গে যে ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলব, সেটাকে গোপন রাখতে হবে।'

সামান্য লক্ষ্যে পড়ে এমন একটা হাসিতে অ্যাডভোকেটের পাটকিলে গোঁপ ফুলে উঠল।

'বিশ্বাস করে আমায় যা বলা হয় তার গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারলে আমি অ্যাডভোকেটই নই। আপনার যদি তার প্রমাণ দরকার হয়...'

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করলেন যে তাঁর বুদ্ধিমান ধূসর চোখজোড়া হাসছে যেন সবই তারা জানে।

'আমার নাম আপনি জানেন কি?' বলে চললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আপনাকেও জানি, সমস্ত রুশীর মতো আপনার মূল্যবান ক্রিয়াকলাপের কথাও জানি' — কাপড়-খেকো পোকা ধরে অ্যাডভোকেট বললেন নিচু হয়ে।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বুক বাঁধতে লাগলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কিন্তু একবার মনস্থির করার পর না তোতলিয়ে, কয়েকটা শব্দের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে, নির্ভয়ে তিনি বলে চললেন তাঁর কিঁচকিঁচে গলায়।

শুরু করলেন, 'প্রতারিত স্বামী হবার দুর্ভাগ্য হয়েছে আমার এবং আইনত স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই, অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ, কিন্তু এমনভাবে যাতে ছেলে মায়ের কাছে না থাকে।'

অ্যাডভোকেটের ধূসর চোখ চেষ্টা করল না হাসতে কিন্তু অদম্য আনন্দে তা নাচছিল এবং আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মনে হল ব্যাপারটা শুধুই মোটা একটা ফি পাবার আনন্দই নয়, আছে তাতে জয়চেতনা, উল্লাস,

স্ত্রীর চোখে যে বিদ্বেষপূর্ণ ঝিলিক তিনি দেখেছেন, আছে তেমন একটা ঝিলিক।

'বিবাহবিচ্ছেদের জন্যে আমার সহযোগিতা আপনি চান?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, কিন্তু আপনাকে বলে রাখা উচিত যে এতে আপনার মনোযোগের অপব্যবহার করার ভয় থাকছে আমার। আমি এসেছি শুধু আপনার সঙ্গে প্রাথমিক একটা পরামর্শের জন্যে। বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই, কিন্তু কী কী উপায়ে সেটা সম্ভব তা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। উপায়গুলি যদি আমার প্রয়োজনের সঙ্গে না মেলে, তাহলে খুব সম্ভব আমি আইনের আশ্রয় নিতে অস্বীকৃত হব।'

'ও, সে তো সর্বদাই তাই' — অ্যাডভোকেট বললেন, 'সর্বদাই সেটা আপনার ইচ্ছাধীন।'

অ্যাডভোকেট চোখ নামালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের পায়ের দিকে, টের পাচ্ছিলেন যে নিজের অসংযত আনন্দ দেখিয়ে তিনি আহত করতে পারেন মক্কেলকে। নাকের সামনে উড়ে আসা আরেকটা পোকার দিকে চাইলেন তিনি, হাত তাঁর ঝটকা দিয়ে উঠল, কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের অবস্থাটার প্রতি সম্মানবশত ধরলেন না সেটাকে।

'এ ব্যাপারে আমাদের আইনের বিধি আমার মোটামুটি জানা থাকলেও' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বলে চললেন, 'আমি সাধারণভাবে জানতে চাই কার্যক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যাপার চলে কিভাবে।'

'আপনি চাইছেন যে' — চোখ না তুলে, কিছুটা তুষ্টি নিয়েই মক্কেলের কথার সুরে সুর মিলিয়ে অ্যাডভোকেট জবাব দিলেন, 'কী কী উপায়ে আপনার ইচ্ছা পূরণ হতে পারে তা আপনাকে আমি বলি?'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সম্মতিসূচক মাথা-নাড়া পেয়ে শুধু মাঝে মাঝে তাঁর লাল ছোপে ভরে ওঠা মুখের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে অ্যাডভোকেট কথা চালিয়ে গেলেন।

আমাদের আইনের প্রতি তাঁর অননুমোদনের সামান্য আভাস দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের আইনে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব, যা আপনি জানেন, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে... অপেক্ষা করুন!' দরজায় উঁকি দেওয়া সহকারীকে বললেন তিনি, তাহলেও উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা কথা বলে ফের বসলেন, 'সম্ভব এই-এই ক্ষেত্রে: দম্পতিদের দৈহিক অক্ষমতা, সংবাদ না দিয়ে পাঁচ বছরের বিচ্ছেদ' — বলছিলেন তিনি লোমে ভরা নিজের খাটো আঙুল মুড়ে, 'তারপর ব্যভিচার'

(কথাটা তিনি উচ্চারণ করলেন সুস্পষ্ট তৃপ্তির সঙ্গে)। 'উপবিভাগগুলো এই রকম' (মোটা মোটা আঙুলগুলো মুড়ে চললেন তিনি, যদিও ঘটনা এবং উপবিভাগগুলিকে স্পষ্টতই একসঙ্গে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না): 'স্বামী বা স্ত্রীর দৈহিক অক্ষমতা, তারপর স্বামী বা স্ত্রীর দিক থেকে ব্যভিচার।' সমস্ত আঙুলগুলো মোড়া শেষ হয়ে যাওয়ায় উনি ফের সেগুলো সোজা করে নিলেন এবং বলে চললেন: 'এগুলো হল তাত্ত্বিক দিক থেকে। কিন্তু আমি অনুমান করি আপনি আমার কাছে এসে আমায় সম্মান দেখিয়েছেন ব্যবহারিক ব্যাপারটা জানবার জন্যে। তাই আগেকার নজিরগুলো থেকে আপনাকে আমার জানানো উচিত যে বিবাহবিচ্ছেদের সমস্ত ঘটনাই দাঁড়ায় এই: দৈহিক অক্ষমতা নেই, যা আমি বুঝছি? খবর না দিয়ে অনুপস্থিতিও?..'

সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'তাহলে আসছে এইটে: দম্পতিদের একজনের ব্যভিচার এবং পরস্পরের সম্মতিক্রমে তা প্রকাশ, আর সেরকম সম্মতি না থাকলে জোর করে তা প্রকাশ। বলা উচিত যে শেষোক্ত ব্যাপারটা বাস্তবে দেখা যায় কম' — বলে অ্যাডভোকেট চকিত দৃষ্টিপাত করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে, তারপর চুপ করে রইলেন, যেভাবে পিস্তল-বিক্রেতা দুটি অস্ত্রের গুণ বর্ণনা করে খরিদ্দারের পছন্দের প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কিছু বললেন না, তাই অ্যাডভোকেট আবার শুরু করলেন, 'সবচেয়ে সাধারণ, সহজ এবং আমি মনে করি বিচক্ষণ হল পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচার। কোনো অপরিণত লোক হলে আমি কথাটা এভাবে বলতাম না' — অ্যাডভোকেট বললেন, 'কিন্তু আশা করি আমাদের কাছে এটা বোধগম্য।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কিন্তু এতই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যভিচারের বিচক্ষণতা তক্ষুনি বুঝে উঠতে পারলেন না, সে না-বোঝাটা প্রকাশ পেল তাঁর দৃষ্টিতে; তবে অ্যাডভোকেট সঙ্গে সঙ্গেই সাহায্য করলেন তাঁকে:

'দু'জনে আর একসঙ্গে থাকতে পারছে না — এই হল গে ঘটনা। আর দু'জনেই যদি সেটা মেনে নেয়, তাহলে খুঁটিনাটি ও আনুষ্ঠানিকতার দিকগুলো হয়ে দাঁড়ায় অকিঞ্চিৎকর। সেইসঙ্গে এটা হল সবচেয়ে সহজ আর সঠিক উপায়।'

এবার আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ প্ুরোপ্ুরি ব্ুঝলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দিচ্ছিল তাঁর ধর্মীয় সংস্কার।

বললেন, 'বর্তমান ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আসে না। এক্ষেত্রে শ্ুধ্ু একটা ব্যাপারই সম্ভব: ইচ্ছার বির্ুদ্ধেই প্রকাশ করে দেওয়া, আমার কাছে যে চিঠি আছে তাতে তা প্রমাণিত হবে।'

চিঠির উল্লেখে অ্যাডভোকেট ঠোঁট চেপে অস্ফুট শব্দ করলেন যাতে প্রকাশ পেল একই সঙ্গে সমবেদনা আর অবজ্ঞা।

শ্ুর্ু করলেন, 'দেখ্ুন, এ ধরনের ব্যাপারের নিষ্পত্তি করে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ, যা আপনি জানেন। আর পাদ্রীরা, স্বামীজিরা এ সব ব্যাপারের তুচ্ছ খ্ুঁটিনাটিও ঘাঁটাঘাঁটি করতে খ্ুব ভালোবাসেন' — হেসে বললেন উনি, তাতে ফুটে উঠল পাদ্রীদের র্ুচির সঙ্গে তাঁর সহমর্মিতা, 'চিঠি অংশত প্রমাণ করতে পারে তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু ব্যাপারটা ফাঁস করতে হবে সরাসরি উপায়ে, অর্থাৎ সাক্ষী মারফত। আপনি যদি আমার ওপর আস্থা রাখার সম্মান আমায় দেন, তাহলে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত তা নির্বাচনের ভার আমায় দিন। যে ফল পেতে চায় তাকে উপায়টাও মেনে নিতে হবে।'

'যদি তাই হয়...' — হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে শ্ুর্ু করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, কিন্তু এই সময় অ্যাডভোকেট উঠে পড়লেন, গেলেন ফের দ্ুয়ারে দেখা দেওয়া সহকারীর কাছে।

'ভদ্রমহিলাকে বলে দিন যে আমরা খেলো মালের ব্যাপারী নই' — এই বলে তিনি ফিরে এলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে।

স্বস্থানে এসে তিনি চুপিসারে আরেকটা পোকা ধরলেন, ভুর্ু কুঁচকে ভাবলেন, 'গ্রীষ্ম নাগাদ আমার রেপ্‌স কাপড়ে বাঁধানো আসবাবগ্ুলোর দশা ভালোই দাঁড়াবে।'

বললেন, 'তাহলে বল্ুন কী বলছিলেন...'

'আমার সিদ্ধান্ত আমি আপনাকে লিখে জানাব' — উঠে দাঁড়িয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ টেবিলে ভর দিলেন; কিছ্ুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'আপনার কথা থেকে তাহলে আমি ধরে নিতে পারি যে বিবাহবিচ্ছেদ পাওয়া সম্ভব। সেইসঙ্গে অন্ুরোধ, আপনার ফি কত সেটা জানাবেন।'

'সবই সম্ভব যদি আমার ব্ুদ্ধিমতো আমি যে ব্যবস্থাই নিই তার স্বাধীনতা

দেন আমায়' — প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অ্যাডভোকেট বললেন, 'কবে আপনার চিঠি পাওয়ার আশা করতে পারি?' চোখ আর পেটেণ্ট-লেদার বুট ঝকঝকিয়ে দরজার দিকে এগুতে এগুতে জিগ্যেস করলেন তিনি।

'এক সপ্তাহের মধ্যে। আর এ ব্যাপারটায় তদবির করার ভার আপনি নিচ্ছেন কিনা এবং এ উপকারের জন্যে কত ফি লাগবে সেটা আমায় জানাবেন।'

'তা বেশ।'

সসম্ভ্রমে মাথা নোয়ালেন অ্যাডভোকেট, দরজা খুলে দিলেন মক্কেলের জন্য, তারপর একা হতে আনন্দে গা ভাসালেন। এত খুশি হয়েছিলেন যে তাঁর নিয়মের বিরুদ্ধেই দরাদরি-করা মহিলাটিকে ছাড় দিলেন এবং থামালেন পোকা ধরা, একেবারে স্থির করে ফেললেন যে সামনের শীত নাগাদ আসবাবগুলো মখমলে বাঁধাই করে ফেলবেন, সিগোনিনের মতো।

॥ ৬ ॥

সতেরোই আগস্ট কমিশনের অধিবেশনে চমকপ্রদ' বিজয় হয়েছিল আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের, কিন্তু সে বিজয়ের পরিণাম তাঁকে ল্যাঙ মারে। অরুশ জাতিদের জীবনযাত্রা সর্বদিক থেকে পর্যালোচনার জন্য নতুন কমিশন গঠন করে অসাধারণ দ্রুত ও উদ্যোগ সহকারে তা যথাস্থানে পাঠিয়েছিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। রিপোর্ট পেশ করা হল তিন মাসের মধ্যে। অরুশদের জীবনযাত্রা বিচার করা হয়েছে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, নরকৌলিক, বৈষয়িক ও ধর্মীয় দিক থেকে। সমস্ত প্রশ্নেই উত্তর উপস্থাপিত হয়েছে চমৎকার, আর সে উত্তরে সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা রিপোর্ট রচিত হয়েছে সর্বদা প্রমাদপ্রবণ মনুষ্যমস্তিষ্ক দ্বারা নয়, তা রচিত হয়েছে সরকারী ক্রিয়াকলাপ থেকে। সমস্ত রিপোর্টই হল সরকারী এবং রাজ্যপাল ও বিশপের রিপোর্টের ফল, যার ভিত্তি হল উয়েজ্‌দ শাসক ও রাজপুরুষদের রিপোর্ট, তারও আবার ভিত্তি ভলোস্ত্‌ শাসন দপ্তর আর স্থানীয় পাদ্রীদের রিপোর্ট; সুতরাং এ সবই উত্তর সন্দেহাতীত। দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকারী যন্ত্রের সুবিধা ছাড়া কেন মাঝে মাঝে ফলন কমে, কেন অধিবাসীরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস আঁকড়ে থাকে ইত্যাদি যেসব প্রশ্নের যুগ যুগ ধরে সমাধান হয় না, হতে পারে না, তার পরিষ্কার,

সন্দেহাতীত সমাধান পাওয়া গেছে। আর সে সিদ্ধান্ত হয়েছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মতামতের অনুকূলে। কিন্তু স্ত্রেমভ, গত অধিবেশনে যিনি ভয়ানক মার খেয়েছেন বলে অনুভব করছিলেন, তিনি হঠাৎ এমন একটা কৌশল অবলম্বন করলেন যা আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে অপ্রত্যাশিত। অন্য কতকগুলি সদস্যকে পেছনে টেনে স্ত্রেমভ হঠাৎ চলে এলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের পক্ষে এবং কার্যকরী করার জন্য কারেনিন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার প্রচণ্ড সমর্থন করলেন শুধু তাই নয়, একই প্রেরণায় অন্যান্য সব চরমপন্থী প্রস্তাবও পেশ করলেন। কারেনিনের যা মূল ভাবনা ছিল তার বিপরীতে আরো জোরদার করা এই সব ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং তখন প্রকাশ পেল স্ত্রেমভের কারসাজি। একেবারে চূড়ান্তে টেনে নিয়ে যাওয়া এই সব ব্যবস্থা হঠাৎ দেখা গেল এমনই গবেট যে একই কালে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, সমাজসেবক, বুদ্ধিমতী মহিলা আর সংবাদপত্র — সবাই একসঙ্গে আক্রমণ করল ব্যবস্থাগুলিকে এবং তার স্বীকৃত জনক আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের বিরুদ্ধে প্রকাশ করল তাদের ক্রোধ। স্ত্রেমভ কিন্তু সরে রইলেন, ভাব দেখালেন যেন কারেনিনের পরিকল্পনা তিনি অনুসরণ করেছেন অন্ধের মতো, যা করা হয়েছে তাতে নিজেই এখন তিনি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ। ল্যাঙ খেলেন কারেনিন। কিন্তু ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্য ও পারিবারিক অশান্তি সত্ত্বেও আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ হার মানলেন না। দ্বিধাবিভক্ত হল কমিশন। স্ত্রেমভের নেতৃত্বে একদল সদস্য নিজেদের ভুলের এই কৈফিয়ত দিল যে কারেনিন পরিচালিত রিভিজরী কমিশনের রিপোর্ট তারা বিশ্বাস করেছিল এবং বললে যে রিপোর্টটা একেবারে বাজে, শুধু একটা চোতা কাগজ। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং আরেক দল লোক কাগজের প্রতি এইরূপ বৈপ্লবিক মনোভাবের বিপজ্জনকতা লক্ষ্য করে রিভিজরী কমিশন রচিত তথ্যগুলি সমর্থন করে চললেন। এর ফলে রাষ্ট্রের উঁচু মহলে এমনকি সমাজেও সবাই গোলমালে পড়লেন এবং ব্যাপারটায় সকলের খুবই আগ্রহ থাকলেও কেউ বুঝতে পারলেন না অরুশ লোকেরা সত্যি কি দারিদ্র্যে ভুগছে আর ধ্বংস পাচ্ছে নাকি শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তাদের। এর পরিণামে এবং অংশত স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁর প্রতি একটা অবজ্ঞার ফলে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অবস্থা হয়ে দাঁড়াল খুবই টলমলে। এই অবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। কমিশনকে অবাক করে তিনি

ঘোষণা করলেন যে সমীক্ষার জন্য তিনি নিজে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাবার অনুমতি চাইবেন। এবং অনুমতি পেয়ে তিনি যাত্রা করলেন দূরের গুবের্নিয়াগুলোয়।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের যাত্রাটা খুবই সোরগোল তুলল আরো এই জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাবার জন্য বারোটা ঘোড়া ভাড়ার যে টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল যাত্রার ঠিক আগে সরকারীভাবে সে টাকা তিনি ফেরত দেন। ,

এই প্রসঙ্গে প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়াকে বেট্‌সি বললেন, 'আমি এটাকে খুবই মহৎ কাজ বলে মনে করি। কেন ডাক-ঘোড়ার জন্যে ভাতা দেওয়া যখন সবাই জানে যে লোকে আজকাল সর্বত্র যাচ্ছে রেলে।'

প্রিন্সেস মিয়াগ্‌কায়া মানলেন না, বেট্‌সির মতে তিনি বিরক্তই হলেন।

বললেন, 'ও কথা বলা আপনার পক্ষে সোজা যখন লাখ লাখ টাকা আছে আপনার, জানি না কত? তবে আমার স্বামী যখন গ্রীষ্মকালে পরিদর্শনে যায় তখন আমার খুবই ভালো লাগে। ওর কাছেও সফরটা স্বাস্থ্যকর এবং উপাদেয় আর ওই টাকায় আমিও গাড়ি আর কোচোয়ান রাখতে পারি।'

দূরের গুবের্নিয়াগুলোয় যাবার পথে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তিন দিন রইলেন মস্কোয়।

আসার পরের দিন তিনি দেখা করতে গেলেন বড়োলাটের সঙ্গে। ফেরার পথে গাজেত্‌নি গলির মোড়ে সবসময় যেখানে গাড়ি আর গাড়োয়ানের ভিড় জমে যায়, সেখানে হঠাৎ এত সোল্লাসে উচ্চৈস্বরে তাঁর নাম ধরে ডাক শুনলেন যে ফিরে না তাকিয়ে পারলেন না। ফুটপাথের কোণে ফ্যাশনদুরস্ত ছোটো কোটে আর ফ্যাশনদুরস্ত ছোট টুপি বাঁকা করে পরে স্তেপান আর্কাদিচ দাঁড়িয়ে ছিলেন হাসিমুখে, লাল লাল ঠোঁটের ফাঁকে ঝলমল করছে শাদা দাঁত, আনন্দ তাঁর ধরছে না, যৌবনে দীপ্তিমান, দৃঢ়ভাবে নাছোড়বান্দার মতো চেঁচিয়ে তাঁকে বলছেন থামতে। মোড়ে থেমে থাকা একটা গাড়ির জানলা এক হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, যার ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে ছিল মখমলে টুপি পরা একটি মহিলা আর দুটি শিশুর মাথা, অন্য হাতে তিনি জামাতাকে হাতছানি দিচ্ছিলেন হেসে। মহিলাটিও দরাজ হাসিমুখে হাত নাড়লেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের উদ্দেশে। উনি হলেন সসন্তান ডল্লি।

মস্কোয় কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না আলেক্‌সেই

আলেক্‌সান্দ্রভিচের, স্ত্রীর ভ্রাতার সঙ্গে তো একেবারেই নয়। টুপি তুলে সৌজন্যটুকু দেখিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চাইছিলেন কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর কোচোয়ানকে থামতে বলে বরফের ওপর দিয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে।

'খবর না দেওয়াটুকুও মহা অপরাধ হত বুঝি! কবে এলে? কাল আমি গিয়েছিলাম দ্যুস্‌সো হোটেলে, আবাসীদের নামের বোর্ডে দেখি লেখা 'কারেনিন'। একেবারে খেয়ালই হয় নি যে ওটা তুমি!' গাড়ির জানলায় মাথা গলিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'নইলে তখুনি যেতাম। তোমায় দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে!' তুষারকণা ঝেড়ে ফেলার জন্য পায়ে পা ঠুকে বললেন তিনি, পুনরুক্তি করলেন, 'কী মহাপাপ, খবরটুকুও না দেওয়া!'

'সময় ছিল না, বড়ো ব্যস্ত' — শুকনো গলায় বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'চলো আমার গিন্নির কাছে, তোমায় সে খুবই দেখতে চায়।'

যে কম্বলটায় আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের শীতার্ত পা জড়ানো ছিল সেটা খুলে গাড়ি থেকে নেমে তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে তিনি গেলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার কাছে।

'কী ব্যাপার আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন?' হেসে ডল্লি বললেন।

'বড়ো ব্যস্ত ছিলাম। খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে' — বললেন এমন সুরে যাতে পরিষ্কার বোঝা গেল এতে তিনি অখুশি, 'কেমন আছেন?'

'আমাদের আন্না বোনটির খবর কী?'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কী একটা গুঁইগুঁই করে বলে চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ থামালেন তাঁকে।

'শোনো কাল আমরা কী করব। ডল্লি, কাল খেতে ডাকো ওকে! কজ্‌নিশেভ আর পেস্তসোভকেও ডাকব, যাতে মস্কো বুদ্ধিজীবীদের কিছু স্বাদ ও পায়।'

'আসুন দয়া ক'রে' — ডল্লি বললেন, 'আমরা আপনার অপেক্ষায় থাকব পাঁচটায়, যদি চান ছ'টাতে। তা, আন্না বোনটি কেমন আছে? কতদিন যে...'

'ভালো আছে' — মুখ কুঁচকে গুঁইগুঁই করলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'খুব খুশি হলাম!' নিজের গাড়ির দিকে গেলেন তিনি।

'আসবেন তো?' চেঁচিয়ে ডল্লি জিগ্যেস করলেন।

কী একটা বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, চলন্ত গাড়ি ঘোড়ার শব্দে সেটা ডল্লি ভালো শুনতে পেলেন না।

'আমি কাল যাব তোমার কাছে!' তাঁর উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

গাড়িতে উঠে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এমন সেঁধিয়ে বসলেন যাতে তিনি ওঁদের না দেখেন, তাঁকেও ওঁরা দেখতে না পায়।

'একেবারে বিদঘুটে!' স্ত্রীকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তারপর ঘড়ি দেখে মুখের কাছে হাত দিয়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের প্রতি স্নেহজ্ঞাপক ভঙ্গি ছুঁড়ে চটপটিয়ে চলে গেলেন ফুটপাথ দিয়ে।

'স্তিভা! স্তিভা!' লাল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ডল্লি।

তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন।

'আমায় যে গ্রিশা আর তানিয়ার জন্যে ওভারকোট কিনতে হবে। টাকা দাও তার জন্যে!'

'ও কিছু না, বলে দিয়ো যে আমি পরে দামটা দিয়ে দেব' — পরিচিত একজনের উদ্দেশে ফুর্তিতে মাথা নেড়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন।

॥ ৭ ॥

পরের দিনটা রবিবার। ব্যালের মহলায় স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন বলশয় থিয়েটারে এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সদ্য অবতীর্ণা সুন্দরী নর্তকী মাশা চিবিসোভাকে দিলেন গতকালকার প্রতিশ্রুত প্রবাল নেকলেস এবং যবনিকার অন্তরালে দিনের অন্ধকারে উপহার পেয়ে জ্বলজ্বল করে ওঠা মধুর মুখখানায় একটা চুমু এঁকে দেবারও সুযোগ করে নিলেন তিনি। প্রবাল নেকলেস দেওয়া ছাড়াও ব্যালের পর দেখা করা নিয়ে কথা কয়ে নেবারও প্রয়োজন ছিল। ব্যালের শুরুতে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, এই কথা জানিয়ে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে শেষ অংকে আসবেন এবং ওকে নিয়ে যাবেন নৈশাহারে। থিয়েটার থেকে স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন অখোৎনি রিয়াদ-এ, ডিনারের জন্য মাছ আর অ্যাসপারাগাস বাছলেন নিজেই এবং বারোটার সময় পৌঁছলেন দ্যুস্‌সো হোটেলে, সেখানে তিনজনের সঙ্গে তাঁর দেখা করার দরকার ছিল, সৌভাগ্যবশত তিনজনেই উঠেছেন একই হোটেলে:

তাঁদের একজন হলেন লেভিন, সম্প্রতি তিনি ফিরেছেন বিদেশ থেকে, অন্যজন তাঁর নতুন অধিকর্তা, এই উচ্চ পদে তিনি সবে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, মস্কোয় এসেছেন পরিদর্শনে, আর রয়েছেন জামাতা কারেনিন, অবশ্য-অবশ্যই তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে ডিনারে।

স্তেপান আর্কাদিচ নিজে খেতে ভালোবাসেন, তবে আরো বেশি ভালোবাসেন অন্যকে খাওয়াতে, পার্টি হবে ছোটো, কিন্তু আহার্য, পানীয় ও আমন্ত্রিত নির্বাচনে উপাদেয়। সেদিনকার ডিনারের কর্মসূচিটা তাঁর খুব মনে ধরেছে: থাকবে টাটকা পার্চ মাছ আর অ্যাসপারাগাস এবং la pièce de résistance* হবে অপূর্ব কিন্তু সাধারণ রোস্টবীফ এবং যথাযোগ্য মদ্য: এই গেল খাদ্য আর পানীয়ের ব্যাপার। অতিথিদের মধ্যে থাকবে কিটি আর লেভিন এবং জিনিসটা যাতে দৃষ্টিকটু না লাগে সে জন্য ডাকা হয়েছে এক মাসতুতো বোন আর তরুণ শ্যেরবাৎস্কিকে, অতিথিদের মধ্যে la pièce de résistance হবেন কজ্‌নিশেভ সের্গেই এবং আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। সের্গেই ইভানোভিচ — মস্কোওয়ালা, দার্শনিক, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ — পিটার্সবুর্গী, জাগতিক। হ্যাঁ, আরও ডাকবেন বিখ্যাত বাতিকগ্রস্ত উৎসাহী পেস্ত্‌সোভকে — যিনি একাধারে উদারনীতিক, বাক্‌প্রিয়, সুরকার, ঐতিহাসিক ও সুমিষ্ট পঞ্চাশবছুরে এক কিশোর, যিনি কজ্‌নিশেভ ও কারেনিনের চাটনি বা সসের কাজ করবেন। তিনি ওঁদের চটাবেন আর লেলিয়ে দেবেন পরস্পরের বিরুদ্ধে।

বন বিক্রির টাকার দ্বিতীয় কিস্তি পাওয়া গেছে, এখনো তা খরচা হয়ে যায় নি। ডল্লি ইদানীং খুব ভালো, মিষ্টি ব্যবহার করছেন, ডিনার পার্টির আইডিয়াটায় সবদিক থেকেই খুশি লাগছিল স্তেপান আর্কাদিচের। খুবই শরীফ তাঁর মেজাজ। শুধু দুটি ব্যাপার কিছুটা অপ্রীতিকর, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচের চিত্ত ভরপুর করা উদার ফুর্তির সাগরে দুটো ব্যাপারই তলিয়ে গেছে। ব্যাপারদুটো হল: প্রথম, গতকাল রাস্তায় আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাবার সময় উনি লক্ষ্য করেছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁর প্রতি শুষ্ক ও কঠোর, তাঁর এই মুখভাব এবং মস্কোয় এসে তিনি যে তাঁর কাছে যান নি, আত্মগোপন করে থেকেছেন, তার সঙ্গে আন্না আর ভ্রন্‌স্কিকে নিয়ে যেসব কথা তাঁর কানে এসেছে তা মিলিয়ে

---

* প্রধান খাদ্য (ফরাসি)।

স্তেপান আর্কাদিচ অনুমান করলেন যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছু একটা নটখট বেধেছে।

এই হল একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার। খানিকটা অপ্রীতিকর দ্বিতীয় ব্যাপারটা হল এই যে সমস্ত নতুন অধিকর্তার মতো এই নতুন অধিকর্তাটিরও ভয়ংকর লোক বলে নামডাক আছে যিনি শয্যাত্যাগ করেন সকাল ছ'টায়, ঘোড়ার মতো খাটেন এবং একই রকম খাটুনি দাবি করেন অধীনস্থদের কাছ থেকে। তা ছাড়া লোকজনের সঙ্গে আচার ব্যবহারে ভল্লুক বলে নতুন অধিকর্তাটির খ্যাতি আছে, আগের কর্তা যে ধারা অনুসরণ করতেন এবং আজ পর্যন্ত স্তেপান আর্কাদিচ যে ধারা অনুসরণ করে আসছেন, শোনা যায় এঁর ধারাটি ঠিক তার বিপরীত। আগের দিন স্তেপান আর্কাদিচ অফিসে এসেছিলেন উর্দি পরে এবং নতুন অধিকর্তা তাঁর প্রতি খুবই সৌজন্য প্রকাশ করেন, কথা বলেন পরিচিতের মতো; সেই জন্য ফ্রক-কোট পরে তাঁকে দেখতে যাওয়া কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। নতুন অধিকর্তা তাঁকে ভালোভাবে গ্রহণ নাও করতে পারেন এই ভাবনাটা হল আরেকটা বিছছিরি ব্যাপার, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্তিতে স্তেপান আর্কাদিচ অনুভব করছিলেন যে সব ঠিকঠাক যাবে। 'সমস্ত লোকে, সমস্ত মানুষই, যেমন আমরা, হলাম গে পাপী। কেন বাপু চটাচটি ঝগড়াঝাঁটি করা?' হোটেলে ঢুকতে ঢুকতে ভাবছিলেন তিনি।

'এই যে ভাসিলি' — বাঁকা করে টুপি পরে করিডর দিয়ে যেতে যেতে পরিচিত এক চাপরাশিকে বললেন তিনি। 'গালপাট্টা রাখতে শুরু করেছ দেখছি। লেভিন — সাত নম্বর কামরায়, তাই না? আমায় নিয়ে চলো-না। আর হ্যাঁ, জেনে এসো তো, কাউণ্ট আনিচ্‌কিনের' (ইনিই নতুন অধিকর্তা) 'সঙ্গে দেখা করা চলবে কিনা।'

'যে-আজ্ঞে' — হেসে জবাব দিলে ভাসিলি, 'অনেকদিন আমাদের এখানে আসেন নি।'

'কাল এসেছিলাম, তবে অন্য প্রবেশপথ দিয়ে। এইটে সাত নম্বর?'

স্তেপান আর্কাদিচ যখন ভেতরে ঢুকলেন, লেভিন তখন ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ত্‌ভের গুবের্নিয়ার এক চাষীর সঙ্গে মাপকাঠি দিয়ে টাটকা মারা একটা ভালুকের চামড়া মাপছিলেন।

'ওহো মেরেছ?' চেঁচিয়ে উঠলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'খাসা চীজ! মাদী ভালুক? নমস্কার আর্খিপ!'

চাষীর করমর্দন করে ওভারকোট টুপি না খুলে চেয়ারে বসলেন তিনি।

'আরে ওগুলো ছাড়ো-না, বসো' — ওঁর মাথা থেকে টুপি খুলতে খুলতে লেভিন বললেন।

'না, সময় নেই আমার, এসেছি এক সেকেন্ডের জন্যে' — জবাব দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ। ওভারকোটের বোতাম খুললেন তিনি, তারপর কোটটাই খুলে ফেললেন এবং শিকার নিয়ে আর অতি অন্তরঙ্গ সব বিষয় নিয়ে গল্প করে কাটালেন ঝাড়া এক ঘণ্টা।

'তা বলো তো, কী তুমি করলে বিদেশে? কোথায় গিয়েছিলে?' চাষী বেরিয়ে যেতে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'গিয়েছিলাম জার্মানিতে, প্রাশিয়ায়, ফ্রান্সে, ইংলন্ডে, তবে রাজধানীগুলোয় নয়, ফ্যাক্টরি-শহরগুলোতে, নতুন অনেককিছু দেখা গেল। গিয়ে আনন্দই হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, শ্রমিকদের সংগঠন নিয়ে তোমার ধারণাটা জানা আছে আমার।'

'মোটেই না: রাশিয়ায় শ্রমিকের প্রশ্ন উঠতেই পারে না। রাশিয়ায় প্রশ্নটা হল জমির সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। ও প্রশ্নটা ওখানেও আছে, তবে ওটা হল যা নষ্ট হয়েছে তার মেরামতি নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে...'

স্তেপান আর্কাদিচ মন দিয়ে লেভিনের কথা শুনছিলেন।

বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব সম্ভব তোমার কথাই ঠিক।' যোগ করলেন, 'কিন্তু তুমি বেশ খোশ মেজাজে আছ দেখে আনন্দ হচ্ছে; ভালুক শিকারেও যাচ্ছ, আবার কাজও করছ, মেতে থাকছ। অথচ শ্যেরবাৎস্কি আমায় বলেছিল, — তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওর — তুমি নাকি মনমরা হয়ে আছ, মৃত্যুর কথা বলছ...'

'তা মরণের ভাবনা করা আমার বন্ধ হবে না' — লেভিন বললেন, 'সত্যি, মরার সময় হয়েছে। আর বাকি সব একেবারে বাজে। আমি তোমাকে সত্যি কথাই বলছি: আমার ভাবনাগুলোকে, আমার কাজকে মূল্য দিই আমি; কিন্তু আসলে — তুমি ভেবে দ্যাখো: আমাদের এই গোটা দুনিয়াটা হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রহের ওপর গজিয়ে ওঠা ছত্রাক। অথচ আমরা ভাবছি: মহতী কিছু একটা থাকতে পারে আমাদের এখানে, — চিন্তা, কর্ম! এ সবই বালুকণা মাত্র।'

'এ কথাটা ভায়া আমাদের দুনিয়াটার মতোই পুরনো!'

'পুরনো, কিন্তু জানো, কথাটা যখন পরিষ্কার বুঝবে, সব তখন কেমন

যেন হয়ে ওঠে অকিঞ্চিৎকর। যখন বুঝবে যে আজ বা কাল মারা যাবে, কিছুই তোমার টিকে থাকবে না তখন সবই তুচ্ছ! নিজের ভাবনাটাকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি কিন্তু সেটা যদি কাজে পরিণত করাও যায়, তাহলেও দেখা যাবে সেটা ঐ ভালুকটা মারার মতোই তুচ্ছ। এইভাবেই জীবন কাটে, মেতে থাকি শিকার নিয়ে, কাজ নিয়ে, শুধু মরণের চিন্তাটা যাতে না আসে।'

লেভিনের কথা শুনে সূক্ষ্ম সস্নেহ একটা হাসি ফুটল স্তেপান আর্কাদিচের মুখে।

'সে তো বটেই! এই তো তুমি এসেছিলে আমার কাছে। মনে আছে, আমি জীবন উপভোগ করতে চাই বলে তুমি আমায় আক্রমণ করেছিলে?

অত কঠোর হয়ো না নীতিবাদী!..

'তাহলেও জীবনে ভালোটা হল এই...' লেভিন গোলমালে পড়ে গেলেন, 'না, আমি ঠিক জানি না। শুধু জানি যে মরব শিগগিরই।'

'কেন শিগগির?'

'আর জানো, মৃত্যুর কথা ভাবলে জীবনের অনেক মাধুর্য খোয়া যায়, তবে শান্তি মেলে।'

'উল্টো, শেষের দিকে বরং খুশি লাগে বেশি। তবে আমার সময় হয়ে গেছে' — দশ বারের বার উঠে দাঁড়িয়ে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন।

'না, না, খানিক বসো' — তাঁকে আটকালেন লেভিন, 'কবে আবার দেখা হবে? আমি তো কালই চলে যাচ্ছি।'

'বাঃ বেশ লোক বটি আমি! কেন এসেছিলাম এখানে... অবিশ্যি-অবিশ্যি আজ আসবে আমার ওখানে খেতে। তোমার ভাই থাকবে, আমার জামাইবাবু কারেনিনও থাকবে।'

'সে কি এখানে?' লেভিন বললেন, কিটির কথা জিগ্যেস করার ইচ্ছে হয়েছিল। শুনেছিলেন শীতের গোড়ায় কিটি ছিল পিটার্সবুর্গে কূটনীতিকের স্ত্রী, দিদির কাছে। জানতেন না ফিরেছে কিনা। তবে জিগ্যেস করলেন না। 'থাকে থাকবে, না থাকে নেই — এসে যায় না কিছুতে।'

'আসছ তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে পাঁচটার সময়, ফ্রক-কোট চাপিয়ে।'

উঠে পড়লেন স্তেপান আর্কাদিচ, গেলেন নিচে নতুন অধিকর্তার কাছে। স্বতঃবোধ প্রতারণা করে নি তাঁকে। ভয়ংকর নতুন অধিকর্তা দেখা গেল বেশ অমায়িক লোক। স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর সঙ্গে জলযোগ সারলেন এবং এতটা সময় কাটালেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে পেঁছিতে পারলেন কেবল তিনটের পর।

॥ ৮ ॥

প্রভাতী উপাসনা থেকে ফিরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ সারা সকালটা নিজের ঘরেই রইলেন। সেদিন সকালে তাঁর করবার কাজ ছিল দুটো: প্রথমত, অরুশ জাতিদের যে প্রতিনিধিদল পিটার্সবুর্গ যাবার পথে এখন মস্কোয় আছে তাদের গ্রহণ করে সেখানে পাঠানো; দ্বিতীয়ত, অ্যাডভোকেটের কাছে প্রতিশ্রুত চিঠিটা লেখা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের উদ্যোগেই আহূত হলেও প্রতিনিধিদল তাঁর অনেক অসুবিধা, এমনকি তাঁর পক্ষে বিপদেরও কারণ হয়েছিল, মস্কোয় তাদের ধরতে পেরে খুশি হয়েছিলেন তিনি। নিজেদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে এ দলের সদস্যদের সামান্যতম জ্ঞানও ছিল না। সরলতাবশে তাদের স্থির ধারণা হয়েছিল যে তাদের কাজ হল নিজেদের প্রয়োজনের কথা বলা এবং বর্তমান অবস্থাটা জানানো, সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া, তাদের আদৌ কোনো জ্ঞান ছিল না যে তাদের কোনো কোনো দাবি ও আর্জি শত্রুপক্ষকে সাহায্য করছে এবং পণ্ড করে দিচ্ছে গোটা ব্যাপারটা। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ অনেকখন ধরে ব্যস্ত রইলেন তাদের নিয়ে, তাদের জন্য লিখে দিলেন একটা কর্মসূচি, যার বাইরে যাওয়া তাদের চলবে না, তারপর তাদের ছেড়ে দিয়ে পিটার্সবুর্গে চিঠি লিখলেন প্রতিনিধিদের তদারকির জন্য। এ ব্যাপারে প্রধান সাহায্যকারিণী হওয়ার কথা কাউন্টেস লিদিয়া ইভানোভনার। প্রতিনিধিদের ব্যাপার-স্যাপারে উনি বিশেষজ্ঞ, তাঁর মতো প্রতিনিধিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সত্যিকার সলাপরামর্শ দিতে পারত না আর কেউ। এটা সেরে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ চিঠি লিখলেন অ্যাডভোকেটকে। এতটুকু দ্বিধা না করে তাঁর বিচার-বিবেচনা

মতো কাজ করার অনুমতি তাঁকে তিনি দিলেন। ছিনিয়ে নেওয়া পোর্টফোলিওতে তিনি আন্নার কাছে ভ্রন্‌স্কির যে তিনটে চিঠি পেয়েছিলেন, তাও পুরে দিলেন খামের মধ্যে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যেদিন ঘরে আর না ফেরার সংকল্প নিয়ে বেরিয়ে যান, এবং যেদিন তিনি অ্যাডভোকেটের কাছে গিয়ে অন্তত একটি মানুষের কাছে নিজের সংকল্পের কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ করে যেদিন তিনি জীবনের এই ব্যাপারটাকে কাগজের ব্যাপার করে তোলেন, সেদিন থেকে তিনি ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে উঠছিলেন নিজের সংকল্পে এবং এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন তা কার্যে পরিণত করার সম্ভাবনা।

অ্যাডভোকেটের কাছে লেখা খামটায় যখন তিনি সীল মারছিলেন, কানে এল স্তেপান আর্কাদিচের উচ্চ কণ্ঠস্বর। চাকরের সঙ্গে বচসা হচ্ছিল স্তেপান আর্কাদিচের, তিনি দাবি করছিলেন যে তাঁর আগমন কর্তাকে জানানো হোক।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ভাবলেন, 'বয়ে গেল, এ বরং ভালোই: ওর বোন সম্পর্কে আমার অবস্থাটা এখুনি ওকে জানিয়ে দিয়ে বলব কেন ওর ওখানে খেতে যেতে আমি পারি না।'

'আসতে দাও!' কাগজপত্র গুটিয়ে রাইটিং কেসে রাখতে রাখতে চেঁচিয়ে বললেন তিনি।

'দেখলে তো, মিথ্যে কথা বলছিলে, উনি তো ঘরেই আছেন!' যে চাপরাশিটা তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছিল না তাকে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ এবং আসতে আসতেই ওভারকোট খুলে ঘরে ঢুকলেন। 'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে তোমায় ধরতে পেরেছি! তাহলে আশা করছি...' ফুর্তিতে শুরু করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি যেতে পারব না' — উঠে দাঁড়িয়ে, অতিথিকে বসতে না বলে নিরুত্তাপ গলায় বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

যে স্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনছেন তার ভাইয়ের সঙ্গে যে শীতল মনোভাব নেওয়া তাঁর উচিত সেটা তক্ষুনি নেবেন বলে তিনি ভেবেছিলেন; কিন্তু ভালোমানুষির যে সাগর স্তেপান আর্কাদিচের হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে উঠছিল, সেটা তিনি হিসেবে ধরেন নি।

নিজের পরিষ্কার ঝকঝকে দু'চোখ বড়ো বড়ো করে মেলে ধরলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'যেতে পারবে না কেন? কী বলতে চাইছ তুমি?' ব্যাপারটা বুঝতে

না পেরে বললেন ফরাসী ভাষায়, 'ও চলবে না, তুমি যে কথা দিয়েছ। আমরা সবাই তোমার ভরসা করে আছি।'

'আমি বলতে চাইছি যে আপনাদের ওখানে আমি যেতে পারি না, কেননা আমাদের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তা ছিন্ন করতে হবে আমায়।'

'সেকি? মানে কী ব্যাপার? কেন?' হেসে স্তেপান আর্কাদিচ বললেন।

'কারণ আপনার ভগিনী, আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু করছি আমি। আমার উচিত...'

কিন্তু তিনি কথা শেষ করতে না করতেই স্তেপান আর্কাদিচ যা করলেন সেটা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। 'আহ্' শব্দ করে তিনি ধপ করে বসে পড়লেন কেদারায়।

'না, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, কী বলছ তুমি!' অব্‌লোন্‌স্কি চেঁচিয়ে উঠলেন, মুখে তাঁর ফুটে উঠল যন্ত্রণার ছাপ।

'ব্যাপারটা তাই-ই।'

'মাপ করো আমায়, আমি এটা বিশ্বাস করতে পারি না...'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বসলেন, টের পেলেন যে তিনি যা আশা করেছিলেন তাঁর কথায় সে প্রতিক্রিয়া হয় নি, তাঁকে এখন সবটা বুঝিয়ে বলতে হবে এবং যাই তিনি বোঝান, শ্যালকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই থাকবে যা ছিল।

বললেন, 'হ্যাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ দাবি করার দুঃসহ আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে আমার সামনে।'

'শুধু একটা কথা বলি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। আমি তোমায় চমৎকার ন্যায়পর একজন মানুষ বলে জানি। আন্নাকেও জানি, মাপ ক'রো আমায়, ওর সম্পর্কে নিজের মতামত বদলাতে আমি অক্ষম, ওকে আমি জানি সুন্দর, চমৎকার এক নারী বলে, তাই মাপ ক'রো আমায়, এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে এখানে।'

'আহ্, যদি মাত্র ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার হত...'

'দাঁড়াও, আমি বুঝতে পারছি' — ওঁর কথায় বাধা দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তা সে তো বটেই... শুধু একটা কথা: তাড়াহুড়ো ক'রো না। না, না, তাড়াহুড়ো করবে না!'

'তাড়াহুড়ো আমি করি নি' — নিরুত্তাপ গলায় বললেন আলেক্‌সেই

আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'আর এ ধরনের ব্যাপারে কারুর পরামর্শ নেওয়াও চলে না। আমি মন স্থির করে ফেলেছি।'

'এ যে ভয়ংকর ব্যাপার!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ। 'আমি হলে এক কাজ করতাম আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। মিনতি করছি, তুমি এটা করো' — উনি বললেন, 'আমি যা বুঝছি, মামলা এখনো শুরু হয় নি। মামলা শুরু করার আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করো, কথা বলো তার সঙ্গে। বোনের মতো সে আন্নাকে ভালোবাসে, তোমাকেও ভালোবাসে, আশ্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, কথা বলো ওর সঙ্গে! এই উপকারটুকু আমার জন্যে করো, মিনতি করছি!'

চিন্তামগ্ন হলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, দরদভরে স্তেপান আর্কাদিচ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে, তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করলেন না।

'তুমি যাবে তো ওর কাছে?'

'জানি না। এই কারণেই আপনাদের ওখানে যাই নি। আমি মনে করি আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত।'

'কিসের জন্যে! আমি তো তার কোনো কারণ দেখছি না। আমায় অন্তত এইটে ভাবতে দাও যে আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও তোমার প্রতি সর্বদা যে সৌহার্দ্য পোষণ করে এসেছি তার অন্তত খানিকটা তোমারও আছে আমার প্রতি... এবং সত্যকার শ্রদ্ধা' — ওঁর হাতে চাপ দিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'তোমার সবচেয়ে খারাপ অনুমানটাই যদি ন্যায্য হয়, তাহলেও আমি কোনো পক্ষকেই বিচার করার দায়িত্ব নিচ্ছি না, কখনো নেবও না এবং কেন আমাদের সম্পর্ক বদলানো উচিত তার কোনো কারণ দেখছি না আমি। এবার এইটে করো, চলো আমার স্ত্রীর কাছে।'

'আমরা ব্যাপারটা দেখছি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে' — নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'তবে ও নিয়ে আলোচনা থাক।'

'না, না, কেন আসবে না তুমি? অন্তত আজ ডিনারে। স্ত্রী আশা করছে তোমায়। এসো দয়া ক'রে। আর প্রধান ব্যাপার, কথা বলো ওর সঙ্গে। আশ্চর্য মানুষ সে। দোহাই তোমার, নতজানু হয়ে মিনতি করছি!'

'এতই যখন আপনার ইচ্ছে, বেশ যাব' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

এবং প্রসঙ্গ পালটাবার বাসনায় তিনি জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচের নতুন অধিকর্তার কথা, যাতে দু'জনেরই আগ্রহ। ভদ্রলোক

এখনো বৃদ্ধ হন নি আর হঠাৎ কিনা পেয়ে গেলেন এত উ'চু একটা পদ।

কাউণ্ট আনিচ্‌কিনকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ আগেও পছন্দ করতেন না, সর্বদাই পার্থক্য ঘটত তাঁদের মতামতে, কিন্তু এখন কর্মক্ষেত্রে যে ব্যক্তির পদোন্নতি হল তার প্রতি পরাজিতের যে বিদ্বেষ চাকুরেদের কাছে বোধগম্য তা থেকে বিরত থাকতে পারলেন না।

'তা কি, ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ জিগ্যেস করলেন বাঁকা হেসে।

'হবে না কেন, কাল এসেছিলেন আমাদের আপিসে। মনে হয় নিজের কাজটা উনি চমৎকার বোঝেন, খুব কর্মপটু লোক।'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোন দিকে চালিত ওর পটুতা?' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন, 'কোনো একটা কাজ করার দিকে, নাকি যা করা হয়েছে তার কেঁচেগণ্ডুষ করতে? আমাদের রাষ্ট্রের দুর্ভাগ্য যে এটা কাগুজে প্রশাসন, যার যোগ্য প্রতিনিধি উনি।'

'সত্যি আমি জানি না ওঁর মধ্যে কোন জিনিসটার সমালোচনা করা যায়। ওঁর কী ধারা আমার জানা নেই। তবে একটা কথা — লোক উনি খাশা। আমি এইমাত্র ওঁর কাছে গিয়েছিলাম, সত্যি, খাশা লোক। জলযোগ করলাম আমরা, ওঁকে আমি শিখিয়ে দিলাম, ওই-যে জানো তো, কী করে সুরা আর নারাঙ্গার রস মিশিয়ে সরবৎ করতে হয়। গা জুড়িয়ে দেয় তা। অথচ আশ্চর্য, এটা উনি জানতেন না। খুব ভালো লেগেছে তাঁর। না, সত্যি, খাশা লোক।'

ঘড়ি দেখলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'বাপ্‌স্‌, চারটে বেজে গেছে দেখছি, অথচ দলগোভুশিনের কাছে যাওয়া আমার এখনো বাকি! তাহলে খেতে এসো কিন্তু। তুমি ভাবতে পারবে না তুমি কী দুঃখ দিচ্ছ আমায় আর আমার স্ত্রীকে।'

শ্যালককে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ যেভাবে অভ্যর্থনা করেছিলেন, বিদায় দিলেন মোটেই সেভাবে নয়।

বিষণ্ণভাবে বললেন, 'কথা যখন দিয়েছি, যাব।

'বিশ্বাস করো, কদর করছি তোমায়, আশা করি তোমায় খেদ করতে হবে না' — হেসে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

যেতে যেতেই ওভারকোট পরে নিলেন তিনি, হাতের ধাক্কা লাগল চাপরাশির মাথায়, হেসে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

'পাঁচটায়, ফ্রক-কোটে!' দরজার দিকে ফিরে আরো একবার চেঁচিয়ে বলে চলে গেলেন।

॥ ৯ ॥

গৃহস্বামী নিজে যখন এসে পেঁছিলেন, ততক্ষণে পাঁচটা বেজে গেছে, কিন্তু অতিথি এসে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। তিনি ঢুকলেন সের্গেই ইভানোভিচ কজ্‌নিশেভ আর পেস্তসোভকে নিয়ে একত্রে, ঢোকার মুখে দেখা হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে। অব্‌লোন্‌স্কি যা বলতেন, এদু'জন হলেন মস্কো বুদ্ধিজীবীদের প্রধান প্রতিনিধি। চরিত্র ও চাতুর্য, উভয় দিক থেকেই তাঁরা শ্রদ্ধেয়। তাঁরাও সম্মান করতেন পরস্পরকে, কিন্তু প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে মতভেদ হত প্রচণ্ড এবং আপোসহীন, সেটা এই জন্য নয় যে তাঁরা ছিলেন দুই বিরোধী ধারার লোক, বরং এই জন্য যে তাঁরা একই শিবিরভুক্ত (শত্রুরা তাঁদের এক করেই দেখতেন), কিন্তু সে শিবিরের অভ্যন্তরে প্রত্যেকের ছিল নিজ নিজ তারতম্য। আর অর্ধবিমূর্তনের ক্ষেত্রে ভিন্ন চিন্তার মতো মতের মিল ঘটাতে এতটা অক্ষম যেহেতু আর কিছুই নেই, তাই তাঁদের মতে মতে কখনো মেলে নি শুধু তাই নয়, উষ্মা প্রকাশ না করে, কেবল একে অপরের অসংশোধনীয় বিভ্রান্তিতে হাসাহাসি করে তাঁরা পরস্পর অভ্যস্ত হয়ে গেছেন বহুদিন।

তাঁরা দরজায় ঢুকে আবহাওয়া নিয়ে আলাপ করছিলেন, এমন সময় স্তেপান আর্কাদিচ তাঁদের সঙ্গ ধরলেন। ড্রয়িং-রুমে বসে ছিলেন অব্‌লোন্‌স্কির শ্বশুর প্রিন্স আলেক্‌সান্দর দ্‌মিত্রিয়েভিচ, তরুণ শ্যেরবাৎস্কি, তুরোভ্‌ৎসিন, কিটি আর কারেনিন।

স্তেপান আর্কাদিচের তৎক্ষণাৎ নজরে পড়ল যে তাঁকে বিনা আসরটা ভালো জমছে না। দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা তাঁর ধূসর রেশমী পোশাকী গাউনে স্পষ্টতই ভাবনা করছিলেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাদের একলা খাবার কথা শিশু-কক্ষে, এবং এই জন্যও যে স্বামী এখনো ফিরছেন না, স্বামীকে ছাড়া দলটাকে সামলাতে পারছিলেন না তিনি। সবাই তাঁরা বসেছিলেন

পাদ্রীকন্যাদের মতো (বৃদ্ধ প্রিন্সের ভাষায়), ভেবে পাচ্ছিলেন না কেন তাঁরা এখানে, চুপ করে যাতে না থাকতে হয় তার জন্য উচ্চারণ করছিলেন কষ্টকল্পিত এক-একটা শব্দ। দিলদরাজ তুরোভ্‌ৎসিন স্পষ্টতই নিজেকে স্বস্থানচ্যুত বলে অনুভব করছিলেন, মোটা ঠোঁটের যে হাসিতে তিনি স্তেপান আর্কাদিচকে স্বাগত করলেন তা যেন স্পষ্ট ভাষায় বলছিল, 'বেশ ভাই, বুদ্ধিমন্তদের মধ্যে আমায় দিব্যি বসিয়ে রেখে গেছিস। কিছু টেনে Château des fleurs-এ গেলেই পারতাম, ওই আমার যথাস্থান।' বৃদ্ধ প্রিন্স চুপচাপ বসে ছিলেন, চকচকে আড়চোখে দেখছিলেন কারেনিনকে, স্তেপান আর্কাদিচ টের পেলেন, এই যে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাটিকে অতি উপাদেয় ভোজ্য রূপে পরিবেশন করা হয় নিমন্ত্রিতদের কাছে তাঁকে দেগে দেবার মতো কোনো একটা টিপ্পনি তাঁর ভাবা হয়ে গেছে। কিটি তাকিয়ে ছিল দরজার দিকে যাতে কনস্তান্তিন লেভিনের আগমনে লাল না হয়ে ওঠার মতো শক্তি সে পায়। তরুণ শ্যেরবাৎস্কি যার সঙ্গে কারেনিনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি, দেখাবার চেষ্টা করছিল যে তাতে তার কিছু এসে যায় না। স্বয়ং কারেনিন, মহিলাদের সঙ্গে ডিনারে বসলে পিটার্সবুর্গের যা চাল, ফ্রক-কোট আর শাদা টাই পরে বসেছিলেন আর স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর মুখ দেখে বুঝলেন যে তিনি এসেছেন শুধু কথা দিয়েছেন বলে, আর এই সমাবেশটায় উপস্থিত থেকে তিনি একটা গুরুভার কর্তব্য পালন করছেন। স্তেপান আর্কাদিচের আসার আগে পর্যন্ত যে হিম সমস্ত অতিথিকে জমিয়ে রেখেছিল তার প্রধান অপরাধ তাঁরই।

ড্রয়িং-রুমে ঢুকে স্তেপান আর্কাদিচ মাপ চাইলেন, কৈফিয়ৎ দিলেন যে কোন এক প্রিন্সের কাছে তিনি আটকা পড়েছিলেন, যিনি সর্বদা তাঁর সমস্ত বিলম্ব ও অনুপস্থিতির ওজর, মিনিটখানেকের মধ্যে সবার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং পোল্যান্ডের রুশীকরণ নিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে লাগিয়ে দিলেন সের্গেই কজ্‌নিশেভের সঙ্গে, সে প্রসঙ্গটা তাঁরা তৎক্ষণাৎ লুফে নিলেন পেস্তসোভের সঙ্গে। তুরোভ্‌ৎসিনের কাঁধ চাপড়ে তিনি মজার কিছু একটা বললেন তাঁর কানে কানে, এবং তাঁকে বসালেন প্রিন্স আর স্ত্রীর মাঝখানে। তারপর কিটিকে বললেন যে তাকে আজ ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে, কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্যেরবাৎস্কির। এক মিনিটের মধ্যে তিনি এই সামাজিক ময়দার তালটা এমন বদলে দিলেন যে ড্রয়িং-রুম যা হয়ে দাঁড়াল বলবার নয়, চাঙ্গা হয়ে

উঠল কণ্ঠস্বর। ছিলেন না শুধু কনস্তান্তিন লেভিন। তবে সে বরং ভালোই, কেননা ভোজনকক্ষে গিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ সভয়ে দেখলেন যে পোর্ট-ওয়াইন আর শেরি আনা হয়েছে লেভে থেকে নয়, দেপ্রে থেকে। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি লেভে'র কাছে কোচোয়ানকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে তিনি আবার ফিরলেন ড্রয়িং-রুমে।

ভোজনকক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা হল কনস্তান্তিন লেভিনের।

'দেরি হয় নি তো?'

'দেরি না করে তুমি পারো কখনো?' তাঁকে বাহুবন্ধনে নিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'তোমার এখানে অনেক লোক? কে, কে?' অজ্ঞাতসারে লাল হয়ে আর দস্তানা দিয়ে টুপির তুষারকণা ঝাড়তে ঝাড়তে শুধালেন লেভিন।

'সবাই আপনার লোক। কিটিও আছে। চলো কারেনিনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

উদারনৈতিক মতাবলম্বী হলেও স্তেপান আর্কাদিচ জানতেন যে কারেনিনের সঙ্গে পরিচয় থাকাটা কারো কাছে চরিতার্থতার একটা ব্যাপার না হয়ে পারে না, তাই সেরা বন্ধুর কাছে তারই প্রস্তাব দিলেন তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এ পরিচয়ের সমগ্র পরিতোষ গ্রহণের অবস্থায় ছিলেন না কনস্তান্তিন লেভিন। সড়কে কিটিকে ক্ষণিক দেখতে পাওয়ার কথাটা ছেড়ে দিলে সেই যে স্মরণীয় সন্ধ্যায় তিনি ভ্রন্‌স্কিকে দেখেছিলেন, তার পর থেকে তিনি কিটিকে আর দেখেন নি। অন্তরে অন্তরে তিনি জানতেন যে আজ এখানে তিনি দেখতে পাবেন কিটিকে। কিন্তু নিজের চিন্তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি নিজেকে বোঝাতে চাইছিলেন যে সেটা তাঁর জানা নেই। কিন্তু এখন, যখন শুনলেন যে সে এখানে, তখন এমন আনন্দ আর সেইসঙ্গে এমন ভয় হল তাঁর যে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, যা বলতে চাইছিলেন, বলতে পারলেন না।

'কেমন, কেমন সে এখন? যেমন ছিল আগে, অথবা যেমন তাকে দেখেছিলাম ঘোড়ার গাড়িটায়? আর দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা যদি সত্যি কথাই বলে থাকেন, তাহলে? কেনই-বা সত্যি বলবেন না?' মনে মনে ভাবছিলেন তিনি।

'ও হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দাও কারেনিনের সঙ্গে' — বহুকষ্টে শেষ

পর্যন্ত বলতে পারলেন কথাটা, দৃঢ়, মরিয়া পদক্ষেপে ড্রয়িং-রুমে ঢুকে দেখতে পেলেন কিটিকে।

কিটি আগের মতোও নয়, গাড়িতে যা দেখা গিয়েছিল, তার মতোও নয়; একেবারে অন্যরকম।

কিটিকে দেখাচ্ছিল সন্ত্রস্ত, ভীরু, লজ্জিত আর তাতে করে আরো মধুর মনে হল তাকে। ঘরে ঢুকতেই তাঁকে দেখল কিটি। তাঁর অপেক্ষায় সে ছিল। খুশি হয়ে উঠল সে আর নিজের খুশিতে এমনই বিব্রত বোধ করল যে লেভিন যখন গৃহকর্ত্রীর কাছে যেতে যেতে ফের তার দিকে তাকান, সে মুহূর্তে তার, লেভিনের, ডল্লিরও যিনি সবই দেখছিলেন, মনে হল সে আর সামলাতে পারবে না, কেঁদে ফেলবে। লাল হয়ে উঠল কিটি, বিবর্ণ হয়ে গেল, ফের লাল হয়ে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল, সামান্য কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে অপেক্ষা করতে লাগল লেভিনের। লেভিন ওর কাছে এসে মাথা নুইয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেন নীরবে। ঠোঁটের সামান্য কাঁপন আর যে আর্দ্রতা চোখকে আরো জ্বলজ্বলে করে তুলেছে তা না থাকলে হাসিটা তার প্রায় প্রশান্ত মনে হতে পারত যখন সে বললে:

'কতদিন দেখা হয় নি আমাদের!' মরিয়া দৃঢ়তায় নিজের ঠাণ্ডা হাতে লেভিনের করমর্দন করলে সে।

'আপনি আমায় দেখতে পান নি কিন্তু আমি আপনাকে দেখেছি' — সুখের হাসিতে দীপ্তি ছড়িয়ে লেভিন বললেন, 'আমি আপনাকে দেখেছি যখন রেলস্টেশন থেকে আপনি যাচ্ছিলেন এগুর্শোভোতে।'

'কবে?' অবাক হয়ে কিটি জিগ্যেস করলে।

'আপনি গাড়ি করে যাচ্ছিলেন এগুর্শোভোতে' — লেভিন বললেন এবং অনুভব করলেন যে হৃদয় ভরে উঠছে যে সুখে তাতে হাবুডুবু খাচ্ছেন তিনি। 'মর্মস্পর্শী এই যে প্রাণীটি, তার কিছু একটা দোষ ধরার স্পর্ধা আমি পেয়েছিলাম কোত্থেকে! হ্যাঁ, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা বলেছিলেন, মনে হচ্ছে তা ঠিকই' — ভাবলেন লেভিন।

স্তেপান আর্কাদিচ তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেলেন কারেনিনের কাছে।

'আসুন, আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই' — দু'জনের নাম বললেন তিনি।

'ফের দেখা হয়ে খুবই আনন্দ হল' — লেভিনের করমর্দন করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন শীতল কণ্ঠে।

'আপনাদের আগেই পরিচয় ছিল নাকি?' অবাক হয়ে স্তেপান আর্কাদিচ জিগ্যেস করলেন।

'রেলগাড়িতে তিন ঘণ্টা আমরা ছিলাম একসঙ্গে' — হেসে বললেন লেভিন, 'কিন্তু বেরিয়ে আসি যেন ছদ্মবেশী নৃত্য থেকে, কুহেলিকা নিয়ে, অন্তত আমি।'

'বটে! আচ্ছা এবার আসুন' — ভোজনকক্ষের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ভোজনকক্ষে ঢুকে পুরুষেরা গেলেন মুখরোচক টেবিলটার কাছে, যাতে ছিল ছয় ধরনের ভোদকা, রুপোর খুন্তি দেওয়া বা না-দেওয়া সমান সংখ্যক পনীর, মাছের ডিমের আচার, নোনা হেরিং মাছ, নানা ধরনের জমিয়ে-রাখা খাবার, ফরাসি পাঁউরুটির চাকা ভরা ডিশ।

ভোদকা আর মুখরোচক খাবারগুলোর গন্ধে ভুরভুর টেবিলটার কাছে পুরুষেরা দাঁড়িয়ে রইলেন মূল আহারের অপেক্ষায়, পোল্যান্ডের রুশীকরণ নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কজ্‌নিশেভ, কারেনিন আর পেস্ত্‌সোভের মধ্যেকার আলাপটা থিতিয়ে এল।

অতি বিমূর্ত ও গুরুতর বিতর্কের অবসান ঘটাবার জন্য সূক্ষ্ম লবণ প্রয়োগে বিতর্কীদের মেজাজ ফেরাতে আর কেউ পারতেন না সের্গেই ইভানোভিচের মতো, এবারেও সেটা তিনি দেখালেন।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ প্রমাণ করছিলেন যে পোল্যান্ডের রুশীকরণ সম্ভব হতে পারে কেবল সর্বোচ্চ নীতি প্রবর্তনের ফলে, যা রচনা করার কথা রুশী প্রশাসনের।

পেস্ত্‌সোভ জিদ করছিলেন যে একটা জাতির অন্য জাতিতে আত্তীকরণ ঘটে কেবল শেষোক্ত জাতির জনবহুলতায়।

কজ্‌নিশেভ উভয়ের বক্তব্যেই সায় দিচ্ছিলেন কিছু 'কিন্তু' রেখে। ড্রয়িং-রুম থেকে তাঁরা যখন বেরোন, তর্কটা থামাবার জন্য কজ্‌নিশেভ হেসে বললেন:

'তাহলে অরুশদের রুশীকরণের জন্যে একটাই উপায় আছে — যথাসম্ভব বেশি সন্তানোৎপাদন। এ ব্যাপারে আমি আর আমার ভাই সবার চেয়ে খারাপ। কিন্তু আপনারা, বিবাহিত মহাশয়েরা আর বিশেষ করে আপনি, স্তেপান আর্কাদিচ, পুরোপুরি দেশপ্রেমিকের কাজ করছেন; ক'টি হল

আপনার?' হেসে, ছোট্ট একটা পানপাত্র তাঁর কাছে ধরে তিনি বললেন গৃহস্বামীকে।

সবাই হেসে উঠল, সবচেয়ে ফুর্তি করে হাসলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে সেরা পদ্ধতি!' পনীর চিবুতে চিবুতে, এগিয়ে দেওয়া পানপাত্রটায় কী-এক বিশেষ ধরনের ভোদকা ঢালতে ঢালতে বললেন তিনি। এই রহস্যেই অবসান হল বিতর্কের।

'পনীরটা মন্দ নয়। কে নেবেন?' গৃহস্বামী বললেন, 'আবার তুমি ব্যায়াম শুরু করেছ নাকি?' বাঁ হাতে লেভিনের পেশী টিপে বললেন তিনি। হেসে লেভিন তাঁর পেশী ফোলালেন, স্তেপান আর্কাদিচের আঙুলের নিচে পাতলা ফ্রক-কোটের তল থেকে ইস্পাতের মতো উঁচু হয়ে উঠল গোলাকার পনীর-সদৃশ পেশীর ডিম।

'আহ্, বাইসেপখান কী! একেবারে সামসন!'

'আমার মনে হয় ভালুক শিকারের জন্যে বেশ শক্তি দরকার' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, শিকার সম্পর্কে যাঁর ধারণা ছিল খুবই ঝাপসা। পনীর মাখাতে গিয়ে ফিনফিনে একটুকরো রুটি ভেঙে ফেললেন তিনি।

লেভিন হাসলেন।

'শক্তির কোনো দরকার নেই। একটা বাচ্চাও ভালুক মারতে পারে' — মুখরোচক টেবিলটার কাছে গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে যে মহিলারা আসছিলেন তাঁদের উদ্দেশে মাথা নুইয়ে সরে গিয়ে লেভিন বললেন।

'শুনেছি আপনি ভালুক মেরেছেন, সত্যি?' কিটি জিগ্যেস করলে বার বার পিছলে যাওয়া একটা ব্যাঙের ছাতাকে কাঁটায় বিঁধোবার চেষ্টা করে, শাদা বাহুর ওপরকার লেসটা ঝাঁকিয়ে, 'আপনাদের ওখানে ভালুক আছে নাকি?' তাঁর দিকে মাথা আধখানা ফিরিয়ে সে যোগ করলে হেসে।

সে যা বললে, সেটা মনে হবে অসাধারণ কিছু নয়, কিন্তু যখন এটা সে বলছিল তখন তার প্রতিটি ধ্বনি, ঠোঁট, চোখ, হাতের প্রতিটি ভঙ্গি কী অবর্ণনীয় তাৎপর্যই না ধরেছিল লেভিনের কাছে! ছিল তাতে লেভিনের কাছে ক্ষমাভিক্ষা, তাঁর ওপর আস্থা, সোহাগ, কমনীয়, ভীরু-ভীরু সোহাগ, আর প্রতিশ্রুতি আর আশা আর ভালোবাসা যাতে তিনি বিশ্বাস না করে পারেন না, সুখে যাতে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

'না, আমরা গিয়েছিলাম ত্ভের গুবের্নিয়ায়। ফেরার পথে ট্রেনের

কামরায় দেখা হয় আপনার দেওর অথবা দেওরের জামাইয়ের সঙ্গে' — হেসে বললেন তিনি, 'সে এক মজার সাক্ষাৎ।'

ফুর্তি করে, মজা করে তিনি বলতে লাগলেন কিভাবে সারা রাত না ঘুমিয়ে তিনি মেষচর্মের কোট গায়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকেছিলেন কারেনিনের কামরায়।

'প্রবাদে যা বলে তার উল্টোটা করলে কনডাক্টর, আমার ওই মেষচর্মের জন্যে আমায় সে ভাগাতে চাইছিল; আমি তখন লম্বা-চওড়া বুলি ঝাড়তে লাগলাম, আর আপনিও...' কারেনিনের নাম, পিতৃনাম মনে করতে না পেরে তিনি বললেন তাঁর উদ্দেশে, 'আমার মেষচর্মের জন্যে আমায় তাড়াতে চেয়েছিলেন, তবে পরে মেনে নেন, সে জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ।'

'আসন নির্বাচনে যাত্রীদের অধিকার এমনিতেই খুব বিশৃঙ্খল' — রুমাল দিয়ে আঙুলের ডগা মুছে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'দেখলাম, আমার সম্পর্কে আপনি মনঃস্থির করে উঠতে পারছেন না' — ভালোমানুষি হাসি হেসে বললেন লেভিন, 'কিন্তু আমার ঐ মেষচর্মটা মার্জনা করিয়ে নেবার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি করে শুরু করলাম সুধীসুলভ আলাপ।'

সের্গেই ইভানোভিচ আলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে আর এক কান দিয়ে শুনছিলেন ভাইয়ের কথা, আড়চোখে চাইছিলেন তাঁর দিকে। ভাবছিলেন, 'আজ ওর হল কী? এমন জয়জয়াকার ভাব।' তিনি জানতেন না যে লেভিন অনুভব করছেন যে তাঁর পাখা গজিয়েছে। লেভিন জানতেন যে কিটি তাঁর কথা শুনছে আর তার ভালো লাগছে শুনতে। শুধু সেইটাতেই তিনি নিমগ্ন। শুধু এই ঘরখানায় নয়, সারা দুনিয়ায় আছেন শুধু তিনি, যিনি পেয়ে গেছেন বিপুল তাৎপর্য আর গুরুত্ব, এবং আছে কিটি। তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি আছেন এত উঁচুতে যে মাথা ঘোরে, আর নিচুতে, কোথায় যেন অনেক দূরে রয়েছে এই সব সজ্জন, সুন্দর কারেনিনরা, অব্‌লোন্‌স্কিরা, সারা পৃথিবী।

একেবারে অলক্ষিতে, ওঁদের দিকে না চেয়ে, যেন আর কোথাও বসার জায়গা নেই এমন ভাব করে স্তেপান আর্কাদিচ খাবার টেবিলে লেভিন আর কিটিকে বসিয়ে দিলেন পাশাপাশি।

লেভিনকে তিনি বললেন, 'তুমি তো এখানে বসতে পারো।'

যার জন্য স্তেপান আর্কাদিচের দুর্বলতা ছিল সেই বাসনগুলোর মতোই

খাবারও হয়েছিল চমৎকার। খুব উৎরেছিল মারি-লুইজ স্যুপ; মুখে গলে যাওয়া ছোটো ছোটো পিঠেগুলো একেবারে অনবদ্য। শাদা টাই-ঝোলানো দু'জন চাপরাশি আর মাতভেই আহার্য ও মদ্য পরিবেশন করছিল দৃষ্টিকটু না হয়ে শান্তভাবে, তৎপরতার সঙ্গে। বৈষয়িক দিক থেকে সার্থক হয়েছিল ডিনার; অবৈষয়িক দিক থেকেও কম সার্থক হয় নি। কখনো সবার মিলিত, কখনো ব্যক্তিগত কথোপকথন থেমে গেল না, আর ডিনারের শেষে তা এতই সজীব হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে পুরুষেরা টেবিল ছেড়ে উঠেছিলেন আলাপ না থামিয়ে, এমনকি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচেরও কেটে গিয়েছিল নিরাসক্তি।

॥ ১০ ॥

পেস্ত্‌সোভ তর্ক করতে ভালোবাসতেন শেষ অবধি, সের্গেই ইভানোভিচের কথায় তিনি তুষ্ট হন নি, সেটা আরো এই কারণে যে নিজের মতামতের অন্যায্যতা তিনি টের পাচ্ছিলেন নিজেই।

স্যুপ খেতে খেতে তিনি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে বললেন, 'আমি শুধু জনবহুলতার কথাই বলতে চাই নি, সেইসঙ্গে ভিত্তিটাও, তবে নীতি নয়।'

তাড়াহুড়ো না করে আলস্যভরে জবাব দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় ওটা একই ব্যাপার। আমার মতে, অন্য জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে শুধু সেই জাতি যার বিকাশ উচ্চতর, যে...'

'সেই তো কথা' — জলদকণ্ঠে বাধা দিলেন পেস্ত্‌সোভ, যিনি ব্যস্ত হয়ে উঠতেন কথা বলতে এবং যে বিষয়ে কথা কইছেন সর্বদা তাতে মন-প্রাণ ঢেলে দিতেন বলেই মনে হবে, 'উচ্চতর বিকাশ বলতে কী বোঝায়? ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান — কে বিকাশের উন্নত পর্যায়ে? কে একে অপরকে জাতীভূত করবে? আমরা দেখছি যে রাইন অঞ্চল সরকারিভাবে ফরাসিভুক্ত হয়েছে অথচ জার্মানদের মান নিচু নয়' — চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'এক্ষেত্রে আছে আরেকটা নিয়ম!'

'আমার মনে হয় প্রভাবটা সর্বদা আসে সত্যকারের সুশিক্ষা থেকে' — ভুরু সামান্য কপালে তুলে বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'কিন্তু সত্যকার সুশিক্ষার লক্ষণগুলো কী বলে আমরা ধরব?' জিগ্যেস করলেন পেস্তসোভ।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন, 'আমি মনে করি, তার লক্ষণগুলো সবারই জানা।'

'পুরো জানা কি?' মিহি হেসে আলাপে নাক গলালেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'এখন স্বীকৃত হয়েছে যে সত্যকার শিক্ষা হতে পারে কেবল বিশুদ্ধ চিরায়ত শিক্ষা; কিন্তু দুই পক্ষে ঘোর বিতর্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা এবং অস্বীকার করা যায় না যে বিপক্ষ শিবিরেও স্বীয় অনুকূলে যুক্তি আছে জোরদার।'

'আপনি তো চিরায়তপন্থী, সের্গেই ইভানোভিচ। লাল মদ চলবে?' বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'কোনো শিক্ষা সম্পর্কেই আমি নিজের অভিমত দিচ্ছি না' — পানপাত্র বাড়িয়ে দিয়ে শিশুর প্রতি প্রশ্রয়ের হাসি হেসে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'আমি শুধু বলছি যে দু'পক্ষেরই জোরালো যুক্তি আছে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে চেয়ে তিনি চালিয়ে গেলেন। 'নিজে আমি চিরায়ত শিক্ষা পেয়েছি, কিন্তু এ বিতর্কে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো আমার স্বস্থান খুঁজে পাচ্ছি না। বাস্তব বিদ্যার চেয়ে চিরায়ত বিদ্যাকে কেন প্রাধান্য দেওয়া হবে তার পরিষ্কার যুক্তি চোখে পড়ছে না আমার।'

'শিক্ষাদানে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রভাবও তো একই' — খেই ধরলেন পেস্তসোভ, 'ধরুন-না শুধু জ্যোতির্বিদ্যা, ধরুন উদ্ভিদ-বিদ্যা, পশুবিদ্যা এবং তাদের সাধারণ নিয়মগুলি!'

'এর সঙ্গে আমি পুরো সায় দিতে পারছি না' — জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমার মনে হয় এটা অস্বীকার করা যায় না যে ভাষার গঠনপ্রণালীর অধ্যয়নই আত্মিক বিকাশে অতি অনুকূল প্রভাব ফেলে। তা ছাড়া চিরায়ত সাহিত্যিকদের প্রভাব অতিমাত্রায় নৈতিক, এটাও অস্বীকার করা যায় না, যেক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত প্রাকৃতিক বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে মিলেছে অনিষ্টকর, অসত্য কতকগুলো মতবাদ যা আমাদের কালের দুষ্টক্ষত।'

সের্গেই ইভানোভিচ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেস্তসোভ

তাঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। সোৎসাহে তিনি প্রমাণিত করতে লাগলেন এ অভিমতের অসারতা। সের্গেই ইভানোভিচ শান্তভাবে তাঁর কথা আসার পালার অপেক্ষায় রইলেন, স্পষ্টতই একটা বিজয়সূচক জবাব তৈরি ছিল তাঁর।

'তবে' — মিহি হেসে, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে উদ্দেশ করে সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'দুই বিদ্যার লাভালাভ ওজন করে কোনো একটাকে পছন্দ করা যে কঠিন তা না মেনে উপায় নেই। আর আপনি এখুনি যা বললেন, চিরায়ত বিদ্যায় নৈতিকতা — disons le mot* কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির প্রভাব না থাকলে কোনটা বাছব এ জিজ্ঞাসার এত সত্বর ও চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব হত না।'

'নিঃসন্দেহে।'

'চিরায়ত বিদ্যার পক্ষে যদি এই কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা না থাকত, তাহলে আমরা একটু বেশি ভাবনা-চিন্তা করতাম, বাজিয়ে দেখতাম দু'পক্ষের যুক্তিকে' — মিহি হেসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'দুই ধারার জন্যেই রাস্তা খুলে দিতাম আমরা। কিন্তু এখন আমরা জানি যে চিরায়ত বিদ্যার এই বটিকাগুলোর মধ্যে আছে কালাপাহাড়-বিরোধী মনোবৃত্তির ভেষজশক্তি, তখন আমরা নির্ভয়ে তা সুপারিশ করব আমাদের রোগীদের জন্যে... কিন্তু যদি তা না থাকে?' কথা তিনি সম্পূর্ণ করলেন সূক্ষ্ম লবণ ছিটিয়ে।

সের্গেই ইভানোভিচের বটিকার কথায় হেসে উঠলেন সবাই, সবচেয়ে সশব্দে ও স্ফূর্তিতে তুরোভ্‌ৎসিন, আলাপটা শুনতে শুনতে তিনি কেবল প্রতীক্ষা করছিলেন কখন এর শেষ হবে পরিহাসে।

পেস্ত্‌সোভকে নিমন্ত্রণ করে ভুল করেন নি স্তেপান আর্কাদিচ। পেস্ত্‌সোভের কাছে বিদগ্ধ আলোচনা ক্ষান্ত হতে পারে না এক মিনিটের জন্যও। সের্গেই ইভানোভিচ তাঁর রসিকতা দিয়ে আলোচনাটা বন্ধ করা মাত্রই তিনি টেনে আনলেন অন্য প্রসঙ্গ।

বললেন, 'সরকারের এই-ই উদ্দেশ্য ছিল, এটা মানা যায় না। সরকার স্পষ্টতই চালিত হয়েছে সাধারণ বিবেচনায়, গৃহীত ব্যবস্থাগুলির কী প্রতিক্রিয়া হবে সেদিকে উদাসীন থেকেছে। যেমন নারী শিক্ষার কথাটাই

---

* সোজাসুজি বলব (ফরাসি)।

ধরা যাক, এটাকে গণ্য করা উচিত অতি ক্ষতিকর, কিন্তু সরকার কোর্স আর বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে মেয়েদের জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই কথোপকথন চলে গেল নারী শিক্ষার নতুন খাতে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন যে নারী শিক্ষাকে সাধারণত নারী মুক্তির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয় এবং সেই কারণে এটা ক্ষতিকর মনে হতে পারে।

পেস্তসোভ বললেন, 'উল্টে আমি মনে করি দুটো প্রশ্নই অঙ্গাঙ্গি জড়িত। এটা এক পাপচক্র। যথেষ্ট শিক্ষা নেই বলে মেয়েদের অধিকারও নেই, আবার শিক্ষার অপ্রতুলতা আসছে অধিকারের অভাব থেকে। মনে রাখা উচিত যে মেয়েদের দাসত্ব এত প্রবল আর পুরনো যে ওদের কাছ থেকে আমাদের যা তফাৎ করে রাখছে সেই গহ্বরটা আমরা দেখতে চাই না।'

'আপনি বলছেন অধিকার' — পেস্তসোভ কখন থামবেন তার অপেক্ষায় থাকার পর সের্গেই ইভানোভিচ বললেন, 'জুরি, নির্বাচক, অধিকর্তা, কর্মচারী, লোকসভা-সদস্য হবার অধিকার...'

'নিঃসন্দেহে।'

'কিন্তু বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে মেয়েরা যদি এই সব পদে যায়ও, তাহলেও আমার মনে হয় আপনার 'অধিকার' কথাটার ব্যবহার হয়েছে বেঠিক। 'দায়িত্ব' কথাটা বলা বেশি সঠিক হত। জুরি, নির্বাচক, টেলিগ্রাফ-কর্মীর কাজ করতে গিয়ে আমরা অনুভব করি একটা দায়িত্ব পালন করছি। তাই সঠিকভাবে বলা উচিত যে মেয়েরা দায়িত্ব চাইছে এবং সেটা খুবই আইনসঙ্গত। এবং সাধারণ পুরুষালী শ্রমে তাদের সাহায্য করার এই বাসনাটায় সহানুভূতি জানানোই সম্ভব।'

'একেবারে ঠিক কথা' — সায় দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, 'আমি মনে করি প্রশ্নটা শুধু এই যে এ দায়িত্ব পালনে তারা সক্ষম কিনা।'

'খুব সম্ভব যে সক্ষম হবে' — ফোড়ন দিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যদি শিক্ষা বিস্তৃত হয় তাদের মধ্যে। আমরা দেখছি, যে...'

'আর সেই প্রবাদটা?' আলাপটা অনেকখন ধরে শুনতে শুনতে তাঁর ছোটো ছোটো চোখে উপহাস ঝিকমিকিয়ে বললেন প্রিন্স, 'নিজের মেয়েদের সামনেও বলা চলবে: লম্বা চুলে খাটো বুদ্ধি।'

'নিগ্রোরা মুক্ত হবার আগে পর্যন্ত ঠিক এইরকমটাই ভাবা হত!' রাগতভাবে বললেন পেস্তসোভ।

'আমার কাছে শুধু অদ্ভুত ঠেকে যে মেয়েরা নতুন দায়িত্ব নিতে চাইছে' — বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'যেক্ষেত্রে দুঃখের বিষয় আমরা দেখছি যে পুরুষেরা সাধারণত তা এড়িয়ে চলে।'

'দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে অধিকার; ক্ষমতা, টাকা, সম্মান — এই চায় মেয়েরা' — বললেন পেস্ত্সোভ।

'এও সমান কথা যে আমি ধাই-মা হবার অধিকার চাইছি অথচ তার জন্যে আমাকে নয়, টাকা দেওয়া হচ্ছে মেয়েদের' — বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

তুরোভ্ৎসিন হেসে উঠলেন হো-হো করে, আর সের্গেই ইভানোভিচের আফশোস হল যে এমন একটা কথা তিনি বলেন নি। এমনকি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচও হাসলেন।

'হ্যাঁ, কিন্তু পুরুষেরা মাই দিতে পারে না, তবে মেয়েরা...'

'আরে না, জাহাজে সেই যে ইংরেজটি নিজের ছেলেকে দুধ খাইয়েছিল' — নিজের মেয়েদের সামনে কথোপকথনের এই স্বাধীনতাটুকু নিজের জন্য মঞ্জুর করে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স।

'এমন ইংরেজ যতগুলি আছে, চাকুরে মেয়েও হবে ততগুলি' — সের্গেই ইভানোভিচ বললেন শেষ পর্যন্ত।

'কিন্তু যে মেয়ের সংসার নেই, কী সে করবে?' চিবিসোভার কথা মনে করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, তার কথাই তাঁর মনে হচ্ছিল সারাক্ষণ, সেই ভেবেই তিনি সহানুভূতি দেখালেন পেস্ত্সোভকে, সমর্থন করলেন তাঁকে।

'যদি সে মেয়ের ঘটনাটা ভালো করে বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে সে নিজের সংসার অথবা যেখানে সে নারীর মতো থাকতে পারত বোনের সে সংসারও ত্যাগ করে গেছে' — হঠাৎ পিত্তি জ্বলে ওঠায় কথোপকথনে যোগ দিলেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, কোন মেয়ের কথা স্তেপান আর্কাদিচ বলতে চাইছিলেন, সেটা সম্ভবত অনুমান করেছিলেন তিনি।

'কিন্তু আমরা দাঁড়াচ্ছি নীতি নিয়ে, আদর্শ নিয়ে!' সোচ্চার জলদকণ্ঠে বললেন পেস্ত্সোভ, 'নারীরা চায় স্বাধীনতার, শিক্ষিত হবার অধিকার। তার অসম্ভাবিতার চেতনায় তারা সংকুচিত, দমিত।'

'আর আমি সংকুচিত আর দমিত এই জন্যে যে অনাথালয়ে ধাই-মা হিশেবে আমায় নেওয়া হচ্ছে না' — ফের বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স আর তাতে তুরোভ্ৎসিনের এত আনন্দ হল যে তাঁর অ্যাসপারাগাসের মোটা বোঁটাটা তিনি গুঁজে দিলেন সসের মধ্যেই।

সাধারণ আলোচনাটায় যোগ দিয়েছিল সবাই, শুধু কিটি আর লেভিন ছাড়া। প্রথমে যখন এক জাতির ওপর অন্য জাতির প্রভাবপাতের কথা ওঠে, তখন লেভিনের আপনা থেকেই মনে হয়েছিল যে এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে তাঁর, কিন্তু এই নিয়ে যে ভাবনাটা আগে তাঁর কাছে ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ, এখন সেটা ঝলক দিয়েছিল শুধু যেন স্বপ্নে, কোনো আগ্রহই তাতে আর বোধ করছিলেন না তিনি। তাঁর এমনকি অদ্ভুত লাগল কেন ওরা এমন বিষয় নিয়ে কথা কইবার চেষ্টা করছে যা সবার কাছেই নিষ্প্রয়োজন। তেমনি কিটির কাছেও মনে হয়েছিল নারীর অধিকার আর শিক্ষা নিয়ে তারা যা বলছে সেটা আগ্রহোদ্দীপক হবার কথা। কতবার সে এ নিয়ে ভেবেছে, স্মরণ করেছে প্রবাসে তার বান্ধবী ভারেংকা, তার দুঃসহ অধীনতার কথা, কতবার সে ভেবেছে যে তারও কি দশা হবে যদি তার বিয়ে না হয়, কতবার সে দিদির সঙ্গে তর্ক করেছে এ নিয়ে! কিন্তু এখন এতে তার আগ্রহ নেই মোটেই। এখন ওর কথাবার্তা চলছে লেভিনের সঙ্গে, কথাবার্তা নয়, কী এক রহস্যময় মিলন যা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের নিবিড় করে বাঁধছে, যে অজানায় তাঁরা পদার্পণ করছেন তার সামনে একটা আনন্দঘন ত্রাসে আবিষ্ট হচ্ছিলেন দুজনেই।

গত বছর লেভিন কেমন করে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিটির এ প্রশ্নের জবাবে লেভিন প্রথমে বললেন যে ঘাস-কাটা থেকে ফেরার সময় বড়ো সড়কে তাকে দেখতে পান।

'তখন খুব ভোর। আপনি সম্ভবত সবে ঘুম থেকে জেগেছিলেন। আপনার মা তখনো নিজের কোণটিতে ঘুমিয়ে। চমৎকার সকালটা। যেতে যেতে ভাবছিলাম, কারা যাচ্ছে ওই চার ঘোড়ার গাড়িতে? চমৎকার চার ঘোড়ার গাড়ি, গলায় ঘণ্টি। মুহূর্তের জন্যে দেখা গেল আপনাকে, জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি আপনি এইভাবে বসে আছেন, দুই হাতে টুপির ফিতে ধরে আছেন আর কিছু একটা নিয়ে চিন্তায় ভয়ংকর মগ্ন' — হেসে বললেন লেভিন। 'কী ভাবছিলেন তা জানার জন্যে কী ভয়ানক যে ইচ্ছে করছিল আমার! গুরুতর কিছু?'

'চুল আলুথালু হয়ে গিয়েছিল কি?' কিটি ভাবলে; কিন্তু এই খুঁটিনাটিগুলির স্মরণে তাঁর মুখে যে উল্লাসের হাসি ফুটেছিল তা দেখে

কিটি বুঝলে যে ভালোই একটা ছাপ ফেলতে পেরেছিল সে। লাল হয়ে উঠে সে হেসে ফেললে।

'সত্যি, মনে নেই।'

'কী সুন্দর হাসে তুরোভ্‌ৎসিন' — তাঁর আর্দ্র চোখ আর কম্পমান দেহের দিকে তদ্‌গত হয়ে তাকিয়ে লেভিন বললেন।

'ওঁকে আপনি চেনেন অনেকদিন থেকে?' কিটি জিগ্যেস করলে।

'কে ওকে না চেনে!'

'দেখতে পাচ্ছি, আপনি ওঁকে খারাপ লোক বলে ভাবেন।'

'খারাপ নয়, তুচ্ছ।'

'ওটা ঠিক নয়! ওরকম কথা আর ভাববেন না' — কিটি বললে, 'আমারও ওঁর সম্পর্কে খুব নিচু একটা ধারণা ছিল। কিন্তু উনি, উনি আশ্চর্য সহৃদয় মানুষ। মনটা ওঁর সোনার।'

'ওর মনের খবর আপনি জানলেন কোথা থেকে?'

'ওঁর সঙ্গে আমাদের খুবই বন্ধুত্ব। আমি ওঁকে খুব ভালো জানি। গত শীতে, আপনি... আমাদের ওখানে যখন গিয়েছিলেন, তারপরে' — কিটি বললে একটু দোষী-দোষী, সেইসঙ্গে ভরসার হাসি হেসে, 'ডল্লির ছেলেমেয়েরা সবাই ভুগছিল স্কার্লেট জ্বরে। উনি একবার এলেন ডল্লির কাছে, আর থেকে গেলেন, ছেলেমেয়েদের শুশ্রূষায় সাহায্য করতে লাগলেন। ভাবতে পারেন' — ফিসফিসিয়ে বললে কিটি, 'ওঁর এত মায়া হল যে উনি হ্যাঁ, তিন সপ্তাহ ছিলেন সেখানে, আয়ার মতো দেখাশোনা করেন বাচ্চাদের।'

'তুরোভ্‌ৎসিনের কথা বলছি কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচকে' — দিদির দিকে ঝুঁকে কিটি বললে।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য, সুন্দর মানুষ!' তুরোভ্‌ৎসিনের দিকে দৃষ্টিপাত করে ডল্লি বললেন। তিনিও টের পাচ্ছিলেন তাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে, সলজ্জভাবে ডল্লি হাসলেন তাঁর উদ্দেশে। লেভিন তুরোভ্‌ৎসিনের দিকে চেয়ে অবাক হলেন কেমন করে তিনি এ মানুষটির সমস্ত মাধুর্য লক্ষ্য করেন নি আগে।

'ঘাট, ঘাট মানছি! আর কখনো লোকেদের সম্পর্কে খারাপ কিছু ভাবব না!' এখন তাঁর যা অনুভূতি, অকপটেই স্ফূর্তিতে প্রকাশ করে বললেন **সেটা**।

নারীর অধিকার নিয়ে যে আলাপটা জমেছিল তাতে মেয়েদের সমক্ষে দাম্পত্য জীবনে অধিকারের অসাম্যের প্রশ্নটা সুড়সুড়ি দেওয়ার মতো। ডিনারের সময় পেস্ত্সোভ বারকয়েক প্রশ্নটা তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সের্গেই ইভানোভিচ ও স্তেপান আর্কাদিচ সাবধানে নিরস্ত করেন তাঁকে।

সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠলেন আর মহিলারা বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে পেস্ত্সোভ তাঁদের অনুসরণ না করে অসাম্যের প্রধান কারণ কী তা বোঝাতে লাগলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। তাঁর মতে আইনে এবং জনমতের পক্ষ থেকে স্ত্রীর বিশাসঘাতকতা ও স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় শাস্তি বিধানের মধ্যে বৈষম্য থাকে।

স্তেপান আর্কাদিচ তাড়াতাড়ি করে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে ধূমপানের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে।

'না, আমি ধূমপান করি না' — শান্তভাবে উত্তর দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এবং এ প্রসঙ্গটায় যে ভয় পান না সেটা যেন ইচ্ছে করেই দেখাবার জন্য তিনি নিষ্প্রাণ হেসে ফিরলেন পেস্ত্সোভের দিকে।

'আমি মনে করি যে ব্যাপারটাই এমন যে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি থাকে' — এই বলে উনি ড্রয়িং-রুমে চলে যেতে চাইছিলেন; কিন্তু এই সময় তাঁকে উদ্দেশ করে হঠাৎ কথা কয়ে উঠলেন তুরোভ্ৎসিন।

'আচ্ছা, আপনি প্রিয়াচ্নিকভের খবরটা শুনেছেন?' শ্যাম্পেন সেবনে মদির হয়ে বহুক্ষণ নিজের কণ্টকর নীরবতাটা ভাঙার অপেক্ষায় থাকার পর তুরোভ্ৎসিন বললেন, 'ভাসিয়া প্রিয়াচ্নিকভ — সেদিন শুনলাম যে' — আর্দ্র ও রক্তিম ঠোঁটে তাঁর হৃদয়বান হাসি নিয়ে বিশেষ করে প্রধান অতিথি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, 'ত্ভের শহরে ক্ভিৎস্কির সঙ্গে ডুয়েল লড়ে তিনি তাকে খুন করেছেন।'

সর্বদাই যেমন মনে হয় ইচ্ছে করেই যেন চোট লাগছে ঠিক ব্যথার জায়গাটাতেই, এখন তেমনি স্তেপান আর্কাদিচেরও মনে হচ্ছিল যে প্রতি মুহূর্তে কথাবার্তাটা গিয়ে পড়ছে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের ব্যথার জায়গায়। জামাতাকে ফের সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিজেই জিগ্যেস করলেন উৎসুক হয়ে।

'প্রিয়াচ্নিকভ লড়ল কেন?'

'বৌয়ের জন্যে। বাহাদুরের মতো কাজ করেছেন। চ্যালেঞ্জ করে দিলেন খতম করে!'

'অ' — নিরাসক্ত গলায় বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, ভুরু কপালে তুলে চলে গেলেন ড্রয়িং-রুমে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে যে আপনি এসেছেন' — ড্রয়িং-রুমে ওঁর সঙ্গে দেখা হতে ভীত হাসি নিয়ে ডল্লি বললেন তাঁকে, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে। বসুন এইখানে।'

উত্তোলিত ভুরুতে যে নিরাসক্তির ভাব ফুটেছিল মুখে, সেটা নিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বসলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার পাশে, কৃত্রিম হাসি হাসলেন।

বললেন, 'সে ভালোই, কেননা আমিও আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তক্ষুনি বিদায় নেব বলে ভাবছিলাম। কাল চলে যেতে হবে আমায়।'

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আন্না নির্দোষ, তিনি টের পাচ্ছিলেন যে বিবর্ণ হয়ে উঠছেন; নিরুত্তাপ, অনুভূতিহীন এই যে লোকটা অমন শান্তভাবে মনস্থ করেছে যে তাঁর নির্দোষ বান্ধবীর সর্বনাশ করে ছাড়বে, তার প্রতি রাগে তাঁর ঠোঁট কাঁপছে।

একটা মরিয়া প্রতিজ্ঞায় তাঁর চোখে চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, আপনাকে আমি আন্নার খবর জিগ্যেস করেছিলাম, জবাব দেন নি আপনি। কেমন আছে সে?'

'সুস্থ আছে বলেই তো মনে হয় দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা' — তাঁর চোখের দিকে না চেয়ে উত্তর দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, মাপ করবেন আমায়, এ কথা জিগ্যেস করার অধিকার আমার নেই... কিন্তু বোন হিসেবে আমি আন্নাকে ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি; আমি অনুরোধ করছি, মিনতি করছি, বলুন আমায়, কী হল আপনাদের মধ্যে? কী অপরাধ পেলেন ওর?'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ মুখ কুঁচকিয়ে, চোখ প্রায় বুঁজে মাথা নোয়ালেন।

'আমি ধরে নিতে পারি কেন আন্না আর্কাদিয়েভনার সঙ্গে আমার পুরনো সম্পর্ক বদলানোর প্রয়োজন বলে মনে করছি সে কারণ স্বামী আপনাকে বলেছেন' — ওঁর চোখের দিকে না চেয়ে ড্রয়িং-রুম পেরিয়ে চলে যাওয়া শ্যেরবাৎস্কির দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি বললেন।

'এটা আমি বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করি না, বিশ্বাস করতে পারি না!' নিজের সামনে তাঁর হাড্ডিসার হাতখানা মুঠো করে সতেজ ভঙ্গিতে বলে উঠলেন ডল্লি। ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের আস্তিনে। 'এখানে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, চলুন ওখানে যাই।'

ডল্লির উত্তেজনা প্রভাবিত করল আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাধ্যের মতো ডল্লির পেছু পেছু গেলেন পড়ার ঘরে। কলম-কাটা ছুরিতে আঁচড় পড়া অয়েল-ক্লথ মোড়া একটা টেবিলের সামনে বসলেন তাঁরা।

'আমি বিশ্বাস করি না এটা!' তাঁকে এড়িয়ে যাওয়া ওঁর দৃষ্টিটা ধরার চেষ্টা করে ডল্লি বললেন।

'সত্য ঘটনাকে বিশ্বাস না করা চলে না, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — উনি বললেন 'সত্য ঘটনা' কথাটায় জোর দিয়ে।

'কিন্তু কী সে করেছে?' শুধালেন দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, 'ঠিক কী করেছে সে?'

'সে তার কর্তব্য চুলোয় পাঠিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে স্বামীর প্রতি। এই সে করেছে' — উনি বললেন।

'না, না, হতে পারে না! না, আপনি ভুল করেছেন!' ডল্লি বললেন চোখ বুঁজে, রগে হাত দিয়ে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঠাণ্ডা হাসলেন শুধু তাঁর ঠোঁট দিয়ে, ডল্লিকে আর নিজেকেও দেখাতে চাইলেন তাঁর প্রত্যয়ের দৃঢ়তা; কিন্তু ডল্লির এই সতেজ সমর্থন তাঁকে দোলাতে না পারলেও তাতে নুনের ছিটে পড়ল তাঁর ক্ষতে। উনি বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা কইতে লাগলেন।

'ভুল করা খুবই কঠিন যখন স্ত্রী নিজেই সে কথা বলে স্বামীকে। বলে যে জীবনের আট বছর আর ছেলে — এ সবই ভুল। সে ফের গোড়া থেকে জীবন শুরু করতে চায়' — উনি বললেন রেগে, নাক ফোঁস ফোঁস করে।

'আন্না আর দুশ্চরিত্রা — এ দুটো জিনিস মেলাতে পারছি না আমি, বিশ্বাস করি না ও কথা।'

'দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা' — এবার উনি বললেন সোজাসুজি ডল্লির সদাশয় উত্তেজিত মুখের দিকে চেয়ে, টের পাচ্ছিলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ ওঁর আলগা হয়ে আসছে, 'অনিশ্চয়তা এখনো সম্ভব হতে পারলে আমি

সব দিতাম। যখন মাত্র সন্দেহ ছিল তখন সেটা কষ্টকর হলেও এখনকার চেয়ে তা ছিল লঘু। যখন মাত্র সন্দেহ ছিল, তখন আশাও ছিল; কিন্তু এখন আর আশা নেই; তাহলেও আমি সবকিছুতে সন্দেহ করি। সবকিছুতে এমন আমার সন্দেহ যে ঘৃণা করি নিজের ছেলেকে, মাঝে মাঝে বিশ্বাস হয় না যে ও আমার ছেলে। বড়ো দুর্ভাগা আমি।'

এ কথা তাঁর বলার দরকার হত না। দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার মুখের দিকে উনি তাকাতে ডল্লি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, ওঁর জন্য কষ্ট হল তাঁর, তাঁর বান্ধবী নির্দোষ এ বিশ্বাস তাঁর টলে উঠল।

'উঁহু, এ যে ভয়ংকর, ভয়ংকর! কিন্তু এ কি সত্যি যে আপনি বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

'শেষ ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আর কিছু করার নেই আমার।'

'করার নেই, করার নেই...' — চোখে জল নিয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন ডল্লি। 'না, করার নেই হতে পারে না!' উনি বললেন।

'এই ধরনের বিপদে সবচেয়ে ভয়ংকর হল অন্য বিপদ, লোকসান, মৃত্যুর মতো তা নীরবে সয়ে যাওয়া যায় না, কিছু একটা করতে হয়' — উনি বললেন যেন ডল্লির চিন্তাটা অনুমান করে, 'যে হীনতার অবস্থায় পড়েছি তা থেকে বেরিয়ে আসা দরকার। তিনজনে তো আর ঘর করা যায় না।'

'বুঝতে পারছি, খুব ভালো করে বুঝতে পারছি সেটা' — বলে মাথা নিচু করলেন ডল্লি। চুপ করে রইলেন তিনি, ভাবছিলেন নিজের কথা, আপন পারিবারিক দুঃখের কথা। হঠাৎ সবেগে মাথা তুলে অনুনয়ের ভঙ্গিতে হাত জড়ো করলেন, 'কিন্তু দাঁড়ান, আপনি তো খিস্টান। ওর কথাটা ভাবুন! আপনি যদি ওকে ত্যাগ করেন তাহলে কী হবে ওর?'

'আমি ভেবেছি দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা, অনেক ভেবেছি' — বললেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। মুখ ওঁর ভরে উঠল লাল লাল ছোপে, ঘোলাটে চোখদুটো তাকিয়ে ছিল সোজা ডল্লির দিকে। এখন ওঁর জন্য কষ্টে সত্যিই বুক ভরে উঠল দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার। 'ও নিজেই যখন আমার মুখে চুনকালি লাগাবার কথাটা আমায় বলে, তারপর আমি ঠিক ওইটেই করেছিলাম: সব আগের মতো চলতে দিলাম। সংশোধনের সুযোগ দিয়েছিলাম তাকে, চেষ্টা করেছিলাম তাকে বাঁচাতে। কিন্তু কী হল? শোভনতা বজায় রেখে চলা — এই অতি সহজ দাবিটাও সে মেনে চললে না' — উত্তপ্ত হয়ে তিনি বললেন, 'যে লোক ধ্বংস পেতে চায় না তাকে

বাঁচানো যায়; কিন্তু স্বভাব যদি এতই নষ্ট হয়ে, বিকৃত হয়ে গিয়ে থাকে যে ধ্বংসটাই তার কাছে উদ্ধার বলে মনে হচ্ছে, তাহলে কী করা যাবে?'

'সব করা যায় শুধু বিবাহবিচ্ছেদ নয়!' জবাব দিলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

'কিন্তু সেই সবটা কী?'

'না, এ যে ভয়ংকর কথা! কারো বউ হবে না সে, মারা পড়বে!'

'কী আমি করতে পারি?' কাঁধ আর ভুরু উঁচিয়ে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। স্ত্রীর শেষ অপরাধের স্মৃতিটা তাঁকে এতই উত্ত্যক্ত করছিল যে কথা শুরুর সময়ের মতো ফের নিরুত্তাপ হয়ে গেলেন তিনি। 'আপনার সহানুভূতির জন্যে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, কিন্তু সময় হয়ে গেছে আমার' — উঠে দাঁড়িয়ে বললেন তিনি।

'না, না, একটু দাঁড়ান! ওকে ধ্বংস করা আপনার উচিত নয়। দাঁড়ান, আমি নিজের সম্পর্কে আপনাকে বলি। বিয়ে করলাম, কিন্তু স্বামী আমায় ছলনা করে; রাগে দুঃখে আমি সবকিছু বিসর্জন দিতে চেয়েছিলাম, নিজেই আমি চেয়েছিলাম তা... কিন্তু চৈতন্যোদয় হল। কে করালে? আন্না বাঁচালে আমায়। তারপর এই তো বেশ চলে যাচ্ছে। বেড়ে উঠছে ছেলেমেয়েরা, স্বামী পরিবারের কাছে ফিরে আসছে, বুঝতে পারছে নিজের অন্যায়, হয়ে উঠছে অনেক শুদ্ধ, ভালো, আমিও বেঁচে আছি... আমি ক্ষমা করেছিলাম, আপনাকেও ক্ষমা করতে হবে!'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শুনে গেলেন, কিন্তু ডল্লির কথা আর প্রভাবিত করছিল না তাঁকে। মনের মধ্যে তাঁর ফের ফুঁসে উঠল সেদিনের সমস্ত বিদ্বেষ যখন বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। গা ঝাড়া দিয়ে তিনি উচ্চ খনখনে গলায় কথা কইতে লাগলেন:

'ক্ষমা আমি করতে পারি না এবং চাই না, সেটাকে আমি অন্যায় বলে মনে করি। এই নারীটির জন্যে আমি করেছি সবকিছু, সেটা সে তার স্বভাবসিদ্ধ কাদায় চটকেছে। আমি আক্রোশপরায়ণ লোক নই, কখনো ঘৃণা করি নি কাউকে, কিন্তু ওকে আমি প্রাণপণে ঘৃণা করি, এমনকি তাকে ক্ষমা করতেও পারি না, কেননা আমার যে অপকার সে করেছে তার জন্যে তাকে ঘৃণা করি বড়ো বেশি!' বিদ্বেষে রুদ্ধকণ্ঠ হয়ে বললেন তিনি।

'যারা তোমায় ঘৃণা করে তাদের ভালোবেসো...' সসংকোচে ফিসফিস করলেন দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনা।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ঘৃণাভরে মুচকি হাসলেন। কথাটা তাঁর অনেকদিন থেকেই জানা, কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য হতে পারে না।

'যারা তোমায় ঘৃণা করে তাদের ভালোবেসো তা ঠিক, কিন্তু তুমি যাদের ঘৃণা করো তাদের ভালোবাসা যায় না। আপনার মনে যে ব্যথা দিলাম সে জন্যে মাপ করবেন। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কষ্ট আছে যথেষ্ট!' আত্মসংবরণ করে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ শান্তভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

॥১৩॥

সবাই যখন টেবিল ছেড়ে উঠলেন, লেভিনের ইচ্ছে হয়েছিল কিটির সঙ্গে যাবেন ড্রয়িং-রুমে; কিন্তু ভয় হল, তার প্রতি বড়ো বেশি সুস্পষ্ট মনোযোগ প্রদর্শনে কিটি আবার রাগ না করে। পুরুষদের দলটার সঙ্গেই তিনি থেকে গেলেন, যোগ দিলেন সাধারণ আলাপটায়, এবং কিটির দিকে না চেয়েও অনুভব করছিলেন তার গতিভঙ্গি, তার দৃষ্টি, ড্রয়িং-রুমের যেখানে সে ছিল সেই জায়গাটা।

নিজের ওপর এতটুকু জোর না খাটিয়ে তিনি তক্ষুনি পালন করতে লাগলেন যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন কিটিকে — সবার সম্পর্কে সর্বদা তাদের ভালো দিকটার কথা ভাবতে হবে, সর্বদা ভালোবাসতে হবে সবাইকে। আলাপ চলছিল রুশী পল্লীসমাজ নিয়ে। পেস্ত্‌সোভ তার ভেতর কী একটা বিশেষ সূচনা দেখতে পাচ্ছিলেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন ঐকতানীয় সূচনা। লেভিনের অমত ছিল পেস্ত্‌সোভের সঙ্গেও, দাদার সঙ্গেও, যিনি নিজের ধরনে রুশী পল্লীসমাজের গুরুত্ব মেনেও নিচ্ছিলেন, আবার মানছিলেনও না। তবে লেভিন ওঁদের সঙ্গে কথা কইলেন তাঁদের মধ্যে আপোস করিয়ে দিয়ে মতভেদ নরম করিয়ে আনার চেষ্টা করে। তিনি নিজে কী বললেন তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না আর ওঁরা যা বলছেন তাতে তাঁর আগ্রহ ছিল আরো কম, তিনি চাইছিলেন শুধু একটা জিনিস — তাঁরও এবং ওঁদেরও যেন ভালো হয়। এখন তিনি জেনেছেন শুধু কোন্ জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই জিনিসটা প্রথমে ছিল ওখানে, ড্রয়িং-রুমে, তারপর চলতে চলতে এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। ফিরে না চেয়েও তিনি টের পাচ্ছিলেন তাঁর প্রতি নিবদ্ধ দৃষ্টি আর হাসি,

তাই না চেয়ে পারলেন না। শ্যেরবাৎস্কির সঙ্গে কিটি দাঁড়িয়ে ছিল দোরগোড়ায়, চাইছিল তাঁর দিকে।

'আমি ভেবেছিলাম আপনি পিয়ানো বাজাতে যাচ্ছেন' — তার কাছে গিয়ে লেভিন বললেন, 'গাঁয়ে এই জিনিসটা আমি পাই না — সঙ্গীত।'

'না, আমরা এসেছি আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে আর এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানাতে' — কিটি বললে হাসির উপহারে তাঁকে ভূষিত করে, 'তর্কের কী যে এত শখ? একজন অন্যজনকে স্বমতে আনতে তো পারবে না কখনো।'

'তা ঠিক' — লেভিন বললেন, 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই হয় যে উত্তপ্ত তর্কটা চলে কারণ প্রতিপক্ষ কী বলতে চাইছে সেটা কোনোক্রমেই বোঝা হয় না।'

অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে তর্কে লেভিন প্রায়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রচুর প্রয়াস এবং ভুরিভুরি সূক্ষ্ম যুক্তি ও বাক্যের পর তার্কিকেরা শেষ পর্যন্ত এই চেতনায় পৌঁছয় যে পরস্পরের কাছে যা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে বহুক্ষণ ধরে, বহু আগেই, তর্ক শুরুর প্রথম থেকেই তা তাদের জানা ছিল কিন্তু ভালো-লাগাটা তাদের বিভিন্ন, এবং কী সেই ভালো-লাগাটা তা বলতে চায় না পাছে আপত্তি ওঠে এই ভয়ে। বহুবার তাঁর এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তর্কের সময় মাঝে মাঝে ধরা যায় কী ভালোবাসে প্রতিপক্ষ এবং হঠাৎ নিজেরই ভালো লেগে যায় সেটা, মতে মতে মিল হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই। সমস্ত যুক্তি ঝরে পড়ে নিষ্প্রয়োজন হয়ে; কখনো কখনো অভিজ্ঞতাটা হয়েছে বিপরীত: নিজে যেটা পছন্দ করি, যার জন্য যুক্তি বানাচ্ছি, সেটা শেষ পর্যন্ত বলে ফেলি আর ভালোভাবে, অকপটে, তা বলা হলে প্রতিপক্ষ হঠাৎ সায় দিয়ে বসে, তর্ক থামায়। এই কথাটাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

কপাল কুঁচকে কিটি বোঝার চেষ্টা করছিল। কিন্তু লেভিন বোঝাতে শুরু করা মাত্রই বুঝে ফেলেছিল কিটি।

'বুঝতে পারছি: জানতে হবে কী জন্যে তর্ক করছে, কী তার পছন্দ, তাহলে...'

লেভিন যে ভাবনাটা ভালো করে প্রকাশ করতে পারেন নি সেটা পুরোপুরি অনুমান করে প্রকাশ করলে কিটি। আনন্দে হাসলেন লেভিন: পেস্ত্সোভ আর দাদার সঙ্গে শব্দবহুল গোলমেলে তর্কটা থেকে অতি জটিল ভাবনার অতি সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার, যাতে প্রায় শব্দ নেই বললেই

চলে, এমন একটা বিবৃতিতে পৌঁছে যাওয়ায় অভিভূত হয়েছিলেন তিনি।

শ্যেরবাৎস্কি সরে গেল ওঁদের কাছ থেকে আর তাস খেলার জন্য যে টেবিল পাতা হয়েছিল কিটি গিয়ে বসল সেখানে, একটা চকখড়ি নিয়ে নতুন সবুজ টেবিল-ঢাকা জাজিমের ওপর একটার পর একটা বৃত্ত আঁকতে লাগল। ডিনারের সময় যে আলাপটা শুরু হয়েছিল সেটার পুনরারম্ভ করলে তারা, যথা মেয়েদের স্বাধীনতা আর কাজ। যে মেয়ে বিয়ে করে নি সে কোনো পরিবারে নারীসুলভ কাজ জুটিয়ে নিতে পারে, দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনার এ মতটায় সায় ছিল লেভিনের। জোর দিয়ে তিনি বললেন যে সাহায্যকারিণী ছাড়া কোনো সংসারেরই চলে না, ধনী, গরিব সমস্ত সংসারেই আছে, থাকা উচিত মাইনে করা অথবা আত্মীয় কোনো আয়া।

'না' — লাল হয়ে এবং তাতে ক'রে আরো অসংকোচে লেভিনের দিকে তার ন্যায়পরায়ণ চোখ মেলে কিটি বললে, 'মেয়ে এমন অবস্থায় পড়তে পারে যে হীনতা স্বীকার না করে সে কোনো পরিবারে কাজ নিতে পারে না আর নিজে সে...'

লেভিন বুঝলেন তার ইঙ্গিত।

বললেন, 'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন, ঠিকই বলেছেন!'

ডিনার টেবিলে নারী স্বাধীনতা নিয়ে পেস্তসোভ যা প্রমাণ করতে চাইছিলেন সেটা সবই লেভিনের বোধগম্য হয়ে গেল শুধু এই কারণে যে কিটির মধ্যে দেখতে পেলেন কুমারীত্ব ও হীনতাস্বীকারের ভয়, আর তাকে ভালোবাসায় নিজেই সে ভয় আর হীনতাটা অনুভব করে তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিলেন নিজের যুক্তি।

নীরবতা নামল। খড়ি দিয়ে কিটি কেবলই দাগ দিয়ে যাচ্ছিল টেবিলে। চোখ তার জ্বলজ্বল করছিল একটা শান্ত দীপ্তিতে। তার মেজাজে নিজেকে সঁপে দিয়ে লেভিন তাঁর সমগ্র সত্তায় অনুভব করছিলেন সুখের একটা ক্রমবর্ধমান চাপ।

'যাঃ, গোটা টেবিলটায় আঁকিবুঁকি কেটে ফেলেছি!' এই বলে খড়ি রেখে সে যেন উঠবার উপক্রম করলে।

'ওকে ছাড়া আমি একা থাকব কী করে?' সভয়ে মনে হল লেভিনের। খড়িটা নিয়ে টেবিলের কাছে বসে বললেন, 'একটু দাঁড়ান, অনেকদিন থেকে আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলাম।'

সোজাসুজি তিনি চাইলেন কিটির সস্নেহ, তবু ত্রস্ত চোখের দিকে।

'বেশ তো, জিগ্যেস করুন।'

'এইটে' — বলে তিনি লিখলেন শব্দের আদ্যক্ষরগুলো: আ. য. ব. য. হ. পা. না. সে. কি. ব. ম. না. ত. জ ? অক্ষরগুলোর অর্থ: 'আপনি যখন বলেছিলেন যে হতে পারে না, সেটা কি বরাবরের মতো, নাকি তখনকার জন্যে?' জটিল এই বাক্যটা কিটি বুঝতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না; তার দিকে লেভিন তাকিয়ে রইলেন এমন ভাব করে যেন কথাগুলো সে বুঝবে কিনা, তার ওপর নির্ভর করছে তাঁর জীবন।

গম্ভীরভাবে কিটি চাইল তাঁর দিকে, তারপর হাতের ওপর কুঞ্চিত কপাল ভর দিয়ে পড়তে লাগল অক্ষরগুলো। মাঝে মাঝে সে লেভিনের দিকে তাকিয়ে যেন শুধাচ্ছিল: 'আমি যা ভাবছি সেটা ঠিক?'

লাল হয়ে উঠে সে বললে, 'বুঝতে পেরেছি।'

যে কথাটায় বলা হয়েছে 'বরাবরের মতো' সে অক্ষরটা দেখিয়ে লেভিন জিগ্যেস করলেন, 'এটা কী শব্দ?'

'বরাবরের মতো' — কিটি বললে, 'কিন্তু ওটা ঠিক নয়!'

তাড়াতাড়ি অক্ষরগুলো মুছে লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে খড়িটা দিলেন কিটিকে। সে লিখলে: ত. আ. অ. জ. দি. পা. না।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে ডল্লি যে কষ্ট পেয়েছিলেন তার ভার একেবারে নেমে গেল যখন দেখলেন এই যুগল মূর্তিকে: খড়ি হাতে, ভীরু-ভীরু সুখের হাসি নিয়ে কিটি চোখ তুলে আছে লেভিনের দিকে, আর তাঁর সুকুমার দেহ নুয়ে আছে টেবিলের ওপর, দীপ্ত চোখ কখনো নিবদ্ধ টেবিলে, কখনো কিটির দিকে। হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠলেন তিনি: বুঝতে পেরেছেন। অক্ষরগুলোর অর্থ: 'তখন আমি অন্য জবাব দিতে পারতাম না'।

কিটির দিকে তিনি চাইলেন সপ্রশ্ন ভীরু দৃষ্টিতে।

'শুধু তখন?'

'হ্যাঁ' — জবাব দিলে কিটির হাসি।

'আর এ... মানে এখন?' জিগ্যেস করলেন লেভিন।

'বেশ, পড়ে দেখুন। যা চেয়েছি, খুবই যা চেয়েছি, সেটা বলব!' কিটি লিখলে: যা. ঘ. তা. যে. আ. ভু. যা. ক্ষ. ক। অক্ষরগুলোর অর্থ: 'যা ঘটেছিল তা যেন আপনি ভুলে যান, ক্ষমা করেন'।

উত্তেজিত হাতে লেভিন খড়ি নিয়ে সেটাকে ভেঙে কাঁপা কাঁপা আঙুলে লিখলেন এই বাক্যটার আদ্যক্ষর: 'ভুলে যাবার, ক্ষমা করার কিছু নেই আমার, আপনাকে ভালোবাসতে কখনো ক্ষান্ত হই নি আমি'।

তাঁর দিকে নিবদ্ধ হাসি নিয়ে কিটি চাইলে।

ফিসফিসিয়ে বললে, 'বুঝতে পেরেছি।'

লেভিন বসে লিখলেন লম্বা একটা বাক্য। কিটি বুঝলে এবং 'তাই না?' জিগ্যেস না করেই তক্ষুনি জবাব লিখলে তার।

কী সে লিখেছে তা বহুক্ষণ বুঝে উঠতে পারেন নি লেভিন, ঘন ঘন চাইছিলেন তার চোখের দিকে। সুখে আঁধার হয়ে আসছিল তাঁর চিন্তা। কিটি যা বোঝাতে চেয়েছে সে শব্দগুলো তিনি কিছুতেই ধরতে পারছিলেন না; কিন্তু তাঁর যা জানা দরকার ছিল তা সবই বুঝলেন কিটির সুখোজ্জ্বল মধুর চোখ থেকে। তাঁর তিনটে অক্ষর লেখা শেষ না হতেই কিটি তা পড়ে ফেলে বাক্যটা শেষ করে উত্তর দিলে: 'হ্যাঁ'।

'কী, ধাঁধা-ধাঁধা খেলা হচ্ছে?' কাছে এসে জিগ্যেস করলেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'তবে সময়মতো থিয়েটারে যেতে হলে এখন রওনা দিতে হয়।'

লেভিন উঠে দাঁড়িয়ে কিটিকে পৌঁছে দিলেন দরজা পর্যন্ত।

সবই বলা হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কথাগুলোয়; বলা হয়েছিল যে কিটি ভালোবাসে লেভিনকে, বাপ-মাকে সে কথা সে জানাবে; পরদিন সকালে লেভিন আসবে তাঁদের বাড়িতে।

॥ ১৪ ॥

কিটি চলে যাওয়ার পর তাকে ছাড়া একা লেভিনের এতই অস্থিরতা, আবার যখন তাঁদের দেখা এবং চিরকালের জন্য মিলন হবে, আগামী কালের সেই সকালটার জন্য এতই অসহিষ্ণুতা বোধ হচ্ছিল যে কিটিকে ছাড়া এই যে চোদ্দটা ঘণ্টা তাঁকে কাটাতে হবে তাতে আতংক হচ্ছিল তাঁর, যেন সাক্ষাৎ যম এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। একা যাতে না থাকতে হয়, সময়কে যাতে ছলনা করা যায় তার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল কারো সঙ্গে থাকা, কথা কওয়া। তাঁর কাছে সবচেয়ে মনোহর সহালাপী ছিলেন স্তেপান আর্কাদিচ, কিন্তু তিনি চলে গেলেন, ওঁর কথায়, কোনো একটা সান্ধ্যবাসরে,

কিন্তু আসলে ব্যালেতে। লেভিন শুধু এইটুকু বলবার ফুরসৎ পেলেন যে তিনি সুখী, তাঁকে তিনি ভালোবাসেন এবং কখনো, কখনো ভুলবেন না তাঁর জন্য যা তিনি করেছেন। স্তেপান আর্কাদিচের দৃষ্টি ও হাসি থেকে লেভিন টের পেলেন যে বন্ধু তাঁর এ অনুভূতিটাকে বেশ বুঝতে পারছেন।

'কী মরার সময় হয় নি তাহলে?' লেভিনের মর্মস্পর্শী করমর্দন করে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'মোটেই না!' লেভিন বললেন।

দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনাও তাঁকে বিদায় দিতে গিয়ে অভিনন্দনের সুরে বললেন:

'কিটির সঙ্গে আপনার আবার দেখা হওয়ায় ভারি আনন্দ হল আমার, অনেকদিনকার ভাব, তার কদর করা উচিত।'

কিন্তু দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার এ কথাগুলো লেভিনের ভালো লাগল না। এটা যে তাঁর অনায়ত্ত কত ঊর্ধ্বের ব্যাপার সেটা বুঝতে পারেন না তিনি, ও কথা উল্লেখের স্পর্ধা করা উচিত হয় নি তাঁর।

ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন লেভিন, কিন্তু একা যাতে না থাকতে হয়, তার জন্য দাদার সঙ্গ ধরলেন।

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'আমি — বৈঠকে।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আপত্তি নেই?'

'আপত্তি কিসের? চল যাই' — হেসে বললেন সের্গেই ইভানোভিচ, 'আজ তোর হয়েছে কী বল তো?'

'আমার? সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে আমার!' যে গাড়িতে তাঁরা যাচ্ছিলেন তার জানলার কপাট নামিয়ে দিয়ে লেভিন বললেন, 'তোমার অসুবিধা হবে না তো? নইলে বড়ো গুমোট। আমার সৌভাগ্যোদয় হয়েছে! তুমি কখনো বিয়ে করলে না কেন বলো তো?'

সের্গেই ইভানোভিচ হাসলেন।

'ভারি খুশি হলাম, মেয়েটি মনে হয় চমৎ...' শুরু করতে যাচ্ছিলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'ও কথা নয়, ও কথা নয়, ও কথা নয়!' দুই হাতে তাঁর ফার কোটের কলার চেপে ধরে ওঁর মুখ বন্ধ করে চেঁচিয়ে উঠলেন লেভিন। 'চমৎকার মেয়ে' কথাটা বড়োই মামুলি, তুচ্ছ। তাঁর হৃদয়াবেগের অনুপযোগী।

ফুর্তিতে হাসলেন সের্গেই ইভানোভিচ, যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটে কদাচিৎ।

'তাহলেও এটুকু তো বলতে পারি যে আমি এতে খুবই খুশি।'

'সেটা হতে পারে কাল, কালকে; এখন আর কিছু নয়! কিছু নয়, কিছু নয়, চুপ!' ফার কলার দিয়ে আরেকবার তাঁর মুখ বন্ধ করে লেভিন বললেন, 'তোমায় আমি ভারি ভালোবাসি! কী, তোমাদের বৈঠকে যেতে পারি?'

'বলাই বাহুল্য, নিশ্চয় পারিস।'

'আজ তোমাদের আলোচনা হবে কী নিয়ে?' হাসি না থামিয়ে জিগ্যেস করলেন লেভিন।

এলেন তাঁরা অধিবেশনে। তোতলাতে তোতলাতে কর্মসচিব আলোচ্যসূচি পড়ে শোনালেন, যেটা স্পষ্টতই তাঁর নিজের কাছেই বোধগম্য ছিল না; কিন্তু সচিবের মুখ দেখেই লেভিন বুঝতে পারলেন কী মিষ্টি, সহৃদয়, চমৎকার মানুষ তিনি। আলোচ্যসূচি পড়তে গিয়ে যেভাবে তিনি থতোমতো খাচ্ছিলেন, গুলিয়ে ফেলছিলেন তা থেকেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তারপর শুরু হল বক্তৃতা। কী একটা টাকা বরাদ্দ আর কী-সব পাইপ বসানো নিয়ে তর্ক হচ্ছিল। দু'জন সদস্যকে বিষ-কামড় দিয়ে বিজয়ের ভাব নিয়ে সের্গেই ইভানোভিচ কী যেন বললেন অনেকখন ধরে; অন্য একজন সদস্য কাগজে কী-সব টুকে নিয়ে প্রথমে শুরু করলেন সসংকোচে কিন্তু পরে মোক্ষম জবাব দিলেন বেশ পিত্তি জ্বলিয়ে। তারপর স্ভিয়াজ্‌স্কিও (তিনিও ছিলেন সেখানে) কী-কী বললেন ভারি সুন্দর করে, উদার স্বরে। লেভিন এ সব শুনে পরিষ্কার দেখতে পেলেন যে এই সব টাকা বরাদ্দ আর পাইপ কিছুই নয়, সদস্যেরা মোটেই রাগারাগি করছেন না, সবাই তাঁরা ভারি ভালো, চমৎকার লোক, তাঁদের মধ্যে সবই চলছে বেশ ভালোভাবেই। কেউ কাউকে বাধা দিচ্ছেন না, সবাই সুপ্রসন্ন। লেভিনের পক্ষে বিশেষ আকর্ষক হয়েছিল এই যে তিনি আজ সবার ভেতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলেন, আগে যা তাঁর লক্ষ্যে পড়ে নি এমন সব ছোটো ছোটো লক্ষণ থেকে তিনি প্রত্যেকের অন্তরটা জানতে পারছিলেন এবং পরিষ্কার দেখলেন যে তাঁরা সবাই সহৃদয় লোক। বিশেষ করে তাঁকে, লেভিনকে, ওঁরা আজ সবাই খুব ভালোবাসছেন। যেভাবে তাঁরা কথা কইছিলেন তাঁর সঙ্গে, কী সাদরে, সৌজন্যসহকারে তাঁর দিকে চাইছিলেন এমনকি অপরিচিতরাও, তা থেকে সেটা বোঝা যাচ্ছিল।

'কী খুশি হয়েছিস?' জিগ্যেস করলেন সের্গেই ইভানোভিচ।

'খুবই। আমি কখনো ভাবি নি যে এত ভালো লাগবে! চমৎকার, সুন্দর!'

স্ভিয়াজ্স্কি লেভিনের কাছে এসে তাঁকে চা-পানে ডাকলেন। স্ভিয়াজ্স্কির ওপর লেভিন অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন কেন, কী তাঁর মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন, সেটা বুঝতে বা স্মরণ করতে লেভিন পারলেন না কিছুতেই। এ যে ভারি বুদ্ধিমান, আশ্চর্য সদাশয় মানুষ।

'সানন্দে' — বলে তিনি জিগ্যেস করলেন তাঁর স্ত্রী ও শ্যালিকার খবর। আর তাঁর কাছে স্ভিয়াজ্স্কির শ্যালিকার কথাটা বিবাহের সঙ্গে মিলে থাকায় একটা বিচিত্র ভাবানুষঙ্গে তাঁর মনে হল যে নিজের সুখের কথাটা শুনবার পক্ষে স্ভিয়াজ্স্কির স্ত্রী ও শ্যালিকার মতো লোক আর হয় না। ওঁদের কাছে যেতে পারায় খুবই খুশি হলেন তিনি।

গাঁয়ে তাঁর বিষয়-আশয়ের খবর জিগ্যেস করলেন স্ভিয়াজ্স্কি, ইউরোপে যা পাওয়া যায় নি তেমন কোনো উপায় পাবার সম্ভাবনায় বরাবরের মতোই কোনো আমল না দিয়ে, কিন্তু তাতেও এখন লেভিনের এতটুকু খারাপ লাগল না। বরং তাঁর মনে হল স্ভিয়াজ্স্কিই সঠিক, তাঁর সমস্ত ব্যাপারটাই তুচ্ছ, নিজের সঠিকতার প্রতিপাদন যে আশ্চর্য নম্রতা ও কোমলতায় স্ভিয়াজ্স্কি এড়িয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখতে পেলেন তিনি। স্ভিয়াজ্স্কির বাড়ির মেয়েরা ভারি মিষ্টি ব্যবহার করলেন তাঁর সঙ্গে। লেভিনের মনে হল তাঁরা তাঁর সব কথা জানেন ও টের পাচ্ছেন কিন্তু বলছেন না শুধু ভদ্রতাবশে। ওঁদের ওখানে তিনি রইলেন ঘণ্টা দুই-তিন, কথা হল নানান বিষয় নিয়ে, কিন্তু একটা জিনিসেই তাঁর মন ছিল ভরা, খেয়ালই করেন নি যে উনি ওঁদের ভয়ানক অতিষ্ঠ করে তুলছেন, বহুক্ষণ ঘুমোবার সময় হয়ে গেছে ওঁদের। হাই তুলতে তুলতে এবং বন্ধুর বিচিত্র মেজাজে অবাক হয়ে স্ভিয়াজ্স্কি তাঁকে এগিয়ে দিলেন প্রবেশ-কক্ষ পর্যন্ত। তখন একটা বেজে গেছে। হোটেলে ফিরে অবশিষ্ট আরো দশ ঘণ্টা তাঁকে একা কাটাতে হবে ভেবে ভয় হল লেভিনের। বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে অনিদ্রিত চাপরাশি চলে যেতে চাইছিল, কিন্তু লেভিন তাকে থামালেন। এটি, এই ইয়েগরটি, লেভিন যাকে খেয়ালই করেন নি আগে, দেখা গেল খুবই বুদ্ধিমান, ভালো এবং বড়ো কথা, সহৃদয় লোক।

'কী হে ইয়েগর, সারা রাত জেগে থাকা কঠিন, তাই না?'

'কী করা যাবে! ওই আমাদের চাকরি। ভদ্রলোকদের বাড়ি চাকরিতে ঝামেলা নেই, তবে এখানে পয়সা আছে।'

জানা গেল ইয়েগরের ঘর-সংসার আছে, তিনটি ছেলে তার, একটি মেয়ে, সেলাই করে, জিন বিক্রিয় দোকানে যে ছেলেটি কাজ করে তার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিতে চায় সে।

এই উপলক্ষে লেভিন তাকে জানিয়ে দিলেন কী তিনি ভাবেন, বললেন যে বিয়ের ব্যাপারে প্রধান কথা হল ভালোবাসা, সেটা থাকলে সর্বদাই সুখী হওয়া যায়, কেননা সুখ থাকে কেবল নিজের মধ্যেই।

ইয়েগর মন দিয়ে শুনলে তাঁর কথা, বাহ্যত মনে হল লেভিনের কথাটা সে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে, কিন্তু তার সমর্থনে সে লেভিনের কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত যে কথাটা বললে সেটা হল এই যে: যখন সে থেকেছে ভালো মনিবদের সঙ্গে, মনিবদের ব্যাপারে সর্বদা সন্তুষ্ট থেকেছে সে, এখনো সে পুরোপুরি সন্তুষ্ট তার মনিবকে নিয়ে যদিও সে ফরাসি।

'আশ্চর্য ভালোমানুষ' — মনে হল লেভিনের।

'কিন্তু তুমি যখন বিয়ে করেছিলে ইয়েগর, ভালোবাসতে বৌকে?'

'ভালো না বাসলে চলে!' — জবাব দিলে ইয়েগর।

লেভিন দেখতে পেলেন যে ইয়েগরও একইরকম উচ্ছ্বসিত অবস্থায় আছে, বলতে চাইছে তার প্রাণের সবকিছু কথা।

'আমার জীবনটাও আশ্চর্য বটে। ছেলেবেলা থেকে আমি...' চোখ জ্বলজ্বল করে শুরু করলে ইয়েগর, স্পষ্টতই লেভিনের উচ্ছ্বাসে সংক্রামিত হয়েছিল সে-ও, যেভাবে একজন হাই তুললে অন্যজনেরও হাই পায়।

কিন্তু এইসময় ঘণ্টি বাজল; ইয়েগর চলে গেল, লেভিন রইলেন একা। ডিনার তিনি প্রায় কিছুই খান নি, স্ভিয়াজ্স্কিদের ওখানে চা আর নৈশাহারও বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু খাবার কথা ভাবতে পারছিলেন না তিনি। আগের রাতে ঘুম হয় নি তাঁর, কিন্তু ঘুমের কথাও ভাবতে পারছিলেন না। ঘরখানা ঠাণ্ডা, কিন্তু তাঁর গুমোট লাগছিল। জানলার ওপরকার ছোটো কপাট-দুটোই খুলে দিয়ে তিনি বসলেন তার সামনা-সামনি। তুষারাবৃত চালগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছিল শেকল ঝোলানো নকশী ক্রুশ আর তার ওপরে উদীয়মান ত্রিকোণ অরিগা নক্ষত্রমণ্ডলী আর জ্বলজ্বলে-হলুদ কাপেলা তারাটা। কখনো ক্রুশ, কখনো তারাটাকে দেখছিলেন তিনি, তাজা, হিমেল হাওয়া টানছিলেন বুক ভরে, যা ঘরে

ঢুকছিল তালে তালে এবং স্বপ্নের মতো কল্পনায় ভেসে উঠতে লাগল স্মৃতি আর মূর্তি। রাত তিনটের পর পদশব্দ শোনা গেল করিডরে, উনি তাকিয়ে দেখলেন দরজা দিয়ে। তাঁর পরিচিত জুয়াড়ি মিয়াস্‌কিন ফিরছে ক্লাব থেকে। ফিরছিল সে মনমরার মতো, কাশতে কাশতে। 'বেচারি, হতভাগ্য!' লেভিন ভাবলেন, লোকটির জন্য ভালোবাসা আর অনুকম্পায় চোখে জল এসে গেল তাঁর। ভেবেছিলেন ওর সঙ্গে কথা বলবেন, সান্ত্বনা দেবেন; কিন্তু মনে পড়ে গেল যে তিনি শুধু শার্ট পরে আছেন, তাই সে চিন্তা ছেড়ে ফের গিয়ে বসলেন জানলার কাছে শীতল বাতাসে অবগাহনের জন্য আর তাঁর কাছে ভারি তাৎপর্যময় ওই ক্রুশটার অদ্ভুত আকার আর উদীয়মান জ্বলজ্বলে-হলুদ তারাটাকে দেখতে। ছ'টার পর শোনা গেল মেঝে-পালিশ-করা লোকেদের শব্দ, কী একটা আরাধনার জন্য গির্জার ঘণ্টা, শীত-শীত করতে লাগল লেভিনের। ওপর-জানলা বন্ধ করে, হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরে তিনি বেরিয়ে এলেন বাইরে।

॥ ১৫ ॥

রাস্তা তখনো ফাঁকা, লেভিন গেলেন শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়িতে। সদর দরজা বন্ধ, সবাই ঘুমুচ্ছে। ফিরে এলেন তিনি হোটেলে, ঘরে গিয়ে কফি চাইলেন। ইয়েগর নয়, দিনের বেলাকার চাপরাশি তা নিয়ে এল। তার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছে হয়েছিল লেভিনের, কিন্তু ঘণ্টি বেজে উঠল, চলে গেল সে। লেভিন চেষ্টা করলেন কফিটা খেতে, একটুকরো বান রুটি মুখে দিলেন, কিন্তু সেটা নিয়ে কী করা যাবে, মুখ কিছুতেই তা বুঝতে পারছিল না। রুটিটা উগরে ফেলে ওভারকোট পরে ফের বেরুলেন লেভিন। শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়ির গাড়িবারান্দায় দ্বিতীয়বার যখন তিনি পৌঁছলেন, তখন ন'টা বেজে গেছে। বাড়ির লোকে সবে ঘুম থেকে উঠছে, বাবুর্চি গেল দোকানে। দরকার ছিল আরো দু'ঘণ্টা কাটানোর।

সেদিনের সারা রাত আর সকালটা লেভিনের কেটেছে একেবারে অচেতন অবস্থায়, নিজেকে অনুভব করছিলেন পার্থিব জীবন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। সারা দিন কিছু তিনি খান নি, ঘুমোন নি দু'রাত, হালকা জামায় কয়েক ঘণ্টা ঘুরেছেন হিমের মধ্যে, অথচ নিজেকে এত তাজা ও সুস্থ

আর কখনো বোধ করেন নি তাই নয়, দেহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন মনে হচ্ছিল তাঁর; চলছিলেন তিনি পেশীর প্রয়াস বিনাই, মনে হচ্ছিল তিনি সবকিছু করতে পারেন। তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন যে প্রয়োজন হলে তিনি আকাশে উড়তে পারবেন, ঠেলে সরিয়ে দেবেন বাড়ির ভিত। বাকি সময়টা তিনি কাটালেন রাস্তায়, ক্ষণে ক্ষণে ঘড়ি দেখছিলেন আর চাইছিলেন আশেপাশে।

এই সময় তিনি যা দেখেছিলেন তা পরে দেখেন নি আর কখনো। বিশেষ করে স্কুলে যাচ্ছে যে ছেলেরা, ঘুঘুরঙা যে পায়রাগুলো চাল থেকে নেমে এল ফুটপাথে, ময়দা ছিটানো যে বান রুটি অদৃশ্য একটা হাত রেখে দিল জানলায়, তা অভিভূত করল তাঁকে। এই রুটি, পায়রা, ছেলেদুটিকে মনে হল অপার্থিব বস্তু। সবই ঘটল একই সময়ে: ছেলে ছুটে গেল পায়রার দিকে আর হেসে চেয়ে দেখল লেভিনকে; বাতাসে কম্পমান তুষারধূলির মধ্যে রোদে ঝকমক করে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল পায়রা, আর জানলা থেকে ভেসে এল সেঁকা রুটির গন্ধ, রেখে দেওয়া হল বান রুটি। এই সবকিছু একসঙ্গে এত সুন্দর লাগল যে আনন্দে লেভিন হেসে উঠলেন, কেঁদে ফেললেন। গাজেত্নি গলি আর কিসলোভ্কায় একটা বড়ো চক্কর দিয়ে তিনি আবার ফিরলেন হোটেলে, ঘড়ি সামনে রেখে অপেক্ষা করতে লাগলেন কখন বাজবে বারোটা। পাশের কামরায় কথা হচ্ছিল যন্ত্রপাতি আর ঠকবাজি নিয়ে, সকালবেলার কাশি শোনা যাচ্ছিল। তারা বুঝতেই পারছে না যে ঘড়ির কাঁটা সরে আসছে বারোটার ঘরে। সরেও এল। লেভিন বেরিয়ে এলেন গাড়িবারান্দায়। বোঝাই যায় যে গাড়োয়ানরা সবই যেন জানত। সহর্ষ আনন্দে তারা লেভিনকে ঘিরে বচসা করতে লাগল নিজেদের মধ্যে, সবাই তারই গাড়িতে যাবার অনুরোধ করলে লেভিনকে। কারো মনে আঘাত না দেবার চেষ্টা করে তাদের গাড়িতেও যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে লেভিন একটা গাড়ি নিয়ে বললেন শ্যেরবাৎস্কিদের ওখানে যেতে। গাড়োয়ানটি চমৎকার, কাফতানের তল থেকে বেরিয়ে আসা কামিজের শাদা কলারে ঘেরা রক্তোজ্জ্বল, তেজী গর্দান। স্লেজটা তার উঁচু, আয়েসী, এমন স্লেজে পরে আর কখনো লেভিন ওঠেন নি, ঘোড়াও সুন্দর, চেষ্টা করছিল স্লেজ টানার, কিন্তু নড়ছিল না জায়গা থেকে। গাড়োয়ান শ্যেরবাৎস্কিদের বাড়ি চিনত, আরোহীর প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়ে হাত ঘের করে, 'প্র্রু' বলে গাড়ি থামালে গাড়িবারান্দার কাছে। শ্যেরবাৎস্কিদের

চাপরাশি নিশ্চয় সব জানত। সেটা বোঝা গেল তার চোখের হাসি আর কথা থেকে:

'অনেকদিন আসা হয় নি, কনস্তান্তিন দ্‌মিত্রিচ!'

সবই সে জানত শুধু তাই নয়, স্পষ্টতই বেশ উল্লসিত বোধ করছিল সে, চেষ্টা করছিল নিজের আনন্দ লুকিয়ে রাখার। তার বৃদ্ধ সহৃদয় চোখের দিকে চেয়ে লেভিন নিজের সুখে আরো নতুন কিছু একটার স্বাদ পেলেন।

'সবাই উঠেছেন?'

'আজ্ঞে, যান ভেতরে। আর এটা এখানেই রেখে যান' — লেভিন যখন তাঁর টুপি সঙ্গে নেবার জন্য ফিরতে আসছিলেন, সে বললে। এটারও অর্থ আছে কিছু।

'কাকে খবর দেব?' জিগ্যেস করলে চাকর।

চাকরটি ছোকরা আর নতুন চাকরদের মতো কিছু বাবুগোছের হলেও বেশ সজ্জন, ভালোমানুষ, সেও সব বুঝতে পারছিল।

লেভিন বললেন, 'প্রিন্স-মহিষী ... প্রিন্স ... প্রিন্স কন্যাকে...'

প্রথম যে ব্যক্তিটিকে তিনি দেখলেন, তিনি মাদমোয়াজেল লিনোঁ। মুখ আর কোঁকড়া চুল জ্বলজ্বলিয়ে তিনি আসছিলেন হল পেরিয়ে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে না বলতেই হঠাৎ দরজার বাইরে শোনা গেল পোশাকের খসখস শব্দ, মাদমোয়াজেল লিনোঁও পলকে অদৃশ্য হলেন লেভিনের দৃষ্টিপথ থেকে, সুখের সান্নিধ্যের একটা সানন্দ আতংক অভিভূত করল তাঁকে। মাদমোয়াজেল লিনোঁ তাঁকে ছেড়ে রেখে তাড়াতাড়ি করে গেলেন অন্য দরজায়। আর তিনি যেতেই দ্রুত লঘু পদক্ষেপ শোনা গেল মেজের পার্কেটে এবং তাঁর যা সুখ, তাঁর জীবন, তিনি নিজে, নিজের চেয়েও যা বেশি, এতদিন যার অপেক্ষা করেছেন তিনি, খুঁজেছেন, দ্রুত তা কাছিয়ে এল তাঁর দিকে, এল না, অদৃশ্য কোন এক শক্তি ভাসিয়ে আনল তাকে।

তিনি দেখলেন শুধু তার চোখ — স্বচ্ছ, ন্যায়পর, তাঁর নিজের বুক যে আনন্দঘন ভালোবাসায় ভরা, সেই ভালোবাসায় সে চোখ ত্রস্ত, জ্বলজ্বল করে সে চোখ ক্রমেই কাছিয়ে আসতে লাগল, ভালোবাসার দীপ্তিতে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে লেভিনের। কিটি থামলে একেবারে লেভিনের কাছে, তাঁর গা ছুঁয়ে। হাত তার উঠে গিয়ে নামল লেভিনের কাঁধে।

যা সম্ভব সবই করল সে — ছুটে এল লেভিনের কাছে, ভয়ে ভয়ে

সানন্দে আত্মসমর্পণ করলে। লেভিন আলিঙ্গন করলেন তাকে, যে মুখ চুম্বন ভিক্ষা করছিল, লেভিন তাঁর ঠোঁট চেপে ধরলেন সে মুখে।

কিটিও সারা রাত ঘুমোয় নি, সেদিন সারা সকাল অপেক্ষা করেছে তাঁর জন্য। মা আর বাবা সম্মত ও তার সুখে সুখী হয়েছিলেন বিনা দ্বন্দ্বে। লেভিনের অপেক্ষা করছিল সে, চেয়েছিল নিজের ও তাঁর সুখের কথা সে তাঁকে জানাবে সর্বপ্রথম। একা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সে তৈরি হয়েছিল, সে কথাটা ভেবে তার আনন্দ হচ্ছিল, আবার সংকোচ হচ্ছিল, লজ্জা পাচ্ছিল, নিজেই জানত না কী সে করছে। লেভিনের পদশব্দ আর কণ্ঠস্বর তার কানে গিয়েছিল, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সে অপেক্ষা করছিল কখন মাদমোয়াজেল লিনোঁ চলে যাবেন। চলে গেলেন তিনি। কোনো কিছু না ভেবে, কী-কেন নিজেকে জিজ্ঞাসামাত্র না করে কিটি চলে গিয়েছিল তাঁর কাছে এবং যা করেছে সেটা করে ফেললে।

'চলুন, মায়ের কাছে যাই' — ওঁর হাত টেনে নিয়ে কিটি বললে। বহুক্ষণ লেভিন কিছু বলতে পারলেন না, সেটা এই জন্য ততটা নয় যে কথায় তাঁর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্রয় নষ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় হচ্ছিল তাঁর, যতটা এই কারণে যে প্রতিবার কিছু একটা বলতে গেলেই তিনি অনুভব করছিলেন যে কথার বদলে সুখের অশ্রুজল ছাপিয়ে উঠবে তাঁর চোখে। কিটির হাত টেনে নিয়ে চুমু খেলেন তিনি।

'সত্যিই কি এটা সত্যি?' অবশেষে রুদ্ধকণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি ভালোবাসো আমায়!'

এই 'তুমি' কথাটা শুনে আর যে ভীরুতায় তিনি তাকালেন তার দিকে, তাতে হাসল কিটি।

'হ্যাঁ! ধীরে ধীরে, কথাটাকে অর্থে ভরে তুলে সে বললে, 'ভারি সুখী আমি!'

লেভিনের হাত না ছেড়ে কিটি ঢুকল ড্রয়িং-রুমে। তাঁদের দেখে প্রিন্স-মহিষীর নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘন ঘন, তক্ষুনি কেঁদে ফেললেন তিনি, আবার তক্ষুনি হাসলেন আর লেভিনের পক্ষে আশাতীত সতেজ পদক্ষেপে এলেন তাঁদের কাছে; লেভিনের মাথা জড়িয়ে ধরে তাঁকে চুমু খেয়ে চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেন তাঁর গাল।

'তাহলে সব চুকল! আনন্দ হচ্ছে আমার। ওকে তুমি ভালোবাসো। আনন্দ হচ্ছে আমার... ও কিটি!'

'তাহলে সব ঠিক করে নিলে চটপট' — বৃদ্ধ প্রিন্স বললেন উদাসীন থাকার চেষ্টা করে, কিন্তু লেভিনের সঙ্গে যখন কথা কইলেন লেভিনের নজরে পড়ল চোখ ওঁর ভেজা।

'অনেক দিন থেকেই আমি এইটেই চাইছিলাম' — লেভিনের হাত ধরে নিজের দিকে টেনে এনে বললেন, 'এমনকি তখনই যখন এই ছেবলাটির মাথায় ঢুকেছিল...'

'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠে কিটি তাঁর মুখ বন্ধ করে দিলে হাত দিয়ে।

'নে হয়েছে, হয়েছে, বলব না' — বললেন উনি, 'আমি খুবই, খুবই আন... আহ্ কী হাঁদা আমি...'

কিটিকে আলিঙ্গন করে তিনি তার মুখ, হাত এবং ফের মুখ চুম্বন করে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকলেন তার ওপর।

আর এই যে বৃদ্ধ প্রিন্স আগে তাঁর কাছে ছিল বাইরের লোক, তাঁর প্রতি নতুন একটা প্রীতি জেগে উঠল লেভিনের মনে যখন তিনি দেখলেন কিভাবে তাঁর মাংসল হাতে অনেকখন ধরে সস্নেহে চুমু খাচ্ছে কিটি।

॥ ১৬ ॥

প্রিন্স-মহিষী আরাম-কেদারায় বসে চুপ করে হাসছিলেন; প্রিন্স বসলেন তাঁর পাশে। কিটি বাপের হাত না ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর কেদারার কাছে। চুপ করে রইলেন সবাই।

প্রিন্স-মহিষীই প্রথম সবকিছু কথায় ব্যক্ত করলেন, সমস্ত ভাবনা ও অনুভবগুলিকে টেনে আনলেন বাস্তব প্রশ্নে। প্রথম মুহূর্তে সেটা সকলের কাছেই সমান অদ্ভুত, এমনকি বেদনাদায়ক মনে হল।

'তাহলে কবে? আশীর্বাদ চাই, লোকেদের জানাতে হবে। কবে হবে বিয়ে? কী তুমি ভাবছ আলেক্‌সান্দর?'

'ওই' — লেভিনকে দেখিয়ে বললেন বৃদ্ধ প্রিন্স, 'ওই এ ব্যাপারে মুখ্য ব্যক্তি।'

'কবে?' লেভিন বললেন লাল হয়ে, 'কালই। আমার মত যদি চান, তাহলে আমার মনে হয় আজ আশীর্বাদ কাল বিয়ে।'

'রাখো তো যত বাজে কথা, mon cher!'

'তাহলে এক সপ্তাহ বাদে।'

'একেবারে পাগলা।'

'কেন বলুন তো?'

'বাছা আমার!' ওঁর এই ব্যস্ততায় সানন্দে হেসে বললেন মা, 'আর যৌতুক?'

'যৌতুক-টৌতুকও চাই নাকি?' সভয়ে ভাবলেন লেভিন, 'তবে যৌতুক আর আশীর্বাদ-টাশীর্বাদ — এ সব কি সুখ মাটি করে দিতে পারে? কোনোকিছুতেই এটা মাটি হবার নয়!' উনি তাকালেন কিটির দিকে, লক্ষ্য করলেন যে যৌতুকের কথায় মোটেই, মোটেই অপমানিত বোধ করছে না সে। ভাবলেন, 'তাহলে এটার দরকার আছে।'

'আমার তো কিছু জানা নেই। শুধু নিজের ইচ্ছের কথাটা বললাম' — লেভিন বললেন কাঁচুমাচু হয়ে।

'তাহলে ঠিক করা যাক। এখন আশীর্বাদ আর লোককে খবর দেওয়া যেতে পারে। এই ঠিক।'

প্রিন্স-মহিষী স্বামীর কাছে গিয়ে তাঁকে চুমু খেয়ে চলে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু প্রিন্স তাঁকে ধরে রাখলেন, আলিঙ্গন করলেন তাঁকে, নবীন প্রণয়ীর মতো কোমল হেসে চুমু খেলেন কয়েকবার। বৃদ্ধেরা স্পষ্টতই মুহূর্তের জন্য আত্মহারা হয়ে ঠিক বুঝতে পারছিলেন না তাঁরাই ফের প্রেমে পড়েছেন নাকি তাঁদের মেয়ে। প্রিন্স আর প্রিন্স-মহিষী চলে গেলে লেভিন কিটির কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন। এখন তিনি নিজের ওপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছেন, কথা বলতে পারেন আর বলার কথা তাঁর অনেক। কিন্তু যা বলার কথা মোটেই সেটা বললেন না তিনি।

'ওহ্, আমি জানতামই যে এই হবে! তবে আশা করি নি কিছু; কিন্তু মনে মনে সর্বদা নিশ্চিত ছিলাম' — বললেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস এটা আমার নির্বন্ধ।'

'আর আমি?' কিটি বললে, 'এমনকি তখনো...' থেমে গিয়ে সে ফের তার ন্যায়পরায়ণ চোখে তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে যেতে লাগল, 'এমনকি তখনও, যখন নিজের সুখকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলাম। সর্বদা আমি শুধু আপনাকেই ভালোবেসেছি, তবে মোহে পড়েছিলাম। সেটা আপনাকে বলতেই হবে... আপনি কি তা ভুলে যেতে পারবেন?'

'বোধ হয় সেটা ভালোই। আমার অনেককিছু ক্ষমা করতে হবে আপনাকে। আমার বলা উচিত...'

কিটিকে লেভিন যা যা বলতে চেয়েছিলেন এটা তার একটা। উনি ঠিক করেছিলেন যে কিটিকে বলবেন দুটো বিষয় — উনি তার মতো পূতপবিত্র নন, আর দ্বিতীয়ত, উনি নাস্তিক। বলাটা কষ্টকর কিন্তু উনি মনে করেছিলেন, দুটো কথাই বলা উচিত।

'না, এখন নয়, পরে হবে!' বললেন তিনি।

'বেশ, পরেই হবে, কিন্তু অবিশ্যি-অবিশ্যি আমায় বলবেন। কিছুতেই ভয় নেই আমার। সবকিছু জানা আমার দরকার। এখন তো সব ঠিক হয়ে গেছে।'

কিটির কথাটা লেভিন সম্পূর্ণ করলেন:

'ঠিক হয়ে গেছে যে আমি যাই হই, যাই ছিলাম না কেন, আপনি আমাকে নেবেন, ত্যাগ করবেন না? তাই কি?'

'তাই, তাই।'

তাঁদের কথোপকথনে বাধা দিলেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ। অকপট না হলেও কোমল হাসি হেসে তিনি অভিনন্দন জানালেন আদরের শিক্ষার্থিনীকে। তিনি যেতে না যেতেই অভিনন্দন জানাতে এল চাকরবাকরেরা, তারপর এলেন আত্মীয়স্বজনেরা, শুরু হল স্বর্গসুখের এমন একটা ডামাডোল যা থেকে লেভিন মুক্তি পেয়েছিলেন কেবল বিয়ের পরের দিন। লেভিনের সর্বদা অস্বস্তি আর বিরক্তিকর ঠেকছিল কিন্তু সুখ তাঁর ক্রমাগত উঠতে লাগল পঞ্চমে। কেবলি তিনি টের পাচ্ছিলেন যে তিনি যা জানেন না এমন অনেক কিছুই তাঁর কাছ থেকে আশা করছে লোকে, এবং তাঁকে যা বলা হল সেগুলো করে তিনি আনন্দই পেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে তাঁর বিয়েটা অন্য বিয়ের মতো হবে না, বিয়ের সাধারণ ব্যাপার-স্যাপরগুলো তাঁর অসাধারণ সুখকে পন্ড করবে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি তাই করছেন যা করে অন্য লোকেরা আর এ থেকে সুখ তাঁর বেড়েই চলল, হয়ে উঠল তা মোটেই অন্য লোকের মতো নয়, নিজের অসাধারণ একটা সুখ।

'এখন আমরা মিষ্টি খাব' — বললেন মাদমোয়াজেল লিনোঁ আর লেভিনও ছুটলেন মিষ্টি কিনতে।

'ভারি আনন্দ হচ্ছে' — বললেন স্ভিয়াজ্স্কি, 'আমি তোমায় বলব, ফুলের তোড়া কেনো ফোমিনের দোকান থেকে।'

'কেন, দরকার বুঝি?' ছুটলেন তিনি ফোমিনের দোকানে।

দাদা বললেন, টাকা ধার করা দরকার, কেননা অনেক খরচা আছে, উপহার আছে...

'উপহারও চাই?' ছুটলেন তিনি ফুলদে'র কাছে।

আর মিষ্টিওয়ালা, ফোমিন, ফুলদে — সর্বত্রই তিনি দেখলেন যে সবাই তাঁর প্রত্যাশায় ছিল, সবাই তাঁর সুখে আনন্দিত, উল্লসিত, যেমন আর সবাই যাদের সঙ্গে এ দিনগুলোয় তাঁর কাজকর্ম ছিল। আশ্চর্য এই যে সবাই তাঁকে ভালোবাসছে শুধু নয়, আগে যারা তাঁর প্রতি ছিল নিরুত্তাপ, অদরদী, উদাসীন, তারা সবাই আনন্দ করছে তাঁর সঙ্গে, মেনে নিচ্ছে তাঁর মত, সৌজন্য সহকারে সম্মান করছে তাঁর ভাবাবেগ, সায় দিচ্ছে তাঁর এই অভিমতে যে দুনিয়ায় তিনি সবচেয়ে সুখী লোক, কারণ তাঁর বধূ পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা। কিটিরও মনোভাব ছিল সেইরকম। কাউণ্টেস নর্ড্স্টন যখন এই ইঙ্গিত করার সদিচ্ছা করেন যে আরো ভালো কিছু তিনি চাইতে পারতেন, কিটি তখন এত ক্ষেপে ওঠে আর এমন নিশ্চিত যুক্তি দিয়ে দেখায় যে দুনিয়ায় লেভিনের চেয়ে ভালো আর কেউ হতে পারে না, যে কাউণ্টেস নর্ড্স্টনকে সেটা স্বীকার করতে হয়, এবং কিটি উপস্থিত থাকলে সপ্রশংস হাসি না হেসে তিনি অভ্যর্থনা করতেন না লেভিনকে।

শুধু খোলাখুলি স্বীকৃতির যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, সেটাই ছিল এ সময়টার সবচেয়ে দুঃসহ ব্যাপার। বৃদ্ধ প্রিন্সের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁর অনুমতি পেয়ে লেভিন কিটিকে দেন তাঁর দিনলিপি যাতে লেখা ছিল কী তাঁর যন্ত্রণা। এটা তিনি লিখেছিলেন ভবিষ্যৎ বধূর কথা মনে রেখে। দুটো জিনিস যন্ত্রণা দিয়েছিল তাঁকে — তাঁর অপাপবিদ্ধতার লঙ্ঘন আর ধর্মে অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের স্বীকৃতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। কিটি নিজে ধর্মবিশ্বাসী, ধর্মের মূল সত্যগুলোয় কখনো সন্দেহ হয় নি তার, কিন্তু লেভিনের বাহ্যিক অবিশ্বাসে একটুও বিচলিত বোধ করে নি সে। ভালোবাসা দিয়ে লেভিনের সমস্ত অন্তরটা সে জানে আর সে অন্তরে সে দেখছে যা সে চাইছিল, আর এ অন্তরকে যদি বলা হয় অধর্মীয় তাতে কিছু এসে যায় না। অন্য স্বীকৃতিটা কিন্তু হাহাকারে কাঁদিয়েছে তাকে।

অভ্যন্তরীণ একটা সংগ্রাম বিনাই লেভিন তাকে তাঁর দিনলিপি দিয়েছিলেন এমন নয়। তিনি জানতেন যে তাঁর আর কিটির মধ্যে কোনো গোপনতা থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়, তাই ঠিক করেছিলেন এইটেই সঠিক কাজ; কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেটা তিনি ভেবে দেখেন

নি, তার স্থানে তিনি বসান নি নিজেকে। শুধু সেদিন সন্ধ্যায় যখন তিনি থিয়েটারে যাবার আগে ওঁদের ওখানে যান, কিটির ঘরে ঢোকেন আর তাকে তিনি যে অপূরণীয় কষ্ট দিয়েছেন তাতে করে অশ্রুপ্লাবিত, দুঃখার্ত, করুণ আর মধুর মুখখানা দেখেন, তখন তিনি বোঝেন কী অতল ব্যবধান তাঁর কলঙ্কজনক অতীত আর কিটির কপোতসুলভ শুচিতার মধ্যে, যা করেছেন তার জন্য ভয় হল তাঁর।

'নিয়ে যান, নিয়ে যান এই ভয়ংকর খাতাগুলো!' সামনে টেবিলের ওপর পড়ে থাকা খাতাগুলো ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কিটি বললে, 'কেন ওগুলো দিয়েছেন আমায়!.. না, এ বরং ভালো' — লেভিনের করুণ মুখ দেখে সে যোগ করলে, 'তাহলেও এটা সাংঘাতিক, সাংঘাতিক!'

মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। কিছুই বলতে পারলেন না।

পরে ফিসফিস করলেন, 'আপনি ক্ষমা করবেন না আমায়।'

'না, ক্ষমা আমি করেছি, কিন্তু এটা সাংঘাতিক!'

তবে লেভিনের সুখ এত বিপুল যে এই স্বীকৃতিতে তা ধূলিসাৎ তো হলই না, বরং নতুন একটা অর্থে তা পুলকিত করল তাঁকে। কিটি ক্ষমা করেছে তাঁকে; কিন্তু সেই থেকে তিনি কিটির কাছে নিজেকে আরো বেশি অযোগ্য বলে গণ্য করতে লাগলেন, তার নৈতিক উচ্চতার কাছে আরো বেশি মাথা নত করলেন, আরো বেশি মূল্য দিলেন নিজের অন্যায্য সুখে।

॥ ১৭ ॥

ডিনারের সময়ে এবং পরে যে কথাবার্তাগুলো হয়েছিল, অজ্ঞাতসারে সেগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ফিরলেন তাঁর একলা কামরাটায়। ক্ষমা করা নিয়ে দারিয়া আলেক্সান্দ্রভনা যা বলেছিলেন, শুধু সেটাই তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। নিজের ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় নীতি প্রয়োগ করা বা না করা বড়ো বেশি কঠিন একটা প্রশ্ন যা নিয়ে লঘুচিত্তে কিছু বলা অনুচিত, আর বহু আগেই আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ এ প্রশ্নটার নেতিবাচক উত্তর দিয়ে রেখেছেন। যতকিছু শোনা গিয়েছিল তার ভেতর তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল নির্বোধ, সহৃদয়

তুরোভ্‌ৎসিনের কথাটা: বাহাদুরের মতো কাজ করেছেন, ডুয়েলে ডেকে দিলেন খতম করে। সবাই স্পষ্টতই এই মতই পোষণ করে যদিও সৌজন্যবশত সেটা মুখ খুলে বলে নি।

'তবে ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে, ও নিয়ে ভাবার কিছু নেই' — নিজেকে বোঝালেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। এবং শুধু নিজের আসন্ন যাত্রা আর নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঢুকলেন নিজের কামরায় আর হোটেলের যে চাপরাশি তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছিল, তাকে শুধালেন তাঁর চাকরটা কোথায়; সে বললে যে চাকর এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁকে চা দিতে বলে বসলেন এবং গাইড-বই নিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর পর্যটন-পথ।

চাকর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে বললে, 'দুটো টেলিগ্রাম আছে। মাপ করবেন হুজুর। আমি এই মাত্র বেরিয়েছিলাম।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ টেলিগ্রাম নিয়ে তার সীল ভাঙলেন। প্রথম টেলিগ্রামটায় এই খবর দেওয়া হয়েছে যে কারেনিন যে পদটার প্রার্থী ছিলেন সেটা পেয়েছেন স্ত্রেমভ। টেলিগ্রাম ছুড়ে ফেলে লাল হয়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। 'Quos vult perdere dementat'* — এ পদনির্বাচনে যারা সহযোগিতা করেছে quos কথাটায় তাদের মনে করে বললেন তিনি। এ পদটা যে তিনি পেলেন না, তাঁকে যে স্পষ্টতই এড়িয়ে যাওয়া হল, এতে তিনি তেমন ক্ষুব্ধ হন নি; কিন্তু তাঁর কাছে দুর্বোধ্য, বিস্ময়কর ঠেকল কী করে ওদের চোখে পড়ল না যে বাচাল, বুলিবাগীশ স্ত্রেমভ অন্য সবার চেয়ে এ পদের অযোগ্য। কী করে ওদের চোখে পড়ল না যে এই নির্বাচনে ওরা সর্বনাশ করছে নিজেদের, ক্ষুণ্ণ করছে নিজেদের মর্যাদা।

'এই ধরনেরই আরো একটা কিছু হবে' — দ্বিতীয় টেলিগ্রামটা খুলতে খুলতে পিত্তি জ্বালিয়ে তিনি বললেন মনে মনে। টেলিগ্রামটা স্ত্রীর কাছ থেকে। নীল পেনসিলে লেখা 'আন্না' স্বাক্ষরটা প্রথম চোখে পড়ল তাঁর। 'মরছি, আসবার জন্যে মিনতি করছি, ক্ষমা পেয়ে মরে যাব নিশ্চিন্তে' — পড়লেন তিনি। ঘৃণাভরে তিনি হাসলেন, ছুড়ে ফেলে দিলেন টেলিগ্রাম। এটা যে একটা ছলনা, ধূর্ততা, এ বিষয়ে প্রথম মুহূর্তে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না।

---

* ভগবান যাদের মারতে চান তাদের বুদ্ধিভ্রংশ করেন (লাতিন)।

'কোনো ছলনাতেই সে দ্বিধা করবে না। তার প্রসব হবার কথা। হয়ত এটা তার প্রসবকালীন পীড়া। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? সন্তানকে বৈধ করার জন্যে, আমাকে হতমান করে বিবাহবিচ্ছেদে বাধা দেবার জন্যে?' ভাবলেন তিনি, 'কিন্তু লিখেছে যে: মরছি...' টেলিগ্রামটা ফের পড়লেন তিনি; আর তাতে যা লেখা ছিল তার সাক্ষাৎ অর্থটা হঠাৎ অভিভূত করল তাঁকে। 'যদি এটা সত্যি হয়?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'যদি যন্ত্রণার মুহূর্তে, মৃত্যুর সান্নিধ্যে তার সত্যিই অনুতাপ হয়ে থাকে, আর আমি যদি এটাকে ছলনা ভেবে যেতে আপত্তি করি? এটা শুধু নিষ্ঠুরতা হবে, সবাই ধিক্কার দেবে আমায়, তাই নয়, আমার পক্ষ থেকে এটা হবে মূর্খামি।'

'পিওত্র, একটা গাড়ি ডাক, আমি পিটার্সবুর্গ যাচ্ছি' — চাকরকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ স্থির করলেন পিটার্সবুর্গ গিয়ে স্ত্রীকে দেখবেন। যদি তার পীড়াটা ছলনা হয়, তাহলে তিনি কিছুই না বলে চলে যাবেন। আর যদি সত্যিই সে হয় অসুস্থ, মরণাপন্ন, মৃত্যুর আগে দেখতে চাইছে তাঁকে, তাহলে ও জীবিত থাকলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন আর বড়ো বেশি দেরি হয়ে গেলে শেষকৃত্য করে যাবেন।

কী তাঁকে করতে হবে, সারা রাস্তায় সে কথাটা আর ভাবলেন না তিনি।

রেল কামরায় কাটানো রাতটার ফলে একটা অপরিচ্ছিন্নতার বোধ আর ক্লান্তি নিয়ে পিটার্সবুর্গের প্রভাতী কুয়াশায় তিনি ফাঁকা নেভস্কি সড়ক দিয়ে চললেন সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে, কী তাঁর কপালে আছে সে কথা মোটেই ভাবছিলেন না। সে কথা ভাবতে তিনি পারছিলেন না কারণ কী হবে সেটা কল্পনা করতে গেলেই যত মুশকিলে তিনি পড়েছেন, আন্নার মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ তার আসান হয়ে যাবে এই ধারণাটা তাড়ানো যাচ্ছিল না। রুটিওয়ালা ছোঁড়া, দরজা-বন্ধ দোকান, রাতের ছ্যাকরা গাড়ির গাড়োয়ান, ফুটপাথ সাফ করার ঝাড়ুদার ভেসে যেতে লাগল তাঁর চোখের সমুখ দিয়ে। আর এ সবই তিনি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন কী তাঁর কপালে আছে আর যা চাইবার সাহস তাঁর নেই অথচ চাইছেন, সে ভাবনাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে। গেলেন গাড়ি-বারান্দার দিকে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটা ছ্যাকরা গাড়ির কোচোয়ান আর তাতে ঘুমন্ত সহিস। অলিন্দে যেতে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মস্তিষ্কের কোন এক সুদূর প্রান্ত থেকে যেন টেনে আনলেন নিজের সিদ্ধান্ত এবং সেটা গুছিয়ে নিলেন। তার অর্থ

দাঁড়াল: 'যদি ছলনা হয়, তাহলে ঘৃণাভরে স্থিরতা বজায় রেখে চলে যাওয়া। যদি সত্যি হয় তাহলে সৌজন্য পালন।'

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ ঘণ্টি দেবার আগেই দরজা খুললে চাপরাশি। টাই ছাড়া পুরনো একটা ফ্রক-কোট আর ঘরোয়া জুতো পরা চাপরাশি পেত্রভ বা কাপিতোনিচকে দেখাচ্ছিল অদ্ভুত।

'গিন্নির খবর কী?'

'কাল ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়েছে।'

বিবর্ণ হয়ে থমকে দাঁড়ালেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। এখন তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন কী ভয়ানক আন্নার মৃত্যুকামনা করছিলেন তিনি।

'আর স্বাস্থ্য?'

সকাল বেলাকার এপ্রণ পরা কর্নেই নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

বললে, 'খুব খারাপ। কাল ডাক্তারদের পরামর্শ-বৈঠক হয়েছে। এখন ডাক্তার এখানেই।'

'জিনিসগুলো তোল' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন এবং এখনো তাহলে মৃত্যুর আশা আছে এই সংবাদে খানিকটা হালকা হয়ে তিনি ঢুকলেন প্রবেশ-কক্ষে।

র‍্যাকে একটা ফৌজী ওভারকোট ঝুলতে দেখে তিনি শুধালেন:

'কে আছে ওখানে?'

'ডাক্তার, ধাই আর কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি।'

অন্তঃপুরে ঢুকলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। ড্রয়িং-রুমে কেউ ছিল না: তাঁর পদশব্দ শুনে বেগুনি ফিতে লাগানো টুপি পরা ধাই বেরিয়ে এল আন্নার স্টাডি থেকে।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের কাছে এসে সে মৃত্যুর সন্নিকটতা হেতু অন্তরঙ্গতায় তাঁর হাত ধরে নিয়ে গেল শোবার ঘরে।

বললে, 'যাক ভগবান, আপনি এসে গেছেন! কেবলই আপনার কথা, শুধু আপনার কথা।'

'বরফ দিন শিগগির!' শোবার ঘর থেকে শোনা গেল ডাক্তারের হুকুমদার গলা।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ গেলেন আন্নার স্টাডিতে। সেখানে নিচু একটা টুলে পাশকে ভাবে বসে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছিলেন ভ্রন্‌স্কি।

ডাক্তারের গলা শুনে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, মুখ থেকে হাত সরাতেই দেখতে পেলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে। স্বামীকে দেখে তিনি এত বিব্রত হয়ে গেলেন যে বসে পড়লেন আবার, ঘাড়ের মধ্যে মাথা এমনভাবে গুটিয়ে আনলেন যেন কোথাও হোক অন্তর্ধান করতে চান; তবে নিজের ওপর জোর খাটিয়ে বললেন:

'ও মারা যাচ্ছে। ডাক্তাররা বলেছে কোনো আশা নেই। এটা অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন, কিন্তু এখানে থাকতে দিন আমায়... তবে এটা আপনার যা ইচ্ছে, আমি...'

ভ্রন্‌স্কির চোখে জল দেখে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বিচলিত বোধ করলেন যেমনটা তাঁর হত অন্য লোকের কষ্ট দেখলে, মুখ ফিরিয়ে ভ্রন্‌স্কির কথা সবটা না শুনে চলে গেলেন দরজার দিকে। শোবার ঘর থেকে শোনা যাচ্ছিল আন্নার গলা, কী যেন বলছেন। গলার স্বর ওঁর সজীব, প্রফুল্ল, সুনির্দিষ্ট জোর পড়ছে এক-একটা শব্দে। শোবার ঘরে ঢুকে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ গেলেন পালঙ্কের কাছে। আন্না শুয়েছিলেন ওঁর দিকে মুখ করে। গাল রক্তিম, ঝকঝকে চোখ, ছোটো ছোটো শাদা হাত ব্লাউজের আস্তিন থেকে বেরিয়ে এসে খেলা করছে কম্বলের কিনারা নিয়ে। তাঁকে শুধু সুস্থ ও সবল দেখাচ্ছিল তাই নয়, মেজাজও চমৎকার। কথা কইছিলেন দ্রুত, ঝঙ্কৃত, অসাধারণ সঠিক আর সাবেগ টানে।

কেননা আলেক্‌সেই, আমি বলছি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কথা (কী বিচিত্র, ভয়ংকর নির্বন্ধ যে দুই জনেই আলেক্‌সেই, তাই না?) আলেক্‌সেই আমায় ত্যাগ করল না। আমিও ভুলে যেতাম, সেও ক্ষমা করত... কিন্তু কেন আসছে না সে? ভারি সে ভালো লোক, নিজেই জানে না কত ভালো। আহ্, হে ভগবান, কী যে বিছছিরি লাগছে! তাড়াতাড়ি একটু জল খেতে দিন আমায়! আহ্, এতে যে আমার মেয়েটির ক্ষতি হবে! বেশ, ঠিক আছে, ওকে দিন ধাই-মা'র কাছে! সেই বরং ভালো। ও আসবে, খুকিকে দেখলে কষ্ট হবে ওর। ওকে দিয়ে দিন ধাই-মা'র কাছে।'

'আন্না আর্কাদিয়েভনা, উনি এসেছেন। এই-যে উনি!' ধাই বললে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

'আহ্, কী ছাইভস্ম!' আন্না বলে চললেন স্বামীকে লক্ষ্য না করে। 'দাও ওকে, খুকিকে দাও আমায়! এখনো ও এল না। ক্ষমা করবে না তোমরা বলছ কারণ ওকে চেনো না তোমরা। কেউ চিনত না, চিনতাম

শুধু একা আমি, তাও কী কষ্টই না হয়েছে। দেখা উচিত ওর চোখ দু'খানা, সেরিওজারও অমনি চোখ, তাই সে দিকে তাকাতে পারি না। সেরিওজাকে খেতে দেওয়া হয়েছে? আমি যে জানি, সবাই ওকে ভুলে থাকবে। ও হলে ভুলত না। সেরিওজাকে নিয়ে আসা দরকার কোণের ঘরটায়, মারিয়েটকে বলা হোক ওর সঙ্গে শুতে।'

হঠাৎ উনি কুঁকড়ে এলেন, চুপ করে গেলেন, যেন কোনো একটা আঘাতের ভয়ে আত্মরক্ষায় হাত তুললেন মুখের কাছে। স্বামীকে দেখতে পেয়েছেন।

'না, না' — আন্না বলে চললেন, 'ওকে আমি ভয় পাই না, ভয় পাই মরণকে। আলেক্‌সেই, এসো এখানে। বড়ো তাড়া আমার, কেননা সময় নেই, বেঁচে থাকব মাত্র কিছুক্ষণ, এক্ষুনি জ্বর উঠবে, তখন কিছুই আর বুঝতে পারব না। এখন পারছি, সব বুঝতে পারছি, দেখতে পাচ্ছি সবই।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কুঞ্চিত মুখে ফুটে উঠল যন্ত্রণা। আন্নার হাত ধরলেন তিনি, কী একটা বলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না; নিচের ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল, কিন্তু তখনও তিনি লড়ছিলেন নিজের ব্যাকুলতার সঙ্গে, আন্নার দিকে তাকাচ্ছিলেন শুধু মাঝে-মধ্যে। আর যতবার তাকাচ্ছিলেন, নজরে পড়ছিল আন্নার চোখ যা তাঁর প্রতি নিবদ্ধ ছিল এমন একটা মিনতি আর উচ্ছ্বসিত কোমলতা নিয়ে যা আগে তিনি দেখেন নি কখনো।

'দাঁড়াও তুমি জানো না... দাঁড়াও, দাঁড়াও...' — থেমে গেলেন আন্না, যেন নিজের ভাবনাটা গুছিয়ে নিতে চান, 'হ্যাঁ' — শুরু করলেন তিনি, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমায় যা বলতে চাইছিলাম। আমার ব্যাপারে অবাক হ'য়ো না। আমি সেই একই আছি... আমার মধ্যে আছে আরেকজন, আমি ভয় করি তাকে, সে ভালোবাসে ঐ লোকটাকে, চেয়েছিলাম তোমায় ঘৃণা করতে, কিন্তু আগে আমি যা ছিলাম সে সত্তাটাকে ভুলতে পারি নি। ও মেয়েটা আমি নই। এখন আমি আসল, গোটাটাই। আমি এবার মরছি, জানি যে মরছি, জিগ্যেস করো ওকে। এখনই আমি টের পাচ্ছি এই তো হাতে, পায়ে, আঙুলে মন খানেক করে ভার। আঙুলগুলো দেখো-না, কী বিরাট। তবে এ সব শিগগিরই চুকে যাবে... শুধু একটা জিনিস আমার দরকার: আমায় ক্ষমা করো তুমি, ক্ষমা করে দাও পুরোপুরি! আমি যাচ্ছেতাই, কিন্তু আমার ধাই-মা যা বলত: সন্ন্যাসিনী কৃচ্ছ্রসাধিকা — কী যেন তার নাম? সে তো আমার চেয়েও খারাপ। রোমে চলে যাব আমি, মরুভূমি আছে

সেখানে, তখন কারো ব্যাঘাত ঘটাব না, শুধু সেরিওজাকে সঙ্গে নেব, আর খুকিটিকে... না, তুমি ক্ষমা করতে পারো না! আমি জানি, এটা যে ক্ষমা করা চলে না! না, না, চলে যাও, বড়ো বেশি ভালো তুমি!' উত্তপ্ত এক হাতে তিনি ধরে রইলেন তাঁর হাত, অন্য হাতে ঠেলতে লাগলেন তাঁকে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের প্রাণের বেদনা ক্রমেই বেড়ে উঠে এমন পর্যায়ে পেঁাছল যে সেটা দমন করার চেষ্টা তিনি ছেড়ে দিলেন; হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যে প্রাণের বেদনা বলে যেটাকে ভাবছিলেন সেটা উল্টে বরং প্রাণের একটা পরমানন্দের অবস্থা, যা হঠাৎ তাঁকে দিচ্ছে নতুন একটা সুখ, যা আগে তিনি পান নি কখনো। তিনি ভাবেন নি যে সারা জীবন যা তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন সেই খ্রিষ্টীয় অনুশাসনটাই তাঁকে তাঁর শত্রুদের ক্ষমা করতে ও ভালোবাসতে বলছে; কিন্তু শত্রুকে ভালোবাসা ও ক্ষমার একটা সুখানুভূতিতে বুক তাঁর ভরে উঠল। নতজানু হয়ে বসলেন তিনি, মাথা রাখলেন আন্নার হাতের ভাঁজে, ব্লাউজের তল থেকে তা পুড়িয়ে দিচ্ছিল তাঁর কপাল, কাঁদতে লাগলেন শিশুর মতো। আন্না তাঁর কেশবিরল মাথা জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর দিকে সরে এসে দৃপ্ত গর্বে চোখ তুললেন ওপরে।

'দ্যাখো কেমন লোক, আমি তো জানতামই! এবার বিদায়, সকলের কাছ থেকে বিদায়!.. ফের এসেছে ওরা, কেন ওরা চলে যাচ্ছে না?.. আহ্, খুলে নাও না আমার ওভারকোট!'

ডাক্তার তাঁর হাত খসিয়ে সন্তর্পণে তা রাখলেন বালিশের ওপর, কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। বাধ্যের মতো শুয়ে রইলেন আন্না, জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

'শুধু একটা কথা মনে রেখো, আমার চাই ক্ষমা, আর কিছুই আমার দরকার নেই... ও আসছে না কেন?' দরজায় ভ্রন্‌স্কিকে লক্ষ্য করে আন্না বললেন, 'এসো, এসো, করমর্দন করো ওর।'

খাটের কিনারার কাছে এসে ভ্রন্‌স্কি আবার তাঁকে দেখে ফের মুখ ঢাকলেন হাত দিয়ে।

'মুখ খোলো, ওর দিকে চাও। সাধু ও' — আন্না বললেন, 'খোলো, মুখ খোলো তো!' রাগত স্বরে বলে উঠলেন তিনি, 'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, ওর হাত সরিয়ে নাও! আমি ওর মুখ দেখতে চাই।'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ হাত সরিয়ে দিলেন ভ্রন্‌স্কির মুখ থেকে যা যন্ত্রণা আর লজ্জায় ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল।

'ওকে হাত দাও। ক্ষমা করো ওকে।'

চোখ থেকে যে জল ঝরছিল তা সম্বরণের চেষ্টা না করে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

'জয় ভগবান, জয় ভগবান' — আন্না বললেন, 'এবার সব তৈরি। কেবল পাদুটো একটু লম্বা করে দিলে ভালো হয়। হ্যাঁ, ওইরকম, আহ্‌ চমৎকার। কী রুচিহীন এই ফুলগুলো, একেবারেই ভায়োলেটের মতো নয়' — ওয়াল-পেপার দেখিয়ে বললেন তিনি, 'মাগো, মাগো। কখন এ সব চুকবে? মর্ফিয়া দিন আমায়। ডাক্তার! মর্ফিয়া দিন। মাগো, মাগো!'

বিছানায় ছটফট করতে লাগলেন তিনি।

এই ডাক্তার এবং অন্য ডাক্তাররাও বলেছিলেন যে এটা প্রসবের জ্বর, শতকরা নিরানব্বই ক্ষেত্রেই যার পরিণাম মৃত্যু। সারা দিন চলল জ্বর, ভুল-বকা, সংজ্ঞাহীনতা। মাঝ রাতের দিকে রোগিণী পড়ে রইলেন অসাড় হয়ে, নাড়ী প্রায় ছিল না।

প্রতি মুহূর্তে লোকে প্রতীক্ষা করছিল অন্তিমটার জন্য।

ভ্রন্‌স্কি বাড়ি চলে গেলেন কিন্তু সকালে ফিরে এলেন খবর নিতে। প্রবেশ-কক্ষে তাঁকে দেখে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন:

'থেকে যান, হয়ত চাইবে আপনাকে' — এবং নিজেই তাঁকে নিয়ে গেলেন স্ত্রীর স্টাডি ঘরে।

সকালে ফের শুরু হল ব্যাকুলতা, উত্তেজনা, চিন্তা ও উক্তির ক্ষিপ্রতা, এবং ফের শেষ হল সংজ্ঞাহীনতায়। তৃতীয় দিনেও তাই চলল, ডাক্তাররা বললেন আশা নাকি আছে। সেদিন স্টাডিতে গেলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, যেখানে বসে ছিলেন ভ্রন্‌স্কি, দরজা বন্ধ করে বসলেন তাঁর মুখোমুখি।

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ' —কৈফিয়তের পালা কাছিয়ে আসছে অনুভব করে ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'আমি কথা বলতে পারছি না, কিছু বুঝতেও পারছি না। কৃপা করুন আমায়। আপনার যত কষ্টই হোক, আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।'

উঠতে যাচ্ছিলেন তিনি কিন্তু আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত ধরে বললেন:

'অনুরোধ করি, আমার কথাগুলো শুনুন, এর প্রয়োজন আছে। আমার মনোভাবগুলো আপনাকে বুঝিয়ে বলা উচিত, যার দ্বারা আমি চালিত হয়েছি এবং হব যাতে আমার সম্পর্কে আপনার মনে কোনো বিভ্রান্তি না থাকে। আপনি জানেন যে আমি বিবাহবিচ্ছেদ করব বলে স্থির করেছিলাম এবং ব্যাপারটা শুরুও করে দিয়েছিলাম। আপনার কাছে লুকাব না যে শুরু করে দ্বিধায় পড়েছিলাম, কষ্ট পাচ্ছিলাম আমি; স্বীকার করছি যে ওর এবং আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবার বাসনা আমায় পেয়ে বসেছিল। যখন আমি টেলিগ্রাম পাই, তখন আমি এখানে এসেছিলাম একই মনোভাব নিয়ে, বলা উচিত তারও বেশি, মৃত্যু কামনা করেছিলাম ওর। কিন্তু...' চিন্তায় খানিক চুপ করে রইলেন, নিজের মনোভাব ওঁর কাছে প্রকাশ করবেন কি করবেন না, 'কিন্তু ওকে দেখার পর আমি ক্ষমা করি। ক্ষমার সুখ আমায় বলে দেয় কী আমার কর্তব্য। ক্ষমা করেছি পুরোপুরি। অন্য গালটাও পেতে দিতে চাই আমি। কেউ আমার কোট কেড়ে নিলে কামিজটাও দিতে চাই তাকে। ভগবানের কাছে আমার শুধু একটাই প্রার্থনা, ক্ষমার সুখ যেন আমার কাছ থেকে নিয়ে না নেন!' চোখে তাঁর জল আর সে চোখের প্রশান্ত দৃষ্টি বিস্মিত করল ভ্রন্স্কিকে। 'এই আমার অবস্থা। আপনি আমায় কাদায় ধামসাতে পারেন, সমাজের কাছে একটা হাসির পাত্র করে তুলতে পারেন আমায়, কিন্তু ওকে আমি ত্যাগ করব না, আপনাকেও ভর্ৎসনা করব না কখনো' — বলে চললেন উনি, 'আমার কর্তব্য আমার সামনে সুস্পষ্ট: ওর সঙ্গে আমায় থাকতে হবে এবং থাকব। ও যদি আপনাকে দেখতে চায়, আমি জানাব, কিন্তু এখন, আমি মনে করি আপনার বিদায় নেওয়া ভালো।'

উঠে দাঁড়ালেন তিনি, ফোঁপানিতে বন্ধ হয়ে গেল কথা। ভ্রন্স্কিও উঠে দাঁড়ালেন এবং নুয়ে, খাড়া না হয়ে কপালের তল থেকে চাইছিলেন তাঁর দিকে। আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের অনুভূতিটা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। তবে টের পাচ্ছিলেন যে সেটা একটা উঁচু দরের হৃদয়াবেগ, তাঁর যা দৃষ্টিভঙ্গি তাতে করে সেটা তাঁর পক্ষে এমনকি অনধিগম্যই।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের সঙ্গে কথাবার্তার পর ভ্রন্স্কি বেরিয়ে এসে কারেনিনদের বাড়ির দেউড়িতে থেমে চেষ্টা করে স্মরণ করতে চাইলেন কোথায় তিনি, কোথায় যেতে হবে তাঁকে। নিজেকে লজ্জিত, অবমানিত, দোষী আর নিজের অবমাননা মুছে ফেলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত বলে বোধ করছিলেন তিনি। যে বাঁধা-রাস্তা দিয়ে তিনি এযাবৎ অমন সগর্বে আর অনায়াসে এগিয়ে এসেছেন, তা থেকে নিজেকে নিক্ষিপ্ত বলে বোধ হচ্ছিল তাঁর। জীবনের যেসমস্ত অভ্যাস আর নিয়ম তাঁর ভারি দৃঢ় বলে মনে হত, হঠাৎ দেখা গেল সেগুলি মিথ্যা আর অপ্রযোজ্য। প্রতারিত যে স্বামীকে তাঁর এতদিন মনে হয়েছিল করুণ একটি জীব, তাঁর সুখের পথে একটা আপতিক এবং খানিকটা হাস্যকর অন্তরায়, হঠাৎ আন্না নিজেই তাকে ডেকে পাঠালেন, তুলে দিলেন হীনতাবোধ জাগাবার মতো একটা উচ্চতায়, আর সে উচ্চতায় এ স্বামী মোটেই আক্রোশপরায়ণ নয়, মিথ্যাচারী নয়, হাস্যকর নয়, সহৃদয়, সহজ, মহিমান্বিত। এটা অনুভব না করে ভ্রন্স্কি পারলেন না। হঠাৎ বদলে গেল ভূমিকাদুটো। ভ্রন্স্কি অনুভব করলেন স্বামীর উচ্চতা, নিজের হীনতা, তার ন্যায্যতা, নিজের অন্যায়। অনুভব করলেন যে নিজের দুঃখেও স্বামী মহানুভব আর নিজের প্রতারণায় তিনি নীচ আর তুচ্ছ। কিন্তু যে ব্যক্তিকে তিনি অন্যায়ভাবে অবজ্ঞা করেছেন তার কাছে এই হীনতাবোধ তাঁর শোচনার অল্পাংশ মাত্র। নিজেকে তাঁর অবর্ণনীয় অসুখী মনে হল এই জন্য যে এখন যখন তিনি বুঝলেন যে চিরকালের জন্য আন্নাকে হারিয়েছেন, তখন আন্নার জন্য যে হৃদয়াবেগ নিভে আসছে বলে তাঁর ইদানীং মনে হয়েছিল, সেটা এত প্রবল হয়ে উঠল যা আর কখনো হয় নি। অসুখের সময় তিনি আন্নার সমস্তটা দেখতে পেয়েছেন, দেখেছেন তাঁর অন্তঃস্থল, আর তাঁর মনে হয়েছে এতদিন পর্যন্ত তিনি ভালোবাসেন নি তাঁকে। এখন, তিনি যখন তাঁকে জানলেন, তখন তাঁর বুকে এমন একটা ভালোবাসা উথলে উঠল যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা উচিত; তাঁর কাছে তিনি হীন হয়েছেন, চিরকালের জন্য হারালেন তাঁকে, শুধু নিজের লজ্জাকর স্মৃতি রেখে গেলেন তাঁর মনে। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার তাঁর সেই হাস্যকর, কলংকজনক দশা যখন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ তাঁর হাত সরিয়ে দেন তাঁর লজ্জিত মুখ থেকে। কারেনিনদের বাড়ির দেউড়িতে

হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, ভেবে পাচ্ছিলেন না কী করবেন।

'গাড়ি ডাকব কি?' জিগ্যেস করলে চাপরাশি।

'হ্যাঁ, গাড়ি।'

তিনটি বিনিদ্র রাত্রির পর ঘরে ফিরে ভ্রন্‌স্কি পোশাক না ছেড়ে, হাত গুটিয়ে মাথার তলে রেখে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন সোফায়। মাথা তাঁর ভারি। অতি বিচিত্র সব ছবি, স্মৃতি, চিন্তা অসাধারণ দ্রুততা আর স্পষ্টতায় অদল-বদল হতে থাকল: এই তিনি রোগিণীর জন্য চামচে ওষুধ ঢালতে গিয়ে উপছে ফেললেন, কখনো দেখা গেল ধাত্রীর শাদা হাত, কখনো-বা খাটের কাছে মেঝেতে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের বিচিত্র অবস্থান।

'ঘুম! বিস্মরণ!' মনে মনে বললেন তিনি সুস্থ লোকের এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে ক্লান্ত হয়ে সে যদি ঘুমাতে চায়, তাহলে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়বে। আর সত্যিই সেই মুহূর্তেই তাঁর মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যেতে লাগল, বিস্মরণের অতল গহ্বরে পড়তে থাকলেন তিনি। অচেতন জীবনের সাগরতরঙ্গ বইতে লাগল তাঁর মাথার ওপর দিয়ে, হঠাৎ যেন বিদ্যুৎপ্রবাহের একটা প্রবল আঘাত ছুঁয়ে গেল তাঁকে, এমনভাবে তিনি চমকে উঠলেন যে সোফার স্প্রিঙের ওপর সারা দেহ তাঁর লাফিয়ে উঠল, দু'হাতে ভর দিয়ে সভয়ে হাঁটু গেড়ে বসলেন তিনি। চোখ তাঁর বিস্ফারিত, যেন কখনো তিনি ঘুমান নি। মাথার ভার, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শিথিলতা যা তিনি এক মিনিট আগেও অনুভব করেছেন, হঠাৎ অন্তর্ধান করল তা।

'আপনি আমায় কাদায় ধামসাতে পারেন' — শুনলেন তিনি আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের গলা, দেখলেন তাঁকে নিজের সামনে, দেখলেন আতপ্ত রক্তিমোচ্ছ্বাস আর জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে আন্নার মুখ কোমলতা আর ভালোবাসায় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে নয়, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের দিকে; তাঁর মুখ থেকে তিনি যখন হাত সরিয়ে দেন, নিজের তখনকার উজবুক আর হাস্যজনক মূর্তিটা, যা তাঁর মনে হচ্ছিল, চোখে পড়ল তাঁর। আবার তিনি পা টান করে আগের ভঙ্গিতে শুলেন সোফায়, চোখ বন্ধ করলেন।

'ঘুম! ঘুম!' পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন মনে মনে। কিন্তু চোখ বন্ধ করেও তিনি পরিষ্কার দেখতে পেলেন আন্নার মুখ, যেমন তাঁকে দেখেছিলেন ঘোড়দৌড়ের আগের দিনটার সন্ধ্যায়।

'সেটা আর নেই, সে আর হবে না, আন্না এটা মুছে ফেলতে চায় স্মৃতি থেকে। অথচ এ ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না। কিভাবে মেলা যায় আমাদের, কিভাবে মেলা যায়?' উনি বললেন সরবেই আর অজান্তে তার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। শব্দের এই পুনরাবৃত্তিতে যে নতুন নতুন ছবি ও স্মৃতিগুলি তাঁর মাথায় ভিড় করে আসছে বলে তিনি টের পাচ্ছিলেন তা সংযত হচ্ছিল। কিন্তু সংযত হচ্ছিল অল্পক্ষণের জন্য। অসাধারণ দ্রুততায় একের পর এক দেখা দিতে থাকল সুখের সেরা মুহূর্তগুলো আর সেইসঙ্গে সাম্প্রতিক হীনতা। আন্নার স্বর বলছে, 'হাত সরিয়ে নাও'। হাত তিনি সরিয়ে নিচ্ছেন আর টের পাচ্ছেন কী বোকা-বোকা লজ্জিত দেখাচ্ছে তাঁর মুখ।

শুয়েই রইলেন তিনি, চেষ্টা করলেন ঘুমাতে যদিও বুঝতে পারছিলেন তার সামান্যতম আশাও নেই, আর নতুন নতুন ছবির উদয় ঠেকাবার জন্য মনে যেকোনো একটা চিন্তার আকস্মিক দু'একটা শব্দ ফিসফিস করতে লাগলেন। কান পেতে থেকে তিনি শুনলেন অদ্ভুত, উন্মাদ একটা ফিস-ফিসানিতে একই কথার পুনরাবৃত্তি: 'কদর করতে পারে নি, কাজে লাগাতে পারে নি; কদর করতে পারে নি, কাজে লাগাতে পারে নি।'

'কী ব্যাপার? নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি?' মনে মনে ভাবলেন তিনি, 'সম্ভবত। কেন লোকে পাগল হয়, কেন গুলি করে নিজেকে?' নিজেই নিজেকে জবাব দিয়ে চোখ মেলতেই অবাক হয়ে দেখলেন মাথার কাছে ভ্রাতৃবধূ ভারিয়ার এম্ব্রয়ডারি করা নকশি বালিশ। বালিশের ঝালরটা নেড়ে তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন ভারিয়ার কথা, কবে তাঁকে তিনি দেখেছেন শেষ বার। কিন্তু দূরের কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাবতে যাওয়া কষ্টকর। 'না, ঘুমাতে হবে!' বালিশটা তিনি টেনে এনে মাথায় গুঁজলেন, কিন্তু চোখ বন্ধ রাখার জন্য জোর করতে হচ্ছিল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন তিনি। ভাবলেন, 'আমার পক্ষে ওটা চুকে গেছে। ভাবতে হবে কী করা যায়। কী বাকি রইল?' আন্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসা বাদ দিয়ে তাঁর যে জীবন, দ্রুত তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি।

'উচ্চাকাঙ্ক্ষা? সেপুর্খোভস্কয়? উচ্চ সমাজ? রাজদরবার?' কোনোটাতেই চিন্তা তাঁর স্থির হতে পারছিল না। এ সবেরই কিছু অর্থ ছিল আগে, কিন্তু এখন নেই। সোফা থেকে উঠলেন তিনি, ফ্রক-কোট খুলে ফেলে বেল্ট খসিয়ে, ভালো করে নিশ্বাস নেবার জন্য রোমশ বুক উন্মুক্ত করে তিনি

পায়চারি করতে লাগলেন কামরায়। 'এইভাবেই পাগল হয়ে যায় লোকে' — পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'এইভাবেই নিজেকে গুলি করে... যাতে লজ্জা বোধ করতে না হয়' — ধীরে ধীরে যোগ দিলেন।

দরজার কাছে গিয়ে তিনি তা বন্ধ করে দিলেন; তারপর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে তিনি গেলেন টেবিলের কাছে, রিভলবার বার করে সেটাকে চেয়ে দেখলেন, গুলিভরা রিভলবারটা ফেরালেন নিজের দিকে এবং ভাবতে লাগলেন। রিভলবার হাতে নিশ্চল হয়ে তিনি মাথা নিচু করে একটা তীব্র মুখভাব নিয়ে চিন্তা করলেন মিনিট দুয়েক। 'বটেই তো' — নিজেকে বললেন তিনি যেন যুক্তি-পরম্পরাগত, দীর্ঘায়ত ও পরিষ্কার একটা চিন্তাধারা তাঁকে নিয়ে এসেছে সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে। তাঁর কাছে প্রত্যয়জনক এই 'বটেই তো'-টা আসলে এই সময়টায় সেই একই যেসব স্মৃতি ও ছবি বারম্বার ভেসে উঠেছে তাঁর মনে, তার পুনরাবৃত্তির ফল। চিরকালের জন্য হারানো সেই একই সুখস্মৃতি, ভবিষ্যৎ জীবনের অর্থহীনতার সেই একই ধারণা, নিজের হীনতার সেই একই চেতনা। এই সব ধারণা ও অনুভূতির পারম্পর্যও সেই একই।

স্মৃতি ও ভাবনার সেই একই দুষ্ট চক্রে ফের যখন তাঁর মন ঘুরছে তৃতীয় বার তখন আবার পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি, 'বটেই তো' — এবং বুকের বাঁ দিকে রিভলবার ঠেকিয়ে প্রচন্ড কম্পমান হাত হঠাৎ যেন মুঠো করে ঘোড়া টিপলেন। গুলির শব্দ তিনি শুনতে পান নি, কিন্তু বুকে ভয়ানক একটা ঘা খেয়ে পড়ে গেলেন তিনি। টেবিলের কিনারাটা তিনি ধরতে গিয়েছিলেন, রিভলবারটা খসে পড়ল আর তিনি টলে উঠে বসে পড়লেন মেঝেয়, অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন চারিদিক। নিচু থেকে টেবিলের বাঁকা পায়া, বাজে কাগজের ঝুড়ি, বাঘের চামড়া দেখে নিজের ঘরখানাকে তিনি চিনতে পারছিলেন না। ড্রয়িং-রুম দিয়ে ছুটে আসা চাকরের ক্যাঁককেঁচে দ্রুত পদশব্দে সম্বিৎ ফিরল তাঁর। জোর করে ভেবে ভেবে তিনি বুঝলেন যে তিনি মেঝেয় পড়ে আছেন এবং বাঘের চামড়ায় আর হাতে রক্ত দেখে টের পেলেন যে তিনি গুলি করেছেন নিজেকে।

'যাঃ! ফসকে গেছে!' রিভলবারটার জন্য মেঝে হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি বললেন। রিভলবার ছিল তাঁর কাছেই, কিন্তু তিনি খুঁজছিলেন আরো দূরে। খুঁজতে খুঁজতে তিনি অন্য দিকে ঝুঁকলেন আর ভারসাম্য রাখতে না পেরে পড়ে গেলেন রক্ত ঝরাতে ঝরাতে।

জ্বলপিওয়ালা সভ্যভব্য যে চাকরটি একাধিকবার তার স্নায়ুদৌর্বল্যের অনুযোগ করেছে পরিচিতদের কাছে, মনিবকে মেঝেয় পড়ে থাকতে দেখে সে এতই ভয় পেয়ে গেল যে রক্ত নিঃসরণের জন্য তাঁকে ফেলে রেখে ছুটল লোক ডাকতে। এক ঘণ্টা বাদে ভ্রাতৃবধূ ভারিয়া এলেন তিনজন ডাক্তার নিয়ে। এ'দের জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠিয়েছিল সে আর এলেন তাঁরা একই সময়ে। আহতকে বিছানায় শুইয়ে ভারিয়া রইলেন তাঁর সেবায়।

॥ ১৯ ॥

স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হবার সময় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ একটা ভুল করেছিলেন: এমন সম্ভাবনা তিনি ভেবে দেখেন নি যে স্ত্রীর অনুতাপ হবে আন্তরিক; তিনি তাঁকে ক্ষমা করবেন এবং সে মারা যাবে না। মস্কো থেকে ফেরার দু'মাস পরে এই ভুলটা তার সমস্ত প্রবলতায় প্রকট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কিন্তু ভুলটা তিনি করেছিলেন শুধু এই থেকে নয় যে সম্ভাবনাটা তিনি ভেবে দেখেন নি, এই জন্যও যে মুমূর্ষু স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের এই দিনটার আগে পর্যন্ত নিজের হৃদয়কে তিনি জানতেন না। রুগ্না স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে তিনি জীবনে প্রথম একটা মর্মস্পর্শী সমবেদনার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরের কষ্ট দেখলে এই অনুভূতিটা তাঁর হত আর এটাকে একটা ক্ষতিকর দুর্বলতা জ্ঞান করে আগে লজ্জা হত তাঁর; স্ত্রীর প্রতি অনুকম্পা, তাঁর মৃত্যুকামনা করেছিলেন বলে নিজের অনুশোচনা আর বড়ো কথা, ক্ষমার আনন্দটা থেকেই তিনি হঠাৎ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর মর্মযন্ত্রণা জুড়িয়ে যাবে শুধু নয়, এমন একটা শান্তিও পেলেন যা আগে কখনো পান নি। হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন, যা ছিল তাঁর যন্ত্রণার উৎস সেটাই হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রাণানন্দের উৎস, যখন তিনি ধিক্কার দিয়েছেন, ভর্ৎসনা করেছেন, ঘৃণা করেছেন তখন যেটা মনে হয়েছিল সমাধানহীন, ক্ষমা করা আর ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে উঠল সহজ আর পরিষ্কার।

স্ত্রীকে ক্ষমা করলেন তিনি, তাঁর কষ্ট আর অনুতাপের জন্য মায়া হচ্ছিল তাঁর। ভ্রন্স্কিকে তিনি ক্ষমা করলেন, তাঁর জন্যও কষ্ট হচ্ছিল, বিশেষ করে যখন তাঁর মরিয়া কাণ্ডটার খবর তাঁর কানে আসে, তার পর

থেকে। আগের চেয়েও ছেলের জন্য তাঁর কষ্ট হচ্ছিল বেশি, তার দিকে বড়ো বেশি কম দৃষ্টি দিয়েছেন বলে এখন নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু নবজাত খুকিটির জন্য শুধু মায়া নয়, স্নেহেরও একটা বিশেষ অনুভূতি হত তাঁর। যে অবলা নবজাত খুকিটি তাঁর মেয়ে নয়, মায়ের অসুখের সময় যে পরিত্যক্ত হয়, তিনি যত্ন না নিলে যে সম্ভবত মারাই পড়ত, তার প্রতি কেবল একটা সমবেদনাবশেই প্রথমটা চালিত হয়েছিলেন, তারপর নিজেই খেয়াল করেন নি কেমন করে তাকে ভালোবেসে ফেলেছেন তিনি। দিনে বারকয়েক করে তিনি যেতেন শিশুকক্ষে, অনেকখন ধরে বসে থাকতেন, তাঁর সামনে স্তন্যদাত্রী ও আয়া প্রথমদিকটা সংকোচ বোধ করলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কখনো কখনো তিনি আধঘণ্টা ধরে খুকিটির জাফরানী-রাঙা, ফুলোফুলো, কোঁকড়ানো ঘুমন্ত মুখখানা দেখতেন চেয়ে চেয়ে, লক্ষ্য করতেন কিভাবে সে কোঁচকাচ্ছে কপাল, আঙুল-গুটানো ফুলোফুলো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রগড়াচ্ছে চোখ আর নাক। বিশেষ করে এই সব মুহূর্তে তিনি বড়ো একটা প্রশান্তি পেতেন, তুষ্ট বোধ করতেন নিজেকে নিয়ে, নিজের অবস্থায় অসাধারণ কিছু, যা বদলানো দরকার এমন কিছুই তিনি দেখতে পেতেন না।

কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই পরিষ্কার করে তিনি দেখতে পেলেন তাঁর কাছে তাঁর অবস্থাটা এখন যতই স্বাভাবিক লাগুক, তাতে টিকে যাওয়া তাঁর সম্ভব হবে না। তিনি অনুভব করলেন যে তাঁর প্রাণকে চালাচ্ছে যে কল্যাণী আত্মিক শক্তি তা ছাড়াও আছে আরো একটা রূঢ়, সমান অথবা বেশি আধিপত্যকারী শক্তি, যা চালাচ্ছে তাঁর জীবন আর যে নিরুপদ্রব প্রশান্তি তিনি চান, এ শক্তিটা তা তাঁকে দেবে না। তিনি অনুভব করতেন যে সবাই তাঁর দিকে তাকাচ্ছে একটা সপ্রশ্ন বিস্ময় নিয়ে, তারা তাঁকে বুঝতে পারছে না, কী যেন আশা করছে তাঁর কাছ থেকে। বিশেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অস্থিতিশীলতা ও অস্বাভাবিকতা অনুভব করছিলেন তিনি।

মৃত্যুর সান্নিধ্যে আন্নার মধ্যে যে কোমলতা জেগেছিল, সেটা কেটে যেতে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের নজরে পড়তে লাগল যে আন্না ভয় পায় তাঁকে, ক্লিষ্ট বোধ করে, সোজাসুজি তাকাতে পারে না তাঁর দিকে। আন্না কী যেন একটা তাঁকে বলতে চাইছেন কিন্তু সাহস পাচ্ছেন না, তাঁদের সম্পর্ক যে এইভাবে চলতে পারে না, তিনিও যেন সেটা অনুভব করে

কী যেন আশা করছেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছ থেকে।

আন্নার নবজাত কন্যারও নাম দেওয়া হয়েছিল আন্না। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে সে অসুখে পড়ে। সকালে শিশুকক্ষে গিয়ে ডাক্তার ডাকার জন্য লোক পাঠাবার হুকুম দিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ চলে যান মন্ত্রীদপ্তরে। নিজের কাজকর্ম সেরে তিনি বাড়ি ফেরেন বেলা তিনটের পর। প্রবেশ-কক্ষে ঢুকে তিনি জুড়িদার পোশাক আর ভালুকের চামড়ার কেপ পরিহিত একটি সুপুরুষ ভৃত্যকে দেখতে পেলেন, আমেরিকান কুকুরের শাদা ফারকোট হাতে সে দাঁড়িয়ে আছে।

জিগ্যেস করলেন, 'কে এখানে?'

'প্রিন্সেস এলিজাভেতা ফিওদরোভনা ত্‌ভের্স্কায়া' — আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের মনে হল, জবাবটা সে দিলে হেসে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ লক্ষ্য করেছিলেন যে দুঃসময়ের এই গোটা কালটা উচ্চ সমাজে তাঁর পরিচিতরা, বিশেষ করে মহিলারা তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর প্রতি একটা বিশেষ রকমের সহানুভূতি পোষণ করে এসেছেন। এই পরিচিতদের সবার মধ্যেই তিনি দেখেছেন প্রায় অগোপন কী একটা আনন্দ, ঠিক সেইরকম একটা আনন্দ যা তিনি দেখেছিলেন অ্যাডভোকেটের চোখে আর এখন দেখলেন ভৃত্যটির চোখেও। সবাই যেন উল্লসিত, যেন বিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারো। দেখা হলে তারা তাঁর স্ত্রীর কুশল সংবাদ জিগ্যেস করত এমন একটা পুলকে যা বড়ো একটা চাপা থাকত না।

প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার সঙ্গে যে স্মৃতি জড়িত এবং সাধারণভাবেই তিনি যে তাঁকে পছন্দ করতেন না, এই উভয় কারণেই তাঁর উপস্থিতিতে অসন্তুষ্ট বোধ করে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ সোজা চলে গেলেন শিশুকক্ষে। প্রথম কক্ষটায় সেরিওজা টেবিলে বুক পেতে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে কী একটা আঁকছিল আর ফুর্তিতে বকবক করছিল। আন্নার অসুখের সময় ফরাসিনীর বদলে যে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকাকে নেওয়া হয়েছিল, সে উল বুনছিল ছেলেটির কাছে বসে। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে সেরিওজার আস্তিনে টান দিলে।

ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, স্ত্রী কেমন আছেন, গৃহশিক্ষিকার এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজে জিগ্যেস করলেন খুকিটি সম্পর্কে কী বললেন ডাক্তার।

'ডাক্তার বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই স্যার, স্নানের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।'

'কিন্তু এখনো তো কষ্ট পাচ্ছে' — পাশের ঘরে বাচ্চাটার কান্না শুনে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

'আমার মনে হয় স্তন্যদাত্রীটিকে দিয়ে চলবে না স্যার' — দৃঢ়ভাবে বললে ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা।

'তা কেন ভাবছেন?' থেমে গিয়ে জিগ্যেস করলেন উনি।

'কাউণ্টেস পলের ওখানেও এইরকম হয়েছিল স্যার। শিশুটির চিকিৎসা চলল অথচ দেখা গেল সে নেহাৎ উপোসী; স্তন্যদাত্রীর দুধ ছিল না স্যার।'

ভাবনায় পড়লেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, দুয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে গেলেন অন্য দরজাটার দিকে। খুকিটি মাথার উল্টো দিকে ভর দিয়ে শুয়ে ছিল, আঁকুপাঁকু করছিল স্তন্যদাত্রীর কোলে, যে পুরুষ্টু স্তন তাকে দেওয়া হচ্ছিল তা নিতে চাইছিল না, তার ওপর নুয়ে স্তন্যদাত্রী আর আয়া উভয়েই শি-শি শব্দ করে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও চিল্লানি থামাচ্ছিল না কিছুতেই।

'এখনো ভালো বোধ করছে না?' জিগ্যেস করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'বড্ডো অস্থির' — ফিসফিসিয়ে আয়া বললে।

'মিস এডওয়ার্ড বলছেন যে স্তন্যদাত্রীর বুকে হয়ত দুধ নেই' — উনি বললেন।

'আমার নিজেরও তাই মনে হয় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।'

'তাহলে সেটা বলছেন না কেন?'

'কাকে বলব? আন্না আর্কাদিয়েভনা এখনো অসুস্থ' — অসন্তোষের সঙ্গে আয়া বললে।

আয়া বাড়ির পুরনো দাসী। তার এই সাধাসিধে কথায় আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের মনে হল তাঁর অবস্থার প্রতি একটা ইঙ্গিত রয়েছে যেন।

মেয়েটি চেঁচাতে লাগল আরো জোরে এবং ভাঙা গলায়। আয়া বিরক্তির ভঙ্গি করে এগিয়ে গেল এবং স্তন্যদাত্রীর কাছ থেকে তাকে নিয়ে দোলাতে দোলাতে পায়চারি করতে লাগল।

'স্তন্যদাত্রীকে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ডাক্তারকে বলতে হয়' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বললেন।

দেখতে হৃষ্টপুষ্ট এবং সাজগোজ করা স্তন্যদাত্রী ভয় পেয়ে গেল যে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে, আপন মনে বিড়বিড় করে তার বিপুল স্তন

ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়ে যারা তার দুগ্ধ প্রাচুর্যে সন্দেহ করতে পারে তাদের উদ্দেশ্যে হাসল অবজ্ঞাভরে। সে হাসিতেও আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ দেখলেন তাঁর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত।

'বেচারা খুকি!' পায়চারি করতে করতে আয়া তাকে শান্ত করার অস্ফুট আওয়াজ করতে লাগল।

চেয়ারে বসলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, বিষণ্ণ যন্ত্রণার্ত মুখে তাকিয়ে রইলেন সামনে-পিছে পায়চারি করা আয়ার দিকে।

শেষ পর্যন্ত শান্ত হয়ে আসা শিশুটিকে যখন তার গভীর শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বালিশ ঠিকঠাক করে আয়া সরে গেল, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ উঠলেন এবং কষ্টে পা টিপে টিপে গেলেন তার কাছে। একই রকম বিষণ্ণ মুখে তিনি মিনিটখানেক চেয়ে দেখলেন শিশুটিকে, কিন্তু হঠাৎ তাঁর চুল আর কপালের চামড়া নড়িয়ে দিয়ে একটা হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। একই রকম চুপচাপ তিনি বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

ডাইনিং-রুমে গিয়ে তিনি ঘণ্টি দিলেন, চাকর ভেতরে আসতে আবার তাকে যেতে বললেন ডাক্তারের কাছে। সুন্দর এই শিশুটির জন্য স্ত্রীর কোনো উদ্বেগ নেই বলে তিনি বিরক্তি বোধ করছিলেন স্ত্রীর উপর আর এই বিরক্তির মেজাজে তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে হচ্ছিল না, প্রিন্সেস বেট্‌সিকে দেখারও ইচ্ছে ছিল না তাঁর; কিন্তু সচরাচরের মতো যে তাঁর কাছে গেলেন না, এতে স্ত্রী অবাক হতে পারেন, তাই নিজের ওপর জোর খাটিয়ে তিনি গেলেন শোবার ঘরে। নরম গালিচার ওপর দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে তিনি অজ্ঞাতসারে যে কথাবার্তাটা শুনলেন তা শোনার ইচ্ছে ছিল না তাঁর।

'ও যদি না চলে যেত, আমি আপনার এবং ওরও আপত্তিটা বুঝতে পারতাম। কিন্তু আপনার স্বামীর থাকা উচিত এর ঊর্ধ্বে' — বললেন বেট্‌সি।

'স্বামীর জন্যে নয়, নিজের জন্যে আমি এটা চাই না। ও কথা থাক!' শোনা গেল আন্নার উত্তেজিত গলা।

'কিন্তু যে লোকটা আপনার জন্যে নিজেকে গুলি করল তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আপত্তি করতে তো আপনি পারেন না...'

'এই জন্যেই আমি চাই না।'

ভীত ও দোষী দোষী ভাব নিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের ইচ্ছে হয়েছিল অলক্ষ্যে চলে যাবেন। কিন্তু ভেবে দেখলেন সেটা

অমর্যাদাকর হবে, তাই আবার ঘুরে এবং কেশে শোবার ঘরের কাছে এলেন। কণ্ঠস্বরগুলো থেমে যেতে তিনি ঢুকলেন ভেতরে।

আন্নার পরনে ধূসর ড্রেসিং গাউন, গোল মাথা জুড়ে ঘন বুরুশের মতো কালো ছাঁটা চুল, বসেছিলেন সোফায়। বরাবরের মতো স্বামীকে দেখা মাত্র তাঁর সঞ্জীবিত মুখভাব হঠাৎ মিলিয়ে গেল; মাথা নিচু করে অস্বস্তিভরে তিনি চাইলেন বেট্সির দিকে। চূড়ান্ত রকমের হাল ফ্যাশনের সাজ বেট্সির, বাতির ওপর ঢাকনার মতো মাথার ওপরে কোথায় যেন ভেসে আছে টুপিটা, ঘুঘুরঙা গাউনের ওপর তীক্ষ্ন তীর্যক ডোরাগুলো এক প্রান্তে উঠে গেছে ব্লাউজে, অন্য প্রান্তে নেমেছে স্কার্টে, চ্যাপ্টা উঁচু দেহকান্ড খাড়া রেখে তিনি বসে ছিলেন আন্নার পাশে। মাথা হেলিয়ে তিনি আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচকে স্বাগত করলেন ঈষৎ ঠাট্টার হাসি হেসে।

'আরে!' যেন অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'বড়োই খুশি হলাম আপনাকে বাড়িতে পেয়ে। কোথাও দর্শন দেন না আপনি, আন্নার অসুখের সময় থেকে আপনাকে আমি দেখি নি। সব শুনেছি আমি — আপনার যত্নের কথা। সত্যি, আপনি আশ্চর্য স্বামী!' উনি বললেন একটা অর্থপূর্ণ স্নেহময় ভাব করে যেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আচরণের জন্য মহানুভবতার অর্ডার অর্পণ করছেন।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, স্ত্রীর হাত চুম্বন করে জিজ্ঞেস করলেন কেমন আছেন তিনি।

'মনে হয় ভালোর দিকে' — স্বামীর দৃষ্টি এড়িয়ে আন্না বললেন।

'কিন্তু তোমার মুখের রঙটা জ্বরতপ্তের মতো' — উনি বললেন 'জ্বরতপ্ত' শব্দটায় জোর দিয়ে।

'ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলেছি বড়ো বেশি' — বেট্সি বললেন, 'বুঝতে পারছি এটা আমার পক্ষে একটা স্বার্থপরতা, তাই আমি চলি।'

উনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু আন্না লাল হয়ে তাঁর হাত টেনে ধরলেন।

'না, না, থাকুন দয়া করে। আপনাকে আমার বলা দরকার... না, আপনাকে' — আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের দিকে তাকিয়ে বললেন, গাল আর কপাল তাঁর লালিমায় ঢেকে গেল; 'আপনার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকিয়ে রাখতে চাই না, পারি না' — বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ মাথা নিচু করে আঙুল মটকালেন।

'বেট্সি বলছিলেন যে তাশখন্দে যাবার আগে বিদায় নেবার জন্যে

কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কি আমাদের এখানে আসতে চান' — স্বামীর দিকে না তাকিয়ে তাঁর যা বলবার সেটা যত কষ্টকরই হোক তাড়াতাড়ি বলে ফেলতে চাইছিলেন তিনি, 'আমি বলেছি যে তাঁকে আমি অভ্যর্থনা করতে পারব না।'

'তুমি যে বললে গো, এটা নির্ভর করছে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের ওপর' — সংশোধন করে দিলেন বেট্‌সি।

'না, আমি তাঁর সাক্ষাৎ চাই না আর এটা...' সহসা থেমে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন স্বামীর দিকে (আন্নার দিকে তিনি চাইছিলেন না)। 'মোট কথা, আমি চাই না...'

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এগিয়ে এসে স্ত্রীর হাত ধরতে চাইছিলেন।

মোটা মোটা শিরায় ফোলা আর্দ্র যে হাতখানা যেখানে তাঁর হাত খুঁজতে চাইছিল প্রথমে সেখান থেকে আন্না হাত সরিয়ে নিয়েছিলেন; কিন্তু বোঝা গেল, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে আন্না করমর্দন করলেন।

'আমার ওপর আপনার আস্থার জন্যে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, তবে...' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বললেন বিব্রত হয়ে, সখেদে এইটে অনুভব করে যে তিনি নিজে যা একলা সহজে ও পরিষ্কার রূপে স্থির করতে পারেন, সেটা আলোচনা করতে পারেন না প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার সামনে, তাঁর কাছে তিনি সেই রূঢ় শক্তির প্রতিমূর্তি যা সমাজের সামনে তাঁর জীবনকে পরিচালিত করতে চায়, ব্যাঘাত ঘটায় ভালোবাসা ও ক্ষমায় তাঁর আত্মসমর্পণে। প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন।

'তাহলে চলি, আমার লক্ষ্মীটি' — উঠে দাঁড়িয়ে বেট্‌সি বললেন। আন্নাকে চুমু খেয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন, আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ এগিয়ে দিলেন তাঁকে।

ছোটো ড্রয়িং-রুমটায় থেমে আরো একবার সজোরে তাঁর করমর্দন করে বেট্‌সি বললেন, 'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ! সত্যিকারের মহানুভব লোক বলে আমি আপনাকে জানি। আমি বাইরের লোক, কিন্তু আন্নাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি আপনাকে, তাই পরামর্শ দেবার স্পর্ধা করছি। ওকে গ্রহণ করুন। আলেক্‌সেই ভ্রন্‌স্কি সম্মান বোধের প্রতিভূ, তাশখন্দে চলে যাচ্ছে সে।'

'আপনার সহানুভূতি আর পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ প্রিন্সেস। কিন্তু কাউকে গ্রহণ করা হবে কি হবে না, সেটা স্থির করবে স্ত্রী নিজে।'

এটা তিনি বললেন তাঁর অভ্যস্ত মর্যাদার ভাব নিয়ে, ভুরু ওপরে তুলে,

কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হল যে কথাই তিনি বলুন, তাঁর অবস্থায় মর্যাদার কথাই উঠতে পারে না। এটা তিনি বুঝলেন তাঁর কথার পরে বেট্‌সির মুখে যে সংযত, ক্রূর, উপহাসের হাসি ফুটেছিল তা দেখে।

॥ ২০ ॥

হল ঘরে বেট্‌সিকে অভিবাদন জানিয়ে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ ফিরে এলেন স্ত্রীর কাছে। আন্না শুয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর পদশব্দ শুনে তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন আগের ভঙ্গিতে, ভীত চোখে চাইলেন তাঁর দিকে। দেখতে পেলেন যে আন্না কাঁদছিলেন। 'আমার ওপর আস্থার জন্যে আমি তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ' — গোবেচারার মতো তিনি পুনরাবৃত্তি করলেন রুশীতে যা বেট্‌সির সামনে বলেছিলেন ফরাসিতে, বসলেন তাঁর কাছে। যখন তিনি রুশী ভাষায় বলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করেন 'তুমি' বলে, তখন এই 'তুমি'টা আন্নাকে অসহ্য জ্বালাত। 'আর তোমার সিদ্ধান্তের জন্যেও খুবই কৃতজ্ঞ। আমিও মনে করি, ও যখন চলেই যাচ্ছে, তখন কাউণ্ট ভ্রন্‌স্কির এখানে আসার প্রয়োজন নেই কোন-ও। তবে...'

'আমি যখন বলেছি, তখন কী দরকার তা আবার আওড়ে?' এমন বিরক্তিতে আন্না তাঁকে থামিয়ে দিলেন যা তিনি দমন করে উঠতে পারেন নি। 'প্রয়োজন নেই কোন-ও' — আন্না ভাবলেন, 'যে নারীকে সে ভালোবাসে, যার জন্যে সে মরণ চেয়েছিল, আত্মহত্যা করতে, যে নারী তাকে ছাড়া বাঁচতে পারে না, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার কোন-ও প্রয়োজন নেই!' ঠোঁট চেপে আন্না তাঁর জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন তাঁর ফুলো ফুলো শিরায় ভরা হাতের দিকে, যা তিনি এক হাত দিয়ে অন্যটাকে ঘষছিলেন।

'ও নিয়ে আর কোনো কথা নয়' — আন্না যোগ করলেন খানিকটা শান্ত হয়ে।

'প্রশ্নটায় সিদ্ধান্তের ভার আমি তোমায় দিয়েছিলাম আর দেখে খুবই আনন্দ হচ্ছে যে...' আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বলতে শুরু করেছিলেন।

'আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গে মিলে গেছে' — কথাটাকে দ্রুত শেষ করে দিলেন আন্না এই বিরক্তিতে যে উনি ধীরে ধীরে তাই বলছেন যা তিনি আগেই জানেন কী বলবেন।

'হ্যাঁ' — সমর্থন করলেন তিনি, 'আর অতি কঠিন পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো প্রিন্সেস ত্‌ভের্স্কায়ার পক্ষে একেবারেই অনুচিত। বিশেষ করে উনি...'

'লোকে ওঁর সম্পর্কে যা বলে থাকে, তা কিছুই বিশ্বাস করি না আমি' — ঝট করে বললেন আন্না, 'আমি জানি যে উনি আমায় সত্যি করেই ভালোবাসেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ। উদ্বিগ্ন হয়ে আন্না নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তাঁর ড্রেসিং গাউনের গুছি, তাঁর দিকে চাইছিলেন শারীরিক বিতৃষ্ণার একটা যন্ত্রণাকর অনুভূতি নিয়ে, যার জন্য নিজেকে তিনি তিরস্কৃত করলেও সেটা দমন করতে তিনি অক্ষম। এখন তাঁর শুধু একটাই কামনা — তাঁর বিরক্তিকর উপস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া।

'আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আমি তো সুস্থ; ডাক্তার আমার কী দরকার?'

'না, তোমার জন্যে নয়, বাচ্চাটা কাঁদছে। শুনছি স্তন্যদাত্রীর দুধ নাকি কম।'

'যখন এ নিয়ে মিনতি করেছিলাম, তখন কেন খাওয়াতে দাও নি আমায়? যাক-গে' (আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ বুঝলেন এই 'যাক-গে' কথাটার মানে কী) 'বাচ্চাটাকে মারা হচ্ছে' ঘণ্টি দিয়ে আন্না শিশুটিকে আনতে বললেন। 'আমি ওকে খাওয়াতে চেয়েছিলাম, দেওয়া হল না। এখন দোষী বলে ধরা হচ্ছে আমাকেই।'

'আমি দোষ ধরছি না...'

'না, ধরছেন! ভগবান! কেন মরলাম না!' ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি, 'মাপ করো আমায়, স্নায়ু আমার বিকল, অন্যায় করেছি' — সংযত হয়ে বললেন তিনি, 'কিন্তু চলে যাও...'

'না, এভাবে চলতে পারে না' — স্ত্রীর কাছ থেকে চলে যেতে যেতে ভাবলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

সমাজের চোখে নিজের অবস্থার অসম্ভাবিতা, তাঁর প্রতি স্ত্রীর ঘৃণা, এবং সাধারণভাবে যে রূঢ়, রহস্যময় শক্তি তাঁর আত্মিক প্রবণতা অগ্রাহ্য করে তাঁর জীবন চালাচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে দাবি করছে আজ্ঞাপালন, স্ত্রীর সঙ্গে

তাঁর সম্পর্কের পরিবর্তন, সেটা আজকের মতো এত স্পষ্টভাবে কখনো প্রতিভাত হয় নি তাঁর কাছে। তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন যে গোটা জগৎ এবং স্ত্রী তাঁর কাছ থেকে কী যেন দাবি করছে, কিন্তু ঠিক কী সেটা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। টের পাচ্ছিলেন যে এর ফলে প্রাণে তাঁর এমন একটা আক্রোশ জেগে উঠছে যা চুরমার করে দিচ্ছে তাঁর প্রশান্তি, তাঁর সবকিছু মহত্ব। তিনি ভেবেছিলেন ভ্রন্স্কির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ভালো হবে আন্নার পক্ষে, কিন্তু সবাই যদি সেটা অসম্ভব বলে গণ্য করে, তাহলে তিনি সে সম্পর্ক নতুন করে অনুমোদনে রাজি, শুধু সন্তানদের কলঙ্কিত না করতে, তাদের না হারাতে, নিজের অবস্থা না বদলাতে পারলেই হল। এটা যতই বিছছিরি হোক, যে বিচ্ছেদে আন্না একটা নিরুপায় অবস্থায় পড়বে এবং তিনি যা ভালোবাসেন তা সবকিছু হারাবেন, তার চেয়ে এটা যতই হোক ভালো। কিন্তু নিজেকে দুর্বল বোধ করছিলেন তিনি; আগে থেকেই তাঁর জানা ছিল যে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে, এখন যেটা তাঁর কাছে স্বাভাবিক ও উত্তম মনে হচ্ছে, কেউ সেটা তাঁকে করতে দেবে না, তাঁকে বাধ্য করবে খারাপটা করতে যেটা তাদের মনে হচ্ছে কর্তব্য।

॥ ২১ ॥

হল ঘর থেকে বেট্সি বেরুতে না বেরুতেই দরজায় স্তেপান আর্কাদিচের সঙ্গে দেখা, এলিসেয়েভ দোকান থেকে তিনি ফিরছেন তাজা শামুক কিনে।

'ওহো, প্রিন্সেস! কী আনন্দ হল দেখা পেয়ে!' তিনি বললেন, 'আমি গিয়েছিলাম আপনাদের ওখানে।'

'শুধু এক মিনিটের জন্যে' — দস্তানা পরতে পরতে হেসে বেট্সি বললেন, 'কেননা আমি চলে যাচ্ছি।'

'দস্তানা পরাটা রাখুন প্রিন্সেস, দিন আপনার করচুম্বন করতে। করচুম্বনের মতো পুরনো আদব-কেতার প্রত্যাবর্তনে আমি যতটা কৃতার্থ তা আর কিছুতে নয়।' বেট্সির করচুম্বন করলেন তিনি, 'কখন দেখা হবে?'

'আপনি তার যোগ্য নন' — হেসে বললেন বেট্সি।

'উঁহু, খুবই যোগ্য, কেননা আমি খুব গুরুত্বমনা লোক হয়ে উঠেছি। কেননা নিজের ব্যাপার-স্যাপার আমি গুছিয়ে আনছি শুধু তাই নয়,

অন্যের পারিবারিক ব্যাপারও' — বললেন তিনি একটা অর্থপূর্ণ মুখভাব করে।

'আহ্, খুবই আনন্দের কথা!' উনি যে আন্নার কথা বলছেন সেটা তৎক্ষণাৎ অনুমান করে বেট্সি বললেন। হল ঘরে ফিরে এসে তাঁরা দাঁড়ালেন একটা কোণে। অর্থপূর্ণ ফিসফিসানিতে বেট্সি বললেন, 'উনি ওকে মারছেন, মারছেন। এ ভাবা যায় না...'

'আমার খুবই ভালো লাগছে যে আপনিও তাই ভাবেন' — মুখে একটা গুরুতর মর্মবেদনা নিয়ে মাথা নেড়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এই জন্যেই আমি এলাম পিটার্সবুর্গে।'

বেট্সি বললেন, 'সারা শহর এই নিয়ে বলাবলি করছে। এ অবস্থা কল্পনীয় নয়। আন্না কেবলই চেপে থাকছে। উনি বোঝেন না যে নিজের হৃদয়াবেগ নিয়ে যারা তামাশা করতে পারে না, আন্না তাদেরই একজন। দুয়ের একটা: হয় উনি ওকে সরিয়ে নিয়ে যান, দৃঢ়তা দেখান, নয় বিবাহবিচ্ছেদ। নইলে এটা তাকে গুমরে মারছে।'

'ঠিক, ঠিক...' — দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন অব্লোন্স্কি, 'সেই জন্যেই আমি এসেছি। মানে ঠিক সেই জন্যেই নয়... আমায় দরবারের ওমরাহ করা হয়েছে, কৃতজ্ঞতা জানাতে হয় তো। কিন্তু বড়ো কথা, এ ব্যাপারটার বিধি-ব্যবস্থা করতে হয়।'

'তা ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন' — বললেন বেট্সি।

প্রিন্সেস বেট্সিকে অলিন্দ পর্যন্ত পেঁৗছে দিয়ে, দস্তানার ওপরে যেখানে স্পন্দিত হচ্ছিল নাড়ি সেখানে চুমু খেয়ে আর এমন একটা অশোভন মিছে কথা বলে যাতে বেট্সি ভেবে পাচ্ছিলেন না রাগ করবেন নাকি হাসবেন, স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন বোনের কাছে। দেখলেন তাঁর চোখে জল।

যে ফুর্তির মেজাজ নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ এসেছিলেন, তা সত্ত্বেও তক্ষুনি তিনি দরদী অনুবেদনার মতো কাব্যিক একটা সুরে পেঁৗছে গেলেন যা আন্নার মনোভাবের সঙ্গে মেলে। জিগ্যেস করলেন কেমন সে আছে, কেমন কেটেছে সকালটা।

'খুব, খুবই খারাপ। সারা দিনটা, সকালটাও, যত দিন গেছে, যা আসবে, সবই' — বললেন তিনি।

'আমার মনে হচ্ছে তুমি বিষাদে গা ভাসাচ্ছ। গা ঝাড়া দিয়ে ওঠা দরকার। জীবনকে দেখা দরকার সোজাসুজি, সেটা কঠিন, কিন্তু...'

'আমি শুনেছি মেয়েরা নাকি লোককে ভালোবাসে এমনকি তাদের পাপের জন্যেও' — হঠাৎ শুরু করলেন আন্না, 'কিন্তু আমি তাকে দেখতে পারি না তার ধর্মাত্মতার জন্যে। আমি থাকতে পারি না ওর সঙ্গে। বুঝে দ্যাখো, ওর চেহারাটাই আমার একটা শারীরিক প্রতিক্রিয়া ঘটায়। পাগল করে দেয় আমায়, ওর সঙ্গে থাকতে আমি পারি না, পারি না। কী আমি করব? আমি ছিলাম অসুখী, ভাবতাম এর চেয়ে বেশি অসুখী হওয়া অসম্ভব, কিন্তু যে ভয়াবহ অবস্থায় আমি নিজেকে এখন দেখছি, সেটা কল্পনা করি নি। বিশ্বাস করবে কি, সহৃদয় চমৎকার মানুষ, আমি ওর কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নই তা জেনেও, আমি তাকে সইতে পারি না। তার মহানুভবতার জন্যেই আমি ঘৃণা করি তাকে। আমার কিছুই বাকি নেই একটা জিনিস ছাড়া...'

তিনি বলতে চেয়েছিলেন মরণ, কিন্তু স্তেপান আর্কাদিচ সেটা বলতে দিলেন না।

বললেন, 'তুমি রুগ্ন, উত্ত্যক্ত। বিশ্বাস করো, তুমি সবকিছু ভয়ংকর বাড়িয়ে বলছ। কিছুই ভয়াবহ নেই এ ব্যাপারে।'

স্তেপান আর্কাদিচ হাসলেন। তাঁর জায়গায় এ রকম নৈরাশ্যজনক ব্যাপারে জড়িত অন্য কেউ হলে হয়ত হাসতে পারত না (হাসিটা মনে হতে পারত নিষ্ঠুর), কিন্তু তাঁর হাসিটায় ছিল এত সহৃদয়তা, প্রায় নারীসুলভ কোমলতা যে আন্না আহত বোধ করলেন না, বরং নরম হলেন, শান্ত বোধ করলেন। তাঁর মৃদু সান্ত্বনাদায়ক কথা আর হাসিতে বাদাম তেলের চেয়েও উপকার হল। অচিরেই আন্না অনুভব করলেন সেটা।

বললেন, 'না স্তিভা, আমার সর্বনাশ হয়েছে, সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশের চেয়েও বেশি। এখনো সর্বনাশ হয় নি, বলতে পারছি না যে সব শেষ, বরং টের পাচ্ছি যে শেষ হয় নি, আমি যেন টান-টান এক তন্ত্রী, যা শিগগিরই ছিঁড়ে যাবে। কিন্তু এখনো শেষ হয় নি, আর শেষটা ভয়ংকর...'

'ও কিছু নয়, তন্ত্রীটাকে আস্তে আস্তে আলগা করে দিলেই হল, এমন কোনো অবস্থা নেই যা থেকে উদ্ধারের পথ মিলবে না।'

'আমি অনেক ভেবেছি। শুধু একটা...'

তাঁর ত্রস্ত দৃষ্টিপাত থেকে তিনি ফের বুঝতে পারলেন যে আন্নার মতে এই একটা উপায় হল মৃত্যু। সেটা তিনি তাঁকে বলতে দিলেন না।

বললেন, 'মোটেই না, শোনো বলি, আমি যেভাবে দেখছি, তুমি তোমার

অবস্থাটা দেখতে পারছ না সেভাবে। আমার খোলাখুলি মত তোমায় বলি, শোনো' — ফের তিনি সন্তর্পণে হাসলেন তাঁর মোলায়েম হাসি, 'গোড়া থেকে শুরু করি। তুমি যে লোকটিকে বিয়ে করেছ, সে তোমার চেয়ে বিশ বছরের বড়ো। বিয়ে করেছ না ভালোবেসে, অথবা ভালোবাসার স্বাদ না জেনে। ধরা যাক, এটা ভুল হয়েছিল।'

'সাংঘাতিক ভুল!' বললেন আন্না।

'কিন্তু ফের বলি, এটা একটা বাস্তব ঘটনা। তারপর, বলা যাক, নিজের স্বামীকে নয় অন্য লোককে ভালোবাসার দুর্ভাগ্য হয়েছে তোমার। এটা দুর্ভাগ্য; কিন্তু একটা ঘটে যাওয়া ব্যাপার। তোমার স্বামী এটা মেনে নিয়ে ক্ষমা করেছে।' প্রতিটি বাক্যের পর আন্না আপত্তি করবে এই ভেবে তিনি থামছিলেন, কিন্তু আন্না কিছুই বললেন না, 'এই হল ব্যাপার। এখন প্রশ্নটা এই: স্বামীর সঙ্গে তুমি থাকতে পারবে কি? সেটা কি তুমি চাও? ও কি তা চায়?'

'কিছুই কিছুই জানি না আমি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই তো বললে যে ওকে সইতে পারো না।'

'সে কথা আমি বলি নি। আমি তা অস্বীকার করছি। কিছুই আমি জানি না, কিছুই বুঝছি না।'

'তা বেশ, তবে শোনো...'

'তুমি বুঝতে পারছ না। আমি টের পাচ্ছি যে মুখ থুবড়ে পড়ছি কোন এক অতল গহ্বরে, কিন্তু নিজেকে বাঁচানো আমার উচিত নয়। তা আমি পারি না।'

'ভাবনা নেই, তোশক বিছিয়ে দিয়ে আমরা তোমায় ধরে ফেলব। আমি বুঝতে পারছি তোমায়, বুঝতে পারছি যে তোমার যেটা ইচ্ছে, যেটা অনুভূতি সেটা বলবার মতো জোর তুমি পাচ্ছ না।'

'কিছুই, কিছুই আমি চাই না... শুধু সব শেষ হয়ে গেলে বাঁচি।'

'কিন্তু সেটা তো স্বামী দেখতে পাচ্ছে এবং জানে। এতে তোমার চেয়ে তার কষ্ট কম হচ্ছে বলে ভাবো কি? তুমিও কষ্ট পাচ্ছ, সেও কষ্ট পাচ্ছে, এ থেকে কী দাঁড়াতে পারে? অথচ বিবাহবিচ্ছেদ সব জট খুলে দেবে' — তাঁর এই মুখ্য কথাটা বলে ফেলতে কম বেগ পেতে হয় নি স্তেপান আর্কাদিচকে, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি চাইলেন আন্নার দিকে।

কোনো জবাব দিলেন না আন্না, শুধু নেতিবাচক ভঙ্গিতে নাড়ালেন

চুল-ছাঁটা মাথা। কিন্তু আন্নার মুখে হঠাৎ অতীত লাবণ্যের উদ্ভাস থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে আন্না এটা চাইছেন না কেবল এই জন্য যে এটা একটা সম্ভাবনাহীন সৌভাগ্য বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

'ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে তোমাদের জন্যে। ব্যাপারটা ঠিকঠাক করতে পারলে কী সুখীই না হতাম!' স্তেপান আর্কাদিচ বললেন আরো সাহস নিয়ে হেসে, 'কিছু ব'লো না, কিছু না! শুধু আমি যেভাবে অনুভব করছি সেভাবে বলতে যদি আমায় দিতেন ঈশ্বর। আমি যাচ্ছি ওর কাছে।'

চিন্তামগ্ন উজ্জ্বল চোখে আন্না চাইলেন তাঁর দিকে, কিছু বললেন না।

॥ ২২ ॥

নিজের দপ্তরে কর্তার চেয়ারে বসে যেমন একটা ভারিক্কী ভাব হত, খানিকটা তেমনি ভাব নিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ গেলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচের স্টাডিতে। পিঠের পেছনে হাত দিয়ে তিনি পায়চারি করছিলেন ঘরে, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে স্তেপান আর্কাদিচ যা নিয়ে কথা কয়েছেন, ভাবছিলেন সেই বিষয়েই।

'ব্যাঘাত করলাম না তো?' হঠাৎ তাঁর কাছে অনভ্যস্ত একটা বিব্রত ভাব নিয়ে জিগ্যেস করলেন স্তেপান আর্কাদিচ। এই বিব্রত ভাবটা গোপন করার জন্য নতুন ধরনের ঢাকনা দেওয়া সদ্যক্রীত সিগারেট কেসের চামড়া শুঁকে একটা সিগারেট বার করলেন তিনি।

'না। তোমার দরকার আছে কিছুর?' অনিচ্ছাসহকারে জবাব দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, আমি চাইছিলাম... আমার দরকার কিছু... হ্যাঁ, কিছু কথা বলা আমার দরকার' — নিজের অনভ্যস্ত সঙ্কোচে নিজেই অবাক হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

অনুভূতিটা এমন অপ্রত্যাশিত আর অদ্ভুত যে তাঁর বিশ্বাস হল না এটা তাঁর বিবেকের কণ্ঠস্বর, সেটা তাঁকে বলছে যে তিনি যা স্থির করেছেন সেটা খারাপ। যে ভীরুতা তাঁকে পেয়ে বসেছিল, নিজের ওপর জোর খাটিয়ে সেটার সঙ্গে লড়লেন তিনি।

'আশা করি তুমি বিশ্বাস করো যে বোনকে আমি ভালোবাসি, আর

তোমার প্রতি আমার সত্যিকারের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা আছে' — লাল হয়ে কারেনিনকে বললেন তিনি।

আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ কোনো উত্তর না দিয়ে পায়চারি থামালেন, কিন্তু তাঁর মুখে আত্মবলি মেনে নেবার একটা ভাব অভিভূত করল স্তেপান আর্কাদিচকে।

'আমি চেয়েছিলাম, বোন সম্পর্কে, তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলব ভাবছিলাম' — তখনো তাঁর অনভ্যস্ত সংকোচের সঙ্গে লড়তে লড়তে বললেন তিনি।

বিষণ্ণ একটা বাঁকা হাসি হাসলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, তাকালেন শ্যালকের দিকে, কোনো কথা না বলে টেবিলের কাছে শুরু করা একটা চিঠি টেনে নিয়ে দিলেন তাঁকে।

'আমিও অবিরত সেই কথাই ভাবছি। এইটে আমি লিখতে শুরু করেছিলাম এই কথা ভেবে যে বলবার যা, সেটা লিখে বলাই ভালো, আমার উপস্থিতি ওকে উত্ত্যক্ত করে' — এই বলে তিনি দিলেন চিঠিটা।

চিঠিটা নিয়ে তাঁর প্রতি নিবদ্ধ নিষ্প্রভ চোখের দিকে হতবুদ্ধি বিস্ময়ে তাকিয়ে পড়তে শুরু করলেন স্তেপান আর্কাদিচ।

'আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার উপস্থিতি আপনার কাছে পীড়াদায়ক। সেটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে যত কষ্টকরই হোক, ব্যাপারটা তা-ই, অন্য কিছু হতে পারবে না। আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না আমি, ঈশ্বর সাক্ষী যে আপনাকে রুগ্ন দেখে আমি সর্বান্তঃকরণে স্থির করেছিলাম আমাদের মধ্যে যা ঘটেছিল তা ভুলে গিয়ে নতুন জীবন শুরু করব। যা আমি করেছি তার জন্য আক্ষেপ আমি করছি না, করবও না কখনও; শুধু একটাই আমার কামনা ছিল — আপনার কল্যাণ, আপনার অন্তরের কল্যাণ, এখন দেখছি সেটা সম্ভব হয় নি। আপনি নিজেই বলুন কিসে আপনার সত্যিকারের সুখ, চিত্তের প্রশান্তি লাভ হতে পারে। আমি আপনার অভিলাষ, আপনার ন্যায়বোধের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করছি।'

স্তেপান আর্কাদিচ চিঠিটা ফেরত দিয়ে একই রকম হতবুদ্ধিতায় তাকিয়ে রইলেন জামাতার দিকে, ভেবে পাচ্ছিলেন কী বলবেন। এই নীরবতা উভয়ের পক্ষেই এত অস্বস্তিকর হয়েছিল যে কারেনিনের দিক থেকে চোখ না সরিয়ে স্তেপান আর্কাদিচ যখন চুপ করে ছিলেন, তখন ঠোঁট তাঁর কাঁপছিল রুগ্নের মতো।

'ওকে আমি এই বলতে চেয়েছিলাম' — মুখ ফিরিয়ে বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'হুঁ, হুঁ...' — কান্নায় গলার মধ্যে একটা দলা পাকিয়ে ওঠায় কোনো উত্তর দিতে পারলেন না স্তেপান আর্কাদিচ। অবশেষে বললেন, 'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আপনাকে।'

'কী সে চায় সেটা জানতে চাই আমি' — বললেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'আমার আশংকা, নিজের অবস্থাটা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। বিচারক সে নয়' — সুস্থির হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'অবদমিত সে, তোমার মহানুভবতায় সে অবদমিতই। এ চিঠি যদি সে পড়ে, কিছু বলার শক্তি থাকবে না তার, শুধু আরো নীচে মাথা নত করবে।'

'তাহলে কী করা যায় এ অবস্থায়? কিভাবে বুঝিয়ে বলি... কী করে জানা যায় তার ইচ্ছে?'

'আমার অভিমত জানতে যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে বলব যে আমি মনে করি, এ অবস্থাটা চুকিয়ে দেবার জন্যে যা যা ব্যবস্থা প্রয়োজন বলে তুমি মনে করো, সেটা সোজাসুজি বলা নির্ভর করছে তোমার ওপরেই।'

'তার মানে তোমার ধারণা যে অবস্থাটা চুকিয়ে দেয়া দরকার' — তাঁর কথায় বাধা দিলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, 'কিন্তু কিভাবে?' চোখের সামনে হাতের একটা অনভ্যস্ত ভঙ্গি করে যোগ দিলেন তিনি, 'উদ্ধারের কোনো উপায় দেখছি না।'

'যেকোনো অবস্থা থেকেই উদ্ধারের উপায় থাকে' — উঠে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হয়ে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'একসময় তুমি সবকিছু চুলোয় দিতে চেয়েছিলে... এখন যদি তোমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে পরস্পরের সুখ সম্ভব নয়...'

'সুখ কথাটা বোঝা চলে নানাভাবে। কিন্তু ধরা যাক আমি সবকিছুতে রাজী, নিজে কিছু চাই না। আমাদের অবস্থা থেকে উদ্ধারের উপায়টা সেক্ষেত্রে কী হবে?'

'যদি আমার মত জানতে চাও' — স্তেপান আর্কাদিচ বললেন সেই ভিজিয়ে দেওয়া মোলায়েম হাসি নিয়ে, যে হাসিতে কথা বলেছিলেন আন্নার সঙ্গে। সহৃদয় হাসিটা এতই প্রত্যয়জনক যে নিজের দুর্বলতা অনুভব করে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ অজ্ঞাতসারে তাতে আত্মসমর্পণ করলেন,

স্তেপান আর্কাদিচ যা বলবেন তাতে বিশ্বাস করতে তৈরি হয়ে গেলেন তিনি। 'এটা সে বলবে না কখনো। কিন্তু শুধু একটা জিনিসই সম্ভব, একটা জিনিসই সে চাইতে পারে' — বলে গেলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'এটা হল সম্পর্ক এবং তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত স্মৃতির অবসান। আমার মতে, তোমাদের অবস্থায় নতুন সম্পর্কের বোঝাবুঝি হওয়া দরকার। সে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব কেবল উভয় পক্ষের স্বাধীনতায়।'

'বিবাহবিচ্ছেদ' — বিতৃষ্ণায় বাধা দিলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, আমি মনে করি, বিবাহবিচ্ছেদ। হ্যাঁ, বিবাহবিচ্ছেদ' — লাল হয়ে পুনরাবৃত্তি করলেন স্তেপান আর্কাদিচ, 'যে স্বামী-স্ত্রী তোমাদের মতো অবস্থায় পড়েছে, তাদের পক্ষে সব দিক দিয়ে এটাই সর্বোত্তম উপায়। কী করা যাবে যদি স্বামী-স্ত্রী দেখে যে একত্রে জীবনযাপন সম্ভব নয়? সেটা তো ঘটতে পারে সর্বদাই।' আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ বুঁজলেন, 'এক্ষেত্রে শুধু একটা কথা ভাবার আছে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন অন্য কাউকে বিবাহ করতে চায় কিনা। যদি না চায়, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সহজ' — সংকোচ ক্রমেই কাটিয়ে উঠতে উঠতে বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

ব্যাকুলতায় মুখ কুঁচকে নিজের মনে কী বিড়বিড় করলেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ, কোনো উত্তর দিলেন না। স্তেপান আর্কাদিচের কাছে যেটা খুবই সহজ মনে হয়েছে, তা নিয়ে হাজার হাজার বার ভেবেছেন আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ। আর এটা তাঁর মনে হয়েছিল শুধু খুব সহজ নয়, একেবারে অসম্ভব। বিবাহবিচ্ছেদের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো এখন তাঁর জানা থাকায় সেটা তাঁর কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ নিজের আত্মমর্যাদা আর ধর্মবোধে ব্যভিচারের মিথ্যা অভিযোগ তিনি নিজের কাঁধে নিতে পারেন না, আর যে স্ত্রীকে তিনি ক্ষমা করেছেন, ভালোবাসেন, তাঁকে লোকসমক্ষে অনাবৃত করে দেখানো, কলঙ্কিত করা তো আরো কম অনুমোদনীয়। বিবাহবিচ্ছেদ অসম্ভব ঠেকেছিল আরো অন্যান্য গুরুতর কারণেও।

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটলে কী হবে ছেলের? মায়ের কাছে তাকে রেখে দেওয়া চলে না। বিয়ে-ভাঙা মায়ের থাকবে নিজস্ব অবৈধ সংসার, সেখানে ছেলের অবস্থা এবং লালনপালন নিশ্চয়ই হবে খারাপ। নিজের কাছে তাকে রাখবেন কি? উনি জানতেন যে সেটা হবে তাঁর পক্ষ থেকে একটা প্রতিহিংসা, এটা

তিনি চাইছিলেন না। তা ছাড়া বিবাহবিচ্ছেদ আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচের কাছে সবচেয়ে অসম্ভব মনে হচ্ছিল, কারণ এতে সায় দিয়ে তিনি আন্নাকে মারবেন। মস্কোয় দারিয়া আলেক্‌সান্দ্রভনার এই কথাটা তাঁর মনে বি'ধে ছিল যে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শুধু নিজের কথাই ভাবছেন, ভাবছেন না যে এতে করে আন্নাকে তিনি ঠেলে দিচ্ছেন অমোঘ ধ্বংসে। নিজের ক্ষমা, সন্তানদের প্রতি তাঁর স্নেহের সঙ্গে এই কথাগুলি মিলিয়ে এখন তিনি নিজের মতো তার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হওয়া, আন্নাকে মুক্তি দেওয়ার অর্থ, তাঁর ধারণায়, জীবনের শেষ অবলম্বন, যে সন্তানদের তিনি ভালোবাসেন তাদের হারানো, আর সাধুতার পথে আসার শেষ আশ্রয়স্থল কেড়ে নিয়ে আন্নাকে ধ্বংসে পাঠানো। আন্না যদি হন বিবাহবিচ্ছিন্ন নারী, তাহলে উনি জানতেন যে তিনি মিলিত হবেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে আর এ মিলন হবে অবৈধ, পাতক, কেননা গির্জার অনুশাসনে স্বামী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ হতে পারে না। 'আন্না মিলিত হবে ওর সঙ্গে আর বছর দুই বাদে হয় সে-ই তাকে ত্যাগ করবে, নয় আন্না নিজেই নতুন একটা সম্পর্ক পাতাবে' — ভেবেছিলেন তিনি, 'আর অবৈধ বিবাহবিচ্ছেদে রাজী হয়ে আমি তার ধ্বংসের জন্যে অপরাধী হব।' শতেক বার তিনি এ নিয়ে ভেবেছেন এবং একেবারে নিশ্চিত হয়েছেন যে শ্যালক যা বলেছেন বিবাহবিচ্ছেদটা মোটেই তেমন সহজ শুধু নয়, বরং একেবারে অসম্ভব। স্তেপান আর্কাদিচের একটা কথাতেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না, প্রতিটি কথাতেই তাঁর আপত্তি ছিল হাজারখানেক, কিন্তু কথাগুলো তিনি শুনলেন এইটে অনুভব করে যে পরাক্রান্ত রূঢ় যে শক্তিটা তাঁর জীবনকে চালাচ্ছে, যার ইচ্ছা পালন করতে হতে হবে তাঁকে, সেই শক্তিই প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কথায়।

'শুধু কিভাবে, কী শর্তে তুমি বিবাহবিচ্ছেদে সম্মত হবে, সেই হল প্রশ্ন। কিছুই সে চায় না, তোমায় অনুরোধ করার সাহস তার নেই, সবই সে ছেড়ে দিয়েছে তোমার মহানুভবতার ওপর।'

'ভগবান! ভগবান! কিসের জন্যে?' বিবাহবিচ্ছেদের যে আইনকানুনে স্বামী দোষটা নিজের ঘাড়ে নেয় তা স্মরণ করে এবং ভ্রন্‌স্কি যেভাবে মুখ ঢেকেছিলেন, লজ্জায় সেই ভঙ্গিতে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে মনে মনে ককিয়ে উঠলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'তুমি উতলা হয়ে আছ বুঝতে পারছি। কিন্তু যদি ভেবে দ্যাখো...'

'ডান গালে চপেটাঘাত খেলে বাঁ গাল পেতে দিও, যে তোমার কাফতান নিয়েছে, তাকে কামিজটাও দিয়ে দাও' — মনে মনে ভাবলেন আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' — উনি চেঁচিয়ে উঠলেন তাঁর খেঁকী গলায়, 'নিজেই আমি কলংক নেব, ছেলেকে পর্যন্ত দিয়ে দেব, কিন্তু... এ সব বাদ দিলে হয় না? তবে যা চাও, করো...'

ঘুরে গিয়ে তিনি বসলেন জানলার কাছে একটা চেয়ারে যাতে শ্যালক তাঁর মুখ না দেখতে পান। তাঁর তিক্ত লাগছিল, লজ্জা পাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু এই তিক্ততা আর লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে নিজের নীতির মহত্ত্বে একটা আনন্দ আর কোমলতাও তিনি বোধ করছিলেন।

স্তেপান আর্কাদিচ বিচলিত হয়েছিলেন। চুপ করে রইলেন তিনি।

'আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ, বিশ্বাস করো আমায়, আন্না তোমার মহানুভবতার কদর করবে' — তিনি বললেন, 'তবে বোঝা যাচ্ছে এটা ঈশ্বরেরই অভিপ্রায়' — যোগ করলেন তিনি আর কথাটা বলেই টের পেলেন ওটা বোকামি হয়েছে, নিজের বোকামিতে হাসি চাপতে পারলেন কষ্টে।

আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ কিছু একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বাধা দিলে অশ্রু।

'এ এক সর্বনাশা দুর্ভাগ্য, সেটা মেনে নিতে হবে। বাস্তব ঘটনা বলে এ দুর্ভাগ্যকে আমি মেনে নিচ্ছি এবং চেষ্টা করছি ওকে আর তোমাকে সাহায্য করতে' — বললেন স্তেপান আর্কাদিচ।

জামাতার ঘর থেকে তিনি যখন বেরিয়ে আসেন তখন কষ্ট হচ্ছিল ওঁর জন্য, কিন্তু কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করা গেছে বলে তুষ্টি লাভে তাতে তাঁর অসুবিধা হয় নি, কেননা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ তাঁর কথা ফিরিয়ে নেবেন না। এই তুষ্টির সঙ্গে মিশে ছিল তাঁর মনে উদিত আরো একটা চিন্তা, যথা: এই ব্যাপারটা চুকে গেলে তিনি স্ত্রী ও ঘনিষ্ঠদের এই প্রশ্ন করবেন: 'আমার সঙ্গে সম্রাটের কী তফাৎ? সম্রাট বিবাহবিচ্ছেদ করে দেন, কিন্তু তাতে কারো উপকার হয় না, আর আমি যে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটালাম তাতে তিন জনেই স্বস্তি পেল... কিংবা: আমার আর সম্রাটের মধ্যে মিল কিসে? যখন... যাক গে, ভালো কিছু একটা ভেবে দেখা যাবে' — হেসে নিজেকে বললেন তিনি।

॥ ২৩ ॥

ভ্রন্‌স্কির ক্ষতটা ছিল বিপজ্জনক যদিও হৃৎপিন্ডকে তা স্পর্শ করে নি। কয়েক দিন তিনি ছিলেন জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে। যখন তিনি প্রথম কথা বলার মতো অবস্থায় আসেন, ঘরে ছিলেন শুধু ভ্রাতৃবধূ ভারিয়া।

তাঁর দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে তিনি বলেন, 'ভারিয়া! নিজেকে আমি গুলি করে ফেলেছিলাম আচমকা। আর দয়া করে এ নিয়ে কখনো কোনো কথা ব'লো না, সবাইকেও তাই বলবে। বড়ো বোকামি হয়েছে!'

তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ভারিয়া তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে আনন্দের হাসি নিয়ে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। চোখদুটো উজ্জ্বল, জ্বরতপ্ত নয়, কিন্তু দৃষ্টিটা কঠোর।

'যাক বাবা!' ভারিয়া বললেন, 'ব্যথা করছে না?'

'এখানে সামান্য ব্যথা আছে' — বুকটা দেখালেন তিনি।

'তাহলে দাও, নতুন করে ব্যান্ডেজ করে দিই।'

ভারিয়া যতক্ষণ ব্যান্ডেজ করছিলেন, ভ্রন্‌স্কি তাঁর প্রশস্ত চিবুক চেপে নীরবে তাকিয়ে ছিলেন তাঁর দিকে। ব্যান্ডেজ শেষ হলে উনি বললেন:

'আমি ভুল বকছি না: দয়া করে এইটে করো যাতে আমি ইচ্ছে করে নিজেকে গুলি করেছি এমন কথাবার্তা যেন না হয়।'

'কেউ সে সব বলবে না। শুধু আশা করি আর আচমকা গুলি করে বসবে না তুমি' — ভারিয়া বললেন একটা জিজ্ঞাসু হাসি হেসে।

'না করারই কথা, তবে ভালো হত...'

বিষণ্ণ হাসলেন তিনি।

এই কথা এবং ভারিয়া যে হাসিতে ভয় পেয়েছিলেন তা সত্ত্বেও প্রদাহ যখন কেটে গেল আর তিনি আরোগ্য লাভ করতে লাগলেন, তখন তিনি অনুভব করছিলেন যে তিনি তাঁর দুঃখের একাংশ থেকে একেবারে মুক্ত। যে লজ্জা আর হীনতা তিনি আগে বোধ করছিলেন, এই কান্ডটা করে তা যেন তিনি ধুয়ে-মুছে ফেলেছেন। আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ সম্পর্কে এখন তিনি ভাবতে পারেন শান্তচিত্তে। তাঁর সমস্ত মহানুভবতা তিনি স্বীকার করলেন, নিজেকে আর হীন বোধ হচ্ছিল না। এটা ছাড়াও পুনরায় তিনি ফিরতে পারলেন পূর্বতন জীবনধারায়। অসংকোচে লোকের চোখে চোখে

তাকানো যে সম্ভব সেটা দেখতে পেলেন তিনি, নিজের অভ্যাস অনুসারে দিন কাটাতে পারেন। যে একটা ভার তিনি বুক থেকে নামাতে পারছিলেন না, সেটা হল এই যে অনুভূতিটা দমন করার সংগ্রাম না থামালেও প্রায় হতাশার সীমানায় পৌঁছনো এই আক্ষেপটা তাঁকে রেহাই দিচ্ছিল না যে আন্নাকে তিনি হারিয়েছেন। স্বামীর কাছে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার পর এখন আন্নাকে যে ছেড়ে যেতে হবে, অনুতপ্ত আন্না আর তাঁর স্বামীর মাঝখানে আর কখনো যে তাঁর দাঁড়ানো চলবে না, এই সিদ্ধান্তটা তিনি দৃঢ় করে নিয়েছিলেন মনে মনে; কিন্তু আন্নার ভালোবাসা হারাবার আক্ষেপ তিনি দূর করতে পারছিলেন না প্রাণের ভেতর থেকে, তাঁর সঙ্গে সুখের যে মুহূর্তগুলি তাঁর কেটেছে, তখন যার কদর তিনি করেছেন কম আর এখন যা তাদের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে হানা দিচ্ছে তাঁকে, তা মুছে ফেলতে পারছিলেন না স্মৃতি থেকে।

সেপুর্খোভস্কয় তাশখন্দে তাঁর একটা কাজের ব্যবস্থা করেন আর ভ্রন্স্কি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে রাজি হয়ে যান। কিন্তু যাত্রার সময় যত কাছিয়ে আসতে লাগল, ততই যে আত্মত্যাগ তিনি উচিত বলে গণ্য করেছিলেন সেটা দুঃসহ হয়ে উঠল তাঁর কাছে।

ক্ষত তাঁর সেরে গেল, তাশখন্দে যাবার তোড়জোড়ের জন্য তিনি বাইরে বেরুতে লাগলেন।

'শুধু একবার তাকে দেখে তারপর গোর নেওয়া যায়, মরা যায়' — ভাবছিলেন তিনি। বিদায় নিতে গিয়ে বেট্সিকে সে কথা তিনি বলেন। তাঁরই দূতী হয়ে বেট্সি আন্নার কাছে গিয়েছিলেন এবং নেতিবাচক উত্তর এনে দেন তাঁকে।

খবরটা পেয়ে ভ্রন্স্কি ভাবলেন, 'এই বরং ভালো। ওটা দুর্বলতা, আমার শেষ শক্তিও ফুরিয়ে যেত তাতে।'

পরের দিন বেট্সি নিজেই এলেন তাঁর কাছে এবং বললেন যে আলেক্সেই আলেক্সান্দ্রভিচ বিবাহবিচ্ছেদে রাজি, এই খবর তিনি পেয়েছেন অব্লোন্স্কির কাছ থেকে, সুতরাং ভ্রন্স্কি দেখা করতে পারেন তাঁর সঙ্গে।

বেট্সিকে বিদায় দেবার জন্যও তর সইল না, নিজের সমস্ত সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে, কখন দেখা করা যায়, স্বামী কোথায় এ সবকিছুই জিজ্ঞাসা না করে ভ্রন্স্কি তৎক্ষণাৎ রওনা দিলেন কারেনিনদের ওখানে। কাউকে

এবং কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ছুটে উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে, দ্রুত পদক্ষেপে, প্রায় ছুটে ঢুকলেন আন্নার ঘরে। ঘরে কেউ আছে কি নেই, সে কথা না ভেবে, না লক্ষ্য করে আলিঙ্গন করলেন আন্নাকে, চুমোয় চুমোয় ভরে দিলেন তাঁর মুখ, বাহু, গণ্ড।

আন্না তৈরি হয়ে ছিলেন এই সাক্ষাৎটার জন্য, ভেবেও রেখেছিলেন কী বলবেন, কিন্তু এর ফলে কিছুই বলে উঠতে পারলেন না; ভ্রন্‌স্কির প্রেমাবেগ আচ্ছন্ন করল তাঁকেও। ওঁকে, নিজেকে শান্ত করতে চাইছিলেন আন্না, কিন্তু ততক্ষণে বড়ো দেরি হয়ে গেছে। ভ্রন্‌স্কির আবেগ সঞ্চারিত হল তাঁর মধ্যে। ঠোঁট তাঁর এমন থরথর করছিল যে বহুক্ষণ বলতে পারলেন না কিছুই।

'হ্যাঁ, তুমি জিনে নিয়েছ আমায়, আমি তোমার' — নিজের বুকে ভ্রন্‌স্কির হাত চেপে ধরে আন্না বললেন অবশেষে।

ভ্রন্‌স্কি বললেন, 'তাই হওয়া উচিত! যতক্ষণ আমরা বেঁচে আছি, এই-ই হতে হবে। এখন আমি সেটা জেনেছি।'

'তা ঠিক' — ক্রমাগত বিবর্ণ হয়ে ভ্রন্‌স্কির মাথা জড়িয়ে ধরে আন্না বললেন, 'তাহলেও যা সব ঘটে গেল, তার পরে এর মধ্যে কী একটা যেন আছে ভয়াবহ।'

'সব কেটে যাবে, সব কেটে যাবে, অতি সুখী হব আমরা! এর মধ্যে ভয়াবহ কিছু একটা আছে বলেই ভালোবাসা আমাদের আরো প্রবল হবে, যদি আরো প্রবল হওয়া সম্ভব হয়' — মাথা তুলে হাসিতে নিজের সবল দাঁত বিকশিত করে বললেন তিনি।

আর হাসিতে জবাব না দিয়ে আন্না পারলেন না — সেটা ভ্রন্‌স্কির কথার উদ্দেশে নয়, তাঁর প্রেমাকুল চোখের উদ্দেশে। আন্না তাঁর হাত নিয়ে নিজের ঠান্ডা গাল আর ছাঁটা চুলে বুলাতে লাগলেন।

'তোমার এই ছাঁটা চুলে তোমায় চেনাই দায়। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়। যেন খোকা। কিন্তু কী ফ্যাকাশে হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ, ভারি দুর্বল' — হেসে বললেন আন্না, ঠোঁট তাঁর আবার কাঁপতে থাকল।

'আমরা যাব ইতালিতে, ভালো হয়ে উঠবে তুমি' — ভ্রন্‌স্কি বললেন।

'সত্যিই কি এটা সম্ভব যে আমরা হব স্বামী-স্ত্রী, তোমার সঙ্গে থাকব একলা, নিজেদের পরিবার নিয়ে?' আন্না বললেন ভ্রন্‌স্কির চোখের দিকে কাছ থেকে চেয়ে।

'আমার কেবল ভেবে অবাক লাগে ব্যাপারটা কখনো অন্য কিছু হতে পারত কেমন করে।'

'স্তিভা বলছে উনি সবকিছুতে রাজি, কিন্তু ওঁর মহানুভবতা আমি গ্রহণ করতে পারি না' — ভ্রন্‌স্কির মুখ এড়িয়ে চিন্তিতভাবে বললেন আন্না, 'বিবাহবিচ্ছেদ আমি চাই না, এখন আর কিছুতেই এসে যায় না আমার। শুধু জানি না সেরিওজা সম্পর্কে কী স্থির করবেন উনি।'

ভ্রন্‌স্কি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না মিলনের এই মুহূর্তে উনি ছেলের কথা, বিবাহবিচ্ছেদের কথা ভাবতে পারলেন, স্মরণ করতে পারলেন কী করে? এতে কি এসে যায় কিছু?

'ও কথা তুলো না, ও সব ভেবো না' — ভ্রন্‌স্কি বললেন আন্নার হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে, নিজের দিকে তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন; তাহলেও আন্না তাকাচ্ছিলেন না তাঁর দিকে।

'আহ্, কেন যে আমি মরলাম না, সেটাই ভালো হত' — আন্না বললেন এবং নিঃশব্দ কান্নায় অশ্রু ঝরতে লাগল দুই গাল বেয়ে; কিন্তু ভ্রন্‌স্কির মনে ব্যথা না দেবার জন্য চেষ্টা করলেন হাসতে।

ভ্রন্‌স্কির আগের ধারণায় তাশখন্দের প্রশংসার্হ ও বিপজ্জনক চাকরিটা প্রত্যাখ্যান করা হত একটা লজ্জাকর ও অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এখন বিন্দুমাত্র না ভেবে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন আর তাঁর আচরণে ওপরওয়ালাদের অননুমোদন লক্ষ্য করে তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিলেন চাকরি।

এক মাস বাদে আলেক্‌সেই আলেক্‌সান্দ্রভিচ নিজের বাড়িতে একা রইলেন ছেলেকে নিয়ে আর আন্না বিবাহবিচ্ছেদ না করে, তাতে দৃঢ় আপত্তি জানিয়ে বিদেশে চলে গেলেন ভ্রন্‌স্কির সঙ্গে।

১

লেভ তলস্তয়

আন্না কারেনিনা